

Presented by: BANGLA HADITH

Web: <http://www.hadithbd.com>



মুসলিম শিক্ষা

পঞ্চম খণ্ড

ইমাম আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (রহঃ)

মুসলিম শরীফ

পঞ্চম খণ্ড

ইমাম আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ
আল-কুশায়রী আন-নিশাপুরী (র)

সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত



অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

বাংলা হাদিস

মুসলিম শরীফ (৫ম খণ্ড)

ইমাম আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী আন-নিশাপুরী (র)

সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত

ইফা অনুবাদ ও সংকলন প্রকাশনা : ১০১

ইফা প্রকাশনা : ১৭১৬/৩

ইফা গ্রন্থাগার : ২৯৭.১২৪৩

ISBN : 984-06-0344-2

প্রথম প্রকাশ

ডিসেম্বর ১৯৯৪

চতুর্থ সংস্করণ

জুন ২০১০

জ্যৈষ্ঠ ১৪১৭

জমাদিউস সানি ১৪৩১

মহাপরিচালক

সামীম মোহাম্মদ আফজাল

প্রকাশক

নুরুল ইসলাম মানিক

পরিচালক, অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

ফোন : ৯১৩৩৩৯৪

প্রচ্ছদ শিল্পী

কাজী শামসুল আহসান

মুদ্রণ ও বাঁধাই

মোঃ হালিম হোসেন খান

প্রকল্প ব্যবস্থাপক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

ফোন : ৯১১২২৭১

মূল্য : ২০৫.০০ টাকা

MUSLIM SHARIF (5th Vol.) : Compilation of Hadith by Imam Abul Hussain Muslim Ibnul Hazzaz Al-Kushaire An-Nishapuri (Rh), edited by Editorial Board and published by Director, Translation and Compilation Department, Islamic Foundation, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207, Phone : 9133394
June 2010

Website : www.islamicfoundation-bd.org.

E-mail : islamicfoundation@yahoo.com

Price : Tk 205.00; US Dollar : 6.00

বাংলা হাদিস

<http://www.hadithbd.com>

Web: <http://www.hadithbd.com>

মুসলিম শরীফ (৫ম খণ্ড)

ইমাম আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী আন-নিশাপুরী (র)

সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত

ইফা অনুবাদ ও সংকলন প্রকাশনা : ১০১

ইফা প্রকাশনা : ১৭১৬/৩

ইফা গ্রন্থাগার : ২৯৭.১২৪৩

ISBN : 984-06-0344-2

প্রথম প্রকাশ

ডিসেম্বর ১৯৯৪

চতুর্থ সংস্করণ

জুন ২০১০

জ্যৈষ্ঠ ১৪১৭

জমাদিউস সানি ১৪৩১

মহাপরিচালক

সামীম মোহাম্মদ আফজাল

প্রকাশক

নুরুল ইসলাম মানিক

পরিচালক, অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

ফোন : ৯১৩৩৩৯৪

প্রচ্ছদ শিল্পী

কাজী শামসুল আহসান

মুদ্রণ ও বাঁধাই

মোঃ হালিম হোসেন খান

প্রকল্প ব্যবস্থাপক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

ফোন : ৯১১২২৭১

মূল্য : ২০৫.০০ টাকা

MUSLIM SHARIF (5th Vol.) : Compilation of Hadith by Imam Abul Hussain Muslim Ibnul Hazzaz Al-Kushaire An-Nishapuri (Rh), edited by Editorial Board and published by Director, Translation and Compilation Department, Islamic Foundation, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207, Phone : 9133394
June 2010

Website : www.islamicfoundation-bd.org.

E-mail : islamicfoundation@yahoo.com

Price : Tk 205.00; US Dollar : 6.00

বাংলা হাদিস

<http://www.hadithbd.com>

Web: <http://www.hadithbd.com>

মহাপরিচালকের কথা

সিহাহ্ সিভাহ্ তথা ছয়টি বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থের মধ্যে বুখারী শরীফের পরেই মুসলিম শরীফের স্থান। মধ্য এশিয়ার খোরাসানের বিশ্ববিখ্যাত হাফিযুল হাদীস হযরত আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ নিশাপুরী (র) এ সংকলনটি প্রণয়ন করেন। তিনি মক্কা, মদীনা, সিরিয়া, ইরাক, মিসর প্রভৃতি দেশে ব্যাপক সফর করে সীমাহীন ত্যাগ-তিতিক্ষা স্বীকার করে পবিত্র হাদীসসমূহ সংগ্রহ করেন। ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (র) তাঁর অন্যতম উস্তাদ ছিলেন এবং ইমাম তিরমিযী (র) তাঁর অন্যতম ছাত্র ছিলেন। তিনি তাঁর সংগৃহীত তিন লক্ষ হাদীসের মধ্য থেকে নিবীড়ভাবে যাচাই-বাছাই করে প্রায় চার হাজার হাদীস (পুনরাবৃত্তি বাদে) তাঁর ‘সহীহ’ শীর্ষক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন।

হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়টি ছিল হাদীস সংকলনের স্বর্ণযুগ। এ সময়ে শরী‘আতের প্রামাণ্য উৎস এ সকল হাদীস সংগ্রহ করা এবং পরিশুদ্ধতার মানদণ্ডে উত্তীর্ণ সনদে সংকলন করা ছিল এক কঠিন শ্রম ও মেধাসাধ্য কাজ। কিন্তু মহান আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহে সুদীর্ঘ অধ্যাবসায় ও অসাধারণ প্রতিভা কাজে লাগিয়ে তিনি যে সংকলনটি উপহার দেন, ইসলামী শরী‘আতের প্রয়োজনীয় প্রায় প্রতিটি বিষয়ের উল্লেখযোগ্য হাদীসগুলো তাতে স্থান পেয়েছে। বিষয়ের প্রাসঙ্গিকতা ও হাদীসের তত্ত্বগত দিক বিবেচনা করে তিনি একটি বিশেষ ধারায় তা বিন্যাস করেন, যা হাদীসবেত্তাদের বিচক্ষণ পর্যালোচনায় উচ্ছ্বাসিত প্রশংসা লাভ করে। এ মূল্যবান গ্রন্থটি প্রতিটি যুগেই ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের এক অবিস্মরণীয় উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। অনাগত দিনেও এর প্রয়োজন কখনো ফুরাবে না।

বস্তুত ইসলামী শরী‘আতের মৌলিক দু’টি উৎস পবিত্র কুরআন ও হাদীসের মধ্যে এ সংকলনটি এক অনিবার্য অনুসঙ্গ। মুসলিম বিশ্বে ব্যাপকভাবে গৃহীত এ গ্রন্থটি বাংলাদেশেও মাদরাসার উচ্চ শ্রেণীগুলোতে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহে পাঠ্য তালিকাভুক্ত হওয়ায় কেবল বিশেষ শিক্ষিত মध्येই এর অধ্যয়ন সীমাবদ্ধ ছিল। সাধারণ শিক্ষিত সর্বস্তরের পাঠকদের জন্য বোধগম্য করার লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক দেশের প্রথিতযশা আলিমদের দিয়ে এর বাংলা অনুবাদ করিয়ে ১৯৯৪ সালে প্রথম প্রকাশ করে। অল্পকালের মধ্যেই এর তিনটি সংস্করণের মুদ্রিত কপি ফুরিয়ে যায়। পাঠক মহলের ব্যাপক চাহিদা লক্ষ্য করে আমরা এবার এর চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশ করলাম।

আল্লাহ তা‘আলা আমাদের পবিত্র হাদীস অধ্যয়ন করে মহানবী (সা)-এর নীতি ও আদর্শ অনুসারে জীবন গড়ার তৌফিক দিন। আমিন।

সামীম মোহাম্মদ আফজাল
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন



বাংলা হাদিস

প্রকাশকের কথা

ইসলামী শরীয়তের মূল উৎস হিসেবে মহান আল্লাহর বাণী-পবিত্র কুরআনের পর মহানবী (সা)-এর বাণী-পবিত্র হাদীসের স্থান। মহানবী (সা)-এর কথা, কাজ ও সম্মতিকে হাদীস বলা হয়। তাঁর এই হাদীস বা সুন্নাহকে সংগ্রহ করে যাঁরা লিপিবদ্ধভাবে সংকলন করেছেন তাঁদের মধ্যে সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস হচ্ছেন ইমাম মুসলিম (র)।

তিনি তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের অধিকাংশ স্থানে ব্যাপক সফর করে মূল্যবান হাদীস সংগ্রহ করেন। হাফেজ আবু বকর আল খতীব বাগদাদী বর্ণনা করেন যে, ইমাম মুসলিম (র) তাঁর সংগৃহীত প্রায় ৩ লক্ষ হাদীস থেকে চয়ন করে প্রায় চার হাজার হাদীস সম্বলিত (পুনরাবৃত্তি বাদে) এই ‘সহীহ’ সংকলনটি প্রণয়ন করেন।

সহীহ মুসলিমের পর আজ অবধি এর চেয়ে উত্তম কোন হাদীস সংকলন কেউ প্রণয়ন করতে সক্ষম হয়নি। তাই যুগে যুগে তা গবেষক ও পাঠকদের ভূয়সী প্রশংসা লাভ করেছে। এই সংকলনে তিনি বুখারী শরীফের মত ঈমান, ইল্ম, তাহারাত, পঞ্চ রুকন, তাফসীর, আদাব, ব্যবসা ইত্যাদি প্রায় প্রতিটি প্রয়োজনীয় বিষয় ধারাবাহিকভাবে বিন্যাস করেন। এ কারণে অনুসন্ধিৎসু পাঠক মুসলিম শরীফের হাদীস সূত্র এবং ভাষ্য অধ্যয়নে অধিক আগ্রহী হন।

এই সংকলনটি ইসলামী উলূম ও ফুনূন তথা জ্ঞান-বিজ্ঞানের এক অফুরন্ত ভাণ্ডার। এটি বাংলা ভাষায় অনূদিত হওয়ার পর মাদ্রাসা, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী থেকে শুরু করে গবেষক ও আগ্রহী পাঠক সাধারণের মধ্যে বিপুল সাড়া পড়ে যায়। বিশেষ করে এর ভূমিকা পর্বটি হাদীসের পরিচয় সম্পর্কে সারগর্ভ আলোচনার জন্য পাঠকদের বিশেষভাবে আকর্ষণ করে।

আমাদের সম্মানিত পাঠক মহলের ক্রমবর্ধমান আগ্রহের প্রেক্ষিতে আমরা এবার পঞ্চম খণ্ডের চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশ করলাম। ইতোমধ্যে এর সব কয়টি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে এবং যথাসময়ে এগুলো পুনর্মুদ্রণের মাধ্যমে পুরো সেট সরবরাহে আমরা সচেষ্ট রয়েছি।

আল্লাহ তা‘আলা আমাদেরকে মহানবী (সা)-এর আদর্শকে সঠিকভাবে জেনে নিজেদের জীবন গড়ার তৌফিক দিন। আমীন।

নুরুল ইসলাম মানিক
পরিচালক, অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন



বাংলা হাদিস

সম্পাদনা পরিষদ

১. মাওলানা উবায়দুল হক	সভাপতি
২. মাওলানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী	সদস্য
৩. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুস সালাম	সদস্য
৪. ডক্টর কাজী দীন মুহাম্মদ	সদস্য
৫. মাওলানা রুহুল আমীন খান	সদস্য
৬. মাওলানা এ. কে. এম. আবদুস সালাম	সদস্য
৭. মুহাম্মদ লুতফুল হক	সদস্য-সচিব

অনুবাদকমণ্ডলী

১. মাওলানা আবদুল মতীন মাসউদী
২. মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাইল
৩. মাওলানা মামুনুর রশীদ

তৃতীয় সংস্করণ সম্পাদনা

হাফেজ মাওলানা মোহাম্মদ ইসমাইল



বাংলা হাদিস

সূচিপত্র

অধ্যায় : পানীয় দ্রব্য

✓ মদ হারাম এবং আগুরের রস থেকে খুরমা ও কাঁচা-পাকা খেজুর এবং কিসমিস (ইত্যাদি) ও অন্যান্য নেশাকারক দ্রব্য হতে তা তৈরি হওয়ার বর্ণনা -----	১৫
মদকে সিরকায় রূপান্তরিত করা নিষেধ -----	২১
মদ দ্বারা চিকিৎসা করা হারাম এবং তা ঔষধ হতে না পারার বিবরণ -----	২১
খেজুর ও আগুর থেকে যা কিছু পানিতে ভিজিয়ে রাখা হয়, তাই মদ নামে অভিহিত হওয়ার বর্ণনা -----	২২
শুকনো খেজুর ও কিসমিস পানিতে একত্রে ভিজিয়ে নাবীয তৈরি করা মাকরুহ -----	২৩
মুযাফফাত, দুব্বা, হানতাম ও নাকীর ইত্যাদিতে নাবীয তৈরি করার নিষেধাজ্ঞা এবং এ হুকুম রহিত হওয়া আর নেশা সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত এগুলো বৈধ হওয়ার বর্ণনা -----	২৭
নেশা সৃষ্টিকারী সকল বস্তুই মদ, আর সর্বপ্রকার মদই হারাম -----	৩৮
মদ পানকারী ব্যক্তি যদি তওবা না করে তবে শাস্তিস্বরূপ পরকালে তাকে শরাব থেকে বঞ্চিত রাখা হবে -----	৪১
যে নাবীয (খেজুর ভেজানো পানি) গাঢ় হয়নি এবং নেশা সৃষ্টিকারী হয়নি তা মুবাহ্ হওয়া -----	৪২
দুধপান জায়েয হওয়া -----	৪৬
পাত্র ঢেকে রাখা, মশকের মুখ বন্ধ করা, দরজা বন্ধ করা ও এ সময়ে আল্লাহর নাম লওয়া, শয়নকালে বাতি বা আগুন নিভিয়ে দেয়া এবং মাগরিবের পর ছেলেমেয়ে ও গৃহপালিত জন্তুগুলোকে আটকে রাখা মুস্তাহাব -----	৪৮
পানাহারের আদবসমূহ ও তার বিধান -----	৫২
দাঁড়িয়ে পান করা প্রসঙ্গে -----	৫৭
যমযমের পানি দাঁড়িয়ে পান করা -----	৬৮
পান করার সময় সরাসরি পাত্রে শ্বাস ফেলা মাকরুহ এবং পাত্রের বাইরে তিনবার শ্বাস গ্রহণ করা মুস্তাহাব -----	৫৯
পানি, দুধ ইত্যাদি পরিবেশনে সূচনাকারী তার ডান থেকে আরম্ভ করবে -----	৬০
আঙ্গুল ও বর্তন চেটে খাওয়া এবং পড়ে যাওয়া খাদ্যে যে ধূলাবালু লেগেছে তা মুছে খাওয়া মুস্তাহাব আর চেটে খাওয়ার পূর্বে হাত মুছে ফেলা মাকরুহ। কারণ, ঐ অবশিষ্ট অংশের মধ্যে খাদ্যের বরকত থেকে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে এবং তিন আঙ্গুলে খাওয়া সুন্নত হওয়া প্রসঙ্গে -----	৬২
মেযবানের দাওয়াত ছাড়াই যদি কেউ মেহমানের অনুগামী হয়, তবে মেহমান কি করবে? অনুগমনকারীর জন্য মেযবান থেকে অনুমতি নিয়ে নেয়া মুস্তাহাব -----	৬৬
মেযবানের সন্তুষ্টি সম্পর্কে পরিপূর্ণ নিশ্চিত থাকলে অন্যকে সঙ্গে নিয়ে তার ঘরে উপস্থিত হওয়া জায়েয। আর সমবেতভাবে খাওয়া মুস্তাহাব -----	৬৭

ঝোল খাওয়া জায়েয এবং কদু খাওয়া মুস্তাহাব আর মেযবান অপসন্দ না করলে, মেহমান হয়েও একই দস্তরখানে উপবেশনকারীদের একজন অন্যজনকে প্রাধান্য দেয়া জায়েয -----	৭৪
খেজুরের বিচি খেজুরের বাইরে ফেলা মুস্তাহাব এবং মেযবানের জন্য মেহমানের দু'আ করা, নেক্কার মেহমান থেকে দু'আ চাওয়া ও মেহমানের তা সাড়া দেয়া মুস্তাহাব -----	৭৬
কাঁকুড় ও তাজা খেজুর মিশিয়ে খাওয়া -----	৭৬
আহারকারীর বিনয়-নম্রতা মুস্তাহাব আর তার উপবেশনের পদ্ধতি -----	৭৭
একত্রে বসে আহারকারীদের জন্য এক লুক্‌মায় দু'টি করে খেজুর ইত্যাদি খাওয়া নিষেধ তবে যদি সাথীরা অনুমতি দেয় (তবে জায়েয) -----	৭৭
খেজুর ইত্যাদি খাদ্য পরিবারের লোকজনের জন্য সঞ্চিত রাখা -----	৭৮
মদীনার খেজুরের শ্রেষ্ঠত্ব -----	৭৯
কাম'আ-এর ফযীলত ও এরদ্বারা চোখের চিকিৎসা -----	৮০
কালো কাবাস (পিলু ফল)-এর ফযীলত -----	৮১
সিরকার ফযীলত এবং তা সালুন হিসেবে ব্যবহার করা -----	৮২
রসুন খাওয়া বৈধ, আর যে ব্যক্তি বড়দের সাথে কথা বলতে ইচ্ছা করে, তার জন্য এটা খাওয়া বর্জন করা উচিত । এ ধরনের অন্যান্য (দুর্গন্ধযুক্ত) বস্তুর হুকুমও তাই -----	৮৪
মেহমানের সমাদর করা ও তাকে প্রাধান্য দেয়ার ফযীলত -----	৮৫
স্বল্প খাদ্য সমমর্মীতার ফযীলত এবং দু'জনের খাবার তিনজনের জন্য এবং অনুরূপ ক্রমধারায় যথেষ্ট হওয়া -----	৯২
মু'মিন ব্যক্তি এক আঁতে খায় আর কাফির ব্যক্তি সাত আঁতে খায় -----	৯৩
খাবারের দোষ বর্ণনা করবে না -----	৯৫

✓ অধ্যায় : পোশাক ও সাজসজ্জা

নারী-পুরুষ সকলের জন্য পান করা ইত্যাদি কাজে স্বর্ণ ও রৌপ্য পাত্র ব্যবহার করা হারাম -----	৯৭
নারী ও পুরুষের জন্য সোনা-রূপার পাত্র, আর পুরুষের জন্য সোনার আংটি ও রেশমজাত কাপড় ব্যবহার করা হারাম এবং স্ত্রীলোকের জন্য এগুলি ব্যবহার করা মুবাহ, সোনা-রূপা ও রেশমের অনধিক চার আঙ্গুল পরিমাণ নকলী (পাড় ও আঁচল) অনুরূপ কিছু পুরুষের জন্য মুবাহ -----	৯৮
চর্মরোগী পুরুষদের জন্য রেশমী কাপড় পরিধান করার অনুমতি -----	১১২
পুরুষের জন্য আসফার ঘাস দ্বারা রঞ্জিত কাপড় পরিধান করা নিষিদ্ধ -----	১১৩
কাতান কাপড়ের পোশাকের ফযীলত -----	১১৪
সাদাসিধে পোশাক পরা । পোশাক, বিছানা ইত্যাদির ক্ষেত্রে মোটা ও সাধারণ কাপড়ের উপরই সীমিত থাকা এবং পশমী ও নকশী করা কাপড় পরার বৈধতা প্রসঙ্গে -----	১১৫
বিছানার চাদর ব্যবহার করা বৈধ -----	১১৬
প্রয়োজনের অতিরিক্ত বিছানা, পোশাক ইত্যাদি (সংরক্ষণ ও ব্যবহার করা) মাকরুহ -----	১১৭
অহংকারবশে (গোড়ালীর নীচে) কাপড় ঝুলিয়ে রাখা হারাম এবং কতটুকু ঝুলিয়ে রাখা বৈধ ও মুস্তাহাব, তার আলোচনা -----	১১৭

পোশাকের আত্মশ্রুতিতে মগ্ন হয়ে গর্বভরে হেঁটে চলা হারাম -----	১২১
পুরুষদের জন্য স্বর্ণের আংটি হারাম করা এবং ইসলামের প্রথম দিকে এর বৈধতা হওয়া রহিত করা -----	১২৩
নবী ﷺ কর্তৃক 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' খোদিত রূপার আংটি পরিধান এবং তাঁর পরবর্তীতে খলীফাগণ কর্তৃক তা পরিধান -----	১২৪
নবী ﷺ যখন অনারবদের নিকট পত্র লেখার ইচ্ছা করেন তখন আংটি তৈরি করেন -----	১২৫
রূপার তৈরি যার মোহর হাবশী (পাথর) -----	১২৭
জুতা বা অনুরূপ কিছু পরিধান করা মুস্তাহাব -----	১২৯
জুতা পরার সময় ডান পা আগে আর খোলার সময় বাম পা আগে খোলা মুস্তাহাব এবং এক (পায়ে) জুতা পরে চলা (মাকরুহ) -----	১২৯
'ইশতিমালে সাম্মা (সমস্ত দেহ একটি কাপড় দ্বারা এমনভাবে পেঁচিয়ে রাখা যাতে হাত বের করাও দুষ্কর হয়) ও ইহতিবা (গুপ্তাঙ্গের কিয়দংশ অনাবৃত রেখে এক কাপড়ে গুটি মেরে বসার) নিষেধাজ্ঞা এবং এক পায়ের উপর অপর পা রেখে চিৎ হয়ে শোয়ার বিধান সম্বন্ধে -----	১৩০
পুরুষের জন্য যাকরানী রঙের কাপড় ব্যবহার নিষেধ -----	১৩২
সাদা চুল-দাঁড়িতে হলুদ বা লাল রং-এর খেয়াব লাগানো মুস্তাহাব এবং কালো রং নিষিদ্ধ -----	১৩৩
জীব-জন্তুর ছবি অংকন করা নিষিদ্ধ হওয়া এবং চাদর ইত্যাদিতে সুস্পষ্ট ও অবজ্ঞাপূর্ণ নয় এমন ছবি থাকলে তা ব্যবহার করা হারাম হওয়া এবং যে গৃহে কুকুর ও ছবি থাকে সে ঘরে ফিরিশতাগণ প্রবেশ করেন না -----	১৩৪
সফরে কুকুর ও ঘন্টা রাখা মাকরুহ -----	১৪৫
উটের গলায় ধনুকের ছিলা বা চামড়ার তারের মালা ঝুলানো মাকরুহ -----	১৪৬
পশুর মুখে প্রহার করা এবং দাগ লাগানো নিষিদ্ধ -----	১৪৬
মানুষ ব্যতীত অন্য প্রাণীর চেহারা ছাড়া অন্যত্র দাগ লাগানো জায়েয । যাকাত ও জিয্যার পশুকে দাগ লাগানো উত্তম -----	১৪৭
কায়া' অর্থাৎ মাথার চুল কিছু মুড়িয়ে কিছু রেখে দেয়া মাকরুহ -----	১৪৮
চলাচলের পথে বৈঠক করা নিষিদ্ধ ও রাস্তার হক আদায় করা -----	১৪৯
পরচুলা সংযোজনকারিণী ও সংযোজন প্রার্থিণী, মানবদেহে চিত্র অংকনকারিণী ও অংকন প্রার্থিণী, ভুরুর পশম উৎপাটনকারিণী ও উৎপাটন প্রার্থিণী, দাঁতের মাঝে দর্শনীয় ফাঁকে সুষমা তৈরীকারিণী এবং আল্লাহর সৃজনে বিকৃত সাধনকারিণীদের ত্রিয়াকলাপ হারাম -----	১৫০
বস্ত্র পরিহিতা হয়েও বিবস্ত্রা এবং আসজা আকর্ষণকারিণী নারী -----	১৫৫
পোশাক-পরিচ্ছদে মেকী সজ্জা ও অপ্রাপ্ত বিষয় নিয়ে আত্মতৃপ্তির ভনিতা নিষিদ্ধ -----	১৫৫

অধ্যায় ৪ আদব-কায়দা ও শিষ্টাচার

'আবুল কাসিম' উপনাম গ্রহণ নিষিদ্ধ এবং পসন্দনীয় নামের বিবরণ -----	১৫৭
মন্দ নাম এবং নাফি' ইত্যাদি (শব্দ দ্বারা) নাম রাখা মাকরুহ -----	১৬১
উত্তম নাম দ্বারা মন্দ নাম পরিবর্তন করা এবং 'বাররাহ' নাম যায়নাব, জুয়ায়রিয়া ও অনুরূপ নামে পরিবর্তিত করা মুস্তাহাব -----	১৬৩

মালিকুল আমলাক কিংবা মালিকুল মুলুক 'মহারাজ' রাজাধিরাজ 'শাহানশাহ' শাহ আলম নাম রাখা হারাম---	১৬৫
সন্তান জন্ম নিলে নবজাতককে 'তাহনিক' করা খুরমা ইত্যাদি (চিবিয়ে তার মুখে 'বরকত' দেয়া) এবং (এ উদ্দেশ্যে) তাকে কোন সালিহ ব্যক্তির কাছে নিয়ে যাওয়া মুস্তাহাব। জন্মের দিন নাম রাখা	
জায়েয। আবদুল্লাহ্ এবং ইব্রাহীম ও অন্য নবীগণের নামে নাম রাখা মুস্তাহাব -----	১৬৬
যার সন্তান হয়নি তার কুনিয়াত (ডাকনাম) রাখা এবং ছোটদের ডাকনাম রাখা বৈধ -----	১৬৯
নিজের ছেলে ব্যতীত অন্যকে হে বৎস! বলা জায়য এবং আদর প্রকাশের উদ্দেশ্যে তা করা মুস্তাহাব -----	১৭০
অনুমতি গ্রহণ প্রসঙ্গে -----	১৭১
অনুমতিপ্রার্থীকে 'এ কে' জিজ্ঞাসা করা হলে 'আমি' বলে জবাব দেওয়া মাকরুহ -----	১৭৫
অন্যের ঘরের ভিতরে উকি দেয়া হারাম -----	১৭৬
হঠাৎ দৃষ্টি পড়া -----	১৭৮

অধ্যায় : সালাম

আরোহী পথচারীকে এবং অল্প সংখ্যক অধিক সংখ্যককে সালাম করবে -----	১৭৯
সালামের জবাব দেয়া, রাস্তায় বসার অন্যতম হক -----	১৭৯
মুসলমানের প্রতি মুসলমানের অন্যতম হক সালামের জবাব দেয়া -----	১৮০
আহলুল কিতাব (ইয়াহুদী ও নাসরা)-কে আগে সালাম করার নিষেধাজ্ঞা এবং তাদের সালামের জবাব দেয়ার পদ্ধতি -----	১৮১
শিশুদের সালাম করা মুস্তাহাব -----	১৮৫
পর্দা তুলে দেওয়া কিংবা এরূপ অন্য কোন আলামতকে 'অনুমতি' সাব্যস্ত করা জায়েয -----	১৮৫
প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণের জন্য স্ত্রীলোকের বাইরে যাওয়ার বৈধতা -----	১৮৬
নির্জনে অনাস্ত্রীয়া স্ত্রীলোকের কাছে অবস্থান করা এবং তার কাছে প্রবেশ করা হারাম -----	১৮৭
কোন লোককে স্ত্রীলোকের সাথে একাকী দেখলে এবং সে মহিলা তার স্ত্রী কিংবা মাহরাম হলে কুধারণা অপনোদনের জন্য বলে দেয়া মুস্তাহাব যে, এ স্ত্রীলোক অমুক -----	১৮৯
কোন মজলিসে হাযির হয়ে ফাঁকা জায়গা পেলে সেখানে বসে পড়া; অন্যথায় সবার পিছনে বসা -----	১৯০
আগে এসে বসা কারো বৈধ অবস্থান থেকে কোন মানুষকে উঠিয়ে দেয়া হারাম -----	১৯১
কেউ আসন ছেড়ে উঠে গিয়ে পুনরায় ফিরে আসলে সে তাতে অগ্রাধিকারী হবে -----	১৯৩
'অনাস্ত্রীয়' নারীদের কাছে হিজড়াকে প্রবেশে বাধাদান -----	১৯৩
আজনবী নারী পথশ্রান্ত হলে তাকে আরোহণে সঙ্গী করার বৈধতা -----	১৯৪
তৃতীয় ব্যক্তির সম্মতি ব্যতিরেকে তাকে বাদ দিয়ে দু'জনের চুপিচুপি কথা বলা হারাম -----	১৯৬
চিকিৎসা, ব্যাধি ও ঝাড়-ফুক -----	১৯৭
যাদু-টোনা -----	১৯৯
বিষ -----	২০০

রোগীকে ঝাড়-ফুঁক করা মুস্তাহাব -----	২০১
মু'আব্বিয়াত সূরা পড়ে ঝাড়-ফুঁক করা এবং দম করা -----	২০৩
নযর লাগা, পার্শ্ব ঘা, বিষ ফোঁড়া বিষাক্ত প্রাণীর বিষক্রিয়া ও আসীর	
নযর থেকে (রক্ষা পাওয়ার জন্য) ঝাড়-ফুঁক করা মুস্তাহাব -----	২০৪
শিরক (জাতীয় কিছু) না থাকলে মন্ত্বে কোন আপত্তি নেই -----	২০৮
কুরআন শরীফ ও অন্যান্য দু'আ-যিকির দিয়ে ঝাড়-ফুঁক করে বিনিময় গ্রহণ জায়েয -----	২০৮
দু'আর (ঝাড়-ফুঁকের) সময় আক্রান্ত স্থানে হাত রাখা মুস্তাহাব -----	২১০
সালাতে ওয়াসুওয়াসায় প্রদানকারী শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা -----	২১০
প্রতিটি রোগের ওষুধ রয়েছে এবং চিকিৎসা করা মুস্তাহাব -----	২১১
মুখে (জোর করে) ঔষধ ঢেলে দেয়া অপসন্দনীয়তা -----	২১৬
কালজিরা দ্বারা চিকিৎসা -----	২১৮
তালবীনা-(সাণ্ড-বার্লির তরল হালুয়া) প্রসঙ্গে -----	২১৯
মধুপান করানো দ্বারা চিকিৎসা প্রসঙ্গে -----	২১৯
প্লেগ, কুলক্ষণ ও জ্যোতিষীর গণনা ইত্যাদি -----	২২০
সংক্রমণ, কুলক্ষণ, পাখির (পেঁচার) কুলক্ষণ, ক্ষুধায় পেট কামড়ানো পোকা,	
নক্ষত্র প্রভাবে বর্ষণ ও পথ বিভ্রমের ভূত-প্রেতের অস্তিত্ব নেই এবং অসুস্থ	
উটের মালিক তার উট সুস্থ উটের নিকট আনবে না -----	২২৬
কুলক্ষণ, সুলক্ষণ, ফাল ও সম্ভাব্য অপয়া বিষয়বস্তুর বিবরণ -----	২২৯
জ্যোতিষী কর্ম ও জ্যোতিষীর কাছে গমনাগমন হারাম -----	২৩৩
কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগাক্রান্ত ব্যক্তি থেকে দূরে থাকা -----	২৩৭

অধ্যায় : সাপ ইত্যাদি নিধন

সাপ ইত্যাদি নিধন -----	২৩৮
কাঁকলাস (ও টিকটিকি) মেরে ফেলা মুস্তাহাব -----	২৪৫
পিঁপড়া মেরে ফেলা নিষিদ্ধ -----	২৪৭
বিড়াল মেরে ফেলা হারাম -----	২৪৯
'অবোধ পশুপাখিকে পানিপান করানো ও খাবার দেওয়ার ফযীলত -----	২৫০

অধ্যায় : শব্দচয়ণ ও শব্দ প্রয়োগে শিষ্টাচার

সময় ও কালকে গালি দেয়া নিষিদ্ধ -----	২৫২
ইনাব (আংগুর)-কে 'আল-কার্ম' নামকরণ মাকরুহ -----	২৫৩
'আব্দ', 'আমাত' (দাস-দাসী) এবং 'মাওলা', 'সায়্যিদ' (মনিব ও নেতা) শব্দসমূহ ব্যবহারের বিধান -----	২৫৫
কোন মানুষের নিজের (দুরবস্থা প্রকাশে) আমার মন খবীছ (পিশাচ অধম হয়ে গিয়েছে) বলা মাকরুহ -----	২৫৬
মেশ্ক (কস্তুরি) ব্যবহার এবং তা শ্রেষ্ঠ সুগন্ধি হওয়ার এবং ফুল ও সুগন্ধি	
প্রত্যাখ্যান মাকরুহ হওয়ার বিবরণ -----	২৫৭

অধ্যায় : কবিতা

কবিতা -----	২৫৯
পাশাখেলা হারাম হওয়া প্রসঙ্গে -----	২৬২

অধ্যায় : স্বপ্ন

স্বপ্ন -----	২৬৩
নবী ﷺ-এর বাণী : যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখে, সে অবশ্যই আমাকে দেখেছে -----	২৬৯
ঘুমের মাঝে তার শয়তানের খেলাধুলার খবর কাউকে দিও না -----	২৭০
স্বপ্নের ব্যাখ্যা -----	২৭১
নবী ﷺ-এর স্বপ্ন -----	২৭৪

অধ্যায় : ফযীলত

নবী ﷺ-এর বংশমর্যাদা এবং নবুয়ত প্রাপ্তির আগে তাঁকে সালাম (পাথরের) করা প্রসঙ্গে -----	২৭৭
আমাদের নবী ﷺ-কে সমুদয় সৃষ্টির উপরে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান প্রসঙ্গে -----	২৭৮
নবী ﷺ-এর মু'জিয়া প্রসঙ্গে -----	২৭৮
আল্লাহ তা'আলার উপরে নবী ﷺ-এর তাওয়াক্কুল এবং তাঁকে লোকদের (অনিষ্ট) থেকে আল্লাহ তা'আলার হিফাযত -----	২৮৩
নবী ﷺ যে হিদায়াত ও ইল্মসহ প্রেরিত হয়েছেন, তার দৃষ্টান্তের বিবরণ -----	২৮৪
উম্মাতের প্রতি নবী ﷺ-এর মমতা এবং তাদের জন্য ক্ষতিকর বিষয় থেকে গুরুত্ব সহকারে সতর্কীকরণ-----	২৮৫
নবী ﷺ-এর শেষ নবী হওয়ার বিবরণ -----	২৮৭
আল্লাহ তা'আলা কোন উম্মাতের প্রতি রহম করার ইচ্ছা করলে সে উম্মাতের নবীকে তাদের আগে তুলে নেন -----	২৮৯
আমাদের নবী ﷺ-এর জন্য 'হাওয়' (কাউসার)-এর প্রমাণ এবং হাওয়ের বিবরণ -----	২৮৯
রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পক্ষে ফেরেশতাগণের যুদ্ধ করা দ্বারা তাঁকে সম্মান দেখানো এবং উহুদ যুদ্ধে নবী ﷺ-এর পক্ষে জিবরীল ও মীকাদীল (আ) যুদ্ধ করা -----	৩০০
নবী করীম ﷺ-এর বীরত্ব এবং যুদ্ধে তাঁর অগ্রে থাকা -----	৩০০
নবী ﷺ ছিলেন (বসন্তের মলয়) বায়ুর চেয়েও অধিক দানশীল -----	৩০১
রাসূল ﷺ-এর সুন্দরতম চরিত্র মাধুর্য -----	৩০২
রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বদান্যতা -----	৩০৪
ছেলেদের প্রতি নবী ﷺ-এর দয়া ও বিনয় এবং তাঁর মর্যাদা -----	৩০৬
নবী ﷺ-এর অধিক লজ্জা -----	৩০৯
রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মৃদু হাসি ও উত্তম সমাজ জীবন-যাপন -----	৩১০
স্ত্রীলোকদের প্রতি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দয়া এবং তাদের প্রতি কোমল আচরণের নির্দেশ -----	৩১০

সাধারণ মানুষরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সান্নিধ্য প্রদান এবং তাঁর মাধ্যমে	
তাদের বরকত লাভ এবং তাদের জন্য তাঁর বিনয় -----	৩১২
পাপ কাজ থেকে নবী ﷺ-এর বহু দূরে থাকা এবং মুবাহ্ (বৈধ) কাজের মধ্যে অধিক	
সহজটিকে গ্রহণ করা, (নিজের ব্যাপারে প্রতিশোধ গ্রহণ না করা) এবং আল্লাহর	
নিষেধাজ্ঞা লংঘনের ক্ষেত্রে প্রতিশোধ গ্রহণ করা -----	৩১৩
নবী ﷺ-এর (মুবারক) দেহের সুরভী ও স্পর্শ কোমলতা -----	৩১৪
নবী ﷺ-এর ঘামের সুগন্ধি এবং তা থেকে বরকত লাভ -----	৩১৫
নবী ﷺ-এর নিকট ওহী আসার সময় এবং শীতের সময়ও তিনি ঘেমে যেতেন -----	৩১৭
নবী ﷺ-এর সিঁথি না করে চুল আঁচড়ানো এবং (পরবর্তীতে) সিঁথি করা -----	৩১৮
নবী ﷺ-এর দৈহিক সৌন্দর্যের বিবরণ, তিনি ছিলেন সকল মানুষের চেয়ে সুন্দর চেহারার অধিকারী ----	৩১৮
নবী ﷺ-এর কেশ বিবরণ -----	৩১৯
নবী ﷺ-এর মুখ, তাঁর দু'চোখ ও দুই গোড়ালীর বর্ণনা -----	৩২০
নবী ﷺ-এর দিলে কমণীয় (লালচে) শুভ্র চেহারার অধিকারী -----	৩২০
রাসূলুল্লাহ-এর বার্বাক্য -----	৩২১
মোহরে নুবুওয়াত, তার বর্ণনা এবং নবী ﷺ-এর দেহে তার অবস্থান -----	৩২৩
রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বয়স এবং মক্কা ও মদীনায়ে তাঁর অবস্থানকাল -----	৩২৫
রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামসমূহ -----	৩২৯
রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞান এবং তাঁর প্রতি তাঁর প্রচণ্ড ভীতি -----	৩৩০
রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুসরণ ওয়াজিব হওয়া -----	৩৩১
রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সম্মান প্রদর্শন করা, অপ্রয়োজনীয় অথবা এমন বিষয় যার সাথে	
শরীআতের বিধি-বিধানের সম্পর্ক নেই এবং যা সংঘটিত হবে না এবং অনুরূপ	
বিষয়ে অধিক প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাকা -----	৩৩২
শরী'আত হিসেবে রাসূলুল্লাহ ﷺ যা আদেশ করেছেন তা পালন করা ওয়াজিব আর	
পার্থিব বিষয়ে তিনি যে অভিমত ব্যক্ত করেন, তা নয় -----	৩৩৮
রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখার ফযীলত ও এর আকাজক্ষা -----	৩৩৯
হযরত ইসা (আ)-এর ফযীলত -----	৩৪০
হযরত ইব্রাহীম খলীল (আ)-এর মর্যাদা -----	৩৪২
হযরত মূসা (আ)-এর ফযীলত -----	৩৪৪
হযরত ইউনুস (আ)-এর আলোচনা এবং ﷺ নবী-এর বাণী—কোন বান্দার জন্য	
আমি ইউনুস ইবন মাত্তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ—এ কথা বলা সমীচীন নয় -----	৩৫১
হযরত ইউসুফ (আ)-এর ফযীলত -----	৩৫১
হযরত যাকারিয়া (আ)-এর ফযীলত -----	৩৫২
হযরত খিযির (আ)-এর ফযীলত -----	৩৫২

অধ্যায় ৪ সাহাবী (রা)-গণের ফযীলত

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর ফযীলত	৩৬১
হযরত উমার (রা)-এর ফযীলত	৩৬৭
হযরত উসমান ইব্ন আফ্ফান (রা)-এর ফযীলত	৩৭৪
হযরত আলী ইব্ন আবু তালিব (রা)-এর ফযীলত	৩৭৯
হযরত সা'দ ইব্ন আবু ওয়াক্কাস (রা)-এর ফযীলত	৩৮৬
হযরত তালহা ও যুবায়র (রা)-এর ফযীলত	৩৯১
হযরত আবু উবায়দা ইব্ন জাররাহ (রা)-এর ফযীলত	৩৯৪
হযরত হাসান ও হুসাইন (রা)-এর ফযীলত	৩৯৫
নবী ﷺ-এর আহলে বায়তের ফযীলত	৩৯৭
হযরত যায়দ ইব্ন হারিসা ও তাঁর পুত্র উসামা (রা)-এর ফযীলত	৩৯৭
হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন জা'ফর (রা)-এর ফযীলত	৩৯৯
উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদীজা (রা)-এর ফযীলত	৪০০
হযরত আয়েশা (রা)-এর ফযীলত	৪০৩
উম্মে যারা'-এর হাদীস	৪১১
নবী ﷺ-এর কন্যা হযরত ফাতিমা (রা)-এর ফযীলত	৪১৩
উম্মুল মু'মিনীন উম্মু সালামা (রা)-এর ফযীলত	৪১৮
উম্মুল মু'মিনীন হযরত যয়নব (রা)-এর ফযীলত	৪১৯
উম্মু আয়মান (রা)-এর ফযীলত	৪১৯
উম্মু আনাস ইব্ন মালিক (রা)-এর মাতা উম্মু সুলায়ম এবং বিলাল (রা)-এর ফযীলত	৪২০
হযরত তালহা আনসারী (রা)-এর ফযীলত	৪২১
হযরত বিলাল (রা)-এর ফযীলত	৪২৩
হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) ও তাঁর মায়ের ফযীলত	৪২৩
হযরত উবাই ইব্ন কা'ব (রা) ও আনসারদের এক দলের ফযীলত	৪২৮
হযরত সা'দ ইব্ন মু'য়ায (রা)-এর ফযীলত	৪৩০
হযরত আবু দোজানাহ্ সিমাক ইব্ন খারামাহ (রা)-এর ফযীলত	৪৩২

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ

অধ্যায় : পানীয় দ্রব্য

১- بَابُ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ وَبَيَانِ أَنَّهَا تَكُونُ مِنْ عَصِيرِ الْعِنَبِ وَمِنْ الثَّمَرِ وَالْبُسْرِ وَالزَّبِيبِ وَغَيْرِهَا مِمَّا يُسْكِرُ-

১. পরিচ্ছেদ : মদ হারাম এবং আগুরের রস থেকে খুরমা ও কাঁচা-পাকা খেজুর এবং কিসমিস (ইত্যাদি) ও অন্যান্য নেশাকারক দ্রব্য হতে তা তৈরি হওয়ার বর্ণনা

৪৭৬৪- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ أَصَبْتُ شَارِفًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي مَغْنَمٍ يَوْمَ بَدْرٍ وَأَعْطَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَارِفًا أُخْرَى فَأَخَذْتُهَا يَوْمًا عِنْدَ بَابِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَحْمِلَ عَلَيْهِمَا إِذْخِرًا لِابْيَعَهُ وَمَعِيَ صَائِعٌ مِنْ بَنِي قَيْنُقَاعَ فَاسْتَعَيْنَ بِهِ عَلِيٌّ وَلَيْمَةَ فَاطِمَةَ وَحَمْزَةَ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَشْرَبُ فِي ذَلِكَ الْبَيْتِ مَعَهُ قَيْنَةُ تُغْنِيهِ فَقَالَتْ أَلَا يَأْخُذُ لِحُشْرِ النَّوَاءِ فَتَارَ إِلَيْهِمَا حَمْزَةُ بِالسَّيْفِ فَجَبَّ اسْنِمَتَهُمَا وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا ثُمَّ أَخَذَ مِنْ أَكْبَادِهِمَا قُلْتُ لِابْنِ شِهَابٍ وَمِنْ السَّنَامِ قَالَ قَدْ جَبَّ اسْنِمَتَهُمَا فَذَهَبَ بِهَا قَالَ ابْنُ شِهَابٍ قَالَ عَلِيٌّ فَنَظَرْتُ إِلَى مَنْظَرٍ أَفْظَعَنِي فَاتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَعِنْدَهُ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ فَأَخْبَرْتُهُ الْخَبَرَ فَخَرَجَ وَمَعَهُ زَيْدٌ وَأَنْطَلَقْتُ مَعَهُ فَدَخَلَ عَلَى حَمْزَةَ فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ فَرَفَعَ حَمْزَةُ بَصْرَهُ فَقَالَ هَلْ أَنْتُمْ إِلَّا عَبِيدُ لَأَبَائِي فَرَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْهَرُ حَتَّى خَرَجَ عَنْهُمْ-

৪৯৬৪. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া তামীমী (র)..... আলী ইবন আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সঙ্গে বদর দিবসে আমি গনীমত (যুদ্ধলব্ধ মাল) থেকে একটি পূর্ণ বয়স্কা (যুবতী) উটনী

পেয়েছিলাম। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ ('খুমস' থেকে) আমাকে আর একটি পূর্ণ বয়স্কা উটনী দিয়েছিলেন। একদিন আমি জনৈক আনসারী ব্যক্তির (বাড়ির) দরজার সামনে সে দু'টি বসিয়ে রাখলাম। আমার ইচ্ছা ছিল, সে দু'টির পিঠে করে কিছু ইখির (ঘাস) বয়ে আনবো, আর তা বিক্রি করে ফাতিমা (রা)-এর ওলীমায় সাহায্য নিব। আমার সাথে ছিল কায়নুকা গোত্রের জনৈক স্বর্ণকার। হামযা ইব্ন আবদুল মুত্তালিব (রা) সে বাড়িতেই মদ্যপান করছিলেন। তার সাথে ছিল একজন গায়িকা, যে তাকে গান শোনাছিল। সে (তার গানের মধ্যে) বললো :
 لَا يَأْخُذُكَ الشَّرُّفُ النَّوَاءُ
 অর্থাৎ হে হামযা! হুটপুট উটনী দু'টির কাছে যাও (এবং তোমার মেহমানদের জন্য তা যবাহ্ কর)। এরপর হামযা সে দু'টির কাছে তরবারিসহ ছুটে গেল। পরে দু'টিরই কুঁজ কেটে ফেললো এবং তাদের পাজর (পেট) ফেঁড়ে ফেললো। এরপর সে এ দু'টির কলিজা বের করে নিল। আমি ইব্ন শিহাবকে বললাম, (বর্ণনায় কি এ কথা আছে যে,) তিনি কুঁজ (গোশত) থেকেও নিলেন? তিনি বললেন, (এভাবে আছে) কুঁজ দু'টি কেটে সাথে নিয়ে গেলেন। ইব্ন শিহাব বলেন, আলী (রা) বলেন, এ মর্মান্তিক দৃশ্য দেখে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট গেলাম। তখন তাঁর কাছে ছিল যায়দ ইব্ন হারিসা। তারপর আমি তাঁকে সমস্ত ঘটনা অবহিত করলাম। তিনি যায়দকে সাথে নিয়ে বের হলেন। আমিও তাঁর সঙ্গে চললাম। হামযার কাছে গিয়ে তিনি তাকে কিছু কড়া কথা বললেন। হামযা (মাদকগ্রস্ত অবস্থায় চোখ তুলে বললেন, 'তোমরা তো আমার বাবার গোলাম বৈ কিছু নও'। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ পিছু হেঁটে চললেন এবং এভাবে তিনি তাদের কাছ থেকে বেরিয়ে আসলেন।

৪৭৬৫- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ بِهَذَا
 الْأَسْنَدِ مِثْلَهُ-

৪৯৬৫. আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র)..... ইব্ন জুরায়জ (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৪৭৬৬- وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ إِسْحَقَ قَالَ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ كَثِيرٍ بْنُ عَفِيرٍ أَبُو عُثْمَانَ الْمِصْرِيُّ
 قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ
 حُسَيْنٍ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ كَانَتْ لِي شَارِفٌ مِنْ نَصِيبِي مِنَ الْمَغْنَمِ
 يَوْمَ بَدْرٍ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَعْطَانِي شَارِفًا مِنَ الْخُمْسِ يَوْمَئِذٍ فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَبْتَنِي بِفَاطِمَةَ
 بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَعَدْتُ رَجُلًا صَوَاغًا مِنْ بَنِي قَيْنُقَاعَ يَرْتَحِلُ مَعِيَ فَنَأْتِي بِإِذْخِرٍ أَرَدْتُ أَنْ
 أَبِيعَهُ مِنَ الصَّوَاغِينَ فَاسْتَعِينَ بِهِ فِي وَلِيْمَةٍ عُرْسِي فَبَيْنَا أَنَا أَجْمَعُ لِشَارِفِي مَتَاعًا مِنَ الْأَقْتَابِ
 وَالْغَرَائِرِ وَالْحِبَالِ وَشَارِفَائِ مُنَاخَانَ إِلَى جَنْبِ حُجْرَةِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَجَمَعْتُ حِينَ جَمَعْتُ
 مَا جَمَعْتُ فَإِذَا شَارِفِي قَدْ اجْتَبَتْ أَسْنَمَتُهُمَا وَبُقِرَتْ خَوَاصِرُهُمَا وَأَخَذَ مِنْ أَكْبَادِهِمَا فَلَمْ أَمْلِكْ
 عَيْنِي حِينَ رَأَيْتُ ذَلِكَ الْمَنْظَرَ مِنْهُمَا قُلْتُ مَنْ فَعَلَ هَذَا قَالُوا فَعَلَهُ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَهُوَ
 فِي هَذَا الْبَيْتِ فِي شَرْبٍ مِنَ الْأَنْصَارِ غَنَّتْهُ قَيْنَةُ وَأَمْنَحَابُهُ فَقَالَتْ فِي غِنَائِهَا أَلَا يَا حَمْزُ
 لِلشَّرْفِ النَّوَاءِ فَقَامَ حَمْزَةُ بِالسَّيْفِ فَاجْتَبَتْ أَسْنَمَتُهُمَا وَيَقَرَّ خَوَاصِرَهُمَا وَأَخَذَ مِنْ أَكْبَادِهِمَا

فَقَالَ عَلَىٰ فَأَنْطَلَقْتُ حَتَّىٰ أَدْخُلَ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعِنْدَهُ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ قَالَ فَعَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي وَجْهِهِ الَّذِي لَقِيتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا لَكَ قُلْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ قَطُّ عَدَا حَمْزَةً عَلَىٰ نَاقَتِي فَاجْتَبَّ اسْتَمْتَهُمَا وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا وَهَاهُوَذَا فِي بَيْتٍ مَعَهُ شَرِبُ قَالَ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِرِدَائِهِ فَارْتَدَاهُ ثُمَّ انْطَلَقَ يَمْشِي وَاتَّبَعْتُهُ أَنَا وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ حَتَّىٰ جَاءَ الْبَابَ الَّذِي فِيهِ حَمْزَةٌ فَاسْتَأْذَنَ فَأَذِنُوا لَهُ فَإِذَا هُمْ شَرِبُ فَطَفِقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَلُومُ حَمْزَةً فِيمَا فَعَلَ وَإِذَا حَمْزَةً مُحَمَّرَةً عَيْنَاهُ فَانْظَرَ حَمْزَةً إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ صَعَدَ النَّظَرَ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ صَعَدَ النَّظَرَ فَانْظَرَ إِلَىٰ سُرَّتِهِ ثُمَّ صَعَدَ النَّظَرَ فَانْظَرَ إِلَىٰ وَجْهِهِ فَقَالَ حَمْزَةً وَهَلْ أَنْتُمْ إِلَّا عَبِيدُ لَا بِيَّ فَعَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ ثَمِلٌ فَانْكَصَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ الْقَهْقَرَىٰ وَخَرَجَ وَخَرَجْنَا مَعَهُ—

وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَهْزَادٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ—

৪৯৬৬. আবু বকর ইবন ইসহাক (র)..... আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, বদরের দিন আমার জন্য গনীমত থেকে আমার অংশে একটি পূর্ণ বয়স্কা উটনী ছিল। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ সেদিন গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ থেকে আমাকে আর একটি পূর্ণ বয়স্কা উটনী দিয়েছিলেন। আমি যখন রাসূল-তনয়া ফাতিমা-এর সঙ্গে বাসর যাপনের ইচ্ছা করলাম, তখন কায়নুকা গোত্রের জনৈক স্বর্ণকার ও আমি পরস্পর এ চুক্তিতে আবদ্ধ হলাম যে, সে আমার সঙ্গে যাবে, আর আমরা (দু'জনে) ইখ্বির (ঘাস) নিয়ে আসবো। আমি ইচ্ছা করলাম, এগুলো স্বর্ণকারদের নিকট বিক্রি করে তা দিয়ে আমার বিবাহের ওলীমার ব্যাপারে সাহায্য নিব। আমি উট দু'টির জন্য জিন, থলে এবং রশি ইত্যাদি জিনিস সংগ্রহ করছিলাম। আর আমার উট দু'টি জনৈক আনসারী ব্যক্তির ঘরের পাশে বসানো ছিল। আমি যা সংগ্রহ করবার সংগ্রহ করলাম। এমন সময় হঠাৎ দেখি সে দু'টির কুঁজ কেটে ফেলা হয়েছে, পাজর (পেট) ফেঁড়ে ফেলা হয়েছে এবং উভয়ের কলিজা বের করে নেয়া হয়েছে। আমি এ দৃশ্য দেখে আমার দু' চোখ (এর অশ্রু) নিয়ন্ত্রণ করতে পারলাম না। আমি বলে উঠলাম, এ কাজ কে করলো? লোকেরা বললো, হামযা ইবন আব্দুল মুত্তালিব। সে এ বাড়িতে আনসারদের একদল সুরাপায়ীর সাথে আছে। এক গায়িকা তাকে ও তার সাথীদেরকে গান শুনাতাছিল। সে তার গানে বললো : لَا يَأْخُذُكَ الشَّرُّفُ النَّوَاءُ অর্থাৎ হে হামযা! মোটাসোটা উট দু'টির প্রতি তোমার কোন আকর্ষণ আছে কি? তখন হামযা তলোয়ার নিয়ে উঠলো, উট দু'টির কুঁজ কেটে ফেললো, পেট (পাজর) ফেঁড়ে ফেললো এবং কলিজা বের করে নিলো। আলী (রা) বলেন, অবশেষে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গেলাম। তখন তাঁর কাছে ছিলেন যায়দ ইবন হারিসা (রা)। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার চেহারার অবস্থা দেখে বুঝতে পারলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমার কি হয়েছে? আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহর শপথ, আজকের মত দিন আমি আর কখনও দেখিনি! হামযা আমার উট দু'টির উপর চড়াও হয়ে তাদের কুঁজ দু'টি কেটে ফেলেছে, পেট ফেঁড়ে ফেলেছে (এবং কলিজা বের করে নিয়েছে) সে ঐ বাড়িতে

আছে, আর তার সঙ্গে আছে সুরাপায়ীর এক দল। তিনি বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর চাদর নিয়ে আসতে বললেন। পরে তা পরিধান করে হেঁটে চললেন। আমি এবং যায়দ ইবন হারিসা (রা) তাঁর পিছনে পিছনে চললাম। অবশেষে তিনি হামযা যে ঘরে ছিল, সে ঘরের দরজায় এসে অনুমতি চাইলেন। তারা তাঁকে অনুমতি দিল। তিনি প্রবেশ করেই দেখতে পেলেন সুরাপায়ীর দল। রাসূলুল্লাহ ﷺ হামযার কৃতকর্মের জন্য তাকে ভৎসনা করতে লাগলেন। দেখা গেল, হামযার চোখ দু'টি লাল। সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দিকে তাকালো। এরপর সে তার দৃষ্টি ক্রমান্বয়ে উপরের দিকে তুলে তা নিবদ্ধ করলো তাঁর হাঁটুর দিকে, তারপর আরো উপরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলো তাঁর নাভীর দিকে, এরপর দৃষ্টি তুললো তাঁর চেহারার দিকে। তারপর হামযা বললো, তোমরা তো আমার পিতার গোলাম বৈ কিছুই নও। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন বুঝতে পারলেন সে নেশাগ্রস্ত, তখন তিনি পিছনে হেঁটে বের হয়ে পড়লেন। আমরাও তাঁর সঙ্গে বের হলো।

মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ ইবন কুহযায় (র)..... যুহরী (র) থেকে উল্লেখিত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৪৭৬৭- حَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ (يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ) قَالَ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنْتُ سَاقِيَ الْقَوْمِ يَوْمَ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ فِي بَيْتِ أَبِي طَلْحَةَ وَمَا شَرَابُهُمْ إِلَّا الْفَضِيخُ الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ فَإِذَا مُنَادٍ يُنَادِي فَقَالَ أُخْرَجْ فَانْظُرْ فَخَرَجْتُ فَإِذَا مُنَادٍ يُنَادِي إِلَّا أَنْ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ قَالَ فَجَرَّتْ فِي سِكَكِ الْمَدِينَةِ فَقَالَ لِي أَبُو طَلْحَةَ أُخْرَجْ فَأَهْرِقْهَا فَهَرَقْتُهَا فَقَالُوا أَوْ قَالَ بَعْضُهُمْ قَتَلَ فُلَانٌ قَتَلَ فُلَانٌ وَهِيَ فِي بُطُونِهِمْ قَالَ فَلَا أَدْرِي هُوَ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ-

৪৯৬৭. আবু রাবী সুলায়মান ইবন দাউদ আতাকী (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, মদ হারাম হওয়ার দিন আমি আবু তালহার বাড়িতে লোকদের মদ্যপান করাচ্ছিলাম। তারা শুকনো ও কাঁচা খেজুরের (রসে তৈরি) মদ্যপান করতো। হঠাৎ শুনতে পেলাম, এক ব্যক্তি ঘোষণা দিচ্ছে। তিনি বললেন, বের হয়ে দেখ (কী ব্যাপার)। আমি বের হয়ে দেখলাম, এক ব্যক্তি ঘোষণা দিচ্ছে : শুনে রাখ, মদ হারাম করা হয়েছে। তিনি বলেন, এরপর মদীনার অলিগলি দিয়ে তা (মদের ঢল) প্রবাহিত হতে থাকে। আবু তালহা আমাকে বললেন, বের হও এবং এগুলো ঢেলে দিয়ে আস। তারপর আমি সেগুলো ঢেলে দেই। তারা বা তাদের কেউ কেউ বললেন, অমুক নিহত হয়েছে এবং অমুক নিহত হয়েছে, তখন তাদের পেটে মদ ছিল। বর্ণনাকারী বলেন, আমি জানি না একথাও আনাস (রা)-এর হাদীসের অন্তর্ভুক্ত কিনা। এরপর আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন : “যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তারা পূর্বে যা খেয়েছে, তাতে তাদের কোন পাপ নেই যদি তারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং ঈমান আনে ও সৎকাজ করে” (৫ : ৯৩)।

৪৭৬৮- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُليَّةَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ قَالَ سَأَلُوا أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الْفَضِيخِ فَقَالَ مَا كَانَتْ لَنَا خَمْرٌ غَيْرُ فَضِيخِكُمْ هَذَا الَّذِي تُسَمُّونَهُ الْفَضِيخَ إِنِّي لَقَائِمٌ أَسْقِيهَا أَبَا طَلْحَةَ وَأَبَا أَيُّوبَ وَرَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي بَيْتِنَا إِذْ جَاءَ

رَجُلٌ فَقَالَ هَلْ بَلَّغَكُمْ الْخَبْرُ قُلْنَا لَا قَالَ فَإِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ فَقَالَ يَا أَنَسُ أَرِقْ هَذِهِ الْقِلَالُ قَالَ فَمَا رَاجَعُوهَا وَلَا سَأَلُوا عَنْهَا بَعْدَ خَبَرِ الرَّجُلِ-

ইয়াহুইয়া ইব্ন আইউব (র)..... আবদুল আযীয ইব্ন সুহায়ব (র) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, .৪৯৬৮ লোকেরা আনাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলো ‘ফাযীখ’ (খেজুরের তৈরি মদ) সম্বন্ধে। তিনি বললেন, তোমরা যাকে ‘ফাযীখ’ বলে থাক, তোমাদের এ ‘ফাযীখ’ ছাড়া আমাদের অন্য কোন মদ-ই ছিল না। আমি আমাদের বাড়িতে আবু তালহা, আবু আইউব (রা) এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আরো কিছু সাহাবীকে মদ্যপান করাচ্ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে বললো, তোমাদের নিকট কি কোন খবর পৌঁছেছে? আমরা বললাম, না। সে বললো, মদ তো হারাম করা হয়েছে। তিনি (আবু তালহা) বললেন, হে আনাস! এ মটকাগুলো ঢেলে দাও। তিনি বলেন, তারা ঐ ব্যক্তির খবরের পর কোন অনুসন্ধানও করেননি, এ সম্বন্ধে কোন প্রশ্নও করেননি।

٤٩٦٩- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُليَّةَ قَالَ وَأَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ إِنِّي لَقَائِمٌ عَلَى الْحَيِّ عَلَى عُمُومَتِي أَسْقِيهِمْ مِنْ فَضِيخٍ لَهُمْ وَأَنَا أَصْغَرُهُمْ سِنًا فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّهَا قَدْ حُرِّمَتْ الْخَمْرُ فَقَالُوا أَكْفَاهَا يَا أَنَسُ فَكَفَّاتُهَا قَالَ قُلْتُ لَأَنَسٍ مَا هُوَ قَالَ بُسْرٌ وَرُطْبٌ قَالَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَنَسٍ كَانَتْ خَمْرُهُمْ يَوْمَئِذٍ قَالَ سُلَيْمَانُ وَحَدَّثَنِي رَجُلٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ أَيْضًا-

ইয়াহুইয়া ইব্ন আইউব (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি .৪৯৬৯ গোত্রের লোকদের মাঝে দাঁড়িয়ে আমার চাচাদের ‘ফাযীখ’ পান করাচ্ছিলাম। আমি তাদের মধ্যে সবার চেয়ে বয়সে ছোট ছিলাম। এ সময় এক ব্যক্তি এসে বললো, মদ তো হারাম করা হয়েছে। তারা বললেন, হে আনাস! এ পাত্রগুলো উল্টিয়ে দাও। আমি সেগুলো উল্টে ফেলে দিলাম। তিনি বলেন, আমি আনাসকে বললাম, ফাযীখ কি? তিনি বললেন, কাঁচা-পাকা খেজুর (দ্বারা তৈরি মদ)। তিনি বলেন, আবু বকর ইব্ন আনাস বলেছেন, তখন এটাই ছিল তাদের মদ। সুলায়মান বলেন, আমার কাছে এক ব্যক্তি আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (আনাস) একথাও বলেছেন।

٤٩٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ أَنَسٌ كُنْتُ قَائِمًا عَلَى الْحَيِّ أَسْقِيهِمْ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُليَّةَ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَنَسٍ كَانَ خَمْرُهُمْ يَوْمَئِذٍ وَأَنَسٌ شَاهِدٌ فَلَمْ يُنْكِرْ أَنَسٌ ذَلِكَ وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَدَّثَنِي بَعْضُ مَنْ كَانَ مَعِيَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا يَقُولُ كَانَ خَمْرُهُمْ يَوْمَئِذٍ-

মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল আলা (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি গোত্রের মাঝে .৪৯৭০ দাঁড়িয়ে তাদের মদ্যপান করাচ্ছিলাম। এরপর বর্ণনাকারী (পূর্ববর্তী রিওয়াযাতের) ইব্ন উলায়্যার অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে তিনি বলেন, তারপর আবু বকর ইব্ন আনাস বললেন, তখনকার দিনে ওটাই ছিল তাদের মদ।

আনাস (রা) সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তিনি একথা অস্বীকার করেননি। ইব্ন আব্দুল আ'লা মু'তামির-এর সূত্রে তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন : যারা তাঁর সঙ্গে ছিল তাঁদের একজন আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি আনাসকে বলতে শুনেছেন, 'তখনকার দিনে সেটাই ছিল তাদের মদ।'

৪৭৭১ - وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُليَّةَ قَالَ وَآخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنْتُ أَسْقِي أَبَا طَلْحَةَ وَأَبَا دُجَانَةَ وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ فِي رَهْطٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَدَخَلَ عَلَيْنَا دَاخِلٌ فَقَالَ حَدَّثَ خَبْرٌ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ فَأَكْفَأْنَاهَا يَوْمَئِذٍ وَإِنَّهَا لَخَلِيطُ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ قَالَ قَتَادَةُ وَقَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ لَقَدْ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ وَكَانَتْ عَامَّةُ خُمُورِهِمْ يَوْمَئِذٍ خَلِيطَ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ -

ইয়াহইয়া ইব্ন আইউব (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি ৪৯৭১ আবু তালহা, আবু দুজানা ও মুআয ইব্ন জাবাল (রা)-কে আনসারীদের একদল লোকসহ মদ্যপান করাচ্ছিলাম। এ সময় এক ব্যক্তি আমাদের কাছে এসে বললো, একটি (নতুন) ব্যাপার ঘটেছে, মদ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এরপর আমরা সেদিন পাত্রগুলো উপুড় করে ফেলে দিয়েছিলাম। সে মদ ছিল কাঁচা-পাকা মিশ্রিত খেজুরের তৈরি। কাতাদা বলেন, আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেছেন, নিশ্চয়ই মদ হারাম করা হয়েছে। তখনকার দিনে তাদের সাধারণ প্রচলিত মদ ছিলো কাঁচা-পাকা সংমিশ্রিত খেজুরের তৈরি।

৪৭৭২ - وَحَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ مِثْنَى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالُوا أَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ إِنِّي لَا سَقِي أَبَا طَلْحَةَ وَأَبَا دُجَانَةَ وَسُهَيْلَ بْنَ بَيْضَاءَ مِنْ مَزَادَةٍ فِيهَا خَلِيطُ بُسْرِ وَتَمْرِ بِنَحْوِ حَدِيثِ سَعِيدٍ -

আবু গাস্‌সান আল-মিসমাঈ, মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও ইব্ন বাশ্‌শার (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) ৪৯৭২ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি একটি মদ্যপাত্র থেকে, যাতে কাঁচা-পাকা খেজুরের তৈরি মদ ছিল- আবু তালহা, আবু দুজানা ও সুহায়ল ইব্ন বায়দা (রা)-কে মদ্যপান করাচ্ছিলাম। অতঃপর বর্ণনাকারী সাঈদ (র)-এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

৪৭৭৩ - وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ سَرِّحٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ قَتَادَةَ بْنَ دِعَامَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُخْلَطَ التَّمْرُ وَالزَّهْوُ ثُمَّ يُشْرَبُ وَإِنْ ذَلِكَ كَانَ عَامَّةَ خُمُورِهِمْ يَوْمَ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ -

আবু তাহির আহমদ ইব্ন আমর ইব্ন সারহ (র) আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে, তিনি তাঁকে বলতে ৪৯৭৩ শুনেছেন, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কাঁচা ও পাকা খেজুর মিশ্রিত (করে মদ তৈরি) করা এবং তা পান করা নিষেধ করেছেন। যেদিন মদ হারাম করা হয়, সেদিন তা-ই ছিল তাদের সাধারণ মদ।

৬৭৪ - وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ أَسْقِي أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ وَأَبَا طَلْحَةَ وَأَبِي بَنِي كَعْبٍ شَرَابًا مِنْ فَضِيخٍ وَتَمْرٍ فَأَتَاهُمْ أَتٍ فَقَالَ إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ يَا أَنَسُ قُمْ إِلَى هَذِهِ الْجَرَّةِ فَأَكْسِرْهَا فَقُمْتُ إِلَى مِهْرَاسٍ لَنَا فَضَرَبْتُهَا بِأَسْفَلِهِ حَتَّى تَكَسَّرَتْ -

৪৯৭৪. আবু তাহির (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি আবু উবায়দা ইবন জাররাহ, আবু তালহা ও উবাই ইবন কা'ব (রা)-কে মদ্যপান করছিলাম, যা ছিল কাঁচা ও শুকনো খেজুর দ্বারা তৈরি। এরপর জনৈক আগন্তুক এসে বললো, মদ তো নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। আবু তালহা (রা) বললেন, হে আনাস! তুমি এই কলসটির কাছে গিয়ে সেটি ভেঙে ফেল। আমি আমাদের মিহ্রাসটির (ছিদ্রযুক্ত পাথর) কাছে গেলাম এবং সেটিকে নিচের দিকে ফেলে দিয়ে আঘাত করলাম। ফলে সেটি ভেঙে খণ্ড খণ্ড হয়ে গেল।

৬৭৫ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثْنَى قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ يَعْنِي الْحَنْفِيَّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ لَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ الْآيَةَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ فِيهَا الْخَمْرَ وَمَا بِالْمَدِينَةِ شَرَابٌ يُشْرَبُ إِلَّا مِنْ تَمْرٍ -

৪৯৭৫. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র)..... জা'ফর (র) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি আনাস ইবন মালিক (রা)-কে বলতে শুনেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা যে আয়াতে মদ হারাম করেছেন, সেটি এমন সময় নাযিল করেছেন, যখন মদীনায় খেজুরের তৈরি মদই পান করা হতো।

২- بَابُ تَحْرِيمِ تَخْلِيلِ الْخَمْرِ

২. পরিচ্ছেদ : মদকে সিরকায় রূপান্তরিত করা নিষেধ

৬৭৬ - وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ السُّدِّيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَأَلَ عَنْ الْخَمْرِ تَتَّخَذُ خَلًّا فَقَالَ لَا -

৪৯৭৬. ইয়াহ'ইয়া ইবন ইয়াহ'ইয়া ও যুহায়র ইবন হার্ব (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ-এর কাছে মদকে সিরকায় রূপান্তরিত করা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, না।

৩- بَابُ تَحْرِيمِ التَّدَاوِي بِالْخَمْرِ وَبَيَانِ أَنَّهَا لَيْسَتْ بِدَوَاءٍ

৩. পরিচ্ছেদ : মদদ্বারা চিকিৎসা করা হারাম এবং তা ঔষধ হতে না পারার বিবরণ

৬৭৭ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثْنَى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ مُثْنَى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وائِلٍ عَنْ أَبِيهِ وَائِلٍ الْخَضْرَمِيِّ أَنَّ طَارِقَ بْنَ

سُوَيْدُ الْجُعْفَى سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْخَمْرِ فَتَنَاهُ أَوْ كَرِهَ أَنْ يَصْنَعَهَا فَقَالَ إِنَّمَا أَصْنَعُهَا لِلدُّوَاءِ فَقَالَ إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ وَلَكِنَّهُ دَاءٌ-

৪৯৭৭. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র)..... ওয়ায়ল আল-হায়রামী (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, তারিক ইব্ন সুওয়ায়দ জু'ফী (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মদ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি তাঁকে নিষেধ করলেন, অথবা মদ প্রস্তুত করাকে খুব খারাপ মনে করলেন। তিনি [তারিক (রা)] বললেন, আমি তো ঔষধ প্রস্তুত করার জন্য মদ বানাই। তিনি বললেন : এটি তো (রোগ নিরামক) ঔষধ নয়, বরং এটি নিজেই রোগ।

৪- بَابُ بَيَانِ أَنْ جَمِيعَ مَا يُنْبَذُ مِمَّا يُتَّخَذُ مِنَ النَّخْلِ وَالْعِنَبِ يُسَمَّى خَمْرًا-

৪. পরিচ্ছেদ : খেজুর ও আঙ্গুর থেকে যা কিছু পানিতে ভিজিয়ে রাখা হয়, তা-ই মদ নামে অভিহিত হওয়ার বর্ণনা

৪৯৭৮. ওহাদ্দিয়াহ্-ইব্ন হারব (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মদ হয় এই দু'টি বৃক্ষ থেকে : খেজুর ও আঙ্গুর।

৪৯৭৯. ওহাদ্দিয়াহ্-ইব্ন হারব (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে শুনেছেন, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, মদ হয় এ দু'টি বৃক্ষ থেকে : খেজুর ও আঙ্গুর।

৪৯৮০. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন নুমায়র (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে শুনেছেন, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, মদ হয় এ দু'টি বৃক্ষ থেকে : খেজুর ও আঙ্গুর।

৪৯৮১. ওহাদ্দিয়াহ্-ইব্ন হারব (র) ও আবু কুরায়ব (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মদ হয় এই দু'টি বৃক্ষ থেকে : আঙ্গুর ও খেজুর। আবু কুরায়বের বর্ণনায় (الْكُرْمَةُ) (শ্রবণ) রয়েছে।

৪৯৮২. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন নুমায়র (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে শুনেছেন, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, মদ হয় এ দু'টি বৃক্ষ থেকে : আঙ্গুর ও খেজুর। আবু কুরায়বের বর্ণনায় (الْكُرْمَةُ) (শ্রবণ) রয়েছে।

৫- بَابُ كِرَاهَةِ انْتِبَازِ الثَّمَرِ وَالزُّبَيْبِ مَخْلُوطَيْنِ

৫. পরিচ্ছেদ : শুকনো খেজুর ও কিসমিস পানিতে একত্রে ভিজিয়ে নাবীয তৈরি করা মাকরুহ

৪৯৮১- حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يُخْلَطَ الزُّبَيْبُ وَالثَّمَرُ وَالْبُسْرُ وَالثَّمَرُ-

৪৯৮১. শায়বান ইবন ফাররুখ (র)..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ কিসমিস ও শুকনো খেজুর এবং কাঁচা ও পাকা খেজুর একত্রে মিশ্রিত (করে নাবীয তৈরি) করতে নিষেধ করেছেন।

৪৯৮২- حَدَّثَنَا قُبَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ الثَّمَرُ وَالزُّبَيْبُ جَمِيعًا وَنَهَى أَنْ يُنْبَذَ الرُّطْبُ وَالْبُسْرُ جَمِيعًا-

৪৯৮২. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ আনসারী (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ শুকনো খেজুর ও কিসমিস একত্র করে নাবীয তৈরি করতে নিষেধ করেছেন। তিনি আরও নিষেধ করেছেন কাঁচা ও পাকা খেজুর একত্র মিশিয়ে নাবীয তৈরি করতে।

৪৯৮৩- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ قَالَ لِي عَطَاءٌ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَجْمَعُوا بَيْنَ الرُّطْبِ وَالْبُسْرِ وَبَيْنَ الزُّبَيْبِ وَالثَّمَرِ نَبِيذًا-

৪৯৮৩. মুহাম্মদ ইবন হাতিম, ইসহাক ইবন ইবরাহীম ও মুহাম্মদ রাফি (র)..... ‘আরা (র) জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা)-কে বলতে শুনেছেন যে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা কাঁচা-পাকা খেজুর এবং কিসমিস ও খুরমা একত্র করে নাবীয তৈরি করো না।

৪৯৮৪- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ مُوَلَّى حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ الزُّبَيْبُ وَالثَّمَرُ جَمِيعًا وَنَهَى أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ وَالرُّطْبُ جَمِيعًا-

৪৯৮৪. কুতায়বা ইবন সাঈদ ও মুহাম্মদ ইবন রুম্হ (র)..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ আনসারী (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত যে, তিনি কিসমিস ও খুরমা একত্র করে ‘নাবীয’ তৈরি করতে নিষেধ করেছেন এবং তিনি কাঁচা ও পাকা খেজুর একত্রে ভিজিয়ে ‘নাবীয’ তৈরি করতেও নিষেধ করেছেন।

৬৯৮৫- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنِ الثَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الثَّمْرِ وَالزَّبِيبِ أَنْ يَخْلُطَ بَيْنَهُمَا وَعَنِ الثَّمْرِ وَالْبُسْرِ أَنْ يَخْلُطَ بَيْنَهُمَا-

৪৯৮৫. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র)..... আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ খুরমা ও কিসমিস একত্রে মিশিয়ে ভিজিয়ে নাবীয তৈরি করতে নিষেধ করেছেন এবং কাঁচা ও পাকা খেজুরও একত্রে ভিজিয়ে নাবীয তৈরি করতে নিষেধ করেছেন।

৬৯৮৬- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُليَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ أَبُو مَسْلَمَةَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَخْلُطَ بَيْنَ الزَّبِيبِ وَالثَّمْرِ وَأَنْ نَخْلُطَ الْبُسْرَ وَالثَّمْرَ-

৪৯৮৬. ইয়াহইয়া ইবন আইউব (র).... আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে (নাবীয তৈরীর জন্য) কিসমিস ও শুকনো খেজুর এবং কাঁচা ও পাকা খেজুর একত্রে মিশ্রিত করতে নিষেধ করেছেন।

৬৯৮৭- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ يَعْنِي ابْنَ مَفْضَلٍ عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ-

৪৯৮৭. নাসর ইবন আলী জাহ্যামী (র)..... আবু মাসলামা (র) থেকে উল্লেখিত সনদে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

৬৯৮৮- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ الْعَبْدِيِّ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ شَرِبَ النَّبِيذَ مِنْكُمْ فَلْيَشْرِبْهُ زَبِيبًا فَرْدًا أَوْ تَمْرًا فَرْدًا أَوْ بُسْرًا فَرْدًا-

وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو بَكْرٍ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْعَبْدِيُّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَخْلُطَ بُسْرًا بِتَمْرٍ أَوْ زَبِيبًا بِتَمْرٍ أَوْ زَبِيبًا بِبُسْرِ وَقَالَ مَنْ شَرِبَهُ مِنْكُمْ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثٍ وَكِيع-

৪৯৮৮. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি নাবীয (খেজুর বা আপুর ভেজানো পানি) পান করতে ইচ্ছুক, সে যেন কিসমিস বা শুকনো খেজুর কিংবা কাঁচা খেজুর পৃথক পৃথকভাবে (ভিজিয়ে নাবীয বানিয়ে তা) করবে পান করে।

আবু বকর ইবন ইসহাক (র)..... ইসমাইল ইবন মুসলিম আবদী (র) থেকে উল্লেখিত সনদে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে নিষেধ করেছেন, আমরা যেন কাঁচা খেজুর শুকনো খেজুরের সাথে না মিশাই অথবা কিসমিস খুরমার সাথে না মিশাই কিংবা কিসমিস কাঁচা খেজুরের সাথে না মিশাই। তিনি আরও

বলেন, তোমাদের মধ্যে যে তা পান করতে ইচ্ছুক..... এরপর বর্ণনাকারী ওয়াকী' (র)-এর হাদীসের অনুরূপ রিওয়ায়াত করেন।

৪৯৮৯- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُليَّةَ قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ الدَّسْتَوَائِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَنْتَبِذُوا الزَّهْوَ وَالرُّطْبَ جَمِيعًا وَلَا تَنْتَبِذُوا الزَّبِيبَ وَالتَّمْرَ جَمِيعًا وَانْتَبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حَدِّهِ-

৪৯৮৯. ইয়াহইয়া ইব্ন আইউব (র)..... আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা কাঁচা ও পাকা খেজুর একত্র করে নাবীয প্রস্তুত করবে না। কিসমিস ও খুরমা একত্র করেও নাবীয তৈরি করবে না, বরং প্রত্যেকটি পৃথকভাবে (পানিতে ভিজিয়ে) নাবীয তৈরি করবে।

৪৯৯০- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ الْعَبْدِيُّ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ-

৪৯৯০. আবু বাকর ইব্ন আবু শায়বা (র)..... ইয়াহইয়া ইব্ন আবু কাসীর (র) থেকে উল্লেখিত সনদে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

৪৯৯১- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ وَهَابٍ الْمُبَارَكُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَنْتَبِذُوا الزَّهْوَ وَالرُّطْبَ جَمِيعًا وَلَا تَنْتَبِذُوا الرُّطْبَ وَالزَّبِيبَ جَمِيعًا وَلَكِنْ انْتَبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ عَلَى حَدِّهِ وَزَعَمَ يَحْيَى أَنَّهُ لَقِيَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي قَتَادَةَ فَحَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ هَذَا-

وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ اسْحَقَ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ بِهَذَيْنِ الْإِسْنَادَيْنِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ الرُّطْبَ وَالزَّهْوَ وَالتَّمْرَ وَالزَّبِيبَ-

৪৯৯১. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র)..... আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত, যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা কাঁচা ও পাকা খেজুর একত্র করে নাবীয তৈরি করবে না এবং পাকা খেজুর ও কিসমিস একত্র করে নাবীয তৈরি করবে না, বরং প্রত্যেকটি দিয়ে পৃথক পৃথকভাবে নাবীয তৈরি করবে। ইয়াহইয়া বলেছেন যে, তিনি আবদুল্লাহ ইব্ন আবু কাতাদার সঙ্গে সাক্ষাত করলে তিনি তাঁর পিতার সূত্রে নবী ﷺ থেকে তাঁর কাছে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

আবু বকর ইব্ন ইসহাক (র)..... ইয়াহইয়া ইব্ন আবু কাসীর (র) থেকে উপরোক্ত দু'টি সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি 'কাঁচা খেজুর, পাকা খেজুর এবং শুকনো খেজুর ও কিসমিস' বলেছেন।

৪৯৯২- وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ اسْحَقَ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْغَطَّارِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ نَهَى

عَنْ خَلِيطِ التَّمْرِ وَالْبُسْرِ وَعَنْ خَلِيطِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ وَعَنْ خَلِيطِ الزَّهْوِ وَالرُّطْبِ وَقَالَ انْتَبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ عَلَى حَدِّهِ-

৪৯৯২. আবু বকর ইবন ইসহাক (র).....আবদুল্লাহ ইবন আবু কাতাদা (রা) সূত্রে তার পিতা থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ কাঁচা ও শুকনো খেজুর একত্রে মিশ্রিত করা থেকে এবং কিসমিস ও শুকনো খেজুর মিশ্রিত করা থেকে এবং কাঁচা ও পাকা খেজুর মিশ্রিত করা থেকে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন, প্রত্যেকটির দ্বারা পৃথকভাবে নাবীয তৈরি কর।

৪৯৯৩- قَالَ وَحَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ هَذَا الْحَدِيثِ-

৪৯৯৩. উক্ত সনদে ইয়াহইয়া (র) বলেন, আমার কাছে আবু সালামা ইবন আবদুর রাহমান (র) আবু কাতাদা (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৪৯৯৪- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لَزُهَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي كَثِيرٍ الْحَنْفِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ وَالْبُسْرِ وَالتَّمْرِ وَقَالَ يُنْتَبَذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حَدِّهِ-

وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أُذَيْنَةَ وَهُوَ أَبُو كَثِيرٍ الْغُبَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمِثْلِهِ-

৪৯৯৪. যুহায়র ইবন হার্ব ও আবু কুরায়ব (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কিসমিস ও শুকনো খেজুর এবং কাঁচা ও শুকনো খেজুর (একত্রে মিশ্রিত করে নাবীয তৈরি করা) থেকে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন, প্রত্যেকটি দিয়ে পৃথকভাবে নাবীয করা যেতে পারে।

যুহায়র ইবন হার্ব (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন.....(এরপর বর্ণনাকারী) অনুরূপ (হাদীস বর্ণনা করেন)।

৪৯৯৫- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَخْلُطَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا وَأَنْ يَخْلُطَ الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ جَمِيعًا وَكَتَبَ إِلَى أَهْلِ جُرَشَ يَنْهَاهُمْ عَنْ خَلِيطِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ-

قَالَ وَحَدَّثَنِيهِ وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةٍ قَالَ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ يَعْنِي الطَّحَّانَ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ فِي التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَلَمْ يَذْكُرِ الْبُسْرَ وَالتَّمْرَ-

৪৯৯৫. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ শুকনো খেজুর ও কিসমিস একত্রে এবং কাঁচা ও শুকনো খেজুর একত্রে করে নাবীয তৈরি করতে নিষেধ করেছেন। তিনি

জুরাশ (ইয়ামানের একটি শহর)-বাসীদের পত্র লিখে তাদেরকে শুকনো খেজুর ও কিসমিসের সংমিশ্রণে (নাবীয তৈরি করতে) নিষেধ করেন।

বর্ণনাকারী বলেন, আমাকে ওয়াহব ইব্ন বাকিয়া বে-খালিদ তাহহান (র)-এর সূত্রে শায়বানী (র) থেকে উপরোক্ত সনদে শুকনো খেজুর ও কিসমিসের কথা উল্লেখ করেছেন। তবে তিনি (ওয়াহব) কাঁচা ও শুকনো খেজুরের কথা উল্লেখ করেননি।

৬৯৭৬- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ قَدْ نُهِيَ أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ وَالرُّطْبُ جَمِيعًا وَالتَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا

৪৯৯৬. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র)..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলতেন, কাঁচা ও পাকা খেজুর একত্রে এবং শুকনো খেজুর ও কিসমিস একত্রে নাবীয বানাতে নিষেধ করা হয়েছে।

৬৯৭৭- وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ قَدْ نُهِيَ أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ وَالرُّطْبُ جَمِيعًا وَالتَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا-

৪৯৯৭. আবু বকর ইব্ন ইসহাক (র)..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কাঁচা ও পাকা খেজুর একত্রে এবং শুকনো খেজুর ও কিসমিস একত্রে নাবীয বানাতে নিষেধ করা হয়েছে।

৬- بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْإِنْتِبَازِ فِي الْمَرْفُتِ وَالْذُّبَاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَبَيَانُ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ وَأَنَّهُ الْيَوْمَ حَلَالٌ مَا لَمْ يَصِرْ مُسْكِرًا-

৬. পরিচ্ছেদ : মুযাফ্ফাত^১, দুব্বা^২ হানতাম^৩ ও নাকীর^৪ ইত্যাদিতে নাবীয তৈরি করার নিষেধাজ্ঞা এবং এ হুকুম রহিত (মানসূখ) হওয়া আর নেশা সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত এগুলো বৈধ হওয়ার বর্ণনা

৬৯৭৮- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الذُّبَاءِ وَالْمَرْفُتِ أَنْ يُنْبَذَ فِيهِ-

৪৯৯৮. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ দুব্বা ও মুযাফ্ফাতে নাবীয তৈরি করতে নিষেধ করেছেন।

১. আলকাতরা ও প্রলেপ লেপানো এক জাতীয় পাত্র, যাতে সুরা তৈরি করা হতো।

২. কদুর শুকনো খোল-এর পাত্র, যাতে মদ তৈরি করা হতো।

৩. সবুজ রং-এর (প্রলেপযুক্ত) কলসী, যাতে সুরা তৈরি করা হতো।

৪. খেজুর গাছের গোড়ালী দিয়ে তৈরি বিশেষ পাত্র।

৬৯৯৭- وَحَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الدُّبَاءِ وَالْمُرْفَتِ أَنْ يُنْبَذَ فِيهِ قَالَ وَأَخْبَرَهُ أَبُو سَلَمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَنْتَبِذُوا فِي الدُّبَاءِ وَلَا فِي الْمُرْفَتِ ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ وَاجْتَنِبُوا الْحَنَاتِمَ-

৪৯৯৯. আমরা আন-নাকিদ (র)....আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ দুব্বা ও মুযাফফাতে নাবীয তৈরি করতে নিষেধ করেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, আবু সালামা (র)-ও তাকে জানিয়েছেন, তিনি আবু হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা দুব্বা ও মুযাফফাতে নাবীয তৈরি করো না। তারপর আবু হুরায়রা (রা) বলেন, হানতাম (এর ব্যবহার) থেকেও তোমরা দূরে থাক।

৫০০০- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِهِزُ قَالَ حَدَّثَنَا وَهَيْبُ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْمُرْفَتِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ قَالَ قِيلَ لِأَبِي هُرَيْرَةَ مَا الْحَنْتَمُ قَالَ الْجَرَارُ الْخُضْرُ-

৫০০০. মুহাম্মদ ইবন হাতিম (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ মুযাফফাত, হানতাম ও নাকীর (ইত্যাদিতে নাবীয তৈরি করা) থেকে নিষেধ করেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, আবু হুরায়রা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, হানতাম কি? তিনি বললেন, সবুজ রং-এর কলসী।

৫০০১- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا نُوحُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَوْ فِدَ عَبْدُ الْقَيْسِ أَنَّهَُاكُمْ عَنِ الدُّبَاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُقِيرِ وَالْحَنْتَمِ الْمَزَادَةُ الْمَجْبُوبَةُ وَلَكِنْ أَشْرَبَ فِي سِقَائِكَ وَأَوْكِهِ-

৫০০১. নাসর ইবন আলী জাহ্যামী (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ আবদুল কায়েসের প্রতিনিধি দলকে বললেন, আমি তোমাদেরকে দুব্বা, হানতাম, নাকীর ও মুকাইয়ার থেকে নিষেধ করছি। হানতাম হল মাথা কাটা পাত্র। তবে তুমি তোমার চামড়ার তৈরি পাত্রে (মশাক তৈরি নাবীয) পান কর আর এর মুখ বন্ধ (ডেকে) রাখ।

৫০০২- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَشْعَثِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبَثَرُ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ كُلِّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَنْتَبَذَ فِي الدُّبَاءِ وَالْمُرْفَتِ هَذَا حَدِيثُ جَرِيرٍ وَفِي حَدِيثِ عَبَثَرٍ وَشُعْبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الدُّبَاءِ وَالْمُرْفَتِ-

৫০০২. সাঈদ ইবন আমর আশআসী, যুহায়র ইবন হার্ব ও বিশর ইবন খালিদ (র)..... আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ দুব্বা ও মুযাফফাতে নাবীয তৈরি করতে নিষেধ করেছেন। এ হলো জারীর (র) বর্ণিত হাদীস। আবসার ও শু'বা (র)-এর হাদীসে আছে যে, নবী ﷺ দুব্বা ও মুযাফফাত থেকে নিষেধ করেছেন।

৫০০৩. হাদীস ৩০০ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ كِلَاهُمَا عَنْ جَرِيرٍ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قُلْتُ لِلْأَسْوَدِ هَلْ سَأَلْتَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَمَّا يَكْرَهُ أَنْ يَنْتَبِذَ فِيهِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَخْبِرِينِي عَمَّا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَنْتَبِذَ فِيهِ قَالَتْ نَهَانَا أَهْلَ الْبَيْتِ أَنْ يَنْتَبِذَ فِي الدُّبَاءِ وَالْمَرْفَتِ قَالَ قُلْتُ لَهُ أَمَا ذَكَرْتَ الْحَنْتَمَ وَالْجَرَ قَالَ إِنَّمَا أُحَدِّثُكَ مَا سَمِعْتُ أُحَدِّثُكَ مَا لَمْ أَسْمَعْ -

৫০০৩. যুহায়র ইবন হার্ব (র)..... ইবরাহীম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আসওয়াদ (র)-কে বললাম, আপনি কি উম্মুল মু'মিনীনে জিজ্ঞাসা করেছিলেন কিসে নাবীয তৈরি করা মাকরুহ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি বলেছিলাম, হে উম্মুল মু'মিনীন! আমাকে বলুন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কিসে নাবীয তৈরি করতে নিষেধ করেছেন? তিনি বললেন, তিনি আমাদের আহলে বায়ত (নবী পরিবার)-কে নিষেধ করেছেন আমরা যেন দুব্বা ও মুযাফফাতে নাবীয তৈরি না করি। তিনি [ইবরাহীম (র)] বলেন, আমি তাকে (আসওয়াদ-কে) বললাম, তিনি (আয়েশা) কি হান্তাম ও কলসীর কথা উল্লেখ করেননি? তিনি বললেন, আমি যা শুনেছি, তাই তোমার নিকট (হাদীছ রূপে) বলছি। যা শুনি নি তাও কি তোমার নিকট (হাদীছ রূপে) বলতে হবে?

৫০০৪. হাদীস ৪০০ - وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَشْعَثِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبَثَرُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الدُّبَاءِ وَالْمَرْفَتِ -

৫০০৪. সাঈদ ইবন আমর আশআসী (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ দুব্বা ও মুযাফফাত নিষেধ করেছেন।

৫০০৫. হাদীস ৫০০ - وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَشُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ وَسُلَيْمَانُ وَحَمَادٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ -

৫০০৫. মুহাম্মদ ইবন হাতিম (র)..... আয়েশা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

৫০০৬. হাদীস ৬০০ - حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخٍ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ يَعْنِي ابْنَ الْفَضْلِ قَالَ حَدَّثَنَا ثُمَامَةُ بْنُ حَزْنٍ الْقُشَيْرِيُّ قَالَ لَقِيتُ عَائِشَةَ فَسَأَلْتُهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَدْتُ عَنْهُ الْقَيْسَ قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلُوا النَّبِيَّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَنَهَاهُمْ أَنْ يَنْتَبِذُوا فِي الدُّبَاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْمَرْفَتِ وَالْحَنْتَمِ -

৫০০৬. শায়বান ইব্ন ফাররুখ (র).....সুমামা ইব্ন হায্ন কুশায়রী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-এর সঙ্গে সাক্ষাত করে তাঁকে নাবীয সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি আমার নিকট বর্ণনা করলেন যে, আবদুল কায়সের প্রতিনিধি দল নবী ﷺ-এর নিকট আগমন করলো এবং তারা নবী ﷺ-কে নাবীয সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলো। তিনি তাদেরকে দুব্বা, নাকীর, মুযাফফাত ও হানতাম-এ নাবীয তৈরি করতে নিষেধ করলেন।

৫০০৭. - وَحَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا اسْحَاقُ بْنُ سُوَيْدٍ عَنْ مَعَاذَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الدُّبَاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ -

৫০০৮. ইয়াকুব ইব্ন ইবরাহীম (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ দুব্বা, হানতাম, নাকীর ও মুযাফফাত নিষেধ করেছেন।

৫০০৯. - وَحَدَّثَنَا اسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اسْحَاقُ بْنُ سُوَيْدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ إِلَّا أَنَّهُ جَعَلَ مَكَانَ الْمُزَفَّتِ الْمُقِيرَ -

৫০১০. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র)..... ইসহাক ইব্ন সুওয়ায়দ (র) থেকে উল্লেখিত সনদে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। তবে তিনি 'মুযাফফাত'-এর স্থলে 'মুকাইয়ার' (শব্দটি) উল্লেখ করেছেন।

৫০১১. - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ بْنُ عَبَّادٍ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ قَدِمَ وَفَدُ عَبْدُ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَنَهَاكُمْ عَنِ الدُّبَاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُقِيرِ وَفِي حَدِيثِ حَمَّادٍ جَعَلَ مَكَانَ الْمُقِيرِ الْمُزَفَّتِ -

৫০১২. ইয়াহুইয়া ইব্ন ইয়াহুইয়া ও খালাফ ইব্ন হিশাম (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল কায়সের প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আগমন করলে তিনি বললেন : আমি তোমাদেরকে দুব্বা, হানতাম, নাকীর এবং মুকাইয়ার নিষেধ করছি। হাম্মাদ (র) বর্ণিত হাদীসে 'মুকাইয়ার' স্থলে 'মুযাফফাত' (শব্দটি) ব্যবহার করেছেন।

৫০১৩. - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ حُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الدُّبَاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيرِ -

৫০১৪. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ দুব্বা, হানতাম, মুযাফফাত ও নাকীর নিষেধ করেছেন।

৫০১৫. - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ حُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الدُّبَاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيرِ وَأَنْ يُخْلَطَ الْبَلَحُ بِالزَّهْوِ -

৫০১১. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র).....ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন দুব্বা, হানতাম, মুযাফ্ফাত ও নাকীর থেকে এবং কাঁচা ও আধ-পাকা খেজুর একত্রে মিশ্রিত (করে নাবীয তৈরি) করা থেকে।

৫.১২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثْنًى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ يَحْيَى الْبَهْرَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ح وَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ-

৫০১২. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না ও মুহাম্মদ ইবন বাশাশার (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ দুব্বা, নাকীর ও মুযাফ্ফাত থেকে নিষেধ করেছেন।

৫.১৩- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنِ الثَّيْمِيِّ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ قَالَ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ الثَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْجَرِّ أَنْ يُنْبَذَ فِيهِ-

৫০১৩. ইয়াহুইয়া ইবন ইয়াহুইয়া ও ইয়াহুইয়া ইবন আইউব (র).....আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কলসীতে নাবীয তৈরি করতে নিষেধ করেছেন।

৫.১৪- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ وَأَخْبَرَنَا سَعِيدُ ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ-

৫০১৪. ইয়াহুইয়া ইবন আইউব (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ দুব্বা, হানতাম, নাকীর ও মুযাফ্ফাত নিষেধ করেছেন।

৫.১৫- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثْنًى قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ-

৫০১৫. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র)..... কাতাদা (র) থেকে উপরোক্ত সনদে বর্ণিত যে, আল্লাহর নবী ﷺ নাবীয তৈরি করতে নিষেধ করেছেন। এরপর বর্ণনাকারী উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ রিওয়ায়াত করেন।

৫.১৬- وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْمُثْنَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الشُّرْبِ فِي الْحَنْتَمَةِ وَالِدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ-

৫০১৬. নাসর ইব্ন আলী জাহ্যামী (র)..... আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হানতাম, দুব্বা ও নাকীর-এর (পানীয় নাবীয) পান করতে নিষেধ করেছেন।

৫. ১৭ - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَسُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ ابْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَيَّانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ أَشْهَدُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُمَا شَهِدَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الدُّبَاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيرِ -

৫০১৭. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা ও সুরায়জ ইব্ন ইউনুস (রা) [শব্দ ভাষ্য আবু বকর (র)-এর]..... সাঈদ ইব্ন যুবায়ের (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, ইব্ন উমর (রা) ও ইব্ন আব্বাস (রা) সম্পর্কে যে, তাঁরা উভয়ে সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ দুব্বা, হানতাম, মুযাফফাত ও নাকীর থেকে নিষেধ করেছেন।

৫. ১৮ - حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ يَعْنِي ابْنَ حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ حَكِيمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ فَقَالَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَبِيذَ الْجَرِّ فَاتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ أَلَا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ ابْنُ عُمَرَ قَالَ وَمَا يَقُولُ قُلْتُ قَالَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَبِيذَ الْجَرِّ فَقَالَ صَدَقَ ابْنُ عُمَرَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَبِيذَ الْجَرِّ فَقُلْتُ وَآيُ شَيْءٍ نَبِيذُ الْجَرِّ فَقَالَ كُلُّ شَيْءٍ يُصْنَعُ مِنَ الْمَدَرِ -

৫০১৮. শায়বান ইব্ন ফাররুখ (র)..... সাঈদ ইব্ন জুবায়ের (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্ন উমর (রা)-কে কলসীর নাবীয সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কলসীর নাবীযকে হারাম করে দিয়েছেন। এরপর আমি ইব্ন আব্বাস (রা)-এর কাছে এসে বললাম, আপনি কি ইব্ন উমর (রা) কি বলেন তা শুনেছেন? তিনি বললেন, তিনি কি বলেন? আমি বললাম, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কলসীর নাবীয হারাম করেছেন। তিনি বললেন, ইব্ন উমর সত্যই বলেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ কলসীর নাবীযকে হারাম করেছেন। আমি বললাম, কলসীর নাবীয কি? তিনি বললেন, মাটি দিয়ে যে পাত্র তৈরি করা হয় তাই (কলসী)।

৫. ১৯ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَطَبَ النَّاسَ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَأَقْبَلْتُ نَحْوَهُ فَانْصَرَفَ قَبْلَ أَنْ أَبْلُغَهُ فَسَأَلْتُ مَاذَا قَالَ قَالُوا نَهَى أَنْ يُنْبَذَ فِي الدُّبَاءِ وَالْمُزَفَّتِ -

৫০১৯. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া (র)..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন এক যুদ্ধাভিযান লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিচ্ছিলেন। ইব্ন উমর (রা) বলেন, আমি সে দিকে অগ্রসর হচ্ছিলাম। কিন্তু আমি তাঁর নিকট পৌঁছার পূর্বেই তিনি কথা শেষ করে ফেললেন। আমি (লোকদের) জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি কি বললেন? তারা বললেন : তিনি দুব্বা ও মুযাফফাতে নাবীয বানাতে নিষেধ করলেন।

৫০২০. وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَابْنُ رُمَحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ جَمِيعًا عَنْ أَيُّوبَ قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ مُثَنَّى وَابْنُ أَبِي عُمَرَ عَنِ الثَّقَفِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكَ قَالَ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ قَالَ وَحَدَّثَنِي هُرُونُ الْأَيْلِيِّ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ وَلَمْ يَذْكُرُوا فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ إِلَّا مَالِكٌ وَأُسَامَةُ-

৫০২০. কুতায়বা, ইব্ন রুমহ্, আবু-রাবী ও আবু কামিল, যুহায়র ইব্ন হার্ব, ইব্ন নুমায়র, ইব্ন মুসান্না, ইব্ন আবু উমর, মুহাম্মাদ ইব্ন রাফি' ও হারুন আয়লী (র)..... উসামা (র) থেকে তাঁদের প্রত্যেকেই নafi' (র)-এর সূত্রে ইব্ন উমর (রা) থেকে মালিক (র)-এর হাদীসের অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তবে মালিক ও উসামা (র) ছাড়া অন্য কেউ 'কোন এক যুদ্ধাভিযানে' কথাটি উল্লেখ করেননি।

৫০২১. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ نَبِيِّ الْجَرِّ قَالَ فَقَالَ قَدْ زَعَمُوا ذَاكَ قُلْتُ أَنَّهُ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ قَدْ زَعَمُوا ذَاكَ-

৫০২১. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া (র)..... ছাবিত (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্ন উমর (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি কলসীর নাবীয নিষেধ করেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি বললেন, লোকরা তাই বলে। আমি বললাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন কি-না? তিনি বললেন, লোকরা তো তাই বলে।

৫০২২. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُليَّةَ قَالَ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ عَنْ نَبِيِّ الْجَرِّ قَالَ نَعَمْ ثُمَّ قَالَ طَاوُسٌ وَاللَّهِ إِنِّي سَمِعْتُهُ مِنْهُ-

৫০২২. ইয়াহইয়া ইব্ন আইউব (র)..... তাউস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি ইব্ন উমর (রা)-কে বলল, আল্লাহর নবী ﷺ কি কলসীর নাবীয নিষেধ করেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। এরপর তাউস বলেন, আল্লাহর কসম! আমি তাঁর কাছ থেকে তা শুনেছি।

৫০২৩. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا جَاءَهُ فَقَالَ أَنَّهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُنْبَذَ فِي الْجَرِّ وَالِدُبَاءِ قَالَ نَعَمْ-

৫০২৩. মুহাম্মাদ ইবন রাফি' (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে বললো, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি কলসী ও কদুর খোলে নাবীয বানাতে নিষেধ করেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ।

৫.২৪ - وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِهِزٌ قَالَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْجَرِّ وَالِدُبَاءِ -

৫০২৪. মুহাম্মাদ ইবন হাতিম (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কলসী ও দুব্বা (নাবীয তৈরির জন্য ব্যবহার করা) নিষেধ করেছেন।

৫.২৫ - حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ وَالِدُبَاءِ وَالْمُزَفَّتِ قَالَ نَعَمْ -

৫০২৫. আমর আন-নাকিদ (র)..... তাউস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবন উমর (রা)-এর নিকট উপবিষ্ট ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে বললো, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি কলসী, দুব্বা ও মুযাফফাত-এর নাবীয থেকে নিষেধ করেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ।

৫.২৬ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْحَنْتَمِ وَالِدُبَاءِ وَالْمُزَفَّتِ قَالَ سَمِعْتُهُ غَيْرَ مَرَّةٍ -

৫০২৬. মুহাম্মাদ ইবন মুসান্না ও ইবন বাশ্শার (র)..... মুহারিব ইবন দিহার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবন উমর (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ হানতাম, দুব্বা ও মুযাফফাত থেকে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, আমি তাঁর নিকট একাধিকবার শুনাছি।

৫.২৭ - وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ ابْنِ عَمْرٍو الْأَشْعَثِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبَثَرُ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ قَالَ وَأَرَاهُ قَالَ وَالنَّقِيرِ -

৫০২৭. সাঈদ ইবন আমর আশ-আসী (র)..... ইবন উমর (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমার মনে হয় তিনি 'নাকীর'-এর কথাও বলেছেন।

৫.২৮ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْجَرِّ وَالِدُبَاءِ وَالْمُزَفَّتِ وَقَالَ أَنْتَبِذُوا فِي الْأَسْقِيَةِ -

৫০২৮. মুহাম্মাদ ইবন মুসান্না ও ইবন বাশ্শার (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কলসী, দুব্বা, মুযাফফাত থেকে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন, তোমরা চামড়া নির্মিত পায়ে নাবীয তৈরি কর।

৫০২৯. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثْنَى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَبَلَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْحَنْتَمَةِ فَقُلْتُ مَا الْحَنْتَمَةُ قَالَ الْجَرَّةُ-

৫০২৯. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র)..... ইব্ন উমর (রা) থেকে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হানতাম নিষেধ করেছেন। তখন আমি বললাম, হানতাম কি? তিনি বললেন, (সবুজ) কলসী।

৫০৩০. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةٍ حَدَّثَنِي زَاذَانُ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ حَدَّثَنِي بِمَا نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْأَشْرِبَةِ بِلُغَتِكَ وَفَسَّرَهُ لِي بِلُغَتِنَا فَإِنْ لَكُمْ لُغَةٌ سِوَى لُغَتِنَا فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْحَنْتَمِ وَهِيَ الْجَرَّةُ وَعَنِ الدُّبَاءِ وَهِيَ الْقَوْعَةُ وَعَنِ الْمَرْفَتِ وَهُوَ الْمُقَيْرُ وَعَنِ النَّقِيرِ وَهِيَ النَّخْلَةُ تُنْسَحُ نَسْحًا وَتُنْقَرُ نَقْرًا وَآمَرَ أَنْ يُنْتَبَذَ فِي الْأَسْقِيَةِ-

৫০৩০. উবায়দুল্লাহ ইব্ন মু'আয (র)..... যায়ান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্ন উমর (রা)-কে বললাম, রাসূলুল্লাহ পানীয় হওয়া নিষেধ যে সব 'পানীয়' নিষেধ করেছেন সে সম্বন্ধে আপনি আপনার ভাষায় আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করুন এবং আমাদের ভাষায় তা ব্যাখ্যা করে দিন। কেননা আপনাদের ভাষা আমাদের ভাষা থেকে ভিন্ন। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ পানীয় হওয়া নিষেধ নিষেধ করেছেন হানতাম থেকে—হানতাম হলো কলসী। আর দুব্বা—সেটা হলো কদু (-এর খোল)। আর মুযাফ্যাত থেকে—সেটা হলো আলকাতরা মাখা পাত্র এবং নাকীর থেকে—সেটা হলো খেজুর বৃক্ষের গোড়া, যার ভেতরের অংশ ফেলে দিয়ে ও খোদাই করে (পাত্রের মত) করা হয়। আর তিনি চামড়া নির্মিত পাত্রে নাবীয বানানোর আদেশ দিয়েছেন।

৫০৩১. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثْنَى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ-

৫০৩১. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র)..... আবু দাউদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, শু'বা (র) উক্ত সনদে আমাদের নিকট হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

৫০৩২. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْخَالِقِ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ عِنْدَ هَذَا الْمَنْبَرِ وَأَشَارَ إِلَى مَنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَدِمَ وَقَدْ عَبْدَ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلُوهُ عَنِ الْأَشْرِبَةِ فَنَهَاهُمْ عَنِ الدُّبَاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْحَنْتَمِ فَقُلْتُ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ وَالْمَرْفَتِ وَظَنَنَّا أَنَّهُ نَسِيَهُ فَقَالَ لَمْ أَسْمَعْهُ يَوْمَئِذٍ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَقَدْ كَانَ يَكْرَهُ-

৫০৩২. আবু বাকর ইব্ন আবু শায়বা (র)..... সাঈদ ইব্ন মুসায়্যিব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্ন উমর (রা)-কে এই মিম্বারের কাছে বলতে শুনেছি। এ বলে তিনি রাসূলুল্লাহ পানীয় হওয়া নিষেধ-এর মিম্বারের প্রতি ইঙ্গিত

করেন। আবদুল কায়সের প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আগমন করলো এবং তাঁকে ‘পানীয়’ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে দুব্বা, নাকীর ও হানতাম নিষেধ করলেন। আমি বললাম, হে আবু মুহাম্মদ! এবং মুযাফ্ফাতও? আমরা ভাবলাম, তিনি হয়ত বিস্মৃত হয়েছেন। তিনি বললেন, সে দিন আমি তাকে (আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা)-কে) একথা বলতে শুনিনি, তবে তিনি (এটাকে) অপসন্দ করতেন।

৫.২৩- وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ وَابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ النَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ وَالِدُبَاءِ-

৫০৩৩. আহমদ ইবন ইউনুস ও ইয়াহুইয়া ইবন ইয়াহুইয়া (র)..... জাবির ও ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ নাকীর, মুযাফ্ফাত ও দুব্বা থেকে নিষেধ করেছেন।

৫.২৪- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى عَنِ الْجَرِّ وَالِدُبَاءِ وَالْمُزَفَّتِ قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ وَسَمِعْتُ جَابِرَ ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْجَرِّ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيرِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا لَمْ يَجِدْ شَيْئًا يُنْتَبَذُ لَهُ فِيهِ نُبَذَ لَهُ فِي تَوْرٍ مِنْ حَجَارَةٍ-

৫০৩৪. মুহাম্মদ ইবন রাফি (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কলসী, দুব্বা এবং মুযাফ্ফাত (ইত্যাদিতে নাবীয তৈরি) থেকে নিষেধ করতে শুনেছি। আবু যুবায়র (র) বলেন, আমি জাবির (রা)-কেও বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কলসী, মুযাফ্ফাত ও নাকীর থেকে নিষেধ করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অবস্থা এই ছিল যে, যদি তাঁর জন্য নাবীয তৈরি করার অন্য কোন পাত্র না পেতেন তবে প্রস্তর নির্মিত পাত্রে তাঁর জন্য নাবীয তৈরি করা হতো।

৫.২৫- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُنْبَذُ لَهُ فِي تَوْرٍ مِنْ حَجَارَةٍ-

৫০৩৫. ইয়াহুইয়া ইবন ইয়াহুইয়া (র)..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ-এর জন্য প্রস্তর নির্মিত পাত্রে নাবীয তৈরি করা হতো।

৫.২৬- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ يُنْبَذُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سِقَاءٍ فَإِذَا لَمْ يَجِدُوا سِقَاءً نُبَذَ لَهُ فِي تَوْرٍ مِنْ حَجَارَةٍ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ وَأَنَا أَسْمَعُ لِأَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ مِنْ بَرَامٍ قَالَ مِنْ بَرَامٍ-

৫০৩৬. আহমদ ইবন ইউনুস ও ইয়াহুইয়া ইবন ইয়াহুইয়া (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য চামড়া নির্মিত পাত্রে নাবীয তৈরি করা হতো। যদি তারা (লোকেরা) চামড়া নির্মিত

পাত্র না পেতেন তবে প্রস্তর নির্মিত পাত্রে তাঁর জন্য নাবীয তৈরি করা হতো। তখন এক ব্যক্তি বললো, আমিও আবু যুযায়র এর কাছে গুনেছি। তিনি বললেন, বারাম থেকে? বললে, বারাম থেকে। বারাম অর্থ বড় পেয়ালা যা ডেগের মত।

৫.৩৭- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُثْنَى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ عَنْ أَبِي سِنَانٍ وَقَالَ ابْنُ مُثْنَى عَنْ ضِرَارِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مُحَارِبٍ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا ضِرَارُ بْنُ مُرَّةَ أَبُو سِنَانٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ إِلَّا فِي سِقَاءٍ فَاشْرَبُوا فِي الْأَسْقِيَةِ كُلِّهَا وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا-

৫০৩৭. আবু বকর ইবন আবু শায়বা, মুহাম্মদ ইবন মুসান্না ও মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র (র)..... আবদুল্লাহ ইবন বুরায়দা সূত্রে তার পিতা বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি তোমাদেরকে চামড়ার পাত্র ছাড়া অন্য সমস্ত পাত্রের নাবীয নিষেধ করেছিলাম। এখন তোমরা সকল প্রকার পাত্র (নাবীয তৈরি করে) পান করতে পার। তবে নেশায়ুক্ত নাবীয পান করো না।

৫.৩৮- حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَ حَدَّثَنَا ضَحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عُلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الظُّرُوفِ وَإِنَّ الظُّرُوفَ أَوْ ظَرْفًا لَا يُحِلُّ شَيْئًا وَلَا يُحَرِّمُهُ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ-

৫০৩৮. হাজ্জাজ ইবন শাইর (র)..... বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি তোমাদেরকে মদ তৈরির সকল পাত্র নিষেধ করেছিলাম। পাত্রগুলো কিংবা তিনি বলেছেন, পাত্র তো কোন বস্তুকে হালাল করতে পারে না, হারামও করতে পারে না। তার সর্ব প্রকার নেশাকর বস্তুই হারাম।

৫.৩৯- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مَعْرُوفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الْأَشْرِبَةِ فِي ظُرُوفِ الْإِذَمِ فَاشْرَبُوا فِي كُلِّ وَعَاءٍ غَيْرَ أَنْ لَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا-

৫০৩৯. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)..... বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: আমি তোমাদেরকে চামড়ার সকল পাত্র (নাবীয) পান করতে নিষেধ করেছিলাম। এখন তোমরা সব ধরনের পাত্রেই পান করতে পার। তবে নেশাকর বস্তু পান করো না।

৫.৪০- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَاللَّفْظُ لَابْنِ أَبِي عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي عِيَّاضٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَقَالَ لَمَّا نَهَى

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ النَّبِيذِ فِي الْأَوْعِيَةِ قَالُوا لَيْسَ كُلُّ النَّاسِ يَجِدُ فَاَرْخَصَ لَهُمْ فِي الْجَرِّ غَيْرَ الْمَزْفَتِ-

৫০৪০. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও ইবন আবু উমর (শব্দ ভাষ্য ইবন আবু উমরের) (রা)..... আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন (চামড়ার ব্যতীত) সকল পাত্রের নাবীয থেকে নিষেধ করলেন, তখন লোকেরা বলল, সবাই তো (চামড়ার পাত্র) পায় না। পরে তিনি আলকাতরা এ প্রলেপ মাখানো কলসী ছাড়া অন্য কলসীর ব্যাপারে অনুমতি প্রদান করেন।

৭- بَابُ بَيَانِ أَنْ كُلَّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَأَنْ كُلَّ خَمْرٍ حَرَامٌ

৭. পরিচ্ছেদ : নেশা সৃষ্টিকারী সকল বস্তুই ‘মদ’; আর সর্বপ্রকার মদই হারাম

৫০৪১- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْبِتْعِ فَقَالَ كُلُّ شَرَابٍ أَسْكِرَ فَهُوَ حَرَامٌ-

৫০৪১. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বিত্ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো। তিনি বললেন, নেশা সৃষ্টি করে এমন যে কোন পানীয়ই হারাম। (البتع) জল মধু দিয়ে তৈরি নাবীয যা ইয়ামানবাসীদের পানীয় ছিল।

৫০৪২- وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ ابْنُ يَحْيَى التُّجَيْبِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُولُ سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْبِتْعِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّ شَرَابٍ أَسْكِرَ فَهُوَ حَرَامٌ-

৫০৪২ হারমালা ইবন ইয়াহইয়া তুজীবী (র)..... আবু সালামা ইবন আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি আয়েশা (রা)-কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বিত্ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো। তিনি বললেন, নেশা সৃষ্টি করে এমন যে কোন পানীয় হারাম।

৫০৪৩- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ كُلُّهُمْ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا حَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ سُفْيَانَ وَصَالِحٍ سَأَلَ عَنِ الْبِتْعِ وَهُوَ فِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ وَفِي حَدِيثِ صَالِحٍ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ كُلُّ شَرَابٍ مُسْكِرٍ حَرَامٌ-

৫০৪৩. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া, সাঈদ ইব্ন মানসূর, আবু বাকর ইব্ন আবু শায়বা, আমর আন-নাকিদ, যুহায়র ইব্ন হারব (র) ইব্ন উয়ায়না (র) থেকে; অপর সনদে হাসান-হুলায়নী, সালিহ থেকে অপর সনদে ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম ও আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র).....মা'মার (র) থেকে তাঁরা সকলে যুহরী (র) থেকে উক্ত সনদে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। তবে সুফয়ান ও সালিহ (র)-এর হাদীসে 'রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে 'বিত্ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো' কথাটি নেই। তবে কথাটি মা'মার (র)-এর হাদীসে আছে। আর সালিহ (র)-এর হাদীসে আছে যে তিনি (আয়েশা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন-প্রত্যেক নেশা সৃষ্টিকারী পানীয় হারাম।

৫০৪৪. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَاسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ بَعَثَنِي النَّبِيُّ ﷺ أَنَا وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ شَرَابًا يُصْنَعُ بِأَرْضِنَا يُقَالُ لَهُ الْمِزْرُ مِنَ الشَّعِيرِ وَشَرَابًا يُقَالُ لَهُ الْبِتْعُ مِنَ الْعَسَلِ فَقَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ-

৫০৪৪. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র)..... আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাকে এবং মুআয ইব্ন জাবাল (রা)-কে ইয়ামানে পাঠালেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদের এলাকায় যব থেকে 'মিরয' নামক পানীয় এবং মধু থেকে 'বিত' (بتع) নামক শরাব (পানীয়) তৈরি করা হয়। তিনি বললেন : প্রত্যেক নেশা সৃষ্টিকারী বস্তুই হারাম।

৫০৪৫. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو سَمِيعَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَهُ وَمُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ لَهُمَا بَشِّرَا وَيَسِّرَا وَعَلِّمَا وَلَا تُنْفِرَا وَأَرَاهُ قَالَ وَتَطَاوَعَا قَالَ فَلَمَّا وَلَّى رَجَعَ أَبُو مُوسَى فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لَهُمْ شَرَابًا مِنَ الْعَسَلِ يُطْبَخُ حَتَّى يَعْقِدَ وَالْمِزْرُ يُصْنَعُ مِنَ الشَّعِيرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّ مَا أَسْكَرَ عَنْ الصَّلَاةِ فَهُوَ حَرَامٌ-

৫০৪৫. মুহাম্মদ ইব্ন আব্বাদ (র)..... সাঈদ ইব্ন আবু বুরদা তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ তাঁকে ও মুআয (রা)-কে ইয়ামানে পাঠালেন এবং তাদেরকে বললেন : তোমরা (মানুষকে) সুসংবাদ দেবে আর (দীনকে) সহজভাবে তুলে ধরবে, (মানুষকে দীন) শিক্ষা দেবে, (কাউকে দীনের থেকে) বিতৃষ্ণ করে দেবে না। আমার মনে হয় তিনি সমঝোতা করে (একমত হয়ে) কাজ করবে' কথাটিও বলেছেন। তিনি রওনা করলে আবু মূসা (রা) ফিরে এসে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তাদের তো মধু থেকে তৈরি শরাব (পানীয়) আছে যা পাকিয়ে গাঢ় করা হয় এবং 'মিরয' আছে যা যব দ্বারা তৈরি করা হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যা কিছু নেশা সৃষ্টির মাধ্যমে সালাত থেকে বিমুখ করে, তা-ই হারাম।

৫০৪৬. وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلْفٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي خَلْفٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ وَهُوَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَنَيْسَةَ عَنْ سَعِيدِ

بْنِ أَبِي بُرْدَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُوا النَّاسَ وَبَشِّرًا وَلَا تَنْفِرًا وَيَسِّرًا وَلَا تَعْسِرًا قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَفْتِنَا فِي شَرَابَيْنِ كُنَّا نَصْنَعُهُمَا بِالْيَمَنِ الْبَيْتَعُ وَهُوَ مِنَ الْعَسَلِ يُنْبَذُ حَتَّى يَشْتَدَّ وَالْمِزْرُ وَهُوَ مِنَ الذُّرَّةِ وَالشَّعِيرُ يُنْبَذُ حَتَّى يَشْتَدَّ قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ أُعْطِيَ جَوَامِعَ الْكَلِمِ بِخَوَاتِمِهِ فَقَالَ أَنْهَى عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ أَسْكَرَ عَنِ الصَّلَاةِ -

৫০৪৬. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম ও মুহাম্মদ ইব্ন আহমাদ ইব্ন আবু খালাফ (র)..... আবু বুরদা (রা) তাঁর পিতা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে ও মুআয (রা)-কে ইয়ামানে পাঠালেন এবং বললেন : তোমরা মানুষকে (দীনের) দাওয়াত দেবে, সুসংবাদ দেবে, কাউকে বিতর্ক করে দেবে না। সহজ করবে, কঠিন করবে না। তিনি বলেন, অতঃপর আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! ইয়ামানে আমরা দু'ধরনের শরাব (পানীয়) প্রস্তুত করি, আপনি সে সম্বন্ধে আমাদেরকে অবহিত করুন। এক, আল-বিত্' যা মধু পাকিয়ে গাঢ় করে তৈরি করা হয়; দুই, আল-মিরয, যা ভুট্টা ও যব পাকিয়ে গাঢ় করে প্রস্তুত করা হয়। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে অল্প শব্দে ব্যাপক অর্থবোধক কথা পরিপূর্ণতার সাথে প্রকাশ করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। তিনি বলেন: আমি প্রত্যেক নেশা সৃষ্টিকারী বস্তু যা সালাত থেকে বিমুখ করে, তাই হারাম করছি।

৫. ৪৭ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَّاءُورِدِيَّ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا قَدِمَ مِنْ جَيْشَانٍ وَجَيْشَانُ مِنَ الْيَمَنِ فَسَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ شَرَابٍ يَشْرَبُونَهُ بِأَرْضِهِمْ مِنَ الذُّرَّةِ يُقَالُ لَهُ الْمِزْرُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَوْ مُسْكِرٌ هُوَ قَالَ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ إِنَّ عَلَى اللَّهِ عَهْدًا لِمَنْ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ قَالَ عَرَقُ أَهْلِ النَّارِ أَوْ عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ -

৫০৪৭. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) জাবির (র) থেকে বর্ণিত! জায়শান' থেকে এক ব্যক্তি আসলো। জায়শান ইয়ামানের একটি এলাকা। এরপর সে নবী ﷺ-কে তাদের এলাকায় শস্য দ্বারা তৈরি 'মিরয' নামক যে শরাব (পানীয়) তারা পান করে, সে সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করল। নবী ﷺ বললেন : এটা কি নেশা সৃষ্টি করে? সে বললো, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : যা নেশা সৃষ্টি করে, তাই হারাম। নিশ্চয়ই, আল্লাহ তা'আলার প্রতিজ্ঞাতে, যে ব্যক্তি নেশা জাতীয় বস্তু পান করবে, তাকে তিনি 'তীনাতুল খাবাল' পান করিয়ে ছাড়বেন। লোকেরা বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তীনাতুল খাবাল কি? তিনি বললেন, দোযখবাসীদের ঘাম বা দোযখবাসীদের ক্ষত হতে নির্গত তরল পুঁজ ইত্যাদি প্রস্রাব-পায়খানা।

৫. ৪৮ - حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يَدْمِنُهَا لَمْ يَتُبْ لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ -

৫০৪৮. আবু রাবী' আতাকী ও আবু কামিল (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যা নেশা সৃষ্টি করে, তাই মদ (খামর)। আর যা নেশা সৃষ্টি করে, তাই হারাম। যে ব্যক্তি পৃথিবীতে মদ পান করবে, এবং (অভ্যস্ত রূপে) সর্বদা এ কাজ করে তাওবা না করেই মৃত্যুবরণ করবে, সে পরকালে তা (জান্নাতের পানীয়) পান করতে পারবে না।

৫.৪৯ - وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَقَ كِلَاهُمَا عَنْ رَوْحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ-

৫০৪৯. ইসহাক ইবন ইবরাহীম ও আবু বাকর ইবন ইসহাক (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, যা নেশা সৃষ্টি করে, তা-ই মদ (খামর)। আর যা নেশা সৃষ্টি করে, তা-ই হারাম।

৫.৫০ - وَحَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ مِسْمَارٍ السُّلَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ-

৫০৫০. সালিহ ইবন মিসমার-সুলামী (র)..... মুসা ইবন উক্বা (র) থেকে উল্লেখিত সনদে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

৫.৫১ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِثْنَى وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ-

৫০৫১. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না ও মুহাম্মদ ইবন হাতিম (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার বিশ্বাস, তিনি নবী ﷺ থেকেই রিওয়ায়াত করেছেন। তিনি বলেন, যা নেশা সৃষ্টি করে, তাই মদ। আর মদমাত্রই হারাম।

৮ - بَابُ عُقُوبَةِ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ إِذَا لَمْ يَتُبْ مِنْهَا يُمْنَعَهُ إِيَّاهَا فِي الْآخِرَةِ-

৮. পরিচ্ছেদ : মদ পানকারী ব্যক্তি যদি তাওবা না করে তবে শাস্তিস্বরূপ পরকালে তাকে (জান্নাতী) শরাব থেকে বঞ্চিত রাখা হবে

৫.৫২ - وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا حُرِمَهَا فِي الْآخِرَةِ-

৫০৫২. ইয়াহুইয়া ইবন ইয়াহুইয়া (র)..... ইবন উমর (র) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি দুনিয়াতে শরাব (মদ) পান করবে, আখিরাতে সে তা থেকে বঞ্চিত থাকবে।

৫.৫৩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنُ قَعْنَبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَلَمْ يَتُبْ مِنْهَا حُرِمَهَا فِي الْآخِرَةِ فَلَمْ يُسْقَهَا قِيلَ لِمَالِكٍ رَفَعَهُ قَالَ نَعَمْ-

মুসলিম ৫ম খণ্ড-৬

বাংলা হাদিস

৫০৫৩. আব্দুল্লাহ ইবন মাসলামা ইবন কা'নাব (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি পৃথিবীতে শরাব (মদ) পান করবে এবং তা থেকে তাওবা করবে না, আখিরাতে সে তা থেকে বঞ্চিত হবে। তাকে তা পান করানো হবে না। মালিক (র)-কে বলা হলো, হাদীসটি কি তিনি (উর্ধ্বতন রাবী) মারফ (সরাসরি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে) বর্ণনা করেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ।

৫.৫৪- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ-

৫০৫৪. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)..... (আব্দুল্লাহ ইবন নুমায়র (র) থেকে), অন্য সনদে ইবন নুমায়র (র) (তার পিতা থেকে) ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি দুনিয়ায় মদ পান করবে, আখিরাতে সে তা পান করতে পারবে না। কিন্তু যদি তাওবা করে।

৫.৫৫- وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ الْمَخْزُومِيَّ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مُوسَى ابْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ-

৫০৫৫. ইবন আবু উমর (র)..... ইবন উমর (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে উবায়দুল্লাহ (র)-এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে।

৯- بَابُ إِبَاحَةِ النَّبِيذِ الَّذِي لَمْ يَشْتَدْ وَلَمْ يَصِرْ مَسْكُورًا-

৯. অনুচ্ছেদ : যে নাবীয (খেজুর ভেজানো পানি) গাঢ় হয়নি এবং নেশা সৃষ্টিকারী হয়নি, তা 'মুবাহ' হওয়া
৫.৫৬- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ أَبِي عُمَرَ الْبَهْرَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُنْتَبِذُ لَهُ أَوَّلَ اللَّيْلِ فَيَشْرَبُهُ إِذَا أَصْبَحَ يَوْمَهُ ذَلِكَ وَاللَّيْلَةَ الَّتِي تَجِيئُ وَالْغَدَ وَاللَّيْلَةَ الْآخِرَى وَالْغَدَا إِلَى الْعَصْرِ فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ سَقَاهُ الْخَادِمُ أَوْ أَمَرَ بِهِ فَصُبَّ-

৫০৫৬. উবায়দুল্লাহ ইবন মু'আয আশ্বারী (র) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য রাতের প্রথমভাগে নাবীয তৈরি করার জন্য ক্ষুরমা-খেজুর ভেজানো) হতো। তিনি তা পান করতেন সেদিন (রাত বিগত) সকালে, আগামী রাতে, পরবর্তী দিনে এরপরের রাতে এবং পরদিন আসর পর্যন্ত। এরপরও যদি কিছু অবশিষ্ট থেকে যেত তা তিনি তাঁর খাদিমকে পান করাতেন, অথবা ফেলে দিতে আদেশ দিতেন।

৫.৫৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَحْيَى الْبَهْرَانِيِّ قَالَ ذَكَرُوا النَّبِيذَ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُنْتَبِذُ لَهُ فِي سِقَاءٍ قَالَ

شُعْبَةُ مِنْ لَيْلَةِ الْاِثْنَيْنِ فَيَشْرَبُهُ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَاءِ اِلَى الْعَصْرِ فَاِنْ فَضِلَ مِنْهُ شَيْءٌ سَقَاهُ الْخَادِمَ اَوْ صَبَّهُ-

৫০৫৭. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র)..... ইয়াহুইয়া বাহরানী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নিকট নাবীযের কথা আলোচনা করলে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য (চামড়া) মশকে নাবীয তৈরি করা হতো। শু'বা বলেন, সোমবারের (পূর্ববর্তী রোববার দিন শেষের) রাতে করা হলে তিনি তা সোমবার দিন ও মঙ্গলবার আসর পর্যন্ত পান করতেন। এরপরও কিছু অবশিষ্ট থাকলে তিনি তা খাদিমকে পান করাতেন বা ফেলে দিতেন।

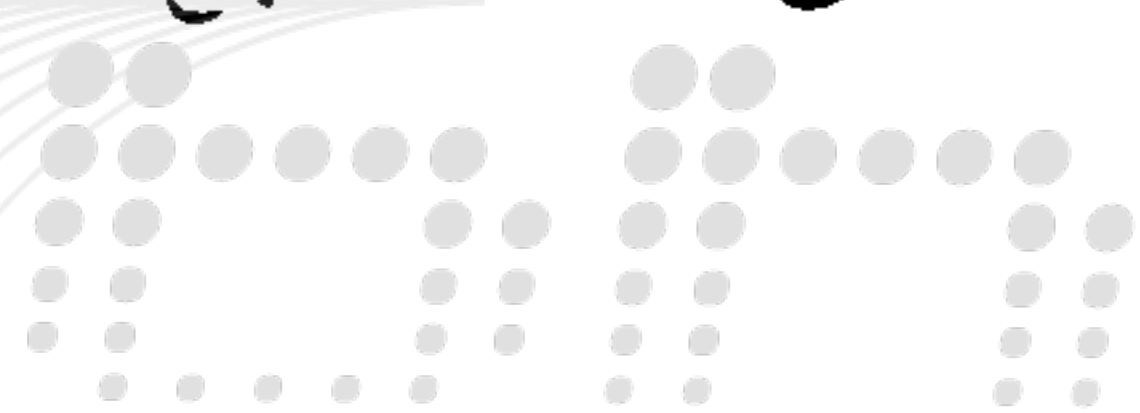
৫০৫৮. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা, আবু কুরায়ব ও ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র) ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য কিসমিস ভিজিয়ে রাখা হতো। তিনি সেদিন, তার পরের দিন এবং পরের দিনের পরে তৃতীয় দিন বিকাল পর্যন্ত তা পান করতেন। এরপর তিনি তা কাউকে পান করিয়ে দিতে অথবা ফেলে দিতে আদেশ করতেন।

৫০৫৯. ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য মশকের (চামড়ার পাত্রে) মধ্যে কিসমিসের নাবীয তৈরি করা হতো। তিনি সেদিন, তার পরবর্তী দিন এবং পরের দিনের পরের দিন পর্যন্ত তা পান করতেন। তৃতীয় দিনের বিকাল হলে তিনি নিজে তা পান করতেন এবং অন্যকে পান করাতেন। এরপরও যদি কিছু অবশিষ্ট থাকত, তিনি তা ফেলে দিতেন।

৫০৬০. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা, আবু কুরায়ব ও ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র) ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য মশকের (চামড়ার পাত্রে) মধ্যে কিসমিসের নাবীয তৈরি করা হতো। তিনি সেদিন, তার পরবর্তী দিন এবং পরের দিনের পরের দিন পর্যন্ত তা পান করতেন। তৃতীয় দিনের বিকাল হলে তিনি নিজে তা পান করতেন এবং অন্যকে পান করাতেন। এরপরও যদি কিছু অবশিষ্ট থাকত, তিনি তা ফেলে দিতেন।

৫০৬১. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা, আবু কুরায়ব ও ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র) ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য মশকের (চামড়ার পাত্রে) মধ্যে কিসমিসের নাবীয তৈরি করা হতো। তিনি সেদিন, তার পরবর্তী দিন এবং পরের দিনের পরের দিন পর্যন্ত তা পান করতেন। তৃতীয় দিনের বিকাল হলে তিনি নিজে তা পান করতেন এবং অন্যকে পান করাতেন। এরপরও যদি কিছু অবশিষ্ট থাকত, তিনি তা ফেলে দিতেন।

৫০৬২. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা, আবু কুরায়ব ও ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র) ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য মশকের (চামড়ার পাত্রে) মধ্যে কিসমিসের নাবীয তৈরি করা হতো। তিনি সেদিন, তার পরবর্তী দিন এবং পরের দিনের পরের দিন পর্যন্ত তা পান করতেন। তৃতীয় দিনের বিকাল হলে তিনি নিজে তা পান করতেন এবং অন্যকে পান করাতেন। এরপরও যদি কিছু অবশিষ্ট থাকত, তিনি তা ফেলে দিতেন।



৫০৬০. মুহাম্মদ ইবন আবু খালাফ (র) ইয়াহইয়া নাখঈ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কিছু লোক ইবন আব্বাস (রা)-কে মদ ক্রয়-বিক্রয় ও এর ব্যবসা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলো। তিনি বললেন, তোমরা কি মুসলমান? তারা বললো, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাহলে এর ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবসা যথাযথ (জায়েয) হবে না। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর তারা তাঁকে নাবীয সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার সফরে গিয়ে যখন প্রত্যাবর্তন করলেন, তখন দেখলেন। তাঁর সাহাবীদের কিছু লোক হানতাম, নাকীর ও দুব্বার মধ্যে নাবীয তৈরি করছিলো। তিনি আদেশ দিলে তা ঢেলে ফেলা হয়। এরপর তিনি মশক আনতে আদেশ দিলেন। তারপর তাতে কিসমিস ও পানি রাখা হলো। তা রাতে রাখা হল এবং সেদিন সকালে এবং আগামী রাত ও তার পরবর্তী বিকাল পর্যন্ত তিনি তা থেকে পান করেন, আর অন্যদের পান করতে দেন। রাত অতিবাহিত হয়ে সকাল হলে তিনি তার অবশিষ্ট অংশ সম্বন্ধে আদেশ দিলেন, তা ঢেলে ফেলা হলো।

৫.৬১- حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ يَعْنِي ابْنَ الْفَضْلِ الْحُدَّانِيَّ قَالَ حَدَّثَنَا ثُمَامَةُ يَعْنِي ابْنَ حَزْنٍ الْقُشَيْرِيَّ قَالَ لَقِيتُ عَائِشَةَ فَسَأَلْتُهَا عَنِ النَّبِيذِ فَدَعَتْ عَائِشَةَ جَارِيَةً حَبَشِيَّةً فَقَالَتْ سَلْ هَذِهِ إِنَّهَا كَانَتْ تَنْبِذُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتِ الْحَبَشِيَّةُ كُنْتُ أَنْبِذُ لَهُ فِي سِقَاءٍ مِنَ اللَّيْلِ وَأَوْكِيهِ وَأَعْلَقَهُ فَإِذَا أَصْبَحَ شَرِبَ مِنْهُ-

৫০৬১. শায়বান ইবন ফাররুখ (র)..... সুমামা ইবন হাযন কুশায়রী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন আমি আয়েশা (রা)-এর সঙ্গে সাক্ষাত করে তাঁকে নাবীয সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। আয়েশা (রা) এক হাবশী ক্রীতদাসীকে ডাকলেন এবং বললেন, একে জিজ্ঞাসা কর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য নাবীয তৈরি করতো। পরে হাবশী মেয়েটি বললো, রাতে আমি তাঁর জন্য মশকের মধ্যে নাবীয তৈরি করতাম এবং সেটি মুখ বন্ধ করে ঝুলিয়ে রাখতাম। সকাল হলে তিনি এর থেকে পান করতেন।

৫.৬২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِثْنَى الْعَنْبَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنَّا نَنْبِذُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سِقَاءٍ يُوْكِي أَعْلَاهُ وَلَهُ عَزْلَاءُ نَنْبِذُهُ غَدْوَةً فَيَشْرَبُهُ عِشَاءً وَنَنْبِذُهُ عِشَاءً فَيَشْرَبُهُ غَدْوَةً-

৫০৬২. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না আযহারী (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য এমন মশকে নাবীয প্রস্তুত করতাম যেটির উপরের দিকে মুখ বন্ধ থাকত এবং যেটির (নিচের দিকে) অনেকগুলো ছিদ্র ছিল। আমরা সকালে নাবীয তৈরি করলে রাতেই তিনি পান করতেন। আবার রাতে করলে সকালে তিনি পান করতেন।

৫.৬৩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ دَعَا أَبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي عُرْسِهِ فَكَانَتْ امْرَأَتُهُ يَوْمَئِذٍ خَادِمَتَهُمْ وَهِيَ الْعَرُوسُ قَالَ سَهْلٌ تَذَرُونَ مَا سَقَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْقَعْتُ لَهُ تَمَرَاتٍ مِنَ اللَّيْلِ فِي تَوْرٍ فَلَمَّا أَكَلَ سَقَتْهُ آيَاهُ-

৫০৬৩. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)..... সাহ্ল ইব্ন সা'দ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু উসায়দ সাঈদী (রা) তাঁর বিবাহে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দাওয়াত করলেন। তাঁর নব বিবাহিতা স্ত্রীই সেদিন তাদের খাদিম ছিলেন। সাহ্ল (রা) বললেন, তোমরা কি জান, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কী পান করতে দিয়েছিলেন? তিনি রাতে কিছু খেজুর একটি পাত্রে ভিজিয়ে রেখেছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ আহার সমাপন করলে তাই তিনি তাঁকে পান করতে দিয়েছিলেন।

৫.৬৪ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ سَهْلًا يَقُولُ أَتَى أَبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَدَعَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَقُلْ فَلَمَّا أَكَلَ سَقَتْهُ إِيَّاهُ-

৫০৬৪. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)..... আবু হাযিম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাহ্ল (র)-কে বলতে শুনেছি যে, আবু উসায়দ সাঈদী (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দাওয়াত করলেন। তারপর বর্ণনাকারী উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে তিনি একথা বলেননি যে, “আহার সমাপন করলে সে নাবীযটুকু তিনি তাঁকে পান করতে দেন।”

৫.৬৫ - وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ التَّمِيمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي أَبَا غَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَقَالَ فِي تَوْرٍ مِنْ حَجَارَةٍ فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الطَّعَامِ أَمَا ثَتَّهُ فَسَقَتْهُ تَخْصُهُ بِذَلِكَ-

৫০৬৫. মুহাম্মদ ইব্ন সাহ্ল-তামীমী (র).....সাহ্ল ইব্ন সা'দ (রা) থেকে উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেন। তবে তিনি বলেছেন, ‘পাথর নির্মিত পাত্রে’ (ভেজানো হয়েছিল), এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আহার শেষ করলে তিনি তা নরম করে একমাত্র তাঁকেই পান করতে দিয়েছিলেন।

৫.৬৬ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ التَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ سَهْلٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ مُطَرِّفٍ أَبُو غَسَّانَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ قَالَ ذَكَرَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ امْرَأَةً مِنَ الْعَرَبِ فَأَمَرَ أَبَا أُسَيْدٍ أَنْ يُرْسِلَ إِلَيْهَا فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا فَقَدِمَتْ فَانْزَلْتُ فِي أَجْمِ بَنِي سَاعِدَةَ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى جَاءَهَا فَدَخَلَ عَلَيْهَا فَإِذَا امْرَأَةٌ مُنْكَسَةٌ رَأْسُهَا فَلَمَّا كَلَّمَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ قَالَ قَدْ أَعَذْتُكَ مِنِّي فَقَالُوا لَهَا أَتَدْرِينَ مَنْ هَذَا فَقَالَتْ لَا فَقَالُوا هَذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَاءَكَ لِيَخْطُبَكَ قَالَتْ أَنَا كُنْتُ أَشَقَى مِنْ ذَلِكَ قَالَ سَهْلٌ فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ حَتَّى جَلَسَ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ ثُمَّ قَالَ اسْقِنَا لِسَهْلٍ قَالَ فَأَخْرَجْتُ لَهُمْ هَذَا الْقَدَحَ فَأَسْقَيْتُهُمْ فِيهِ قَالَ أَبُو حَازِمٍ

فَاَخْرَجَ لَنَا سَهْلٌ ذَلِكَ الْقَدَحَ فَشَرَبْنَا فِيهِ قَالَ ثُمَّ اسْتَوْهَبَهُ بَعْدَ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَوَهَبَهُ لَهُ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ اسْقَيْنَا يَاسَهْلُ-

৫০৬৬. মুহাম্মদ ইব্ন সাহল তামীমী ও আবু বকর ইব্ন ইসহাক (র)..... সাহল ইব্ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আরবের জনৈকা মহিলার প্রসঙ্গ আলোচিত হল। তিনি আবু উসায়দ (রা)-কে তার নিকট লোক পাঠানোর জন্য আদেশ দিলেন। তিনি লোক (দূত) পাঠালে উক্ত মহিলা এলো এবং সাঈদা গোত্রের দুর্গে অবস্থান গ্রহণ করলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ বের হয়ে তার নিকট আসলেন। তিনি যখন তার কাছে পৌঁছলেন, তখন মহিলা মস্তকাবনত হয়ে বসেছিল। তিনি তার সাথে কথোপকথন করলে সে বললো, আমি আপনার থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই। তিনি বললেন, আমিও তোমাকে আশ্রয় (নিস্তার) দিলাম। লোকেরা মহিলাকে বললো, তুমি জান ইনি কে? সে বললো, না। তারা বললো, ইনি তো আল্লাহর রাসূল। তিনি তোমাকে বিবাহের প্রস্তাব করতে এসেছিলেন। তখন সে বললো, আমি তো হতভাগী। সাহল (রা) বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ সেদিন ফিরে এসে তাঁর সাহাবীদের সাথে বনু সাঈদার সাকীফায় (বৈধ জায়গায়) উপবেশন করেন। এরপর তিনি সাহলকে বললেন, আমাদেরকে কিছু পান করাও। সাহল বলেন, পরে আমি পেয়ালাটি বের করে তাদের সকলকেই তা থেকে পান করিয়েছিলাম। আবু হাযিম (র) বলেন, সাহল (রা) আমাদের সামনে পেয়ালাটি বের করলে আমরা তাতে পান করলাম। তারপর উমার ইব্ন আবদুল আযীয (র) তা চাইলে, তিনি তাঁকে সেটি দান করেন। আবু বকর ইব্ন ইসহাক (র)-এর বর্ণনায় আছে, তিনি বললেন, হে সাহল! তুমি আমাদেরকে পান করাও।

৫০৬৭. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা ও যুহায়র ইব্ন হারব (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার এ পেয়ালাটি দিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সব ধরনের পানীয় (দ্রব্য) মধু, নাবীয, পানি, দুধ ইত্যাদি পান করিয়েছি।

১. - بَابُ جَوَازِ شُرْبِ اللَّبَنِ -

১০. অনুচ্ছেদ : দুধপান জায়েয হওয়া

৫০৬৮. উবায়দুল্লাহ ইব্ন মুআয আনসারী (র)..... বারা' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু বকর (রা) বলেছেন, নবী ﷺ-এর সঙ্গে আমরা যখন মক্কা থেকে (হিজরত করে) মদীনা অভিমুখে বের হলাম, এক পর্যায়ে আমরা এক রাখালের নিকট দিয়ে পথ অতিক্রম করছিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ তৃষ্ণার্ত হলে আমি তাঁর জন্য কিছু দুধ দোহন করে নিয়ে তাঁর কাছে আসলাম। আমার সন্তুষ্টি পরিমাণে তিনি পান করলেন।

৫০.৬৯- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَلِلْفُظِّ لَابْنُ مُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ لَمَّا أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ قَالَ فَاتَّبَعَهُ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ بْنُ جُعْشَمٍ قَالَ فَدَعَا عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَسَاحَتْ فَرَسُهُ فَقَالَ ادْعُ اللَّهَ لِي وَلَا أَضُرَّكَ قَالَ فَدَعَا اللَّهُ قَالَ فَعَطِشَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَمَرُّوا بِرَاعِيٍّ غَنَمٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ فَأَخَذْتُ قَدْحًا فَحَلَبْتُ فِيهِ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ كُتْبَةُ مِنْ لَبَنٍ فَاتَيْتُهُ بِهِ فَشَرِبَ حَتَّى رَضِيَ-

৫০৬৯. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র)..... বারা' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু বকর সিদ্দীক (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মক্কা থেকে মদীনার দিকে রওনা দিলেন তখন সুরাকা ইব্ন মালিক ইব্ন জু'শুম তাঁর পিছে পিছনে ধাওয়া করল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার ওপর বদদু'আ করলে তার ঘোড়ার পা মাটিতে গেড়ে গেলো। সে বললো, আমার জন্য দু'আ করুন, আমি আপনার কোন অনিষ্ট করবো না। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ দু'আ করলেন। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তৃষ্ণার্ত হলেন, আর তাঁরা এক বকরীর রাখালের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। আবু বকর সিদ্দীক (রা) বলেন, আমি একটি পেয়ালা নিয়ে তাঁর জন্য কিছু দুধ দোহন করে আনলাম। তিনি তা এ পরিমাণ পান করলেন যে, আমি খুশি হলাম।

৫০.৭০- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَالْفُظُّ لَابْنُ عَبَّادٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ الزُّهْرِيِّ قَالَ قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَى لَيْلَةَ أُسْرَى بِهِ بِأَيْلِيَاءَ بِقَدَحَيْنِ مِنْ خَمْرٍ وَلَبَنٍ فَنَظَرَ إِلَيْهِمَا فَأَخَذَ اللَّبَنَ فَقَالَ لَهُ جِبْرِئِيلُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَذَاكَ لِلْفِطْرَةِ لَوْ أَخَذْتَ الْخَمْرَ غَوَتْ أُمَّتُكَ-

৫০৭০. মুহাম্মদ ইব্ন আব্বাদ ও যুহায়র ইব্ন হার্ব (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, মি'রাজ রাজনীতে বায়তুল মুকাদ্দাসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট মদ ও দুধের দু'টি পেয়ালা পেশ করা হলে তিনি সে দু'টির প্রতি তাকালেন, তারপর তিনি দুধ গ্রহণ করলেন। জিব্রাইল (আ) বললেন : সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আপনাকে স্বভাব জাত (সঠিক) পথ গ্রহণের হিদায়াত দিয়েছেন। যদি আপনি মদ গ্রহণ করতেন তবে আপনার উম্মাত বিভ্রান্ত হয়ে যেত।

৫০.৭১- وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ أَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ بِأَيْلِيَاءَ-

৫০৭১. সালামা ইব্ন শাবীব (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আনা হলো.....। তারপর বর্ণনাকারী উল্লেখিত হাদীসের অনুরূপ রিওয়ায়েত করেছেন। তবে তিনি বায়তুল মুকাদ্দাসের কথা উল্লেখ করেন নি।

১১- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَخْمِيرِ الْأَنْاءِ وَهُوَ تَغْطِيطُهُ وَإِيكَاءِ السُّقَاءِ وَإِغْلَاقِ الْأَبْوَابِ وَذِكْرِ اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهَا وَإِطْفَاءِ السَّرَاجِ وَالنَّارِ عِنْدَ النَّوْمِ وَكَفِّ الصَّبْيَانِ وَالْمَوَاشِي بَعْدَ الْمَغْرَبِ-

১১. পরিচ্ছেদ : পাত্র আচ্ছাদিত করে রাখা অর্থাৎ ঢেকে রাখা, মশকের মুখ বন্ধ করা, দরজা বন্ধ করা ও এ সময়ে আল্লাহর নাম লওয়া, শয়নকালে বাতি তা আগুন নিভিয়ে দেয়া এবং মাগরিবের পর ছেলেমেয়ে ও পৃহপালিত জন্তুগুলোকে আটকে রাখা মুস্তাহাব

৫০.৭২- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي عَاصِمٍ قَالَ قَالَ ابْنُ مُثَنَّى حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ أَخْبَرَنِي أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِقَدَحٍ لَبَنٍ مِنَ النَّقِيعِ لَيْسَ مُخْمَرًا فَقَالَ لَا خَمْرَتَهُ وَلَوْ تَعَرَّضُ عَلَيْهِ عُوْدًا قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ إِنَّمَا أَمَرَ بِالْأَسْقِيَةِ أَنْ تُوَكَّلَ لَيْلًا وَبِالْأَبْوَابِ أَنْ تُغْلَقَ لَيْلًا-

৫০৭২. যুহায়র ইব্ন হার্ব, মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র)..... আবু হুমায়দ সাঈদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাকী' (নামক স্থান) থেকে এক পেয়ালা দুধ নিয়ে আমি নবী ﷺ-এর নিকট এলাম। পেয়ালাটি ছিল অনাবৃত। তিনি বললেন : তুমি একে ঢাকলে না কেন, এর উপর একটি কাঠি রেখে হলেও? আবু হুমায়দ (রা) বলেন, তিনি আমাদেরকে রাতে মশকের মুখ বন্ধ করে রাখার ও রাতে দরজা বন্ধ করার আদেশ দিয়েছিলেন।

৫০.৭৩- حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَزَكَرِيَاءُ بْنُ اسْحَقَ قَالَا أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ أَخْبَرَنِي أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ بِقَدَحٍ لَبَنٍ بِمِثْلِهِ قَالَ يَذْكُرُ زَكَرِيَّا قَوْلَ أَبِي حُمَيْدٍ بِاللَّيْلِ-

৫০৭৩. ইবরাহীম ইব্ন দীনার (র)..... আবু হুমায়দ (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি নবী ﷺ-এর কাছে এক পেয়ালা দুধ নিয়ে আসলেন।..... পরবর্তী অংশ উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ। বর্ণনাকারী বলেন, রাবী যাকারিয়া (র) আবু হুমায়দ-এর বর্ণনায় উল্লেখিত 'রাতে' কথাটি উল্লেখ করেন নাই।

৫০.৭৪- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَاسْتَسْقَى فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا نَسْقِيكَ نَبِيذًا فَقَالَ بَلَى فَخَرَجَ الرَّجُلُ يَسْعَى فَجَاءَ بِقَدَحٍ فِيهِ نَبِيذٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا خَمْرَتَهُ لَوْ تَعَرَّضُ عَلَيْهِ عُوْدًا قَالَ فَشَرِبَ-

৫০৭৪. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা ও আবু কুরায়ব (র)..... জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি (কিছু) পান করতে চাইলে এক ব্যক্তি বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা কি আপনাকে নাবীয পান করাবো? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তারপর লোকটি দ্রুত বেরিয়ে গেল

এবং একটি পেয়ালা নিয়ে এলো যাতে নাবীয ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এর উপর একটি কাঠি দিয়ে হলেও তুমি এটি ঢেকে আনলে না কেন? আবু হুমায়দ (রা) বলেন, অতঃপর তিনি পান করলেন।

৫০.৭৫ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سَفْيَانَ وَابْنِ صَالِحٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ أَبُو حُمَيْدٍ بِقَدَحٍ مِنْ لَبَنٍ مِنَ النَّقِيعِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْآ خَمَّرْتَهُ وَلَوْ تَعَرَّضُ عَلَيْهِ عُودًا -

৫০৭৫. উসমান ইবন আবু শায়বা (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু হুমায়দ (রা) নামক এক ব্যক্তি নাকী (নামক স্থান) থেকে এক পেয়ালা দুধ নিয়ে আসলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন : তুমি এটা ঢেকে আনলে না কেন, এর ওপর একটা কাঠি দিয়ে হলেও ?

৫০.৭৬ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ غَطُّوا الْإِنَاءَ وَأَوْكُوا السَّقَاءَ وَأَغْلِقُوا الْبَابَ وَأَطْفِئُوا السِّرَاجَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَحُلُّ سِقَاءً وَلَا يَفْتَحُ بَابًا وَلَا يَكْشِفُ إِنَاءً فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدَكُمْ إِلَّا أَنْ يَغْرُضَ عَلَى إِنَائِهِ عُودًا وَيَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ فَلْيَفْعَلْ فَإِنَّ الْفُؤَيْسِقَةَ تُضْرِمُ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ بَيْتَهُمْ وَلَمْ يَذْكُرْ قُتَيْبَةُ فِي حَدِيثِهِ وَأَغْلِقُوا الْبَابَ -

৫০৭৬. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)..... লাইস (র) থেকে, অন্য সনদে মুহাম্মদ ইবন রুমহ (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা (শয়নকালে) পাত্র ঢেকে রাখবে, মশক মুখ বন্ধ রাখবে, দরজাগুলো বন্ধ করবে এবং বাতি নিভিয়ে দেবে। কারণ, শয়তান মশকের (বন্ধ) মুখ খুলতে পারে না, (বন্ধ) দরজা খুলতে পারে না এবং (আবৃত) পাত্রও অনাবৃত করতে পারে না। যদি তোমাদের কেউ তার পাত্রের উপর রাখার জন্য কাঠি ছাড়া অন্য কিছু না পায়, তবে সে যেন তাই রাখে এবং আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে। কেননা দুষ্ট ইঁদুর বাড়িওয়ালাদের বাড়ি দ্রুত জ্বালিয়ে দেয়। কুতায়বা তাঁর হাদীসে ‘দরজা বন্ধ কর’ কথাটি উল্লেখ করেননি।

৫০.৭৭ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا الْحَدِيثِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَأَكْفُوا الْإِنَاءَ أَوْ خَمَّرُوا الْإِنَاءَ وَلَمْ يَذْكُرْ تَغْرِيطُ الْعُودِ عَلَى الْإِنَاءِ -

৫০৭৭. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র)..... জাবির (রা) থেকে হাদীসটি বর্ণিত আছে। তবে তিনি বলেছেন, তোমরা পাত্রের মুখ বন্ধ করবে অথবা (বলেছিলেন) তোমরা পাত্র ঢেকে রাখবে। তিনি পাত্রের উপর কাঠি রাখার কথা উল্লেখ করেন নাই।

৫০.৭৮ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَغْلِقُوا الْبَابَ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّيْثِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَخَمَّرُوا الْإِنَاءَ وَقَالَ تُضْرِمُ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ ثِيَابَهُمْ -

৫০৭৮. আহমদ ইবন ইউনুস (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা দরজা বন্ধ করবে। অতঃপর রাবী লাইস (র)-এর হাদীসের অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তবে তিনি বলেছেন, তোমরা পাত্রগুলো ঢেকে রাখবে। তিনি আরও বলেন, ওটা (ইঁদুর) গৃহবাসীদের পোশাক পুড়িয়ে (নষ্ট করে) দেয়।

৫০৭৯. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র)..... জাবির (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে তাঁদের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে। তিনি বলেছেন, ইঁদুর গৃহবাসীদের গৃহ পুড়িয়ে দেয়।

৫০৭৯. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র)..... জাবির (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে তাঁদের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে। তিনি বলেছেন, ইঁদুর গৃহবাসীদের গৃহ পুড়িয়ে দেয়।

৫০৮০. ইসহাক ইবন মানসূর (র)..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন রাত ঘনিয়ে আসবে অথবা (বলেছেন) তোমরা সন্ধ্যায় উপনীত হবে, তখন তোমরা তোমাদের ছেলেমেয়েদের আটকে রাখবে। কেননা শয়তান সে সময় ছাড়িয়ে পরে। রাত ঘটাখানেক অতিক্রান্ত হলে তাদের ছেড়ে দাও। আর দরজাগুলো বন্ধ করবে এবং আল্লাহর নাম স্মরণ করবে। কারণ, শয়তান কোন বন্ধ দুয়ার খোলে না। আর তোমরা নিজেদের মশকসমূহের মুখ এঁটে রাখবে এবং আল্লাহর নাম স্মরণ করবে। আর নিজেদের পাত্রগুলো ঢেকে রাখবে, যদি তার ওপর একটি কাঠি রেখেও হয় এবং আল্লাহর নাম স্মরণ করবে। আর তোমাদের বাতিগুলো নিভিয়ে দেবে।

৫০৮০. ইসহাক ইবন মানসূর (র)..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন রাত ঘনিয়ে আসবে অথবা (বলেছেন) তোমরা সন্ধ্যায় উপনীত হবে, তখন তোমরা তোমাদের ছেলেমেয়েদের আটকে রাখবে। কেননা শয়তান সে সময় ছাড়িয়ে পরে। রাত ঘটাখানেক অতিক্রান্ত হলে তাদের ছেড়ে দাও। আর দরজাগুলো বন্ধ করবে এবং আল্লাহর নাম স্মরণ করবে। কারণ, শয়তান কোন বন্ধ দুয়ার খোলে না। আর তোমরা নিজেদের মশকসমূহের মুখ এঁটে রাখবে এবং আল্লাহর নাম স্মরণ করবে। আর নিজেদের পাত্রগুলো ঢেকে রাখবে, যদি তার ওপর একটি কাঠি রেখেও হয় এবং আল্লাহর নাম স্মরণ করবে। আর তোমাদের বাতিগুলো নিভিয়ে দেবে।

৫০৮১. ইসহাক ইবন মানসূর (র)..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাবী আতা (র)-এর হাদীসের অনুরূপ রিওয়ায়েত করেছেন। তবে তিনি মহান মহিয়ান ‘আল্লাহর নাম স্মরণ করার’ কথা উল্লেখ করেন নাই।

৫০৮১. ইসহাক ইবন মানসূর (র)..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাবী আতা (র)-এর হাদীসের অনুরূপ রিওয়ায়েত করেছেন। তবে তিনি মহান মহিয়ান ‘আল্লাহর নাম স্মরণ করার’ কথা উল্লেখ করেন নাই।

৫০৮২. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র)..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন রাত ঘনিয়ে আসবে অথবা (বলেছেন) তোমরা সন্ধ্যায় উপনীত হবে, তখন তোমরা তোমাদের ছেলেমেয়েদের আটকে রাখবে। কেননা শয়তান সে সময় ছাড়িয়ে পরে। রাত ঘটাখানেক অতিক্রান্ত হলে তাদের ছেড়ে দাও। আর দরজাগুলো বন্ধ করবে এবং আল্লাহর নাম স্মরণ করবে। কারণ, শয়তান কোন বন্ধ দুয়ার খোলে না। আর তোমরা নিজেদের মশকসমূহের মুখ এঁটে রাখবে এবং আল্লাহর নাম স্মরণ করবে। আর নিজেদের পাত্রগুলো ঢেকে রাখবে, যদি তার ওপর একটি কাঠি রেখেও হয় এবং আল্লাহর নাম স্মরণ করবে। আর তোমাদের বাতিগুলো নিভিয়ে দেবে।

৫০৮২. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র)..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন রাত ঘনিয়ে আসবে অথবা (বলেছেন) তোমরা সন্ধ্যায় উপনীত হবে, তখন তোমরা তোমাদের ছেলেমেয়েদের আটকে রাখবে। কেননা শয়তান সে সময় ছাড়িয়ে পরে। রাত ঘটাখানেক অতিক্রান্ত হলে তাদের ছেড়ে দাও। আর দরজাগুলো বন্ধ করবে এবং আল্লাহর নাম স্মরণ করবে। কারণ, শয়তান কোন বন্ধ দুয়ার খোলে না। আর তোমরা নিজেদের মশকসমূহের মুখ এঁটে রাখবে এবং আল্লাহর নাম স্মরণ করবে। আর নিজেদের পাত্রগুলো ঢেকে রাখবে, যদি তার ওপর একটি কাঠি রেখেও হয় এবং আল্লাহর নাম স্মরণ করবে। আর তোমাদের বাতিগুলো নিভিয়ে দেবে।

৫০৮২. আহমাদ ইবন উসমান নাওফালী (র)..... ইবন জুরায়জ (র), আতা ও আমর ইবন দীনার (র) থেকে রাওহ (র)-এর রিওয়াযাতের অনুরূপ হাদীস রিওয়াযাত করেছেন।

৫.৮৩. وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تُرْسِلُوا فَوَاشِيَكُمْ وَصَبِيَّانَكُمْ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ حَتَّى تَذْهَبَ فَحُمَةُ الْعِشَاءِ فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تُبْعَثُ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ حَتَّى تَذْهَبَ فَحُمَةُ الْعِشَاءِ-

৫০৮৩. আহমদ ইবন ইউনুস (র), অন্য সনদে ইয়াহইয়া (রা)..... জাবির (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা তোমাদের গৃহপালিত পশু এবং ছেলেমেয়েদেরকে সূর্যাস্তের সময় বের হতে দেবে না, যতক্ষণ না রাতের আহারের কিছু অংশ অতিক্রান্ত হয়। কেননা সূর্যাস্তের পর থেকে রাতের আহারের কিয়দংশ (প্রথমাংশ) অতিক্রান্ত হওয়া পর্যন্ত শয়তান বিচরণ করতে থাকে।

৫.৮৪. - وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بَنَحَوْ حَدِيثَ زُهَيْرٍ-

৫০৮৪. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র)..... জাবির (রা) নবী ﷺ থেকে যুহায়র (র)-এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে।

৫.৮৫. - وَحَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ قَالَ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ ثَنَى يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ اللَّيْثِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ غُطُّوا الْأَنَاءَ وَأَوْكُوا السِّقَاءَ فَإِنَّ فِي السَّنَةِ لَيْلَةً يَنْزِلُ فِيهَا وَبَاءٌ لَا يَمُرُّ بِإِنَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غِطَاءٌ أَوْ سِقَاءٌ لَيْسَ عَلَيْهِ وَكَاءٌ إِلَّا نَزَلَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ الْوَبَاءِ-

৫০৮৫. আমর আন-নাকিদ (র)..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, তোমরা পাত্র ঢেকে রাখবে এবং মশকের মুখ ঐটে রাখবে। কেননা বছরে একটি রাত আছে, যে রাতে 'মহামারী' নাযিল হয়। যে কোন অনাবৃত পাত্র এবং বন্ধনমুক্ত মশকের উপর দিয়ে তা অতিক্রম করে, তাতেই সে মহামারী থেকে নেমে আসে।

৫.৮৬. - وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ بِهَذَا الْأِسْنَادِ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَإِنَّ فِي السَّنَةِ يَوْمًا يَنْزِلُ فِيهِ وَبَاءٌ وَزَادَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ قَالَ اللَّيْثُ فَالْأَعَاجِمُ عِنْدَنَا يَتَّقُونَ ذَلِكَ فِي كَانُونِ الْأَوَّلِ-

৫০৮৬. নাসর ইব্ন আলী জাহ্যামী (র)..... লাইস ইব্ন সা'দ (র) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে তিনি বলেছেন, কেননা বছরে একটি দিন আছে, যে দিনে মহামারী নেমে আসে। বর্ণনাকারী হাদীসের শেষাংশে অধিক বলেছেন যে, লাইস বলেছেন, আমাদের এখানকার অনারবরা 'প্রথম কানুন'^১ এ বিষয়ে মতামত অবলম্বন করে।

৫.৮৭ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَتْرَكُوا النَّارَ فِي بُيُوتِكُمْ حِينَ تَنَامُونَ -

৫০৮৭. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা, আমর আন-নাকিদ ও যুহায়র ইব্ন হারব (র)..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেছেন : তোমরা ঘরে আগুন রেখে শয়ন করবে না।

৫.৮৮ - وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَشْعَثِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو عَامِرٍ الْأَشْعَرِيُّ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لِأَبِي عَامِرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ احْتَرَقَ بَيْتٌ عَلَى أَهْلِهِ بِالْمَدِينَةِ مِنَ اللَّيْلِ فَلَمَّا حَدَّثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِشَأْنِهِمْ قَالَ إِنَّ هَذِهِ النَّارَ إِنَّمَا هِيَ عَدُوُّكُمْ فَإِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِئُوهَا عَنْكُمْ -

৫০৮৮. সাঈদ ইব্ন আমর আশআসী, আবু বাকর ইব্ন আবু শায়বা, মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন নুমায়র, আবু আমির আশআরী ও আবু কুরায়ব (র)..... আবু মুসা (রা) থেকে বর্ণিত যে, (একবার) রাতে মদীনায় এক বাড়িতে আগুন গেলে তা পুড়ে গেল। রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাদের অবস্থা সম্বন্ধে অবহিত করা হলে তিনি বললেন : এ আগুন তোমাদের শত্রু। সুতরাং তোমরা শোয়ার সময় তা নিভিয়ে ফেলবে।

১২ - بَابُ آدَابِ الطَّعَامِ وَالشُّرَابِ وَأَحْكَامِهِمَا

১২. পরিচ্ছেদ পানাহারের আদবসমূহ ও তার বিধান

৫.৮৯ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي حُذَيْفَةَ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كُنَّا إِذَا حَضَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ طَعَامًا لَمْ نَضَعْ أَيْدِينَا حَتَّى يَبْدَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَيَضَعُ يَدَهُ وَإِنَّا حَضَرْنَا مَعَهُ مَرَّةً طَعَامًا فَجَاءَتْ جَارِيَةٌ كَأَنَّهَا تُدْفَعُ فَذَهَبَتْ لِيَضَعَ يَدَهَا فِي الطَّعَامِ فَآخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهَا ثُمَّ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ كَأَنَّمَا يُدْفَعُ فَآخَذَ بِيَدِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَسْتَحِلُّ الطَّعَامَ أَنْ لَا يُذْكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ جَاءَ بِهِذِهِ الْجَارِيَةِ لِيَسْتَحِلَّ بِهَا فَآخَذْتُ بِيَدِهَا فَجَاءَ بِهَذَا الْأَعْرَابِيَّ لِيَسْتَحِلَّ بِهِ فَآخَذْتُ بِيَدِهِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنْ يَدُهُ فِي يَدِي مَعَ يَدِهَا - (يَدِهَا)

১. রোমানদের বর্ষ গণনার তৃতীয় মাস, যা শুরু হয় খ্রিস্টীয় ডিসেম্বর মাসের ছয় কিংবা তের তারিখ থেকে।

৫০৮৯. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও আবু কুরায়ব (র)..... হুয়ায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন যিয়ারত উপলক্ষে আমরা যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে উপস্থিত হতাম, যতক্ষণ তিনি শুরু না করতেন এবং তার হাত না রাখতেন, ততক্ষণ আমরা নিজেদের হাত (খাবারে) রাখতাম না। একবার আমরা তাঁর সঙ্গে এক খাওয়ার মজলিসে হাযির হলাম। এমন সময় একটি মেয়ে এল। (মনে হচ্ছিল) যেন তাকে তাড়ানো হচ্ছে। সে খাবারে তার হাত দিতে গেলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তার হাত ধরে ফেললেন। তারপর একজন বেদুঈন এল। (মনে হচ্ছিল) যেন তাকে তাড়িত করা হচ্ছিল। তিনি তাঁর হাত ধরে ফেললেন। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা না হলে শয়তান সে খাদ্যকে হালাল করে ফেলে। আর সে এ বালিকাটিকে নিয়ে এসেছে যাতে তার দ্বারা হালাল করতে পারে। তারপর আমি তার হাত ধরে ফেললে সে এ বেদুঈনকে নিয়ে এসেছে যাতে (এ খাদ্যকে) তার দ্বারা হালাল করতে পারে। আমি তারও হাত ধরে ফেলেছি। সে সত্তার শপথ! যার হাতে আমার জীবন, নিঃসন্দেহে তার (শয়তানের) হাত বালিকার (এ দু'জনের হাতের সঙ্গে) আমার হাতে মুঠোয় রয়েছে।

৫.৯. - وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ خَيْثَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي حُذَيْفَةَ الْأَرْحَبِيِّ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ كُنَّا إِذَا دُعِينَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى طَعَامٍ فَذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ وَقَالَ كَأَنَّمَا يُطْرَدُ وَفِي الْجَارِيَةِ كَأَنَّهَا تُطْرَدُ وَقَدَّمَ مَجِيءَ الْأَعْرَابِيِّ فِي حَدِيثِهِ قَبْلَ مَجِيءِ الْجَارِيَةِ وَزَادَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ ثُمَّ ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ وَآكَلَ-

وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَدَّمَ مَجِيءَ الْجَارِيَةِ قَبْلَ مَجِيءِ الْأَعْرَابِيِّ-

৫০৯০. ইসহাক ইবন ইবরাহীম হানযালী (র)..... হুয়ায়ফা ইবন ইয়ামান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে কোন খাবারের জন্য দাওয়াত করা হতো।..... অতঃপর বর্ণনাকারী আবু মু'আবিয়া (র)-এর হাদীসের অনুরূপ রিওয়ায়াত করেন। তবে তিনি (يُدْفَعُ এর স্থলে) يُطْرَدُ এবং বালিকার বেলায় (تُدْفَعُ স্থলে) تُطْرَدُ শব্দ উল্লেখ করেন। আর এ হাদীসে তিনি বালিকাটির আসার পূর্বে বেদুঈনের আগমনের কথা উল্লেখ করেছেন এবং হাদীসের শেষাংশে অধিক বলেছেন, অতঃপর তিনি বিস্মিল্লাহ বলেন এবং আহর গ্রহণ করেন।

আবু বকর ইবন নাফি' (র)..... আ'মাশ (র) থেকে উল্লেখিত সনদে অনুরূপ বর্ণিত আছে। তবে তিনি প্রথমে বালিকার আগমন ও পরে বেদুঈনের আগমনের কথা উল্লেখ করেছেন।

৫.৯১ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى الْعَنْزِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ يَعْنِي أَبَا عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ لَا مَبِيتَ لَكُمْ وَلَا عِشَاءَ وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ

يَذْكُرُ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَالْعِشَاءَ-

وَحَدَّثَنِيهِ إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ إِنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي عَاصِمٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عِنْدَ طَعَامِهِ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عِنْدَ دُخُولِهِ-

৫০৯১. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না আনাযী (র)..... জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছেন যে, যখন কোন লোক তার ঘরে প্রবেশ করে এবং প্রবেশকালে ও আহারকালে মহিয়ান গরিয়ান আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে, তখন শয়তান (তার সাথীদের) বলে, তোমাদের (এখানে) রাত্রি যাপনও নেই, খাওয়াও নেই। আর যখন সে প্রবেশ করে কিন্তু প্রবেশকালে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে না, তখন শয়তান বলে, তোমরা রাত্রিবাসের (থাকার) জায়গা পেয়ে গেলে। আর যখন সে আহারের সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে না, তখন সে বলে, তোমাদের রাত্রি যাপন ও রাতের খাওয়ার ব্যবস্থা পেলে।

ইসহাক ইব্ন মানসূর (র).....জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছেন..... অতঃপর বর্ণনাকারী আবু আসিম (র)-এর হাদীসের অনুরূপ রিওয়ায়াত করেন। তবে তিনি لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ (এর স্থলে) (فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ) এবং (وَإِنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عِنْدَ طَعَامِهِ) শব্দের এর স্থলে বলেছেন।

৫.৯২- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَأْكُلُوا بِالشِّمَالِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِالشِّمَالِ-

৫০৯২. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও মুহাম্মদ ইব্ন রুম্হ (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা বাম হাতে খাবে না। কারণ শয়তান বাম হাতে খায়।

৫.৯৩- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ نُمَيْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَاللَّفْظُ لِابْنِ نُمَيْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ جَدِّهِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرِبْ بِيَمِينِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرِبُ بِشِمَالِهِ-

৫০৯৩. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা, মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুল্লাহ্ ইব্ন নুমায়র, যুহায়র ইব্ন হারব ও ইব্ন আবু উমর (র).....ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন খাবে তখন সে যেন

ডান হাতে খায়। আর যখন পান করে, সে যেন ডান হাতে পান করে। কারণ শয়তান বাম হাতে খায় এবং বাম হাতে পান করে।

৫.৯৪- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ مَثْنَى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ جَمِيعًا عَنْ الزُّهْرِيِّ بِإِسْنَادٍ سَفِيَّانٍ-

৫০৯৪. কুতায়বা (র)..... (মালিক ইব্ন আনাস (র) থেকে), অন্য সনদে ইব্ন নুমায়র (র) পিতা নুমায়র থেকে, অপর একটি সনদে ইব্ন মুসান্না (র) ইয়াহুইয়া আল-কাত্তান (র) থেকে, শেষোক্ত দু'জন উবায়দুল্লাহ থেকে, আর তাঁরা সকলে যুহরী (র) থেকে সুফয়ান (র)-এর (অনুরূপ) সনদে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

৫.৯৫- وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرَمَلَةُ قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا وَقَالَ حَرَمَلَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ حَدَّثَهُ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَأْكُلَنَّ أَحَدٌ مِّنْكُمْ بِشِمَالِهِ وَلَا يَشْرَبَنَّ بِهَا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِهَا قَالَ وَكَانَ نَافِعٌ يَزِيدُ فِيهَا وَلَا يَأْخُذُ بِهَا وَلَا يُعْطَى بِهَا وَفِي رِوَايَةِ أَبِي الطَّاهِرِ لَا يَأْكُلَنَّ أَحَدُكُمْ-

৫০৯৫. আবু তাহির ও হারমালা (র)..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ যেন বাম হাতে না খায়, পান না করে। কারণ শয়তান বাম হাতে খায় ও বাম হাত দিয়ে পান করে। বর্ণনাকারী বলেন, নাফি' (র) এতে অধিক বলতেন, বাম হাতে যেন (কিছু) গ্রহণ না করে এবং প্রদানও না করে। আবু তাহির (র)-এর বর্ণনায় (أَحَدُكُمْ) শব্দ রয়েছে।

৫.৯৬- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِي إِيَّاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَجُلًا أَكَلَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِشِمَالِهِ فَقَالَ كُلْ بِيَمِينِكَ قَالَ لَا اسْتَطِيعُ قَالَ لَا اسْتَطِيعْتَ مَا مَنَعَهُ إِلَّا الْكِبَرُ قَالَ فَمَا رَفَعَهَا إِلَى فِيهِ-

৫০৯৬. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা (র)..... সালামা ইব্ন আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে বাম হাতে আহার করছিল। তিনি বললেন : তুমি তোমার ডান হাতে খাও। সে বললো, আমি পারবো না। তিনি বললেন : 'তুমি যেন না-ই পার'। অহঙ্কারই তাকে বাধা দিচ্ছে। সালামা (রা) বলেন, সে আর তা (তার হাত) মুখের কাছে তুলতে পারেনি।

৫.৯৭- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنْ سَفِيَّانٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا سَفِيَّانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ وَهَبِ بْنِ كَيْسَانَ سَمِعَهُ مِنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ

كُنْتُ فِي حَجَرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ فَقَالَ لِي يَا غُلَامُ سَمِّ اللَّهَ وَكُلْ بِمِيعَتِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ-

৫০৯৭. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও ইবন আবু উমর (র)..... উমর ইবন আবু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর লালন পালনে ছিলাম। খাবারের পাত্রে আমার হাত চতুর্দিকে ঘুরাঘুরি করত। তিনি আমাকে বললেন : হে বালক! বিস্মিল্লাহ বল, তোমার ডান হাতে খাও এবং নিজের পাশ থেকে খাও।

৫০৯৮. হাসান ইবন আলী হুলওয়ানী ও আবু বকর ইবন ইসহাক (র)..... উমর ইবন আবু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে আহার করলাম। আমি বর্তনের বিভিন্ন পাশ থেকে গোশত নিতে লাগলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তুমি নিজের পাশ থেকে খাও।

৫০৯৯. আমর আন-নাকিদ (র)..... আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ মশক উল্টিয়ে ধরে (মশকের মুখে মুখ লাগিয়ে) পান করতে নিষেধ করেছেন।

৫১০০. হারমালা ইবন ইয়াহুয়া (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ মশক উল্টিয়ে ধরে এর মুখে মুখ লাগিয়ে পান করতে নিষেধ করেছেন।

৫১০১. আবুদ ইবন হুমায়দ (র) যুহরী (র) থেকে উল্লেখিত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে বর্ণনাকারী মা'মার বলেছেন : اِسْتَنَاءُ অর্থ মশকের মাথা উল্টিয়ে তাতে মুখ লাগিয়ে পান করা।

৫১০২. আবুদ ইবন হুমায়দ (র) যুহরী (র) থেকে উল্লেখিত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে বর্ণনাকারী মা'মার বলেছেন : اِسْتَنَاءُ অর্থ মশকের মাথা উল্টিয়ে তাতে মুখ লাগিয়ে পান করা।

৫১০৩. আবুদ ইবন হুমায়দ (র) যুহরী (র) থেকে উল্লেখিত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে বর্ণনাকারী মা'মার বলেছেন : اِسْتَنَاءُ অর্থ মশকের মাথা উল্টিয়ে তাতে মুখ লাগিয়ে পান করা।

৫১০৪. আবুদ ইবন হুমায়দ (র) যুহরী (র) থেকে উল্লেখিত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে বর্ণনাকারী মা'মার বলেছেন : اِسْتَنَاءُ অর্থ মশকের মাথা উল্টিয়ে তাতে মুখ লাগিয়ে পান করা।

৫১০৫. আবুদ ইবন হুমায়দ (র) যুহরী (র) থেকে উল্লেখিত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে বর্ণনাকারী মা'মার বলেছেন : اِسْتَنَاءُ অর্থ মশকের মাথা উল্টিয়ে তাতে মুখ লাগিয়ে পান করা।

১২- بَابُ فِي الشُّرْبِ قَائِمًا

১৩. পরিচ্ছেদ : দাঁড়িয়ে পান করা প্রসঙ্গে

৫১.২- وَحَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ زَجَرَ عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا-

৫১০২. হাদ্দাব ইব্ন খালিদ (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ দাঁড়িয়ে পান করা ব্যাপারে ধমক দিয়েছেন।

৫১.৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثْنَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا قَالَ قَتَادَةُ فَقُلْنَا فَلَا كُلُّ فَقَالَ ذَاكَ أَشْرُ أَوْ أَخْبَثُ-

৫১০৩. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র)..... আনাস (রা) সূত্রে,, নবী ﷺ থেকে বর্ণিত যে, তিনি (সা) কোন ব্যক্তির দাঁড়িয়ে পান করতে নিষেধ করেছেন। কাতাদা বলেন, আমরা বললাম, তবে খাওয়া? তিনি বললেন, সেটা তো আরো খারাপ, আরো নিকৃষ্ট।

৫১.৪- وَحَدَّثَنَا هُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ قَتَادَةَ-

৫১০৪. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও আবু বকর আবু শায়বা (র)..... আনাস (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে বর্ণনাকারী হিশাম (র) কাতাদা (র)-এর উক্তি উল্লেখ করেননি।

৫১.৫- وَحَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي عَيْسَى الْأُسْوَارِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ زَجَرَ عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا-

৫১০৫. হাদ্দাব ইব্ন খালিদ (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ দাঁড়িয়ে পান করতে কঠোরভাবে হুমকী প্রদান করেছেন।

৫১.৬- وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُثْنَى وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ وَابْنِ مُثْنَى قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي عَيْسَى الْأُسْوَارِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا-

৫১০৬. যুহায়র ইব্ন হার্ব, মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়িয়ে পান করতে নিষেধ করেছেন।

৫১০৭- حَدَّثَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ يَعْنِي الْفَزَارِيَّ قَالَ أَنَا عُمَرُ بْنُ حَمْزَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو غَطَفَانَ الْمُرِّي أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَشْرَبَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَائِمًا فَمَنْ نَسِيَ فَلْيَسْتَقِ-

৫১০৭. আব্দুল জাব্বার ইবন আলা (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ যেন কখনো দাঁড়িয়ে পান না করে। কেউ ভুলে গেলে সে যেন পরে বসি করে ফেলে।

১৪- بَابُ فِي الشُّرْبِ مِنْ زَمْزَمَ قَائِمًا-

১৪. পরিচ্ছেদ : যমযমের পানি দাঁড়িয়ে পান করা

৫১০৮- وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَقَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِنْ زَمْزَمَ فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ-

৫১০৮. আবু কামিল জাহদারী (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে যমযম থেকে পানি পান করিয়েছি। তিনি দাঁড়ান অবস্থায় তা পান করেন।

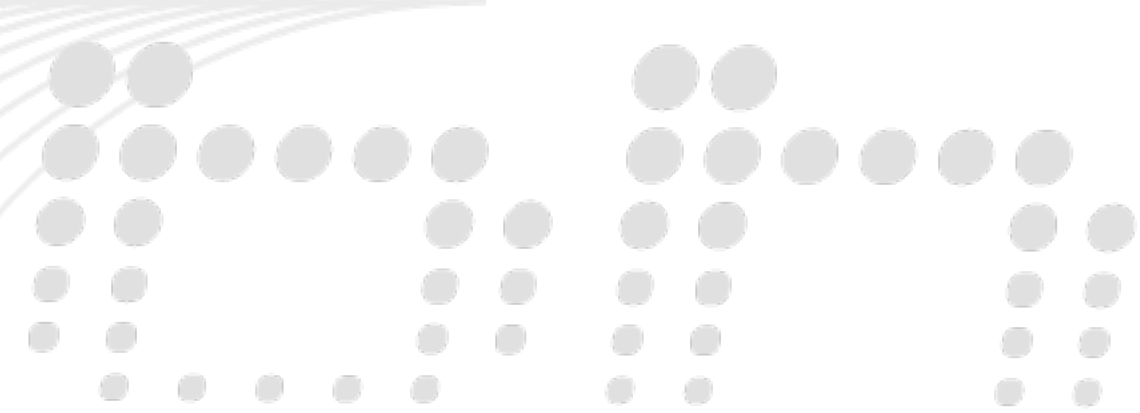
৫১০৯- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ شَرِبَ مِنْ زَمْزَمَ مِنْ دَلْوٍ مِنْهَا وَهُوَ قَائِمٌ-

৫১০৯. মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী ﷺ যমযম কূপ থেকে বালতি দিয়ে পানি তুলে দাঁড়িয়ে পান করেছেন।

৫১১০- وَحَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا عَاصِمُ الْأَحْوَلُ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ وَأَسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ قَالَ إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ الْأَحْوَلُ وَمُغِيرَةُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ شَرِبَ مِنْ زَمْزَمَ وَهُوَ قَائِمٌ-

৫১১০. সুরায়জ ইবন ইউনুস, ইয়াকুব দাওরাকী ও ইসমাইল ইবন সালিম (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়িয়ে যমযম থেকে পানি পান করেছেন।

৫১১১- وَحَدَّثَنِي عُبيدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ سَمِعَ الشَّعْبِيَّ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ سَقَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِنْ زَمْزَمَ فَشَرِبَ قَائِمًا وَاسْتَسْقَى وَهُوَ عِنْدَ الْبَيْتِ-



বাংলা হাদিস

৫১১১. উবায়দুল্লাহ ইব্ন মুআয (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ পারমিত -কে সাময়িক থেকে পান করিয়েছি। তিনি দাঁড়িয়ে পান করেছেন এবং তিনি পানি চেয়ে পাঠালেন, তখন তিনি বায়তুল্লাহর সন্নিকটে ছিলেন।

৫১১২. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مِثْنَى قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِهِمَا فَاتَيْتُهُ بِدَلْوٍ -

৫১১২. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার ও মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র)..... শু'বা (র) থেকে উক্ত সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে তাদের উভয়ের হাদীসে আছে 'আমি তাঁর কাছে একটি বালতি নিয়ে আসলাম'।

১৫- بَابُ كِرَاهَةِ التَّنَفُّسِ فِي نَفْسِ الْإِنَاءِ وَاسْتِحْبَابِ التَّنَفُّسِ ثَلَاثًا خَارِجَ الْإِنَاءِ -

১৫. অনুচ্ছেদ : পান করার সময় সরাসরি পাত্রে শ্বাস ফেলা মাকরুহ এবং পাত্রের বাইরে তিনবার শ্বাস গ্রহণ করা মুস্তাহাব

৫১১৩. وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يُتَنَفَّسَ فِي الْإِنَاءِ -

৫১১৩. ইব্ন আবু উমর (র)..... আবু কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত যে, নবী পারমিত পাত্রের ভিতরে শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে নিষেধ করেছেন।

৫১১৪. وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَزْرَةَ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ ثَلَاثًا -

৫১১৪. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে রাসূলুল্লাহ পারমিত পান করার সময় তিনবার পাত্রে (পাত্রের বাইরে) শ্বাস গ্রহণ করতেন। (তিন শ্বাসে পান করতেন।)

৫১১৫. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ وَثْنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي عَصَامٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَنَفَّسُ فِي الشَّرَابِ ثَلَاثًا وَيَقُولُ إِنَّهُ أَرُوَى وَأَبْرَأُ وَأَمْرَأُ قَالَ أَنَسٌ وَأَنَا أَتَنَفَّسُ فِي الشَّرَابِ ثَلَاثًا -

৫১১৫. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া ও শায়বান ইব্ন ফাররুখ (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, পান করার সময় রাসূলুল্লাহ পারমিত তিনবার শ্বাস গ্রহণ করতেন এবং বলতেন এতে উত্তমরূপে তৃপ্তিলাভ হয়, পিপাসার ক্লেশ সত্ত্বর দূর হয় (এবং তা নিরাপদ) এবং অতি সহজে গলাধঃকরণ হয় (গলায় আটকে যাওয়ার আশংকা থাকে না)। - আনাস (রা) বলেন, পান করার সময় আমিও তিনবার শ্বাস গ্রহণ করে থাকি।

৫১১৬- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ عَنْ أَبِي عَصَامٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ وَقَالَ فِي الْإِنَاءِ-

৫১১৬. কুতায়বা ইবন সাঈদ ও আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আনাস (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন। বর্ণনাকারী (হিশাম শব্দের স্থলে) (পাত্রে) বলেছেন।

১৬- بَابُ اسْتِحْبَابِ إِدَارَةِ الْمَاءِ وَاللَّبَنِ وَنَحْوَهُمَا عَلَى يَمِينِ الْمُبْتَدِي-

১৬. পরিচ্ছেদ : পানি, দুধ ইত্যাদি পরিবেশনে সূচনাকারী (পরিবেশক) তার ডান থেকে আরম্ভ করবে

৫১১৭- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَى بِلَبَنٍ قَدْ شَيْبَ بِمَاءٍ وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيٌّ وَعَنْ يَسَارِهِ أَبُو بَكْرٍ فَشَرِبَ ثُمَّ أَعْطَى الْأَعْرَابِيَّ وَقَالَ الْإِيْمَنُ فَالْإِيْمَنُ-

৫১১৭. ইয়াহুইয়া ইবন ইয়াহুইয়া (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট পানি মিশ্রিত কিছু দুধ আনা হলো। তাঁর ডানদিকে ছিল একজন বেদুঈন, বামদিকে ছিল আবু বকর (রা)। তিনি পান করলেন। তারপর উক্ত বেদুঈনকে দিলেন এবং বললেন : ডান, অতঃপর ডানে অধিক অধিকার সম্পন্ন।

৫১১৮- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لِلزُّهَيْرِ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ وَأَنَا ابْنُ عَشْرٍ وَمَاتَ وَأَنَا ابْنُ عَشْرَيْنَ وَكُنَّ أُمَّهَاتِي يَحْتَثُنَنِي عَلَى خِدْمَتِهِ فَدَخَلَ عَلَيْنَا دَارَنَا فَحَلَبْنَا لَهُ مِنْ شَاةٍ دَاجِنٍ وَشَيْبَ لَهُ مِنْ بئرٍ فِي الدَّارِ فَشَرِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ وَأَبُو بَكْرٍ عَنْ شِمَالِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْطِ أَبَا بَكْرٍ فَأَعْطَاهُ أَعْرَابِيًّا عَنْ يَمِينِهِ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْإِيْمَنُ فَالْإِيْمَنُ-

৫১১৮. আবু বকর ইবন আবু শায়বা, আমর আন-নাকিদ, যুহায়র ইবন হারব ও মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ ইবন নুমায়র (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন মদীনাতে আগমন করেন তখন আমার বয়স ছিল দশ বছর। তিনি যখন ওফাতবরণ করেন তখন আমার বয়স বিশ বছর। আমার মা-খালাগণ আমাকে তাঁর খিদমত করার জন্য উৎসাহিত করতেন। একদিন তিনি আমাদের বাড়িতে আগমন করলে, আমরা তাঁর জন্য ঘরে অবস্থিত ছাগলের দুধ দোহন করলাম, বাড়ির একটি কূপ থেকে কিছু পানি মিশ্রিত করা হলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ পান করলেন। আবু বকর (রা) তাঁর বামদিকে ছিলেন। উমর (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু বকরকে দিন। কিন্তু তিনি তাঁর ডানদিকের বেদুঈনকে দিলেন এবং বললেন : ডান অতঃপর (দিক থেকে) ডানরা অধিক অধিকার সম্পন্ন।

৫১১৭- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقَتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرِ بْنِ حَزْمٍ أَبِي طَوَالَةَ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنُ قَعْنَبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ قَالَ أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي دَارِنَا فَاسْتَسْقَى فَحَلَبْنَا لَهُ شَاةً ثُمَّ شَبَّتُهُ مِنْ مَاءٍ بَثْرَى هَذِهِ قَالَ فَأَعْطَيْتُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَشَرِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ عَنْ يَسَارِهِ وَعُمَرُ وَجَاهُهُ وَأَعْرَابِيٌّ عَنْ يَمِينِهِ قَالَ فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ شُرْبِهِ قَالَ عُمَرُ هَذَا أَبُو بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ يُرِيهِ إِيَّاهُ فَأَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْأَعْرَابِيَّ وَتَرَكَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْإِيمَنُونَ الْإِيمَنُونَ قَالَ أَنَسٌ فَهِيَ سُنَّةٌ فَهِيَ سُنَّةٌ فَهِيَ سُنَّةٌ -

৫১১৯. ইয়াহইয়া ইবন আইউব, কুতায়বা ইবন সাঈদ, ইবন হুজর ও আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা ইবন কানাব (রা)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের বাড়িতে আগমন করে (কিছু) পান করতে চাইলেন। আমরা তাঁর জন্য একটি বকরী দোহন করলাম। অতঃপর আমি আমার এ কূপটি থেকে কিছু পানি দুধের সঙ্গে মিশ্রিত করলাম। তিনি (আনাস) বলেন, তারপর আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ পান করলেন। আবু বকর (রা) তাঁর বামদিকে ছিলেন। উমর (রা) তাঁর সামনে আর এক বেদুঈন ছিল তাঁর ডানদিকে। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন পান করা শেষ করলেন, তখন উমর (রা) আবু বকরকে দেখিয়ে দিয়ে তাঁকে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, এই তো আবু বকর (তাঁকে দিন)। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু বকর ও উমর (রা)-কে (আগে) না দিয়ে সে বেদুঈনকে দিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : ডানদিকের লোকদের, ডানদিকের লোকদেরই অগ্রাধিকার রয়েছে। আনাস (রা) বলেন, সুতরাং তাই সুনাত, তাই সুনাত, তাই সুনাত।

৫১২০- حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَى بِشَرَابٍ فَشَرِبَ مِنْهُ وَعَنْ يَمِينِهِ غُلَامٌ وَعَنْ يَسَارِهِ أَشْيَاخٌ فَقَالَ لِلْغُلَامِ أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ هَؤُلَاءِ فَقَالَ الْغُلَامُ لَا وَاللَّهِ لَا أُؤْثِرُ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَدًا قَالَ فَتَلَّهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي يَدِهِ -

৫১২০. কুতায়বা ইবন সাঈদ (রা)..... সাহল ইবন সাদ সাঈদী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট কিছু পানীয় আনা হলে তিনি কিছু পান করলেন। তাঁর ডানদিকে ছিল একটি বালক আর বামদিকে কতিপয় বয়স্ক লোক। তিনি বালকটিকে বললেন, তুমি কি তাঁদেরকে (আগে) দেয়ার জন্য আমাকে অনুমিত দিবে? বালকটি বললো না, আল্লাহর কসম! আপনার কাছ থেকে প্রাপ্ত আমার অংশে আমি কাউকে প্রাধান্য দিব না। আনাস (রা) বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ দুধের পেয়ালা তার হাতেই দিয়ে দিলেন।

৫১২১- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيَّ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَقُولَا فَتَلَّهُ وَلَكِنْ فِي رِوَايَةِ يَعْقُوبَ قَالَ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ-

৫১২১. ইয়াহুইয়া ইবন ইয়াহুইয়া ও কুতায়বা ইবন সাঈদ (র).....সাহল ইবন সা'দ (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তবে তারা উভয়ে فَتَلَّهُ (তার হাতে দিলেন) শব্দটি উল্লেখ করেননি। কিন্তু ইয়াকুব (র)-এর বর্ণনায় (فتله এর স্থলে) فَأَعْطَاهُ (তাকে দিলেন) কথাটি উল্লেখিত হয়েছে।

১৭- بَابُ اسْتِحْبَابِ لَعْقِ الْأَصَابِعِ وَالْقُصْعَةِ وَآكُلِ اللَّقْمَةِ السَّاقِطَةِ بَعْدَ مَسْحِ مَا يُصِيبُهَا مِنْ أَدْنَى وَكَرَاهَةِ مَسْحِ الْيَدِ قَبْلَ لَعْقِهَا لِاحْتِمَالِ كَوْنِ بَرَكَةِ الْعِطَامِ فِي ذَلِكَ الْبَاقِي وَأَنَّ السُّنَّةَ بِثَلَاثِ أَصَابِعٍ-

১৭. পরিচ্ছেদ : আঙ্গুল ও বর্তন চেটে খাওয়া এবং পড়ে যাওয়া খাদ্যে যে ধূলাবালু লেগেছে তা মুছে খাওয়া মুস্তাহাব। আর চেটে খাওয়ার পূর্বে হাত মুছে ফেলা মাকরুহ। কারণ ঐ অবশিষ্ট অংশের মধ্যে খাদ্যের বরকত থেকে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে এবং তিন আঙ্গুলে খাওয়া সূন্নাত হওয়া প্রসঙ্গে

৫১২২- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَاسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ اسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا-

৫১২২. আবু বকর ইবন আবু শায়বা, আমর আন-নাকিদ, ইসহাক ইবন ইবরাহীম ও ইবন আবু উমর (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন খাবার খায়, সে যেন তার হাত মুছে না ফেলে, যতক্ষণ না সে তা চেটে খায় বা অন্যকে দিয়ে চাটায়।

৫১২৩- حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ مِنَ الطَّعَامِ فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا-

৫১২৩. হারুন ইবন আব্দুল্লাহ, আব্দ ইবন হুমায়দ..... (ইবন জুরায়জ) ও যুহায়র ইবন হারব (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন তোমাদের কেউ খাবার খায়, সে যেন তার হাত মুছে অথবা ধুয়ে না ফেলে যতক্ষণ না সে তা নিজে চেটে খায় বা অন্যকে দিয়ে চাটায়।

৫১২৪- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ ابْنِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَلْعَقُ

أَصَابِعُهُ الثَّلَاثَ مِنَ الطَّعَامِ وَلَمْ يَذْكُرْ ابْنُ حَاتِمِ الثَّلَاثَ وَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ أَبِيهِ-

৫১২৪. আবু বকর ইবন আবু শায়বা, যুহায়র ইবন হার্ব ও মুহাম্মদ ইবন হাতিম (র)..... কা'ব ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর আঙ্গুল তিনটি থেকে খানা চেটে খেতে দেখেছি। তবে ইবন হাতিম (র) ثَلَاث (তিন) শব্দটি উল্লেখ করেননি। আর ইবন আবু শায়বা তাঁর রিওয়াযাতে আবদুর রাহমান ইবন কা'ব (র) সূত্রে তাঁর পিতা থেকে সনদটির কথা বলেছেন।

৫১২৫- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْكُلُ بِثَلَاثِ أَصَابِعٍ وَيَلْعَقُ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يَمْسَحَهَا-

৫১২৫. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র).....কা'ব ইবন মালিক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তিন আঙ্গুলে আহার করতেন এবং হাত মুছে ফেলার পূর্বে তা চেটে খেতেন।

৫১২৬- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ أَوْ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ كَعْبٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَأْكُلُ بِثَلَاثِ أَصَابِعٍ فَإِذَا فَرَغَ لَعَقَهَا-

৫১২৬. মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র (র)..... কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তিন আঙ্গুলে আহার করতেন এবং আহার শেষে আঙ্গুলগুলো চেটে খেতেন।

৫১২৭- وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ وَعَبْدَ اللَّهِ ابْنِ كَعْبٍ حَدَّثَاهُ أَوْ أَحَدُهُمَا عَنْ أَبِيهِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ-

৫১২৭. আবু কুরায়ব (র)..... কা'ব ইবন মালিক (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৫১২৮- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِلَعْقِ الْأَصَابِعِ وَالصَّحْفَةِ وَقَالَ إِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّهِ الْبَرَكََةُ-

৫১২৮. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র).....জাবির (র) থেকে বর্ণিত যে নবী ﷺ আঙ্গুল ও বর্তন চেটে খেতে আদেশ করেছেন। আর তিনি বলেছেন : তোমরা জান না (খাদ্যের) কোন্ অংশে বরকত আছে।

৫১২৯- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا وَقَعَتْ لُقْمَةٌ أَحَدِكُمْ فَلْيَأْخُذْهَا فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا

مِنْ أَدَى وَلِيَا كُلِّهَا وَلَا يَدْعُهَا لِلشَّيْطَانِ وَلَا يَمْسَحُ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَ أَصَابِعَهُ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ-

৫১২৯. মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুল্লাহ ইব্ন নুমায়র (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কারো লুকমা (খাদ্য গ্রাস) পড়ে গেলে সে যেন তা তুলে নেয়। অতঃপর তাতে যে 'ময়লা' লেগেছে তা যেন দূর করে এবং খাদ্যটুকু খেয়ে ফেলে। শয়তানের জন্য যেন তা ফেলে না রাখে। আর তার আঙ্গুল চেটে না খাওয়া পর্যন্ত সে যেন তার হাত রুমাল দিয়ে মুছে না ফেলে। কেননা সে জানে না খাদ্যের কোন্ অংশে বরকত আছে।

৫১৩০. وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ ح قَالَ وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَفِي حَدِيثِهِمَا وَلَا يَمْسَحُ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يَلْعَقَهَا وَمَا بَعْدَهُ-

৫১৩০. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম ও মুহাম্মদ ইব্ন রাফি (র)..... সুফয়ান (র) থেকে উল্লেখিত সনদে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তাঁদের উভয়ের হাদীসে, সে তার হাত রুমাল দ্বারা মুছে না ফেলে যতক্ষণ না সে নিজে তা চেটে খায় বা অন্যকে দিয়ে চাটায়। সহ পরবর্তী অবশিষ্ট অংশ বর্ণনা করেছেন।

৫১৩১. وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ أَحَدَكُمْ عِنْدَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ شَأْنِهِ حَتَّى يَحْضُرَهُ عِنْدَ طَعَامِهِ فَإِذَا سَقَطَتْ مِنْ أَحَدِكُمُ اللَّقْمَةُ فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَدَى ثُمَّ لِيَأْكُلْهَا وَلَا يَدْعُهَا لِلشَّيْطَانِ فَإِذَا فَرَغَ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ تَكُونُ الْبَرَكَةُ-

৫১৩১. উসমান ইব্ন আবু শায়বা (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, শয়তান তোমাদের প্রতিটি কাজে উপস্থিত হয়। এমনকি তোমাদের কারো আহারের সময়ও সে উপস্থিত হয়। সুতরাং তোমাদের কারো যদি লুকমা পড়ে যায়, সে যেন লেগে যাওয়া ময়লা দূর করে তা খেয়ে ফেলে। শয়তানের জন্য যেন তা রেখে না দেয়। আহার শেষে সে যেন তার আঙ্গুলগুলো চেটে খায়। কেননা সে জানে না, তার খাদ্যের কোন্ অংশে বরকত আছে।

৫১৩২. وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةٌ أَحَدِكُمْ إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ وَلَمْ يَذْكُرْ أَوَّلَ الْحَدِيثِ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ أَحَدَكُمْ-

৫১৩২. আবু কুরায়ব ও ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র)..... আ'মাশ (র) থেকে উল্লেখিত সনদে রিওয়ায়াত করেছেন যে, যখন তোমাদের কারো লুকমা পড়ে যায়..... হাদীসের শেষ পর্যন্ত। তবে আবু মু'আবিয়া (র) হাদীসের প্রথম অংশ 'শয়তান তোমাদের প্রতিটি কাজে উপস্থিত হয়'..... উল্লেখ করেননি।

৫১৩৩- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَأَبِي سَفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي ذِكْرِ اللَّعِقِ وَعَنْ أَبِي سَفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَذَكَرَ اللَّقْمَةَ نَحْوَ حَدِيثِهِمَا-

৫১৩৩. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী ﷺ থেকে চেটে খাওয়া প্রসঙ্গে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। আবু সুফয়ান (র)..... জাবির (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনিও তাঁদের দু'জনের হাদীসের ন্যায় লুকমার কথা উল্লেখ করেছেন।

৫১৩৪- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ الْعَبْدِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا بِهِزُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَكَلَ طَعَامًا لَعِقَ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ قَالَ وَقَالَ إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةٌ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ عَنْهَا الْأَذَى وَلْيَأْكُلْهَا وَلَا يَدْعُهَا لِلشَّيْطَانِ وَأَمَرَنَا أَنْ نَسْلُتَ الْقَصْعَةَ قَالَ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمُ الْبَرَكََةُ-

৫১৩৪. মুহাম্মদ ইবন হাতিম ও আবু বকর ইবন নাফি আবদী (র) আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ যখন কোন খাবার খেতেন তখন তাঁর আঙ্গুল তিনটি চেটে নিতেন এবং তিনি বলেছেন : যদি তোমাদের কারো লুকমা পড়ে যায় তবে সে যেন তা থেকে ময়লা দূর করে এবং তা লুকমাটি খেয়ে ফেলে, শয়তানের জন্য যেন তা রেখে না দেয়। আর তিনি আমাদের বাসন মুছে খেতে আদেশ দিয়েছেন এবং বলেছেন, 'কেননা তোমরা জান না, তোমাদের খাদ্যের কোন্ অংশে বরকত আছে।

৫১৩৫- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِهِزُ قَالَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيَّتِهِنَّ الْبَرَكََةُ-

وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَلَيْسَلْتُ أَحَدُكُمْ الصَّحْفَةَ وَقَالَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمُ الْبَرَكََةُ أَوْ يُبَارَكُ لَكُمْ-

৫১৩৫. মুহাম্মদ ইবন হাতিম (র)..... আবু হুরায়রা (রা.-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : তোমাদের কেউ যদি আহার করে, সে যেন তার আঙ্গুলগুলো চেটে খায়। কেননা সে জানে না খাদ্যের কোন্ অংশে বরকত আছে।

আবু বকর ইবন নাফি (র)..... হাম্মাদ (র) থেকে উল্লেখিত সনদে হাদীসটি বর্ণিত। তবে তিনি বলেছেন, তোমাদের প্রত্যেকে যেন বাসন মুছে খায়, আর তিনি **فِي أَيِّ طَعَامِكُمُ الْبَرَكََةُ أَوْ يُبَارَكُ لَكُمْ** উল্লেখ করেছেন।

১৮- بَابُ مَا يَفْعَلُ الضَّيْفُ إِذَا تَبِعَهُ غَيْرُ مَنْ دَعَاهُ صَاحِبُ الطَّعَامِ وَاسْتَحْبَابِ إِذْنِ صَاحِبِ الطَّعَامِ لِلتَّابِعِ-

১৮. পরিচ্ছেদ : মেসবানের দাওয়াত ছাড়াই যদি কেউ মেহমানের অনুগামী হয়, তবে মেহমান কি করবে ?
অনুগমনকারীর জন্য মেসবান থেকে অনুমতি নিয়ে নেয়া মুস্তাহাব

৫১৩৬- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَتَقَارِبَا فِي اللَّفْظِ قَالَا حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو شُعَيْبٍ وَكَانَ لَهُ غُلَامٌ لَحَامٌ فَرَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَعَرَفَ فِي وَجْهِهِ الْجُوعَ فَقَالَ لِغُلَامِهِ وَيْحَكَ اصْنَعْ لَنَا طَعَامًا لِخَمْسَةِ نَفَرٍ فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَدْعُو النَّبِيَّ ﷺ خَامِسَ خَمْسَةٍ قَالَ فَصَنَعَ ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَدَعَاهُ خَامِسَ خَمْسَةٍ وَاتَّبَعَهُمْ رَجُلٌ فَلَمَّا بَلَغَ الْبَابَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ هَذَا اتَّبَعَنَا فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ وَأَنْ شِئْتَ رَجَعَ قَالَ لَا بَلْ أَذْنُ لَهُ يَارَسُولَ اللَّهِ-

৫১৩৬. কুতায়বা ইবন সাঈদ ও উসমান ইবন আবু শায়বা (র)..... আবু মাসউদ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। আবু শু'আয়ব নামক জনৈক আনসারী ব্যক্তি ছিলেন, তার একজন কসাই গোলাম ছিল। তিনি একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখে তাঁর চেহারায় ক্ষুধার আভাস উপলব্ধি করলেন। পরে তাঁর গোলামকে বললেন, ওহে কপাল পোড়া! আমাদের পাঁচজনের জন্য তুমি খাবার প্রস্তুত কর। কেননা আমি পঞ্চম ব্যক্তি হিসেবে নবী ﷺ-কে সহ পাঁচজনকে দাওয়াত দিতে ইচ্ছা করেছি। তিনি (বর্ণনাকারী) বললেন, তখন সে খাবার প্রস্তুত করলো। অতঃপর তিনি নবী ﷺ-এর নিকট এসে তাঁকেসহ পাঁচজনকে দাওয়াত দিল। এক ব্যক্তি তাঁদের অনুগমন করলো। দরজা পর্যন্ত পৌঁছলে নবী ﷺ বললেন : এ লোকটি আমাদের সঙ্গে এসেছে। তুমি ইচ্ছা করলে তাকে অনুমতি দিতে পার, আর যদি চাও, তবে সে ফিরে যাবে। লোকটি বললো, না, আমি বরং তাকে অনুমতি দিচ্ছি। ইয়া রাসূলুল্লাহ!

৫১৩৭- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ ح قَالَ وَحَدَّثَاهُ نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجُ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ عَنْ سُفْيَانَ كُلُّهُمْ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْنُو حَدِيثِ جَرِيرٍ-

কাল নসরু বনু আলী ফী রোয়াইতহি লিহাযা হাদীথ হাদীথ আবু অসামে কাল হাদীথ অল্‌আমশ কাল হাদীথ শাফীক বনু সলমে কাল হাদীথ আবু মসুওদ অল্‌আনসারী ওসাক হাদীথ-

৫১৩৭. আবু বকর ইবন আবু শায়বা, ইসহাক ইবন ইবরাহীম, নাসর ইবন আলী জাহ্যামী, আবু সাঈদ আশাজ্জ, উবায়দুল্লাহ ইবন মুআয ও আব্দুল্লাহ ইবন আবদুর রহমান দারিমী (র)..... আবু মাসউদ (রা)-এর সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে জারীর (রা)-এর হাদীসের অনুরূপ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন।

নাসর ইবন আলীকে এই হাদীসে তাঁর বর্ণনায় বলেন, আবু উসামা (র) আ'মাশ (র) শাকীক ইবন সালমা (র) এবং আবু মাসউদ আনসারী (রা) এ সূত্র পরম্পরায় তিনি হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

৫১৩৮- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو بْنُ جَبَلَةَ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا عَمَّارٌ وَهُوَ ابْنُ رُزَيْقٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعِينَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَعَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ-

৫১৩৮. মুহাম্মদ ইবন আমর ইবন জাবালা ইবন আবু রাওয়াদ (র)..... জাবির (রা) থেকে এবং অন্য সনদে সালমা ইবন শাবীব (র)..... আবু মাসউদ (রা)-এর সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৫১৩৯- وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ جَارًا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَارِسِيًّا كَانَ طَيِّبَ الْمَرْقِ فَصَنَعَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ جَاءَ يَدْعُوهُ فَقَالَ وَهَذِهِ لِعَائِشَةَ فَقَالَ لَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا-فَعَادَ يَدْعُوهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهَذِهِ قَالَ نَعَمْ فِي الثَّلَاثَةِ فَقَامَا يَتَدَافَعَانِ حَتَّى آتَيَا مَنْزِلَهُ-

৫১৩৯. যুহায়র ইবন হার্ব (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একজন পারসিক প্রতিবেশী ভাল ঝোল (সুপ ইত্যাদি) পাকাতে পারতো। একবার সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য কিছু খাবার প্রস্তুত করে তাঁকে দাওয়াত করতে আসলো। তিনি আয়েশার প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন, এই আয়েশাও আমার সঙ্গে যাবে। সে বললো, না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : (তাহলে আমিও) না। লোকটি পুনরায় তাঁকে দাওয়াত দিলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : এ আয়েশাও? সে বললো, না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : (তা হলে আমিও) না। এরপর সে আবার তাঁকে দাওয়াত করতে আসল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : ইনিও? লোকটি তৃতীয়বারে বললো, হ্যাঁ। অতঃপর তাঁরা দু'জনেই উঠলেন এবং একজনের পিছনে আর একজন চলে তার বাড়িতে এসে পৌঁছলেন।

১৯- بَابُ جَوَازِ اسْتِثْبَاعِهِ غَيْرَهُ إِلَى دَارٍ مَنْ يَثِقُ بِرِضَاهُ بِذَلِكَ وَيَتَحَقَّقُهُ تَحَقُّقًا تَامًا وَإِسْتِحْبَابِ الْاجْتِمَاعِ عَلَى الطَّعَامِ-

১৯. পরিচ্ছেদ : মেযবানের সন্তুষ্টি সম্পর্কে পরিপূর্ণ নিশ্চিত থাকলে অন্যকে সঙ্গে নিয়ে তার ঘরে উপস্থিত হওয়া জায়েয। আর সমবেতভাবে খাওয়া মুস্তাহাব

৫১৪- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ خَلِيفَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ أَوْ لَيْلَةٍ فَإِذَا هُوَ بِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ فَقَالَ

مَا أَخْرَجَكُمَا مِنْ بُيُوتِكُمَا هَذِهِ السَّاعَةَ قَالَا الْجُوعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَأَنَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ
لَاخْرَجَنِي الَّذِي أَخْرَجَكُمَا قَوْمُوا فَقَامُوا مَعَهُ فَاتَى رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَإِذَا هُوَ لَيْسَ فِي بَيْتِهِ فَلَمَّا
رَأَتْهُ امْرَأَةٌ قَالَتْ مَرْحَبًا وَأَهْلًا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ آيْنَ فَلَانُ قَالَتْ ذَهَبَ يَسْتَعْذِبُ لَنَا
مِنَ الْمَاءِ إِذْ جَاءَ الْأَنْصَارِيُّ فَنَظَرَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَصَاحِبِيهِ ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ مَا أَحَدٌ
الْيَوْمَ أَكْرَمَ أَضْيَافًا مِنِّي قَالَ فَاَنْطَلَقَ فَجَاءَهُمْ بِعِذْقٍ فِيهِ بُسْرٌ وَتَمْرٌ وَرُطْبٌ فَقَالَ كُلُوا مِنْ
هَذِهِ وَآخِذَ الْمُدِيَّةَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ آيَاكَ وَالْحُلُوبَ فَذَبَحَ لَهُمْ فَآكَلُوا مِنَ الشَّاةِ وَمِنْ
ذَلِكَ الْعِذْقِ وَشَرِبُوا فَلَمَّا أَنْ شَبِعُوا وَرَوُوا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ وَالَّذِي نَفْسِي
بِيَدِهِ لَتُسْئَلُنَّ عَنْ هَذَا النَّعِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَخْرَجَكُمَا مِنْ بُيُوتِكُمَا الْجُوعُ ثُمَّ لَمْ تَرْجِعُوا حَتَّى
أَصَابَكُمُ هَذَا النَّعِيمُ-

৫১৪০. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক দিনে কিংবা
এক রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বের হয়ে আবু বকর (রা) ও উমর (রা)-কে দেখতে পেলেন। তিনি জিজ্ঞাসা
করলেন, এ সময় কিসে তোমাদের বাড়ি থেকে বের করেছে? তাঁরা বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! 'ক্ষুধার তাড়নায়'।
তিনি বললেন, যে মহান সত্তার হাতে আমার প্রাণ, তাঁর শপথ, যা তোমাদের বের করে এনেছে, আমাকেও তা-ই
বের করে এনেছে। চলো। তাঁরা তাঁর সাথে চলতে লাগলেন। অতঃপর তিনি এক আনসারীর বাড়িতে এলেন।
তখন তিনি ঘরে ছিলেন না। তাঁর স্ত্রী তাঁকে (রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে) দেখে বললো, 'মারহাবান ওয়া আহলান'
(مرحباً واهلاً)। (সুস্বাগতম আসুন নিজের বাড়িতে) রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, অমুক কোথায়?
মহিলা বললো, তিনি আমাদের জন্য মিঠা পানি (পানীয় পাত্রে) আনতে গেছেন। তখনই আনসারী লোকটি উপস্থিত
হয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর দুই সঙ্গীকে দেখতে পেয়ে বললেন, আল্লাহর শোকর, আজ মেহমানের দিক থেকে
'আমার চেয়ে সৌভাগ্যবান আর কেউ নেই। অতঃপর তিনি গিয়ে একটি খেজুরের কাঁদি নিয়ে আসলেন। তাতে
কাঁচা, পাকা ও শুকনা খেজুর ছিল। তিনি বললেন, আপনারা এ থেকে খেতে থাকুন। এ সময় তিনি একটি ছুরি
নিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেন, সাবধান, দুধওয়ালা বকরি যবাহ্ করবে না। তারপর তাদের জন্য
(বকরি) যবাহ্ করলে তাঁরা বকরির গোশত ও কাঁদির খেজুর খেলেন ও (মিঠা) পানি পান করলেন। তাঁরা যখন
ক্ষুধা নিবারণ করলেন ও পরিতৃপ্ত হলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন আবু বকর ও উমর (রা)-কে লক্ষ্য করে বললেন :
যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ, তাঁর শপথ! কিয়ামতের দিন এ নিয়ামত সম্পর্কে তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে। ক্ষুধা
তোমাদের ঘর থেকে বের করে এনেছে অথচ তোমরা এ নিয়ামত লাভ না করে প্রত্যাবর্তন করনি।

৫১৪১- وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو هِشَامٍ يَعْنِي الْمُغِيرَةَ بْنَ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا
عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ بَيْنَا أَبُو
بَكْرٍ قَاعِدٌ وَعُمَرُ مَعَهُ إِذَا آتَاهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ مَا أَقْعَدَ كَمَا هُنَا قَالَا أَخْرَجَنَا الْجُوعُ مِنْ
بُيُوتِنَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ خَلْفِ بْنِ خَلِيفَةَ-

৫১৪১. ইসহাক ইব্ন মানসূর (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আবু বকর (রা) বসা ছিলেন। তাঁর সঙ্গে উমর (রা)-ও ছিলেন। এমন সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদের নিকট এসে বললেন : কিসে তোমাদের এখানে বসিয়ে রেখেছে? তাঁরা বললেন, সে সত্তার শপথ! যিনি আপনাকে সত্য দীন দিয়ে পাঠিয়েছেন। ক্ষুধা আমাদের ঘর থেকে আমাদের বের করে নিয়ে এসেছে।..... তারপর বর্ণনাকারী খালফ ইব্ন খালীফা (র)-এর হাদীসের অনুরূপ রিওয়ায়াত করেন।

৫১৪২ - حَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَ حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ مِنْ رُقْعَةٍ عَارِضَ لِي بِهَا ثُمَّ قَرَأَهُ عَلَيَّ قَالَ أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ لَمَّا حُفِرَ الْخَنْدَقُ رَأَيْتُ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ خَمْصًا فَاِنْكَفَيْتُ إِلَى امْرَأَتِي فَقُلْتُ لَهَا هَلْ عِنْدَكَ شَيْءٌ فَإِنِّي رَأَيْتُ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ خَمْصًا شَدِيدًا فَأَخْرَجَتْ لِي جِرَابًا فِيهِ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ وَلَنَا بُهَيْمَةٌ دَاجِنٌ قَالَ فَذَبَحْتُهَا وَطَحَنْتُ فَفَرَّغْتُ إِلَى فَرَاعِي فَقَطَّعْتُهَا فِي بُرْمَتِهَا ثُمَّ وَلَّيْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ لَا تَفْضَحْنِي بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمَنْ مَعَهُ قَالَ فَجِئْتُهُ فَسَارَرْتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا قَدْ ذَبَحْنَا بُهَيْمَةً لَنَا وَطَحَنْتُ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ كَانَ عِنْدَنَا فَتَعَالَ أَنْتَ فِي نَفَرٍ مَعَكَ فَصَاحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ يَا أَهْلَ الْخَنْدَقِ إِنَّ جَابِرًا قَدْ صَنَعَ لَكُمْ سُورًا فَحَيَّ هَلَا بِكُمْ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تُنْزِلُنَّ بُرْمَتَكُمْ وَلَا تَخْبِزُنَّ عَجِينَتَكُمْ حَتَّى آجِيَ فَجِئْتُ وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْدُمُ النَّاسَ حَتَّى جِئْتُ امْرَأَتِي فَقَالَتْ بِكَ وَبِكَ قُلْتُ قَدْ فَعَلْتُ الَّذِي قُلْتَ لِي فَأَخْرَجْتُ لَهُ عَجِينَتَنَا فَبَصَقَ فِيهَا وَبَارَكَ ثُمَّ عَمَدَ إِلَى بُرْمَتِنَا فَبَصَقَ فِيهَا وَبَارَكَ ثُمَّ قَالَ ادْعِي خَابِزَةَ فَلْتَخْبِزْ مَعَكَ وَأَقْدَحِي مِنْ بُرْمَتِكُمْ وَلَا تُنْزِلُوها وَهُمْ أَلْفٌ فَاَقْسِمُ بِاللَّهِ لَا أَكَلُوا حَتَّى تَرَكَوهُ وَانْحَرَفُوا وَإِنْ بُرْمَتَنَا لَتَغِطُّ كَمَا هِيَ وَإِنْ عَجِينَتَنَا أَوْ كَمَا قَالَ الضَّحَّاكُ لَتُخْبِزُ كَمَا هُوَ-

৫১৪২. হাজ্জাজ ইব্ন শাইর (র)..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, পরিখা খননের সময় আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মধ্যে ক্ষুধার লক্ষণ দেখতে পেলাম। তারপর আমার স্ত্রীর কাছে ফিরে এসে তাকে বললাম, তোমার নিকট কিছু আছে কি? কেননা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে অতি ক্ষুধার্ত অবস্থায় দেখেছি। সে একটি চামড়ার থলে বের করলো, যাতে এক সা'পরিমাণ যব ছিল। আর আমাদের একটা গৃহপালিত বাচ্চা মেষ ছিল। আমি সেটা যবাহ করলাম, আর স্ত্রী যবগুলো পিষে নিল। আমার কাজ সমাধার সাথে সাথে সেও তার কাজ সমাধা করলো। আমি (রান্নার জন্য) গোশ্ত টুকরা করে ডেগচিতে রাখলাম। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট ফিরে এলাম। (যাওয়ার সময়) স্ত্রী আমাকে বললো, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সঙ্গীদের দ্বারা (অধিক লোক দাওয়াত করে) আমাকে লজ্জিত করবেন না। তিনি বলেন, অতঃপর আমি তাঁর কাছে এসে চুপে চুপে তাঁকে বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা একটি মেষ যবাহ করেছি আর আমার স্ত্রী আমাদের এক সা'পরিমাণ যব ছিল, তাই পিষে নিয়েছে। কাজেই আপনি কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে আসুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ উচ্চকণ্ঠে বললেন, হে পরিখা

খননকারীরা! জাবির তোমাদের জন্য দাওয়াতের খাবার প্রস্তুত করেছে। তোমরা সকলে চল। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ (আমাকে) বললেন : আমি না আসা পর্যন্ত তোমাদের ডেগ (চুলা থেকে) নামাবে না এবং খামীর দিয়ে রুটি তৈরি করবে না। আমি এলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকদের সামনে সামনে আসলেন। আমি আমার স্ত্রীর কাছে এলে সে আমাকে (তিরস্কার করে) এই দেখ বললো, (তোমার সর্বনাশ হোক, তোমার সর্বনাশ হোক)। আমি বললাম, আমি তাই করেছি, তুমি যা আমাকে বলেছিলে। অতঃপর সে খামীরগুলো বের করলো। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাতে একটু লাল দিলেন এবং বরকতের দু'আ করলেন। অতঃপর তিনি ডেগের কাছে গিয়ে তাতেও একটু লাল দিলেন এবং বরকতের দু'আ করলেন। তারপর তিনি বললেন, রুটি একজন প্রস্তুতকারিণীকে ডাক, যে তোমার সাথে রুটি প্রস্তুত করবে। তুমি ডেগ থেকে পেয়ালা ভরে ভরে নিবে। ডেগ (চুলা থেকে) নামাবে না। তাঁরা ছিলেন এক হাজার লোক। আল্লাহর কসম! তাঁরা সকলে আহাৰ করলেন। অবশেষে তাঁরা তা ছেড়ে এমন অবস্থায় ফিরে গেলেন যে, আমাদের ডেগ পূর্বের মত উথলাচ্ছিল। আর আমাদের খামীর থেকে আগের মত রুটি তৈরি করা হচ্ছিল।

৫১৪৩- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ أَبُو طَلْحَةَ لَأُمِّ سَلِيمٍ قَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ضَعِيفًا أَعْرِفُ فِيهِ الْجُوعَ فَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَتْ نَعَمْ فَأَخْرَجَتْ أَقْرَاصًا مِنْ شَعِيرٍ ثُمَّ أَخَذَتْ خِمَارًا لَهَا فَلَقَّتِ الْخُبْزَ بِبَعْضِهِ ثُمَّ دَسَّتْهُ تَحْتَ ثَوْبِي وَرَدَّتْنِي بِبَعْضِهِ ثُمَّ أَرْسَلَتْنِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَذَهَبْتُ بِهِ فَوَجَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ وَمَعَهُ النَّاسُ فَقُمْتُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرْسَلَكَ أَبُو طَلْحَةَ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَمَنْ مَعَهُ قَوْمُوا قَالَ فَاَنْطَلَقَ وَانْطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ حَتَّى جِئْتُ أَبَا طَلْحَةَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ يَا أُمِّ سَلِيمٍ قَدْ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالنَّاسُ وَلَيْسَ عِنْدَنَا مَا نَطْعِمُهُمْ فَقَالَتْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَاَنْطَلَقَ أَبُو طَلْحَةَ حَتَّى لَقِيَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَاقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَعَهُ حَتَّى دَخَلَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَلُمِّي مَا عِنْدَكَ يَا أُمِّ سَلِيمٍ فَأَتَتْ بِذَلِكَ الْخُبْزِ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَفُتَّ وَعَصَرَتْ عَلَيْهِ أُمُّ سَلِيمٍ عُكَّةً لَهَا فَادَمَّتْهُ ثُمَّ قَالَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ ثُمَّ قَالَ ائْذَنْ لِعَشْرَةٍ فَازِنْ لَهُمْ فَآكُلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا ثُمَّ قَالَ ائْذَنْ لِعَشْرَةٍ فَآكُلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا ثُمَّ قَالَ ائْذَنْ لِعَشْرَةٍ حَتَّى أَكَلَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ وَشَبِعُوا وَالْقَوْمُ سَبْعُونَ رَجُلًا أَوْ ثَمَانُونَ-

৫১৪৩. ইয়াহুয়াইয়া ইবন ইয়াহুইয়া (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদা) আবু তালহা (রা) উম্মু সুলায়ম (রা)-কে বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দুর্বল আওয়াজ শুনে বুঝতে পেরেছি যে, তাঁর ক্ষুধা পেয়েছে। তাই তোমার নিকট কিছু আছে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তিনি যবের কয়েক টুকরা রুটি বের করলেন। তারপর তার একটি গুড়না নিলেন এবং এর একাংশ দ্বারা রুটিগুলো পেঁচিয়ে আমার কাপড়ের নিচে গুঁজে

দিলেন আর অন্য অংশ আমার শরীরে জড়িয়ে দিলেন। তারপর আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট পাঠালেন। তিনি (আনাস) বলেন, আমি এগুলোসহ গিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মসজিদে বসা পেলাম। তাঁর সাথে আরো লোক ছিলেন। আমি তাঁদের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমাকে আবু তালহা পাঠিয়েছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, খাওয়ার ব্যাপারে? আমি বললাম, হ্যাঁ। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সঙ্গীদের বললেন, সবাই চল। আনাস বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ রওনা দিলেন। আর আমি তাঁদের আগে আগে চলতে লাগলাম। অবশেষে আমি আবু তালহার নিকট এসে তাঁকে (ঘটনা) অবহিত করলাম। তখন আবু তালহা বললেন, হে উম্মু সুলায়ম! রাসূলুল্লাহ ﷺ তো লোকদের নিয়ে আসছেন, অথচ আমাদের নিকট সে পরিমাণ (খাবার) নেই যা তাঁদের খাওয়াতে পারি। (উম্মু সুলায়ম) বললেন, (কোন চিন্তা করো না) আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। আনাস (রা) বলেন, অতঃপর আবু তালহা (রা) গিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে সাক্ষাত করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সঙ্গে এসে (উভয়ে) গৃহে প্রবেশ করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ উম্মু সুলায়মকে উদ্দেশ্য করে বললেন, হে উম্মু সুলায়ম! তোমার নিকট যা আছে নিয়ে এস। তিনি সেই রুটিগুলো নিয়ে আসলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ আদেশ দিলে সেগুলো টুকরা টুকরা করা হলো। আর উম্মু সুলায়ম (রা) চামড়া নির্মিত ঘি-এর পাত্রটি চিপে তা সালুন (ব্যঞ্জন) হিসেবে দিলেন। আর এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর ইচ্ছামত কিছু পড়লেন। তারপর বললেন: দশজনকে আসতে বলো। তাদের ডাকা হলে তারা এসে তৃপ্তিসহ আহার করে বেরিয়ে গেলেন। তারপর তিনি বললেন : (আরো) দশজনকে ডাক। তাদের ডাকা হলে তারা পেটপুরে খেয়ে চলে গেলেন। তিনি আবার বললেন : দশজনকে ডাক। এভাবে দলের সবাই পরিতৃপ্ত হয়ে আহার করলেন। তাঁদের দলে ছিল সত্তর কিংবা আশিজন।

৫১৪৪- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ بَعَثَنِي أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِادْعَاؤِهِ وَقَدْ جَعَلَ طَعَامًا قَالَ فَأَقْبَلْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَعَ النَّاسِ فَنَظَرُ إِلَى فَاسْتَحْيَيْتُ فَقُلْتُ أَجِبْ أَبَا طَلْحَةَ فَقَالَ لِلنَّاسِ قُومُوا فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا صَنَعْتُ لَكَ شَيْئًا قَالَ فَمَسَّهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَدَعَا فِيهَا بِالْبَرَكَةِ ثُمَّ قَالَ ادْخُلْ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِي عَشْرَةً وَقَالَ كُلُوا وَأَخْرَجَ لَهُمْ شَيْئًا مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا فَخَرَجُوا فَقَالَ ادْخُلْ عَشْرَةً فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا فَمَا زَالَ يَدْخُلُ عَشْرَةً وَيَخْرُجُ عَشْرَةً حَتَّى لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَ فَأَكَلَ حَتَّى شَبِعَ ثُمَّ هَيَّأَهَا فَإِذَا هِيَ مِثْلُهَا حِينَ أَكَلُوا مِنْهَا-

৫১৪৪. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও ইবন নুমায়র (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু তালহা (রা) কিছু খাবার প্রস্তুত করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দাওয়াত দেওয়ার জন্য আমাকে পাঠালেন। আমি তাঁর কাছে গেলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকদের সঙ্গে ছিলেন। তিনি আমার দিকে তাকালেন। আমি লজ্জা পেলাম এবং বললাম, আপনি আবু তালহার দাওয়াত গ্রহণ করুন। তখন তিনি লোকদের বললেন : তোমরা সকলে চলো। আবু তালহা (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি তো কেবল আপনার জন্য কিছু খাবার তৈরি করেছি। আনাস (রা) বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তা (খাবার) স্পর্শ করলেন এবং এতে বরকতের দু'আ

করলেন। তারপর বললেন : আমার সঙ্গীদের থেকে দশজনকে ঘরে নিয়ে এসো। তিনি তাদের বললেন, তোমরা খাও। তিনি তাদের জন্য তাঁর আঙ্গুলের মাঝ থেকে কিছু বের করে দিলেন। তারা সকলে পরিতৃপ্ত হয়ে আহার করার পর বেরিয়ে গেলেন। এরপর বললেন, আরো দশজনকে গৃহে নিয়ে এস। তারাও খেয়ে বের হয়ে গেলেন। এভাবে দশজন ঘরে প্রবেশ করেন এবং দশজন বের হয়ে যেতে থাকেন। এমনকি তাদের মধ্য থেকে একজনও অবশিষ্ট থাকেননি যিনি প্রবেশ করে পরিতৃপ্ত হয়ে খাননি। পরে সে (পাত্র)টি ঠিকঠাক করে দেখলেন, সকলে আহার করার শুরুতে যেমন ছিল, এখনও তেমনি রয়েছে।

৫১৪৫- وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الْأُمَوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ بَعَثَنِي أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَسَاقَ الْحَدِيثَ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فِي أَخْرِهِ ثُمَّ أَخَذَ مَا بَقِيَ فَجَمَعَهُ ثُمَّ دَعَا فِيهِ بِالْبَرَكَةِ قَالَ فَعَادَ كَمَا كَانَ فَقَالَ دُونَكُمْ هَذَا-

৫১৪৫. সাঈদ ইব্ন ইয়াহুয়া উমাবী (রা)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু তালহা (রা) আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট পাঠালেন। বর্ণনাকারী ইব্ন নুমায়র (র)-এর হাদীসের অনুরূপ রিওয়ায়াত করেন। তবে হাদীসটির শেষাংশে তিনি বলেন, এরপর তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) অবশিষ্টাংশ একত্রিত করে এতে বরকতের দু'আ করলেন। আনাস (রা) বলেন, পরে তা যেমনি ছিল, পুনরায় তেমনি হয়ে গেল। আর তিনি বললেন : এ থেকে তোমরা নিতে থাক।

৫১৪৬- وَحَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِّيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ أَمَرَ أَبُو طَلْحَةَ أُمَّ سَلِيمٍ أَنْ تَصْنَعَ لِلنَّبِيِّ ﷺ طَعَامًا لِنَفْسِهِ خَاصَّةً ثُمَّ أَرْسَلَنِي إِلَيْهِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِيهِ فَوَضَعَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَهُ وَسَمَّى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ ائْذَنْ لِعَشْرَةٍ فَاذِنْ لَهُمْ فَدَخَلُوا فَقَالَ كُلُوا وَسَمُّوا اللَّهَ فَآكَلُوا حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ بِثَمَانِينَ رَجُلًا ثُمَّ أَكَلَ النَّبِيُّ ﷺ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَهْلُ الْبَيْتِ وَتَرَكَوْا سُورًا-

৫১৪৬. আমর আন-নাকিদ (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু তালহা (রা) শুধুমাত্র নবী ﷺ-এর জন্য খাবার প্রস্তুত করতে উম্মু সুলায়ম (রা)-কে নির্দেশ দিলেন। তারপর তিনি আমাকে তাঁর নিকট পাঠালেন।..... তারপর বর্ণনাকারী শেষ পর্যন্ত হাদীসটি বর্ণনা করেন। এতে তিনি বলেছেন, তারপর নবী ﷺ তাতে হাত রাখলেন এবং আল্লাহর নাম (বিসমিল্লাহ) উচ্চারণ করলেন। তারপর বললেন : দশজনকে আসতে বলো। তাদের আসতে বললে তারা প্রবেশ করলো। অতঃপর তিনি বললেন : তোমরা 'বিসমিল্লাহ' বলে আহার কর। তারা আহার করলেন। এভাবে আশিজনের সঙ্গে এরূপ করলেন। অবশেষে নবী ﷺ ও বাড়ির লোকেরা আহার করলেন এবং তারা কিছু অবশিষ্টও রাখলেন।

৫১৪৭- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ فِي طَعَامِ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ فِيهِ فَقَامَ أَبُو طَلْحَةَ عَلَى الْبَابِ حَتَّى أَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا قَالَ هَلُمَّهْ فَإِنَّ اللَّهَ سَيَجْعَلُ فِيهِ الْبَرَكَهَ-

৫১৪৭. আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ সম্পর্কে আবু তালহা (রা)-এর খাবারের এ ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। এতে বর্ণনাকারী বলেছেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আসা পর্যন্ত আবু তালহা (রা) দরজায় দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর তাঁকে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এতো সামান্য (খাবার) মাত্র। তিনি বললেন : তাই নিয়ে এস। আল্লাহ অবশ্যই এতে বরকত দান করবেন।

৫১৪৮- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ الْبَجَلِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنُ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَقَالَ فِيهِ ثُمَّ أَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَكَلَ أَهْلُ الْبَيْتِ وَأَفْضَلُوا مَا أَبْلَغُوا جِيرَانَهُمْ-

৫১৪৮. আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে, এ হাদীস বলেছেন, তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আহার করলেন। গৃহবাসীরাও আহার করলো। তাঁরা কিছু অবশিষ্ট রাখলেন যা তাদের প্রতিবেশীদের নিকট পৌছানো হল।

৫১৪৯- وَحَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلَوَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ جَرِيرَ بْنَ زَيْدٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ رَأَى أَبُو طَلْحَةَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مُضْطَجِعًا فِي الْمَسْجِدِ يَتَقَلَّبُ ظَهْرَ الْبَطْنِ فَاتَى أُمَّ سَلِيمٍ فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مُضْطَجِعًا فِي الْمَسْجِدِ يَتَقَلَّبُ ظَهْرَ الْبَطْنِ وَأَظْنُهُ جَائِعًا وَسَاقَ الْحَدِيثُ وَقَالَ فِيهِ ثُمَّ أَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو طَلْحَةَ وَأُمُّ سَلِيمٍ وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَفَضِلْتُ فَضْلَةً فَأَهْدَيْنَاهُ لَجِيرَانِنَا-

৫১৪৯. হাসান ইব্ন আলী হুলওয়ানী (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু তালহা (রা) দেখলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদে কাত হয়ে শুয়ে আছেন এবং পিঠে ও পেটে ওলট-পালট (এপিঠ-ওপিঠ) করছেন। তখন তিনি উম্মু সুলায়ম (রা)-এর নিকট এসে বললেন, আমি দেখতে পেয়েছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদে কাত হয়ে শুয়ে পেট ও পিঠে ওলট-পালট করছেন। আমার মনে হলো, তিনি ক্ষুধার্ত। অতঃপর বর্ণনাকারী শেষ পর্যন্ত হাদীসটি রিওয়ায়াত করেন। এতে তিনি বলেছেন, তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ, আবু তালহা (রা) উম্মু সুলায়ম (রা) ও আনাস (রা) আহার করলেন এবং কিছু অবশিষ্ট থেকে গেল। আমরা তা প্রতিবেশীদের নিকট হাদিয়া পাঠালাম।

৫১০- وَحَدَّثَنِي حَرَمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجَيْبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ أَنَّ يَعْقُوبَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ جِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا فَوَجَدْتُهُ جَالِسًا مَعَ أَصْحَابِهِ يُحَدِّثُهُمْ وَقَدْ عَصَبَ بَطْنُهُ بِعِصَابَةٍ قَالَ أُسَامَةُ وَأَنَا أَشْكُ عَلَى حَجَرٍ فَقُلْتُ لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ لِمَ عَصَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَطْنُهُ فَقَالُوا مِنْ الْجُوعِ فَذَهَبْتُ إِلَى أَبِي طَلْحَةَ وَهُوَ زَوْجُ أُمِّ سُلَيْمٍ بِنْتِ مِلْحَانَ فَقُلْتُ يَا أَبَتَاهُ قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَصَبَ بَطْنُهُ بِعِصَابَةٍ فَسَأَلْتُ بَعْضَ أَصْحَابِهِ فَقَالُوا مِنْ الْجُوعِ فَدَخَلَ أَبُو طَلْحَةَ عَلَى أُمِّي فَقَالَ هَلْ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَتْ نَعَمْ عِنْدِي كِسْرٌ مِنْ خُبْزٍ وَتَمْرَاتٌ فَإِنْ جَاءَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَحَدَّهُ أَشْبَعْنَاهُ وَإِنْ جَاءَ آخَرُ مَعَهُ قُلْ عَنْهُمْ ثُمَّ ذَكَرَ سَائِرَ الْحَدِيثِ بِقِصَّتِهِ-

৫১০. হারমালা ইবন ইয়াহইয়া তুজীবী (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে তাঁকে দেখতে পেলাম, তিনি তাঁর সাহাবীদের সঙ্গে বসে কথাবার্তা বলছেন। আর তিনি তাঁর পেটে একটি বস্ত্রখণ্ড দ্বারা পটি বেঁধে রেখেছেন। মধ্যবর্তী বর্ণনাকারী উসামা বলেন, (পটি) পাথরসহ ছিল কিনা, এতে আমার সন্দেহ রয়েছে। আমি তাঁর কোন সাহাবীকে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ কেন তাঁর পেট বেঁধে রেখেছেন? তাঁরা বললেন, ক্ষুধার কারণে। এরপর আমি আবু তালহা (রা)-এর নিকট গেলাম। তিনি (আমার মা) উম্মু সুলায়ম বিন্ত মিলহান (রা)-এর স্বামী ছিলেন। আমি বললাম, আব্বা! আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখলাম তিনি কাপড় দিয়ে তাঁর পেট বেঁধে রেখেছেন। আমি তাঁর কোন কোন সাহাবীকে জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা বললেন, ক্ষুধার কারণে। তারপর আবু তালহা (রা) আমার মাতার কাছে গেলেন এবং বললেন, কিছু আছে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ আমার নিকট কয়েক টুকরা রুটি আর কয়েকটি খেজুর আছে। যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের কাছে একাকী আসেন, তাহলে আমরা তাঁকে পরিতৃপ্ত করতে পারি। আর যদি অন্য কেউ তাঁর সঙ্গে আসে, তা হলে তাঁদের কম হবে। অতঃপর বর্ণনাকারী ঘটনাসহ পূর্ণ হাদীসটি উল্লেখ করেন।

৫১০১- وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ مَيْمُونٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي طَعَامِ أَبِي طَلْحَةَ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ-

৫১০১. হাজ্জাজ ইবন শাইর (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে আবু তালহা খাবারের ব্যাপারে তাঁদের (উপরোক্ত বর্ণনাকারীদের) হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

২- بَابُ جَوَازِ أَكْلِ الْمَرْقِ وَاسْتِحْبَابِ أَكْلِ الْيَقُطِينِ وَإِثَارِ أَهْلِ الْمَائِدَةِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَإِنْ كَانُوا ضَيْفَانًا إِذَا لَمْ يَكْرَهُ ذَلِكَ صَاحِبُ الطَّعَامِ-

২০. পরিচ্ছেদ : ঝোল খাওয়া জায়েয এবং কদু খাওয়া মুস্তাহাব। আর মেয়বান অপসন্দ না করলে, মেহমান হয়েও একই দস্তরখানে উপবেশনকারীদের একজন অন্যজনকে প্রাধান্য দেয়া জায়েয

৫১০২- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ اسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

১. মা-র দ্বিতীয় স্বামীকে রূপক অর্থে 'আব্বা' বলা হয়েছে।

পানীয় দ্রব্য

أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ إِنَّ خِيَّاطًا دَعَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِبَطْعَامٍ صَنَعَهُ قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى ذَلِكَ الطَّعَامِ فَقَرَّبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ خُبْزًا مِنْ شَعِيرٍ وَمَرَقًا فِيهِ دُبَّاءٌ وَقَدِيدٌ قَالَ أَنَسُ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَتَتَبَعُ الدُّبَّاءَ مِنْ حَوَالِي الصَّحْفَةِ قَالَ فَلَمْ أَزَلْ أَحِبُّ الدُّبَّاءَ مِنْذُ يَوْمِئِذٍ-

৫১৫২. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক দর্জি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য কিছু খাবার তৈরি করে তাঁকে দাওয়াত করলো। আনাস ইবন মালিক (রা) বলেন, সে দাওয়াতে আমিও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে গেলাম। অতঃপর তিনি (মেযবান) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে যবের রুটি, কদু দেয়া ঝোল ও গোশত শুটকী উপস্থিত করলো। আনাস (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দেখলাম, তিনি পাত্রের চতুর্দিক থেকে কদু খুঁজে খুঁজে নিচ্ছেন। সেদিন থেকে আমিও কদু পসন্দ করতে লাগলাম।

৫১৫৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلٌ فَأَنْطَلَقْتُ مَعَهُ فَجِئَ بِمَرَقَةٍ فِيهَا دُبَّاءٌ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْكُلُ مِنْ ذَلِكَ الدُّبَّاءِ وَيُعْجِبُهُ قَالَ فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ جَعَلْتُ أُلْقِيهِ إِلَيْهِ وَلَا أَطْعَمُهُ قَالَ فَقَالَ أَنَسٌ فَمَا زِلْتُ بَعْدُ يُعْجِبُنِي الدُّبَّاءُ-

৫১৫৩. মুহাম্মদ ইবন আলা আবু কুরায়র (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দাওয়াত করলো। আমিও তাঁর সঙ্গে গেলাম। তরকারী (ঝোল) আনা হলো যাতে কদু ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে কদুগুলো খেতে লাগলেন। কদু তাঁর কাছে ভাল লাগছিল। তিনি বলেন, এরূপ দেখে আমি নিজে না খেয়ে এগুলো তাঁর কাছে এগিয়ে দিতে লাগলাম। আনাস (রা) বলেন, এরপর থেকে সর্বদাই কদু আমার পসন্দনীয় হয়ে যায়।

৫১৫৪- وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَعَا رَجُلًا خِيَّاطًا دَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَزَادَ قَالَ ثَابِتٌ فَسَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ فَمَا صَنَعَ لِي طَعَامٌ بَعْدَ أَقْدَرٍ عَلَى أَنْ يُصْنَعَ فِيهِ دُبَّاءٌ إِلَّا صُنِعَ-

৫১৫৪. হাজ্জাজ ইবন শাহ'ইর ও আব্দ ইবন হুমায়দ (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, জনৈক দর্জি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দাওয়াত করলো। বর্ণনাকারী অধিক যোগ করেছেন যে, ছাবিত (র) বলেছেন, আমি আনাস (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, এরপর আমার জন্য যে কোন খাদ্য প্রস্তুত করা হতো, এতে আমি কদু দিতে সক্ষম হলে তাই করা হতো।

২১- بَابُ اسْتِحْبَابِ وَضْعِ النَّوَى خَارِجَ الثَّمَرِ وَاسْتِحْبَابِ دُعَاءِ الضَّيْفِ لِأَهْلِ الطَّعَامِ وَطَلَبِ الدُّعَاءِ مِنَ الضَّيْفِ الصَّالِحِ وَاجَابَتِهِ إِلَى ذَلِكَ-

২১. পরিচ্ছেদ : খেজুরের বিচি খেজুরের বাইরে ফেলা মুস্তাহাব এবং মেসবানের জন্য মেহমানের দু'আ করা, নেক্কার মেহমানের কাছে দু'আ চাওয়া ও মেহমানের তা সাড়া দেয়া মুস্তাহাব

৫১৫৫- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُثْنَى الْعَنْزِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرِ قَالَ نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى أَبِي قَالَ فَقَرَّبْنَا إِلَيْهِ طَعَامًا وَوَطْبَةً فَآكَلَ مِنْهَا ثُمَّ أَتَى بِثَمَرٍ فَكَانَ يَأْكُلُهُ وَيُلْقِي النَّوَى بَيْنَ اصْبَعَيْهِ وَيَجْمَعُ السَّبَابَةَ وَالْوُسْطَى قَالَ شُعْبَةُ هُوَ ظَنِّي وَهُوَ فِيهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ الْقَاءُ النَّوَى بَيْنَ الْإِصْبَعَيْنِ ثُمَّ أَتَى بِشَرَابٍ فَشَرِبَهُ ثُمَّ نَاولَهُ الَّذِي عَنْ يَمِينِهِ قَالَ فَقَالَ أَبِي وَآخَذَ بِلِجَامِ دَابَّتِهِ أَدْعُ اللَّهَ لَنَا فَقَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيْمَا رَزَقْتَهُمْ فَاغْفِرْ لَهُمْ فَاَرْحَمْهُمْ-

৫১৫৫. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না আনাযী (র)..... আবদুল্লাহ ইব্ন বুসর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার পিতার নিকট আগমন করলেন (মেহমান হলেন)। আমরা তাঁর সামনে কিছু খাবার ও ওত্বা (বানী খেজুর, পণির ও ঘি মিশিয়ে তৈরি এক প্রকার হালুয়া) উপস্থিত করলাম। তিনি কিছু খেলেন। তারপর খেজুর আনা হলে তিনি তা খেতে লাগলেন। আর বিচিগুলো মধ্যমা ও শাহাদত অঙ্গুলী একত্র করে দু'আঙ্গুলের মাঝ দিয়ে ফেলতে লাগলেন। শু'বা বলেন, এটা আমার ধারণা। তবে ইনশাআল্লাহ এতে দু'আঙ্গুলের মাঝ দিয়ে বিচি ফেলার কথাটি আছে। তারপর তাঁর কাছে পানীয় আনা হলে তিনি তা পান করেন। পরে তিনি তা তাঁর ডান পাশের ব্যক্তিকে দিলেন। আবদুল্লাহ ইব্ন বুসর (রা) বলেন, এরপর আমার পিতা তাঁর সাওয়ারীর লাগাম ধরে বললেন, আপনি আমাদের জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ করুন। তখন তিনি বললেন : ইয়া আল্লাহ! আপনি তাদের রিযিকে বরকত দিন, তাদের ক্ষমা করুন এবং তাদের প্রতি রহম করুন।

৫১৫৬- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدَى ح قَالَ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُثْنَى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الْأِسْنَادِ وَلَمْ يَشْكَا فِي الْقَاءِ النَّوَى بَيْنَ الْإِصْبَعَيْنِ-

৫১৫৬. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার ও মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র)..... শু'বা (র) থেকে উক্ত সনদে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। তবে তাঁরা উভয়েই দু'আঙ্গুলের মাঝ দিয়ে বিচি ফেলে দেয়ার ব্যাপারে (শু'বার) সন্দেহের কথা উল্লেখ করেননি।

২২- بَابُ أَكْلِ الْقِثَاءِ بِالرُّطْبِ

২২. পরিচ্ছেদ : কাঁকড় ও তাজা খেজুর মিশিয়ে খাওয়া

৫১৫৭- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنٍ الْهَلَالِيُّ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَأْكُلُ الْقِثَاءَ بِالرُّطْبِ-

৫১৫৭. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া তামীমী ও আবদুল্লাহ ইবন আওন হিলালী (র)..... আবদুল্লাহ ইবন জা'ফর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাজা খেজুরের সাথে কাঁকুড় খেতে দেখেছি।

২৩- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَوَاضُعِ الْأَكْلِ وَصِفَةِ قُعُودِهِ-

২৩. পরিচ্ছেদ : আহারকারীর বিনয়-নম্রতা মুস্তাহাব আর তার উপবেশনের পদ্ধতি

৫১৫৮- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجِيُّ كِلَاهُمَا عَنْ حُفْصِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا حُفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ مُقْعِيًا يَأْكُلُ تَمْرًا-

৫১৫৮. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও আবু সাঈদ আশাজ্জ (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে দুই পা (গোছা) খাড়া করে উপরি বসে খেজুর খেতে দেখেছি।

৫১৫৯- وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِتَمْرٍ فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْسِمُهُ وَهُوَ مُحْتَفِزٌ يَأْكُلُ مِنْهُ أَكْلًا ذَرِيعًا وَفِي رِوَايَةٍ زُهَيْرٍ أَكْلًا حَثِيثًا-

৫১৫৯. যুহায়র ইবন হারব ও ইবন আবু উমর (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে শুকনা খেজুর আনা হলে তিনি তা বণ্টন করতে লাগলেন এবং তিনি নিজে উঁচু উঁচু হয়ে বসা অবস্থায় দ্রুত এগুলো থেকে খাচ্ছিলেন। যুহায়র (র)-এর বর্ণনায় أَكْلًا ذَرِيعًا শব্দের স্থলে أَكْلًا حَثِيثًا শব্দ উল্লেখিত হয়েছে (উভয় শব্দের অর্থই দ্রুত)।

২৪- بَابُ نَهْيِ الْأَكْلِ مَعَ جَمَاعَةٍ عَنْ قِرَآنِ تَمْرَيْنِ وَنَحْوِهَا فِي لُقْمَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ أَصْحَابِهِ-

২৪. পরিচ্ছেদ : একত্রে বসে আহারকারীদের জন্য এক লুকমায় দু'টি করে খেজুর ইত্যাদি খাওয়া নিষেধ, তবে যদি সাথীরা অনুমিত দেয় (তবে জায়েয)

৫১৬০- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ جَبَلَةَ بْنَ سَحِيمٍ قَالَ كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَرْزُقُنَا التَّمْرَ قَالَ وَقَدْ كَانَ أَصَابَ النَّاسَ يَوْمَئِذٍ جَهْدٌ فَكُنَّا نَأْكُلُ فَيَمُرُّ عَلَيْنَا ابْنُ عُمَرَ وَنَحْنُ نَأْكُلُ فَيَقُولُ لَا تَقَارِنُوا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْإِقْرَانِ إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ أَخَاهُ قَالَ شُعْبَةُ لَا أَرَى هَذِهِ الْكَلِمَةَ إِلَّا مِنْ كَلِمَةِ ابْنِ عُمَرَ يَعْنِي الْإِسْتِئْذَانَ-

৫১৬০. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র)..... জাবালা ইবন সুহায়ম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবন যুবায়র (রা) আমাদের খাদ্য হিসেবে খেজুর দিতেন। সে সময় মানুষ দুর্ভিক্ষে পতিত হয়েছিল। আমরা তাই খেয়ে থাকতাম। একবার আমরা খাচ্ছিলাম, এমন সময় ইবন উমর (রা) আমাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। তিনি বললেন, তোমরা একাধিক (দুই) খেজুর এক সাথে খেও না। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ এক সঙ্গে একাধিক (দুই দুই) খেজুর

খেতে নিষেধ করেছেন। তবে যদি কেউ তার (সাথী) ভাই থেকে অনুমতি নিয়ে নেয় (তাহলে খেতে পারে)। শু'বা (র) বলেন, আমার মনে হয়, অনুমতি নেয়ার কথাটা ইবন উমর (রা)-এরই কথা।

৫১৬১- وَحَدَّثَنَا أَبُو اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا قَوْلُ شُعْبَةَ وَلَا قَوْلُهُ وَقَدْ كَانَ أَصَابَ النَّاسَ يَوْمَئِذٍ جَهْدٌ-

৫১৬১. উবায়দুল্লাহ ইবন মুআয ও মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)..... শু'বা (র) থেকে উপরোক্ত সনদে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। তবে তাঁদের হাদীসে শু'বা (র)-এর উক্তি এবং জাবালা (র)-এর এ উক্তি নেই যে, সে সময় মানুষ দুর্ভিক্ষে পতিত হয়েছিল।

৫১৬২- حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُوَيْمٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُقْرَنَ الرَّجُلُ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ-

৫১৬২. যুহায়র ইবন হারব ও মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র)..... জাবালা ইবন সুহায়ম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবন উমর (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সঙ্গীদের অনুমতি ছাড়া কোন ব্যক্তির এক সঙ্গে দুটি করে খেজুর খেতে নিষেধ করেছেন।

২৫- بَابُ فِي إِدْخَارِ التَّمْرِ وَنَحْوِهِ مِنَ الْأَقْوَاتِ لِلْعِيَالِ-

২৫. পরিচ্ছেদ : খেজুর ইত্যাদি খাদ্য পরিবারের লোকজনের জন্য সঞ্চিত রাখা

৫১৬৩- وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا يَجُوعُ أَهْلُ بَيْتٍ عِنْدَ هُمُ التَّمْرِ-

৫১৬৩. আবদুল্লাহ ইবন আবদুর রাহমান দারিমী (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : যে পরিবারের লোকদের কাছে খুরমা (খেজুর) আছে, তারা ক্ষুধার্ত হতে পারে না।

৫১৬৪- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنُ قَعْنَبٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ طَحْلَاءَ عَنْ أَبِي الرَّجَالِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا عَائِشَةُ بَيْتُ لَا تَمْرِفِيهِ جِيَاعٌ أَهْلُهُ يَا عَائِشَةُ بَيْتُ لَا تَمْرِفِيهِ جِيَاعٌ أَهْلُهُ أَوْ جَاعَ أَهْلُهُ قَالَهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا-

৫১৬৪. আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা ইবন কা'নাব (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : হে আয়েশা! যে বাড়িতে খেজুর (খুরমা) নাই, সে বাড়ির লোকজন ক্ষুধার্ত। হে আয়েশা! যে বাড়িতে খুরমা (খেজুর) নাই, সে বাড়ির লোকজন ক্ষুধার্ত অথবা (তিনি বলেছেন) ক্ষুধার্ত হয়েছে। কথাটি তিনি দু'বার তিনবার বলেছিলেন।

২৬- بَابُ فَضْلِ تَمْرِ الْمَدِينَةِ

২৬. পরিচ্ছেদ : মদীনার খেজুরের শ্রেষ্ঠত্ব

৫১৬৫- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنُ قَعْنَبٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ ابْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ أَكَلَ سَبْعَ تَمَرَاتٍ مِمَّا بَيْنَ لَا بَتِّيْهَا حِينَ يُصْبِحُ لَمْ يَضُرَّهُ سَمٌ حَتَّى يُمْسِيَ-

৫১৬৫. আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা ইবন কা'নাব (র)..... সা'দ ইবন আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ পাঠ্যগ্রন্থ আলহাদিথ উম্মাহাদিস বলেছেন : যে ব্যক্তি মদীনার দুই প্রস্তরময় প্রান্তের মাঝে উৎপন্ন খেজুরের সাতটি করে প্রত্যহ সকালে আহার করবে, তাকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কোন বিষ ক্ষতি করবে না।

৫১৬৬- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هَاشِمِ بْنِ هَاشِمٍ قَالَ سَمِعْتُ عَامِرَ بْنَ سَعْدٍ ابْنَ أَبِي وَقَّاصٍ يَقُولُ سَمِعْتُ سَعْدًا يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ تَصَبَّحَ بِسَبْعِ تَمَرَاتٍ عَجْوَةٍ لَمْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ سَمٌ وَلَا سِحْرٌ-

৫১৬৬ আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)..... সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ পাঠ্যগ্রন্থ আলহাদিথ উম্মাহাদিস-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি প্রত্যহ সকালে সাতটি করে আজওয়া (মদীনা শরীফে উৎপন্ন উৎকৃষ্ট মানের খেজুর) আহার করবে, সেদিন তাকে কোন বিষ বা যাদু ক্ষতি করবে না।

৫১৬৭- وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ الْفَزَارِيُّ ح قَالَ وَثْنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ كِلَاهُمَا عَنْ هَاشِمِ بْنِ هَاشِمٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ وَلَا يَقُولَانِ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ -

৫১৬৭. ইবন আবু উমর (র), অন্য সনদে ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র)..... হাশিম ইবন হাশিম (র) থেকে উল্লেখিত সনদে নবী পাঠ্যগ্রন্থ আলহাদিথ উম্মাহাদিস থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তবে তাদের রিওয়ায়াতে 'আমি নবী পাঠ্যগ্রন্থ আলহাদিথ উম্মাহাদিস-কে বলতে শুনেছি' উক্তিটি উল্লেখ করেননি।

৫১৬৮- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَابْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُرَيْكٍ وَهُوَ ابْنُ أَبِي نَمِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَتِيْقٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ فِيْ عَجْوَةِ الْعَالِيَةِ شِفَاءً أَوْ إِنَّهَا تَرْيَاقُ أَوَّلَ الْبُكَرَةِ-

৫১৬৮. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া, ইবন আইউব ও ইবন হুজর (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ পাঠ্যগ্রন্থ আলহাদিথ উম্মাহাদিস বলেছেন : মদীনার আলিয়া অঞ্চলের (উঁচু ভূমির) 'আজওয়া' খেজুরে শিফা (রোগমুক্তি) রয়েছে। অথবা তিনি বলেছেন : প্রতিদিন সকালে এর আহার বিষনাশক (ঔষধের কাজ করে)।

২৭- بَابُ فَضْلِ الْكَمَاءِ وَمُدَاوَاةِ الْعَيْنِ بِهَا

২৭. পরিচ্ছেদ : কামআ^১-এর ফযীলত ও এরদ্বারা চোখের চিকিৎসা

৫১৬৭- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ نَفِيلٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ الْكَمَاءُ مِنَ الْمَنِّ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ-

৫১৬৯ কুতায়বা ইবন সাঈদ (র) জারির (র) থেকে, অন্য সনদে ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র)..... সাঈদ ইবন যায়দ ইবন আমর ইবন নুফায়ল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, ‘কামআ’ (মাশরুম) মান্ন জাতীয়। আর এর পানি (রস) চোখের জন্য ঔষধ (বিশেষ)।

৫১৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِثْنَى قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرٍو بْنَ حُرَيْثٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ الْكَمَاءُ مِنَ الْمَنِّ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ-

৫১৭০. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র)..... সাঈদ ইবন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, ‘কামআ’ ‘মান্ন’ জাতীয়। আর এর রস চোখের জন্য ঔষধ (বিশেষ)।

৫১৭১- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِثْنَى قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ وَأَخْبَرَنِي الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ عَنِ الْحَسَنِ الْعُرْنِيِّ عَنْ عَمْرٍو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ شُعْبَةُ لَمَّا حَدَّثَنِي بِهِ الْحَكَمُ لَمْ أَنْكَرْهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْمَلِكِ-

৫১৭১. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র)..... সাঈদ ইবন যায়দ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে। শু‘বা (র) বলেন, হাকাম (র) যখন আমার কাছে হাদীসটি বর্ণনা করলেন, তখন আমি আবদুল মালিক (র)-এর হাদীসটিকে আর ‘গরীব’ (যে হাদীসের সনদের কোন স্তরে মাত্র একজন বর্ণনাকারী থাকেন) মনে করলাম না।

৫১৭২- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَشْعَثِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبَثَرُ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرٍو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ نَفِيلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْكَمَاءُ مِنَ الْمَنِّ الَّذِي أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ-

৫১৭২. সাঈদ ইবন আমর আল-আশআসী (র)..... সাঈদ ইবন যায়দ ইবন আমর ইবন নুফায়ল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কামআ সে ‘মান্ন’ জাতীয় যা বনী ইসরাঈলের উপর মহিয়ান গরিয়ান আল্লাহ তা‘আলা অবতীর্ণ করেছিলেন আর এর রস চোখের ঔষধ (বিশেষ)।

১. কাম‘আ ছত্রাক জাতীয় উদ্ভিদ। সাধারণত স্যাঁতস্যাঁতে জায়গায় জন্মে। ইংরেজি নাম মাসরুম। বাংলায় একে ব্যাঙের ছাতা বলে। এর চাষ হয়। সুস্বাদু খাবার। বনে-জংগলে উৎপন্ন হলে খাওয়া বা ঔষধরূপে ব্যবহার করা উচিত নয়। কেননা এর বিষাক্ত প্রজাতিও রয়েছে।

৫১৭৩- وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْكُمَاءُ مِنَ الْمَنْ الَّذِي أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ عَلَى مُوسَى وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ-

৫১৭৩. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র)..... সাঈদ ইবন যায়দ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, কাম্‌আ সে মান্ন জাতীয় যা মহান ও মহিয়ান আল্লাহ্ মুসা (আ)-এর উপর অবতীর্ণ করেছিলেন। আর এর রস চোখের জন্য ঔষধ (বিশেষ)।

৫১৭৪- وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرًا بْنَ حُرَيْثٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْكُمَاءُ مِنَ الْمَنْ الَّذِي أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ وَمَاءُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ-

৫১৭৪. ইবন আবু উমর (র)..... সাঈদ ইবন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কাম্‌আ সেই মান্ন জাতীয় যা মহান ও মহিয়ান আল্লাহ্ বনী ইসরাঈলের উপর অবতীর্ণ করেছিলেন। আর এর রস চোখের জন্য ঔষধ (বিশেষ)।

৫১৭৫- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْتَةَ مِنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ سَمِعْتُهُ مِنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: شَبِيبٌ قَالَ فَلَقِيتُ عَبْدَ الْمَلِكِ فَحَدَّثَنِي عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْكُمَاءُ مِنَ الْمَنْ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ-

৫১৭৫. ইয়াহইয়া ইবন হাবীব হারিসী (র)..... সাঈদ ইবন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন : কাম্‌আ মান্ন জাতীয়, আর এর রস চোখের জন্য ঔষধ (বিশেষ)।

২৮- بَابُ فَضِيلَةِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْكَبَاثِ-

২৮. পরিচ্ছেদ : কালো কাবাস (পিলু ফল)-এর ফযীলত

৫১৭৬- حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِمَرِّ الظُّهْرَانِ وَنَحْنُ نَجْنِي الْكَبَاثَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ مِنْهُ قَالَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَأَنَّكَ رَعَيْتَ الْغَنَمَ قَالَ نَعَمْ وَهَلْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ رَعَاهَا أَوْ نَحْوَ هَذَا مِنَ الْقَوْلِ-

৫১৭৬. আবু তাহির (র)..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর সাথে ‘মাররুয্ যাহরান’ নামক স্থানে ছিলাম আমরা কাবাস (পিলু ফল) কুড়াচ্ছিলাম। নবী ﷺ বললেন :

তোমাদের শুধু কালোগুলো কুড়ানো উচিত। রাবী বলেন, আমরা তখন বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি মনে হয় বকরী চরিয়েছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, প্রত্যেক নবীই বকরী চরিয়েছেন। (রাবী বলেন) অথবা তিনি প্রায় এরূপ কোন কথা বলেছেন।

২৭- بَابُ فَضِيلَةِ الْخَلِّ وَالتَّادِمِ بِهِ-

২৯. পরিচ্ছেদ : সিরকার ফযীলত এবং তা সালুন (বাঞ্জন) হিসেবে ব্যবহার করা

৫১৭৭- حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ قَالَ خَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ نِعَمَ الْأُدْمُ أَوْ الْأِدَامُ الْخَلُّ-

৫১৭৭. আবদুল্লাহ ইবন আবদুর রাহমান দারিমী (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : সিরকা যতই না উত্তম বাঞ্জন (সালুন)। তিনি اُدْم (বহুবচন) অথবা اِدَام (একবচন) বলেছেন।

৫১৭৮- وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ قُرَيْشٍ ابْنُ نَافِعٍ التَّمِيمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ الْوَحَاطِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ بِهَذَا الْأِسْنَادِ وَقَالَ نِعَمَ الْأُدْمُ وَلَمْ يَشْكُ-

৫১৭৮. মুসা ইবন কুরায়শ ইবন নাফি' তামিমী (র)..... সুলায়মান ইবন বিলাল (র) থেকে উক্ত সনদে হাদীসটি বর্ণিত আছে। তবে তিনি نِعَمَ الْأُدْم (অথবা الْأِدَام) বলে শব্দের মধ্যে) কোন সন্দেহ প্রকাশ করেননি।

৫১৭৯- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بَشْرٍ عَنْ أَبِي سَفْيَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَأَلَ أَهْلَهُ الْأُدْمَ فَقَالُوا مَا عِنْدَنَا إِلَّا خَلٌّ فَدَعَا بِهِ فَجَعَلَ يَأْكُلُ بِهِ وَيَقُولُ نِعَمَ الْأُدْمِ الْخَلُّ نِعَمَ الْأُدْمِ الْخَلُّ-

৫১৭৯. ইয়াহুইয়া ইবন ইয়াহুইয়া (র)..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ তাঁর পরিবারের লোকদের কাছে সালুন চাইলে তাঁরা বললো, সিরকা ছাড়া আমাদের কাছে অন্য কিছু নেই। তখন তিনি তাই আনতে বললেন এবং খেতে খেতে বললেন : সিরকা কতই ভাল তরকারি, সিরকা কতই উত্তম তরকারি!

৫১৮- حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عُليَّةَ عَنْ الْمُثَنَّى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنِي طَلْحَةُ بْنُ نَافِعٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِي ذَاتَ يَوْمٍ إِلَى مَنْزِلِهِ فَأَخْرَجَ إِلَيْهِ فَلَقَا مِنْ خُبْزٍ فَقَالَ مَا مِنْ أُدْمٍ فَقَالُوا لَا إِلَّا شَيْءٌ مِنْ خَلٍّ قَالَ فَإِنَّ الْخَلَّ نِعَمَ الْأُدْمِ قَالَ جَابِرٌ فَمَا زِلْتُ أَحِبُّ الْخَلَّ مُنْذُ سَمِعْتُهَا مِنْ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ طَلْحَةُ مَا زِلْتُ أَحِبُّ الْخَلَّ مُنْذُ سَمِعْتُهَا مِنْ جَابِرٍ-

৫১৮০. ইয়াকুব ইবন ইবরাহীম দাওরাকী (র)..... নাফি' (র) থেকে বর্ণিত। তিনি জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা)-কে বলতে শুনেছেন যে, (একদিন) রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার হাত ধরে তার ঘরে নিয়ে গেলেন। পরে কিছু রুটির টুকরা তাঁর সামনে উপস্থিত করা হলে তিনি বললেন : কোন তরকারি আছে কি? তারা বললেন, না। তবে সামান্য কিছু সিরকা আছে। তিনি বললেন, সিরকা তো উত্তম তরকারি। জাবির (রা) বলেন, আল্লাহর নবী ﷺ-এর কাছে থেকে একথা শ্রবণ করার পর আমি সিরকা পসন্দ করতে থাকি। তালহা (র) বলেন, আমিও জাবির (রা)-এর নিকট একথা শ্রবণ করার পর থেকে সিরকা পসন্দ করতে লাগলাম।

৫১৮১ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ نَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخَذَ بِيَدِهِ إِلَى مَنْزِلِهِ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُليَّةٍ إِلَى قَوْلِهِ فَنِعْمَ الْأَدَمُ الْخَلُّ وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ-

৫১৮১. নাসর ইবন আলী জাহুযামী (র)..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ (একদা) তার হাত ধরে তার ঘরে নিয়ে গেলেন। এরপর বর্ণনাকারী সিরকা কত উত্তম তরকারি-পর্যন্ত ইবন উলায়্যা (র)-এর হাদীসের অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। কিন্তু তিনি এর পরের অংশটি উল্লেখ করেননি।

৫১৮২ - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَبِي زَيْنَبٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَفْيَانَ طَلْحَةُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا فِي دَارِ فَمَرَبِيِّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَشَارَ إِلَيَّ فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَأَخَذَ بِيَدِي فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَى بَعْضَ حُجَرِ نِسَائِهِ فَدَخَلَ ثُمَّ أَذِنَ لِي فَدَخَلْتُ الْحِجَابَ عَلَيْهَا فَقَالَ هَلْ مِنْ غَدَاءٍ فَقَالُوا نَعَمْ فَأَتَى بِثَلَاثَةِ أَقْرِصَةٍ فَوَضِعْنَ عَلَى بَتِّي فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قُرْصًا فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَخَذَ قُرْصًا أُخَرَ فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيَّ ثُمَّ أَخَذَ الثَّالِثَ فَكَسَرَهُ بِأُثْنَيْنِ فَجَعَلَ نِصْفَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَنِصْفَهُ بَيْنَ يَدَيَّ ثُمَّ قَالَ هَلْ مِنْ أَدَمٍ قَالُوا لَا إِلَّا شَيْءٌ مِنْ خَلٍّ قَالَ هَاتُوهُ فَنِعْمَ الْأَدَمُ هُوَ-

৫১৮২. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একটি বাড়িতে উপবিষ্ট ছিলাম। এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি আমাকে ইশারা করলে আমি তাঁর কাছে উঠে গেলাম। তিনি আমার হাত ধরলেন। এরপর আমরা চললাম। অবশেষে তিনি তাঁর কোন এক স্ত্রীর হুজুরায় প্রবেশ করলেন। এরপর তিনি আমাকে অনুমতি দিলে আমি পর্দার ভিতরে প্রবেশ করলাম। তিনি বললেন: খাবার কিছু আছে কি? তাঁরা বললেন, হ্যাঁ। পরে তিনটি রুটি আনা হলো এবং তা দস্তুরখানে রাখা হলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি রুটি নিয়ে তাঁর সামনে রাখলেন। অন্য একটি নিয়ে আমার সামনে রাখলেন। এরপর তৃতীয়টি নিয়ে দু'ভাগ করলেন এবং এর অর্ধেক তাঁর সামনে ও বাকি অর্ধেক আমার সামনে রাখলেন। এরপর বললেন : কোন তরকারি আছে কি? তাঁরা বললেন : সামান্য সিরকা আছে। তিনি বললেন, তাই নিয়ে আস। সেটা তো কতই উত্তম তরকারি।

৩. - بَابُ إِبَاحَةِ أَكْلِ الثُّومِ وَأَنَّهُ يَنْبَغِي لِمَنْ أَرَادَ خِطَابَ الْكِبَارِ تَرْكُهُ وَكَذَا مَا فِي مَعْنَاهُ-

৩০. পরিচ্ছেদ : রসুন খাওয়া বৈধ। আর যে ব্যক্তি ‘বড়দের’ সাথে কথা বলতে ইচ্ছা করে, তার জন্য এটা খাওয়া বর্জন করা উচিত। এ ধরনের অন্যান্য (দুর্গন্ধযুক্ত) বস্তুর হুকুমও তাই

৫১৮৩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ مُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ أَكَلَ مِنْهُ وَبَعَثَ بِفُضْلَةٍ إِلَيْهِ وَإِنَّهُ بَعَثَ إِلَيَّ يَوْمًا بِفُضْلَةٍ لَمْ يَأْكُلْ مِنْهَا لِأَنِّ فِيهَا ثُومًا فَسَأَلْتُهُ أَحْرَامٌ هُوَ قَالَ لَا وَلَكِنِّي أَكْرَهُهُ مِنْ أَجْلِ رِيحِهِ قَالَ فَإِنِّي أَكْرَهُهُ مَا كَرِهْتَ-

৫১৮৩. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না ও ইবন বাশ্শার (র)..... আবু আইউব আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে কোন খাবার আনা হলে তিনি কিছু খেতেন আর অবশিষ্ট অংশ আমার কাছে পাঠিয়ে দিতেন। একদিন তিনি (এমন কিছু) অবশিষ্ট খাবার পাঠিয়ে দিলেন যা থেকে কিছুই গ্রহণ করেননি; কেননা তাতে রসুন ছিল। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, এটা কি হারাম? তিনি বললেন : না। তবে আমি গন্ধের দরুন ওটা অপসন্দ করি। তিনি বললেন, তাহলে আমিও অপসন্দ করিবো, যা আপনি অপসন্দ করেন।

৫১৮৪. - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ-

৫১৮৪. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র)..... শু'বা (র) থেকে উক্ত সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেন।

৫১৮৫. - وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ وَأَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ صَخْرٍ وَاللَّفْظُ مِنْهُمَا قَرِيبٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ فِي رِوَايَةِ حَجَّاجِ بْنِ يَزِيدَ أَخُو زَيْدِ الْأَحْوَلِ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَفْلَحَ مَوْلَى أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَزَلَ عَلَيْهِ فَنَزَلَ النَّبِيُّ ﷺ فِي السُّفْلِ وَأَبُو أَيُّوبَ فِي الْعُلُوِّ فَانْتَبَهَ أَبُو أَيُّوبَ لَيْلَةً فَقَالَ نَمَشِي فَوْقَ رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَتَنَحَّوْا فَبَاتُوا فِي جَانِبٍ ثُمَّ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ السُّفْلُ أَرْفَقُ فَقَالَ لَا أَعْلُو سَقِيفَةً أَنْتَ تَحْتَهَا فَتَحَوَّلَ النَّبِيُّ ﷺ فِي الْعُلُوِّ وَأَبُو أَيُّوبَ فِي السُّفْلِ فَكَانَ يَصْنَعُ لِلنَّبِيِّ ﷺ طَعَامًا فَإِذَا جِئَ بِهِ إِلَيْهِ سَأَلَ عَنْ مَوْضِعِ أَصَابِعِهِ فَيَتَّبِعُ مَوْضِعَ أَصَابِعِهِ فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا فِيهِ ثُومٌ فَلَمَّا رُدَّ إِلَيْهِ سَأَلَ عَنْ مَوْضِعِ أَصَابِعِ النَّبِيِّ ﷺ فَقِيلَ لَهُ لَمْ يَأْكُلْ فَفَزِعَ وَصَعِدَ إِلَيْهِ فَقَالَ أَحْرَامٌ هُوَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا وَلَكِنِّي أَكْرَهُهُ قَالَ فَإِنِّي أَكْرَهُهُ مَا تَكْرَهُهُ أَوْ مَا كَرِهْتَ قَالَ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُؤْتِي بِالْوَحْيِ-

৫১৮৫. হাজ্জাজ ইবন শাইর ও আহমাদ ইবন সাঈদ ইবন সাখর (র)..... আবু আইউব (রা) থেকে বর্ণিত যে, (হিজরতের সময়) নবী ﷺ তাঁর বাড়িতে অতিথি হলেন। নবী ﷺ থাকতেন নীচ তলায়, আর আবু আইউব (রা) থাকতেন উপর তলায়। এক রাত্রে আবু আইউব (রা) জাগ্রত হয়ে বললেন, আমরা তো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর

মাথার উপর চলাফেরা করি। তখন তাঁরা সেখান থেকে সরে গিয়ে এক কোণে রাত কাটালেন। এরপর (সকালে) তিনি নবী ﷺ-কে বিষয়টি অবহিত করলে তিনি বললেন : নীচ তলায়ই (আমার জন্য) বেশি সুবিধা। তখন তিনি বললেন : আপনি নীচে থাকবেন এমন ছাদে আমি উঠবো না। এরপর নবী ﷺ উপর তলায় এবং আবু আইউব (রা) নীচ তলায় স্থান পরিবর্তন করলেন। তিনি নবী ﷺ-এর জন্য খাবার তৈরি করতেন। যখন (অবশিষ্ট) খাবার ফিরিয়ে আনা হতো, তখন তিনি জিজ্ঞাসা করতেন, তিনি (রাসূল ﷺ) কোন্ স্থানে তাঁর আঙ্গুল লাগিয়েছেন? এরপর তাঁর আঙ্গুলের স্থান থেকে বেছে বেছে খেতেন। একদিন তিনি তাঁর জন্য খাবার তৈরি করলেন, যাতে ছিল রসুন। তাঁর কাছে ফিরিয়ে আনা হলে তিনি নবী ﷺ-এর আঙ্গুলের স্থান সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন। তাঁকে বলা হলো, তিনি আহার করেননি। এতে তিনি ঘাবড়িয়ে গেলেন এবং তাঁর নিকট গেলেন। এরপর জিজ্ঞাসা করলেন ওটা কি হারাম? নবী ﷺ বললেন : না। তবে আমি ওটা অপসন্দ করি। তিনি বললেন, তাহলে আপনি যা অপসন্দ করেন, আমিও তা অপসন্দ করি। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর কাছে তো ওহী আসত।

৩১- بَابُ إِكْرَامِ الضَّيْفِ وَفَضْلِ إِيْثَارِهِ-

৩১. পরিচ্ছেদ : মেহমানের সমাদর করা ও তাকে প্রাধান্য দেওয়ার ফযীলত

৫১৮৬- حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنِّي مَجْهُودٌ فَأَرْسَلْ إِلَيَّ بَعْضَ نِسَائِهِ فَقَالَتْ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا عِنْدِي إِلَّا مَاءٌ ثُمَّ أَرْسَلْ إِلَى أُخْرَى فَقَالَتْ مِثْلَ ذَلِكَ حَتَّى قُلْنَا كُلُّهُنَّ مِثْلَ ذَلِكَ لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا عِنْدِي إِلَّا مَاءٌ فَقَالَ مَنْ يُضَيِّفُ هَذَا اللَّيْلَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى رَحْلِهِ فَقَالَ لِمَرْأَتِهِ هَلْ عِنْدَكَ شَيْءٌ قَالَتْ لَا إِلَّا قُوتُ صَبْيَانِي قَالَ فَعَلَّيْهِمْ بِشَيْءٍ فَإِذَا دَخَلَ ضَيْفُنَا فَاطْفَى السَّرَاجَ وَآرِيَهُ أَنَا نَأْكُلُ فَإِذَا أَهْوَى لِيَأْكُلَ فَقُومِي إِلَى السَّرَاجِ حَتَّى تُطْفِئِيهِ قَالَ فَقَعَدُوا وَآكَلَ الضَّيْفُ فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ قَدْ عَجِبَ اللَّهُ مِنْ صَنِيعِكُمَا بِضَيْفِكُمَا اللَّيْلَةَ-

৫১৮৬. যুহায়র ইবন হার্ব (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বললো, আমি খুব ক্ষুধার্ত। তিনি তাঁর কোন এক স্ত্রীর কাছে লোক পাঠালে তিনি বললেন, যে সত্তা আপনাকে সত্য দীন দিয়ে পাঠিয়েছেন তাঁর শপথ! আমার কাছে পানি ছাড়া কিছু নেই। তিনি অন্য এক স্ত্রীর কাছে লোক পাঠালে তিনিও একই কথা বললেন। এভাবে তাঁরা সকলে একই কথা বললেন যে, সেই সত্তার শপথ! যিনি আপনাকে সত্য দীনসহ পাঠিয়েছেন, আমার নিকট পানি ছাড়া অন্য কিছু নেই। তখন তিনি বললেন, আজ রাতে কে লোকটির মেহমানদারী করবে? আল্লাহ তার উপর রহম করবেন! এ সময় এক আনসারী ব্যক্তি উঠে বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি। এরপর লোকটিকে নিয়ে আনসারী তার বাড়িতে গেলেন এবং তাঁর স্ত্রীকে বললেন, তোমার কাছে কি কিছু আছে? সে বললো, না। শুধু বাচ্চাদের জন্য সামান্য কিছু খাবার আছে। তিনি বললেন, তুমি তাদের কিছু দিয়ে ভুলিয়ে রাখ (ঘুম পাড়িয়ে দাও)। আর যখন মেহমান প্রবেশ করবে, তখন তুমি আলোটা নিভিয়ে দেবে। তুমি তাকে দেখাবে (বুঝাবে) যে, আমরাও আহার করছি। সে (মেহমান) যখন খাওয়া শুরু করবে, তখন

তুমি আলোর কাছে গিয়ে সেটা নিভিয়ে দেবে। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর তারা বসে রইলেন, আর মেহমান খেতে লাগলো। সকাল বেলা তিনি (আনসারী) নবী ﷺ-এর নিকট এলে তিনি বললেন : আজ রাতে মেহমানের সাথে তোমাদের দু'জনের আচরণে আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়েছেন।

৫১৮৭- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ فَضِيلِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ بَاتَ بِهِ ضَيْفٌ فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إِلَّا قُوْتُهُ وَقُوْتُ صَبِيَّانِهِ فَقَالَ لِمَرَأَتِهِ نَوْمِي الصَّبِيَّةَ وَأَطْفِئِي السَّرَاجَ وَقَرَّبِي لِلضَّيْفِ مَا عِنْدَكَ قَالَ فَتَزَلَّتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ-

৫১৮৭. আবু কুরায়ব মুহাম্মদ ইবন 'আলা (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, জনৈক আনসারী ব্যক্তির ঘরে এক মেহমান রাত যাপন করলেন। তাঁর কাছে তাঁর ও বাচ্চাদের জন্য সামান্য খাবার ছাড়া আর কিছু ছিল না। তিনি তার স্ত্রীকে বললেন, বাচ্চাদের ঘুম পাড়িয়ে দাও, আলোটা নিভিয়ে দিবে এবং তোমার কাছে যা আছে তাই মেহমানের জন্য উপস্থিত করবে বর্ণনাকারী বলেন, আর এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় : “তারা নিজেদের উপর অন্যকে প্রাধান্য দেয়, যদিও তাদের প্রচণ্ড অভাব (ক্ষুধা) থাকে।”

৫১৮৮- وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِيُضَيِّفَهُ فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يُضَيِّفُهُ فَقَالَ أَلَا رَجُلٌ يُضَيِّفُ هَذَا رَحِمَهُ اللَّهُ -فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو طَلْحَةَ فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى رَحْلِهِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ جَرِيرٍ وَذَكَرَ فِيهِ نَزُولُ الْآيَةِ كَمَا ذَكَرَهُ وَكِيعٌ-

৫১৮৮. আবু কুরায়ব (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মেহমান হয়ে তাঁর কাছে এলেন। কিন্তু তাঁর নিকট এমন কিছু ছিল না যাদ্বারা তিনি তার মেহমানদারী করবেন। তখন তিনি বললেন : এর মেহমানদারী করার মতো কেউ আছে কি? আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন! এ সময় আবু তালহা নামক জনৈক আনসারী ব্যক্তি উঠলেন এবং লোকটিকে নিজ বাড়িতে নিয়ে গেলেন।..... এরপর বর্ণনাকারী শেষ পর্যন্ত হাদীসটি জারীর (র)-এর হাদীসের অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। আর তিনি ওকী' (র)-এর মত আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কথাও উল্লেখ করেছেন।

৫১৮৯- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانَةُ بْنُ سَوَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْمُقْدَادِ قَالَ أَقْبَلْتُ أَنَا وَصَاحِبَانِ لِي وَقَدْ ذَهَبَتْ أَسْمَاعُنَا وَأَبْصَارُنَا مِنَ الْجَهْدِ فَجَعَلْنَا نَعْرِضُ أَنْفُسَنَا عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْهُمْ يَقْبَلُنَا فَاتَيْنَا النَّبِيَّ ﷺ فَانْطَلَقَ بِنَا إِلَى أَهْلِهِ فَإِذَا ثَلَاثَةٌ أَعَزُّ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ احْتَلِبُوا هَذَا اللَّبَنَ بَيْنَنَا قَالَ فَكُنَّا نَحْتَلِبُ فَيَشْرَبُ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنَّا نَصِيبَهُ وَنَرْفَعُ لِلنَّبِيِّ ﷺ نَصِيبَهُ قَالَ فَيَجِيءُ مِنَ اللَّيْلِ فَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا لَا يُوقِظُ نَائِمًا وَيُسْمِعُ الْبَقِطَانَ قَالَ ثُمَّ يَأْتِي

الْمَسْجِدَ فَيُصَلِّي ثُمَّ يَأْتِي شَرَابَهُ فَيَشْرَبُ فَاتَانِي الشَّيْطَانُ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَقَدْ شَرِبْتُ نَصِيبِي فَقَالَ مُحَمَّدٌ يَأْتِي الْأَنْصَارَ فَيُتَحَفُّونَهُ وَيُصِيبُ عَنْدهُمْ مَا بِهِ حَاجَةٌ إِلَى هَذِهِ الْجُرْعَةِ فَاتَيْتُهَا فَشَرِبْتُهَا فَلَمَّا أَنْ وَغَلَّتْ فِي بَطْنِي وَعَلِمْتُ أَنَّهُ لَيْسَ إِلَيْهَا سَبِيلٌ قَالَ نَدَمَنِي الشَّيْطَانُ فَقَالَ وَيْحَكَ مَا صَنَعْتَ أَشَرِبْتَ شَرَابَ مُحَمَّدٍ ﷺ فَيَجِيءُ فَلَا يَجِدُهُ فَيَدْعُو عَلَيْكَ فَتَهْلِكُ فَتَذْهَبُ دُنْيَاكَ وَأَخْرَجْتُكَ وَعَلَى شَمْلَةٍ إِذَا وَضَعْتُهَا عَلَى قَدَمِي خَرَجَ رَأْسِي وَإِذَا وَضَعْتُهَا عَلَى رَأْسِي خَرَجَ قَدَمَايَ وَجَعَلَ لَا يَجِيئُنِي النَّوْمُ وَأَمَّا صَاحِبَايَ فَنَامَا وَلَمْ يَصْنَعَا مَا صَنَعْتُ قَالَ فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَسَلَّمَ كَمَا كَانَ يُسَلِّمُ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ فَصَلَّى ثُمَّ أَتَى شَرَابَهُ فَكَشَفَ عَنْهُ فَلَمْ يَجِدْ فِيهِ شَيْئًا فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقُلْتُ الْآنَ يَدْعُو عَلَى فَاهْلِكَ فَقَالَ اللَّهُمَّ اطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِي وَاسْقِ مَنْ سَقَانِي قَالَ فَعَمَدْتُ إِلَى الشَّمْلَةِ فَشَدَدْتُهَا عَلَى وَآخَذْتُ الشَّفْرَةَ فَاَنْطَلَقْتُ إِلَى الْأَعْنُزَاتِهَا أَسْمَنُ فَادْبَحُهَا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَإِذَا هِيَ حَافِلٌ وَإِذَا هُنَّ حُفْلٌ كُلُّهُنَّ فَعَمَدْتُ إِلَى إِنَاءٍ لَالٍ مُحَمَّدٍ ﷺ مَاكَانُوا يَطْمَعُونَ أَنْ يَحْتَلِبُوا فِيهِ قَالَ فَحَلَبْتُ فِيهِ حَتَّى عَلَتْهُ رُغْوَةٌ فَجِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَشَرِبْتُمْ شَرَابَكُمْ اللَّيْلَةَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَشَرِبْتُ ثُمَّ نَاوَلَنِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَشَرِبْتُ ثُمَّ نَاوَلَنِي فَلَمَّا عَرَفْتُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ رَوَى وَأَصَبْتُ دَعْوَتَهُ ضَحِكْتُ حَتَّى الْقَيْتُ إِلَى الْأَرْضِ قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَحَدِي سَوَاتِكَ يَا مِقْدَادُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَانَ مِنْ أَمْرِي كَذَا وَكَذَا وَفَعَلْتُ كَذَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا هَذِهِ إِلَّا رَحْمَةٌ مِنَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ أَفَلَا كُنْتَ أَذْنَتَنِي فَتُوقِظَ صَاحِبَيْنَا فَيُصِيبَانِ مِنْهَا قَالَ فَقُلْتُ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَبَالِي إِذَا أَصَبْتُهَا أَوْ أَصَبْتُهَا مَعَكَ مَنْ أَصَابَهَا مِنَ النَّاسِ -

৫১৮৯. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)..... মিকদাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ও আমার দুই সাথী সামনে দিকে চলতে থাকলাম, এমন অবস্থায় প্রচণ্ড খাদ্যাভাবে আমার ও আমার দু'সঙ্গীর দৃষ্টিশক্তি ও শ্রুতিশক্তি লোপ পাচ্ছিল। পরে আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীদের কাছে নিজেদের পেশ করতে লাগলাম। কিন্তু তাঁদের কেউ আমাদেরকে গ্রহণ করলেন না। অবশেষে আমরা নবী ﷺ-এর কাছে এলে তিনি আমাদের নিয়ে তাঁর পরিবারের কাছে গেলেন। সেখানে তিনটি মেষ ছিল। নবী ﷺ বললেন : তোমরা দুধ দোহন করবে। এ দুধ আমরা ভাগ করে পান করব। তিনি বলেন, এরপর থেকে আমরা দুধ দোহন করতাম। আমাদের প্রত্যেকে নিজ নিজ অংশ পান করতো। আর আমরা নবী ﷺ-এর জন্য তাঁর অংশ তুলে রাখতাম। মিকদাদ (রা) বলেন, তিনি রাতে আসতেন এবং এমনভাবে সালাম করতেন যাতে ঘুমন্ত ব্যক্তি জাগ্রত না হয় আর জাগ্রত ব্যক্তি শুনতে পায়। রাবী বলেন, এরপর তিনি মসজিদে এসে সালাত আদায় করতেন ও ফিরে এসে দুধপান করতেন। এক রাতে আমার কাছে শয়তান আসলো। আমি তো আমার অংশ পান করে ফেলেছিলাম। সে বললো, মুহাম্মদ ﷺ

আনসারীদের কাছে গেলে তারা তাঁকে তোহফা (উপটোকন) দিয়ে থাকে এবং তাদের কাছে তিনি (খাদ্য) খেয়ে থাকেন। তাঁর এ সামান্য দুধের প্রয়োজনীয়তা নেই। এরপর আমি এসে সেটুকুও পান করে ফেললাম। দুধ যখন ভালভাবে আমার পেটে প্রবেশ করলো এবং আমি বুঝলাম, এ দুধ বের করার আর কোন উপায় নেই, তখন শয়তান আমার থেকে দূরে সরে গিয়ে বললো, তোমার সর্বনাশ হোক, তুমি কি কাণ্ড করলে! তুমি মুহাম্মদ পাকিস্তান আলহাদিথ তহফা-এর দুধপান করে ফেলেছ? তিনি এসে যখন তা পাবেন না, তখন তোমরা বদ-দু'আ করবেন। তাতে তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে এবং তোমার দুনিয়া ও আখিরাত বরবাদ হয়ে যাবে। আমার গায়ে ছিল একটা চাদর। যদি আমি তা আমার দু পায়ের উপর রাখি তাহলে আমার মাথা বের হয়ে পড়ে, আর যদি আমি তা আমার মাথার উপর রাখি তাহলে আমার দুপা বেরিয়ে পড়ে। আমার ঘুম আসছিলো না। আমার সঙ্গীদ্বয় তো ঘুমাচ্ছিল। তারা তো আমার মতো কাজ করেনি। তিনি বলেন, এরপর নবী পাকিস্তান আলহাদিথ তহফা এসে যেভাবে সালাম দিতেন সেভাবেই সালাম দিলেন। তারপর তিনি মসজিদে এসে সালাত আদায় করলেন। এরপর দুধের কাছে এসে ঢাকনা খুলে সেখানে কিছুই পেলেন না। এরপর তিনি তার মাথা আসমানের দিকে তুললেন। আমি তখন (মনে মনে) বললাম, এখনই তিনি আমাকে বদ-দু'আ করবেন, আর আমি ধ্বংস হয়ে যাব। তিনি বললেন : হে আল্লাহ! যে আমাকে আহাির করায়, তাকে তুমি আহাির করাও। আর যে আমাকে পান করায়, তাকে তুমি পান করাও। মিকদাদ (রা) বলেন, এ সময় আমি চাদরটি নিয়ে শরীরে বাঁধলাম, আর একটি ছুরিকা নিলাম, তারপর (এই ভেবে) মেষগুলোর কাছে গেলাম যে, এগুলোর মাঝে যেটি সবচেয়ে বেশি মোটাতাজা, আমি সেটি রাসূলুল্লাহ পাকিস্তান আলহাদিথ তহফা-এর জন্য যবাহ্ করবো। গিয়ে দেখলাম, সেটি দুধে পরিপূর্ণ এবং অন্যান্য সব মেষও দুধে পরিপূর্ণ। এরপর আমি মুহাম্মদ পাকিস্তান আলহাদিথ তহফা-এর পরিবারের একটি পাত্র নিয়ে এলাম যাতে তাঁরা দুধ দোহানের কথা ভাবতেন না। (পাত্রটি বড় হওয়ার কারণে।) তিনি [মিকদাদ (রা)] বলেন, আমি তাতেই দুধ দোহন করলাম, এমনকি পাত্রের উপরিভাগে ফেনা ভেসে উঠলো। এরপর আমি রাসূলুল্লাহ পাকিস্তান আলহাদিথ তহফা-এর কাছে আসলাম। তিনি বললেন : তোমরা কি রাতের দুধ পান করেছো? তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি পান করুন। তিনি পান করলেন, এরপর আমাকে দিলেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি (আরো) পান করুন। তিনি পান করে আবার আমাকে দিলেন। যখন আমি বুঝতে পারলাম যে, নবী পাকিস্তান আলহাদিথ তহফা পরিতৃপ্ত হয়ে গেছেন এবং আমি তাঁর দু'আ পেয়ে গেছি, তখন আমি হাসতে হাসতে যমীনে লুটিয়ে পড়লাম। তিনি বলেন, নবী পাকিস্তান আলহাদিথ তহফা বললেন : হে মিকদাদ! এ তোমার এক অপকর্ম (দুষ্টুমী)? তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার এ-ই কাণ্ড ঘটে গেছে। অথবা তিনি বলেছেন, আমি এরূপ কাজ করে ফেলেছি। তখন নবী পাকিস্তান আলহাদিথ তহফা বললেন : এটা একমাত্র আল্লাহর মেহেরবানী! তুমি কেন আমাকে অবহিত করলে না? আমরা আমাদের সাথীদ্বয়কেও জাগ্রত করতাম, তাহলে তারাও এর ভাগ পেত! তিনি বলেন, আমি তখন বললাম, যে মহান সত্তা আপনাকে সত্য দীনসহ পাঠিয়েছেন, তাঁর শপথ! আপনি যখন পেয়েছেন, অথবা তিনি বলেছেন, আমি যখন আপনার সাথে ভাগ পেয়েছি, তখন অন্য কোন লোক পাওয়া না পাওয়ার আমি পরওয়া করি না।

৫১৯- وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا النُّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ-

৫১৯০. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র)..... সুলায়মান ইবন মুগীরা (র) থেকে উক্ত সনদে হাদীসটি বর্ণিত আছে।

৫১৯১- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ وَحَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى جَمِيعًا عَنِ الْمُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ وَاللَّفْظُ لِابْنِ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِي

عُثْمَانُ حَدَّثَ أَيْضًا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثَلَاثِينَ وَمِائَةً فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ هَلْ مَعَ أَحَدٍ مِنْكُمْ طَعَامٌ فَإِذَا مَعَ رَجُلٍ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ أَوْ نَحْوُهُ فَعُجِنَ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مُشْرِكٌ مُشْعَانٌ طَوِيلٌ بَغْنَمٍ يَسُوقُهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَبِيعْ أَمْ عَطِيَّةٌ أَوْ قَالَ أَمْ هِبَةٌ قَالَ لَا بَلْ بَيْعٌ فَاشْتَرَيْ مِنْهُ شَاةً فَصُنِعَتْ وَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِسَوَادِ الْبَطْنِ أَنْ يُشْوَى قَالَ وَآيَمُ اللَّهُ مَا مِنَ الثَّلَاثِينَ وَمِائَةٍ إِلَّا حَزَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَزَّةٌ مِنْ سَوَادِ بَطْنِهَا إِنْ كَانَ شَاهِدًا أَعْطَاهُ وَإِنْ كَانَ غَائِبًا خَبَأَهُ قَالَ وَجَعَلَ قَصْعَتَيْنِ فَآكَلْنَا مِنْهُمَا أَجْمَعُونَ وَشَبِعْنَا وَفَضِلٌ فِي الْقَصْعَتَيْنِ فَحَمَلَتْهُ عَلَى الْبَعِيرِ أَوْ كَمَا قَالَ-

৫১৯১. উবায়দুল্লাহ ইবন মুআয আন্বারী, হামিদ ইবন উমর বাকরাবী ও মুহাম্মদ ইবন আবদুল আ'লা (র)..... আবদুর রাহমান ইবন আবু বাকর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একশ' ত্রিশজন লোক (এক সফরে) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে ছিলাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (এক সময়) বললেন : তোমাদের মধ্যে কারো কাছে খাদ্যদ্রব্য আছে কি? দেখা গেল, এক ব্যক্তির কাছে এক সা' বা অনুরূপ পরিমাণ খাদ্য আছে। তা (গুলিয়ে) খামীর করা হলো। এরপর এলোকেশী দীর্ঘদেহী এক মুশরিক ব্যক্তি কিছু বকরী হাঁকিয়ে নিয়ে এলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : এগুলো বিক্রি করবে না উপহার হিসেবে দিবে? অথবা (উপহার শব্দের পরিবর্তে) তিনি 'দান করবে' বলেছিলেন। লোকটি বললো, না, আমি বরং বিক্রি করবো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন তার থেকে একটি বকরী খরিদ করলেন। বকরীটা যবাহ করা হলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কলিজা ভুনা করতে আদেশ দিলেন। রাবী আবদুর রহমান (রা) বলেন, আল্লাহর কসম! একশ' ত্রিশজনের মধ্যে একজনও এমন ছিল না যাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক টুকরা কলিজা দেননি। যারা উপস্থিত ছিল, তাদেরকে তো তখনই দিয়েছেন। আর যারা অনুপস্থিত ছিল, তাদের জন্য তুলে রেখেছেন। রাবী বলেন, গোশত দু'টি পাত্রে ভাগ করে রাখলেন। আমরা সকলে সে দুটি থেকে পরিতৃপ্ত হয়ে আহার করলাম। এরপরও পাত্র দু'টিতে গোশত উদ্ভূত থাকলো। আমি তা উটের পিঠে বহন করে নিয়ে গেলাম। অথবা তিনি (বর্ণনাকারী) যেভাবে বর্ণনা করেছেন।

৫১৯২- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ وَحَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الْقَيْسِيُّ كُلُّهُمْ عَنِ الْمُعْتَمِرِ وَاللَّفْظُ لِابْنِ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ قَالَ أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو عَثْمَانَ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ أَصْحَابَ الصُّفَّةِ كَانُوا نَاسًا فَقَرَاءَ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَرَّةً مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامٌ اثْنَيْنِ فَلْيَذْهَبْ بِثَلَاثَةٍ وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامٌ أَرْبَعَةً فَلْيَذْهَبْ بِخَامِسٍ بِسَادِسٍ أَوْ كَمَا قَالَ وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ جَاءَ بِثَلَاثَةٍ وَأَنْطَلَقَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ بِعَشْرَةٍ وَأَبُو بَكْرٍ بِثَلَاثَةٍ قَالَ فَهُوَ أَنَا وَأَبِي وَأُمِّي وَلَا أَدْرِي هَلْ قَالَ وَأَمْرَاتِي وَخَادِمٌ بَيْنَ بَيْتِنَا وَبَيْنَ بَيْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ تَعَشَّى عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ لَبِثَ حَتَّى صَلَّيْتُ الْعِشَاءَ ثُمَّ رَجَعْتُ

فَلَبِثَ حَتَّى نَعَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَجَاءَ بَعْدَ مَا مَضَى مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللَّهُ قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ مَا حَبَسَكَ عَنْ أَضْيَافِكَ أَوْ قَالَتْ ضَيْفَكَ قَالَ أَوْ مَا عَشِيَّتِيهِمْ قَالَتْ أَبَوْا حَتَّى تَجِيَّ قَدْ عَرْضُوا عَلَيْهِمْ فَغَلَبُوهُمْ قَالَ فَذَهَبْتُ أَنَا فَاخْتَبَأْتُ وَقَالَ يَا غُنْثَرُ فَجَدَّعَ وَسَبَّ وَقَالَ كُلُوا لَا هَنِيئًا وَقَالَ وَاللَّهِ لَا أَطْعَمُهُ أَبَدًا قَالَ وَائِمُ اللَّهِ مَا كُنَّا نَأْخُذُ مِنْ لُقْمَةٍ إِلَّا رَبًّا مِنْ أَسْفَلِهَا أَكْثَرُ مِنْهَا قَالَ حَتَّى شَبِعْنَا وَصَارَتْ أَكْثَرُ مِمَّا كَانَتْ قَبْلَ ذَلِكَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا أَبُو بَكْرٍ فَإِذَا هِيَ كَمَا هِيَ أَوْ أَكْثَرُ قَالَ لِامْرَأَتِهِ يَا أُخْتُ بَنِي فِرَاسٍ مَا هَذَا قَالَتْ لَا وَقُرَّةٌ عَيْنِي لَهِيَ الْآنَ أَكْثَرُ مِنْهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِثَلَاثِ مَرَارٍ قَالَ فَأَكَلَ مِنْهَا أَبُو بَكْرٍ وَقَالَ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ يَعْنِي يَمِينَهُ ثُمَّ أَكَلَ مِنْهَا لُقْمَةً ثُمَّ حَمَلَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَاصْبَحَتْ عِنْدَهُ قَالَ وَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمٍ عَقْدٌ فَمَضَى الْأَجَلَ فَفَرَّقْنَا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا مَعَ كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْاسُ اللَّهِ أَعْلَمُ كَمْ مَعَ كُلِّ رَجُلٍ قَالَ إِلَّا أَنَّهُ بُعِثَ مَعَهُمْ فَأَكَلُوا مِنْهَا أَجْمَعُونَ أَوْ كَمَا قَالَ -

৫১৯২. উবায়দুল্লাহ ইবন মুআয আস্বারী, হামিদ ইবন উমর বাকরাবী ও মুহাম্মদ ইবন আব্দুল 'আলা কায়সী (র)..... আবদুর রাহমান ইবন আবু বকর (রা) থেকে বর্ণিত যে সুফ্যায় অবস্থানকারী লোকজন ছিলেন দরিদ্র। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার বললেন : যার নিকট দু'জনের খাবার আছে সে যেন তিন (তৃতীয়) একজনকে নিয়ে যায়। আর যার কাছে চারজনের খাবার আছে, সে যেন পঞ্চম কিংবা ষষ্ঠ ব্যক্তিকে নিয়ে যায়। অথবা বর্ণনাকারী যেভাবে বর্ণনা করেছেন। রাবী বলেন, আবু বকর (রা) তিনজনকে নিয়ে আসলেন। আর আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দশজনকে নিয়ে রওয়ানা হলেন। আবু বকর (রা) তিন জন নিলেন এ কারণে যে, (আমাদের পরিবারে আমরা ছিলাম)। আমি, আমার পিতা ও আমার মাতা। বর্ণনাকারী বলেন, আমি জানি না, তিনি বলেছেন, কি না যে, 'আমার স্ত্রী'। আর ছিল আমাদের ও আবু বকরের বাড়িতে শরিক খাদিম। রাবী বলেন, আবু বাকর (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওখানে রাতের খানা খেলেন। এরপর তিনি অপেক্ষা করলেন। অবশেষে ইশার সালাত আদায় করা হলো। সালাত থেকে প্রত্যাবর্তন করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তন্দ্রাচ্ছন্ন হওয়া (নিদ্রাগমন) পর্যন্ত তিনি অপেক্ষা করলেন। তারপর আল্লাহর যেমন ইচ্ছা রাতের একটি পরিমাণ অতিবাহিত হলে তিনি (ঘরে) ফিরে আসলেন। তাঁর স্ত্রী তাঁকে বললেন, মেহমান রেখে দেবী করলেন কেন? তিনি বললেন, কেন? তুমি কি তাঁদের রাতের খাবার খাওয়াও নি? তাঁর স্ত্রী বললেন, আপনি না আসা পর্যন্ত তাঁরা আহার করতে অস্বীকার করেছেন। (কয়েকবারই) খাবার পেশ করা হয়েছে কিন্তু মেহমানরা তাদের (বাড়ির লোকদের) মধ্যস্থ করেছেন তারা তাঁদের কথা থেকে হটেননি। আবদুর রহমান (রা) বলেন, আমি গিয়ে লুকিয়ে রইলাম। তিনি বললেন, হে নির্বোধ! তারপর তিনি আমাকে বকাবকি করলেন। আর (মেহমানদের) বললেন, ভাল হলো না। আপনারা আহার করুন। তিনি আরও বললেন, আল্লাহর কসম! আমি এ আহার গ্রহণ করবো না। তিনি [আবদুর রহমান (রা)] বলেন, আল্লাহর শপথ! আমরা যে লোকমাই গ্রহণ করছিলাম তার নীচ থেকে তার চেয়ে অধিক পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছিল। এমনকি আমরা পরিতৃপ্ত হয়েও আমাদের খাদ্য পূর্বে যা ছিল তার চেয়ে অনেক বেশি হয়ে গেল। আবু বকর (রা)

খাবারের প্রতি লক্ষ্য করে দেখলেন, তা যেমন ছিল তেমনি আছে বা তার চেয়েও অধিক হয়েছে। তিনি তাঁর স্ত্রীকে বললেন হে বনী ফিরাসের কোন (সদস্য) একি ব্যাপার! তিনি বললেন, না। (আপনার ধারণা ঠিক নয় বরং) আমার চোখের প্রশান্তি, এগুলো পূর্বে যা ছিল তার চেয়ে তিন গুণ বেড়ে গেছে। আবদুর রহমান বলেন, এরপর আবু বকর (রা) কিছু খেলেন এবং বললেন, ওটা অর্থাৎ কসমটা ছিল শয়তানের পক্ষ থেকে। অতঃপর আরও এক লুক্‌মা খেলেন। তারপর সেগুলো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে নিয়ে গেলেন এবং তা তাঁর কাছে সকাল পর্যন্ত থাকলাম। তিনি বলেন, আমাদের এবং কোন এক সম্প্রদায়ের মাঝে একটি চুক্তি ছিল। চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে গেল। প্রতিপক্ষ চুক্তি নবায়নের জন্য আগমন করল। আমরা তাদের বারজনের নেতৃত্বে বিভক্ত করলাম। প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে অনেক লোক ছিল। আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন, প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে কতজন লোক ছিল। তাদের প্রত্যেকের নিকট এ খাবার পাঠানো হলো। আর তারা সকলেই সে খাবার খেলেন। অথবা বর্ণনাকারী যেভাবে বর্ণনা করেছেন।

৫১৯৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثْنًى قَالَ حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ الْعَطَّارُ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ نَزَلَ عَلَيْنَا أَضْيَافٌ لَنَا قَالَ وَكَانَ أَبِي يَتَحَدَّثُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ فَاَنْطَلَقَ وَقَالَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ أَفْرُغْ مِنْ أَضْيَافِكَ قَالَ فَلَمَّا أَمْسَيْتُ جِئْنَا بِقِرَاهُمْ قَالَ فَابَوْا فَقَالُوا حَتَّى يَجِيئَ أَبُو مَنْزِلِنَا فَيَطْعَمَ مَعَنَا قَالَ فَقُلْتُ لَهُمْ إِنَّهُ رَجُلٌ حَدِيدٌ وَإِنَّكُمْ إِنْ لَمْ تَفْعَلُوا خِفْتُ أَنْ يُصِيبَنِي مِنْهُ أَذًى قَالَ فَابَوْا فَلَمَّا جَاءَ لَمْ يَبْدَأْ بِشَيْءٍ أَوَّلَ مِنْهُمْ فَقَالَ أَفْرَغْتُمْ مِنْ أَضْيَافِكُمْ قَالَ قَالُوا لَا وَاللَّهِ مَا فَرَعْنَا قَالَ أَلَمْ أَمُرْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ قَالَ وَتَنَحَّيْتُ عَنْهُ فَقَالَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ قَالَ فَقَالَ يَا غُنْثَرُ أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ إِنْ كُنْتَ تَسْمَعُ صَوْتِي إِلَّا جِئْتَ قَالَ فَجِئْتُ قَالَ فَقُلْتُ وَاللَّهِ مَا لِي ذَنْبٌ هَؤُلَاءِ أَضْيَافُكَ فَسَلُّهُمْ قَدْ أَتَيْتُهُمْ بِقِرَاهُمْ فَابَوْا أَنْ يَطْعَمُوا حَتَّى تَجِيَّ قَالَ فَقَالَ مَا لَكُمْ أَلَا تَقْبَلُوا عَنَّا قِرَاكُمْ قَالَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ فَوَاللَّهِ لَا أَطْعَمُهُ اللَّيْلَةَ قَالَ فَقَالُوا فَوَاللَّهِ لَا نَطْعَمُهُ حَتَّى تَطْعَمَهُ قَالَ فَقَالَ مَا رَأَيْتُ كَالِشَّرِّ كَاللَّيْلَةِ قَطُّ وَيَلَكُمْ مَا لَكُمْ أَنْ لَا تَقْبَلُوا عَنَّا قِرَاكُمْ قَالَ ثُمَّ قَالَ أَمَّا الْأَوَّلَى فَمِنْ الشَّيْطَانِ هَلُمُّوا قِرَاكُمْ قَالَ فَجِئْتُ بِالطَّعَامِ فَسَمِي فَأَكَلَ وَأَكَلُوا قَالَ فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَرُّوا وَحَنَنْتُ قَالَ فَاخْبِرْهُ فَقَالَ بَلْ أَنْتَ أَبْرُهُمْ وَأَخِيرُهُمْ قَالَ وَلَمْ تَبْلُغْنِي كَفَّارَةً-

৫১৯৩. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র)..... আবদুর রাহমান ইব্ন আবু বকর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন কিছু মেহমান আমাদের বাড়িতে এলেন। (রাবী বলেন)। আমার পিতা রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে আলাপ আলোচনা করতেন। তাই তিনি যাওয়ার সময় বললেন, হে আবদুর রাহমান! মেহমানদারীর সব কাজ সম্পন্ন করবে। আবদুর রাহমান বলেন, সন্ধ্যা হলে আমি মেহমানদের খাবার নিয়ে এলাম। কিন্তু তারা খেতে রাযী হলেন না। তারা বললেন, বাড়ির মালিক যতক্ষণ পর্যন্ত এসে আমাদের সাথে আহাৰ না করবেন, (ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা

আহার করবো না)। আমি তাঁদের বললাম, তিনি কড়া মেযাজের (রাগী) মানুষ। আপনারা যদি আহার না করেন তাহলে আমার ভয় হচ্ছে, আমাকে তাঁর বকাবকি শুনতে হবে। তিনি বলেন, তাঁরা রাযী হলেনই না। আমার পিতা এসে প্রথমেই তাঁদের সংবাদ নিলেন। তিনি বললেন, তোমরা কি মেহমানদারীর কাজ সম্পন্ন করেছ? তাঁরা বললেন, না, আল্লাহর কসম! আমরা সম্পন্ন করতে পারিনি। তিনি বললেন, আমি কি আবদুর রাহমানকে নির্দেশ দেইনি? আবদুর রাহমান বলেন, আমি তাঁর দৃষ্টি থেকে সরে গিয়েছিলাম। তিনি বললেন, হে আবদুর রাহমান! আমি আরও সরে গেলাম। তিনি পুনরায় বললেন, রে নির্বোধ! আমি কসম করে তোমাকে বলছি, তুমি যদি আমার আওয়ায শুনতে পাও, তাহলে হাযির হও। তিনি বলেন, তখন আমি হাযির হয়ে বললাম, আল্লাহর কসম! আমার কোন অপরাধ নেই। আপনার মেহমানদের জিজ্ঞাসা করে দেখুন আমি তাঁদের খাবার নিয়ে এসেছিলাম কিন্তু আপনি না আসা পর্যন্ত তাঁরা খেতে সম্মত হলেন না। তখন তিনি (মেহমানদের) বললেন, আপনাদের কি হয়েছে? আপনারা কেন আমাদের আপ্যায়ন গ্রহণ করেননি? আবদুর রাহমান বলেন, তখন আবু বকর (রা) বললেন, আল্লাহর কসম! আমি আজ আর খাব না। বর্ণনাকারী বলেন, তারা বললেন, আল্লাহর কসম! আপনি না খাওয়া পর্যন্ত আমরাও খাব না। তিনি বললেন, তখন আবু বকর (রা) বললেন, আজকের রাতের মত এত খারাপ রাত আমি আর দেখিনি। সর্বনাশ, আপনারা কেন আমাদের মেহমানদারী গ্রহণ করবেন না? রাবী বলেন, তিনি বললেন, প্রথমে যা হয়েছে (না খাওয়ার কসম করা) তা শয়তানের পক্ষ থেকে হয়েছে। তোমরা খাবার নিয়ে আস। তিনি বলেন, এরপর খাবার আনা হলে তিনি 'বিস্মিল্লাহ' পড়ে খেতে লাগলেন। তাঁরাও খাওয়া শুরু করল। আবদুর রাহমান (রা) বলেন, পরদিন সকালে তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট গিয়ে বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! তারা তো কসম রক্ষা (করে পুণ্যের কাজ) করেছে। কিন্তু আমি কসম ভেঙ্গে ফেলেছি। তিনি (বর্ণনাকারী) বললেন। অতঃপর তিনি তাঁকে (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে) ঘটনাটি খুলে বললেন। পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : বরং তুমি সবচেয়ে বেশি সৎকর্মশীল এবং সবচেয়ে ভাল। রাবী বলেন, কাফ্ফারার তথা আমার কাছে পৌছেন।

২২- بَابُ فَضِيلَةِ الْمُوَاسَاةِ فِي الطَّعَامِ الْقَلِيلِ وَأَنَّ طَعَامَ الْاِثْنَيْنِ يَكْفِيُ الثَّلَاثَةَ وَنَحْوِ ذَلِكَ-

৩২. পরিচ্ছেদ : স্বল্প খাদ্য সমমর্মীতার ফযীলত এবং দু'জনের খাবার তিনজনের জন্য এবং অনুরূপ ক্রমধারায় যথেষ্ট হওয়া

৫১৯৪- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ طَعَامُ الْاِثْنَيْنِ كَافِيُ الثَّلَاثَةِ وَطَعَامُ الثَّلَاثَةِ كَافِيُ الْارْبَعَةِ-

৫১৯৪. ইয়াহুইয়া ইবন ইয়াহুইয়া (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : দু'জনের খাবার তিনজনের জন্য আর তিনজনের খাবার চারজনের জন্য যথেষ্ট।

৫১৯৫- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِيُ الْاِثْنَيْنِ وَطَعَامُ الْاِثْنَيْنِ يَكْفِيُ الْارْبَعَةَ وَطَعَامُ الْارْبَعَةِ يَكْفِيُ الثَّمَانِيَةَ وَفِي رِوَايَةِ إِسْحَاقَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَذْكُرْ سَمِعْتُ-

৫১৯৫. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম ও ইয়াহুইয়া ইব্ন হাবীব (র)..... জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি যে, একজনের খাবার দু'জনের জন্য যথেষ্ট। আর দু'জনের খাবার চারজনের জন্য যথেষ্ট, আবার চারজনের খাবার আটজনের জন্য যথেষ্ট। ইসহাক (র)-এর রিওয়াযাতে আছে, “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন”, তিনি “আমি শুনেছি” কথাটি উল্লেখ করেননি।

৫১৯৬. حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُثْنَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ-

৫১৯৬. ইব্ন নুমায়র (র)..... অন্য সনদে মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র)..... জাবির (রা)-এর সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে ইব্ন জুরায়জ (র) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে।

৫১৯৭. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَأَسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الْاِثْنَيْنِ وَطَعَامُ الْاِثْنَيْنِ يَكْفِي الْارْبَعَةَ-

৫১৯৭. ইয়াহুইয়া ইব্ন ইয়াহুইয়া, আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা, আবু কুরায়ব ও ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : একজনের খাবার দু'জনের জন্য যথেষ্ট। আর দু'জনের খাবার চারজনের জন্য যথেষ্ট।

৫১৯৮. وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ طَعَامُ الرَّجُلِ يَكْفِي الرَّجُلَيْنِ وَطَعَامُ رَجُلَيْنِ يَكْفِي أَرْبَعَةً وَطَعَامُ أَرْبَعَةٍ يَكْفِي ثَمَانِيَةً-

৫১৯৮. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও উসমান ইব্ন আবু শায়বা (র)..... জাবির (রা)-এর সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : এক ব্যক্তির খাবার দু'ব্যক্তির জন্য যথেষ্ট। দু'ব্যক্তির খাবার চার ব্যক্তির জন্য যথেষ্ট। আর চারজনের খাবার আটজনের জন্য যথেষ্ট।

৩২- بَابُ الْمُؤْمِنِ يَأْكُلُ فِي مَعَا وَوَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ

৩৩. অনুচ্ছেদ : মু'মিন ব্যক্তি এক আঁতে খায় আর কাফির ব্যক্তি সাত আঁতে খায়

৫১৯৯. حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُثْنَى وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ وَالْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مَعَا وَوَاحِدٍ-

৫১৯৯. যুহায়র ইবন হারব, মুহাম্মদ ইবন মুসান্না ও উবায়দুল্লাহ সাঈদ (র)..... ইবন উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : কাফির ব্যক্তি সাত আঁতে খায় আর মু'মিন খায় এক আঁতে।

৫২০০. মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র, আবু বকর ইবন আবু শায়বা, মুহাম্মদ ইবন রাফি' ও আবদ ইবন হুমায়দ (র)..... ইবন উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়াযাত করেছেন।

৫২০১. আবু বকর ইবন খাল্লাদ বাহিলী (র)..... নাফি' (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবন উমর (রা) এক মিসকীনকে দেখলেন, তিনি তার সামনে (খাবার) রাখতে দেখিলেন..... আর এভাবে সে অনেক খাবার খেয়ে ফেললে। তিনি (নাফি') বলেন, তখন ইবন উমর (রা) বললেন, এ ধরনের লোককে আর কখনো আমার কাছে যেন আনা না হয়। কারণ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, কাফির ব্যক্তি সাত আঁতে খায়।

৫২০২. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র)..... জাবির ও ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মু'মিন এক আঁতে আহার করে, আর কাফির সাত আঁতে আহার করে।

৫২০৩. ইবন নুমায়র (র)..... জাবির (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে। এখানে বর্ণনাকারী ইবন উমর (রা) -এর কথা উল্লেখ করেন নি।

৫২০৪. মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র, আবু বকর ইবন আবু শায়বা, মুহাম্মদ ইবন রাফি' ও আবদ ইবন হুমায়দ (র)..... ইবন উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়াযাত করেছেন।

৫২০৫. মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র, আবু বকর ইবন আবু শায়বা, মুহাম্মদ ইবন রাফি' ও আবদ ইবন হুমায়দ (র)..... ইবন উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়াযাত করেছেন।

৫২০৬. মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র, আবু বকর ইবন আবু শায়বা, মুহাম্মদ ইবন রাফি' ও আবদ ইবন হুমায়দ (র)..... ইবন উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়াযাত করেছেন।

৫২০৭. মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র, আবু বকর ইবন আবু শায়বা, মুহাম্মদ ইবন রাফি' ও আবদ ইবন হুমায়দ (র)..... ইবন উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়াযাত করেছেন।

৫২০৮. মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র, আবু বকর ইবন আবু শায়বা, মুহাম্মদ ইবন রাফি' ও আবদ ইবন হুমায়দ (র)..... ইবন উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়াযাত করেছেন।

৫২০৯. মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র, আবু বকর ইবন আবু শায়বা, মুহাম্মদ ইবন রাফি' ও আবদ ইবন হুমায়দ (র)..... ইবন উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়াযাত করেছেন।

৫২১০. মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র, আবু বকর ইবন আবু শায়বা, মুহাম্মদ ইবন রাফি' ও আবদ ইবন হুমায়দ (র)..... ইবন উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়াযাত করেছেন।

৫২০৪. আবু কুরায়ব মুহাম্মদ ইবন আ'লা (র)..... আবু মূসা (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : মু'মিন এক আঁতে খাদ্য খায়, আর কাফির সাত আঁতে খায়।

৫২.৫ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ -

৫২০৫. কুতায়বা (র)..... আবু হুরায়রা (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে তাঁদের সকলের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে।

৫২.৬ - وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ضَافَهُ ضَيْفٌ وَهُوَ كَافِرٌ فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِشَاةٍ فَحَلَبَتْ فَشَرِبَ حِلَابَهَا ثُمَّ أُخْرِي فَشَرِبَهُ ثُمَّ أُخْرِي فَشَرِبَهُ حَتَّى شَرِبَ حِلَابَ سَبْعِ شِيَاهٍ ثُمَّ إِنَّهُ أَصْبَحَ فَأَسْلَمَ فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِشَاةٍ فَشَرِبَ حِلَابَهَا ثُمَّ أَمَرَ بِأُخْرَى فَلَمْ يَسْتَتِمَّهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُؤْمِنُ يَشْرَبُ فِي مَعِيٍّ وَوَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَشْرَبُ فِي سَبْعَةٍ أَمْعَاءٍ -

৫২০৬. মুহাম্মদ ইবন রাফি' (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক কাফির ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মেহমান হল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি বকরীর দুধ দোহন করতে আদেশ দিলেন। দুধ দোহন করা হলে লোকটি সে দুধটুকু পান করল। এরপর অপর একটি বকরী দোহন করা হলে সে তাও পান করল। আবার অন্য একটি দোহন করা হলে সেটার দুধও সে পান করলো। এমনিভাবে সে সাতটি বকরীর দুধ পান করে ফেলল। পরদিন সকালে সে ইসলাম গ্রহণ করল। রাসূলুল্লাহ ﷺ আবার তার জন্য একটি বকরীর দুধ দোহন করতে আদেশ দিলেন। (দোহন করা হলে) সে তা পান করল। তিনি পুনরায় আর একটি দোহন করার আদেশ দিলে সে আর তার সবটুকু পান করতে পারল না। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : মু'মিন এক আঁতে পান করে। আর কাফির সাত আঁতে পান করে।

২৪ - بَابُ لَا يَغِيبُ الطَّعَامُ

৩৪. পরিচ্ছেদ : খাবারের দোষ বর্ণনা করবে না

৫২.৭ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا وَقَالَ الْاِخْرَانِ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَاعَابَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ طَعَامًا قَطُّ كَانَ إِذَا اشْتَهَى شَيْئًا أَكَلَهُ وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ -

৫২০৭. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া, যুহায়র ইবন হার্ব ও ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো কোন খাদ্যের দোষ বর্ণনা করেননি। কোন খাবার পসন্দ হলে তা খেয়েছেন আর অপসন্দ হলে তা পরিত্যাগ করেছেন।

৫২০৮. وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ بِهَذَا
الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ-

৫২০৮. আহমদ ইবন ইউনুস (র)..... আ'মাশ (র) থেকে উল্লেখিত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৫২০৯. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِو وَعُمَرُ بْنُ سَعْدٍ
أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ كُلُّهُمْ عَنْ سَفْيَانَ عَنْ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ-

৫২০৯. আব্দ ইবন হুমায়দ (র)..... আ'মাশ (র) থেকে উল্লেখিত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৫২১০. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى وَعُمَرُ بْنُ الْقَاسِمِ
وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي يَحْيَى مَوْلَى آلِ
جَعْفَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَابَ طَعَامًا قَطُّ إِذَا اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ وَإِنْ لَمْ
يَشْتَهِهِ سَكَتَ-

৫২১০. আবু বকর ইবন আবু শায়রা, আবু কুরায়ব, মুহাম্মদ ইবন মুসান্না ও আমর আন-নাকিদ (র)..... আবু
হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কখনো কোন খাবারের দোষ বর্ণনা করতে
শুনিনি। তাঁর মনে চাইলে খেতেন আর মনে না চাইলে চুপ থাকতেন।

৫২১১. وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ-

৫২১১. আবু কুরায়ব ও মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র)..... আবু হুরায়রা (রা) -এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ
বর্ণিত আছে।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كِتَابُ اللَّبَاسِ وَالزَّيْنَةِ

অধ্যায় : পোশাক ও সাজসজ্জা

১- بَابُ تَحْرِيمِ اسْتِعْمَالِ أَوَانِيِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فِي الشُّرْبِ وَغَيْرِهِ عَلَى الرُّجَالِ وَالنِّسَاءِ-

১. পরিচ্ছেদ : নারী-পুরুষ সকলের জন্য পান করা ইত্যাদি কাজে স্বর্ণ ও রৌপ্য পাত্র ব্যবহার করা হারাম

৫২১২- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الَّذِي يَشْرَبُ فِي أَنْيَةِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجْرَجُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ-

৫২১২. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র)..... নবী ﷺ-এর স্ত্রী উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ বলেছেন : যে ব্যক্তি রৌপ্য পাত্রে পান করে, তার পেটে জাহান্নামের আগুন ঢুকায় মাত্র।

৫২১৩- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمَيْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ وَحَدَّثَنِيهِ عَلَى بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عَلِيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِثْنَى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ يَعْنِي ابْنَ حَازِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّرَّاجِ كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ نَافِعٍ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ بِإِسْنَادِهِ عَنْ نَافِعٍ وَزَادَ فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ بْنِ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنَّ الَّذِي يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ فِي أَنْيَةِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَحَدٍ مِنْهُمْ ذِكْرُ الْأَكْلِ وَالذَّهَبِ إِلَّا فِي حَدِيثِ ابْنِ مُسْهِرٍ-

৫২১৩. কুতায়বা, মুহাম্মদ ইবন রুমহ, আলী ইবন হুজর সা'দী, ইবন নুমায়র, মুহাম্মদ ইবন মুসান্না, আবু বকর ইবন আবু শায়বা, ওয়ালীদ ইবন শুজা', মুহাম্মদ ইবন আবু বকর মুকাদ্দামী ও শায়বান ইবন ফাররুখ (র) তাঁরা

মুসলিম ৫ম খণ্ড—১৩

বাংলা হাদিস

সকলে বিভিন্ন সনদে নারি' (র) থেকে, নারি' (র) থেকে মালিক ইবন আনাস (রা)-এর সনদে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ রিওয়াত করেছেন। তবে উবায়দুল্লাহ (র)-এর সূত্রে আলী ইবন মুসহির (র) বর্ণিত হাদীসে অধিক আছে, 'যে ব্যক্তি রৌপ্য ও স্বর্ণ পাত্রে আহার কিংবা পান করবে।' ইবন মুসহির (র)-এর হাদীস ছাড়া অন্য কারো হাদীসে আহার করা ও স্বর্ণ পাত্রের কথা উল্লেখ নেই।

৫২১৪- حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ يَزِيدَ أَبُو مَعْنٍ الرَّقَّاشِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ عُثْمَانَ يَعْنِي ابْنَ مَرْثَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ خَالَتِهِ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ شَرِبَ فِي إِنَاءٍ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَإِنَّمَا يُجْرَجُ فِي بَطْنِهِ نَارًا مِنْ جَهَنَّمَ-

৫২১৪. যায়দ ইবন ইয়াযীদ আবু মা'আন রাক্বাশী (র)..... উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি স্বর্ণ বা রৌপ্য পাত্রে পান করে সে কেবল তার উদরে জাহান্নামের আগুন ঢুকায়।

২- بَابُ تَحْرِيمِ اسْتِعْمَالِ إِنَاءِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَخَاتِمِ الذَّهَبِ وَالْحَرِيرِ عَلَى الرِّجَالِ وَأَبَاحَتِهِ لِلنِّسَاءِ وَأَبَاحَةُ الْعِلْمِ وَنَحْوِهِ لِلرِّجَالِ مَا لَمْ يَزِدْ عَلَى أَرْبَعِ أَصَابِعٍ-

২. পরিচ্ছেদ : নারী ও পুরুষের জন্য সোনা-রূপার পাত্র, আর পুরুষের জন্য সোনার আংটি ও রেশমজাত কাপড় ব্যবহার করা হারাম এবং স্ত্রীলোকের জন্য এগুলো ব্যবহার করা মুবাহ। সোনা-রূপা ও রেশমের অনধিক চার আঙ্গুল পরিমাণ নকলী (পাড় ও আঁচল) অনুরূপ কিছু পুরুষের জন্য মুবাহ

৫২১৫- حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ أَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَشْعَثُ قَالَ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ سُوَيْدٍ بْنُ مَقْرَنٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَاتِّبَاعِ الْجَنَازَةِ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَأَبْرَارِ الْقَسَمِ أَوْ الْمُقْسِمِ وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ وَاجَابَةِ الدَّاعِي وَافْشَاءِ السَّلَامِ وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِيمٍ أَوْ عَنْ تَخْتُمٍ بِالذَّهَبِ وَعَنْ شُرْبٍ بِالْفِضَّةِ وَعَنْ الْمِيَاثِرِ وَعَنْ الْقَسْيِ وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالْإِسْتِبْرَقِ وَالِدِّيْبَاجِ-

৫২১৫. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া আত-তামীমী ও আহমাদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন ইউনুস (র)..... মু'আবিয়া ইবন সুওয়াদ ইবন মুকাররিন (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বারা' ইবন আযিব (রা)-এর কাছে গিয়েছিলাম। তখন আমি তাঁকে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের সাতটি জিনিসের আদেশ দিয়েছেন এবং সাতটি জিনিস থেকে নিষেধ করেছেন। তিনি আমাদের রোগীর দেখাশোনা করা, জানাযার সাথে চলা, হাঁচিদাতার জবাব দেয়া, কসম পূর্ণ করা অথবা বলেছেন কসমকারীকে কসমের দায়মুক্ত করা, মাযলুমের সাহায্য করা, দাওয়াতকারীর আহবানে (দাওয়াতে) সাড়া দেয়া এবং সালামের বিস্তার করার আদেশ দিয়েছেন। আর তিনি আমাদেরকে স্বর্ণের

আংটি ব্যবহার করা, রৌপ্য পাত্রে পান করা, মায়াছির (এক জাতীয় নরম রেশমী কাপড়) ও কাস্‌সী (রেশম মিশ্রিত এক জাতীয় মিসরীয় কাপড়) ব্যবহার করা এবং মিহি রেশমী কাপড়, মোটা রেশমী বস্ত্র ও দীবা (খাঁটি রেশমী কাপড়) পরিধান করতে নিষেধ করেছেন।

৫২১৬- حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سُلَيْمٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ إِلَّا قَوْلَهُ وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ أَوْ الْمُقْسِمِ فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ هَذَا الْحَرْفَ فِي الْحَدِيثِ وَجَعَلَ مَكَانَهُ وَإِنْشَادَ الضَّالِّ-

৫২১৬. আবু রবী' আতাকী (র)..... আশ'আস ইব্ন সুলায়ম (র) থেকে উল্লেখিত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। শুধু 'কসম বা কসমকারীর কসম পূর্ণ করার' কথাটি ছাড়া। কেননা তিনি তাঁর হাদীসে কথাটি উল্লেখ করেননি। এর স্থলে তিনি 'হারানো বস্তুত ঘোষণা দেয়ার' কথা উল্লেখ করেছেন।

৫২১৭- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ كِلَاهُمَا عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيثِ زُهَيْرٍ وَقَالَ ابْرَارِ الْمُقْسِمِ مِنْ غَيْرِ شَكٍّ وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ وَعَنِ الشُّرْبِ فِي الْفِضَّةِ فَإِنَّهُ مَنْ شَرِبَ فِيهَا فِي الدُّنْيَا لَمْ يَشْرَبْ فِيهَا فِي الْآخِرَةِ-

৫২১৭. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা ও উসমান ইব্ন আবু শায়বা (র)..... আশ'আস ইব্ন আবু শা'সা (র) থেকে উল্লেখিত সনদে যুহায়র (র)-এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি সন্দেহ ছাড়াই কসমকারীর কসম পূর্ণ করার কথা উল্লেখ করেছেন। আর তিনি তাঁর হাদীসে অধিক বলেছেন যে, তিনি রৌপ্য পাত্রে পান করতে নিষেধ করেছেন। কেননা ইহকালে যারা এতে পান করে, পরকালে তারা এতে পান করতে পারবে না।

৫২১৮- وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ قَالَ نَا أَبُو اسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ وَلَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ بِإِسْنَادِهِمْ وَلَمْ يَذْكُرْ زِيَادَةَ جَرِيرٍ وَابْنَ مُسْهِرٍ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي ح قَالَ وَحَدَّثَنَا اسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بَشْرِ قَالَ حَدَّثَنِي بِهِزُ قَالَوا جَمِيعًا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سُلَيْمٍ بِإِسْنَادِهِمْ وَمَعْنَى حَدِيثِهِمْ إِلَّا قَوْلَهُ وَأَفْشَاءَ السَّلَامِ فَإِنَّهُ قَالَ بَدَلَهَا وَرَدَّ السَّلَامَ وَقَالَ نَهَانَا عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ أَوْ حَلْقَةِ الذَّهَبِ-

৫২১৮. আবু কুরায়ব (র) আশ'আস ইব্ন আবু শা'সা (র) থেকে উল্লেখিত সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে বর্ণনাকারী ইব্ন ইদ্রীস (র) জারীর ও ইব্ন মুসহির (র)-এর বর্ণিত অংশ উল্লেখ করেন নি।

মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না, ইব্ন বাশশার, উবায়দুল্লাহ ইব্ন মুআয, ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম ও আবদুর রহমান ইব্ন বিশর (র)..... আশ'আস ইব্ন সুলায়ম (র) থেকে তাঁদের সনদে, তাঁদের হাদীসের সমার্থক হাদীস রিওয়াযাত

করেছেন। তবে বর্ণনাকারী [শু'বা (র)] 'সালামের বিস্তার করার' কথাটি উল্লেখ করেন নি। এর পরিবর্তে তিনি 'সালামের উত্তর দেয়ার' কথা বলেছেন। তিনি আরো বলেছেন, আমাদেরকে স্বর্গের আংটি বা স্বর্গের বৃত্ত (রিং) ব্যবহার করতে তিনি নিষেধ করেছেন।

৫২১৭- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ وَعَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ بِإِسْنَادِهِمْ وَقَالَ وَافِشَاءِ السَّلَامِ وَخَاتَمِ الذَّهَبِ مِنْ غَيْرِ شَكٍّ-

৫২১৯. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র)..... আশ'আস আবু শা'সা (র) থেকে উপরোক্ত সনদে হাদীসটি বর্ণিত আছে। তিনি (সুফয়ান)-ও সালামের বিস্তারের কথা এবং সন্দেহ ছাড়াই স্বর্গের আংটির কথা উল্লেখ করেছেন।

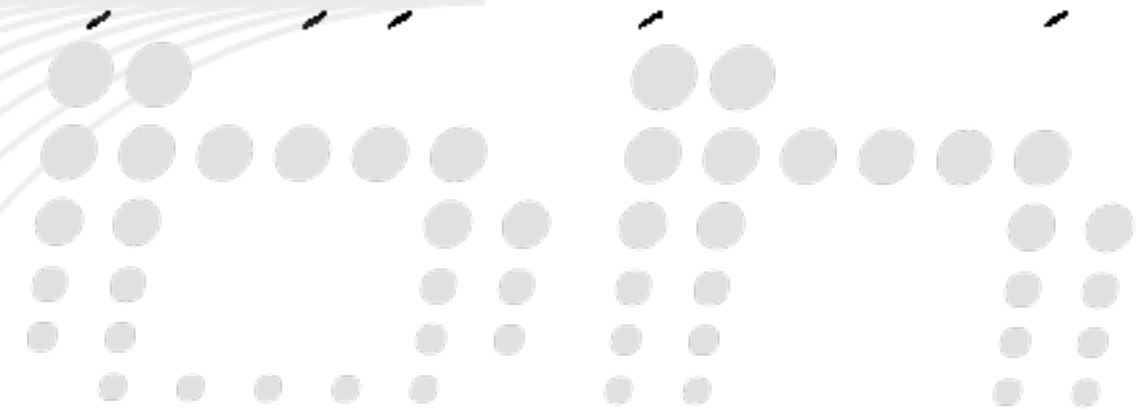
৫২২০- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو بْنُ سَهْلٍ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ سَمِعْتُهُ يَذْكُرُوهُ عَنْ أَبِي فَرْوَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ عُكَيْمٍ قَالَ كُنَّا مَعَ حُذَيْفَةَ بِالْمَدَائِنِ فَاسْتَسْقَى حُذَيْفَةُ فَجَاءَهُ دِهْقَانٌ بِشَرَابٍ فِي إِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ فَرَمَاهُ بِهِ وَقَالَ إِنِّي أَخْبَرُكُمْ أَنِّي قَدْ أَمَرْتُهُ أَنْ لَا يَسْقِينِي فِيهِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَشْرَبُوا فِي إِنَاءِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَا تَلْبَسُوا الدِّيْبَاجَ وَالْحَرِيرَ فَإِنَّهُ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَهُوَ لَكُمْ فِي الْآخِرَةِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ-

৫২২০. সাঈদ ইবন আমর ইবন সাহল ইবন ইসহাক ইবন মুহাম্মদ ইবন আশ'আস ইবন কায়স (র)..... আবদুল্লাহ ইবন উকায়ম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা হুযায়ফা (রা)-এর সাথে মাদায়েনে ছিলাম। হুযায়ফা (রা) পানি পান করতে চাইলে এক গ্রাম্য মাতব্বর তাঁর নিকট রৌপ্য পাত্রে পানি নিয়ে এল। তিনি তা ছুঁড়ে মারলেন এবং বললেন, আমি তোমাদেরকে (এটি ছুঁড়ে মারার কারণ) জানাচ্ছি। তাকে আমি নিষেধ করেছিলাম, সে যেন এতে করে আমাকে পানি পান না করায়। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা স্বর্ণ ও রৌপ্য পাত্রে পান করবে না, এবং মোটা রেশমী বস্ত্র ও মিহি রেশমী বস্ত্র পরিধান করবে না। কেননা দুনিয়াতে এসব হল তাদের (কাফিরদের) জন্য, আর তোমাদের জন্য হবে তা পরকালে, কিয়ামত দিবসে।

৫২২১- وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي فَرْوَةَ الْجُهَنِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُكَيْمٍ يَقُولُ كُنَّا عِنْدَ حُذَيْفَةَ بِالْمَدَائِنِ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْحَدِيثِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ-

৫২২১. ইবন আবু উমর (র)..... আবদুল্লাহ ইবন উকায়ম (র)-কে বলতে শুনেছি যে, আমরা হুযায়ফা (রা)-এর সাথে মাদায়েনে ছিলাম।..... এরপর বর্ণনাকারী উল্লেখিত রিওয়াযাতের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি তাঁর হাদীসে 'কিয়ামত দিবসে' কথাটি উল্লেখ করেন নি।

৫২২২- وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ أَوَّلًا عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ حُذَيْفَةَ ثُمَّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ سَمِعَهُ مِنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ حُذَيْفَةَ ثُمَّ حَدَّثَنَا أَبُو فَرْوَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُكَيْمٍ فَظَنَنْتُ أَنَّ ابْنَ أَبِي لَيْلَى إِنَّمَا سَمِعَهُ مِنْ ابْنِ عُكَيْمٍ قَالَ كُنَّا مَعَ حُذَيْفَةَ بِالْمَدَائِنِ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَقُلْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ-



বাংলা হাদিস

৫২২২. আব্দুল জব্বার ইব্ন আ'লা (র)..... ইব্ন উকায়ম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা হুযায়ফা (রা)-এর সাথে মাদায়েনে ছিলাম। এর পর বর্ণনাকারী উপরোক্ত রিওয়াযাতের অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে তিনি 'কিয়ামত দিবসে' কথাটি উল্লেখ করেন নি।

৫২২৩. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي لَيْلَى قَالَ شَهِدْتُ حُذَيْفَةَ اسْتَسْقَى بِالْمَدَائِنِ فَأَتَاهُ إِنْسَانٌ بِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ فَذَكَرَهُ بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ عُكَيْمٍ عَنْ حُذَيْفَةَ-

৫২২৩. উবায়দুল্লাহ ইব্ন মুআয আশ্বারী (র)..... আব্দুর রাহমান ইব্ন আবু লায়লা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মাদায়েনে হুযায়ফা (রা)-এর সাথে ছিলাম। তিনি পানি পান করতে চাইলে এক ব্যক্তি রৌপ্য পাত্রে পানি নিয়ে এল। এর পর বর্ণনাকারী হুযায়ফা (রা)-এ থেকে ইব্ন উকায়ম (র)-এর হাদীসের সমর্থক হাদীস রিওয়াযাত করেছেন।

৫২২৪. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مَثْنَى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَثْنَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بَشَرَ قَالَ حَدَّثَنَا بِهِزُ كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ بِمِثْلِ حَدِيثِ مُعَاذٍ وَاسْنَادِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْهُمْ فِي الْحَدِيثِ شَهِدْتُ حُذَيْفَةَ غَيْرُ مُعَاذٍ وَحَدَّهُ إِنَّمَا قَالُوا إِنَّ حُذَيْفَةَ اسْتَسْقَى-

৫২২৪. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা, ইব্ন মুসান্না, ইব্ন বাশ্শার ও আব্দুর রাহমান ইব্ন বিশর (র) বাহয (র) থেকে, তাঁরা সকলে শু'বা (র) থেকে মুআয (রা)-এর হাদীস ও সনদের অনুরূপ রিওয়াযাত করেছেন। তবে কেবল মুআয (রা) ছাড়া তাঁদের মধ্যে অন্য কেউ তাঁর হাদীসে 'আমি হুযায়ফার সাথে উপস্থিত ছিলাম' কথাটি উল্লেখ করেন নি। তাঁরা শুধু বলেছেন, 'হুযায়ফা (রা) পানি পান করতে চাইলেন'।

৫২২৫. وَحَدَّثَنَا اسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ قَالَ اَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَثْنَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ كِلَاهُمَا عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ حُذَيْفَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَى حَدِيثِ مَنْ ذَكَرْنَا-

৫২২৫. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম ও মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র).....হুযায়ফা (রা)-এর সূত্রে নবী থেকে উল্লেখিত হাদীসের সমর্থক (হাদীস) বর্ণিত আছে।

৫২২৬. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا سَيْفٌ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى قَالَ اسْتَسْقَى حُذَيْفَةَ فَسَقَاهُ مَجُوسِيٌّ فِي إِنَاءٍ

مِنْ فِضَّةٍ فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَلَا الدِّيْبَاجَ وَلَا تَشْرَبُوا فِي أَنْيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا-

৫২২৬. মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র (র)..... আবদুর রাহমান ইবন আবু লায়লা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুযায়ফা (রা) পানি পান করতে চাইলে এক অগ্নিপূজক একটি রৌপ্য পাত্রে তাঁকে পানি পান করতে দিল। তখন তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, তোমরা মিহি রেশমী কাপড় ও মোটা রেশমী কাপড় পরিধান করবে না, স্বর্ণ ও রৌপ্য পাত্রে পান করবে না এবং সোনা-রূপার প্লেটে আহারও করবে না। কারণ দুনিয়াতে এসব তাদের (কাফিরদের) জন্য।

৫২২৭- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَأَى حُلَّةً سِيرَاءَ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ اشْتَرَيْتَ هَذِهِ فَلَبِستَهَا لِلنَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلِلْوَفْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلْقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ ثُمَّ جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِنْهَا حُلٌّ فَأَعْطَى عُمَرَ مِنْهَا حُلَّةً فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَسَوْتَنِيهَا وَقَدْ قُلْتَ فِي حُلَّةِ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنِّي لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا فَكَسَاهَا عُمَرُ أَخَا لَهُ مُشْرِكًا بِمَكَّةَ-

৫২২৭. ইয়াহুইয়া ইবন ইয়াহুইয়া (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, (একদা) উমর ইবন খাত্তাব (রা) মসজিদের দরজার নিকটে সেয়ারা ‘হুলা’ (‘চেক’ ও রেখাযুক্ত রেশমী কাপড়ের জোড়া সেট) দেখে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি যদি এটি খরিদ করে জুমু‘আর দিন এবং কোন প্রতিনিধি দলের আগমনকালে পরিধান করতেন (তাহলে কতো ভাল হতো)! তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এটি (রেশমী হওয়ার কারণে) সে ব্যক্তিই পরিধান করবে পরকালে যার কোন অংশ নাই। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এ জাতীয় কয়েকটি ‘হুলা’ এলে তিনি তা থেকে একটি ‘হুলা’ উমর (রা)-কে দিলেন। উমর (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি এটি আমাকে পরতে দিলেন? অথচ আপনিই উতারিদের (জনৈক ব্যক্তি) হুলা সম্পর্কে যা বলেছেন তা তো বলেছেন? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আমি এটি তোমাকে বস্ত্ররূপে পরিধান করতে দেই নি। এরপর উমর (রা) সেটি মক্কাতে তাঁর এক মুশরিক ভাইকে (হাদিয়া) রূপে পাঠিয়ে দিলেন।

৫২২৮- وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي ح قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ كِلَاهُمَا عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بَنَحُو حَدِيثَ مَالِكٍ-

৫২২৮. ইবন নুমায়র, আবু বকর ইবন আবু শায়বা, মুহাম্মদ ইবন আবু বকর মুকাদ্দাসী ও সুওয়ায়দ ইবন সাঈদ (র)..... ইবন উমর (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে মালিক (র)-এর হাদীসের অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

৫২২৯- وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَأَى عُمَرُ عُطَارِدًا التَّمِيمِيَّ يُقِيمُ بِالسُّوقِ حُلَّةً سِيرَاءَ وَكَانَ رَجُلًا يَغْشَى الْمُلُوكَ وَيُصِيبُ مِنْهُمْ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَأَيْتُ عُطَارِدًا يُقِيمُ فِي السُّوقِ حُلَّةً سِيرَاءَ فَلَوْ اشْتَرَيْتَهَا فَلَبِسْتُهَا لَوْفُودِ الْعَرَبِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ وَأَظْنُهُ قَالَ وَلَبِسْتُهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرُ فِي الدُّنْيَا مَنْ لَأَخْلَقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِحُلِّ سِيرَاءَ فَبَعَثَ إِلَى عُمَرَ بِحُلَّةٍ وَبَعَثَ إِلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ بِحُلَّةٍ وَأَعْطَى عَلَى بْنِ أَبِي طَالِبٍ حُلَّةً وَقَالَ شَقَّقْهَا خُمْرًا بَيْنَ نِسَائِكَ قَالَ فَجَاءَ عُمَرُ بِحُلَّتِهِ يَحْمِلُهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثْتَ إِلَيَّ بِهِذِهِ وَقَدْ قُلْتَ بِالْأَمْسِ فِي حُلَّةٍ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ فَقَالَ إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا وَلَكِنِّي بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتُصِيبَ بِهَا وَأَمَّا أُسَامَةُ فَرَأَى فِي حُلَّتِهِ فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَظْرًا عَرَفَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ أَنْكَرَ مَا صَنَعَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَنْظُرُ إِلَيَّ فَأَنْتَ بَعَثْتَ إِلَيَّ بِهَا فَقَالَ إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا وَلَكِنِّي بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتُشَقِّقَهَا خُمْرًا بَيْنَ نِسَائِكَ-

৫২২৯. শায়বান ইব্ন ফারুখ (র)..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একবার) উমর (রা) উতারিদ তামীমীকে বাজারে লাল রং-এর ছল্লা বিক্রি করতে দেখলেন। লোকটি রাজা-বাদশাহদের দরবারে যাতায়াত ছিল এবং তাদের কাছ থেকে কিছু (উপহার উপঢৌকন পেত) উমর (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি উতারিদকে বাজারে সিয়রা ছল্লা বিক্রি করতে দেখলাম। আপনি যদি এটি খরিদ করতেন এবং আরবের প্রতিনিধি দল আগমনের সময় পরিধান করতেন! আমার মনে হয় তিনি আরো বলেছেন, এবং জুমু'আর দিনেও পরিধান করতেন। (তাহলে কতো না ভাল হতো!) তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেন : রেশমী কাপড় সে লোকই দুনিয়ায় পরিধান করবে, পরকালে যার কোন হিসসা নেই। পরবর্তী সময়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে কিছু সিয়রা ছল্লা আসলে তিনি তার একটি উমর (রা)-এর কাছে ও একটি উসামা ইব্ন যায়দ (রা)-এর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। আলী ইব্ন আবু তালিব (রা)-কেও তিনি একটি 'ছল্লা' দিলেন এবং বললেন, এটি ফেড়ে ওড়না বানিয়ে তোমার মহিলাদের মাঝে বণ্টন করে দাও। ইব্ন উমর (রা) বলেন, এরপর উমর (রা) তাঁর ছল্লাটি নিয়ে আসলেন এবং বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ! এটি আপনি আমার নিকট পাঠিয়ে দিলেন অথচ এর আগে উতারিদ-এর ছল্লা সম্পর্কে আপনি যা বলার তা বলেছিলেন? তিনি বললেন, তুমি নিজে পরিধান করার জন্য সেটি আমি তোমার কাছে পাঠাইনি, বরং আমি এটি তোমার কাছে পাঠিয়েছি যাতে তুমি এটি দ্বারা উপকৃত হতে পার। এদিকে উসামা (রা) তাঁর ছল্লাটি পরিধান করে বিকেল বেলা বের হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর প্রতি এমনভাবে তাকালেন, যে, তিনি বুঝতে পারলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর এ কাজকে অপসন্দ করেছেন। তখন তিনি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি এভাবে আমার প্রতি তাকাচ্ছেন কেন? আপনিই তো এটি আমার নিকট পাঠিয়েছেন! তিনি বললেন, আমি তোমার কাছে এজন্য পাঠাই নি যে, তুমি এটি পরিধান করবে বরং এজন্য এটি পাঠিয়েছি যে, তুমি এটি ফেড়ে ওড়না বানিয়ে তোমার মহিলাদেরকে দিবে।

৫২৩. - وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لِحَرْمَلَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ وَجَدَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ حُلَّةً مِنْ اسْتَبْرَقٍ تَبَاعُ فِي السُّوقِ فَأَخَذَهَا فَاتَى بِهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْتَغِ هَذِهِ فَتَجْمَلْ بِهَا لِلْعِيدِ وَلِلْوَفْدِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسٌ مِنْ لَا خَلَقَ لَهُ قَالَ فَلَبِثَ عُمَرُ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ أَرْسَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِجُبَّةٍ دِيْبَاجٍ فَأَقْبَلَ بِهَا عُمَرُ حَتَّى أَتَى بِهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقُلْتَ إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسٌ مِنْ لَا خَلَقَ لَهُ أَوْ قُلْتَ إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلَقَ لَهُ ثُمَّ أَرْسَلْتُ إِلَىٰ بِهِذِهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَبِيعُهَا وَتُصِيبُ بِهَا حَاجَتَكَ-

৫২৩০. আবু তাহির ও হারমালা ইবন ইয়াহইয়া (র)..... সালিম ইবন আব্দুল্লাহ (র) থেকে বর্ণিত যে, আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রা) বলেছেন, উমর ইবন খাত্তাব (রা) (একদা) বাজারে মোটা রেশমের তৈরি একটি ছল্লা বিক্রি হতে দেখে সেটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট নিয়ে এলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি এটি খরিদ করুন। তাহলে ঈদের দিন ও প্রতিনিধি দলের আগমনকালে এটি দ্বারা আপনি সুসজ্জিত হতে পারবেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এটি (রেশমী বিধায়) কেবল সে ব্যক্তিরই পোশাক, যার (পরকালে) কোন হিসসা নেই। ইবন উমর (রা) বলেন, এরপর উমর (রা) আল্লাহর যেমন ইচ্ছা কিছুকাল অতিবাহিত করলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কাছে একটি খাঁটি (দীবা) রেশমের জুব্বা পাঠালেন। উমর (রা) সেটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে নিয়ে আসলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনিই তো বলেছেন এটি সে ব্যক্তিরই পোশাক (পরকালে) যার কোন অংশ নাই, আবার আপনি এটি আমার কাছে পাঠালেন? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেন : (আমি পাঠিয়েছি যাতে) তুমি এটি বিক্রি করে নিজের প্রয়োজন মিটাতে।

৫২৩১. - وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ-

৫২৩১. হারুন ইবন মারুফ (র)..... ইবন শিহাব (র) থেকে উল্লেখিত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৫২৩২. - حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْصٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ رَأَى عَلَى رَجُلٍ مِنْ آلِ عَطَارِدٍ قَبَاءً مِنْ دِيْبَاجٍ أَوْ حَرِيرٍ فَقَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَوْ اشْتَرَيْتَهُ فَقَالَ إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذَا مَنْ لَا خَلَقَ لَهُ فَأُهْدِيَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حُلَّةٌ سِيرَاءٌ فَأَرْسَلَ بِهَا إِلَيَّ قَالَ قُلْتُ أَرْسَلْتَ بِهَا إِلَيَّ وَقَدْ سَمِعْتُكَ قُلْتَ فِيهَا مَا قُلْتَ قَالَ إِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتَسْتَمْتَعَ بِهَا-

৫২৩২. যুহায়র ইব্ন হার্ব (র)..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, উমর (রা) উতারিদ পরিবারের এক ব্যক্তির নিকট একটি রেশমী কাবা' (বড় জামা) দেখতে পেয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বললেন, আপনি যদি এটি খরিদ করতেন! তখন তিনি বললেন : এটি কেবল সে ব্যক্তিই পরবে (পরকালে) যার কোন অংশ নেই। এরপর লাল রং-এর একটি সিয়ারা হুলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট হাদিয়া রূপে আসলে তিনি সেটি আমার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি [উমর (রা)] বলেন, আমি বললাম, আপনি এটি আমার কাছে পাঠালেন? অথচ এজাতীয় কাপড় সম্বন্ধে আপনার উক্তি আমার কর্ণগোচর হয়েছে। তিনি বললেন : আমি শুধু এজন্য এটি তোমার কাছে পাঠিয়েছি যাতে তুমি এটি দ্বারা (বিক্রি করে) উপকার লাভ করতে পারো।

৫২৩৩- وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْصٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ رَأَى عَلَى رَجُلٍ مِنْ آلِ عَطَارِدٍ بِمِثْلِ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لَتَنْتَفِعَ بِهَا وَلَمْ أَبْعَثْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا-

৫২৩৩. ইব্ন নুমায়র (র)..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, উমর (রা) উতারিদ পরিবারের জনৈক ব্যক্তির গায়ে দেখতে পেলেন। এরপর বর্ণনাকারী ইয়াহুইয়া ইব্ন সাঈদ (র)-এর হাদীসের অনুরূপ রিওয়ায়াত করেন। তবে তিনি উল্লেখ করেছেন, আমি এটি তোমার কাছে পাঠিয়েছি যাতে তুমি এরদ্বারা উপকৃত হতে পার। পরিধান করার জন্য এটি তোমার কাছে পাঠাই নি।

৫২৩৪- حَدَّثَنِي ابْنُ مَثْنَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي اسْحَقَ قَالَ قَالَ لِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِي الْأَسْتَبْرِقِ قَالَ قُلْتُ مَا غُلُظٌ مِنَ الدِّيْبَاجِ وَخَشَنٌ مِنْهُ فَقَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ رَأَى عُمَرُ عَلَى رَجُلٍ حُلَّةً مِنْ اسْتَبْرِقٍ فَآتَى بِهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَقَالَ إِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتُصِيبَ بِهَا مَالًا-

৫২৩৪. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র)..... ইয়াহুইয়া ইব্ন আবু ইসহাক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সালিম ইব্ন আব্দুল্লাহ (র) আমাকে বলেন 'ইস্তাব্রাক' কি? তিনি বলেন, আমি বললাম, মোটা ও খসখসে রেশমী কাপড়। তিনি বললেন, আমি আব্দুল্লাহ ইব্ন উমর (রা)-কে বলতে শুনেছি, উমর (রা) এক ব্যক্তির গায়ে ইস্তাব্রাকের তৈরি হুলা দেখে সেটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট নিয়ে আসলেন।..... এরপর বর্ণনাকারী ইয়াহুইয়া (র) উল্লেখিত রাবিগণের অনুরূপ রিওয়ায়াত করেন। তবে তিনি বলেছেন, এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আমি এটি তোমার কাছে কেবল এজন্য পাঠিয়েছি যে, তুমি এর দ্বারা কিছু মাল অর্জন করতে পারবে।

৫২৩৫- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مَوْلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ وَكَانَ خَالَ وَلَدٍ عَطَاءٍ قَالَ أَرْسَلْتَنِي أَسْمَاءُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ

মুসলিম ৫ম খণ্ড—১৪

فَقَالَتْ بَلَّغْنِي أَنْكَ تَحْرِمُ أَشْيَاءَ ثَلَاثَةَ الْعَلَمِ فِي الثَّوْبِ وَمِثْرَةَ الْأَرْجُوانِ وَصَوْمَ رَجَبِ كُلِّهِ فَقَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ رَجَبٍ فَكَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ الْأَبَدَ وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنَ الْعَلَمِ فِي الثَّوْبِ فَإِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرُ مَنْ لَا خَلَقَ لَهُ فَخِيفَتْ أَنْ يَكُونَ الْعَلَمُ مِنْهُ وَأَمَّا مِثْرَةُ الْأَرْجُوانِ فَهَذِهِ مِثْرَةُ عَبْدِ اللَّهِ فَإِذَا هِيَ أَرْجُوانُ فَرَجَعْتُ إِلَى أَسْمَاءَ فَخَبَّرْتُهَا فَقَالَتْ هَذِهِ جُبَّةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَخْرَجَتْ إِلَيَّ جُبَّةً طَيَالِسَةً كِسْرَوَانِيَّةً لَهَا لِبْنَةٌ دِيْبَاجٍ وَفَرْجِيهَا مَكْفُوفَيْنِ بِالْدِيْبَاجِ فَقَالَتْ هَذِهِ كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ حَتَّى قُبِضَتْ فَلَمَّا قُبِضَتْ قَبِضْتُهَا وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَلْبَسُهَا فَنَحْنُ نَفْسِلُهَا لِلْمَرْضَى لِيَسْتَشْفَى بِهَا-

৫২৩৫. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া (র)..... আসমা বিন্ত আবু বকর (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম আবদুল্লাহ (র), তিনি আতা (র)-এর সন্তানদের মামা হতেন— থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আসমা (রা) আমাকে আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা)-এর নিকট এই বলে পাঠালেন যে, আমি জানতে পেরেছি তুমি নাকি তিনটি জিনিসকে হারাম মনে কর। কাপড়ে (রেশমের) নকশা বা নকশী পাড়, গাঢ় লাল রং-এর মীছারা (এক জাতীয় রেশমজাত লাল বর্ণের গদীর আচ্ছাদন) ও রজবের পুরো মাস সাওম পালন করা। তখন আবদুল্লাহ (রা) আমাকে বললেন, আপনি যে রজব মাসের সাওম হারামের কথা বললেন এটা সে ব্যক্তির পক্ষে কিভাবে সম্ভব যিনি সদাসর্বদা সাওম পালন করেন? আর আপনি যে কাপড়ে (রেশমের) পাড় বা নকশার কথা বললেন, এ সম্বন্ধে আমি উমর ইব্ন খাত্তাব (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি, রেশমী কাপড় কেবল সে লোকই পরবে (পরকালে) যার কোন হিসসা নেই। তাই আমার আশংকা হল নকশাও এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। আর গাঢ় লাল রং-এর মীছারা (পর্দার আচ্ছাদন) তা এই তো আবদুল্লাহরই মীছারা। দেখলাম, আসলেই সেটি গাঢ় লাল রং-এর (সূতি বা পশমী কাপড়)। এরপর আমি আসমা (রা)-এর কাছে ফিরে গেলাম এবং তাঁকে (আমার) এ বিষয়ে খবর দিলাম। তখন তিনি বললেন, এটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জুব্বা। এই বলে তিনি একটি তায়লামান কিসরাওয়ানী (পারস্য সম্রাট কিস্রার প্রতি সম্বন্ধযুক্ত) সবুজ রং-এর জুব্বা বের করলেন যার পকেটটি ছিল রেশমের তৈরি এবং এর দুই পাশের ফাঁড়া ছিল খাঁটি রেশমের টুকরা দ্বারা আবৃত। তিনি বললেন, এটি আয়েশার মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর কাছেই ছিল। তাঁর মৃত্যুর পর আমি এটি নিয়েছি। নবী ﷺ এটি পরিধান করতেন। তাই আমরা রোগীদের শিফা হাসিলের জন্য এটি ধৌত করি এবং সে পানি তাদেরকে পান করিয়ে থাকি।

৫২৩৬- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ خَلِيفَةَ بْنِ كَعْبٍ مِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ يَخْطُبُ يَقُولُ إِلَّا لَا تَلْبَسُوا نِسَاءَ كُمُ الْحَرِيرِ فَإِنِّي: أَبِي ذُبْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ فَإِنَّهُ مَنْ لَبَسَهُ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ-

৫২৩৬. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)..... খালীফা ইবন কা'ব আবু যুবায়ান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবন যুহায়র (রা)-কে খুত্বায় একথা বলতে শুনেছি যে, সাবধান! তোমরা তোমাদের নারীদেরকে রেশমী কাপড় পরাবে না। কারণ আমি উমর ইবন খাত্তাব (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা রেশমী কাপড় পরো না। কেননা দুনিয়ায় যে ব্যক্তি তা পরবে, পরকালে সে তা পরতে পারবে না।

৫২৩৭- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ وَنَحْنُ بِأَذْرَبِيجَانَ يَاعْتَبَةُ بْنُ فَرْقَدٍ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ كَدِّكَ وَلَا مِنْ كَدِّ أَبِيكَ وَلَا مِنْ كَدِّ أُمِّكَ فَاشْبِعِ الْمُسْلِمِينَ فِي رِحَالِهِمْ مِمَّا تَشْبِعُ مِنْهُ فِي رَحْلِكَ وَأَيَّاكُمْ وَالتَّنْعُمُ وَزِيَّ أَهْلِ الشَّرِّكَ وَلِبُوسَ الْحَرِيرِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ لِبُوسِ الْحَرِيرِ قَالَ إِلَّا هَكَذَا وَرَفَعَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اصْبِغِيهِ الْوُسْطَى وَالسَّبَّابَةَ وَضَمَّهُمَا قَالَ زُهَيْرٌ قَالَ عَاصِمٌ هَذَا فِي الْكِتَابِ قَالَ وَرَفَعَ زُهَيْرٌ اصْبِغِيهِ-

৫২৩৭. আহমাদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন ইউনুস (র)..... আবু উসমান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা 'আজারবায়জান'-এ ছিলাম, এ সময় উমর (রা) আমাদের (দলপতির) নিকট পত্র লিখলেন, হে উতবা ইবন ফারকাদ! এ সম্পদ তোমারও কষ্টার্জিত নয়, তোমার পিতামাতারও কষ্টার্জিত নয়। সুতরাং এ থেকে তুমি যেভাবে নিজ গৃহে পেটপূরে আহার কর, তেমনিভাবে মুসলমানদের বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে তাদেরকেও তৃপ্তিসহ আহার করাও। আর সাবধান, বিলাসিতা, মুশরিকদের বেশভূষা এবং রেশমী কাপড় পরা থেকে বেঁচে থাকবে। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ রেশমী বস্ত্র পরিধান করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন, তবে এ পরিমাণ (জায়েয আছে)। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর শাহাদাত ও মধ্যমা অঙ্গুলীদ্বয় একত্রিত করে আমাদের সামনে তুলে ধরলেন। যুহায়র (রা) বলেন আসিম, (রা) বলেছেন, পত্রে তা আছে, আর যুহায়র (রা) তার দুই আঙ্গুল তুলে দেখালেন।

৫২৩৮- وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ كِلَاهُمَا عَنْ عَاصِمٍ بِهِذَا الْإِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْحَرِيرِ بِمِثْلِهِ-

৫২৩৮. যুহায়র ইবন হার্ব ও ইবন নুমায়র (র)..... আসিম (র) থেকে উল্লিখিত সনদে নবী ﷺ থেকে রেশমী কাপড় সম্বন্ধে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

৫২৩৯- وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ كِلَاهُمَا عَنْ جَرِيرٍ وَاللَّفْظُ لِاسْحَاقَ قَالَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ كُنَّا مَعَ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ فَجَاءَنَا كِتَابُ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ إِلَّا مَنْ لَيْسَ لَهُ مِنْهُ شَيْءٌ فِي الْآخِرَةِ

إِلَّا هَكَذَا وَقَالَ أَبُو عُثْمَانَ بِاصْبِغِيهِ اللَّتَيْنِ تَلِيَانِ الْأَبْهَامَ فَرَأَيْتُهُمَا أَرْأَرَ الطِّيَالِسَةَ حِينَ رَأَيْتُ الطِّيَالِسَةَ-

৫২৩৯. ইব্ন আবু শায়বা (র) ও ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম হানযালী (র)..... আবু উসমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা উতবা ইব্ন ফারকাদ (রা)-এর সাথে ছিলাম। এ সময় আমাদের কাছে উমর (রা)-এর পত্র এলো। পত্রে উল্লেখ ছিল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রেশমী কাপড় কেবল সে লোকই পরিধান করবে, পরকালে যার তা থেকে কোন অংশ নেই। তবে এ পরিমাণ জায়েয আছে। আবু উসমান (র) তাঁর বৃদ্ধাঙ্গুল সংলগ্ন দু'টি আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করলেন। আমি সে দু'টোকে তায়ালিসা জুব্বা-র বোতাম-এর (পড়ি) পরিমাণ বুঝলাম যখন আমি তায়ালিসা দেখলাম তখনও তাই মনে হল।

৫২৪০. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ قَالَ كُنَّا مَعَ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ بِمِثْلِ حَدِيثِ جَرِيرٍ-

৫২৪০. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল আলা (র)..... আবু উসমান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা উতবা ইব্ন ফারকাদ (রা)-এর সাথে ছিলাম।..... বর্ণনাকারী পরবর্তী অংশ জারীরের হাদীসের অনুরূপ রিওয়ায়াত করেন।

৫২৪১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثْنَى وَأَبْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ مُثْنَى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ النَّهْدِيَّ قَالَ جَاءَنَا كِتَابُ عُمَرَ وَنَحْنُ بِأَذْرَبِجَانَ مَعَ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ أَوْ بِالشَّامِ أَمَا بَعْدُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْحَرِيرِ إِلَّا هَكَذَا اصْبِغِينَ قَالَ أَبُو عُثْمَانَ فَمَا عَثَمْنَا أَنَّهُ يَغْنَى الْأَعْلَامَ-

৫২৪১. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র)..... আবু উসমান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা উতবা ইব্ন ফারকাদ (রা)-এর সাথে আজারবায়জান-এ অথবা সিরিয়ায় ছিলাম। সে সময় আমাদের কাছে উমর (রা)-এর নিকট থেকে এ মর্মে একটি পত্র এলো যে, 'আম্মা বা'দু' (অতঃপর) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রেশমী কাপড় ব্যবহার নিষেধ করেছেন, তবে দু'আঙ্গুল পরিমাণ হলে জায়েয হবে। আবু উসমান (র) বলেন, আমাদের বুঝতে বিলম্ব হল না যে, তিনি (এ দ্বারা) নকশী (পাড়) ও কারুকাকার্যের প্রতি ইংগিত করেছেন।

৫২৪২. وَحَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ الْمِصْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُثْنَى قَالَا حَدَّثَنَا مُعَاذٌ وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ أَبِي عُثْمَانَ-

৫২৪২. আবু গাস্‌সান মিস্‌মাই ও মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র)..... কাতাদা (র) থেকে উল্লিখিত সনদে অনুরূপ বর্ণিত আছে। তবে তিনি আবু উসমান (র)-এর উক্তিটি উল্লেখ করেন নাই।

৫২৪৩. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ وَأَبُو غَسَّانَ الْمِصْمَعِيُّ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُثْنَى وَأَبْنُ بَشَّارٍ قَالَ اسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ

بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِيِّ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ بِالْجَابِيَةِ فَقَالَ نَهَى نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إِلَّا مَوْضِعَ اصْبَعَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ أَوْ أَرْبَعٍ -

৫২৪৩. উবায়দুল্লাহ ইবন উমর আল কাওয়ারীরী, আবু গাস্‌সান আল মিস্‌মাদ্‌, যুহায়র ইবন হার্ব, ইসহাক ইবন ইবরাহীম, মুহাম্মদ ইবন মুসান্না ও ইবন বাশ্‌শার (র)..... সুওয়ায়দ ইবন গাফালা (র) থেকে বর্ণিত যে, (একদা) উমর ইবন খাত্তাব (রা) জাবিয়া নামক স্থানে খুতবা দানকালে বললেন, আল্লাহর নবী ﷺ রেশমী বস্ত্র পরিধান করতে নিষেধ করেছেন। তবে যদি দু'আঙ্গুল বা তিন আঙ্গুল বা চার আঙ্গুল পরিমাণ (পাড় বা আঁচল) হয় (তাহলে জায়েয হবে)।

৫২৪৪ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّزِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ -

৫২৪৪. মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ রুয্বী (র)..... কাতাদা (র) থেকে উল্লিখিত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

৫২৪৫ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَيَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ وَاللَّفْظُ لِابْنِ حَبِيبٍ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ لَبَسَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمًا قَبَاءً مِنْ دِيبَاجٍ أَهْدَى لَهُ ثُمَّ أَوْشَكَ أَنْ يَنْزَعَهُ فَأَرْسَلَ بِهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقِيلَ لَهُ قَدْ أَوْشَكَ مَا نَزَعْتَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ نَهَانِي عَنْهُ جِبْرِئِيلُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَجَاءَهُ عُمَرُ يَبْكِي فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَرِهْتَ أَمْرًا وَأَعْطَيْتَنِيهِ فَمَا لِي قَالَ إِنِّي لَمْ أُعْطِكَهُ لِيَتَلَبَّسَهُ إِنَّمَا أُعْطَيْتُكَ تَبِيعُهُ فَبَاعَهُ بِالْفَى دِرْهَمٍ -

৫২৪৫. মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র, ইসহাক ইবন ইবরাহীম হানযালী, ইয়াহুইয়া ইবন হাবীব ও হাজ্জাজ ইবন শাইর (র)..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন নবী ﷺ খাঁটি রেশমের তৈরি একটি কাবা 'পরিধান করলেন, যা তাঁকে হাদিয়া (উপঢৌকন) দেয়া হয়েছিলো। এরপর তিনি সেটি তৎক্ষণাৎ খুলে ফেললেন। তারপর সেটি উমর ইবন খাত্তাবের নিকট পাঠিয়ে দিলেন। তাঁকে বলা হলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি অবিলম্বে এটি খুলে ফেললেন? তিনি বললেন জিব্রাইল (আ) আমাকে এটি ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। এরপর উমর (রা) ক্রন্দনরত অবস্থায় তাঁর কাছে এসে বললেন : হে আল্লাহর রাসূল! আপনি যে বস্তু অপসন্দ করলেন তা আমাকে দিলেন, আমার উপায় কি? তখন তিনি বললেন, আমি এটি তোমাকে পরতে দেইনি। আমি তো তোমাকে বিক্রি করার জন্য দিয়েছি। পরে উমর (রা) সেটি দু'হাজার দিরহামে বিক্রি করলেন।

৫২৪৬- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عَوْنٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ أَهْدَيْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ حُلَّةً سِيرَاءُ فَبَعَثَ بِهَا إِلَيَّ فَلَبِسْتُهَا فَعَرَفْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا إِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتُشَقِّقَهَا خُمْرًا بَيْنَ النِّسَاءِ-

৫২৪৬. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র)..... আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে একটি লাল সিয়রা হুলা হাদিয়া দেয়া হল। এরপর তিনি সেটি আমার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। আমি সেটি পরিধান করলে তাঁর চেহারায় ক্রোধ লক্ষ্য করলাম। তিনি বললেন : আমি এটি পরিধান করার জন্য তোমার কাছে পাঠাইনি। পাঠিয়েছি তো এজন্য যে, তুমি এটি ফেড়ে ওড়না হিসেবে তোমার মহিলাদের মধ্যে বণ্টন করে দিবে।

৫২৪৭- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عَوْنٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ فِي حَدِيثِ مُعَاذٍ فَأَمَرَنِي فَأَطَرْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي وَفِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ فَأَطَرْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي وَلَمْ يَذْكُرْ فَأَمَرَنِي-

৫২৪৭. উবায়দুল্লাহ ইবন মুআয ও মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)..... আবু আওন (র) সূত্রে উল্লেখিত সনদে হাদীসটি বর্ণিত আছে। তবে মুআয (র)-এর হাদীসে আছে, ‘পরে তাঁর আদেশে আমি সেটি কেটে আমার মহিলাদের মাঝে ভাগ করে দিলাম।’ আর মুহাম্মদ ইবন জা‘ফর (র)-এর হাদীসে আছে, ‘পরে আমি আমার মহিলাদের মাঝে সেটি কেটে ভাগ করে দিলাম।’ তিনি আমাকে আদেশ করেছেন কথাটি উল্লেখ করেন নি।

৫২৪৮- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَزُهَيْرٍ قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ أَبِي عَوْنٍ التَّقْفِيُّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ الْحَنْفِيُّ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ أَكِيدَرَ دُومَةَ أَهْدَى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ثَوْبَ حَرِيرٍ فَأَعْطَاهُ عَلِيًّا فَقَالَ شَقَّقْهُ خُمْرًا بَيْنَ الْفَوَاطِمِ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ بَيْنَ النِّسَاءِ-

৫২৪৮. আবু বকর ইবন আবু শায়বা, আবু কুরায়ব ও যুহায়র ইবন হারব (র)..... আলী (রা) থেকে বর্ণিত যে, দাওমা (দূমা) নিবাসী উকায়দির নবী ﷺ-কে একটি রেশমী কাপড় উপঢৌকন দিলে তিনি সেটি আলী (রা)-কে দিয়ে দিলেন এবং বললেন, তুমি এটি ফেড়ে ফাতিমাদের মধ্যে ভাগ করে দাও। আবু বকর ও আবু কুরায়ব (র) বলেছেন ‘মহিলাদের মাঝে’।

৫২৪৯- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ كَسَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حُلَّةً سِيرَاءَ فَخَرَجْتُ فِيهَا فَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ قَالَ فَشَقَّقْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي-

৫২৪৯. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আলী ইবন আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে একটি 'সিয়ারা' হুলা দিলেন। আমি সেটি পরে বের হলে তাঁর চেহারায় ক্রোধ লক্ষ্য করলাম। তিনি বলেন, পরে আমি সেটি ফেড়ে আমার মহিলাদের মাঝে ভাগ করে দিলাম।

৫২৫০. - وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ وَأَبُو كَامِلٍ وَاللَّفْظُ لِأَبِي كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصَمِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ فَقَالَ عُمَرُ بَعَثْتُ بِهَا إِلَيَّ وَقَدْ قُلْتُ فِيهَا مَا قُلْتَ قَالَ إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا وَإِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتَنْتَفِعَ بِثَمَنِهَا-

৫২৫০. শায়বান ইবন ফাররুখ ও আবু কামিল (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ উমর (রা)-এর নিকট একটি রেশমী জুব্বা পাঠালে উমর (রা) বললেন, আপনি এটি আমার কাছে পাঠালেন, অথচ আপনি এটি সম্বন্ধে যা বলার তা বলেছেন? তিনি বললেন : আমি এটি এজন্য পাঠাইনি যে, তুমি তা পরিধান করবে। আমি তো এ জন্য পাঠিয়েছি যে, তুমি এর মূল্য দ্বারা উপকৃত হবে।

৫২৫১. - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ-

৫২৫১. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও যুহায়র ইবন হারব (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি দুনিয়ায় রেশম (জাত কাপড়) পরবে, পরকালে সে তা পরতে পারবে না।

৫২৫২. - وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ الدَّمَشْقِيُّ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي شَدَّادُ أَبُو عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ-

৫২৫২. ইবরাহীম ইবন মুসা আর্-রাযী (র)..... আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি দুনিয়ায় রেশমী কাপড় পরবে, পরকালে সে তা পরতে পারবে না।

৫২৫৩. - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّهُ قَالَ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَرُوجُ حَرِيرٍ فَلَبِسَهُ ثُمَّ صَلَّى فِيهِ ثُمَّ أَنْصَرَفَ فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيدًا كَالْكَارِهِ لَهُ ثُمَّ قَالَ لَا يَنْبَغِي هَذَا لِلْمُتَّقِينَ-

৫২৫৩. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)..... উকবা ইবন আমির (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কে রেশমের তৈরি পেছন ফাড়া একটি কাবা উপঢৌকন দেয়া হলে তিনি তা পরিধান করলেন। তারপর তা

৫২৫৮. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র) মুহাম্মদ ইব্ন জা'ফর (র)-এর সূত্রে শু'বা (র) থেকে উল্লিখিত সনদে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

৫২৫৯ - وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ أَنَّ أَنَسًا أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ شَكَّوْا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْقَمْلَ فَرَخَّصَ لَهُمَا فِي قُمْصِ الْحَرِيرِ فِي غَزَاةٍ لَهُمَا -

৫২৫৯. যুহায়র ইব্ন হার্ব (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, আবদুর রহমান ইব্ন আওফ ও যুবায়র ইব্ন আওয়াম (রা) নবী ﷺ-এর নিকট (শরীরে) উকুনের অভিযোগ করলে তিনি তাদেরকে এক যুদ্ধে রেশমী কামিস (জামা) পরিধানের অনুমতি দিয়েছেন।

৪ - بَابُ النَّهْيِ عَنْ لُبْسِ الرَّجُلِ الثَّوْبِ الْمُعَصْفَرِ

৪. পরিচ্ছেদ : পুরুষের জন্য আসফার ঘাস দ্বারা রঞ্জিত কাপড় পরিধান করা নিষিদ্ধ

৫২৬০ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ ابْنَ مَعْدَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ جُبَيْرَ ابْنَ نَفِيرٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو بْنَ الْعَاصِ أَخْبَرَهُ قَالَ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ فَلَا تَلْبَسُهَا -

৫২৬০. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র)..... আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর ইব্নুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার পরিধানে 'উসফুর' দ্বারা রঞ্জিত (কুসুম ও হলুদ রংয়ের) দু'টি কাপড় দেখে বললেন, এগুলো কাফিরদের পোশাক। সুতরাং তুমি এগুলো পরিধান করবে না।

৫২৬১ - وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْمُبَارَكِ كِلَاهُمَا عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَا عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ -

৫২৬১. যুহায়র ইব্ন হার্ব ও আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা (র)..... ইয়াহইয়া ইব্ন আবু কাসীর (র) থেকে উল্লিখিত সনদে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেন। তবে তাঁরা দু'জন (মধ্যবর্তী রাবী হিশাম ও আলী ইবনুল মুবারাক) খালিদ ইব্ন মা'দান (র)-এর থেকে বলেছেন।

৫২৬২ - وَحَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ الْمَوْصِلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَخْوَلِ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ رَأَى النَّبِيُّ ﷺ عَلَى ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ فَقَالَ أُمُّكَ أَمَرَتْكَ بِهَذَا قُلْتُ أَغْسِلُهُمَا قَالَ بَلْ أَحْرَقَهُمَا -

৫২৬২. দাউদ ইব্ন রুশায়দ (র)..... আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আমার গায়ে উসফুর দ্বারা রঞ্জিত দু'টি কাপড় দেখে বললেন, তোমার মা কি তোমাকে এর আদেশ দিয়েছে? আমি বললাম, আমি এ দু'টি ধুয়ে ফেলি? তিনি বললেন, বরং দু'টিকে পুড়িয়ে ফেল।

৫২৬৩. হাদাব ইব্ন খালিদ (র)..... আলী ইব্ন আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে রুকু অবস্থায় কুরআন পড়তে, স্বর্ণ ও মু'আসফার (কুসুম ও হলুদ বর্ণে রঞ্জিত) কাপড় ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

৫২৬৪. হারমালা ইব্ন ইয়াহইয়া (র)..... আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাকে রুকু অবস্থায় কুরআন পড়তে, স্বর্ণ ও মু'আসফার (কুসুম ও হলুদ বর্ণে রঞ্জিত) কাপড় ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

৫২৬৫. আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র)..... আলী ইব্ন আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে স্বর্ণের আংটি ব্যবহার করতে, কাসসী কাপড় পরিধান করতে, রুকু ও সিজদায় কুরআন পড়তে এবং আসফার দ্বারা (হলুদ রংয়ে) রঞ্জিত পোশাক পড়তে নিষেধ করেছেন।

৫২৬৬. হাদাব ইব্ন খালিদ (র)..... কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আনাস ইব্ন মালিক (রা)-কে বললাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সব চেয়ে প্রিয় ও পসন্দনীয় পোশাক কি ছিল? তিনি বললেন : হিবারা (কাতান) কাপড়।^১

৫২৬৭. হাদাব ইব্ন খালিদ (র)..... কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আনাস ইব্ন মালিক (রা)-কে বললাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সব চেয়ে প্রিয় ও পসন্দনীয় পোশাক কি ছিল? তিনি বললেন : হিবারা (কাতান) কাপড়।^১

৫২৬৮. হাদাব ইব্ন খালিদ (র)..... কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আনাস ইব্ন মালিক (রা)-কে বললাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সব চেয়ে প্রিয় ও পসন্দনীয় পোশাক কি ছিল? তিনি বললেন : হিবারা (কাতান) কাপড়।^১

৫ - بَابُ فَضْلِ لِبَاسِ الثِّيَابِ الْحَبْرَةِ -

৫. পরিচ্ছেদ : কাতান কাপড়ের পোশাকের ফযীলত

৫২৬৯. হাদাব ইব্ন খালিদ (র)..... কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আনাস ইব্ন মালিক (রা)-কে বললাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সব চেয়ে প্রিয় ও পসন্দনীয় পোশাক কি ছিল? তিনি বললেন : হিবারা (কাতান) কাপড়।^১

৫২৭০. হাদাব ইব্ন খালিদ (র)..... কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আনাস ইব্ন মালিক (রা)-কে বললাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সব চেয়ে প্রিয় ও পসন্দনীয় পোশাক কি ছিল? তিনি বললেন : হিবারা (কাতান) কাপড়।^১

১. রেশমী কাতান নয়। বরং সূতি রেখাযুক্ত (স্ট্রিপ) 'চেক' কাপড়।

৫২৬৭- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ أَحَبَّ الثِّيَابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْحَبْرَةُ-

৫২৬৭. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র)..... অনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট সবচেয়ে প্রিয় কাপড় ছিল হিবরা (কাতান)।

৬- بَابُ التَّوَاضُّعِ فِي اللَّبَاسِ وَالْإِقْتِصَارُ عَلَى الْغَلِيظِ مِنْهُ وَالْيَسِيرُ فِي اللَّبَاسِ وَالْفِرَاشِ وَغَيْرَهُمَا وَجُوزُ لُبْسِ ثَوْبٍ شَعَرَ وَمَا فِيهِ أَعْلَامٌ-

৬. পরিচ্ছেদ : সাদাসিধে পোশাক পরা। পোশাক, বিছানা ইত্যাদির ক্ষেত্রে মোটা ও সাধারণ কাপড়ের উপরই সীমিত থাকা এবং পশমী ও নকশী করা কাপড় পরার বৈধতা প্রসঙ্গে

৫২৬৮- حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ابْنُ الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَأَخْرَجَتْ إِلَيْنَا إِزَارًا غَلِيظًا مِمَّا يُصْنَعُ بِالْيَمَنِ وَكِسَاءً مِنَ النَّتِيِّ يُسَمُّونَهَا الْمَلْبَدَةَ قَالَ فَأَقْسَمْتُ بِاللَّهِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قُبِضَ فِي هَذَيْنِ الثَّوْبَيْنِ-

৫২৬৮. শায়বান ইবন ফারুখ (র)..... আবু বুরদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-এর নিকট গেলে তিনি আমাদের সামনে ইয়ামানের তৈরি মোটা কাপড়ের একটি ইয়ার (লুঙ্গি) ও মুলাব্বাদা নামের একটি চাদর বের করলেন। তিনি বলেন, এরপর তিনি (আয়েশা) আল্লাহর কসম করে বলেন, এ দু'টি কাপড় পরিহিত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওফাত হয়।

৫২৬৯- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُثَيْبَةَ قَالَ ابْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ أَخْرَجَتْ إِلَيْنَا عَائِشَةُ إِزَارًا وَكِسَاءً مَلْبَدًا فَقَالَتْ فِي هَذَا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ ابْنُ حَاتِمٍ فِي حَدِيثِهِ إِزَارًا غَلِيظًا-

৫২৬৯. আলী ইবন হুজর সা'দী, মুহাম্মদ ইবন হাতিম ও ইয়াকুব ইবন ইবরাহীম (র)..... আবু বুরদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা (রা) আমাদের সামনে একটি ইয়ার ও একটি তালিবিশিষ্ট (মুলাব্বাদা) চাদর বের করলেন এবং বললেন, এতেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওফাত হয়। ইবন হাতিম (র) তাঁর হাদীসে 'মোটা ইয়ার' বলেছেন।

৫২৭০- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ بِهَذَا الْأِسْنَادِ مِثْلَهُ وَقَالَ إِزَارًا غَلِيظًا-

৫২৭০. মুহাম্মদ ইবন রাফি' (র)..... আইউব (র) থেকে উল্লেখিত সনদে অনুরূপ বর্ণিত আছে। তিনিও 'মোটা ইয়ার' (লুঙ্গি) বলেছেন।

ইয়ার' (লুঙ্গি) বলেছেন।

৫২৭১- وَحَدَّثَنِي سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَاءَ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِيهِ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِيهِ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَاءَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ ذَاتَ غَدَاةٍ وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مُرَحَّلٌ مِنْ شَعَرٍ أَسْوَدَ-

৫২৭১. সুরায়জ ইবন ইউনুস, ইবরাহীম ইবন মুসা ও আহমদ ইবন হাম্বল (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন নবী ﷺ (গৃহ থেকে) একটি চাদর গায়ে দিয়ে বের হয়েছিলেন যাতে কালো পশম দ্বারা উটের হাওদার চিত্র চিত্রিত ছিল।

৫২৭২- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ وَسَادَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الَّتِي يَتَكَيُّ عَلَيْهَا مِنْ أَدَمٍ حَشْوَةٌ لَيْفٌ-

৫২৭২. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে বালিশের ওপর রাসূলুল্লাহ ﷺ হেলান দিতেন সেটি ছিল চামড়ার, এর ভেতরে ভরা ছিল খেজুর গাছের ছাল-বাকল।

৫২৭৩- وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّمَا كَانَ فِرَاشُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الَّذِي يَنَامُ عَلَيْهِ أَدَمًا حَشْوَةٌ لَيْفٌ-

৫২৭৩. আলী ইবন হুজর সা'দী (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যে বিছানায় ঘুমাতেন, সেটি চামড়ার ছিল। তার ভেতরে ভরা ছিল খেজুর গাছের ছাল-বাকল।

৭- بَابُ جَوَازِ اتِّخَاذِ الْأَنْمَاطِ-

৭. পরিচ্ছেদ : বিছানার চাদর ব্যবহার কথা বৈধ

৫২৭৪- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ كِلَاهُمَا عَنْ هِشَامِ بْنِ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَا ضِجَاعُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ يَنَامُ عَلَيْهِ-

৫২৭৪. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) হিশাম (র) থেকে উল্লেখিত সনদে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেন। তবে তাঁরা দু'জন ('ফিরাশ'-এর স্থলে) 'দিজা' বলেছেন। আর আবু মুআবিয়া (র)-এর হাদীসে আছে 'যার উপর তিনি ঘুমাতেন।'

৫২৭৫- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَمْرُو بْنُ النَّاقِدِ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو قَالَ عَمْرٍو وَقُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

৫২৭৫. কুতায়রা ইব্ন সাঈদ, আমর আন-নাকিদ ও ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বিয়ে করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন : তুমি কি 'আনমাত' বিছানার কোমল চাদর সংগ্রহ করেছ? আমি বললাম, আমরা 'আনমাত' (সৌখিন বিছানার চাদর) কোথায় পাব? তিনি বললেন, অচিরেই তা (এর ব্যবস্থা) হবে।

৫২৭৬ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَمَّا تَزَوَّجْتُ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اتَّخَذْتَ أَنْمَاطًا قُلْتُ وَأَنَّى لَنَا أَنْمَاطُ قَالَ أَمَا إِنَّهَا سَتَكُونُ قَالَ جَابِرٌ وَعِنْدَ امْرَأَتِي نَمَطٌ فَأَنَا أَقُولُ نَحْيَهُ عَنِّي وَتَقُولُ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّهَا سَتَكُونُ -

وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ مِثْنَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ فَادَعَاهَا -

৫২৭৬ মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন নুমায়র (র)..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যখন বিয়ে করলাম, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন : তুমি কি বিছানার কোমল চাদর সংগ্রহ করেছ? আমি বললাম, আমরা কোথায় পাব কোমল বিছানার চাদর? তিনি বললেন, শীঘ্রই এর ব্যবস্থা হবে। জাবির (রা) বলেন, (এখন) আমার স্ত্রীর কাছে একটি বিছানার চাদর আছে। আমি বলি, তুমি এটি (আমার সামনে থেকে) সরিয়ে ফেল। সে বল, রাসূলুল্লাহ ﷺ না বলেছেন : শীঘ্রই এর ব্যবস্থা হবে?

মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র)..... সুফয়ান (র) থেকে উল্লেখিত সনদে হাদীসটি বর্ণিত আছে। তবে তিনি 'তখন আমি তাকে ছেড়ে দেই' (চাদর ব্যবহারে বাধা দেই না) কথাটি বর্ধিত করেছেন।

৪ - بَابُ كَرَاهَةِ مَا زَادَ عَلَى الْحَاجَةِ مِنَ الْفِرَاشِ وَاللِّبَاسِ -

৮. পরিচ্ছেদ : প্রয়োজনের অতিরিক্ত বিছানা, পোশাক ইত্যাদি (সংরক্ষণ ও ব্যবহার করা) মাকরুহ

৫২৭৭ - حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو ابْنُ سَرْحٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو هَانِئٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبْلِيَّ يَقُولُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهُ فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ وَفِرَاشٌ لِمَرْأَتِهِ وَالثَّلَاثُ لِلضَّيْفِ وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطَانِ -

৫২৭৭. আবু তাহির আহমাদ ইব্ন আমর ইব্ন সারহ (র)..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বলেছেন, একটি বিছানা পুরুষের, একটি বিছানা তার স্ত্রীর, তৃতীয়টি মেহমানের জন্য আর চতুর্থটি (যদি প্রয়োজনাতিরিক্ত হয়) শয়তানের জন্য।

৯ - بَابُ تَحْرِيمِ جَرِّ الثُّوبِ خِيَلَاءَ وَبَيَانِ حُدُومِ الْجُزُؤِ أَرَاؤُهُ إِلَيْهِ وَمَا يُسْتَحَبُّ -

৯. পরিচ্ছেদ : অহংকারবশে (গোড়ালীর নীচে) কাপড় ঝুলিয়ে রাখা হারাম এবং কতটুকু ঝুলিয়ে রাখা বৈধ ও মুস্তাহাব তার আলোচনা

৫২৭৮ - حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ وَزَيْدِ بْنِ

أَسْلَمَ كُلُّهُمْ يُخْبِرُهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خِيَلًا-

৫২৭৮. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া (র)..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি অহংকারবশে তার কাপড় (পায়ের গোড়ালীর নিচে) ঝুলিয়ে রাখে, আল্লাহ তার দিকে (রহমতের দৃষ্টিতে) তাকাবেন না।

৫২৭৭- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى وَعَبِيدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ كُلُّهُمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ كِلَاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَأَبْنُ رُمَيْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا هَارُونُ الْأَيْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي أُسَامَةُ كُلُّهُمَا عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ وَزَادُ فِيهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ-

৫২৭৯. আবু বাকর ইব্ন শায়বা, ইব্ন নুমায়র, মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না, উবায়দুল্লাহ ইব্ন সাঈদ, আবু রাবী, আবু কামিল, যুহায়র ইব্ন হার্ব, কুতায়বা, ইব্ন রুমহ ও হারুন আয়লী (র)..... ইব্ন উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে মালিক (র)-এর হাদীসের অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তবে তাঁরা 'কিয়ামত দিবসে' কথাটি বর্ধিত করেছেন।

৫২৮০- وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ وَسَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَنَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ الَّذِي يَجْرُ ثِيَابَهُ مِنَ الْخِيَلِ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ-

৫২৮০. আবু তাহির (র).....আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (র) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি অহংকারবশে তাঁর কাপড়গুলো (গোড়ালীর নিচে) ঝুলিয়ে দিয়ে (মাটিতে) হেঁচড়িয়ে চলে, কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তার প্রতি (রহমতের নয়রে) তাকাবেন না।

৫২৮১- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ مُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ كِلَاهُمَا عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ وَجَبَلَةَ بْنِ سَحِيمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ-

৫২৮১. আবু বকর ইব্ন শায়বা, ইব্ন মুসান্না (র).....ইব্ন উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে উপরোক্ত বর্ণনাকারীদের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৫২৮২- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمًا عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخِيَلَاءِ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ-

৫২৮২. ইবন নুমায়র (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি অহংকারবশে তার কাপড় (গোড়ালীর নিচে ও মাটিতে) হেঁচড়িয়ে চলবে (ঝুলিয়ে রাখবে), কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তার দিকে তাকাবেন না।

৫২৮৩- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اسْحَقُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمًا قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ ثِيَابَهُ-

৫২৮৩. ইবন নুমায়র (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি। বর্ণনাকারী উল্লেখিত হাদীসের অনুরূপ রিওয়ায়াত করেন। তবে তিনি (ثَوْبَهُ -এর পরিবর্তে) ثِيَابَهُ বলেছেন।

৫২৮৪- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِثْنَى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ مُسْلِمَ بْنَ يَنَاقٍ يُحَدِّثُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يَجُرُّ إِزَارَهُ فَقَالَ مِمَّنْ أَنْتَ فَانْتَسَبَ لَهُ فَإِذَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي لَيْثٍ فَعَرَفَهُ ابْنُ عُمَرَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِأَذْنَى هَاتَيْنِ يَقُولُ مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ لَا يُرِيدُ بِذَلِكَ إِلَّا الْمَخِيلَةَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ-

৫২৮৪. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি এক ব্যক্তিকে তার ইয়ার (লুঙ্গি, টাখনুর নিচে ঝুলিয়ে রাখতে) মাটিতে হেঁচড়ে চলতে দেখে বললেন, তুমি কোন্ বংশের লোক? সে তার বংশ পরিচয় দিল। দেখা গেল সে লায়ছ গোত্রের লোক। তিনি তাকে চিনতে পারলেন। তিনি বললেন, আমি আমার এ দু'টি কানে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি তার ইয়ার ঝুলিয়ে হেঁচড়ে চলবে আর তার উদ্দেশ্য থাকবে কেবল অহংকার প্রকাশ করা, আল্লাহ কিয়ামত দিবসে তার দিকে তাকাবেন না।

৫২৮৫- وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي سُلَيْمَانَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو يُونُسَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَلْفٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ نَافِعٍ كُلُّهُمْ عَنْ مُسْلِمِ ابْنِ يَنَاقٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ أَبِي يُونُسَ عَنْ مُسْلِمِ ابْنِ الْحَسَنِ وَفِي رِوَايَتِهِمْ جَمِيعًا مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ وَلَمْ يَقُولُوا ثَوْبَهُ-

৫২৮৫. ইবন নুমায়র, উবায়দুল্লাহ ইবন মুআয ও ইবন আবু খাল্ফ (র)..... ইবন উমর (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে সবার বর্ণনায় আছে, যে ইয়ার (লুঙ্গী) (টেনে হেঁচড়ে) চলবে ঝুলিয়ে দিবে এবং তারা (ثَوْبَهُ কাপড় কথাটি উল্লেখ করেননি (ইয়ার-লুঙ্গী) বলেছেন।

৫২৮৬- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَابْنُ أَبِي خَلْفٍ وَالْفَاضِلُ بْنُ مُتْقَارِبَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبَّادٍ بْنَ جَعْفَرٍ يَقُولُ أَمَرْتُ مُسْلِمَ بْنَ يَسَارٍ مَوْلَى نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ أَنْ يَسْأَلَ ابْنَ عُمَرَ قَالَ وَأَنَا جَالِسٌ بَيْنَهُمَا أَسَمِعْتُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الَّذِي يَجْرُ إِزَارُهُ مِنَ الْخِيَلَاءِ شَيْئًا قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ-

৫২৮৬. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম, হারুন ইব্ন আবদুল্লাহ ও ইব্ন আবু খালাফ (র)..... মুহাম্মদ ইব্ন আব্বাদ ইব্ন জা'ফর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্ন উমর (রা)-এর নিকট একথা জিজ্ঞাসা করার জন্য জন্য নাফি' ইব্ন আবদুল হারিছ (র)-এর আযাদকৃত গোলাম মুসলিম ইব্ন ইয়াসারকে আদেশ দিলাম যে, আপনি কি নবী ﷺ থেকে সে ব্যক্তি সম্বন্ধে কিছু শুনেছেন যে ব্যক্তি অহংকারবশে তার ইয়ার ঝুলিয়ে টেনে হেঁচড়িয়ে চলে? এ সময় আমি তাদের দু'জনের মাঝে উপবিষ্ট ছিলাম। তিনি [ইব্ন উমর (রা)] বললেন, আমি তাঁকে (নবী ﷺ-কে) বলতে শুনেছি যে, কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তার প্রতি তাকাবেন না।

৫২৮৭- حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَرَرْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَفِي إِزَارِي اسْتِرْخَاءٌ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ ارْفَعْ إِزَارَكَ فَرَفَعْتُهُ ثُمَّ قَالَ زِدْ فَزِدْتُ فَمَا زِلْتُ أَتَحَرَّاهَا بَعْدُ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ إِلَى ابْنِ فَقَالَ أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ-

৫২৮৭. আবু তাহির (র).....ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলাম। আমার ইয়ারটি একটু ঝুলে ছিল। তিনি বললেন, হে আবদুল্লাহ! তোমার ইয়ারটি (লুঙ্গি বা পায়জামা) উপরে তোল। তখন আমি তা উপরে তুললে তিনি পুনরায় বললেন : আরো উপরে। আমি আরো উপরে তুললাম। তখন থেকে সর্বদা আমি এর প্রতি সতর্ক থাকি। উপস্থিত লোকদের একজন বললো, কত উপরে (তুলেছিলেন)? তিনি বললেন 'নিস্ফ-সাক' (গোছার অর্ধেক পর্যন্ত)।

৫২৮৮- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ وَرَأَى رَجُلًا يَجْرُ إِزَارَهُ فَجَعَلَ يَضْرِبُ الْأَرْضَ بِرِجْلِهِ وَهُوَ أَمِيرُ عَلَى الْبَحْرَيْنِ وَهُوَ يَقُولُ جَاءَ الْأَمِيرُ جَاءَ الْأَمِيرُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى مَنْ يَجْرُ إِزَارَهُ بَطْرًا-

৫২৮৮. উবায়দুল্লাহ ইব্ন মুআয (র)..... মুহাম্মদ ইব্ন যিয়াদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছি- (তিনি তখন বাহরায়নের গভর্নর ছিলেন), (একদা) তিনি দেখলেন, এক ব্যক্তি তার ইয়ার ঝুলিয়ে চলছে আর তা পা দ্বারা যমীনে আঘাত করে করে বলছে, আমীর এসেছেন, গভর্নর এসেছেন.....রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ সে লোকের দিকে তাকাবেন না, যে তার অহংকারবশে ইয়ার ঝুলিয়ে চলে।

৫২৮৯- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ مَثْنَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ جَعْفَرٍ كَانَ مَرُوانُ يُسْتَخْلَفُ أَبَا هُرَيْرَةَ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَثْنَى كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُسْتَخْلَفُ عَلَى الْمَدِينَةِ-

৫২৮৯. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার ও ইবন মুসান্না (র.)..... শু'বা (র) থেকে উল্লিখিত সনদে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেন। তবে ইবন জা'ফর (র)-এর হাদীসে আছে মারওয়ান (মদীনার আমীর থাকাকালে) আবু হুরায়রা (রা)-কে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করতেন। আর ইবন মুসান্না (র)-এর হাদীসে আছে, “আবু হুরায়রা (রা)-কে মদীনায় স্থলাভিষিক্ত করা হত।”

১- بَابُ تَحْرِيمِ التَّبَخُّرِ فِي الْمَشْيِ مَعَ إِعْجَابِهِ بِثِيَابِهِ-

১০. পরিচ্ছেদ : পোশাকের আত্মস্তরিতায় মগ্ন হয়ে গর্বভরে হেঁটে চলা হারাম

৫২৯০- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَامٍ الْجُمَحِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي قَدْ أَعْجَبَتْهُ جُمَّتُهُ وَبُرْدَاهُ إِذْ خُسِفَ بِهِ الْأَرْضُ فَهُوَ يَتَجَلَّجَلُ فِي الْأَرْضِ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ-

৫২৯০. আবদুর রাহমান ইবন সাল্লাম জুমাহী (র.)..... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি হেঁটে চলছিল। তার বাবরী ও তার দুই চাদর তাকে আত্মস্তরী করে তুলছিল। এমন সময় তাকে মাটিতে ধসিয়ে দেয়া হল। সে কিয়ামত পর্যন্ত ভূ-গর্ভে তলিয়ে যেতে থাকবে।

৫২৯১- وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَثْنَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ قَالُوا جَمِيعًا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِ هَذَا-

৫২৯১. উবায়দুল্লাহ ইবন মুআয, মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার ও মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র.)..... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

৫২৯২- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ يَعْنِي الْحِزَامِيَّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَتَبَخَّرُ يَمْشِي فِي بُرْدِيهِ قَدْ أَعْجَبَتْهُ نَفْسُهُ فَخَسَفَ اللَّهُ بِهِ الْأَرْضَ فَهُوَ يَتَجَلَّجَلُ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ-

৫২৯২. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র.)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : এক ব্যক্তি তার দুই চাদর পরে গর্বভরে পায়চারী করছিল। নিজে নিজেই আত্মস্তরী হচ্ছিল। এমন সময় হঠাৎ আল্লাহ তাকে মাটিতে ধসিয়ে দিলেন। কিয়ামত পর্যন্ত সে ভূ-গর্ভে তলিয়ে যেতে থাকবে।

৫২৯২- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرُ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَتَبَخَّطِرُ فِي بُرْدَيْنِ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِهِ-

৫২৯৩. মুহাম্মদ ইবন রাফি' (র).....হাম্মাম মুনাবিহ' (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এ হাদীসগুলো আবু হুরায়রা (রা) আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। এরপর তিনি কিছু হাদীস উল্লেখ করলেন। (সেগুলোর একটি হল), রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : এক ব্যক্তি তার দুই চাদর পরে গর্বভরে পথ চলছিল।..... এরপর হাম্মাম (র) উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ রিওয়ায়াত করেন।

৫২৯৪- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ رَجُلًا مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يَتَبَخَّطِرُ فِي حُلَةٍ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِهِمْ-

৫২৯৪. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তোমাদের পূর্ববর্তীদের কোন এক ব্যক্তি ছল্লা পরে গর্বভরে চলছিল.....। এরপর বর্ণনাকারী আবু রাফি' (র) তাঁদের হাদীসের অনুরূপ রিওয়ায়াত করেন।

১১- بَابُ تَحْرِيمِ خَاتَمِ الذَّهَبِ عَلَى الرُّجَالِ وَنَسْخِ مَا كَانَ مِنْ إِبَاحَتِهِ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ-

১১. পরিচ্ছেদ : পুরুষদের জন্য স্বর্ণের আংটি হারাম করা এবং ইসলামের প্রথম দিকে এর বৈধতা হওয়া রহিত করা

৫২৯৫- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهْيِكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ-

৫২৯৫. উবায়দুল্লাহ ইবন মুআয (র).....আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত যে, তিনি স্বর্ণের আংটি ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

৫২৯৬- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْأِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مُثَنَّى قَالَ سَمِعْتُ النَّضْرَ بْنَ أَنَسٍ -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ التَّمِيمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فِي يَدِ رَجُلٍ فَنَزَعَهُ فطَرَحَهُ وَقَالَ يَغْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جُمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي

يَدِهِ فَقِيلَ لِلرَّجُلِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خُذْ خَاتَمَكَ اَنْتَفِعْ بِهِ قَالَ لَا وَاللَّهِ لَا آخُذُهُ اَبَدًا وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ -

৫২৯৬. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও ইব্ন বাশশার, মুহাম্মদ ইব্ন জা'ফর (র)-এর সূত্রে শু'বা (র) থেকে উল্লিখিত সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে ইব্ন মুসান্না (র)-এর হাদীসে কাতাদা (র) বলেছেন, আমি নাযর ইব্ন আনাস (রা) একে বলতে শুনেছি।

মুহাম্মদ ইব্ন সাহল তামীমী (র)..... আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তির হাতে একটি স্বর্ণের আংটি দেখতে পেয়ে সেটি খুলে ফেলে দিলেন এবং বললেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ আগুনের টুকরা সংগ্রহ করে তা তার হাতে রাখে। রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রশ্ন করলে লোকটিকে বলা হল, তোমার আংটিটি তুলে নাও, এরদ্বারা ফায়দা লাভ কর। সে বলল, না। আল্লাহর শপথ! আমি কখনো ওটা নেব না। রাসূলুল্লাহ ﷺ তো ওটা ফেলে দিয়েছেন।

৫২৯৭- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمَيْحٍ قَالَا أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فَكَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ فِي بَاطِنِ كَفِّهِ إِذَا لَبِسَهُ فَصَنَعَ النَّاسُ ثُمَّ إِنَّهُ جَلَسَ عَلَى الْمَنْبَرِ فَتَزَعَهُ فَقَالَ إِنِّي كُنْتُ أَلْبَسُ هَذَا الْخَاتَمَ وَأَجْعَلُ فَصَّهُ مِنْ دَاخِلٍ فَرَمَى بِهِ ثُمَّ قَالَ وَاللَّهِ لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا فَتَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ وَلَفَظَ الْحَدِيثُ لِيَحْيَى -

৫২৯৭. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া তামীমী, মুহাম্মদ ইব্ন রুমহ ও কুতায়বা (র)..... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বর্ণের একটি আংটি তৈরি করলেন। তিনি যখন এটি পরতেন, এর মোহরটি রাখতেন হাতের তালুর দিকে। লোকেরাও এরূপ বানিয়ে নিল। এরপর একদিন তিনি মিস্বারে বসে সেটি খুলে ফেললেন এবং বললেন : আমি এ আংটিটি পরতাম আর এর মোহরটি ভেতরের দিকে রাখতাম। পরে তিনি সেটি ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। এরপর বললেন, আল্লাহর কসম! আমি এটি আর কখনো পরব না। তখন লোকেরাও তাদের আংটিগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিল।

৫২৯৮- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ مَثْنَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا الْحَدِيثِ فِي خَاتَمِ الذَّهَبِ وَزَادَ فِي حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ وَجَعَلَهُ فِي يَدِهِ الْيُمْنَى -

وَحَدَّثَنِيهِ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيَّبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسٌ يَعْنِي ابْنَ عِيَّاضٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ

بْنُ عَبَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا هَارُونُ الْأَيْلِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ كِلَاهُمَا عَنْ أُسَامَةَ جَمَاعَتُهُمْ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي خَاتَمِ الذَّهَبِ نَحْوَ حَدِيثِ اللَّيْثِ -

৫২৯৮. আবু বকর ইবন আবু শায়বা, যুহায়র ইবন হার্ব, ইবন মুসান্না ও সাহল ইবন উসমান (রা)..... ইবন উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে স্বর্ণের আংটি প্রসঙ্গে এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। তবে বর্ণনাকারী উক্বা ইবন খালিদ (র)-এর হাদীসে এ কথাটি বর্ধিত করেছেন- “তিনি এটি তাঁর ডান হাতে পরতেন।”

আহমদ ইবন আব্দা, ইসহাক মুসায়্যাবী, মুহাম্মদ ইবন আব্বাদ ও হারুন আয়লী (র)..... ইবন উমর (রা) সূত্রে তিনি নবী ﷺ থেকে স্বর্ণের আংটি প্রসঙ্গে লায়স (র)-এর হাদীসের অনুরূপ রিওয়ায়েত করেছেন।

১২- بَابُ لُبْسِ النَّبِيِّ ﷺ خَاتَمًا مِنْ وَرَقٍ نَقَشَهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلُبْسِ الْخُلَفَاءِ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ -

১২. পরিচ্ছেদ : নবী ﷺ কর্তৃক ক্বত্বক্ব আল্লাহ, খোদিত রূপার আংটি পরিধান এবং তাঁর পরবর্তীতে খলীফাগণ কর্তৃক তা পরিধান

৫২৯৯- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَاتَمًا مِنْ وَرَقٍ فَكَانَ فِي يَدِهِ ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ أَبِي بَكْرٍ ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ عُمَرَ ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ عُثْمَانَ حَتَّى وَقَعَ مِنْهُ فِي بَيْتِ أَرِيْسٍ نَقَشَهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ حَتَّى وَقَعَ فِي بَيْتِ بَرْ وَلَمْ يَقْلُ مِنْهُ -

৫২৯৯. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া ও ইবন নুমায়র (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রূপার একটি আংটি তৈরি করেছিলেন। এটি তাঁর হাতেই থাকত। এরপর আবু বকর (রা)-এর হাতে, এরপর উমর (রা)-এর হাতে, এরপর উসমান (রা)-এর হাতে ছিল। তাঁর হাতে থেকেই সেটি আরীস নামক কূপে পড়ে গেল। তাতে খোদিত ছিল ‘مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ’ ইবন নুমায়র (র) বলেন, অবশেষে সেটি কূপে পড়ে গেল। ‘তাঁর হাত থেকে পড়েছে’ একথা তিনি বলেননি।

৫৩০০- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدِ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اتَّخَذَ النَّبِيُّ ﷺ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ ثُمَّ الْقَاهُ ثُمَّ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرَقٍ وَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَقَالَ لَا يَنْقُشُ أَحَدٌ عَلَى نَقْشِ خَاتَمِي هَذَا وَكَانَ إِذَا لَبِسَهُ جَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي بَطْنَ كَفِّهِ وَهُوَ الَّذِي سَقَطَ مِنْ مُعَيَّقِيْبٍ فِي بَيْتِ أَرِيْسٍ -

৫৩০০. আবু বকর ইবন আবু শায়বা, আমর আন-নাকিদ, মুহাম্মদ ইবন আব্বাদ ও ইবন আবু উমর (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ স্বর্ণের একটি আংটি তৈরি করে কিছুদিন পর তা ফেলে দিলেন। এরপর একটি রূপার আংটি তৈরি তাতে 'مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ' কথাটি খোদাই করলেন। তিনি বললেন, কেউ যেন আমার এ আংটির খোদাইর অনুরূপ খোদাই না করে। তিনি যখন এটি পরতেন, এর মোহরটি হাতের তালুমুখী (ভেতরের দিকে) করে রাখতেন। সেটাই মু'আয়কিব (রা)-এর কাছ থেকে আরীস (নামক) কূপে পড়ে গিয়েছিল।

৫৩.১- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَخَلْفُ بْنُ هِشَامٍ وَأَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ كُلُّهُمْ عَنْ حَمَّادٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ وَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ وَقَالَ لِلنَّاسِ إِنِّي اتَّخَذْتُ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ وَنَقَشْتُ فِيهِ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ فَلَا يَنْقُشُ أَحَدٌ عَلَى نَقْشِهِ-

৫৩০১. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া, খালফ ইবন হিশাম ও আবু রাবী আতাকী (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ রূপার একটি আংটি তৈরি করলেন এবং তাতে 'مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ' কথাটি খোদাই করলেন। তিনি লোকদের বললেন, আমি একটি রূপার আংটি তৈরি করেছি এবং তাতে 'مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ' কথাটি খোদাই করেছি। সুতরাং কেউ যেন অনুরূপ নকশা খোদাই না করে।

৫৩.২- وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ وَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ وَنَقَشْتُ فِيهِ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ-

৫৩০২. আহমদ ইবন হাম্বল, আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও যুহায়র ইবন হারব (র)..... আনাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে হাদীসটি বর্ণিত আছে। তবে বর্ণনাকারী হাদীসে 'مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ' কথাটি উল্লেখ করেননি।

১২- بَابُ فِي اتِّخَاذِ النَّبِيِّ ﷺ خَاتَمًا لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الْعَجَمِ-

১৩. পরিচ্ছেদ : নবী ﷺ যখন অনারবদের নিকট পত্র লেখার ইচ্ছা করেন তখন আংটি তৈরি করেন

৫৩.২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ مُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الرُّومِ قَالَ قَالُوا إِنَّهُمْ لَا يَقْرَأُونَ كِتَابًا إِلَّا مَخْتُومًا قَالَ فَاتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ كَانِي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَقْشُهُ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ-

৫৩০৩. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না ও ইবন বাশ্শার (রা)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ রোমানদের (বাদশাহর) নিকট পত্র পাঠাতে চাইলেন তখন তাঁরা (সাহাবিগণ) বললেন, তারা তো মোহরাক্ষিত পত্র ছাড়া অন্য কোন পত্র পাঠ করে না। তিনি (আনাস) বলেন, পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ

রূপার একটি আংটি বানালেন। আমি যেন এখনো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাতে এর শুভতা প্রত্যক্ষ করছি। এতে 'مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ' কথাটি খোদিত ছিল।

৫৩.৪- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ كَانَ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الْعَجَمِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ الْعَجَمَ لَا يَقْبَلُونَ إِلَّا كِتَابًا عَلَيْهِ خَاتَمٌ فَاصْطَنَعَ خَاتِمًا مِنْ فِضَّةٍ قَالَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ-

৫৩০৪. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহর নবী ﷺ যখন অনারব (সম্রাট)-দের নিকট পত্র দেয়ার ইচ্ছা করলেন। তাঁকে বলা হলো, অনারবরা তো কেবল মোহরাঙ্কিত পত্র গ্রহণ করে। তখন তিনি একটি রূপার আংটি বানিয়ে নিলেন। আনাস (রা) বলেন, আমি যেন এখনো তাঁর হাতে সেটির শুভতা প্রত্যক্ষ করছি।

৫৩.৫- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ أَخِيهِ خَالِدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى كِسْرَى وَقَيْصَرَ وَالنَّجَاشِيِّ فَقِيلَ إِنَّهُمْ لَا يَقْبَلُونَ كِتَابًا إِلَّا بِخَاتَمٍ فَصَاغَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَاتِمًا حَلَقَةً مِنْ فِضَّةٍ وَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ-

৫৩০৫. নাসর ইব্ন আলী জাহ্যামী (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ (পারস্য সম্রাট) কিসরা, (রোম সম্রাট) কায়সার ও (আবিসিনিয়ার সম্রাট) নাজ্জাশীর নিকট পত্র লিখতে ইচ্ছা করলে তাঁকে বলা হলো, তারা তো সিলমোহর ছাড়া পত্র গ্রহণ করে না। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ রূপার একটি আংটি তৈরি করলেন এবং এতে 'مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ' কথাটি খোদাই করলেন।

৫৩.৬- حَدَّثَنِي أَبُو عِمْرَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ بْنُ زِيَادٍ قَالَ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ أَبْصَرَ فِي يَدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ خَاتِمًا مِنْ وَرَقٍ يَوْمًا وَاحِدًا قَالَ فَصَنَعَ النَّاسُ الْخَوَاتِمَ مِنْ وَرَقٍ فَلَبِسُوهُ فَطَرَحَ النَّبِيُّ ﷺ خَاتِمَهُ فَطَرَحَ النَّاسُ خَوَاتِمَهُمْ-

৫৩০৬. আবু ইমরান মুহাম্মদ ইব্ন জা'ফর ইব্ন যিয়াদ (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাতে একদিন রূপার একটি আংটি দেখলেন। তিনি বলেন, লোকেরাও রূপার আংটি বানিয়ে পরতে লাগল। পরে নবী ﷺ তার আংটিটি ফেলে দিলে লোকেরাও তাদের আংটিগুলো ফেলে দিল।

৫৩.৭- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى فِي يَدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ خَاتِمًا مِنْ وَرَقٍ يَوْمًا وَاحِدًا ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اضْطَرَبُوا الْخَوَاتِمَ مِنْ وَرَقٍ فَلَبِسُوهَا فَطَرَحَ النَّبِيُّ ﷺ خَاتِمَهُ فَطَرَحَ النَّاسُ خَوَاتِمَهُمْ-

৫৩০৭. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন নুমায়র (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাতে একদিন চাঁদির (রূপার) একটি আংটি দেখলেন, এরপর লোকেরাও চাঁদির আংটি বানিয়ে পরতে লাগলো। পরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর আংটিটি ফেলে দিলে লোকেরাও তাদের আংটিগুলো ফেলে দিল।

৫৩.৮ وَحَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ-

৫৩০৮. উক্বা উব্ন মুকরাম আম্মী (র)..... ইব্ন জুরায়জ (র) থেকে উল্লিখিত সনদে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

১০- بَابُ فِي خَاتَمِ الْوَرَقِ فَصُّهُ حَبْشِيُّ

১৫. পরিচ্ছেদ : রূপার তৈরি যার মোহর হাবশী (পাথর)

৫৩.৯- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ الْمِصْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ كَانَ خَاتَمُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ وَرَقٍ وَكَانَ فَصُّهُ حَبْشِيًّا-

৫৩০৯. ইয়াহইয়া ইব্ন আইউব (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আংটিটি ছিল চাঁদির তৈরি, এর মোহরটি ছিল হাবশী।^১

৫৩১০- وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبَادُ بْنُ مُوسَى قَالَا حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى وَهُوَ الْأَنْصَارِيُّ ثُمَّ الزُّرْقِيُّ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَبِسَ خَاتَمَ فَضَّةٍ فِي يَمِينِهِ فِيهِ فَصٌّ حَبْشِيٌّ كَانَ يَجْعَلُ فَصُّهُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ-

৫৩১০. উসমান ইব্ন আবু শায়বা ও আব্বাদ ইব্ন মুসা (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ডান হাতে রূপার একটি আংটি পরেছেন। এতে হাবশী মোহর ছিল। তিনি এর মোহরটি হাতের তালুমুখী করে রাখতেন।

৫৩১১- وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيثِ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى-

৫৩১১ যুহায়র ইব্ন হার্ব (র)..... ইউনুস ইব্ন ইয়াযীদ (র) উল্লিখিত সনদে তালহা ইব্ন ইয়াহইয়া (র)-এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৫৩১২- وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ ﷺ فِي هَذِهِ وَأَشَارَ إِلَى الْخِنْصِرِ مِنْ يَدِهِ الْيُسْرَى-

১ হাবশার (আকীক) পাথরের অথবা হাবশী (কাল) রংয়ের।

৫৩১২. আবু বকর ইবন খাল্লাদ বাহিলী (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর আংটি ছিল এ আঙ্গুলে। এবং তিনি এ কথা বলে বাম হাতের কনিষ্ঠ (খিনসার) আঙ্গুলের প্রতি ইশারা করেন।

৫৩১৩- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ إِدْرِيسَ وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ قَالَ سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهَانِي يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ أَنْ أَجْعَلَ خَاتَمِي فِي هَذِهِ أَوْ الَّتِي تَلِيهَا لَمْ يَذَرِ عَاصِمٌ فِي أَيِّ الثَّنَتَيْنِ وَنَهَانِي عَنْ لُبْسِ الْقَسِيِّ وَعَنْ جُلُوسٍ عَلَى الْمِيَاثِرِ قَالَ فَأَمَّا الْقَسِيُّ فَثِيَابٌ مُضْلَعَةٌ يُؤْتَى بِهَا مِنْ مِصْرَ وَالشَّامِ فِيهَا شِبْهُ كَذَا وَأَمَّا الْمِيَاثِرُ فَشَيْءٌ كَانَتْ تَجْعَلُهُ النِّسَاءُ لِبُعُولَتِهِنَّ عَلَى الرَّحْلِ كَالْقَطَائِفِ الْأَرْجَوَانِ-

৫৩১৩. মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র ও আবু কুরায়ব (র)..... আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাকে নিষেধ করেছেন, আমি যেন এ আঙ্গুলে বা এ আঙ্গুলে আমার আংটি না পরি। আসিম (র)-এর জানা নাই আঙ্গুল দু'টি কোন্ কোনটি। আর তিনি আমাকে কাসসী কাপড় পরতে নিষেধ করেছেন এবং 'মায়াসির'-এর উপর বসতে নিষেধ করেছেন। কাসসী হলো ডোরাদার কাপড়- যা মিসর ও সিরিয়া থেকে আমদানী করা হতো, তাতে এমন এমন চিত্রও থাকতো। আর মায়াসির হলো- সেই (নরম রেশমজাত) কাপড় যা মহিলারা তাদের স্বামীদের জন্য হাওদায় বিছিয়ে দেয়, বিছানার লাল (ছাপা) চাদরের মত।

৫৩১৪- وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مُوسَى قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا فَذَكَرَا هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ-

৫৩১৪. ইবন আবু উমর (র)..... আবু মূসা (রা)-এর জনৈক পুত্র থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আলী (রা)-কে বলতে শুনেছি। এরপর বর্ণনাকারী নবী ﷺ থেকে অনুরূপভাবে এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

৫৩১৫- وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بُرْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ نَهَى أَوْ نَهَانِي يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ نَحْوَهُ-

৫৩১৫. ইবন মুসান্না ও ইবন বাশ্শার (র)..... আলী ইবন আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ নিষেধ করেছেন। এরপর বর্ণনাকারী অনুরূপ রিওয়ায়াত করেন।

৫৩১৬- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَتَخَتَّمَ فِي إصْبَعِي هَذِهِ أَوْ هَذِهِ قَالَ فَأَوْمَى إِلَى الْوُسْطَى وَالَّتِي تَلِيهَا-

৫৩১৬. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া (র)..... আবু বুরদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন, আমি যেন আমার এ আঙ্গুল কিংবা এ আঙ্গুলে আংটি ব্যবহার না করি। এই বলে তিনি তাঁর মধ্যমা ও তাঁর (ডান) পাশের (শাহাদাত-অর্জনী) আঙ্গুলের প্রতি ইঙ্গিত করলেন।

১৬- بَابُ اسْتِحْبَابِ لُبْسِ النِّعَالِ وَمَا فِي مَعْنَاهَا-

১৬. পরিচ্ছেদ : জুতা বা অনুরূপ কিছু পরিধান করা মুস্তাহাব

৫৩১৭- حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعِينٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي غَزْوَةٍ غَزَوْنَاهَا يَقُولُ اسْتَكْثِرُوا مِنَ النِّعَالِ فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَزَالُ رَاكِبًا مَا انْتَعَلَ-

৫৩১৭. সালামা ইব্ন শাবীব (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এক যুদ্ধে বলতে শুনেছি, তোমরা বেশি বেশি (সময়) জুতা পরে থাকবে। কেননা মানুষ যতক্ষণ জুতা পরিহিত থাকে, ততক্ষণ সে সওয়ার থাকে।

১৭- بَابُ اسْتِحْبَابِ لُبْسِ النِّعَالِ فِي الْيُمْنَى أَوَّلًا وَالْخَلْعِ مِنَ الْيُسْرَى أَوَّلًا وَكَرَاهَةُ الْمَشْيِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ-

১৭. পরিচ্ছেদ : জুতা পরার সময় ডান পা আগে (পরা) আর খোলার সময় বাম পা আগে খোলা মুস্তাহাব এবং এক (পায়ে) জুতা পরে চলা (মাকরুহ)

৫৩১৮- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَامٍ الْجُمَحِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيُمْنَى وَإِذَا خَلَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشَّمَالِ وَلْيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا أَوْ لِيُخْلَعْهُمَا جَمِيعًا-

৫৩১৮. আবদুর রাহমান ইব্ন সালাম জুমাহী (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন জুতা পরিধান করবে, তখন প্রথমে ডান পায়ে পরিধান করবে। আর যখন খুলবে, তখন আগে বাম পায়ে জুতা খুলবে। আর হয় দু'পায়ে জুতা পরাবে, নতুবা দু'পায়ে জুতাই খুলে ফেলবে।

৫৩১৯- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَمْشِي أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا أَوْ لِيُخْلَعْهُمَا جَمِيعًا-

৫৩১৯. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কেউ এক পায়ে জুতা পরে যেন চলাফেরা না করে। হয়তো দু'পায়ে জুতা পরাবে, নতুবা দু'পায়ে জুতাই খুলে ফেলবে।

৫৩২০- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي رَزِينٍ قَالَ خَرَجَ إِلَيْنَا أَبُو هُرَيْرَةَ فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى جَبْهَتِهِ فَقَالَ أَلَا إِنَّكُمْ تَحَدَّثُونَ أَنِّي أَكْذِبُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِيَتَهْتَدُوا وَأَضِلُّ أَلَا وَإِنِّي أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا انْقَطَعَ شَيْعُ أَحَدِكُمْ فَلَا يَمْشِ فِي الْأُخْرَى حَتَّى يُصْلِحَهَا-
وَحَدَّثَنِيهِ عَلَى بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَلَى بْنُ مُسْهَرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي رَزِينٍ وَأَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا الْمَعْنَى-

৫৩২০. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও আবু কুরায়ব (র)..... আবু রায়ীন (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু হুরায়রা (রা) আমাদের কাছে এলেন এবং তার হাত কপালে মেরে বললেন, শোন তোমরা কি আলোচনা কর যে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওপর মিথ্যারোপ করি? যাতে করে তোমরা হিদায়াত লাভ করতে পার আর আমি বিভ্রান্ত হই? শোন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যখন তোমাদের কারো (একটি) জুতার ফিতা ছিঁড়ে যায়, তখন সে যেন সেটি ঠিক না করা পর্যন্ত অপর জুতাটি পায়ে দিয়ে না চলে।

আলী ইবন হুজর সা'দী (র)..... আবু হুরায়রা (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

১৮- بَابُ النَّهْيِ عَنْ اشْتِمَالِ الصَّمَاءِ وَالِاخْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ كَاشِفًا بَعْضَ عَوْرَتِهِ وَحُكْمُ الْأَسْتِلْقَاءِ عَلَى ظَهْرِهِ رَافِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى-

১৮. পরিচ্ছেদ : 'ইশ্টিমালে সাম্মা' (সমস্ত দেহ একটি কাপড় দ্বারা এমনভাবে পেঁচিয়ে রাখা যাতে হাত বের করাও দুষ্কর হয়) ও ইহতিবা (গুপ্তাঙ্গের কিয়দংশ অনাবৃত হয়ে যেতে পারে এমনভাবে এক কাপড়ে গুটি মেরে বসার) নিষেধাজ্ঞা এবং এক পায়ের উপর অপর পা রেখে চিৎ হয়ে শোয়ার বিধান সম্বন্ধে

৫৩২১- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ أَوْ يَمْشِيَ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ وَأَنْ يَشْتِمَلَ الصَّمَاءَ وَأَنْ يَحْتَبِيَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ كَاشِفًا عَنْ فَرْجِهِ-

৫৩২১. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন ব্যক্তির বাম হাতে আহর করা, এক পায়ে জুতা পরে চলাফেরা করা, এক কাপড়ে সমস্ত দেহ পেঁচিয়ে রাখা ও গুপ্তাঙ্গ খোলা রেখে এক কাপড়ে গুটি মেরে (দু'হাঁটু উঁচু করে হাঁটু জড়িয়ে পাছার উপরে) বসা থেকে নিষেধ করেছেন।

৫৩২২- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَوْ

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ أَوْ مِنْ انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِهِ فَلَا يَمْشِي فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى يُصْلِحَ شِسْعَهُ وَلَا يَمْشِي فِي خُفٍّ وَاحِدَةٍ وَلَا يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَلَا يَحْتَبِي بِالثُّوبِ الْوَاحِدِ وَلَا يَلْتَحِفُ الصَّمَاءَ-

৫৩২২. আহমাদ ইবন ইউনুস ও ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন কিংবা তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, তোমাদের কারো যখন (একটি) জুতার ফিতা ছিঁড়ে যায়, তখন সে যেন এক জুতা পায়ে না চলে। যতক্ষণ সে তার ফিতাটি ঠিক না করে। আর কেউ যেন এক মোজা পায়ে দিয়ে না চলে, বাম হাতে আহর গ্রহণ না করে, এক কাপড়ে গুটি মেরে না বসে এবং এক কাপড়ে সমস্ত শরীর পেঁচিয়ে না রাখে।

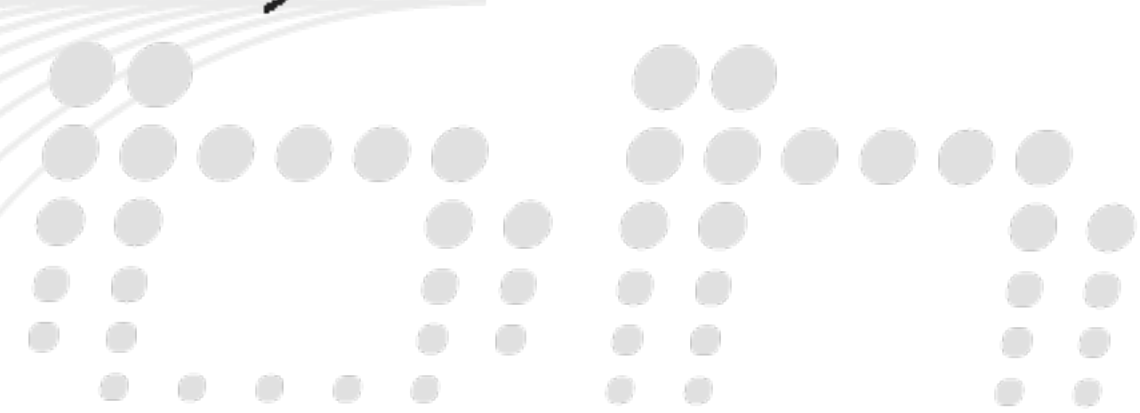
৫৩২৩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمَيْحٍ قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ اشْتِمَالِ الصَّمَاءِ وَالْإِحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَأَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ أَحَدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى وَهُوَ مُسْتَلْقٍ عَلَى ظَهْرِهِ-

৫৩২৩. কুতায়বা ও রুমহ (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে রাসূলুল্লাহ ﷺ এক কাপড়ে সমস্ত শরীর পেঁচিয়ে রাখা, এক কাপড়ে গুটি মেরে বসা এবং চিৎ হয়ে শোয়া অবস্থায় এক পায়ের উপর অপর পা তুলে রাখা নিষেধ করেছেন।

৫৩২৪- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا تَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ وَلَا تَحْتَبِ فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ وَلَا تَأْكُلْ بِشِمَالِكَ وَلَا تَشْتَمِلِ الصَّمَاءَ وَلَا تَضَعُ أَحَدَى رِجْلَيْكَ عَلَى الْأُخْرَى إِذَا اسْتَلْقَيْتَ-

৫৩২৪. ইসহাক ইবন ইবরাহীম ও মুহাম্মদ ইবন হাতিম (র)..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : একটি জুতা পরে হাঁটবে না, এক ইয়ারে গুটি মেরে বসবে না, বাম হাতে খাবে না, এক কাপড়ে সমস্ত শরীর পেঁচিয়ে রাখবে না এবং চিৎ হয়ে শোয়া অবস্থায় এক পায়ের উপর অপর পা তুলে দিবে না।

৫৩২৫- وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عُبيدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي الْأَخْنَسِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا يَسْتَلْقِ أَحَدُكُمْ ثُمَّ يَضَعُ أَحَدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى-



৫৩২৫. ইসহাক ইবন মানসূর (র)..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : কেউ যেন চিৎ হয়ে শুয়ে এক পায়ের উপর অপর পা তুলে না দেয়।

৫৩২৬- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مُسْتَلْقِيًا فِي الْمَسْجِدِ وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى-

৫৩২৬. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র)..... আব্বাদ ইবন তামীম (র) তার চাচা থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মসজিদে চিৎ হয়ে শোয়া অবস্থায় এক পায়ের উপর অপর পা তুলে রাখতে দেখেছেন।

৫৩২৭- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ كُلُّهُمْ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرَمَلَةُ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا اسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ-

৫৩২৭. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া, আবু বকর ইবন আবু শায়বা, ইবন নুমায়র, যুহায়র ইবন হার্ব, ইসহাক ইবন ইবরাহীম, আবু তাহির, হারমালা ও আব্দ ইবন হুমায়দ (র)..... যুহরী (র) থেকে উল্লেখিত সনদে অনুরূপ রিওয়াযাত করেছেন।

১৭- بَابُ نَهْيِ الرَّجُلِ عَنِ التَّرَعُّفِ

১৯. পরিচ্ছেদ : পুরুষের জন্য যাকরানী রংয়ের কাপড় ব্যবহার নিষেধ

৫৩২৮- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو الرَّبِيعِ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ التَّرَعُّفِ قَالَ قُتَيْبَةُ قَالَ حَمَّادُ يَعْنِي لِلرِّجَالِ-

৫৩২৮. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া, আবু রাবী ও কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ যাকরানী রংয়ের কাপড় পরতে নিষেধ করেছেন। কুতায়বা (র) বলেন, হাম্মাদ (র) বলেছেন, অর্থাৎ পুরুষদেরকে।

৫৩২৯- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ عَلِيَّةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَتَرَعَّفَ الرَّجُلُ-

৫৩২৯. আবু বকর ইবন আবু শায়বা, আমর আন-নাকিদ, যুহায়র ইবন হার্ব, ইবন নুমায়র ও আবু কুরায়ব (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ পুরুষদের যাকরানী রং-এর কাপড় ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

২- بَابُ اسْتِحْبَابِ خِضَابِ الشَّيْبِ بِصُفْرَةٍ وَحُمْرَةٍ وَتَحْرِيمِهِ بِالسَّوَادِ

২০. পরিচ্ছেদ : সাদা চুল-দাঁড়িতে হলুদ বা লাল রং-এর খিযাব লাগানো মুস্তাহাব এবং কালো রং নিষিদ্ধ

৫৩৩- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَتَى بِأَبِي قُحَافَةَ أَوْجَاءَ عَامِ الْفَتْحِ أَوْ يَوْمَ الْفَتْحِ وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ مِثْلُ الثَّغَامِ أَوْ الثَّغَامَةِ فَأَمَرَ أَوْفَأَمَرَ بِهِ إِلَى نِسَائِهِ قَالَ غَيْرُوا هَذَا بِشْيٍ-

৫৩৩০. ইয়াহুইয়া ইব্ন ইয়াহুইয়া (র)..... জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (মক্কা) বিজয়ের বছর কিংবা (বর্ণনা সন্দেহ, রাবী বলেছেন) (মক্কা) বিজয়ের দিন (আবু বকর-এর পিতা) আবু কুহাফা (রা)-কে উপস্থিত করা হল কিংবা (বর্ণনা সন্দেহ, রাবী বলেছেন-) তিনি (নিজেই) এলেন। তাঁর মাথা (-র চুল) ও দাঁড়ি 'সাগাম'^১ বা 'সাগামা'-র ন্যায় (সাদা) ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে তার (বাড়ির) মহিলাদের কাছে নিয়ে যেতে আদেশ করলেন, কিংবা (বর্ণনা সন্দেহ, রাবী বলেছেন) তাঁকে নিয়ে যাওয়ার আদেশ দেয়া হল এবং তিনি ইরশাদ করলেন : এ (সাদা রং)-কে কোন কিছু দিয়ে পরিবর্তন করে দাও।

৫৩৩১- وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَتَى بِأَبِي قُحَافَةَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالثَّغَامَةِ بَيَاضًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ غَيْرُوا هَذَا بِشْيٍ وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ-

৫৩৩১. আবু তাহির (র) জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন আবু কুহাফা (রা)-কে নিয়ে আসা হল; তাঁর চুল-দাঁড়ি ছিল 'সাগামা'-র ন্যায় সাদা। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এটি কোন কিছু দিয়ে পরিবর্তন করে দাও; তবে কাল রং বর্জন করবে।

৫৩৩২- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبِغُونَ فَخَالِفُوهُمْ-

৫৩৩২ ইয়াহুইয়া ইব্ন ইয়াহুইয়া, আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা, আমর আন-নাকিদ ও যুহায়র ইব্ন হার্ব (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে নবী ﷺ বলেছেন : ইয়াহুদী ও নাসারারা 'খিযাব' ব্যবহার করে না। সুতরাং তোমরা তাদের বিপরীত করবে।

১. ثَغَامَةٌ-ثَغَام (সাগাম ও সাগামা) এক প্রকার সাদা ঘাস কিংবা গাছ ও ফুল, যেমন আমাদের দেশের কাশফুল।

২১- بَابُ تَحْرِيمِ تَصْوِيرِ صُورَةِ الْحَيَوَانِ وَتَحْرِيمِ اتِّخَاذِ مَا فِيهِ صُورٌ غَيْرُ مُمْتَهَنَةٍ بِالْفُرْشِ وَنَحْوِهِ وَأَنَّ الْمَلَائِكَةَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ لَا يَدْخُلُونَ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ أَوْ كَلْبٌ.

২১. পরিচ্ছেদ : জীব-জন্তুর ছবি অংকন করা নিষিদ্ধ হওয়া এবং চাদর ইত্যাদিতে সুস্পষ্ট ও অবজ্ঞাপূর্ণ নয় এমন ছবি থাকলে তা ব্যবহার করা হারাম হওয়া এবং যে ঘরে কুকুর ও ছবি থাকে সে ঘরে ফেরেশতাগণ প্রবেশ করেন না

৫৩৩৩- حَدَّثَنِي سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ وَاعِدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جِبْرِئِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي سَاعَةٍ يَأْتِيهِ فِيهَا فَجَاءَتْ تِلْكَ السَّاعَةُ وَلَمْ يَأْتِهِ وَفِي يَدِهِ عَصَا فَأَلْقَاهَا مِنْ يَدِهِ وَقَالَ مَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَا رُسُلُهُ ثُمَّ التَفَتَ فَإِذَا جَرُّوْ كَلْبٍ تَحْتَ سَرِيرٍ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ مَتَى دَخَلَ هَذَا الْكَلْبُ هَهُنَا فَقَالَتْ وَاللَّهِ مَا دَرَيْتُ فَاْمَرَبِهِ فَأَخْرَجَ فَجَاءَ جِبْرِئِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَاعِدْتَنِي فَجَلَسْتُ لَكَ فَلَمْ تَأْتِ فَقَالَ مَنَعَنِي الْكَلْبُ الَّذِي كَانَ فِي بَيْتِكَ إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ-

৫৩৩৩. সুওয়ায়দ ইব্ন সাঈদ (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জিবরাঈল (আ) কোন নির্ধারিত সময়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আগমনের ওয়াদা করলেন। সে সময়টি আগত হল, কিন্তু তিনি এলেন না। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাতে একটি লাঠি ছিল, তিনি তা তাঁর হাত থেকে ফেলে দিয়ে বললেন, আল্লাহ্ তো তাঁর ওয়াদা খিলাফ করেন না; তাঁর রাসূলগণও না। এরপর তিনি লক্ষ্য করে তাঁর খাটের নিচে একটি কুকুর ছানা দেখতে পেলেন। তখন তিনি বললেন : হে আয়েশা! কুকুর (ছানা) টি এখানে ঢুকে পড়ল কখন? আয়েশা (রা) বললেন, আল্লাহ্র কসম! আমি টের পাইনি। তখন তিনি আদেশ দিলে সেটিকে বের করে দেয়া হল। ইতিমধ্যে জিবরাঈল (আ) এলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আপনি আমাকে ওয়াদা দিয়েছিলেন, তাই আমি আপনার প্রতীক্ষায় বসেছিলাম। কিন্তু আপনি এলেন না। তিনি বললেন, আপনার ঘরে (অবস্থানরত) কুকুরটি আমার জন্য প্রতিবন্ধক হয়েছিল। কারণ যে ঘরে কোন ছবি কিংবা কুকুর থাকে, সে ঘরে আমরা (রহমতের ফেরেশতারা) প্রবেশ করি না।

৫৩৩৪- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا الْمُخْزُومِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ أَبِي حَازِمٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ جِبْرِئِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَأْتِيَهُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَلَمْ يُطَوِّلْهُ كَتَطَوَّلَ ابْنُ أَبِي حَازِمٍ-

৫৩৩৪. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম হানযালী (র)..... আবু হাযিম (র) থেকে উল্লেখিত সনদে বর্ণনা করেন যে, জিবরাঈল (আ) রাসূলুল্লাহ ﷺ কাছে আগমনের ওয়াদা করেছিলেন।..... তারপর তিনি হাদীসের শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি রাবী ইব্ন আবু হাযিম (র)-এর ন্যায় তাঁর বিবরণ দীর্ঘায়িত করেননি।

৫২৩৫- حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ ابْنِ السَّبَّاقِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ أَخْبَرْتَنِي مَيْمُونَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَصْبَحَ يَوْمًا وَاجِمًا فَقَالَتْ مَيْمُونَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ اسْتَنْكَرْتُ هَيْئَتَكَ مِنْذُ الْيَوْمِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ جِبْرِئِيلَ كَانَ وَعَدَنِي أَنْ يَلْقَانِي اللَّيْلَةَ فَلَمْ يَلْقَنِي أَمْ وَاللَّهِ مَا أَخْلَفَنِي قَالَ فَظَلَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَهُ ذَلِكَ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ وَقَعَ فِي نَفْسِهِ جِرْوُ كَلْبٍ تَحْتَ فُسْطَاطٍ لَنَا فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ مَاءً فَنَضَحَ مَكَانَهُ فَلَمَّا أَمْسَى لَقِيَهُ جِبْرِئِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ لَهُ قَدْ كُنْتَ وَعَدْتَنِي أَنْ تَلْقَانِي الْبَارِحَةَ قَالَ أَجَلٌ وَلَكِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ فَأَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ حَتَّى إِنَّهُ يَأْمُرُ بِقَتْلِ كَلْبِ الْحَائِطِ الصَّغِيرِ وَيَتْرُكُ كَلْبَ الْحَائِطِ الْكَبِيرِ-

৫৩৩৫. হারমালা ইব্ন ইয়াহুইয়া (র)..... আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মায়মূনা (রা) আমাকে (হাদীস) অবহিত করেছেন, যে, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ ভোরে বিষণ্ণ অবস্থায় উঠলেন। তখন মায়মূনা (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আজ আপনার চেহারা মুবারক বিমর্ষ দেখছি! রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, জিবরাঈল (আ) আজ রাতে আমার সঙ্গে মূলাকাত করার ওয়াদা করেছিলেন, কিন্তু তিনি আমার সঙ্গে মূলাকাত করেননি। শোন, আল্লাহর কসম! তিনি (কখনো) আমার সঙ্গে ওয়াদা খিলাফ করেননি। পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সে দিনটি এভাবেই কাটালেন। এরপর আমাদের পর্দা (ঘেরা খাট)-এর নিচে একটি কুকুর ছানার কথা তাঁর মনে পড়ল। তিনি হুকুম দিলে সেটিকে বের করে দেয়া হল। তারপর তিনি তাঁর হাতে কিছু পানি নিয়ে তা ঐ (কুকুর ছানার বসার) স্থানে ছিটিয়ে দিলেন। পরে সন্ধ্যা হলে জিবরাঈল (আ) তাঁর সঙ্গে মূলাকাত করলেন। তখন তিনি তাঁকে বললেন, আপনি তো গতরাতে আমার সাথে মূলাকাতের ওয়াদা করেছিলেন। তিনি বললেন, হ্যাঁ। তবে আমরা (ফেরেশতারা) এমন কোন ঘরে প্রবেশ করি না, যে ঘরে কোন কুকুর থাকে কিংবা কোন (প্রাণীর) ছবি থাকে। পরে নবী ﷺ সেদিন ভোরবেলায় কুকুর নিধনের আদেশ দিলেন, এমনকি তিনি ছোট বাগানের (পাহারাদার) কুকুরও মেরে ফেলার হুকুম দিয়েছিলেন এবং বড় বড় বাগানের কুকুরগুলোকে রেহাই দিয়েছিলেন।

৫২৩৬- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَ أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَبِيَّةٍ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَاسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ يَحْيَى وَاسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاُخْرَانِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَدْخُلُ الْمَلَايِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ-

৫৩৩৬. ইয়াহুইয়া ইব্ন ইয়াহুইয়া, আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা, আমর আন-নাকিদ ও ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র)..... আবু তালহা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, ফেরেশতাগণ সে ঘরে প্রবেশ করেন না, যে ঘরে কোন কুকুর কিংবা কোন (প্রাণীর) ছবি থাকে।

৫৩৩৭- حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُقْبَةَ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا طَلْحَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ-

৫৩৩৭ আবু তাহির ও হারমালা ইবন ইয়াহইয়া (র)..... আবু তালহা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, ফেরেশতাগণ এমন কোন ঘরে প্রবেশ করেন না, যে ঘরে কুকুর কিংবা (প্রাণীর) ছবি থাকে।

৫৩৩৮- وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَ عَبْدِ بْنِ حُمَيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيثِ يُونُسَ وَذَكَرَهُ الْأَخْبَارُ فِي الْإِسْنَادِ-

৫৩৩৮. ইসহাক ইবন ইবরাহীম ও আব্দ ইবন হুমায়দ (র)..... যুহরী (র) থেকে উল্লিখিত সনদে ইউনুস (র) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। অবশ্য সনদের মধ্যে মা'মার (র) عن-এর স্থলে أَخْبَرَ ব্যবহার করে 'মুসনাদ'রূপে বর্ণনা করেছেন।

৫৩৩৯- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ بُسْرِ عَنْ زَيْدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ قَالَ بُسْرٌ ثُمَّ اشْتَكَى بَعْدُ فَعُدْنَاهُ فَإِذَا عَلَى بَابِهِ سِتْرٌ فِيهِ صُورَةٌ قَالَ فَقُلْتُ لِعُبَيْدِ اللَّهِ الْخَوْلَانِيُّ رَبِيبِ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَلَمْ يُخْبِرْنَا زَيْدٌ عَنِ الصُّورِ يَوْمَ الْأَوَّلِ فَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ أَلَمْ تَسْمَعْهُ حِينَ قَالَ إِلَّا رَقْمًا فِي ثَوْبٍ-

৫৩৩৯. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)..... রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবী আবু তালহা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ফেরেশতাগণ সে ঘরে প্রবেশ করেন না, যে ঘরে কোন ছবি থাকে। রাবী বুসর (র) বলেন, এরপর (রাবী) যায়দ (রা) অসুস্থ হয়ে পড়লে আমরা তাঁকে দেখতে গেলাম। দেখলাম তাঁর দরজায় একটি পর্দা রয়েছে, যাতে ছবি রয়েছে। আমি তখন নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী মায়মূনা (রা)-এর পালিত সন্তান উবায়দুল্লাহ খাওলানী (র)-কে বললাম আগের (এক) দিন ছবির ব্যাপারে কি যায়দ (রা) আমাদের কাছে হাদীস রিওয়ায়াত করেননি? উবায়দুল্লাহ বললেন, তুমি কি তাঁর এ উক্তি শোননি : কিন্তু কোন কাপড়ে অঙ্কিত ছবি।^১

৫৩৪০- حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ بُكَيْرَ بْنَ الْأَشَجِّ حَدَّثَهُ أَنَّ بُسْرَ بْنَ سَعِيدٍ حَدَّثَهُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ حَدَّثَهُ وَمَعَ بُسْرِ عُبَيْدُ اللَّهِ الْخَوْلَانِيُّ أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ قَالَ بُسْرٌ فَمَرَضَ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ فَعُدْنَاهُ فَإِذَا نَحْنُ فِي بَيْتِهِ بِسِتْرٍ فِيهِ تَصَاوِيرُ فَقُلْتُ لِعُبَيْدِ اللَّهِ

১. অধিকাংশ আলিমের মতে এখানে প্রাণহীন বস্তু বা দৃশ্যাদির ছবি উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

الْخَوْلَانِيَّ أَلَمْ يُحَدِّثْنَا فِي التَّصَاوِيرِ قَالَ إِنَّهُ قَالَ إِلَّا رَقْمًا فِي ثَوْبٍ أَلَمْ تَسْمَعْهُ قُلْتُ لَا قَالَ بَلَى قَدْ ذَكَرَ ذَلِكَ-

৫৩৪০. আবু তাহির (র)..... আবু তালহা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ফেরেশতাগণ সে ঘরে প্রবেশ করেন না যে ঘরে কোন ছবি থাকে। রাবী বুসর (র) বলেন, যায়দ ইব্ন খালিদ (র) অসুস্থ হলে আমরা তাঁকে দেখতে গেলাম। তখন আমরা তাঁর ঘরের একটি পর্দা দেখতে পেলাম যাতে অনেক ছবি রয়েছে। আমি উবায়দুল্লাহ খাওলানী (র)-কে বললাম, তিনি কি ছবি সম্পর্কে আমাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করেননি? তিনি বললেন, তিনি বলেছিলেন, কিন্তু কাপড়ে অঙ্কিত (অপ্রাণীর) ছবি। তুমি কি তা শুনতে পাওনি? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, নিশ্চয়ই তিনি বলেছিলেন।

৫৩৪১- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ أَبِي الْحُبَابِ مَوْلَى بَنِي النَّجَّارِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا تَمَاطِيلُ قَالَ فَاتَيْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ إِنَّ هَذَا يُخْبِرُنِي أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا تَمَاطِيلُ فَهَلْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَكَرَ ذَلِكَ فَقَالَتْ لَا وَلَكِنْ سَأَحَدْتُكُمْ مَا رَأَيْتُهُ فَعَلْ رَأَيْتُهُ خَرَجَ فِي غَزَاتِهِ فَأَخَذْتُ نَمَطًا فَسَتَرْتُهُ عَلَى الْبَابِ فَلَمَّا قَدِمَ فَرَأَى النَّمَطَ عَرَفْتُ الْكَرَاهِيَةَ فِي وَجْهِهِ فَجَذَبَهُ حَتَّى هَتَكَهُ أَوْ قَطَعَهُ وَقَالَ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَأْمُرْنَا أَنْ نَكْسُوَ الْحِجَارَةَ وَالطِّينَ قَالَتْ فَقَطَعْنَا مِنْهُ وَسَادَتَيْنِ وَحَشَوْتُهُمَا لِيَفَّا فَلَمْ يَعِْبْ ذَلِكَ عَلَيَّ-

৫৩৪১. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র)..... হযরত আবু তালহা আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, ফেরেশতাগণ সে ঘরে প্রবেশ করেন না, যে ঘরে কোন কুকুর কিংবা কোন মূর্তি থাকে। রাবী [যায়দ ইব্ন খালিদ (র)] বলেন, পরে আমি আয়েশা (রা)-এর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, ইনি (আবু তালহা) আমাকে অবহিত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ফেরেশতাগণ সে ঘরে প্রবেশ করেন না, যে ঘরে কোন কুকুর কিংবা মূর্তি থাকে। আপনি কি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ বিষয়ে আলোচনা করতে শুনেছেন? তিনি বললেন, না। তবে আমি তাঁকে যা করতে দেখেছি, তার বর্ণনা তোমাদের দিচ্ছি। আমি তাঁকে দেখেছি, তিনি তাঁর (কোন) যুদ্ধে বেরিয়ে গেলেন। তখন আমি একটি মসৃণ সৌখিন চাদর সংগ্রহ করলাম এবং তা দিয়ে দরজার পর্দা বানালাম। তিনি ফিরে এসে যখন চাদরটি দেখতে পেলেন, তখন তাঁর চেহারা আমায় অসন্তুষ্টির আলামত প্রত্যক্ষ করলাম। তিনি তা টেনে নামিয়ে ফেললেন; এমনকি তা ছিঁড়ে ফেললেন অথবা টুকরা টুকরা করে ফেললেন। আর বললেন, মহান আল্লাহ পাথর কিংবা মাটিকে পোশাক পরানোর হুকুম আমাদের দেননি। আয়েশা (রা) বলেন, আমরা চাদরটি কেটে দু'টি বালিশ বানালাম এবং সে দু'টির ভিতরে খেজুর গাছের আঁশ ভরে দিলাম। তাতে তিনি আমাকে দোষারোপ করলেন না।

৫৩৪২- حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ دَاوُدَ عَنْ عَزْرَةَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ لَنَا سِتْرٌ فِيهِ تِمَثَالُ طَائِرٍ وَكَانَ الدَّخِلُ إِذَا دَخَلَ اسْتَقْبَلَهُ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَوْلِي هَذَا فَإِنِّي كُلَّمَا دَخَلْتُ فَرَأَيْتُهُ ذَكَرْتُ الدُّنْيَا قَالَتْ وَكَانَتْ لَنَا قَطِيفَةٌ كُنَّا نَقُولُ عَلِمُهَا حَرِيرٌ فَكُنَّا نَلْبَسُهَا -

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ وَعَبْدُ الْأَعْلَى بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ ابْنُ مُثَنَّى وَزَادَ فِيهِ يُرِيدُ عَبْدُ الْأَعْلَى فَلَمْ يَأْمُرْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقَطْعِهِ -

৫৩৪২. যুহায়র ইবন হার্ব (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের একটি পর্দা ছিল। তাতে পাখির ছবি ছিল। আর (গৃহে) প্রবেশকারীর প্রবেশকালে তা তার সামনে পড়ত। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, এটি সরিয়ে ফেল। কেননা যতবার আমি প্রবেশ করেছি এবং তা দেখেছি, ততবার আমি দুনিয়া স্মরণ করেছি। আয়েশা (রা) বলেন, আর আমাদের একটি পশমী চাদর ছিল। আমরা লক্ষ্য করতাম যে, এটির নকশা (পাড়) রেশমের। আমরা সেটি পরিধান করতাম।

মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র) ইবন আবু আদী ও আবদুল আ'লা (র) থেকে উক্ত সনদে বর্ণনা করেছেন। তবে ইবন মুসান্না (র) বলেছেন, এ সনদে তিনি অর্থাৎ আবদুল আ'লা অধিক বলেছেন, “রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের তা কেটে ফেলতে আদেশ করেননি।”

৫৩৪৩- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ سَفَرٍ وَقَدْ سَتَّرْتُ عَلَى بَابِي دُرْنُوكًا فِيهِ الْخَيْلُ ذَوَاتُ الْأَجْنِحَةِ فَأَمَرَنِي فَنَزَعْتُهُ -

৫৩৪৩. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও আবু কুরায়ব (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন সফর থেকে প্রত্যাগমন করলেন। আমি দরজায় একটি আঁচলযুক্ত (লেস ও কালারযুক্ত) মসৃণ পর্দা লাগিয়ে দিলাম, যাতে ডানাবিশিষ্ট (ময়ূরপংখী) ঘোড়া (-এর ছবি) ছিল। তিনি আমাকে হুকুম করলেন। তখন আমি তা টেনে খুলে ফেললাম।

৫৩৪৪- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ عَبْدَةَ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ -

৫৩৪৪. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও আবু কুরায়ব (র)..... ওয়াকী' (র) থেকে উক্ত সনদে রিওয়ায়াত করেছেন। তবে আবদা (র)-এর হাদীসে ‘সফর থেকে প্রত্যাগমন করলেন’- কথাটি নেই।

৫৩৪৫- حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا مُتَسَتِّرَةٌ بِقِرَامٍ فِيهِ صُورَةُ قَتْلَوْنَ وَجْهُهُ

ثُمَّ تَنَاوَلَ السِّتْرَ فَهَتَكَهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُشَبِّهُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ -

৫৩৪৫. মানসূর ইব্ন আবু মুযাহিম (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার কাছে (হুজরায়) এলেন। আমি তখন একটি মিহি কাপড়ের পর্দা লাগিয়ে রেখেছিলাম, যাতে ছবি ছিল। এতে তাঁর চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। তারপর তিনি পর্দাটি হাতে নিয়ে তা ছিঁড়ে ফেললেন, পরে বললেন : কিয়ামতের দিন কঠিনতম আযাব ভোগকারী লোকদের মাঝে ওরাও থাকবে, যারা আল্লাহর সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্য সাধনে প্রবৃত্ত হয়।

৫৩৪৬. হারমালা ইব্ন ইয়াহইয়া (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর (আয়েশার) গৃহে প্রবেশ করলেন।..... পরবর্তী অংশ ইবরাহীম ইব্ন সা'দ (র)-এর হাদীসের অনুরূপ। তবে ইউনুস (র) বলেছেন, এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ পর্দার দিকে হাত বাড়ালেন এবং নিজ হাতে তা ছিঁড়ে ফেললেন।

৫৩৪৭. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া, আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা ও যুহায়র ইব্ন হার্ব, ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম ও আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র)..... যুহরী (র) থেকে উল্লেখিত সনদে রিওয়ায়াত করছেন। তবে ইব্ন উয়ায়না (র) এবং মা'মার (র)-এর হাদীসে রয়েছে (مَنْ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا) (মানুষের মধ্যে সর্বাধিক কঠিন আযাব ভোগ করেন) তারা (مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ) বলেননি।

৫৩৪৮. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা ও যুহায়র ইব্ন হার্ব (র)..... আয়েশা (রা) বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার কাছে এলেন, তখন আমি আমার একটি তাক (ফৌকড়) পর্দা দিয়ে আবৃত করে রেখেছিলাম, যাতে ছবি ছিল। তিনি তা দেখতে পেয়ে ছিঁড়ে ফেললেন। আর তাঁর চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। তিনি বললেন : হে আয়েশা! কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার কাছে ঐ সকল লোক কঠিন আযাব ভোগ করবে, যারা

৫৩৪৯. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা ও যুহায়র ইব্ন হার্ব (র)..... আয়েশা (রা) বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার কাছে এলেন, তখন আমি আমার একটি তাক (ফৌকড়) পর্দা দিয়ে আবৃত করে রেখেছিলাম, যাতে ছবি ছিল। তিনি তা দেখতে পেয়ে ছিঁড়ে ফেললেন। আর তাঁর চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। তিনি বললেন : হে আয়েশা! কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার কাছে ঐ সকল লোক কঠিন আযাব ভোগ করবে, যারা

৫৩৫০. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা ও যুহায়র ইব্ন হার্ব (র)..... আয়েশা (রা) বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার কাছে এলেন, তখন আমি আমার একটি তাক (ফৌকড়) পর্দা দিয়ে আবৃত করে রেখেছিলাম, যাতে ছবি ছিল। তিনি তা দেখতে পেয়ে ছিঁড়ে ফেললেন। আর তাঁর চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। তিনি বললেন : হে আয়েশা! কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার কাছে ঐ সকল লোক কঠিন আযাব ভোগ করবে, যারা

৫৩৫১. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা ও যুহায়র ইব্ন হার্ব (র)..... আয়েশা (রা) বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার কাছে এলেন, তখন আমি আমার একটি তাক (ফৌকড়) পর্দা দিয়ে আবৃত করে রেখেছিলাম, যাতে ছবি ছিল। তিনি তা দেখতে পেয়ে ছিঁড়ে ফেললেন। আর তাঁর চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। তিনি বললেন : হে আয়েশা! কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার কাছে ঐ সকল লোক কঠিন আযাব ভোগ করবে, যারা

আল্লাহর সৃষ্টির সাদৃশ্য প্রদর্শনে লিপ্ত হয়। আয়েশা (রা) বলেন, আমরা তখন সেটি কেটে ফেললাম এবং তা দিয়ে একটা বা দু'টো বালিশ বানালাম।

৫৩৪৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَ لَهَا ثَوْبٌ فِيهِ تَصَاوِيرُ مَمْدُودٍ إِلَى سَهْوَةٍ فَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي إِلَيْهِ فَقَالَ أَخْرِيهِ عَنِّي قَالَتْ فَأَخْرَتُهُ فَجَعَلْتُهُ وَسَائِدَ -

৫৩৪৯. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তাঁর একখণ্ড কাপড় ছিল, যাতে বিভিন্ন ছবি ছিল এবং তা একটা তাকের উপরে টানানো ছিল। নবী ﷺ সে দিকে সালাত আদায় করতেন। (একদিন) তখন তিনি বললেন, এটি আমার সম্মুখ থেকে সরিয়ে নাও। আয়েশা (রা) বলেন, তখন আমি সেটি সরিয়ে ফেললাম এবং (পরে) সেটি দিয়ে কয়েকটি বালিশ বানিয়ে নিলাম।

৫৩৫০- وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَامِرٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ -

৫৩৫০. ইসহাক ইবন ইবরাহীম ও উকবা ইবন মুক্রাম (র)..... সাঈদ ইবন আমির (র) থেকে; অন্য সূত্রে ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) আবু আমির আবাদী (র) থেকে, উভয়ে শু'বা (র) থেকে উক্ত সনদে উক্ত হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন।

৫৩৫১- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيَّ وَقَدْ سَتَرْتُ نَمَطًا فِيهِ تَصَاوِيرُ فَنَحَاهُ فَاتَّخَذْتُ مِنْهُ وَسَادَتَيْنِ -

৫৩৫১. আবু বকর ইবন শায়বা (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার ঘরে প্রবেশ করলেন। আমি তখন একটা মিহি চাদর দিয়ে পর্দা বানিয়েছিলাম, যাতে বহু কিছু ছবি ছিল। তিনি সেটি সরিয়ে ফেললেন। তখন আমি তা দিয়ে দু'টি বালিশ বানালাম।

৫৩৫২- حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا نَصَبَتْ سِتْرًا فِيهِ تَصَاوِيرُ فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَنَزَعَهُ قَالَتْ فَقَطَعْتُهُ وَسَادَتَيْنِ فَقَالَ رَجُلٌ فِي الْمَجْلِسِ حِينَئِذٍ يُقَالُ لَهُ رَبِيعَةُ بْنُ عَطَاءٍ مَوْلَى بَنِي زُهْرَةَ أَفَمَا سَمِعْتَ أَبَا مُحَمَّدٍ يَذْكُرُ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَرْتَفِقُ عَلَيْهِمَا قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَا قَالَ لَكِنِّي قَدْ سَمِعْتُهُ يُرِيدُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ -

৫৩৫২. হারুন ইবন মারুফ (র)..... নবী ﷺ-এর স্ত্রী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি একটি পর্দা ঝুলালেন, যাতে অনেক ছবি ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রবেশ করে সেটি টেনে ফেলে দিলেন। তিনি [আয়েশা (রা)]

বলেন, আমি সেটি কেটে দু'টি বালিশ বানালাম। তখন মজলিসে উপস্থিত বনু যুহরার মাওলা (আযাদকৃত এ গোলাম), রাবী'আ ইব্ন 'আতা নামে অভিহিত এক ব্যক্তি বললেন, আপনি কি আবু মুহাম্মদকে একথা উল্লেখ করতে শোনেননি যে, আয়েশা (রা) বলেছেন যে, পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ সে (বালিশ) দু'টিতে হেলান দিতেন। ইব্ন কাসিম (র) বললেন, না, কিন্তু আমি তার কাছে অর্থাৎ মুহাম্মদ (র)-এর কাছেই একথা শুনেছি।

৫৩৫৩- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً فِيهَا تَصَاوِيرُ فَلَمَّا رَأَاهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَامَ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْ فَعَرَفْتُ أَوْ فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَةَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ اتُّوبُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ فَمَاذَا أَذْنَبْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا بَالُ هَذِهِ النُّمْرُقَةِ فَقَالَتْ اشْتَرَيْتُهَا لَكَ تَقَعُدُ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّورِ يُعَذَّبُونَ وَيُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّورُ لَا تَدْخُلُهُ الْمَلَائِكَةُ -

৫৩৫৩. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি একটি গদি কিনলেন, যাতে অনেক ছবি ছিল। তা দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ দরজায় দাঁড়িয়ে রইলেন (হুজরায়) প্রবেশ করলেন না। আমি তাঁর চেহারায় অসন্তোষ লক্ষ্য করলাম- কিংবা রাবী বলেছেন, তাঁর চেহারায় অসন্তুষ্টির চিহ্ন পরিলক্ষিত হল। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কাছে তাওবা করছি। তবে আমি কী পাপ করেছি? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এ গদির ব্যাপার কি? তিনি বললেন, আপনার জন্য আমি এটি খরিদ করেছি, আপনি তাতে বসবেন এবং তাতে হেলান দিবেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এ সব ছবি অংকনকারীদের আযাব দেয়া হবে এবং তাদের বলা হবে, তোমরা যা বানিয়েছ, তা জীবিত কর। এরপর বললেন, যে ঘরে ছবি থাকে সেখানে ফেরেশতা প্রবেশ করেন না।

৫৩৫৪- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَابْنُ رُمَحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا الثَّقَفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ جَدِّي عَنْ أَيُّوبَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْخَزَاعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَخِي الْمَاجِشُونِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَبَعْضُهُمْ أَمَّ حَدِيثًا لَهُ مِنْ بَعْضٍ وَزَادَ فِي حَدِيثِ ابْنِ أَخِي الْمَاجِشُونِ قَالَتْ فَاخْذَتْهُ فَجَعَلَتْهُ مِرْفَقَتَيْنِ فَكَانَ يَرْتَفِقُ بِهِمَا فِي الْبَيْتِ -

৫৩৫৪. কুতায়বা, ইব্ন রুমহ, ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম, আবদুল ওয়ারিস ইব্ন আবদুস সামাদ, হারুন ইব্ন সাঈদ আয়লী ও আবু বকর ইব্ন ইসহাক (র)..... আয়েশা (রা) থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেন। তবে এঁদের কারো হাদীস অন্যের হাদীসের তুলনায় পূর্ণাঙ্গ। আবদুল আযীয (র) তাঁর হাদীসে অধিক রিওয়াযাত করেন যে,

আয়েশা (রা) বলেছেন, সেটি দিয়ে আমি তাঁকে দু'টি হেলান তাকিয়া বানিয়ে দিলাম। তিনি ঘরে সে দু'টিতে হেলান দিতেন।

৫৩৫৫- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ مَثْنَى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ الصُّورَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ -

৫৩৫৫. আবু বকর ইবন আবু শায়বা, ইবন মুসান্না ও ইবন নুমায়র (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যারা ছবি তৈরি করে, কিয়ামতের দিন তাদের আযাব দেয়া হবে। তাদের বলা হবে, তোমরা যা বানিয়েছ তাকে জীবিত কর।

৫৩৫৬- حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عَلِيٍّ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ كُلُّهُمْ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

৫৩৫৬. আবু রবী', আবু কামিল, যুহায়র ইবন হার্ব ও ইবন আবু উমর (র)..... ইবন উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে, উবায়দুল্লাহ সূত্রে ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৫৩৫৭- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ وَلَمْ يَذْكُرِ الْأَشَجُّ إِنْ -

৫৩৫৭. উসমান ইবন আবু শায়বা ও আবু সাঈদ আশাজ্জ (র)..... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : নিশ্চয়ই কিয়ামতের দিন মানুষের মধ্যে কঠিনতর আযাব ভোগকারী হবে ছবি অংকনকারীরা। তবে আশাজ্জ (র) (নিশ্চয়ই) শব্দটি উল্লেখ করেননি।

৫৩৫৮- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كِلَاهُمَا عَنْ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَفِي رِوَايَةِ يَحْيَى وَأَبِي كُرَيْبٍ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ إِنْ مِنْ أَشَدَّ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابًا الْمُصَوِّرُونَ وَحَدِيثُ سُفْيَانَ كَحَدِيثِ وَكِيعٍ -

৫৩৫৮. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া, আবু বকর ইবন আবু শায়বা, আবু কুরায়ব ও ইবন আবু উমর (র)..... আমাশ (র) থেকে উক্ত সনদে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। তবে আবু মুআবিয়া (র) সূত্রে ইয়াহইয়া ও আবু কুরায়ব (র)

বর্ণিত রিওয়াযাতে রয়েছে, নিশ্চয়ই কিয়ামতের দিন জাহান্নামবাসী কঠিনতর আযাব ভোগকারীদের মধ্যে থাকবে ছবি তৈরিকারীরা। আর সুফয়ান (র)-এর হাদীস রাবী ওয়াকী' (র) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

৫৩৫৭- وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ مَسْرُوقٍ فِي بَيْتٍ فِيهِ تَمَاتِيلُ مَرِيَمَ فَقَالَ مَسْرُوقٌ هَذَا تَمَاتِيلُ كِسْرَى فَقُلْتُ لَا هَذَا تَمَاتِيلُ مَرِيَمَ فَقَالَ مَسْرُوقٌ أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ-

(قَالَ مُسْلِمٌ) قَرَأْتُ عَلَى نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيِّ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ إِنِّي رَجُلٌ أُصَوِّرُ هَذِهِ الصُّورَ فَأَفْتِنِي فِيهَا فَقَالَ لَهُ أَدْنُ مِنِّْي فَدَنَا مِنْهُ ثُمَّ قَالَ أَدْنُ مِنِّْي فَدَنَا حَتَّى وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ وَقَالَ أَنْبَأْكَ بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ يُجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسًا فَتُعَذَّبُ بِهِ فِي جَهَنَّمَ وَقَالَ إِنْ كُنْتُ لَأَبْدُ فَاعِلًا فَاصْنَعِ الشَّجَرَ وَمَا لِنَفْسٍ لَهُ فَأَقْرَبِهِ نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ -

৫৩৫৯. নাসর ইব্ন আলী আল-জাহ্যামী (র)..... মুসলিম ইব্ন সুবায়হ্ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মাসরুক (র)-এর সাথে একটি ঘরে ছিলাম। সেখানে মারয়াম (আ)-এর প্রতিকৃত ছিল। মাসরুক (র) বললেন, এটি (পারস্য সম্রাট) কিসরা'র প্রতিকৃতি। আমি বললাম, না, এটি মারয়াম (আ)-এর প্রতিকৃতি। তখন মাসরুক (র) বললেন, শুন! আমি আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ সাজদাতাহ আল্লাহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কিয়ামতের দিন কঠিনতর আযাব ভোগকারী হবে ছবি অঙ্কনকারীরা।

[ইমাম মুসলিম (র) বলেন]-আমি নাসর ইব্ন আলী আল-জাহ্যামী (র)-কে (এ হাদীসের পাঠ) পড়ে শুনিয়েছি। সাঈদ ইব্ন আবুল হাসান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি ইব্ন আব্বাস (রা)-এর কাছে এসে বলল, আমি এসব ছবি এঁকে থাকি; তাই এ বিষয় আপনি আমাকে 'ফাতওয়া' দিন। তিনি বললেন, তুমি আমার নিকটে এস। সে তাঁর কাছে এলে তিনি বললেন, আরো কাছে এস। সে আরো কাছে এলে তিনি তার মাথায় হাত রেখে বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাজদাতাহ আল্লাহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে যা শুনেছি, তা তোমাকে বলে দিচ্ছি। আমি রাসূলুল্লাহ্ সাজদাতাহ আল্লাহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি : প্রত্যেক ছবি অঙ্কনকারী জাহান্নামী হবে। তার অংকিত প্রতিটি ছবিতে প্রাণ দেয়া হবে, তখন সেগুলো জাহান্নামে তাকে আযাব দিতে থাকবে। তিনি আরও বললেন, তোমাকে একান্তই যদি (তা) করতে হয়, তা হলে গাছ (পালা) এবং যার প্রাণ নেই, সে সবে (ছবি) তৈরি কর। [ইমাম মুসলিম (র) এ হাদীস পড়ে শোনাতে] নাসর ইব্ন আলী (র) তার স্বীকৃতি দিলেন।

৫৩৬০- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَجَعَلَ يُفْتِي وَلَا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ حَتَّى سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنِّي رَجُلٌ أُصَوِّرُ هَذِهِ الصُّورَ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ أَدْنُهُ فَدَنَا الرَّجُلُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا كُفِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ -

৫৩৬০. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)..... নাযর ইবন আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবন আব্বাস (রা)-এর কাছে উপবিষ্ট ছিলাম। তিনি (বিভিন্ন বিষয়) ফাতওয়া দিতে লাগলেন, কিন্তু (কোন ফাতওয়ায়) একথা বলেননি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন। অবশেষে এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞাসা করল। সে বলল, আমি এসব (প্রাণীর) ছবি অঙ্কন করে থাকি। তখন ইবন আব্বাস (রা) তাকে বলেছেন, কাছে এসো। লোকটি কাছে এল। তখন ইবন আব্বাস (রা) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, পৃথিবীতে যে ব্যক্তি (প্রাণীর) ছবি আঁকে, কিয়ামতের দিন তাতে আত্মা ফুঁকে দিতে তাকে বাধ্য করা হবে। অথচ সে (তা) ফুঁকে দিতে পারবে না।

৫৩৬১- حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ مِثْنَى قَالَا حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ فَذَكَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ -

৫৩৬১ আবু গাস্‌সান মিসমাই ও মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র)..... নাযর ইবন আনাস (র) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি ইবন আব্বাস (রা)-এর কাছে এল।.....তারপর তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

৫৩৬২- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ نُمَيْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَالْفَافِطُ مِتْقَارِبَةُ قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي دَارِ مَرْوَانَ فَرَأَى فِيهَا تَصَاوِيرَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ خَلْقًا كَخَلْقِي فَلْيَخْلُقُوا ذُرَّةً أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً أَوْ لِيَخْلُقُوا شَعِيرَةً -

وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو هُرَيْرَةَ دَارًا تُبْنَى بِالْمَدِينَةِ لِسَعِيدٍ أَوْ لِمَرْوَانَ قَالَ فَرَأَى مُصَوِّرًا يُصَوِّرُ فِي الدَّارِ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ أَوْ لِيَخْلُقُوا شَعِيرَةً -

৫৩৬২. আবু বকর ইবন আবু শায়বা, মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র ও আবু কুরায়ব (র)..... আবু যুর'আ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু হুরায়রা (রা)-এর সাথে মারওয়ানের ঘরে প্রবেশ করলাম। তিনি সেখানে অনেক ছবি দেখে বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, মহান আল্লাহ বলেছেন : “সে ব্যক্তির চাইতে বড় জালিম আর কে আছে, যে আমার সৃষ্টিতুল্য মাখলুক সৃষ্টি করতে চায়; তাহলে তারা একটি (অনুভূতিশীল) বিন্দু সৃষ্টি করুক! অথবা তারা (খাদ্যপ্রাণ ও স্বাদযুক্ত) একটি শস্যদানা সৃষ্টি করে দেখাক! অথবা তারা একটি (মাত্র) যব (-এর দানা) সৃষ্টি করুক!

যুহায়র ইব্ন হার্ব (র)..... আবু যুর'আ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং আবু হুরায়রা (রা) সাঈদ কিংবা মারওয়ানের জন্য মদীনায়ে নির্মায়মান একটি বাড়িতে প্রবেশ করলাম। রাবী বলেন, তখন তিনি [আবু হুরায়রা (র)] দেখতে পেলেন যে, একজন চিত্রশিল্পী ঘরের দেয়ালগুলোতে (বিভিন্ন) চিত্র আঁকছে। তিনি তখন বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ। তবে তিনি “তারা একটি (মাত্র) যবদা সৃষ্টি করুক।” অংশটি উল্লেখ করেননি।

৫২৬৩- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ تَمَاثِيلُ أَوْ تَصَاوِيرُ -

৫৩৬৩. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ফেরেশতাগণ সে ঘরে প্রবেশ করেন না, যে ঘরে মূর্তি প্রতিকৃতি অথবা ছবি থাকে।

২২- كَابِ بَرَاهَةِ الْكَلْبِ وَالْجَرَسِ فِي السَّفَرِ -

২২. পরিচ্ছেদ : সফরে কুকুর ও ঘণ্টা থাকা মাকরুহ

৫২৬৪- حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ فَضِيلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ يَعْنَى ابْنُ مُفَضَّلٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا كَلْبٌ وَلَا جَرَسٌ -

৫৩৬৪. আবু কামিল ফুযায়ল ইব্ন হুসায়ন জাহদারী (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : (রহমতের) ফেরেশতাগণ সে সফরকারী কাফেলার সাথে অবস্থান করেন না, যাতে কোন কুকুর বা ঘণ্টা থাকে।

৫২৬৫- وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَّأَوْرَدِيُّ كِلَاهُمَا عَنْ سُهَيْلٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ -

৫৩৬৫. যুহায়র ইব্ন হার্ব ও কুতায়বা (র)..... সুহায়ল (র) থেকে উল্লেখিত সনদে হাদীস রিওয়াযাত করেছেন।

৫২৬৬- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ عَنْ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْجَرَسُ مَزَامِيرُ الشَّيْطَانِ -

৫৩৬৬. ইয়াহইয়া ইব্ন আইউব, কুতায়বা ও ইব্ন হুজর (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ‘ঘণ্টা শয়তানের বাঁশি।’

মুসলিম ৫ম খণ্ড—১৯

বাংলা হাদিস

২৩- بَابُ كَرَاهَةِ قِلَادَةِ الْوَتْرِ فِي رَقَبَةِ الْبَعِيرِ -

২৩ পরিচ্ছেদ : উটের গলায় ধনুকের ছিলা বা চামড়ার তারের মালা ঝুলানো মাকরুহ

৫৩৬৭- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ أَنَّ أَبَا بَشِيرٍ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ قَالَ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَسُولًا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ وَالنَّاسُ فِي مَبِيتِهِمْ لَا تُبْقَيْنَ فِي رَقَبَةِ بَعِيرٍ قِلَادَةً مِنْ وَتَرٍ أَوْ قِلَادَةً إِلَّا قُطِعَتْ قَالَ مَالِكٌ أَرَى ذَلِكَ مِنَ الْعَيْنِ -

৫৩৬৭. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহুয়া (র)..... আব্বাদ ইবন তামীম (র) থেকে বর্ণিত যে, আবু বাশীর আনসারী (রা) তাকে বলেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এক সফরে তাঁর সঙ্গে ছিলেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একজন ঘোষক পাঠালেন; আবদুল্লাহ ইবন আবু বকর (র) বলেন, আমার মনে হয়, তিনি (আব্বাদ) বলেছেন, তখন কাফেলার লোকেরা তাদের রাত যাপনের শয্যায় (শুয়ে পড়ে) ছিল, ‘অবশ্যই কোন উটের গলায়’ চামড়ার দড়ির (ধনুকের ছিলার) মালা কিংবা কোন ‘মালা’ অবশিষ্ট থাকবে না; থাকলে তা কেটে ফেলতে হবে। মালিক (র) বলেন, আমার বিশ্বাস, তা বদ নযর থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যে (লাগানো) হতো।

২৪- بَابُ النَّهْيِ عَنْ ضَرْبِ الْحَيَوَانِ فِي وَجْهِهِ وَوَسْمِهِ فِيهِ -

২৪. পরিচ্ছেদ : পশুর মুখে প্রহার করা এবং দাগ লাগানো নিষিদ্ধ

৫৩৬৮- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الضَّرْبِ فِي الْوَجْهِ وَعَنِ الْوَسْمِ فِي الْوَجْهِ -

৫৩৬৮. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ (প্রাণীর) মুখে প্রহার করা এবং মুখে দাগ লাগানো নিষেধ করেছেন।

৫৩৬৯- حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ كِلَاهُمَا عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمِثْلِهِ -

৫৩৬৯. হারুন ইবন আবদুল্লাহ এবং (ভিন্ন সনদে) আব্দ ইবন হুমায়দ (র)..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন..... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ রিওয়াযাত করেছেন।

৫৩৭০- وَحَدَّثَنِي سَلْمَةُ بْنُ شَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ عَلَيْهِ حِمَارٌ قَدْ وَُسِمَ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ لَعَنَ اللَّهُ الَّذِي وَسَمَهُ -

৫৩৭০. সালামা ইবন শাবীব (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সম্মুখ দিয়ে একটি গাধা চলে গেল, যার মুখে দাগ লাগানো হয়েছিল। তিনি বললেন, যে লোক এটিকে দাগ লাগিয়েছে, আল্লাহ তাকে লানত করুন।

৫৩৭১- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ أَنَّ نَاعِمًا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ وَرَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِمَارًا مَوْسُومَ الْوَجْهِ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ قَالَ فَوَ اللَّهُ لَا أَسْمُهُ إِلَّا فِي أَقْصَى شَيْءٍ مِنَ الْوَجْهِ فَأَمَرَ بِحِمَارٍ لَهُ فَكَوَى فِي جَاعِرَتَيْهِ فَهُوَ أَوَّلُ مَنْ كَوَى الْجَاعِرَتَيْنِ-

৫৩৭১. আহমাদ ইবন ইসা (র)..... ইবন আব্বাস (রা) বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মুখে দাগ লাগানো একটি গাধা দেখে তাতে অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন। তিনি (ইবন আব্বাস) বলেন, আল্লাহর কসম! আমি তার মুখ থেকে সর্বাধিক দূরবর্তী অংশেই দাগ লাগাব। তারপর তিনি তাঁর একটি গাধা সম্পর্কে হুকুম করলে তার দুই নিতম্ব প্রান্তে দাগ লাগান হল। ফলে তিনিই হলেন নিতম্ব প্রান্তে দাগ দেয়ার প্রথম ব্যক্তি (ও প্রবর্তক)।^১

২৫- بَابُ جَوَازِ وَسْمِ الْحَيَوَانِ غَيْرِ الْأَدْمِيِّ فِي غَيْرِ الْوَجْهِ وَنَذْبِهِ فِي نَعْمِ الزُّكَاةِ وَالْجِزْيَةِ-

২৫. পরিচ্ছেদ : মানুষ ব্যতীত অন্য প্রাণীর চেহারা ব্যতীত অন্যত্র দাগ লাগানো জায়েয। যাকাত ও জিয্যার পশুকে দাগ লাগানো উত্তম

৫৩৭২- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمَّا وَلَدَتْ أُمُّ سَلِيمٍ قَالَتْ لِي يَا أَنَسُ أَنْظِرْ هَذَا الْغُلَامَ فَلَا يُصِيبَنَّ شَيْئًا حَتَّى تَغْدُو بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يُحَنِّكُهُ قَالَ فَغَدَوْتُ فَإِذَا هُوَ فِي الْحَائِطِ وَعَلَيْهِ خَمِيصَةٌ جُونِيَّةٌ وَهُوَ يَسِمُ الظَّهْرَ الَّذِي قَدِمَ عَلَيْهِ فِي الْفَتْحِ-

৫৩৭২. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (আমার মা) উম্মু সুলায়ম (রা) সন্তান প্রসবের পর আমাকে বললেন, হে আনাস, এ শিশুটির দিকে নয়র রেখ, যেন সকালে তুমি তাকে নবী ﷺ-এর কাছে নিয়ে যাওয়ার আগে কিছু না খায়। তিনি তাকে 'তাহনীক করে [খেজুর চিবিয়ে (তার মুখে দিয়ে) তাকে বরকত] দিবেন। রাবী [আনাস (রা)] বলেন, আমি সকালে গিয়ে দেখলাম, তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) একটি বাগানে রয়েছেন এবং তাঁর গায়ে একটি 'জাওনী' কাল পশমী চাদর রয়েছে, আর তিনি যুদ্ধ জয় থেকে প্রাপ্ত (গনীমতের) উটগুলোকে দাগ লাগাচ্ছেন।

৫৩৭৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ أَنَّ أُمَّهُ حِينَ وَلَدَتْ انْطَلَقُوا بِالصَّبِيِّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يُحَنِّكُهُ قَالَ فَإِذَا النَّبِيُّ ﷺ فِي مِرْبَدٍ يَسِمُ غَنَمًا قَالَ شُعْبَةُ وَأَكْثَرُ عِلْمِي أَنَّهُ قَالَ فِي أَذَانِهَا-

৫৩৭৩. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র)..... হিশাম ইবন যায়দ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস (রা)-কে বর্ণনা করতে শুনেছি যে, তাঁর মা যখন সন্তান প্রসব করলেন, তখন তাঁরা নবজাতককে নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর

১. নিতম্ব প্রান্তে সর্বপ্রথম দাগ লাগিয়েছিলেন আব্বাস (রা)। তবে সম্ভবত পদ্ধতির ব্যাপক প্রচলন ঘটেছিল ইবন আব্বাস (রা)-এর আমলের মাধ্যমে। এ জন্য তাঁকে প্রথম ব্যক্তি বলা হয়েছে।

খিদমতে গেলেন, যাতে তিনি তার মুখে লাল দিতে বরকত দেন। রাবী [আনাস (রা)] বলেন, গিয়ে দেখলাম, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি খোঁয়াড়ে ছাগলের গায়ে দাগ লাগাচ্ছেন (সনদের অন্য রাবী) শু'বা (র) বলেন, আমার দৃঢ় প্রত্যয় এই যে, তিনি (হিশাম) বলেছেন, 'সেগুলোর কানে' দাগ লাগাচ্ছিলেন।

৫৩৭৪- وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ ابْنِ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ دَخَلْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَرَبَدًا وَهُوَ يَسِمُ غَنَمًا قَالَ أَحْسِبُهُ قَالَ فِي أَذَانِهَا-

وَحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَيَحْيَى وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ-

৫৩৭৪. যুহায়র ইবন হার্ব (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, আমরা একটি (ছাগলের) খোঁয়াড়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট গেলাম। তখন তিনি ছাগলের গায়ে দাগ লাগাচ্ছিলেন। রাবী (শু'বা) বলেন, আমার ধারণা, তিনি (হিশাম) বলেছেন, 'সেগুলোর কানে'- (দাগ লাগাচ্ছিলেন)।

ইয়াহুইয়া ইবন হাবীর ও মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)..... শু'বা (র) সূত্রে উল্লিখিত সনদে অনুরূপ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন।

৫৩৭৫- حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ رَأَيْتُ فِي يَدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْمِيسَمَ وَهُوَ يَسِمُ ابِلَ الصَّدَقَةِ-

৫৩৭৫. হারুন ইবন মা'রুফ (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাতে 'দাগযন্ত্র' দেখতে পেলাম, তিনি তখন সাদকার উটে দাগ লাগাচ্ছিলেন।

২৬- بَابُ كَرَاهَةِ الْقَزَعِ

২৬. পরিচ্ছেদ : কাযা' অর্থাৎ মাথার চুল কিছু (টিকি) মুড়িয়ে কিছু রেখে দেয়া মাকরুহ

৫৩৭৬- حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْقَزَعِ قَالَ قُلْتُ لِنَافِعٍ وَمَا الْقَزَعُ قَالَ يُحْلَقُ بَعْضُ رَأْسِ الصَّبِيِّ وَيُتْرَكُ بَعْضٌ-

৫৩৭৬. যুহায়র ইবন হার্ব (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'কাযা' নিষেধ করেছেন। রাবী (উমর ইবন নাবি') বলেন, আমি নাবি' (র)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, কাযা' কি? তিনি বললেন, শিশুর মাথার (চুল) কতকাংশ মুড়ানো এবং কতকাংশ রেখে দেয়া।

৫৩৭৭- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَجَعَلَ التَّفْسِيرَ فِي حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ مِنْ قَوْلِ عُبَيْدِ اللَّهِ -

৫৩৭৭. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও ইবন নুমায়র (র)..... উবায়দুল্লাহ (র) থেকে উক্ত সনদে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। তবে উসামা (র) বর্ণিত হাদীসে তিনি কাযা শব্দের ব্যাখ্যাটিকে উবায়দুল্লাহ (র)-এর উক্তি বলে উল্লেখ করেছেন।

৫৩৭৮- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُثْمَانَ الْغَطَفَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ نَافِعٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي أُمَيَّةُ بْنُ بَسْطَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ بِإِسْنَادِ عُبَيْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ وَالْحَقَّ التَّفْسِيرَ فِي الْحَدِيثِ -

৫৩৭৮. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না ও উমাইয়া ইবন বিস্তাম (র)..... উবায়দুল্লাহ (র) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। এঁরা দু'জন ব্যাখ্যাটিকে (মূল) হাদীসের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

৫৩৭৯- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوبَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الدَّارِمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّرَّاجِ كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِذَلِكَ -

৫৩৭৯. মুহাম্মদ ইবন রাফি, হাজ্জাজ ইবন শাইর, আব্দ ইবন হুমায়দ ও আবু জা'ফর দারিমী (র)..... ইবন উমর (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে উক্ত হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন।

২৭- بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْجُلُوسِ فِي الطَّرِيقَاتِ وَإِعْطَاءِ الطَّرِيقِ حَقَّهُ

২৭. পরিচ্ছেদ : চলাচলের পথে বৈঠক করা নিষিদ্ধ হওয়া ও রাস্তার হক আদায় করা

৫৩৮০- حَدَّثَنِي سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسُ فِي الطَّرِيقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَنَا بِدُ مِنْ مَجَالِسِنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ قَالُوا وَمَا حَقُّهُ قَالَ غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الْأَذَى وَرَدُّ السَّلَامِ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ -

৫৩৮০. সুওয়ায়দ ইবন সাঈদ (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : রাস্তার উপরে বসে থাকা তোমরা পরিহার করবে। তাঁরা বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! (রাস্তার উপরে) আমাদের বৈঠক না করে উপায় নেই, সেখানে আমরা (প্রয়োজনীয়) কথাবার্তা বলে থাকি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : একান্তই যদি তোমাদের তা করতে হয়, তবে রাস্তাকে তার প্রাপ্য হক দিবে। তাঁরা বললেন : এর হক

কি? তিনি বললেন, দৃষ্টি অবনত রাখা, কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা, সালামের জবাব দেওয়া এবং ন্যায় কাজের আদেশ দেয়া ও অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করা।

৫৩৮১- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدِينِيُّ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكَ قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ كِلَاهُمَا عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ-

৫৩৮১. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া ও মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র)..... য়াদ ইব্ন আসলাম (র) থেকে উল্লেখিত সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

২৮- بَابُ تَحْرِيمِ فِعْلِ الْوَاصِلَةِ وَالْمُسْتَوْصِلَةِ وَالْوَاشِمَةِ وَالْمُسْتَوْشِمَةِ وَالنَّامِصَةِ وَالْمُتَنَمِّصَةِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ وَالْمُغِيرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ تَعَالَى-

২৮. পরিচ্ছেদ : পরচুলা সংযোজনকারিণী ও সংযোজন প্রার্থিণী, মানবদেহে চিত্র অঙ্কনকারিণী ও অঙ্কন-প্রার্থিণী, ভুরুর পশম উৎপাটনকারিণী ও উৎপাটনপ্রার্থিণী, দাঁতের মাঝে দর্শনীয় ফাঁক সুষমা তৈরিকারিণী এবং আল্লাহর সৃজনে বিকৃতি সাধনকারিণীদের ক্রিয়াকলাপ হারাম

৫৩৮২- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ جَاءَتْ امْرَأَةً إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي ابْنَةً عُرِيْسًا أَصَابَتْهَا حَصْبَةٌ فَتَمَرَّقَ شَعْرُهَا أَفَاصِلُهُ فَقَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ-

৫৩৮২. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া (র)..... আসমা বিন্ত আবু বকর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক মহিলা নবী ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার এক নববিবাহিতা মেয়ে 'হামরোগে আক্রান্ত হয়েছে। তাতে তার চুল পড়ে গিয়েছে। আমি কি তাকে পরচুলা লাগিয়ে দিব? তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা পরচুলা সংযোজনকারিণী ও সংযোজনপ্রার্থিণী নারীদের লা'নত করেছেন।

৫৩৮৩- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي وَعَبْدَةُ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ قَالَ أَخْبَرَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ غَيْرَ أَنَّ وَكِيعًا وَشُعْبَةَ فِي حَدِيثِهِمَا فَتَمَرَّقَ شَعْرُهَا-

৫৩৮৩. আবু বকর আবু শায়বা, ইব্ন নুমায়র, আবু কুরায়ব ও আমর আন-নাকিদ (র)..... হিশাম ইব্ন উরওয়া (র) থেকে উল্লিখিত সনদে আবু মুআবিয়া (র) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। তবে রাবী ওয়াকী' ও শুবা (র) বর্ণিত হাদীসে (تَمَرَّقَ شَعْرُهَا) স্থানে (تَمَرَّقَ شَعْرُهَا) রয়েছে (উভয় বাক্যের অর্থ চুল পড়ে গিয়েছে)।

৫৩৮৪- وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا حَبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ أُمِّهِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ إِنِّي زَوَّجْتُ ابْنَتِي فَتَمَرَّقَ شَعْرُ رَأْسِهَا وَزَوَّجَهَا يَسْتَحْسِنُهَا أَفَاصِلُ شَعْرَهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَفَنَهَاهَا-

৫৩৮৪. আহমাদ ইবন সাঈদ দারিমী (র)..... আসমা বিন্ত আবু বকর (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক মহিলা নবী সাহাবাহ/৬
আল্লাহুহি
ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে এসে বললেন, “আমি আমার মেয়েকে বিয়ে দিয়েছি, এখন (রোগাক্রান্ত হয়ে) তার মাথার চুল পড়ে গিয়েছে, আর তার স্বামী তাকে (অবিলম্বে কাছে পাওয়া) পসন্দ করে। আমি কি তাকে পরচুলা সংযোজন করে দিব, ইয়া রাসূলুল্লাহ?” তখন তিনি তাকে নিষেধ করলেন।

৫৩৮৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةٍ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُسْلِمٍ يُحَدِّثُ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ جَارِيَةً مِنَ الْأَنْصَارِ تَزَوَّجَتْ وَأَنَّهَا مَرَضَتْ فَتَمَرَّقَ شَعْرُهَا فَأَرَادُوا أَنْ يَصْلُوا فَسَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَلَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ-

৫৩৮৫. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না, ইবন বাশ্শার ও আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, এক আনসারী তরুণীর বিয়ে হল, আর সে রোগাক্রান্ত হলে তার চুল পড়ে গেল। তখন তার পরিবারের লোকেরা তাকে পরচুলা লাগিয়ে দেয়ার ইচ্ছা করল। তাই তারা ঐ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাহাবাহ/৬
আল্লাহুহি
ওয়াসাল্লাম-এর কাছে জিজ্ঞাসা করল। তিনি তখন (নকল) চুল সংযোজনকারিণী ও সংযোজনপ্রার্থী নারীর প্রতি আল্লাহর লা'নত (হওয়ার ঘোষণা) করলেন।

৫৩৮৬- حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِعٍ قَالَ أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ بْنِ يَنَاقٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ زَوَّجَتْ ابْنَةً لَهَا فَاشْتَكَتْ فَتَسَاقَطَ شَعْرُهَا فَاتَتْ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ إِنَّ زَوْجَهَا يُرِيدُهَا أَفَاصِلُ شَعْرَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لُعِنَ الْوَاصِلَاتُ-

وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِعٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ لُعِنَ الْمُؤَصِّلَاتُ-

৫৩৮৬. যুহায়র ইবন হার্ব (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক আনসারী মহিলা তার একটি মেয়েকে বিয়ে দিলেন মেয়েটি অসুস্থ হয়ে পড়ল এবং তাতে তার চুল পড়ে গেল। মহিলা নবী সাহাবাহ/৬
আল্লাহুহি
ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে বললেন, তার স্বামী তাকে এখন নিতে চায়। আমি তার চুলের সাথে পরচুলা লাগিয়ে দিব কি? তখন রাসূলুল্লাহ সাহাবাহ/৬
আল্লাহুহি
ওয়াসাল্লাম বললেন : নকল চুল সংযোজনকারিণীদের অভিসম্পাত করা হয়েছে।

মুহাম্মদ ইবন হাতিম (র)..... ইবরাহীম ইবন নাফি' (র) থেকে উল্লিখিত সনদে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন যে, (নকল) চুল সংযোজনকারিণীদের প্রতি অভিসম্পাত। তবে তাঁর রিওয়ায়াতে (الوَاصِلَاتُ স্থলে) الْحُوصِلَاتُ রয়েছে।

৫৩৮৭- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَثْنَى وَاللَّفْظُ لِيَزْهَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ-

وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمَفْضَلِ قَالَ حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ-

৫৩৮৭ মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র, যুহায়র ইবন হারব ও মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ পরচুলা সংযোজনকারিণী ও সংযোজনপ্রার্থিণী এবং মানবদেহে চিত্র (উক্কী) অঙ্কনকারিণী ও অঙ্কনপ্রার্থিণীদের লানত করেছেন।

মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন বাযী' (র)..... আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন।

৫৩৮৮- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لِإِسْحَاقَ قَالَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ قَالَ فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوبَ وَكَانَتْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَاتَتْهُ فَقَالَتْ مَا حَدِيثٌ بَلَّغَنِي عَنْكَ إِنَّكَ لَعَنْتَ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَمَالِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ لَوْحِي الْمُصْحَفِ فَمَا وَجَدْتُهُ فَقَالَ لَيْنُ كُنْتُ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا" فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ فَإِنِّي أَرَى شَيْئًا مِنْ هَذَا عَلَى امْرَأَتِكَ الْآنَ قَالَ اذْهَبِي فَانْظُرِي قَالَ فَدَخَلَتْ عَلَى امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ فَلَمْ تَرَ شَيْئًا فَجَاءَتْ إِلَيْهِ فَقَالَتْ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا فَقَالَ أَمَالُوْكَ كَانَ ذَلِكَ لَمْ نَجَامِعْهَا-

৫৩৮৮. ইসহাক ইবন ইবরাহীম ও উসমান ইবন আবু শায়বা (র)..... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মানবদেহে চিত্র উক্কী অঙ্কনকারিণী ও অঙ্কনপ্রার্থিণী নারী, (বড় দেখাবার জন্য) কপাল ভুরুর চুল উৎপাটনকারিণী ও উৎপাটনকামী নারী এবং (সৌন্দর্য সুষমা বৃদ্ধির মানসে) দাঁতের মাঝে (সুষম) ফাঁক সৃষ্টিকারিণী, যারা আল্লাহর সৃষ্টিতে বিকৃতি সাধনকারিণী, এদের আল্লাহ তা'আলা লানত করেন। রাবী বলেন, আসাদ গোত্রের উম্মু ইয়া'কুব নামী এক মহিলার কাছে [আবদুল্লাহ (রা)-এর] এ হাদীসের বর্ণনা পৌঁছল। তিনি কুরআন পাঠে অভ্যস্তা ছিলেন।

তিনি তাঁর কাছে কাছে এসে বললেন, সে হাদীসখানি কিরূপ, যা আপনার পক্ষ থেকে আমার কাছে পৌঁছেছে যে, আপনি মানবদেহে চিত্র অঙ্কনকারিণী ও অঙ্কনকামী নারী ও কপাল ভুরুর লোম উৎপাতনকারিণী ও উৎপাতনকামী নারী এবং (সৌন্দর্য বৃদ্ধির প্রয়াসে) দাঁতের মাঝে ফাঁক তৈরিকারিণীদের, যারা আল্লাহর সৃষ্টিতে বিকৃতি সাধনকারিণী, এদের লা'নত করেছেন? আবদুল্লাহ্ (রা) বললেন, আমার কি যুক্তি থাকতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাদের অভিসম্পাত দিয়েছেন, আমি সে লোকদের অভিসম্পাত দিব না? অথচ তা আল্লাহর কিতাবে রয়েছে। মহিলা বললেন, পবিত্র গ্রন্থের (আল-কুরআন-এর) দুই বাঁধাই কাগজের মধ্যবর্তী (আগাগোড়া) সবটুকু আমি পড়েছি, কিন্তু তা তো কোথাও পাইনি? তিনি বললেন, তুমি যদি (গভীর অভিনিবেশসহকারে) পড়তে, তাহলে অবশ্যই তা পেতে। মহান আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا — আর রাসূল তোমাদের কাছে যা উপস্থাপন করেন তা ধরে রাখ, আর তিনি যা থেকে তোমাদের নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক। মহিলা বললেন, আমি (প্রায় নিশ্চিত যে) এর কোন কিছু এখন গিয়ে আপনার স্ত্রীর মাঝে দেখতে পাব। তিনি বললেন, যাও, তা দেখ গিয়ে। রাবী বলেন, মহিলা আবদুল্লাহ্ (রা)-এর স্ত্রীর কাছে গেলেন, কিন্তু (সে সবার) কিছুই দেখতে পেলেন না। তখন তিনি ফিরে এসে বললেন, কিছুই দেখতে পেলাম না। তিনি বললেন, শোন! তেমন কিছু থাকলে আমরা তার সাথে একত্রে বসবাস করতাম না।

৫৩৮৯- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَهُوَ ابْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ وَهُوَ ابْنُ مُهْلِلٍ كِلَاهُمَا عَنْ مَنْصُورٍ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمَعْنَى حَدِيثِ جَرِيرٍ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ سُفْيَانَ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُتَوَشِّمَاتِ وَفِي حَدِيثِ مُفَضَّلٍ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُتَوَشِّمَاتِ-

৫৩৮৯. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না, ইব্ন বাশ্শার ও মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র)..... মানসূর (র) থেকে উল্লিখিত সনদে জারীর (র) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে রাবী সুফয়ান (র) বর্ণিত হাদীসে الْمُتَوَشِّمَاتِ রয়েছে। আর রাবী মুফায্যাল (র) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে وَالْمُتَوَشِّمَاتِ।

৫৩৯০- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالُوا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ الْحَدِيثَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُجَرَّدًا عَنْ سَائِرِ الْقِصَّةِ مِنْ ذِكْرِ أُمِّ يَعْقُوبَ-

৫৩৯০. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা, মুহাম্মদ মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র)..... মানসূর (র) সূত্রে উল্লিখিত সনদে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে তা উম্মু ইয়া'কুব প্রসঙ্গের সব বর্ণনা থেকে মুক্ত।

৫৩৯১- وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ يَعْنِي ابْنَ حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ-

৫৩৯১. শায়বান ইব্ন ফাররুখ (র)..... আবদুল্লাহ্ (রা) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে (পূর্বোক্ত) ওঁদের হাদীসের অনুরূপ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন।

৫৩৯২- وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلَوَانِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَا وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ زَجَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَصِلَ الْمَرْأَةُ بِرَأْسِهَا شَيْئًا-

৫৩৯২. হাসান ইবন আলী হুলওয়ানী ও মুহাম্মদ ইবন রাফি' (র)..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নারী তার মাথায় কোন কিছু সংযোজন করবেন, নবী ﷺ ব্যাপারে ধমক দিয়েছেন (ও তা নিষেধ করেছেন)।

৫৩৯৩- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ عَامَ حَجٍّ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَتَنَاولَ قُصَّةً مِنْ شَعْرِ كَانَتْ فِي يَدِ حَرَسِيٍّ يَقُولُ يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ إِنِّي عُلِّمْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذِهِ وَيَقُولُ إِنَّمَا هَلَكْتَ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَ هَذِهِ نِسَاؤُهُمْ-

৫৩৯৩. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র)..... হুমায়দ ইবন আবদুর রাহমান ইবন আওফ (রা) মুআবিয়া ইবন আবু সুফয়ান (রা)-কে বলতে শুনেছেন যে, যখন তিনি মিন্বারে দাঁড়িয়ে (ভাষণ দেয়ার সময়) একটি (নকল) চুলের খোপা হাতে নিয়ে, যা একজন দেহরক্ষীর হাতে ছিল, বলেছিলেন, হে মদীনাবাসী! তোমাদের আলিম সমাজ কোথায়? আমি শুনেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ জিনিস নিষেধ করেছেন এবং তিনি বলেছেন: বনী ইসরাঈল তখনই হালাক হয়েছে, যখন তাদের স্ত্রীলোকেরা এসব গ্রহণ করেছে।

৫৩৯৪- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ إِنَّمَا عَذَّبَ بَنُو إِسْرَائِيلَ-

৫৩৯৪. ইবন আবু উমর, হারমালা ইবন ইয়াহইয়া ও আব্দ ইবন হুমায়দ (র)..... যুহরী (র) থেকে মালিক (র) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তবে মা'মর (র) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, “বনু ইসরাঈলকে আযাব দেয়া হয়েছে।”

৫৩৯৫- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ مَثْنَى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ قَدِمَ مُعَاوِيَةُ الْمَدِينَةَ فَخَطَبَنَا وَأَخْرَجَ كُبَّةً مِنْ شَعْرِ فَقَالَ مَا كُنْتُ أَرَى أَنَّ أَحَدًا يَفْعَلُهُ إِلَّا الْيَهُودَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَلَغَهُ فَسَمَّاهُ الزُّورَ-

৫৩৯৫. আবু বকর ইবন আবু শায়বা, ইবন মুসান্না ও ইবন বাশ্শার (র)..... সাঈদ ইবন মুসাইয়াব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুআবিয়া (রা) মদীনায় এলেন। তিনি আমাদের সামনে ভাষণ দিলেন এবং তখন (নকল)

চুলের একটি খোঁপা বের করে বললেন, আমি মনে করতাম না যে, ইয়াহুদী ছাড়া অন্য কেউ এ কাজ করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এ বিষয়টি পৌঁছেলে তিনি একে 'মিথ্যা' নামে অভিহিত করেছেন।

৫৩৭৬- حَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى قَالَ أَخْبَرَنَا مُعَاذُ وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ مُعَاوِيَةَ قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ إِنَّكُمْ قَدْ أَحَدَثْتُمْ زِيَّ سَوْءٍ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الزُّورِ قَالَ وَجَاءَ رَجُلٌ بِعَصَى عَلَى رَأْسِهَا خِرْقَةٌ قَالَ مُعَاوِيَةُ إِلَّا وَهَذَا الزُّورُ قَالَ قَتَادَةُ يَعْنِي مَا تَكْتَرُّ بِهِ النِّسَاءُ أَشْعَارَهُنَّ مِنَ الْخِرْقِ-

৫৩৯৬. আবু গাস্‌সান মিসমাইঈ ও মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র)..... সাঈদ ইবন মুসাইয়াব (র) থেকে বর্ণিত যে, মু'আবিয়া (রা) (একদিন) বললেন, তোমরা একটি নিকৃষ্ট রীতি উদ্ভাবন করেছ। অথচ নবী ﷺ মেকী (ও অলীক) বিষয়ে নিষেধ করেছেন। রাবী বলেন, তখন এক ব্যক্তি একটি লাঠি নিয়ে এল। যার মাথায় একটি (নকল চুলের) খোঁপা ছিল। মুআবিয়া (রা) বললেন, দেখ! এটাই মেকী (ও অলীক)। রাবী কাতাদা (র) বলেন, অর্থাৎ যেসব গোছা দিয়ে মেয়েরা তাদের চুলের পরিমাণ বাড়িয়ে দেখায়।

২৭- بَابُ النِّسَاءِ الْكَاسِيَاتِ الْعَارِيَاتِ الْمَائِلَاتِ الْمُمِيلَاتِ-

২৯. পরিচ্ছেদ : বস্ত্র পরিহিতা হয়েও বিবস্ত্রা এবং আসক্তা আকর্ষণকারিণী নারী

৫৩৭৭- حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُؤُسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنْ رِيحَهَا لَتُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا-

৫৩৯৭. যুহায়র ইবন হার্ব (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : জাহান্নামবাসী দু' ধরনের লোক এমন আছে যাদের আমি (এখনও) দেখতে পাইনি। একদল লোক, যাদের সাথে গরুর লেজের ন্যায় চাবুক থাকবে, তা দিয়ে তারা লোকজনকে পিটাবে। আর এক দল স্ত্রীলোক, যারা বস্ত্র পরিহিতা হয়েও বিবস্ত্রা, (সুখ সম্পদ ভোগকারিণী হয়েও অকৃতজ্ঞা) যারা অন্যদের আকর্ষণকারিণী ও আকৃষ্টা, তাদের মাথার (চুলের) অবস্থা উটের হেলে পড়া কুঁজের ন্যায়। ওরা জান্নাতে প্রবেশ করবে না, এমনকি তার খুশবুও পাবে না। অথচ এত এত দূর থেকে তার খুশবু পাওয়া যায়।

৩০- بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّزْوِيرِ فِي اللَّبَاسِ وَغَيْرِهِ وَالتَّشْبِيعِ بِمَا لَمْ يُعْطَ-

৩০. পরিচ্ছেদ : পোশাক-পরিচ্ছদে মেকী সজ্জা ও অপ্রাপ্ত বিষয় নিয়ে আত্মতৃপ্তির ভনিতা নিষিদ্ধ

৫৩৭৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَعَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقُولُ إِنَّ زَوْجِي أَعْطَانِي مَا لَمْ يُعْطِنِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلَابِسِ ثَوْبِي زُورٍ-

৫৩৯৮. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন নুমায়র (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, একটি স্ত্রীলোক (এসে) বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার স্বামী আমাকে যা দেয়নি, সে সম্পর্কে যদি আমি বলি যে, সে আমাকে (এই এই জিনিস) দিয়েছে (এরূপ করা কেমন) ? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : যা দেয়া হয়নি তা নিয়ে আত্মতৃপ্তি প্রকাশকারী (ভনিতাকারী) দু'খানি মেকী বস্ত্র পরিধানকারীর তুল্য।

৫৩৯৯- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ جَاءَتْ امْرَأَةً إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ إِنَّ لِي ضُرَّةً فَهَلْ عَلَى جُنَاحٍ أَنْ أَتَشَبَّعَ مِنْ مَالِ زَوْجِي بِمَا لَمْ يُعْطِنِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلَابِسِ ثَوْبِي زُورٍ-

৫৩৯৯: মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন নুমায়র (র)..... আসমা (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক স্ত্রীলোক নবী ﷺ-এর কাছে এসে বলল, আমার একজন সতীন আছে। আমার স্বামী যে মালপত্র আমাকে দেননি, তার নাম নিয়ে আত্মতৃপ্তি প্রকাশ করলে আমার কোন গুনাহ হবে কি? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : যা দেওয়া হয়নি, তাতে আত্মতৃপ্তি প্রকাশকারী দু'খানি মিথ্যা কাপড় পরিধানকারীর ন্যায়।

৫৪০০- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ كِلَاهُمَا عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ-

৫৪০০. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা ও ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র)..... হিশাম (র) সূত্রে উল্লিখিত সনদে (এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন)।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كِتَابُ الْأَدَبِ

অধ্যায় : আদব-কায়দা ও শিষ্টাচার

১- بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّكْنِي بِأَبِي الْقَاسِمِ وَبَيَانِ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْأَسْمَاءِ

১. পরিচ্ছেদ : ‘আবুল কাসিম’ উপনাম গ্রহণ নিষিদ্ধ এবং পসন্দনীয় নামের বিবরণ

৫৪.১- حَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَا حَدَّثَنَا مَرْوَانُ يَعْنِيَانِ الْفَزَارِيُّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ نَادَى رَجُلٌ رَجُلًا بِالْبَقِيعِ يَا أَبَا الْقَاسِمِ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنِّي لَمْ أَعْنِكَ إِنَّمَا دَعَوْتُ فَلَانًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَسَمَّوْا بِاسْمِي وَلَا تَكْنُوا بِكُنْيَتِي-

৫৪০১. আবু কুরায়ব মুহাম্মদ ইবন আলা ও ইবন আবু উমর (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বাকী’ নামক স্থানে এক ব্যক্তি আর এক ব্যক্তিকে ডাক দিল, হে আবুল কাসিম! তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তার দিকে তাকালেন। সে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি আপনাকে উদ্দেশ্য করিনি; আমি তো অমুককে ডেকেছি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমরা আমার নামে নাম রাখ; তবে আমার ‘কুনিয়াত’ অনুসারে তোমরা কুনিয়াত (উপনাম) ব্যবহার কর না।^১

৫৪.২- حَدَّثَنِي أَبِرَاهِيمُ بْنُ زِيَادٍ الْمُلقَّبُ بِسَبْلَانَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبَادُ بْنُ عَبَّادٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَآخِيهِ عَبْدِ اللَّهِ سَمِعَهُ مِنْهُمَا سَنَةَ أَرْبَعٍ وَأَرْبَعِينَ وَمِائَةً يُحَدِّثَانِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أَحَبَّ أَسْمَائِكُمْ إِلَى اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ-

৫৪০২. ইবরাহীম ইবন যিয়াদ (যার উপাধি সাবালান) (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের নামগুলোর মাঝে আল্লাহ তা‘আলার নিকট সর্বাধিক প্রিয় নাম আবদুল্লাহ ও আবদুর রাহমান।

১. কুনিয়াত : ‘অমুকের বাপ’ বা ‘অমুকের পুত্র’ বলে উপনাম (ডাক নাম) নির্ধারণ করা।

৫৪.৩- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاسْحَاقُ ابْنُ اِبْرَاهِيمَ قَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا وَقَالَ اسْحَاقُ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ وَلِدَ لِرَجُلٍ مِّنَّا غُلَامٌ فَسَمَّاهُ مُحَمَّدًا فَقَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا نَدْعُكَ تَسْمَى بِاسْمِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَانْطَلَقَ بِابْنِهِ حَامِلَهُ عَلَى ظَهْرِهِ فَاتَى بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَدَلِي غُلَامٌ فَسَمَّيْتُهُ مُحَمَّدًا فَقَالَ لِي قَوْمِي لَا نَدْعُكَ تَسْمَى بِاسْمِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَسْمُوا بِاسْمِي وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي فَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ-

৫৪০৩. উসমান ইব্ন আবু শায়বা ও ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র)..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের মধ্যে এক ব্যক্তির একটি পুত্র জন্ম নিল। সে তার নাম রাখল ‘মুহাম্মদ’। তখন তার গোত্রের লোকেরা তাকে বলল, আমরা তোমাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নামে নাম রাখার অবকাশ দিব না। সে তখন তার ছেলেটিকে পিঠে বয়ে নিয়ে চলল এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমার একটি ছেলের জন্ম হলে আমি তার নাম রাখলাম ‘মুহাম্মদ’। তাতে আমার গোত্রের লোকেরা আমাকে বলছে, আমরা তোমাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নামে নাম রাখার অবকাশ দিব না। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : তোমরা আমার নামে নাম রাখ, তবে আমার কুনিয়াত অনুসারে কুনিয়াত গ্রহণ করবে। না। কেননা আমি হলাম ‘قاسم’ বণ্টনকারী; (আল্লাহ্ প্রদত্ত সম্পদ) তোমাদের মধ্যে বণ্টন করে থাকি। (সুতরাং তোমরা ابو القاسم কুনিয়াত গ্রহণ করবে না।)

৫৪.৪- حَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَثَرُ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ وَلِدَ لِرَجُلٍ مِّنَّا غُلَامٌ فَسَمَّاهُ مُحَمَّدًا فَقُلْنَا لَا نَكْنِيكَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى تَسْتَأْمِرَهُ قَالَ فَاتَاهُ فَقَالَ إِنَّهُ وَلَدٌ لِّي غُلَامٌ فَسَمَّيْتُهُ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَإِنْ قَوْمِي أَبَوْا أَنْ يَكُونُوا بِهِ حَتَّى تَسْتَأْذِنَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ تَسْمُوا بِاسْمِي وَلَا تَكْنُوا بِكُنْيَتِي فَإِنَّمَا بُعِثْتُ قَاسِمًا أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ-

৫৪০৪. হান্নাদ ইব্ন সারী (র)..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বললেন, আমাদের মধ্যে এক ব্যক্তির একটি পুত্র জন্ম নিল। সে তার নাম রাখল ‘মুহাম্মদ’। আমরা বললাম, তোমাকে আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর (নামের) দ্বারা তোমার কুনিয়াত রাখব না, যতক্ষণ না তুমি তাঁর অনুমতি নাও। রাবী বলেন, তখন সে তাঁর কাছে গিয়ে বলল যে, আমার একটি ছেলে জন্ম নিয়েছে। আমি রাসূলুল্লাহ্র নামে তার নাম (মুহাম্মদ) রেখেছি। ওদিকে আমার গোত্রের লোকেরা সেই নাম দিয়ে আমার কুনিয়াত বলতে অস্বীকৃতি জানাল। (তারা বলল), যতক্ষণ না তুমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর অনুমতি গ্রহণ কর। তখন তিনি বললেন : তোমরা আমার নামে নাম রাখ, তবে আমার কুনিয়াত গ্রহণ করো না। কেননা আমি তো ‘কাসিম’ (বণ্টনকারী) রূপে প্রেরিত হয়েছি; তোমাদের মাঝে বণ্টন করার দায়িত্ব পালন করি।

৫৪.৫- وَحَدَّثَنَا رِفَاعَةُ بْنُ الْهَيْثَمِ الْوَاسِطِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي الطَّحَّانَ عَنْ حُصَيْنٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ فَإِنَّمَا بُعِثْتُ قَاسِمًا أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ-

৫৪০৫. রিফা'আ ইব্ন হায়ছাম ওয়াসিতী (র)..... হুসায়ন (র) থেকে উল্লেখিত সনদে-হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি “আমি তো বণ্টনকারীরূপে প্রেরিত হয়েছি; তোমাদের মাঝে বণ্টনের দায়িত্ব পালন করি”- অংশটুকু উল্লেখ করেননি।

৫৪.৬ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَسَمَّوْا بِاسْمِي وَلَا تَكْنُؤُوا بِكُنْيَتِي فَإِنِّي أَنَا أَبُو الْقَاسِمِ أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ وَلَا تَكْتَنُؤُوا-

৫৪০৬. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা ও আবু সাঈদ আশাজ্জ (র)..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ আল্লাহর রাসূল বলেছেন : তোমরা আমার নামে নাম রাখ, আর আমার কুনিয়াত অনুসারে কুনিয়াত রেখ না। কেননা আমিই হলাম ‘আবুল কাসিম’। তোমাদের মাঝে বণ্টন করে থাকি। রাবী আবু বকর (র) বর্ণিত রিওয়ায়াতে ‘لَا تَكْتَنُؤُوا’ স্থলে لَا تَكْنُؤُوا রয়েছে।

৫৪.৭ - وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ إِنَّمَا جُعِلْتُ قَاسِمًا أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ-

৫৪০৭. আবু কুরায়ব (র)..... আ'মাশ (র) থেকে উল্লেখিত সনদে রিওয়ায়াত করেছেন। তবে সে হাদীসে রয়েছে, তিনি বলেছেন : আমাকে ‘কাসিম’ (বণ্টনকারী) বানানো হয়েছে; তোমাদের মাঝে আমি বণ্টন করে থাকি।

৫৪.৮ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ لُمَيْثٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ وَلِدَ لَهُ غُلَامٌ فَأَرَادَ أَنْ يُسَمِّيَهُ مُحَمَّدًا فَاتَى النَّبِيَّ ﷺ فَسَأَلَهُ فَقَالَ أَحْسَنْتَ الْأَنْصَارُ تَسْمُؤًا بِاسْمِي وَلَا تَكْتَنُؤُوا بِكُنْيَتِي-

৫৪০৮ মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র)..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, জনৈক আনসারী ব্যক্তির একটি ছেলে জন্ম নিলে সে তার নাম ‘মুহাম্মদ’ রাখার ইচ্ছা করল। তখন সে নবী আল্লাহর রাসূল-এর কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল। তিনি বললেন : আনসারীরা উত্তম কাজ করেছে। তোমরা আমার নামে নাম রাখ, আমার কুনিয়াত গ্রহণ কর না।

৫৪.৯ - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى كِلَاهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مَنْصُورٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو بْنُ جَبَلَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي بِشْرٌ وَحَدَّثَنَا ابْنُ مُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ عَنْ حُصَيْنٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي بِشْرٌ

১. শব্দদ্বয় সমার্থক, যার অর্থ উপনাম গ্রহণ কর না।

بْنُ خَالِدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ كُلُّهُمْ عَنْ سَالِمِ ابْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَا أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ وَمَنْصُورٍ وَسُلَيْمَانَ وَحُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالُوا سَمِعْنَا سَالِمَ بْنَ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بَنَحْوَ حَدِيثٍ مَنْ ذَكَرْنَا حَدِيثَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَفِي حَدِيثِ النَّضْرِ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ وَزَادَ فِيهِ حُصَيْنٌ وَسُلَيْمَانُ قَالَ حُصَيْنٌ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا بُعِثْتُ قَاسِمًا أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ وَقَالَ سُلَيْمَانُ فَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ-

৫৪০৯. আবু বকর ইবন আবু শায়বা, মুহাম্মদ ইবন মুসান্না, মুহাম্মদ ইবন আমর ইবন জাবালা, ইবন মুসান্না, বিশ্ব ইবন খালিদ (ভিন্ন সনদে) ইসহাক ইবন ইবরাহীম হানযালী ও ইসহাক ইবন মানসূর (র)..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে ইতিপূর্বে আমরা যাঁদের হাদীস উল্লেখ করেছি, তাঁদের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে শু'বা (র) সূত্রে বর্ণিত হাদীসে নাযর (র) বলেছেন যে, এতে হুসায়ন ও সুলায়মান (র) কিছু অধিক বলেছেন। হুসায়ন (র) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, 'আমি তো বণ্টনকারীরূপে প্রেরিত হয়েছি; 'আমি তোমাদের মাঝে বণ্টন করে থাকি।' আর সুলায়মান (র) বলেছেন, আমিই তো হলাম বণ্টনকারী, তোমাদের মাঝে বণ্টন করে থাকি।'

৫৪১০. حَدَّثَنَا عُمَرُو النَّاقِدُ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ قَالَ عَمْرُو حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنْكَدِرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ وَلِدَ لِرَجُلٍ مِّنَّا غُلَامٌ فَسَمَّاهُ الْقَاسِمَ فَقُلْنَا لَا نَكْنِيكَ أَبَا الْقَاسِمِ وَلَا نُنْعِمُكَ عَيْنًا فَاتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ أَسْمِ ابْنَكَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ-

৫৪১০. আমরা আন-নাকিদ ও মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র (র)..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের মধ্যে এক ব্যক্তির ছেলে জন্ম নিলে সে তার নাম রাখল কাসিম। আমরা বললাম, আমরা তোমাকে 'আবুল কাসিম' (কাসিমের বাবা) কুনিয়াতে ডাকব না এবং (তা দিয়ে) তোমার চোখ শীতল করব না। (চোখ জুড়াবার ব্যবস্থা করব না) সে তখন নবী ﷺ-এর খিদমতে এসে ঐ বিষয়টি বলল। তিনি বললেন, তোমার ছেলের নাম রাখ 'আবদুর রাহমান।'

৫৪১১. وَحَدَّثَنِي أُمِّيَّةُ بْنُ بَسْطَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عَلِيَّةَ كِلَاهُمَا عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ وَلَا نُنْعِمُكَ عَيْنًا -

৫৪১১. উমাইয়া ইবন বিস্তাম, আলী ইবন হুজর (র)..... জাবির (রা) থেকে ইবন উয়ায়না (র) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তবে তিনি 'তোমার চোখ শীতল করব না' কথাটি উল্লেখ করেননি।

৫৪১২- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسَمَّوْا بِاسْمِي وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي قَالَ عَمْرُو عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَمْ يَقُلْ سَمِعْتُ -

৫৪১২. আবু বকর ইবন আবু শায়বা, আমর আন-নাকিদ, যুহায়র ইবন হার্ব ও ইবন নুমায়র (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবুল কাসিম নবী صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ কি বলতে শুনেছি : তোমরা আমার নামে নাম রাখ, তবে আমার কুনিয়াত অনুসারে কুনিয়াত রেখ না। আমর (র) তাঁর রিওয়াযাতে বলেছেন,..... ‘আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত’ তিনি ‘আমি বলতে শুনেছি’ কথাটি বলেননি।

৫৪১৩- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى الْعَنَزِيُّ وَالْأَفْظُ لَابْنِ نُمَيْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا بَنُ إِدْرِيسَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَاثِلٍ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ لَمَّا قَدِمْتُ نَجْرَانَ سَأَلُونِي فَقَالُوا إِنَّكُمْ تَقْرَأُونَ يَا أُخْتَ هَارُونَ وَمُوسَى قَبْلَ عِيسَى بِكَذَا وَكَذَا فَلَمَّا قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَمُّونَ بِأَنْبِيَائِهِمْ وَالصَّالِحِينَ قَبْلَهُمْ-

৫৪১৩. আবু বকর ইবন আবু শায়বা, মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র, আবু সাঈদ আশাজ্জ ও মুহাম্মদ ইবন মুসান্না আনাযী (র)..... মুগীরা ইবন শু'বা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যখন নাজরান গেলাম, তখন সেখানকার লোকেরা আমাকে জিজ্ঞাসা করল, আপনারা (আল-কুরআনে) يَا أُخْتَ هَارُونَ وَمُوسَى পড়ে থাকেন; (হে হারুনের বোন) [অর্থাৎ ইসা (আ)-এর মা মারয়ামকে হারুনের বোন বলা হইয়েছে] অথচ হযরত মুসা (আ) ছিলেন হযরত ইসা (আ)-এর এত দিন আগে? [সুতরাং মুসা (আ)-এর ভাই নবী হারুন (আ) ইসা (আ)-এর অনেক আগের যুগের। মারয়াম তার বোন হবেন কিভাবে?] পরে যখন রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-এর কাছে আমি ফিরে এলাম, তখন তাঁকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, তারা (ইয়াহুদী- খ্রিস্টানরা) তাদের পূর্ববর্তী নবী ও সালিহ (পুণ্যবান)-গণের নামে (সন্তানের) নাম রাখত। এবং সে ধরিয়ে মারয়াম (আ)-এর ভাইয়ের নাম হারুন দিল।

২- بَابُ كَرَاهَةِ التَّسْمِيَةِ بِالْأَسْمَاءِ الْقَبِيحَةِ وَبِنَافِعٍ وَنَحْوِهِ

২. পরিচ্ছেদ : মন্দ নাম এবং নাকি‘ ইত্যাদি (শব্দ দ্বারা) নাম রাখা মাকরুহ

৫৪১৪- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ الرُّكَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَمُرَةَ وَقَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ الرُّكَيْنَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُسَمِّيَ رَقِيقَنَا بِأَرْبَعَةِ أَسْمَاءٍ أَفْلَحَ وَرَبَّاحٍ وَيَسَارٍ وَنَافِعٍ -

৫৪১৪. ইয়াহুইয়া ইবন ইয়াহুইয়া ও আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)..... সামুরা ইবন জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ চারটি নাম দ্বারা আমাদের গোলামদের নামকরণ করতে নিষেধ করেছেন : আফ্লাহ, রাবাহ, ইয়াসার ও নাকি‘।

মুসলিম ৫ম খণ্ড—২১

৫৪১৫- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الرُّكَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تُسَمِّ غُلَامَكَ رَبَاحًا وَلَا يَسَارًا وَلَا أَفْلَحَ وَلَا نَافِعًا -

৫৪১৫. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)..... সামুরা ইবন জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা গোলামের নাম রাবাহ, ইয়াসার, আফলাহ ও নারিফ রেখ না।

৫৪১৬- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ رَبِيعِ بْنِ عُمَيْلَةَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَحَبُّ الْكَلَامِ إِلَى اللَّهِ أَرْبَعُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ لَا يَضُرُّكَ بَايَهُنَّ بَدَأَتْ وَلَا تُسَمِّينَ غُلَامَكَ يَسَارًا وَلَا رَبَاحًا وَلَا نَجِيحًا وَلَا أَفْلَحَ فَإِنَّكَ تَقُولُ أَتَمَّ هُوَ فَلَا يَكُونُ فَيَقُولُ لَا إِنَّمَا هُنَّ أَرْبَعٌ فَلَا تَزِيدُنَّ عَلَى -

৫৪১৬. আহমাদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন ইউনুস (র)..... সামুরা ইবন জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহর কাছে অধিকতর প্রিয় কালাম চারটি। (আল্লাহ নিষ্কলুষ পবিত্র) 'سُبْحَانَ اللَّهِ' (আল্লাহ নিষ্কলুষ পবিত্র) 'أَلْحَمْدُ لِلَّهِ' (যাবতীয় হামদ আল্লাহর) 'لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ' (এক) আল্লাহ ব্যতীত আর ইলাহ নেই এবং 'اللَّهُ أَكْبَرُ' (আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ।) এগুলোর যে কোনটি দিয়ে তুমি শুরু কর, তাতে তোমার কোন ক্ষতি নেই। আর কখনো তোমার গোলামের নাম ইয়াসার, রাবাহ, নাজীহ ও আফলাহ রাখবে না। কারণ, তুমি হয়ত ডাকবে- 'ওখানে সে আছে কি?' আর সে (তখন) সেখানে নাও থাকতে পারে। তখন কেউ বলবে, 'না' (এখানে নেই।) (এ উত্তরে কু-ধারণা সৃষ্টি হতে পারে)। (রাবী বলেন), নবী ﷺ শুধু এ চারটি নাম বলেছেন। সুতরাং কেউ যেন আমার মাধ্যমে এর চাইতে বর্ধিত না করে।

৫৪১৭- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ قَالَ وَحَدَّثَنِي أُمِّيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ وَهُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ كُلُّهُمَا عَنْ مَنْصُورٍ بِإِسْنَادِ زُهَيْرٍ فَأَمَّا حَدِيثُ جَرِيرٍ وَرَوْحٍ فَكَمِثْلَ حَدِيثِ زُهَيْرٍ بِقِصَّتِهِ وَأَمَّا حَدِيثُ شُعْبَةَ فَلَيْسَ فِيهِ إِلَّا ذِكْرُ تَسْمِيَةِ الْغُلَامِ وَلَمْ يَذْكُرِ الْكَلَامَ الْأَرْبَعَ -

৫৪১৭. ইসহাক ইবন ইবরাহীম, উমাইয়া ইবন বিস্তাম, মুহাম্মদ ইবন মুসান্না ও ইবন বাশ্শার (র)..... মানসূর (র) থেকে যুহায়র (র)-এর সনদে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। তবে জারীর (র) ও রাওহ (র) বর্ণিত হাদীস যুহায়র (র) বর্ণিত পূর্ণ ঘটনার বিবরণ সম্বলিত হাদীসের অনুরূপ। কিন্তু শু'বা (র)-এর হাদীসে শুধু গোলামের নামকরণের কথা উল্লেখ রয়েছে। তিনি তার (প্রিয়) কালাম-বিষয়টি উল্লেখ করেননি।

৫৪১৮- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلْفٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ أَرَادَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَنْتَهِيَ عَنْ أَنْ يُسَمَّى

৫৪২১. আমরা আন-নাকিদ ও ইবন আবু উমর (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (উম্মুল মু'মিনীন) জুয়ায়রিয়া (রা)-এর (আসল) নাম ছিল 'বাররাহ' (পুণ্যবতী), রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর নাম পরিবর্তন করে রাখলেন জুয়ায়রিয়াহ (স্নেহময়ী কিশোরী)। কারণ বাররাহ (পুণ্যবতী)-এর কাছে থেকে বের হয়ে এসেছেন- এমন বাক্য তিনি অপসন্দ করতেন।

ইবন আবু উমর (রা)-এর হাদীসে..... কুরায়ব (র) সূত্রে 'عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ' -এর স্থলে 'سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ' বর্ণিত হয়েছে।

৫৪২২- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَثْنَى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالُوا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ سَمِعْتُ أَبَا رَافِعٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ زَيْنَبَ كَانَتْ اسْمُهَا بَرَّةً فَقِيلَ تَزَكَّى نَفْسَهَا فَسَمَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَيْنَبَ وَلَفْظُ الْحَدِيثِ لِهَؤُلَاءِ دُونَ ابْنِ بَشَّارٍ وَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ -

৫৪২২. আবু বকর ইবন আবু শায়বা, মুহাম্মদ ইবন মুসান্না, মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার ও উবায়দুল্লাহ ইবন মুআয (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, যয়নাব (রা)-এর (আসল) নাম ছিল 'বাররাহ'। তাই বলা হল, তিনি নিজ পবিত্রতার দাবি করেন। সুতরাং রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর নাম রাখলেন 'যয়নাব'।

৫৪২৩- حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ قَالَ حَدَّثَنِي زَيْنَبُ بِنْتُ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ اسْمِي بَرَّةً فَسَمَّانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَيْنَبَ قَالَتْ وَدَخَلَتْ عَلَيْهِ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ وَاسْمُهَا بَرَّةٌ فَسَمَّاهَا زَيْنَبَ -

৫৪২৩. ইসহাক ইবন ইবরাহীম ও আবু কুরায়ব (র)..... যয়নাব বিন্ত উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার নাম ছিল 'বাররাহ'। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার নাম রাখলেন 'যয়নাব'। তিনি বলেন, যয়নাব বিন্ত জাহাশ (রা) তাঁর (নবী-এর) কাছে এলেন। তার (-ও) নাম ছিল 'বাররাহ', তার নামও তিনি 'যয়নাব' রাখলেন।

৫৪২৪- حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ قَالَ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ابْنِ عَطَاءٍ قَالَ سَمَّيْتُ ابْنَتِي بَرَّةً فَقَالَتْ لِي زَيْنَبُ بِنْتُ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ هَذَا الْأِسْمِ وَسَمَّيْتُ بَرَّةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ اللَّهُ أَعْلَمُ بِأَهْلِ الْبِرِّ مِنْكُمْ فَقَالُوا بِمِ نُسَمِّيْهَا قَالَ سَمُّوْهَا زَيْنَبَ -

৫৪২৪. আমর আন-নাকিদ (র)..... মুহাম্মদ ইব্ন আমর ইব্ন আতা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার মেয়ের নাম রাখলাম ‘বাররাহ’। তখন যয়নাব বিন্ত আবু সালামাহ (রা) আমাকে বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এ নামটি নিষেধ করেছেন। আমার নাম রাখা হয়েছিল ‘বাররাহ’ (পুণ্যবতী)। তাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তোমরা (আপনাকে ভাল বলে) নিজে নিজেকে পবিত্র দাবি কর না। আল্লাহ তা‘আলাই তোমাদের মাঝের পুণ্যবানদের অধিকতর জানেন। তারা বলল, আমরা তার কি নাম রাখব? তিনি বললেন, তার নাম রাখ ‘যয়নাব’।

৪. بَابُ تَحْرِيمِ التَّسْمِيَةِ بِمَلِكِ الْأَمْلَاقِ أَوْ بِمَلِكِ الْمُلُوكِ -

৪. পরিচ্ছেদ : মালিকুল আমলাক কিংবা মালিকুল মুলুক ‘মহারাজ’ রাজাধিরাজ ‘শাহানশাহ’ শাহ আলম নাম রাখা হারাম

৫৪২৫- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَشْعَثِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لِأَحْمَدَ قَالَ الْأَشْعَثِيُّ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْأَخْرَانِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ أَخْنَعَ اسْمٍ عِنْدَ اللَّهِ رَجُلٌ يُسَمَّى مَلِكَ الْأَمْلَاقِ زَادَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي رَوَايَتِهِ لَا مَالِكَ إِلَّا اللَّهُ-

قَالَ الْأَشْعَثِيُّ قَالَ سُفْيَانُ مِثْلُ شَاهَانْ شَاهُ وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ سَأَلْتُ أَبَا عَمْرٍو عَنْ أَخْنَعَ فَقَالَ أَوْضَعَ -

৫৪২৫. সাঈদ ইব্ন আমর আশআসী, আহমদ ইব্ন হাম্বল ও আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ পাকের কাছে সবচেয়ে ঘৃণিত নাম ঐ ব্যক্তির, যার নাম ‘মালিকুল আমলাক’- (মহারাজ রাজাধিরাজ) রাখা হয়। ইব্ন আবু শায়বা (র) তাঁর রিওয়াযাতে অধিক বর্ণনা করেছেন, “আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ ‘মালিক’ ও অধিপতি নেই।”

আশআসী (র) বলেন, রাবী সুফয়ান (র) বলেছেন, (এ শব্দ ফারসী ভাষায়) ‘শাহানশাহ’-এর অনুরূপ। আর আহমদ ইব্ন হাম্বল (র) বলেন, আমি আবু আমর (র)-কে ‘অখ্নে’-এর অর্থ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, ‘অখ্নে’ নিকৃষ্ট।

৫৪২৬- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَغْيِظُ رَجُلًا عَلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَخْبِثُهُ وَأَغْيِظُهُ عَلَيْهِ رَجُلٌ كَانَ يُسَمَّى مَالِكَ الْأَمْلَاقِ لَا مَالِكَ إِلَّا اللَّهُ -

৫৪২৬. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি (র)..... হাম্মাম ইব্ন মুনাবিহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এ গুলো সে সব হাদীস যা আবু হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আমাদের কাছে রিওয়াযাত করেছেন। এরপর তিনি কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করলেন। সেগুলোর মধ্যে একটি হল : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা‘আলার অধিক গোস্তার কারণ এবং অধিক নিকৃষ্ট, অধিক ক্রোধানলের সম্মুখীন হবে সেই ব্যক্তি, যার নাম রাখা হয়েছে ‘মালিকুল আমলাক’ (রাজাধিরাজ-সম্রাট)। আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ ‘মালিক’ (সম্রাট) নেই।

৫- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَحْنِيكِ الْمَوْلُودِ عِنْدَ وَلَادَتِهِ وَحَمْلِهِ إِلَى صَالِحٍ يُحْنِكُهُ وَجَوَازِ تَسْمِيَّتِهِ يَوْمَ وَلَادَتِهِ وَأَسْتِحْبَابِ التَّسْمِيَةِ بِعَبْدِ اللَّهِ وَ إِبْرَاهِيمَ وَسَائِرِ أَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ -

৫. পরিচ্ছেদ : সন্তান জন্ম নিলে নবজাতককে ‘তাহনীক’ করা খুরমা ইত্যাদি (চিবিয়ে তার মুখে ‘বরকত’ দেয়া) এবং (এ উদ্দেশ্যে) তাকে কোন সালিহ (পুণ্যবান) ব্যক্তির কাছে নিয়ে যাওয়া মুস্তাহাব। জন্মের দিন নাম রাখা জায়েয। আবদুল্লাহ্ এবং ইবরাহীম ও অন্যান্য নবীগণের নামে নাম রাখা মুস্তাহাব

৫৪২৭- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ ذَهَبْتُ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حِينَ وُلِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي عِبَادَةٍ يَهْنَأُ بَعِيرًا لَهُ فَقَالَ هَلْ مَعَكَ تَمْرٌ فَقُلْتُ نَعَمْ فَنَأَوَلْتُهُ تَمْرَاتٍ فَأَلْقَاهُنَّ فِي فِيهِ فَلَاكِهْنَ ثُمَّ فَغَرَفَاهُ الصَّبِيَّ فَمَجَّهَ فِي فِيهِ فَجَعَلَ الصَّبِيُّ يَتَلَمَّظُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حُبُّ الْأَنْصَارِ التَّمْرَ وَسَمَاءُ عَبْدَ اللَّهِ -

৫৪২৭. আবদুল আ'লা ইবন হাম্মাদ (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ ইবন আবু তালহা আনসারী-এর জন্ম হলে আমি তাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর খিদমতে নিয়ে গেলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটি ‘আবা’ গায়ে তাঁর উটের শরীরে মালিশ করছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার সঙ্গে কি খেজুর (খুরমা) আছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। এরপর আমি তাঁর হাতে কয়েকটি খুরমা দিলাম। তিনি সেগুলো তাঁর মুখে দিয়ে চিবালেন। পরে শিশুটির মুখ ফাঁক করে তার মুখে দিয়ে দিলেন। শিশুটি তা চুষতে লাগল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : ‘আনসারীদের খেজুর’ প্রীতি আর তিনি তার নাম রাখলেন, আবদুল্লাহ্।

৫৪২৮- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ ابْنُ أَبِي طَلْحَةَ يَشْتَكِي فَخَرَجَ أَبُو طَلْحَةَ فَقَبِضَ الصَّبِيَّ فَلَمَّا رَجَعَ أَبُو طَلْحَةَ قَالَ مَا فَعَلَ ابْنِي قَالَتْ أُمُّ سَلِيمٍ هُوَ أَسْكَنُ مِمَّا كَانَ فَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ الْعِشَاءَ فَتَعَشَّى ثُمَّ أَصَابَ مِنْهَا فَلَمَّا فَرَغَ قَالَتْ وَارُوا الصَّبِيَّ فَلَمَّا أَصْبَحَ أَبُو طَلْحَةَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ أَعْرَسْتُمُ اللَّيْلَةَ قَالَ نَعَمْ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمَا فَوَلَدَتْ غُلَامًا فَقَالَ لِي أَبُو طَلْحَةَ أَحْمِلْهُ حَتَّى تَأْتِيَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ وَبَعَثْتُ مَعَهُ بِتَمْرَاتٍ فَأَخَذَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ أَمَعَهُ شَيْءٌ قَالُوا نَعَمْ تَمْرَاتٍ فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ ﷺ فَمَضَغَهَا ثُمَّ أَخَذَهَا مِنْ فِيهِ فَجَعَلَهَا فِي فِي الصَّبِيِّ ثُمَّ حَنَكَهُ وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللَّهِ -

৫৪২৮. আবু বাক্র ইবন আবু শায়বা (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু তালহা (রা)-এর এক ছেলে রোগে ভুগছিল। আবু তালহা (রা) (তাঁর কাজে) বেরিয়ে যাওয়ার পর শিশুটি মারা যায়। যখন আবু তালহা (রা) ফিরে এলেন, তিনি (স্ত্রীকে) জিজ্ঞাসা করলেন, আমার ছেলের অবস্থা কী? (স্ত্রী) উম্মু সুলায়ম (রা)

আদব-কায়দা ও শিষ্টাচার

বললেন, সে আগের চাইতে শান্ত আছে। এরপর তিনি তাঁকে রাতের খাবার দিলেন, তিনি তা খেলেন, তারপর তার সঙ্গে মিলিত হলেন। এরপর তিনি অবসর হলে উম্মু সুলায়ম (রা) বললেন, শিশুটিকে দাফনের ব্যবস্থা করুন। সকাল হলে আবু তালহা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে এসে তাঁকে (সব) ঘটনা বললেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি আজ রাতে মিলিত হয়েছ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তিনি (দু'আ করে) বললেন, ইয়া আল্লাহ! তাদের উভয়ের জন্য বরকত দিন। এরপর সে (স্ত্রী) একটি ছেলে জন্মদান করে। তখন আবু তালহা (রা) আমাকে বললেন, তাকে (কোলে) তুলে নবী ﷺ-এর খিদমতে নিয়ে যাও। [উম্মু সুলায়ম (রা)] তার সাথে কয়েকটি খেজুরও দিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে (শিশুটিকে) হাতে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তার সাথে কিছু আছে কি? তারা বললেন, হ্যাঁ, কয়েকটি খেজুর। তখন নবী ﷺ সেগুলো নিয়ে চিবালেন। এরপর তা তাঁর মুখ থেকে নিয়ে শিশুটির মুখে দিলেন। তারপর তার জন্য বরকতের দু'আ করলেন এবং তার নাম রাখলেন আবদুল্লাহ।

৫৪২৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُونٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَسٍ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ نَحْوَ حَدِيثِ يَزِيدَ -

৫৪২৯. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)..... আনাস (রা) থেকে এ কিসসা সহকারে রাবী ইয়াযীদ (র)-এর হাদীসের অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

৫৪৩০- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَرَّادٍ الْأَشْعَرِيُّ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ وَلِدَ لِي غُلَامٌ فَاتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيمَ وَحَنَكُهُ بِتَمْرَةٍ -

৫৪৩০. আবু বকর ইবন আবু শায়বা, আবদুল্লাহ ইবন বাররাদ আশআরী ও আবু কুরায়ব (র)..... আবু মুসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার একটি ছেলের জন্ম হলে আমি তাকে নিয়ে নবী ﷺ-এর খিদমতে হাযির হলাম। তিনি তার নাম রাখলেন ইবরাহীম এবং একটি খেজুর চিবিয়ে তিনি তাকে 'তাহনীক' করলেন বরকত দিলেন।

৫৪৩১- حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى أَبُو صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْحَقَ قَالَ أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَفَاطِمَةُ بِنْتُ الْمُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُمَا قَالَا خَرَجَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ حِينَ هَاجَرَتْ وَهِيَ حُبْلَى بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ فَقَدِمَتْ قُبَاءً فَتَنَفَسَتْ بِعَبْدِ اللَّهِ بِقُبَاءٍ ثُمَّ خَرَجَتْ حِينَ نَفَسَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِيُحَنِّكَهُ فَاخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْهَا فَوَضَعَهُ فِي حَجْرِهِ ثُمَّ دَعَا بِتَمْرَةٍ قَالَتْ عَائِشَةُ فَمَكَّنَّا سَاعَةً نَلْتَمِسُهَا قَبْلَ أَنْ نَجِدَهَا فَمَضَغَهَا ثُمَّ بَصَقَهَا فِي فِيهِ فَإِنْ أَوَّلَ شَيْءٍ دَخَلَ بَطْنُهُ لَرِيقِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَالَتْ أَسْمَاءُ ثُمَّ مَسَحَهُ وَصَلَّى عَلَيْهِ وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللَّهِ ثُمَّ جَاءَ وَهُوَ ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ أَوْ ثَمَانٍ لِيُبَايِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَأَمَرَهُ بِذَلِكَ الزُّبَيْرُ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ رَأَاهُ مُقْبِلًا إِلَيْهِ ثُمَّ بَايَعَهُ -

৫৪৩১. হাকাম ইব্ন মুসা আবু সালিহ (র)..... উরওয়া ইব্ন যুযায়র ও ফাতিমা বিন্ত মুনযির ইব্ন যুযায়র (র) থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, আসমা বিন্ত আবু বকর (রা) যখন হিজরত করলেন, তখন তিনি আবদুল্লাহ ইব্ন যুযায়র (রা)-কে গর্ভে ধারণ করছিলেন। কুবায়ে পৌঁছলে তিনি আবদুল্লাহকে প্রসব করলেন। প্রসবের পর তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে গেলেন, যেন তিনি তাকে (নবজাতককে) তাহনীক করেন (খেজুর চিবিয়ে বরকত দেন)। রাসূলুল্লাহ ﷺ শিশুটিকে তার কাছ থেকে নিয়ে নিজের কোলে রাখলেন। তারপর একটি খেজুর আনতে বললেন। রাবী বলেন, আয়েশা (রা) বলেন, তা খুঁজে পাওয়ার পূর্বে আমাদের কিছু সময় বিলম্ব হল। এরপর তিনি তা চিবিয়ে নিজ মুখ থেকে তার মুখে দিয়ে দিলেন। সুতরাং তার পেটে প্রথম যা ঢুকল, তা ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর লাল। আসমা (রা) আরও বলেছেন, তারপর তিনি তাকে হাত বুলিয়ে দিলেন এবং তার জন্য দু'আ করলেন, আর তার নাম রাখলেন আবদুল্লাহ। অতঃপর সাত কিংবা আট বছর বয়সে সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে বায়আত হওয়ার জন্য এল। (পিতা) যুযায়র (রা) তাকে তা করার উপদেশ দিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে তাঁর দিকে এগিয়ে আসতে দেখে মৃদু হাসলেন। এরপর তাকে বায়আত করে নিলেন।

৫৪৩২. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَسْمَاءَ أَنَّهَا حَمَلَتْ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ بِمَكَّةَ قَالَتْ فَخَرَجْتُ وَأَنَا مُتِمُّ فَاتَيْتُ الْمَدِينَةَ فَنَزَلْتُ بِقُبَاءٍ فَوَلَدَتْهُ بِقُبَاءٍ ثُمَّ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَوَضَعَهُ فِي حَجْرِهِ ثُمَّ دَعَا بِتَمْرَةٍ فَمَضَغَهَا ثُمَّ تَفَلَ فِيهِ فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ دَخَلَ جَوْفَهُ رِيقُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ حَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ ثُمَّ دَعَا لَهُ وَبَرَكَ عَلَيْهِ وَكَانَ أَوَّلَ مَوْلُودٍ وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ -

৫৪৩২. আবু কুরায়ব মুহাম্মদ ইব্ন 'আলা (র)..... আসমা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি মক্কায় (থাকাকালে) আবদুল্লাহ ইব্ন যুযায়র (রা)-কে গর্ভে ধারণ করেন। তিনি বলেন, আমি (মক্কা থেকে হিজরাতের উদ্দেশ্যে) বের হলাম। তখন আমার গর্ভকাল পূর্ণ হয়ে আসছে। আমি মদীনায়ে এসে কুবায়ে অবতরণ করলাম এবং কুবায়ে তাকে জন্ম দিলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে গেলাম। তিনি তাকে (নবজাতককে) তাঁর কোলে রাখলেন, তারপর একটি খেজুর আনিয়ে তা চিবালেন, তারপর (তাঁর মুখ থেকে) লালাসহ তার (শিশুটির) মুখে দিলেন। সুতরাং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর লালাই ছিল প্রথম জিনিস, যা তার পেটে প্রবেশ করল। এরপর খেজুর চিবিয়ে তার মুখে দেওয়ার পর তার জন্য দু'আ করলেন এবং তাকে বরকত (-এর দু'আ) দিলেন। এ শিশুই ছিল (মদীনায়ে) হিজরতের পর ইসলামের (মুহাজিরদের) প্রথম নবজাতক।

৫৪৩৩. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهَرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ أَنَّهَا هَاجَرَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهِيَ حُبْلَى بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ فَذَكَرْنَا نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ -

৫৪৩৩. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা (র)..... আসমা বিন্ত আবু বকর সিদ্দীক (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি আবদুল্লাহ ইব্ন যুযায়র (রা)-কে গর্ভে ধারণকৃত অবস্থায় হিজরত করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে পৌঁছলেন। তারপর তিনি উসামা (রা)-এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

৫৪৩৪- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُؤْتِي بِالصَّبَّيَّانِ فَيُبْرِكُ عَلَيْهِمْ وَيُحَنِّكُهُمْ -

৫৪৩৪. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে (নবজাতক) শিশুদের নিয়ে আসা হতো। তিনি তাদের জন্য বরকতের দু'আ করতেন এবং তাহনীক করে (খেজুর চিবিয়ে তাদের মুখে) দিতেন।

৫৪৩৫- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ إِلَّا حَمْرُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جِئْنَا بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يُحَنِّكُهُ فَطَلَبْنَا تَمْرَةً فَعَزَّ عَلَيْنَا طَلَبَهَا -

৫৪৩৫. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে আবদুল্লাহ ইবন যুবারকে তাহনীক করে দেয়ার জন্য (তার মুখে খেজুর চিবিয়ে দেওয়ার জন্য) নিয়ে এলাম। অতঃপর আমরা একটি খেজুর তালাশ করলাম এবং তা খুঁজে পাওয়া আমাদের জন্য কঠিন হয়ে দেখা দিল।

৫৪৩৬- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ التَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ مُطَرِّفٍ أَبُو غَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ قَالَ أَتَى بِالْمُنْذِرِ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حِينَ وُلِدَ فَوَضَعَهُ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى فَخْذِهِ وَأَبُو أُسَيْدٍ جَالِسٌ فَلَهُي النَّبِيُّ ﷺ بِشْيَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَأَمَرَ أَبُو أُسَيْدٍ بِابْنِهِ فَاحْتَمَلَ مِنْ عَلَى فَخْذِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَقْلَبُوهُ فَاسْتَفَاقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَيْنَ الصَّبِيُّ فَقَالَ أَبُو أُسَيْدٍ أَقْلَبْنَاهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَا اسْمُهُ قَالَ فَلَانٌ قَالَ لَا وَلَكِنْ اسْمُهُ الْمُنْذِرُ فَسَمَّاهُ يَوْمَئِذٍ الْمُنْذِرَ -

৫৪৩৬. মুহাম্মদ ইবন সাহল তামীমী ও আবু বকর ইবন ইসহাক (র)..... সাহল ইবন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুন্যির ইবন আবু উসায়দ (রা)-কে তাঁর জন্মের পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে নিয়ে আসা হল। নবী ﷺ তাকে তাঁর রানের উপরে রাখলেন। আবু উসায়দ (রা) (পাশে) বসা ছিলেন। নবী ﷺ তাঁর সামনের কোন কিছুতে মনোনিবেশ করলেন। আবু উসায়দ (রা) তার ছেলের বিষয়ে (কাউকে) নির্দেশ করলেন। তাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রানের উপর থেকে তুলে নেয়া হল। তারা তাকে তুলে নেয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ সচেতন হলেন এবং বললেন, শিশুটি কোথায়? আবু উসায়দ (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা তাকে সরিয়ে নিয়েছি। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তার নাম কি? তারা বলল, অমুক ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি বললেন : না, বরং তার নাম মুন্যির। এভাবে সেদিন তিনি তার নাম 'মুন্যির' রাখলেন।

৬- بَابُ جَوَازِ تَكْنِيَةِ مَنْ لَمْ يُولَدْ لَهُ وَكُنْيَةِ الصَّغِيرِ -

৬. পরিচ্ছেদ : যার সন্তান হয়নি তার কুনিয়াত (ডাক নাম) রাখা এবং ছোটদের ডাক নাম রাখা বৈধ

৫৪৩৭- حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو

التِّيَّاحِ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي التِّيَّاحِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا وَكَانَ لِي أَخٌ يُقَالُ لَهُ أَبُو عُمَيْرٍ قَالَ أَحْسَبُهُ قَالَ كَانَ فَطِيمًا قَالَ فَكَانَ إِذَا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرَاهُ قَالَ أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ قَالَ فَكَانَ يَلْعَبُ بِهِ -

৫৪৩৭. আবু রাবী‘ সুলায়মান ইব্ন দাউদ আতাকী ও শায়বান ইব্ন ফাররুখ (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন মানুষের মধ্যে চরিত্রগুণে সর্বোত্তম। আমার একটি ভাই ছিল, যাকে আবু উমায়র বলে ডাকা হতো। রাবী বলেন, আমি ধারণা করি তিনি বলেছিলেন যে, সে দুধ ছাড়ানো (বয়সের) ছিল। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখনই (আমাদের বাড়িতে) আসতেন, তখন তাকে দেখে বলতেন, হে আবু উমায়র! কি করেছ (তোমার) ‘নুগায়র’ (চড়ুইছানা)? তিনি এভাবে তার সাথে খেলা করতেন।

৭- بَابُ جَوَازِ قَوْلِهِ لِغَيْرِ ابْنِهِ يَا بُنَىٰ وَاسْتِحْبَابًا بِهِ الْمَلَأُطَفَةَ -

৭. অনুচ্ছেদ : নিজের ছেলে ব্যতীত অন্যকে ‘হে বৎস! বলা জায়েয এবং আদর প্রকাশের উদ্দেশ্যে তা করা মুস্তাহাব

৫৪৩৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْغُبَرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي عُمَانَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا بُنَىٰ -

৫৪৩৮. মুহাম্মদ ইব্ন উবায়দ গুবারী (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, হে বৎস!

৫৪৩৯- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ مَا سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَحَدٌ عَنِ الدَّجَالِ أَكْثَرَ مِمَّا سَأَلْتُهُ عَنْهُ فَقَالَ لِي أَيُّ بُنَىٍّ وَمَا يُنْصِبُكَ مِنْهُ إِنَّهُ لَنْ يَضُرَّكَ قَالَ قُلْتُ إِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ مَعَهُ أَنْهَارَ الْمَاءِ وَجِبَالُ الْخُبْزِ قَالَ هُوَ أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ ذَلِكَ -

৫৪৩৯. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা ও ইব্ন আবু উমর (র)..... মুগীরা ইব্ন শু‘বা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে ‘দাজ্জাল’ সম্পর্কে আমার চেয়ে অধিক কেউ জিজ্ঞাসা করেননি। তিনি আমাকে বললেন, হে স্নেহের পুত্র! তার কোন্ ব্যাপার তোমাকে মুশকিলে ফেলছে? সে কিছুতেই তোমার ক্ষতি করতে পারবে না। তিনি (মুগীরা) বলেন, আমি বললাম, তারা তো বলে থাকে যে, তার সাথে পানির নহরসমূহ এবং রুটির পাহাড়সমূহ থাকবে। তিনি বললেন : সে (দাজ্জাল) আল্লাহর কাছে তার চেয়ে তুচ্ছ।

৫৪৪- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي

مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ كُلُّهُمْ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَحَدٍ مِنْهُمْ قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ لِلْمُغِيرَةِ أَيْ بَنَى إِلَّا فِي حَدِيثِ يَزِيدَ وَحْدَهُ -

৫৪৪০. আবু বকর ইবন আবু শায়বা, ইবন নুমায়র, সুরায়জ ইবন ইউনুস, ইসহাক ইবন ইবরাহীম ও মুহাম্মদ ইবন রাফি' (র)..... ইসমাইল (র) থেকে উক্ত সনদে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে তাঁদের মধ্যে ইয়াযীদ (র) বর্ণিত হাদীস ব্যতীত কারো হাদীসে মুগীরা (রা)-এর প্রতি নবী ﷺ-এর উক্তি 'হে স্নেহের পুত্র' নেই।

৪. بَابُ الْإِسْتِئْذَانِ -

৮. পরিচ্ছেদ : অনুমতি গ্রহণ প্রসঙ্গে

৫৪৪১ - وَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ بُكَيْرٍ النَّاقِدُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَاللهُ يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ كُنْتُ جَالِسًا بِالْمَدِينَةِ فِي مَجْلِسِ الْأَنْصَارِ فَاتَانَا أَبُو مُوسَى فَرَعًا أَوْ مَذْعُورًا قُلْنَا مَا شَأْنُكَ قَالَ إِنَّ عُمَرَ أَرْسَلَ إِلَيَّ أَنْ أَتِيَهُ فَاتَيْتُ بَابَهُ فَسَلَّمْتُ ثَلَاثًا فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ فَرَجَعْتُ فَقَالَ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَأْتِيَنَا فَقُلْتُ إِنِّي أَتَيْتُكَ فَسَلَّمْتُ عَلَى بَابِكَ ثَلَاثًا فَلَمْ تَرُدُّوا عَلَيَّ فَرَجَعْتُ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا اسْتَأْذَنْ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ فَقَالَ عُمَرُ أَقِمِ عَلَيْهِ الْبَيْتَةَ وَالْأَوْجَعْتُكَ فَقَالَ أَبِي بْنُ كَعْبٍ لَا يَقُومُ مَعَهُ إِلَّا أَصْغَرُ الْقَوْمِ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ قُلْتُ أَنَا أَصْغَرُ الْقَوْمِ قَالَ فَاذْهَبْ بِهِ -

৫৪৪১. আমর ইবন মুহাম্মদ ইবন বুকায়র আন-নাকিদ (র)..... বুসর ইবন সাঈদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু সাঈদ খুদরী (রা)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি মদীনার আনসারীদের একটি মজলিসে বসা ছিলাম। তখন আবু মূসা (রা) অস্থির হয়ে, কিংবা (রাবী বলেছেন) সন্ত্রস্ত হয়ে আমাদের কাছে এলেন। আমরা বললাম, আপনার কি হয়েছে? তিনি বললেন, উমর (রা) আমি তাঁর কাছে যাওয়ার জন্য আমার কাছে লোক পাঠালেন। আমি তাঁর দরজায় তিনবার সালাম করলাম। তিনি আমাকে জবাব দিলেন না। তাই আমি ফিরে এলাম। পরে আমাকে (ডেকে নিয়ে) তিনি বললেন, আমার কাছে আসার ব্যাপারে কোন বিষয় তোমাকে বাধা দিল? আমি বললাম, আমি আপনার কাছে এসেছিলাম এবং আপনার দরজায় (দাঁড়িয়ে) তিনবার সালাম করেছিলাম। কিন্তু তারা (বাড়ির কেউ) আমাকে সালামের জবাব দিলেন না। তাই আমি ফিরে গেলাম। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ যদি তিনবার অনুমতি চায়, আর তাকে অনুমতি দেয়া না হয়, তাহলে সে যেন ফিরে আসে। তখন উমর (রা) বললেন : এ বিষয়ে প্রমাণ দাও। অন্যথায় তোমাকে (আঘাত করে) ব্যথিত করব। তখন উবাই ইবন কা'ব (রা) বললেন, তার সঙ্গে কাওমের সব চাইতে কম বয়সের ছেলেই যাবে। আবু সাঈদ (রা) বলেন, আমি বললাম, আমিই কাওমের কনিষ্ঠ। তিনি বললেন, তবে একে নিয়ে যাও।

৫৪৪২ - حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي حَدِيثِهِ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَقُمْتُ مَعَهُ فَذَهَبْتُ إِلَى عُمَرَ فَشَهِدْتُ -

৫৪৪২. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও ইব্ন আবু উমর (র)..... ইয়াযীদ ইব্ন খুসায়ফা (র) থেকে উল্লিখিত সনদে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। তবে ইব্ন আবু উমর (র) তাঁর বর্ণিত হাদীসে অধিক বলেছেন যে, আবু সাঈদ (রা) বলেন, তখন আমি তাঁর সাথে উঠে দাঁড়লাম এবং উমর (রা)-এর কাছে গিয়ে সাক্ষ্য দিলাম।

৫৪৪৩ - حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ أَنَّ بُسْرَ بْنَ سَعِيدٍ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ كُنَّا فِي مَجْلِسٍ عِنْدَ أَبِي بَنٍ كَعْبٍ فَاتَى أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ مُغْضَبًا حَتَّى وَقَفَ فَقَالَ أَنْشُدْكُمْ اللَّهُ هَلْ سَمِعَ أَحَدٌ مِنْكُمْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ الْأَسْتِيزَانُ ثَلَاثُ فَيَنْ أُنْ لَكَ وَالْأَفَارِجِ قَالَ أَبِي وَمَا ذَاكَ قَالَ اسْتَأْذَنْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَمْسَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي فَرَجَعْتُ ثُمَّ جِئْتُهُ الْيَوْمَ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَأَخْبَرْتُهُ أَنِّي جِئْتُ أَمْسَ فَسَلَّمْتُ ثَلَاثًا ثُمَّ انْصَرَفْتُ قَالَ قَدْ سَمِعْنَاكَ وَنَحْنُ حِينَئِذٍ عَلَى شُغْلٍ فَلَوْ مَا اسْتَأْذَنْتُ حَتَّى يُؤْذَنَ لَكَ قَالَ اسْتَأْذَنْتُ كَمَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَوَ اللَّهُ لَا وَجِعَنَ ظَهْرَكَ وَبَطْنَكَ أَوْلَتَايَيْنِ بِمَنْ يَشْهَدُ لَكَ عَلَى هَذَا فَقَالَ أَبِي بَنٍ كَعْبٍ فَوَ اللَّهُ لَا يَقُومُ مَعَكَ إِلَّا أَحَدُنَا سِنًا قُمْ يَا أَبَا سَعِيدٍ فَقُمْتُ حَتَّى أَتَيْتُ عُمَرَ فَقُلْتُ قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ هَذَا -

৫৪৪৩. আবু তাহির (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা উবাই ইব্ন কা'ব (রা)-এর কাছে একটি মজলিসে ছিলাম। তখন আবু মুসা আশআরী (রা) রাগান্বিত অবস্থায় এসে দাঁড়িয়ে বললেন, আমি তোমাদের আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, তোমাদের মধ্যে কেউ কি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছে যে, 'অনুমতি গ্রহণ' তিনবার, তাতে যদি তোমাকে অনুমতি দেওয়া হয়, ভাল, অন্যথায় তুমি ফিরে আস। উবাই (রা) বললেন, তা কী হয়েছে? তিনি বললেন, গতকাল (খলীফা) উমর ইব্ন খাত্তাব (রা)-এর কাছে আমি তিনবার অনুমতি চাইলাম। আমাকে অনুমতি দেওয়া হল না, তাই আমি ফিরে এলাম। পরে আজ তাঁর কাছে গেলাম এবং তাঁর কাছে প্রবেশ করে তাঁকে অবহিত করলাম যে, আমি গতকাল এসেছিলাম এবং তিনবার সালাম করে (জবাব না পেয়ে) ফিরে গিয়েছিলাম। তিনি বললেন, আমরা তোমার আওয়াজ শুনতে পেয়েছিলাম, তবে তখন আমরা ব্যস্ত ছিলাম। কিন্তু তোমাকে অনুমতি দেওয়া পর্যন্ত তুমি অনুমতি চাইতে থাকলে না কেন? তিনি বললেন, আমি তো তেমন অনুমতি চেয়েছি, যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি। উমর (র) বললেন, আল্লাহর কসম! তোমর পিঠে ও পেটে আঘাত করে ব্যথা লাগিয়ে দিব কিংবা তুমি এমন লোক উপস্থিত করবে, যে এ বিষয়ে তোমার পক্ষে সাক্ষ্য দেবে। তখন উবাই ইব্ন কা'ব (রা) বললেন, আল্লাহর কসম! আমাদের সবচে' তরুণ বয়সের ব্যক্তিই তোমার সাথে যাবে। হে আবু সাঈদ! উঠ, তখন আমি দাঁড়লাম এবং উমর (রা)-এর কাছে এসে বললাম, আমি অবশ্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে একথা বলতে শুনেছি।

৫৪৪৪ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ يَغْنَى ابْنُ مَفْضَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ أَبَا مُوسَى أَتَى بَابَ عُمَرَ فَاسْتَأْذَنَ فَقَالَ عُمَرُ وَاحِدَةٌ ثُمَّ

اسْتَأْذَنَ الثَّانِيَةَ فَقَالَ عُمَرُ ثِنْتَانِ ثُمَّ اسْتَأْذَنَ الثَّالِثَةَ فَقَالَ عُمَرُ ثَلَاثٌ ثُمَّ أَنْصَرَفَ فَاتَّبَعَهُ فَرَدَّهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ هَذَا شَيْئًا حَفِظْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَهَآوَالَا فَلَا جَعْلَ لَكَ عِظَةٌ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَاتَّانَا فَقَالَ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْأَسْتِيزَانُ ثَلَاثٌ قَالَ فَجَعَلُوا يَضْحَكُونَ قَالَ فَقُلْتُ أَتَاكُمْ أَخُوكُمُ الْمُسْلِمُ قَدْ أَفْرَعَ وَتَضْحَكُونَ أَنْطَلِقُ فَأَنَا شَرِيكُكَ فِي هَذِهِ الْعُقُوبَةِ فَاتَّاهُ فَقَالَ هَذَا أَبُو سَعِيدٍ -

৫৪৪৪. নাসর ইবন আলী আল-জাহ্যামী (র)..... আবু সাঈদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, আবু মূসা (রা) উমর (রা)-এর দরজায় এসে অনুমতি চাইলেন। উমর (রা) (আওয়ায শুনে মনে মনে) বললেন, একবার হল। তারপর দ্বিতীয়বার অনুমতি চাইলেন। উমর (রা) বললেন, দু'বার হল। তারপর তৃতীয়বার অনুমতি চাইলেন। উমর (রা) বললেন, তিনবার হল। তারপর তিনি ফিরে গেলেন। পরে [উমর (রা)] তাঁর পিছনে লোক পাঠিয়ে তাকে ফিরিয়ে আনলেন এবং বললেন, এটি যদি এমন বিষয় হয় যা তুমি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে স্মরণ রেখেছ, তাহলে তা (প্রমাণসহ) পেশ কর। অন্যথায় তোমাকে আমি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিব। আবু সাঈদ (রা) বলেন, তখন তিনি আমাদের কাছে এসে বললেন, তোমরা জান না যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : অনুমতি গ্রহণ তিনবার।' রাবী (আর সাঈদ) বলেন, লোকেরা তখন (এ কথা শুনে) হাসাহাসি করতে লাগল। রাবী বলেন, আমি বললাম, তোমাদের কাছে তোমাদের একজন মুসলমান ভাই এসেছেন, যাকে সজ্ঞাস্ত করা হয়েছে, আর তোমরা হাসছ? (আমি তাঁকে বললাম) চলুন! এ শাস্তিতে আমি আপনার শরীক রয়েছি। তখন তিনি (আমাকে সঙ্গে নিয়ে) তাঁর কাছে গিয়ে বললেন, এই যে! আবু সাঈদ..... (আমার সাক্ষী)।

৫৪৪৫ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثْنَى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خِرَاشٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْجُرَيْدِيِّ وَسَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَا سَمِعْنَاهُ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ بِمَعْنَى حَدِيثِ بَشْرِ بْنِ مَفْضَلٍ عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ -

৫৪৪৫. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না, ইবন বাশ্শার ও আহমাদ ইবন হাসান ইবন খারাম (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে..... আবু মাসলামা (র) থেকে গৃহীত বিশ্ব ইবন মুফায্যাল (র) বর্ণিত হাদীসের সমার্থক হাদীস রিওয়াযাত করেন।

৫৪৪৬ - وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ أَنَّ أَبَا مُوسَى اسْتَأْذَنَ عَلَى عُمَرَ ثَلَاثًا فَكَأَنَّهُ وَجَدَهُ مَشْغُولًا فَرَجَعَ فَقَالَ عُمَرُ أَلَمْ نَسْمَعْ صَوْتَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ أَذْنُوا لَهُ فَدُعِيَ لَهُ فَقَالَ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ قَالَ إِنَّا كُنَّا نُوْمَرُ بِهِذَا قَالَ لَتَقِيمَنَّ عَلَى هَذَا بَيِّنَةٌ أَوْ لَفَعْلَنَ فَخَرَجَ فَاَنْطَلَقَ إِلَى مَجْلِسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالُوا لَا يَشْهَدُ لَكَ عَلَى هَذَا إِلَّا أَصْغَرُنَا فَقَامَ أَبُو سَعِيدٍ فَقَالَ كُنَّا نُوْمَرُ بِهِذَا فَقَالَ عُمَرُ خَفِيَ عَلَى هَذَا مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْهَانِي عَنْهُ الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ -

৫৪৪৬. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম (র)..... উবায়দ ইব্ন উমায়র (র) থেকে বর্ণিত। (খলীফা) উমর (রা)-এর কাছে আবু মূসা (রা) তিনবার অনুমতি চাইলেন। তখন (জবাব না পেয়ে) তিনি যেন তাঁকে ব্যস্ততায় নিমগ্ন মনে করে ফিরে গেলেন। তখন উমর (রা) বললেন, আমরা কি আবদুল্লাহ ইব্ন কায়স (আবু মূসা)-এর আওয়ায শুনি নি? তাকে অনুমতি দাও! তখন তাকে উমরের কাছে ডাকা হল। তখন তিনি তাঁকে বললেন, এরূপ করতে তোমাকে কিসে উদ্বুদ্ধ করেছে? তিনি বললেন, আমাদের এরূপ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তিনি বললেন, অবশ্যই তুমি এ বিষয়ে প্রমাণ পেশ করবে, অন্যথায় আমি অবশ্যই এমন করব (শাস্তি দিব)। তিনি বেরিয়ে গিয়ে আনসারীদের এক মজলিসে পৌঁছেলেন। তাঁরা বললেন, আমাদের মাঝের সবচে' কম বয়সের ব্যক্তিই এ বিষয়ে তোমার পক্ষে সাক্ষ্য দেবে। তখন আবু সাঈদ (রা) উঠলেন এবং বললেন, আমাদের এরূপই নির্দেশ দেয়া হয়। তখন উমর (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এ বিষয়টি আমার কাছে গুপ্ত (অজ্ঞাত) রয়েছে। (কারণ) বাজারের ব্যবসায় আমাকে এ বিষয় থেকে গাফিল রেখেছে।

৫৪৪৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ وَحَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ يَعْنِي ابْنَ شُمَيْلٍ قَالَا جَمِيعًا حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي حَدِيثِ النَّضْرِ الْهَانِي عَنْهُ الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ -

৫৪৪৭. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার ও হুসায়ন ইব্ন হুরায়স (র)..... ইব্ন জুরায়জ (র) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তবে রাবী নাযর (র) তাঁর বর্ণিত হাদীসে 'বাজারের বেচাকেনা আমাকে এ বিষয় থেকে গাফিল রেখেছে'- বাক্যটি উল্লেখ করেননি।

৫৪৪৮- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ أَبُو عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ جَاءَ أَبُو مُوسَى إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ هَذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَيْسٍ فَلَمْ يَأْذِنْ لَهُ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ هَذَا أَبُو مُوسَى السَّلَامُ عَلَيْكُمْ هَذَا الْأَشْعَرِيُّ ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ رُدُّوْا عَلَيَّ رُدُّوْا عَلَيَّ فَجَاءَ فَقَالَ يَا أَبَا مُوسَى مَا رَدَّكَ كُنَّا فِي شُغْلٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ الْإِسْتِيزَانُ ثَلَاثُ فَيَنْ أُذِنَ لَكَ وَالْأَفَارِجُ قَالَ لَتَأْتِيَنِي عَلَى هَذَا بَبِيْنَةٍ وَالْأَفْعَلْتُ وَفَعَلْتُ فَذَهَبَ أَبُو مُوسَى قَالَ عُمَرُ إِنَّ وَجَدَ بَبِيْنَةً تَجِدُوهُ عِنْدَ الْمَنْبَرِ عَشِيَّةً وَإِنْ لَمْ يَجِدْ بَبِيْنَةً فَلَمْ تَجِدُوهُ فَلَمَّا أَنْ جَاءَ بِالْعَشِيِّ وَجَدُوهُ قَالَ يَا أَبَا مُوسَى مَا تَقُولُ أَقَدْ وَجَدْتَ قَالَ نَعَمْ أَبِي بْنُ كَعْبٍ قَالَ عَدَلُ قَالَ يَا أَبَا الطُّفَيْلِ مَا يَقُولُ هَذَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ ذَلِكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ فَلَا تَكُونَنَّ عَذَابًا عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ إِنَّمَا سَمِعْتُ شَيْئًا فَاحْبَبْتُ أَنْ أَتَثَبْتُ -

৫৪৪৮. হুসায়ন ইব্ন হুরায়স আবু আম্মার (র)..... আবু বুরদা (রা) সূত্রে আবু মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। আবু বুরদা (র) বলেন, আবু মূসা (রা) উমর ইব্ন খাত্তাব (রা)-এর কাছে (বাড়ির দরজায়) এসে বললেন,

আসসালামু আলাইকুম- এ (আমি) আবদুল্লাহ ইব্ন কায়স। কিন্তু তিনি তাঁকে অনুমতি দিলেন না। তখন (আবার) বললেন, আসসালামু আলাইকুম-এই যে, আবু মূসা। আসসালামু আলাইকুম-এই যে আশআরী। এরপর (জবাব না পেয়ে) তিনি ফিরে গেলেন। তখন উমর (রা) বললেন, (তাকে) আমার কাছে ফিরিয়ে আন, আমার কাছে ফিরিয়ে আন। ফিরে এলে তিনি বললেন, কিসে তোমাকে ফিরিয়ে দিল, হে আবু মূসা? আমরা কোন কাজে ব্যস্ত ছিলাম। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আমি বলতে শুনেছি ‘অনুমতি চাওয়া তিনবার।’ এতে তোমাকে অনুমতি দেওয়া হলে (ভাল) অন্যথায় ফিরে যাও। উমর (রা) বললেন, এ বিষয়ে অবশ্যই তুমি আমার কাছে প্রমাণ নিয়ে আসবে। অন্যথায় আমি এমন করব তেমন করব, (শাস্তি দিব)। তখন আবু মূসা (রা) চলে গেলেন। উমর (রা) বললেন, প্রমাণ সংগ্রহ করতে পারলে, বিকালে তাকে তোমরা মিস্বারের কাছে দেখতে পাবে, আর যদি প্রমাণ না পায়, তা হলে তোমরা তাকে দেখতে পাবে না। বিকালে তিনি এলে তাঁরা তাঁকে (মিস্বারের কাছে) দেখতে পেল। উমর (রা) বললেন, হে আবু মূসা! কি বলছ? প্রমাণ পেয়েছ? তিনি বললেন, হ্যাঁ উবাই ইব্ন কা’ব! তিনি বললেন, ইনি বিশ্বস্ত! (তখন উবাই ইব্ন কা’ব (রা)-কে লক্ষ্য করে বললেন :) হে আবু তুফায়ল! ইনি কী বলেন? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এরূপ বলতে আমি শুনেছি। হে ইব্ন খাত্তাব! আপনি কখনো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীগণের জন্য আযাব স্বরূপ হয়ে পড়বেন না। তিনি বললেন, সুবহানাল্লাহ! (আমি তা কখনো চাই না)। আমি তো একটি বিষয় শোনার পর সে সম্পর্কে সুনিশ্চিত হওয়া পসন্দ করেছি।

৫৪৪৭- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنُ أَبَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَىٰ بِهَذَا الْأِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَقَالَ يَا أَبَا الْمُنْذِرِ أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ نَعَمْ فَلَا تَكُنْ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ عَذَابًا عَلَىٰ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَمْ يَذْكُرْ مِنْ قَوْلِ عُمَرَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا بَعْدَهُ -

৫৪৪৯. আবদুল্লাহ ইব্ন উমর ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আবান (র)..... তাল্হা ইব্ন ইয়াহইয়া (র) থেকে এ সনদে রিওয়াযাত করেছেন। তবে তিনি বলেছেন, উমর (রা) (উবাইকে লক্ষ্য করে) বললেন, হে আবুল মুন্যির^২ আপনি কি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে একথা শুনেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তবে, হে ইব্ন খাত্তাব! আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীদের জন্য আযাব স্বরূপ হবেন না। কিন্তু এ রাবী উমর (রা)-এর সুবহানাল্লাহ ও পরবর্তী উক্তি উল্লেখ করেননি।

৯- بَابُ كَرَاهَةِ قَوْلِ الْمُسْتَأْذِنِ أَنَا إِذَا قِيلَ مِنْ هَذَا

৯. পরিচ্ছেদ : অনুমতিপ্রার্থীকে ‘এ কে’ জিজ্ঞাসা করা হলে ‘আমি’ বলে জবাব দেওয়া মাকরুহ

৫৪৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَدَعَوْتُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ هَذَا قُلْتُ أَنَا قَالَ فَخَرَجَ وَهُوَ يَقُولُ أَنَا أَنَا-

১. আবু তুফায়ল উবাই ইব্ন কা’ব (রা)-এর একটি কুনিয়াত।

২. আবুল মুন্যির উবাই ইব্ন কা’ব (রা)-এর আর একটি ‘কুনিয়াত’।

৫৪৫০. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন নুমায়র (র)..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর কাছে এসে তাঁকে ডাকলাম। নবী ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, 'এ কে?' আমি বললাম, 'আমি'। রাবী [জাবির (রা)] বলেন, তখন তিনি বের হয়ে এলেন এবং বলছিলেন, 'আমি'! 'আমি'!!

৫৪৫১ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ اسْتَأْذَنْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ مَنْ هَذَا فَقُلْتُ أَنَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَنَا أَنَا -

৫৪৫১. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া ও আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা (র)..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর কাছে অনুমতি চাইলাম। তিনি বললেন, 'এ কে'? আমি বললাম, 'আমি'। তখন নবী ﷺ বললেন, আমি! আমি!!

৫৪৫২ - وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنَا النُّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ وَأَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنِي وَهْبُ ابْنُ جَرِيرٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بَشِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِهِزُ كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِهِمْ كَأَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ -

৫৪৫২. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম, মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও আবদুর রাহমান ইব্ন বিশর (র) সকলেই শু'বা (র) সূত্রে উক্ত সনদে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। তবে তাঁদের বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, তিনি যেন তা ('আমি' 'আমি' বলা) অপসন্দ করলেন।

১. - بَابُ تَحْرِيمِ النَّظَرِ فِي بَيْتِ غَيْرِهِ -

১০. পরিচ্ছেদ : অন্যের ঘরের ভিতরে উঁকি দেওয়া হারাম

৫৪৫৩ - وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَا أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى ح قَالَ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلًا أَطْلَعَ فِي جُحْرِ فِي بَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِدْرَى يَحْكُ بِهِ رَأْسَهُ فَلَمَّا رَأَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْظُرُنِي لَطَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنِكَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا جُعِلَ الْأُذُنُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ -

৫৪৫৩. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া, মুহাম্মদ ইব্ন রুম্হ ও কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)..... সাহল ইব্ন সা'দ আস-সাইদী (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরজার একটি ছিদ্র দিয়ে তাকাল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে একটি চিরুনি ছিল, যা দিয়ে তিনি তাঁর মাথা চুলকাছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন : আমি যদি জানতাম যে, তুমি আমাকে দেখছ, (উকি দিচ্ছ) তা হলে অবশ্যই তা দিয়ে তোমার চোখে আঘাত করতাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ আরও বললেন : চোখের কারণেই (দৃষ্টির) তো অনুমতির (বিধান) করা হয়েছে।

৫৪৫৪- وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَهْلَ ابْنَ سَعْدٍ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلًا أَطَّلَعَ مِنْ جُحْرِ فِي بَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِدْرِي يُرْجَلُ بِهِ رَأْسُهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْظُرُ طَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنِكَ إِنَّمَا جَعَلَ اللَّهُ الْأَذْنَ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ-

৫৪৫৪. হারমালা ইবন ইয়াহইয়া (র)..... ইবন শিহাব (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, সাহল ইবন সা'দ আনসারী (রা) তাঁকে বলেছেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরজার একটি ছিদ্র দিয়ে তাকাল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাতে একটি চিরুনি ছিল, যা দিয়ে তিনি তাঁর মাথা আঁচড়চ্ছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, আমি যদি জানতাম যে, তুমি দেখছ, তাহলে এটা দিয়ে তোমার চোখে আঘাত করতাম। চোখের কারণেই আল্লাহ অনুমতি নেয়ার বিধান করেছেন।

৫৪৫৫- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوُ حَدِيثِ اللَّيْثِ وَيُونُسَ-

৫৪৫৫. আবু বকর ইবন আবু শায়বা, আমর আন-নাকিদ, যুহায়র ইবন হারব, ইবন আবু উমর ও আবু কামিল জাহদারী (র)..... সাহল ইবন সা'দ (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে লায়স (র) ও ইউনুস (র) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ রিওয়াযাত করেছেন।

৫৪৫৬- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو كَامِلٍ فَضِيلُ بْنُ حُسَيْنٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى وَأَبِي كَامِلٍ قَالَ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْأَخْرَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا أَطَّلَعَ مِنْ بَعْضِ حُجَرِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَامَ إِلَيْهِ بِمِشْقَصٍ أَوْ مِشَاقِصٍ فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَخْتَلُهُ لِيَطْعَنَهُ-

৫৪৫৬. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া, আবু কামিল ফুযায়ল ইবন হুসায়ন ও কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোন হুজরার অভ্যন্তরে তাকাল। তিনি তখন তাকে লক্ষ্য করে একটি তীরের ফলক কিংবা রাবীর সন্দেহ কয়েকটি ফলক নিয়ে দাঁড়ালেন। আমি যেন (এখনও ঐ দৃশ্য) দেখছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে আঘাত করার উদ্দেশ্যে তার অসতর্কতার অবকাশ খুঁজছেন।

৫৪৫৭- حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ أَطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يَفْقَرُوا عَيْنَهُ-

৫৪৫৭. যুহায়র ইব্ন হার্ব (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : যে, ব্যক্তি কোন কাওমের ঘরে তাদের অনুমিত ব্যতিরেকে উঁকি-ঝুঁকি মারে, তা হলে তার চোখ ফুঁড়ে দেওয়া তাদের জন্য বৈধ হয়।

৫৪৫৮. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَخَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ فَفَقَأَتْ عَيْنَهُ مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ جُنَاحٍ-

৫৪৫৮. ইব্ন আবু উর (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন ব্যক্তি যদি বিনা অনুমতিতে তোমার প্রতি ঘরে উঁকি ঝুঁকি মারে, আর তুমি তাকে কংকর মেরে তার চোখ ফুঁড়ে দাও, তাহলে তোমার কোন দোষ নেই।

১১- بَابُ نَظَرِ الْفُجَاءَةِ

১১. পরিচ্ছেদ : হঠাৎ দৃষ্টি পড়া

৫৪৫৯. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ كِلَاهُمَا عَنْ يُونُسَ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ نَظَرَةِ الْفُجَاءَةِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي-

৫৪৫৯. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ, আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা ও যুহায়র ইব্ন হার্ব (র)..... জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর কাছে হঠাৎ দৃষ্টিপড়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি আমাকে নির্দেশ দিলেন, আমি যেন আমার চোখ ফিরিয়ে নিই।

৫৪৬০. وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى وَقَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كِلَاهُمَا عَنْ يُونُسَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ-

৫৪৬০. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র)..... ইউনুস (র) থেকে উল্লেখিত সনদে অনুরূপ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كِتَابُ السَّلَامِ

অধ্যায় : সালাম

১- بَابُ يُسَلِّمُ الرَّكَّابُ عَلَى الْمَاشِي وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ

১. পরিচ্ছেদ : আরোহী পথচারীকে এবং অল্পসংখ্যক অধিক সংখ্যককে সালাম করবে

৫৬১- حَدَّثَنِي عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي زِيَادٌ أَنَّ ثَابِتًا مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُسَلِّمُ الرَّكَّابُ عَلَى الْمَاشِي وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ-

৫৪৬১. উকবা ইবন মুকরাম ও মুহাম্মদ ইবন মারযুক (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আরোহী ব্যক্তি পথচারীকে, পথচারী ব্যক্তি বসে থাকা ব্যক্তিকে এবং অল্প সংখ্যক লোক অধিক সংখ্যককে সালাম করবে।

২- بَابُ مَنْ حَقَّ الْجُلُوسُ عَلَى الطَّرِيقِ رَدُّ السَّلَامِ-

২. পরিচ্ছেদ : সালামের জবাব দেয়া রাস্তায় বসার অন্যতম হক

৫৬২- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ أَبُو طَلْحَةَ كُنَّا قُعُودًا بِالْأَفْنِيَةِ نَتَحَدَّثُ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَامَ عَلَيْنَا فَقَالَ مَا لَكُمْ وَلِمَجَالِسِ الصُّعَدَاتِ اجْتَنَبُوا مَجَالِسِ الصُّعَدَاتِ فَقُلْنَا إِنَّمَا قَعَدْنَا لِغَيْرِ مَا بَأْسٍ قَعَدْنَا نَتَذَكَّرُ وَنَتَحَدَّثُ فَقَالَ إِمَّا لَا فَادُّوا حَقَّهَا غَضُّ الْبَصَرِ وَرَدُّ السَّلَامِ وَحُسْنُ الْكَلَامِ-

৫৪৬২. আবু বকর ইবন আবু শায়রা (র)..... ইসহাক ইবন আবদুল্লাহ ইবন আবু তালহার পিতা [আবদুল্লাহ (রা)] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (আমার পিতা) আবু তালহা (রা) বলেছেন, আমরা (বাড়ির সামনের খোলা) আংগিনায়

বসে কথাবার্তা বলছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ এলেন এবং আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, রাস্তা-ঘাটে বৈঠক-মজলিস করা তোমাদের অভ্যাস কেন? রাস্তাঘাটে মজলিস-বৈঠক করা তোমরা বর্জন করবে। আমরা বললাম, আমরা তো বসেছি কোনও অসুবিধা করার (মন্দ) উদ্দেশ্য নিয়ে নয়। আমরা বসে আলাপ-আলোচনা ও কথাবার্তা বলছি। তিনি বললেন, যদি তা না করে না পার, (করতেই হয়) তা হলে রাস্তার হক আদায় করবে। আর তা হলো দৃষ্টি অবনত রাখা, সালামের জবাব দেওয়া এবং উত্তম কথা বলা।

৫৬৬৩- حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ زَيْدِ ابْنِ أَسْلَمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ بِالطَّرِيقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَنَا بِدُّ مِنْ مَجَالِسِنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ قَالُوا وَمَا حَقُّهُ قَالَ غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الْأَذَى وَرَدُّ السَّلَامِ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ-

৫৪৬৩. সুওয়ায়দ ইবন সাঈদ (র) ... আবু সাঈদ খুদরী (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, তোমরা রাস্তায় বসা থেকে বিরত থাকবে। তারা বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! রাস্তায় বসা ছাড়া আমাদের উপায় নেই। সেখানে আমরা কথাবার্তা বলি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : একান্তই যদি তোমাদের বসতে হয়, তাহলে তোমরা রাস্তার হক আদায় করবে। তারা বললেন, রাস্তার হক কি? তিনি বললেন, দৃষ্টি অবনত রাখা, (কাউকে) কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকা, সালামের জবাব দেয়া এবং সৎকাজের আদেশ করা ও মন্দকাজে নিষেধ করা।

৫৬৬৪- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيُّ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنْ هِشَامٍ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ كِلَاهُمَا عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ-

৫৪৬৪. ইয়াহুইয়া ইবন ইয়াহুইয়া ও মুহাম্মদ ইবন রাফি' (র)..... য়য়দ ইবন আসলাম (র) থেকে উক্ত সনদে হাদীস রিওয়াযাত করেছেন।

২- بَابُ مِنْ حَقِّ الْمُسْلِمِ لِلْمُسْلِمِ رَدُّ السَّلَامِ

৩. পরিচ্ছেদ : মুসলমানের প্রতি মুসলমানের অন্যতম হক সালামের জবাব দেয়া

৫৬৬৫- حَدَّثَنِي حُرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَمْسٌ تَجِبُ لِلْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ رَدُّ السَّلَامِ وَتَشْمِيتُ

الْعَاطِسِ وَاجَابَةُ الدَّعْوَةِ وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ كَانَ مَعْمَرٌ يُرْسِلُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ فَاسْتَدَّهُ مَرَّةً عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ-

৫৪৬৫. হারমালা ইবন ইয়াহইয়া (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : এক মুসলমানের প্রতি অপর মুসলমানের হক পাঁচটি। অন্য সূত্রে আব্দ ইবন হুমায়দ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, পাঁচটি বিষয় মুসলমানের জন্য তার ভাইয়ের ব্যাপারে ওয়াস্তিব : ১. সালামের জবাব দেওয়া, ২. হাঁচিদাতাকে (তার الْحَمْدُ لِلَّهِ বলার জবাবে اللَّهُ يَرْحَمُكَ বলে) রহমতের দু'আ করা, ৩. দাওয়াত কবুল করা, ৪. অসুস্থকে দেখতে যাওয়া এবং ৫. জানাযার সাথে গমন করা। (রাবী) আবদুর রায্যাক (র) বলেন, মা'মার (র) এ হাদীস যুহরী (র) থেকে মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করতেন, একবার তিনি ইবন মুসায়্যাব (র) সূত্রে আবু হুরায়রা (রা) থেকে পূর্ণ সনদে বর্ণনা করেছেন।

৫৪৬৬- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتُّ قِيلَ مَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَإِذَا دَعَاكَ فَاجِبْهُ وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمَّتْهُ وَإِذَا مَرِضَ فَعُدَّهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ-

৫৪৬৬. ইয়াহইয়া ইবন আইউব, কুতায়বা ও ইবন হুজর (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মুসলমানের প্রতি মুসলমানের হক ছয়টি। জিজ্ঞাসা করা হল, সেগুলো কী, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি বললেন (সেগুলো হল) : ১. তার সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ হলে তাকে সালাম করবে, ২. তোমাকে দাওয়াত করলে তা তুমি গ্রহণ করবে, ৩. সে তোমার কাছে সৎ পরামর্শ চাইলে, তুমি তাকে সৎ পরামর্শ দিবে, ৪. সে হাঁচি দিয়ে (يَرْحَمُكَ اللَّهُ) বললে, তার জন্য তুমি (اللَّهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ) রহমতের দু'আ করবে, ৫. সে অসুস্থ হলে তার সেবা-শুশ্রূষা করবে এবং ৬. সে মারা গেলে তার (জানাযার) সঙ্গে যাবে।

৪- بَابُ النُّهْيِ عَنْ ابْتِدَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ بِالسَّلَامِ وَكَيْفَ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ-

৪. পরিচ্ছেদ : আহলুল কিতাব (ইয়াহুদী-নাসারা)-কে আগে সালাম করার নিষেধাজ্ঞা এবং তাদের সালামের জবাব দেয়ার পদ্ধতি

৫৪৬৭- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ جَدِّهِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَقُولُوا وَعَلَيْكُمْ-

৫৪৬৭. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া ও ইসমাঈল ইবন সালিম (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আহলে কিতাবের কেউ তোমাদের সালাম করলে তোমরা (শুধু এতটুকু) বলবে, 'ওয়া আলাইকুম' (তোমাদের প্রতিও)।

৫৪৬৮- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي ح قَالَ وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لَهُمَا قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ قَالُوا لِلنَّبِيِّ ﷺ إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ يُسَلِّمُونَ عَلَيْنَا فَكَيْفَ نَرُدُّ عَلَيْهِمْ قَالَ قُولُوا وَعَلَيْكُمْ-

৫৪৬৮. উবায়দুল্লাহ ইবন মুআয, ইয়াহইয়া ইবন হাবীব, মুহাম্মদ ইবন মুসান্না ও ইবন বাশ্শার (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ-এর সাহাবিগণ নবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলেন, আহলে কিতাবরা আমাদের সালাম করে থাকে, আমরা কিভাবে তাদের জবাব দিব? তিনি বললেন, তোমরা বলবে, ‘ওয়া আলাইকুম।’

৫৪৬৯- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى بْنِ يَحْيَى قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الْيَهُودَ إِذَا سَلَّمُوا عَلَيْكُمْ يَقُولُ أَحَدُهُمُ السَّامُ عَلَيْكُمْ فَقُلْ وَعَلَيْكَ-

৫৪৬৯. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া, ইয়াহইয়া ইবন আইউব, কুতায়বা ও ইবন হুজর (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ইয়াহুদীরা যখন তোমাদের সালাম করে, তখন কেউ বলে ‘আসস্যামু আলাইকুম (তোমাদের মরণ হোক)। তখন তুমি বলবে, ‘ওয়া আলাইকা’ (তোমারও হোক)।

৫৪৭০- وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ ابْنِ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ أَنَّهُ قَالَ فَقُولُوا وَعَلَيْكُمْ-

৫৪৭০. যুহায়র ইবন হার্ব (র)..... ইবন উমর (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস রিওয়ায়াত করেন। তবে তিনি বলেছেন, তখন ‘তোমরা বলবে, ‘ওয়া আলাইকুম’।

৫৪৭১- وَحَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَزُهَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اسْتَأْذَنَ رَهْطٌ مِنَ الْيَهُودِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا السَّامُ عَلَيْكُمْ فَقَالَتْ عَائِشَةُ بَلْ عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ قَالَتْ أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا قَالَ قَدْ قُلْتُ وَعَلَيْكُمْ-

৫৪৭১. আমর আন-নাকিদ ও যুহায়র ইবন হার্ব (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন একদল ইয়াহুদী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে (সাক্ষাতের) অনুমতি চাইল। তারা তখন বলল, السَّامُ عَلَيْكُمْ (তোমাদের মরণ হোক)! তখন আয়েশা (রা) বললেন, بَلْ عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ (বরং তোমাদের উপরে মরণ ও অভিশাপ

বর্ণিত হোক)! তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে আয়েশা! আল্লাহ তা'আলা সব বিষয়ে উদারতা পসন্দ করেন। আয়েশা (রা) বললেন, আপনি কি তাদের উক্তি শোনেন নি? তিনি বললেন, আমিও তো বলে দিয়েছি 'ওয়া আলাইকুম' (তোমাদের উপরেও)।

৫৪৭২- حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلَوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيعًا عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ قَالَ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كِلَاهُمَا عَنِ الزَّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِهِمَا جَمِيعًا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ قُلْتُ عَلَيْكُمْ وَلَمْ يَذْكُرُوا الْوَاوَ-

৫৪৭২. হাসান ইবন আলী হুলওয়ানী ও আব্দ ইবন হুমায়দ, অন্য সনদে 'আব্দ ইবন হুমায়দ' (এ সমরূপে) (র)..... যুহরী (র) থেকে উল্লেখিত সনদে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। তবে এ দু'জনের বর্ণিত হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আমি তো বলেছি 'আলাইকুম' (তোমাদের উপরে) তারা 'و' অব্যয়টির উল্লেখ করেননি।

৫৪৭২- وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مُسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ أَنَسٌ مِنَ الْيَهُودِ فَقَالُوا السَّامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ قَالَ وَعَلَيْكُمْ قَالَتْ عَائِشَةُ قُلْتُ بَلْ عَلَيْكُمْ السَّامُ وَالذَّامُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا عَائِشَةُ لَا تَكُونِي فَاحِشَةً فَقَالَتْ مَا سَمِعْتُ مَا قَالُوا فَقَالَ أَوْ لَيْسَ قَدْ رَدَدْتُ عَلَيْهِمُ الَّذِي قَالُوا قُلْتُ وَعَلَيْكُمْ-

৫৪৭৩. আবু কুরায়ব (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে কয়েকজন ইয়াহুদী এল। তারা বলল- السَّامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ (হে আবু কাসিম! তোমার মরণ হোক)। তিনি বললেন, (বরং তোমাদের বরং তোমাদের উপরেও)। আয়েশা (রা) বলেন, আমি বললাম- بَلْ عَلَيْكُمْ السَّامُ وَالذَّامُ (তোমাদের উপরেও)। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে আয়েশা! তুমি কঠোর বাক্য প্রয়োগকারিণী হয়ো না। তিনি বললেন, তারা কি বলেছে, তা কি আপনি শোনেন নি? তিনি বললেন, তারা যা বলেছিল, তা-ই কি আমি তাদের ফিরিয়ে দেইনি? আমি বলেছি- 'ওয়া আলাইকুম' (তোমাদের উপরেও)।

৫৪৭৪- وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَفَطَنْتُ بِهِمْ عَائِشَةَ فَسَبَّوهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَهْ يَا عَائِشَةُ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفُحْشَ وَالتَّفَحُّشَ وَزَادَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ "وَإِذَا جَاؤُكَ حَيُّوكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ" إِلَى آخِرِ الْآيَةِ-

৫৪৭৪. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র)..... আ'মাশ (র) উক্ত সনদে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। তবে তিনি বলেছেন, আয়েশা (রা) তাদের (দুরভিসন্ধি) ধরে ফেললেন এবং তাদের গালি দিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ

বললেন, থামো, হে আয়েশা! কেননা আল্লাহ তা'আলা অশ্লীলতা ও অশ্লীলতার মহড়া পসন্দ করেন না। তিনি বর্ধিত রিওয়াযাত করেছেন, তখন মহামহিমাবিত আল্লাহ নাযিল করলেন : আর যখন তারা (ইয়াহুদীরা) আপনার কাছে আসে, তখন তারা আপনাকে এমন (বাক্য দ্বারা) অভিবাদন করে, যেমন (বাক্য দিয়ে) আল্লাহ আপনাকে অভিবাদন করেননি..... আয়াতের শেষ পর্যন্ত।

৫৪৭৫- حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَا حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ سَلَّمَ نَاسٌ مِنْ يَهُودَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا السَّامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ فَقَالَ وَعَلَيْكُمْ فَقَالَتْ عَائِشَةُ وَغَضِبَتْ أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا قَالَ بَلَى قَدْ سَمِعْتُ فَرَدَدْتُ عَلَيْهِمْ وَإِنَّا نَجَابُ عَلَيْهِمْ وَلَا يُجَابُونَ عَلَيْنَا-

৫৪৭৫. হারুন ইবন আবদুল্লাহ ও হাজ্জাজ ইবন শা'ইর (র)..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, ইয়াহুদীদের কয়েকজন লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সালাম করল। তারা বলল 'আস্‌সামু 'আলাইকা ইয়া আবাল কাসিম!' তিনি বললেন, 'ওয়া আলাইকুম!' তখন আয়েশা (রা) বললেন, তখন তিনি রেগে গিয়েছিলেন- তারা কি বলল, আপনি কি শোনেন না? তিনি বললেন হ্যাঁ, শুনেছি এবং তাদের উপর তা ফিরিয়ে দিয়েছি, আর তাদের বিরুদ্ধে আমাদের (দু'আ) কবুল হয়। অথচ আমাদের বিরুদ্ধে তাদের (দু'আ) কবুল হয় না।

৫৪৭৬- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَبْدُوا الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَى بِالسَّلَامِ فَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاضْطَرُّوهُ إِلَى أَضْيَقِهِ-

৫৪৭৬. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ইয়াহুদী ও নাসারাদের আগে সালাম দিও না। আর তাদের কাউকে পথে দেখলে তাকে তার সংকীর্ণ অংশে (চলতে) বাধ্য কর।

৫৪৭৭- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ كُلُّهُمْ عَنْ سُهَيْلٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثٍ وَكِيعٍ إِذَا لَقِيتُمُ الْيَهُودَ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ وَفِي حَدِيثِ جَرِيرٍ إِذَا لَقِيتُمُوهُمْ وَلَمْ يُسَمِّ أَحَدًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ-

৫৪৭৭. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না, আবু বকর ইবন আবু শায়বা, আবু কুরায়ব ও যুহায়র ইবন হারব (র)..... ওয়াকী' (র) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে- 'যখন তোমরা ইয়াহুদীদের দেখতে পাবে.....'। আর শু'বা (র) থেকে গৃহীত ইবন জা'ফর (র) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে- 'তিনি আহলে কিতাব সম্পর্কে বলেছেন'।..... এবং জারীর (র) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে - 'যখন তোমরা তাদের দেখতে পাবে'..... তিনি মুশরিকদের কারো নাম নির্দেশ করেননি।

৫- بَابُ اسْتِحْبَابِ السَّلَامِ عَلَى الصَّبْيَانِ

৫. পরিচ্ছেদ : শিশুদের সালাম করা মুস্তাহাব

৫৪৭৮- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ سَيَّارٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ عَلَى غِلْمَانٍ لَهُمْ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ -

وَحَدَّثَنِيهِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ -

৫৪৭৮. ইয়াহুইয়া ইবন ইয়াহুইয়া (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কিশোরদের কাছ দিয়ে (পথ) অতিক্রম করলেন, তখন তিনি তাদের সালাম করলেন।

ইসমাঈল ইবন সালিম (র)..... সাইয়ার (র) সূত্রে উল্লিখিত সনদে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন।

৫৪৭৯- وَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَيَّارٍ قَالَ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ ثَابِتِ بْنِ أَنَسٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ وَحَدَّثَ ثَابِتٌ أَنَّهُ كَانَ يَمْشِي مَعَ أَنَسٍ فَمَرَّ بِصَبْيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ وَحَدَّثَ أَنَسٌ أَنَّهُ كَانَ يَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَمَرَّ بِصَبْيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ -

৫৪৭৯. আমর ইবন আলী ও মুহাম্মদ ইবন ওয়ালীদ (র)..... সাইয়ার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাবিত বুনানী (র)-এর সঙ্গে হেঁটে পথ চলছিলাম। তিনি একদল বালকের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তাদের সালাম করলেন এবং (তখন) সাবিত (র) হাদীস রিওয়ায়াত করলেন যে, তিনি আনাস (রা)-এর সঙ্গে হেঁটে পথ চলছিলেন। তিনি (আনাস) একদল বালকের পাশ দিয়ে গেলেন এবং তাদের সালাম করলেন এবং আনাস (রা) হাদীস বর্ণনা করেন যে, তিনি (একবার) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে হেঁটে পথ চলছিলেন, তিনি (নবী ﷺ) বালকদের কাছ দিয়ে চললেন এবং তাদের সালাম করলেন।

৬- بَا جَوَازِ جَعْلِ الْإِذْنِ رَفْعَ حِجَابٍ أَوْ نَحْوَهُ مِنَ الْعَلَامَاتِ -

৬. পরিচ্ছেদ : পর্দা তুলে দেওয়া কিংবা এরূপ অন্য কোন আলামতকে ‘অনুমতি’ সাব্যস্ত করা জায়েয

৫৪৮০- حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُوَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذْنُكَ عَلَى أَنْ يُرْفَعَ الْحِجَابُ وَأَنْ تَسْمَعَ سَوَادِي حَتَّى أَتَاهَا -

৫৪৮০. আবু কামিল জাহদারী ও কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)..... ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, আমার কাছে তোমার জন্য প্রবেশের অনুমতি হল পর্দা তুলে রাখা এবং (হজরায়) আমার আলাপচারিতা শুনতে পাওয়া। যতক্ষণ না আমি তোমাকে নিষেধ করি।

৫৪৮১- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ-

৫৪৮১. আবু বকর ইবন আবু শায়বা, মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র ও ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র)..... হাসান ইবন উবায়দুল্লাহ (র) থেকে উল্লেখিত সনদে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

৭- بَابُ إِبَاحَةِ الْخُرُوجِ لِلنِّسَاءِ لِقَضَاءِ حَاجَةِ الْإِنْسَانِ-

৭. পরিচ্ছেদ : মানুষের প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণের জন্য স্ত্রীলোকের বাইরে যাওয়ার বৈধতা

৫৪৮২- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْتُ سَوْدَةَ بَعْدَ مَا ضُرِبَ عَلَيْهَا الْحِجَابُ لِتَقْضَى حَاجَتُهَا وَكَانَتْ امْرَأَةً جَسِيمَةً تَفْرَعُ النِّسَاءَ جِسْمًا لَا تُخْفَى عَلَى مَنْ يَعْرِفُهَا فَرَأَاهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ يَا سَوْدَةُ وَاللَّهِ مَا تَخْفَيْنَ عَلَيْنَا فَاَنْظُرِي كَيْفَ تَخْرُجِينَ قَالَتْ فَانْكَفَأْتُ رَاجِعَةً وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَيْتِي وَانْتُ لَيْتَعَشَى وَفِي يَدِهِ عِرْقٌ فَدَخَلْتُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي خَرَجْتُ فَقَالَ لِي عُمَرُ كَذَا وَكَذَا قَالَتْ فَأَوْحَى إِلَيَّ ثُمَّ رَفَعَ عَنْهُ وَإِنَّ الْعِرْقَ فِي يَدِهِ مَا وَضَعَهُ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَاجَتِكُنَّ وَفِي رِوَايَةٍ أَبِي بَكْرٍ يَفْرَعُ النِّسَاءَ جِسْمُهَا زَادَ أَبُو بَكْرٍ فِي حَدِيثِهِ فَقَالَ هِشَامٌ يَعْنِي الْبَرَازَ-

৫৪৮২. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও আবু কুরায়ব (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (আমাদের উপরে) পর্দার বিধান আরোপের পর সাওদা (রা) তার প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বের হলেন তিনি ছিলেন স্থূলদেহী, দেহাকৃতিতে উচ্চতায় তিনি নারীদের উর্ধ্বে থাকতেন; যারা তাঁকে চিনে, তাদের কাছে নিজেকে লুকাতে পারতেন না। তখন উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) তাকে দেখতে পেয়ে বললেন, হে সাওদা! আল্লাহর কসম! তুমি আমাদের কাছে লুকাতে পারবে না। ভেবে দেখ, কেমন করে তুমি বের হচ্ছে? আয়েশা (রা) বলেন, একথা শুনে তিনি উল্টা ফিরে এলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার ঘরে ছিলেন এবং রাতের খাবার গ্রহণ করছিলেন। তাঁর হাতে তখন অল্প গোধাতযুক্ত একখানা হাড় ছিল। সাওদা (রা) ঢুকে পড়ে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি বের হয়েছিলাম, উমর আমাকে এই এই কথা বলেছে। আয়েশা (রা) বলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রতি ওয়াহী নাযিল করেন। তারপর তাঁর উপর থেকে (ওহীর) অবস্থার অবসান হয়। আর তখনও হাড়টি তাঁর হাতে ছিল, তা তিনি রেখে দেননি। তখন তিনি বললেন : তোমাদের প্রয়োজনে বের হওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে (এ বর্ণনা আবু কুরায়ব-এর)। আর আবু বকর (র) বর্ণিত রিওয়ায়াতে রয়েছে, “তাঁর দেহ মহিলাদের উর্ধ্বে থাকত।” আবু বকর (র) তাঁর বর্ণিত হাদীসে অধিক রিওয়ায়াত করেছেন যে, রাবী হিশাম (র) বলেছেন (الْحَاجَةُ ‘প্রয়োজন’) অর্থাৎ পায়খানার হাজত।

৫৪৮৩- وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ وَكَانَتْ امْرَأَةً يَفْرَعُ النَّاسُ جِسْمَهَا قَالَ وَإِنَّهُ لَيَتَعَشَّى-
وَحَدَّثَنِيهِ سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ-

৫৪৮৩. আবু কুরায়ব (র)..... হিশাম (র) থেকে উল্লেখিত সনদে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন, তিনি বলেছেন, তিনি ছিলেন এমন এক মহিলা, যার দেহ লোকদের উর্ধ্বে থাকত। তিনি (আরও) বলেছেন, আর তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতের আহাৰ গ্রহণ করছিলেন।

সুওয়ায়দ ইব্ন সাঈদ (র)..... হিশাম (র) থেকে উল্লেখিত সনদে এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন।

৫৪৮৪- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَزْوَاجَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كُنَّ يَخْرُجْنَ بَلِيلَ إِذَا تَبَرَّزْنَ إِلَى الْمَنَاصِعِ وَهُوَ صَعِيدٌ أَفِيحٌ وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُولُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَحْجُبْ نِسَاءَكَ فَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَفْعَلُ فَخَرَجَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِي عِشَاءً وَكَانَتْ امْرَأَةً طَوِيلَةً فَنَادَاهَا عُمَرُ أَلَا قَدْ عَرَفْنَاكَ يَا سَوْدَةُ حِرْصًا عَلَى أَنْ يَنْزَلَ الْحِجَابُ قَالَتْ عَائِشَةُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ الْحِجَابَ-

৫৪৮৪. আবদুল মালিক ইব্ন শুআয়ব ইব্ন লায়ছ (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্ত্রীগণ প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়ার সময় রাতের বেলা 'মানাসি'-এর দিকে বেরিয়ে যেতেন। **المناسع** (মানাসি) হল প্রশস্ত ময়দান। ওদিকে উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতেন, আপনার স্ত্রীগণের প্রতি পর্দা বিধান করুন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ তা করেননি। কোন এক রাতে ইশার সময় নবী ﷺ-এর স্ত্রী সাওদা বিন্ত যাম'আ (রা) বের হলেন। তিনি ছিলেন দীর্ঘাঙ্গী মহিলা। উমর (রা) তাঁকে ডাক দিয়ে বললেন, হে সাওদা! আমরা তোমাকে চিনে ফেলেছি। পর্দার বিধান নাযিল হওয়ার প্রতি প্রবল আকাঙ্ক্ষায় (তিনি এরূপ করলেন)। আয়েশা (রা) বলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা পর্দা-বিধি নাযিল করলেন।

৫৪৮৫- حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ-

৫৪৮৫. আমর আন-নাকিদ (র)..... ইব্ন শিহাব (র) থেকে উল্লেখিত সনদে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন।

৪- بَابُ تَحْرِيمِ الْخُلُوةِ بِالْأَجْنِبِيَّةِ وَالِدُخُولِ عَلَيْهَا

৮. পরিচ্ছেদ : নির্জনে অনাথীয়া^১ স্ত্রীলোকের কাছে অবস্থান করা এবং তার কাছে প্রবেশ করা হারাম

৫৪৮৬- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ الصَّبَّاحِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ

১. যে নারীর সাথে কোন পুরুষের বিবাহ বন্ধন স্থায়ীভাবে অবৈধ নয়, ইসলামী পরিত্যায় সে নারীকে ঐ পুরুষের জন্য আজনাবিয়াহ তথা অনাথীয়া বলা হয়।

أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلَا لَا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ ثَيِّبٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا أَوْ ذَا مَحْرَمٍ-

৫৪৮৬. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া, আলী ইব্ন হুজর, ইব্ন সাব্বাহ ও যুহায়র ইব্ন হার্ব (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সাবধান! কোন পুরুষ কোন প্রাপ্ত বয়স্কা নারীর কাছে কিছুতেই রাত যাপন করবে না; তবে যদি সে তার স্বামী হয় অথবা মাহরাম হয়।

৫৪৮৭- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عَقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالِدُخُولَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمَوَ قَالَ الْحَمَوُ الْمَوْتُ-

৫৪৮৭. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও মুহাম্মদ ইব্ন রুম্হ (র)..... উকবা ইব্ন আমির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সাবধান! স্ত্রীলোকদের (আজনাবিয়াহ) কাছে তোমরা প্রবেশ করবে না। তখন আনসারীদের এক ব্যক্তি বলল, দেবর সম্বন্ধে আপনার কি অভিমত? তিনি বললেন, দেবর তো মৃত্যু তুল্য।

৫৪৮৮- حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ وَحَيُّوَةَ بْنِ شَرِيحٍ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ حَدَّثَهُمْ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ-

৫৪৮৮. আবু তাহির (র)..... ইয়াযীদ ইব্ন আবু হাবীব (র) থেকে উল্লেখিত সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৫৪৮৯- وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ وَسَمِعْتُ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ الْحَمَوُ أَخُو الزَّوْجِ وَمَا أَشْبَهَهُ مِنَ أَقَارِبِ الزَّوْجِ ابْنُ الْعَمِّ وَنَحْوُهُ-

৫৪৮৯. আবু তাহির (র)..... ইব্ন ওয়াহ্ব (র) বলেন, লায়ছ ইব্ন সাদ (র)-কে আমি বলতে শুনেছি যে, الحمو শব্দের অর্থ স্বামীর ভাই (দেবর-ভাগুর) এবং স্বামীর আত্মীয়দের মাঝে তার (স্বামীর ভাইয়ের) সমপর্যায়ের চাচাত ভাই প্রভৃতি।

৫৪৯০- وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو ح قَالَ وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ بَكْرَ بْنَ سَوَادَةَ حَدَّثَنِي أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ جُبَيْرٍ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو ابْنَ الْعَاصِ حَدَّثَهُ أَنَّ نَفْرًا مِنْ بَنِي هَاشِمٍ دَخَلُوا عَلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ الصَّدِيقُ وَهِيَ تَحْتَهُ يَوْمَئِذٍ فَرَأَاهُمْ فَكَرِهَ ذَلِكَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ لَمْ أَرَ إِلَّا خَيْرًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَرَّأَهَا مِنْ

رَسَلَكُمْ أَنْهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حَيٍّ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ
الْإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِّ وَأَنِّي خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمْ شَرًّا أَوْ قَالَ شَيْئًا *

৫৪৯২. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম ও আব্দ ইব্ন হুমায়দ (রা) (শব্দ বর্ণনায় তারা উভয়ে কাছাকাছি)..... সাফিয়া বিন্ত হুয়াই (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ই'তিকাফরত অবস্থায় ছিলেন। আমি রাতের বেলা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করতে এলাম। (কিছু সময়) তাঁর সঙ্গে কথা বললাম, তারপর ফিরে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালাম। তিনিও আমাকে এগিয়ে দেওয়ার জন্য আমার সাথে উঠে দাঁড়ালেন। (রাবী বলেন,) তখন তাঁর [সাফিয়া (রা)-এর] বাসস্থান ছিল উসামা ইব্ন যায়দ (রা)-এর বাড়িতে। তখন (সেখানে দিয়ে) আনসারী দুই ব্যক্তি যাচ্ছিল। তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে (এক মহিলার সাথে) দেখতে পেয়ে দ্রুত যেতে লাগল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: তোমরা ধীরে ধীরে চল। এ কিন্তু সাফিয়া বিন্ত হুয়াই (আমার স্ত্রী)। তারা দু'জন বলল, সুবহানাল্লাহ! ইয়া রাসূলুল্লাহ (আমরা তো কিছু মনে করিনি)! তিনি বললেন: শয়তান মানুষের শিরায় শিরায় চলাচল করে। আর আমি শংকিত হলাম যে, সে তোমাদের উভয়ের অন্তরে কোন কুধারণা কিংবা (বর্ণনা সন্দেহ) এ জাতীয় কোন কিছু সৃষ্টি করতে পারে।

৫৪৯৩- وَحَدَّثَنِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ
عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ أَنَّ صَفِيَّةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَى
النَّبِيِّ ﷺ تَزُورُهُ فِي إِعْتِكَافِهِ فِي الْمَسْجِدِ فِي الْعَشْرِ الْآخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فَتَحَدَّثَتْ عِنْدَهُ
سَاعَةً ثُمَّ قَامَتْ تَنْقَلِبُ وَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْلِبُهَا ثُمَّ ذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ مَعْمَرٍ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَقَالَ
النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَبْلُغُ مِنَ الْإِنْسَانِ مَبْلَغَ الدَّمِّ وَلَمْ يَقُلْ يَجْرِي-

৫৪৯৩. আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুর রহমান আদ-দারিমী (র)..... আলী ইব্ন হুসায়ন (র) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহধর্মিণী সাফিয়া (রা) তার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, রমযানের শেষ দশকে মসজিদে (নববীতে) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ই'তিকাফকালে তিনি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। তিনি তাঁর সঙ্গে কিছু সময় কথাবার্তা বললেন, এরপর ফিরে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। নবী ﷺ-ও তাঁকে এগিয়ে দিতে উঠে দাঁড়ালেন.....। এরপর (পূর্ববর্তী হাদীসের রাবী) মা'মার (র) বর্ণিত হাদীসের মর্মানুযায়ী হাদীস উল্লেখ করেছেন। তবে তিনি বলেছেন, নবী ﷺ বললেন: শয়তান মানুষের রক্ত প্রবাহের শিরায় শিরায় পৌঁছে যায়। ('চলে') 'প্রবাহিত হয়' বলেননি (বরং তিনি এ রিওয়ায়াত بَلَّغَ الدَّمِّ বলেছেন, তিনি يَجْرِي বলেননি।

১- بَابُ مَنْ أَتَى مَجْلِسًا فَوَجَدَ فُرْجَةً فَجَلَسَ فِيهَا وَالْأُورَاءَهُمْ-

১০. পরিচ্ছেদ : কোন মজলিসে হাযির হয়ে ফাঁকা জায়গা পেলে সেখানে বসে পড়া; অন্যথায় সবার পিছনে বসা

৫৪৯৩/১- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
أَبِي طَلْحَةَ أَنَّ أَبَا مَرْثَةَ مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي وَقْدٍ اللَّيْثِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ وَالنَّاسُ مَعَهُ إِذْ أَقْبَلَ نَفَرٌ ثَلَاثَةٌ فَأَقْبَلَ اثْنَانِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَذَهَبَ وَاحِدٌ قَالَ فَوَقَفَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَرَأَى فُرْجَةً فِي الْحَلَقَةِ فَجَلَسَ فِيهَا وَأَمَّا الْآخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ وَأَمَّا الثَّالِثُ فَادْبَرَ ذَاهِبًا فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ عَنِ النَّفَرِ الثَّلَاثَةِ أَمَّا أَحَدُهُمْ فَأَوَى إِلَى اللَّهِ فَأَوَاهُ اللَّهُ وَأَمَّا الْآخَرُ فَاسْتَحْيَا فَاسْتَحْيَا اللَّهُ مِنْهُ وَأَمَّا الْآخَرُ فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ -

৫৪৯৩/১. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)..... আবু ওয়াকিদ লায়ছী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদে আমাদের মধ্যে বসা ছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে লোক সাহাবিগণের এক জামাআত ছিল। এ সময় তিনজন লোক আসতে লাগলো। এদের দু'জন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দিকে এগিয়ে এল, আর একজন চলে গেল। রাবী বলেন, তারা দু'জন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে থেমে গেল। তারপর তাদের একজন সমাবেশের মাঝে একটু ফাঁকা জায়গা দেখতে পেয়ে সেখানে বসে গেল। দ্বিতীয়জন তাদের (মজলিসের) পিছনে বসল আর তৃতীয় ব্যক্তি পেছনে ফিরে যেতে লাগল। রাসূলুল্লাহ ﷺ (মজলিস থেকে) ফারেগ হলে বললেন, শোন! তিনজনের ক্ষুদে দলটি সম্পর্কে কি আমি তোমাদের খবর দিব না? তাদের একজন তো আল্লাহর নিকটে আশ্রয় নিল, আল্লাহ তা'আলাও তাকে আশ্রয় দিলেন। আর একজন লজ্জা-সংকোচ করল, আল্লাহ তার লজ্জা-(এর মর্যাদা) রক্ষা করলেন। আর তৃতীয়জন এড়িয়ে গেল, আল্লাহ তা'আলাও তাকে এড়িয়ে গেলেন।

৫৪৯৪- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْبٌ وَهُوَ ابْنُ شَدَّادٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ أَخْبَرَنَا حَبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبَانُ قَالَ جَمِيعًا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ حَدَّثَهُ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ فِي الْمَعْنَى -

৫৪৯৪. আহমাদ ইবন মুনযির ও ইসহাক ইবন মানসূর (র)..... ইয়াহইয়া ইবন আবু কাসীর (র) থেকে বর্ণিত যে, ইসহাক ইবন আবদুল্লাহ ইবন আবু তাল্হা (র) এ সনদে তার কাছে অনুরূপ অর্থের হাদীস বর্ণনা করেছেন।

১১- بَابُ تَحْرِيمِ إِقَامَةِ الْإِنْسَانِ مِنْ مَوْضِعِهِ الْمُبَاحِ الَّذِي سَبَقَ إِلَيْهِ -

১১. পরিচ্ছেদ : আগে এসে বসা কারো বৈধ অবস্থান থেকে কোন মানুষকে উঠিয়ে দেওয়া হারাম

৫৪৯৫- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ بْنُ الْمُهَاجِرِ قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمْ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ -

৫৪৯৫. কুতায়বা ইবন সাঈদ, মুহাম্মদ ইবন রুম্হ ইবন মুহাজির (র)..... ইবন উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন : তোমাদের কেউ কখনো কোন মানুষকে তার বসার স্থান থেকে উঠিয়ে দিয়ে সেখানে বসবে না।

৫৪৯৬- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي ح قَالَ وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِي الثَّقَفِي كُلُّهُمْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ وَأَبْنُ نُمَيْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَقْعَدِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا -

৫৪৯৬. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া, ইবন নুমায়র, যুহায়র ইবন হার্ব, ইবন মুসান্না ও আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)..... ইবন উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন : কোন মানুষ কোন মানুষকে তার বসার স্থান থেকে উঠিয়ে দিয়ে সেখানে বসবে না। বরং তোমরা (বলবে) প্রশস্ত করে দাও, জায়গা সীমা করে দাও।

৫৪৯৭- وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ كِلَاهُمَا عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ قَالَ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّيْثِ وَلَمْ يَذْكُرُوا فِي الْحَدِيثِ وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا وَزَادَ فِي حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ قُلْتُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ قَالَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا -

৫৪৯৭. আবু রাবী, আবু কামিল, ইয়াহইয়া ইবন হাবীব ও মুহাম্মদ ইবন রাফি (র)..... ইবন উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে (পূর্বোক্ত হাদীসের রাবী) লায়ছ (র) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এদের বর্ণিত হাদীসে এরা ‘বরং তোমরা প্রশস্ত করে দাও, জায়গা সীমা করে দাও,’ (কথাটি) উল্লেখ করেননি। আর (তৃতীয় সনদের) রাবী ইবন জুরায়জ বর্ণনা করেছেন যে, আমি নাকিকে ‘জিজ্ঞাসা করলাম-(এ বিধান) কি জুমুআর দিনের জন্য? তিনি বললেন, জুমুআ ও অন্যান্য (সব) দিনের জন্য।

৫৪৯৮- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ ثُمَّ يَجْلِسُ فِي مَجْلِسِهِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا قَامَ لَهُ رَجُلٌ عَنْ مَجْلِسِهِ لَمْ يَجْلِسْ فِيهِ -

৫৪৯৮. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)..... ইবন উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন : তোমাদের কেউ তার ভাইকে তার বসার স্থান থেকে উঠিয়ে দিয়ে সেখানে বসবে না। আর ইবন উমর (রা)-এর অভ্যাস ছিল যে, কোন ব্যক্তি তাঁর জন্য নিজের বসার জায়গা থেকে উঠে গেলে তিনি সেখানে বসতেন না।

৫৪৯৭- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ-
৫৪৯৯ আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র)..... মা'মার (র) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

৫৫০০- وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ وَهُوَ ابْنُ عُبَيْدِ
اللَّهِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ لِيُخَالِفَ
إِلَى مَقْعَدِهِ فَيَقْعُدَ فِيهِ وَلَكِنْ يَقُولُ افْسَحُوا -

৫৫০০. সালামা ইব্ন শাবীব (র)..... জাবির (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন :
তোমাদের কেউ জুমুআর দিনে (মসজিদের কাতার থেকে) তার ভাইকে উঠিয়ে দিয়ে তার বসার স্থানে বসবে না
বরং সে বলবে, 'জায়গা করে দিন।'

১২- بَابُ إِذَا قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ عَادَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ -

১২. পরিচ্ছেদ : কেউ আসন ছেড়ে উঠে গিয়ে পুনরায় ফিরে আসলে সে তাতে অগ্রাধিকারী হবে

৫৫০১- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ وَقَالَ قُتَيْبَةُ أَيْضًا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ
يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ كِلَاهُمَا عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا قَامَ
أَحَدُكُمْ وَفِي حَدِيثِ أَبِي عَوَانَةَ مَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ-

৫৫০১. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)..... আবু হুরায়রা (রা)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি
বলেছেন : 'তোমাদের কেউ' যখন (তার আসন থেকে) (সাময়িকভাবে) উঠে যায়..... [এ বর্ণনা কুতায়বা
(র)-এর উদ্ধৃতন রাবী] আবদুল আযীয (র)-এর এবং (অপর উদ্ধৃতন রাবী) আবু আওয়ানা (র) বর্ণিত হাদীসে
রয়েছে, যে ব্যক্তি তার আসন ছেড়ে উঠে যায়, তারপর সেখানে ফিরে আসে, তা হলে সে সেই স্থানের অধিক
হকদার।

১৩- بَابُ مَنَعَ الْمُخَنَّثُ مِنَ الدُّخُولِ عَلَى النِّسَاءِ الْأَجَانِبِ -

১৩. পরিচ্ছেদ : 'অনাখ্যায়' নারীদের কাছে হিজড়াকে প্রবেশে বাধাদান

৫৫০২- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ كُلُّهُمَا عَنْ هِشَامِ
قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ أَيْضًا وَاللَّفْظُ هَذَا قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ مُخَنَّثًا كَانَ عِنْدَهَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْبَيْتِ فَقَالَ لِأَخِي
أُمِّ سَلَمَةَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ إِنَّ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الطَّائِفَ غَدًا فَإِنِّي أَدُلُّكَ عَلَى بِنْتِ غَيْلَانَ
فَإِنَّهَا تَقْبِلُ بِأَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ قَالَ فَسَمِعَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَا يَدْخُلُ هَؤُلَاءِ عَلَيْكُمْ-

৫৫০২ আবু বকর ইবন আবু শায়বা, আবু কুরায়ব, ইসহাক ইবন ইবরাহীম ও অপর সনদে আবু কুরায়ব (র)..... উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক হিজড়া তার কাছে (বসা) ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে ছিলেন। সে উম্মু সালামা (রা)-র ভাইকে বলতে লাগল, হে আবদুল্লাহ ইবন আবু উমাইয়া! আল্লাহ তা'আলা যদি আগামী দিনে আপনাদেরকে 'তাইফ'-এর উপর বিজয় দান করেন, তাহলে আপনাকে আমি 'গায়লান-কুমারীকে' দেখাবো, সে 'চার'টি নিয়ে সামনে আসে আর 'আট'টি নিয়ে পিছনে ফিরে।^১ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এ ধরনের কথা বলতে শুনে বললেন, এরা যেন তোমাদের কাছে (আর) প্রবেশ না করে।

৫৫.৩- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ مُحَنَّتٌ فَكَانُوا يَعْدُونَهُ مِنْ غَيْرِ أُولَى الْأَرْبَةِ قَالَ فَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمًا وَهُوَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ وَهُوَ يَنْعَتُ امْرَأَةً قَالَ إِذَا أَقْبَلْتُ أَقْبَلْتُ بِأَرْبَعٍ وَإِذَا أَدْبَرْتُ أَدْبَرْتُ بِثَمَانٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَلَا أَرَى هَذَا يَعْرِفُ مَا هُنَا لَا يَدْخُلُنَّ عَلَيْكَ قَالَتْ فَحَجَبُوهُ -

৫৫০৩. আবুদ ইবন হুমায়দ (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক হিজড়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রীগণের কাছে প্রবেশ করত। লোকেরা তাকে যৌন কামনা রহিত (অনভিজ্ঞ)-দের অন্তর্ভুক্ত মনে করত। রাবী বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি ঘরে প্রবেশ করলেন, তখন সে (হিজড়া) তাঁর কোন স্ত্রীর কাছে ছিল আর সে এক নারীর (দেহ সৌষ্ঠবের) বিবরণ দিয়ে বলছিল, 'যখন সামনে এগিয়ে আসে তখন চার (ভাঁজ) নিয়ে এগিয়ে আসে এবং যখন ফিরে, তখন আটটি নিয়ে ফিরে যায়। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : এ তো দেখছি এখানকার (নারী রহস্যের) বিষয়াদি বুঝে শুনে। সে যেন তোমাদের কাছে কখনো প্রবেশ না করে। তিনি [আয়েশা (রা)] বলেন, এরপর তাঁরা তার থেকে পর্দা করতেন।

১৪- بَابُ جَوَازِ ارْدَافِ الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ إِذَا أُعْيِتَ فِي الطَّرِيقِ -

১৪. পরিচ্ছেদ : 'আজ্ঞাবী' নারী পথ-শান্ত হলে তাকে আরোহণে সঙ্গী করার বৈধতা

৫৫.৪- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ تَزَوَّجَنِي الزُّبَيْرُ وَمَا لَهُ فِي الْأَرْضِ مِنْ مَالٍ وَلَا مَمْلُوكٍ وَلَا شَيْءٍ غَيْرَ فَرَسِهِ قَالَتْ فَكُنْتُ أَعْلِفُ فَرَسَهُ وَأَكْفِيهِ مَوْنَتَهُ وَأَسْوُسُهُ وَأَدُقُّ النَّوَى لِنَاضِحِهِ وَأَعْلِفُهُ وَأَسْتَقِي الْمَاءَ وَآخِرُ غَرْبِهِ وَأَعْجِنُ وَلَمْ أَكُنْ أَحْسِنُ أَخْبِرُ وَكَانَ يَخْبِرُ لِي جَارَاتُ مِنَ الْأَنْصَارِ وَكُنْ نِسْوَةَ صِدْقٍ قَالَتْ وَكُنْتُ أَنْقُلُ النَّوَى مِنْ أَرْضِ الزُّبَيْرِ الَّتِي أَقْطَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى رَأْسِي وَهِيَ عَلَى ثَلَاثِي فَرَسَخٍ قَالَتْ فَجِئْتُ يَوْمًا وَالنَّوَى عَلَى رَأْسِي فَلَقِيتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَدَعَانِي ثُمَّ قَالَ إِيَّاهُ لِيَحْمِلَنِي خَلْفَهُ قَالَتْ فَاسْتَحْيَيْتُ وَعَرَفْتُ غَيْرَتَكَ فَقَالَ وَاللَّهِ

১. অর্থাৎ চলার সময় তার দেহে সামনে থেকে চারটি ভাঁজ আর পেছন থেকে আটটি ভাঁজ পরিলক্ষিত হয়।

لَحْمُكَ النَّوَى عَلَى رَأْسِكَ أَشَدُّ مِنْ رُكُوبِكَ مَعَهُ قَالَتْ حَتَّى أَرْسَلَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ بَعْدَ ذَلِكَ بِخَادِمٍ
فَكَفَّتَنِي سِيَاسَةَ الْفَرَسِ فَكَأَنَّمَا أَعْتَقْتَنِي -

৫৫০৪ মুহাম্মদ ইবনুল আলা আবু কুরায়ব (র)..... আসমা বিন্ত আবু বকর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যুবায়র (রা) আমাকে বিয়ে করলেন তখন তার ঘোড়াটি ছাড়া কোন সম্পদ, কোন গোলাম এবং অন্য কিছু পৃথিবীতে তার ছিল না। তিনি বলেন, আমি তার ঘোড়াটাকে ঘাস দিতাম, তার সাংসারিক কাজকর্মও আঞ্জাম দিতাম। আমি তার পরিচর্যা করতাম, তার পানিবাহী উটের জন্য খেজুর বীচি কুটতাম, তাকে ঘাস দিতাম, পানি নিয়ে আসতাম, তার ডোল ইত্যাদি মেরামত করতাম এবং (রুটির) আটা মাখতাম। কিন্তু আমি ভাল রুটি বানাতে পারতাম না। তাই আমার কয়েকজন আনসারী পড়শিনী আমাকে রুটি বানিয়ে দিত। তারা ছিল নিঃস্বার্থ নারী। আমি যুবায়র-এর জমি থেকে, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জায়গীররূপে দিয়েছিলেন, খেজুর বীচি (কুড়িয়ে) আমার মাথায় করে বয়ে আনতাম। সে (জমি) ছিল এক ক্রোশের দুই-তৃতীয়াংশ (প্রায় পৌনে দু'মাইল) দূরে। তিনি বলেন, আমি একদিন আসছিলাম আর বীচি (-র বোঝা) আমার মাথায় ছিল। (পথে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাক্ষাত পেলাম, তখন তাঁর সঙ্গে তাঁর সাহাবিগণের একটি ছোট জামাআত ছিল। তিনি আমাকে ডাকলেন এবং (তাঁর বাহন উটটিকে বসাবার জন্য) ইখ ইখ (শব্দ) করলেন যাতে আমাকে তাঁর পেছনে তুলে নিতে পারেন। তিনি [আসমা (রা)] বলেন, আমি লজ্জাবোধ করলাম আর আমি ছিলাম তোমার [যুবায়র (রা)]-এর আত্মমর্যদাবোধ সম্পর্কে অবগত। তিনি [যুবায়র (রা)] বললেন, আল্লাহর কসম! তোমার মাথায় করে বীচি বয়ে আনাটা (আমার কাছে) তাঁর সঙ্গে তোমার আরোহণের চাইতে অধিক কঠিন (ও কষ্টকর)। তিনি বলেন, এরপরে (পিতা) আবু বকর (রা) আমার কাছে একটি খাদিমা পাঠিয়ে দিলেন। ঘোড়াটি দেখাশুনার কাজে সে আমার পক্ষে যথেষ্ট হয়ে গেল। সে যেন আমাকে (এ দাসত্ব থেকে) আযাদ করেছিল।

৫৫০৫ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْغُبَرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ أَسْمَاءَ قَالَتْ كُنْتُ أَخْدُمُ الزُّبَيْرَ خِدْمَةَ الْبَيْتِ وَكَانَ لَهُ فَرَسٌ وَكُنْتُ أَسْوُسُهُ فَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْخِدْمَةِ شَيْءٌ أَشَدَّ عَلَىَّ مِنْ سِيَاسَةِ الْفَرَسِ كُنْتُ أَحْتَشُّ لَهُ وَأَقُومُ عَلَيْهِ وَأَسْوُسُهُ قَالَ ثُمَّ إِنَّهَا أَصَابَتْ خَادِمًا جَاءَ النَّبِيَّ ﷺ سَبَى فَأَعْطَاهَا خَادِمًا قَالَتْ كَفَّتَنِي سِيَاسَةُ الْفَرَسِ فَأَلْقَتْ عَنِّي مَوْنَتَهُ فَجَاءَ نِيَّ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أُمَّ عَبْدِ اللَّهِ إِنِّي رَجُلٌ فَقِيرٌ أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَ فِي ظِلِّ دَارِكَ قَالَتْ إِنِّي أَنْ رَخَّصْتُ لَكَ أَبِي ذَلِكَ الزُّبَيْرُ فَتَعَالَ فَاطْلُبْ إِلَيَّ وَالزُّبَيْرُ شَاهِدٌ فَجَاءَ فَقَالَ يَا أُمَّ عَبْدِ اللَّهِ إِنِّي رَجُلٌ فَقِيرٌ أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَ فِي ظِلِّ دَارِكَ فَقَالَتْ مَالِكَ بِالْمَدِينَةِ إِلَّا دَارِي فَقَالَ لَهَا الزُّبَيْرُ مَالِكَ أَنْ تَمْنَعِي رَجُلًا فَقِيرًا يَبِيعُ فَكَانَ يَبِيعُ إِلَى أَنْ كَسَبَ فَبِيعْتُهُ الْجَارِيَةَ فَدَخَلَ عَلَى الزُّبَيْرِ وَثَمْنُهَا فِي حَجْرِي فَقَالَ هَبِيهَا لِي قَالَتْ إِنِّي قَدْ تَصَدَّقْتُ بِهَا -

৫৫০৫. মুহাম্মদ ইবন উবায়দ আল-গুবারী (র)..... ইবন আবু মুলায়কা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, আসমা' (রা) বলেছেন, আমি সাংসারিক কাজে যুবায়র (রা)-এর সহায়তা করতাম। তার একটি ঘোড়া ছিল। আমি (-ই)

তার পরিচর্যা করতাম। ঘোড়াটির পরিচর্যা করার চাইতে অন্য কোন কাজ আমার কাছে অধিক কঠিন ছিল না। আমি তার জন্য ঘাস সংগ্রহ করতাম, তার দেখাশুনা ও সেবা-পরিচর্যা করতে থাকতাম। রাবী বলেন, এরপর তিনি একটি খাদিমা পেলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে কিছু যুদ্ধবন্দী এলে তিনি তাকে একটি খাদিমা দিলেন। তিনি [আসমা (রা)] বলেন, সে (খাদিমা) ঘোড়ার পরিচর্যায় আমার পক্ষে যথেষ্ট হল এবং আমি দায়িত্বমুক্ত হলাম। সে সময় এক ব্যক্তি আমার কাছে এসে বলল, হে আবদুল্লাহর মা! আমি একজন অভাবগ্রস্ত লোক, আপনার বাড়ির ছায়ায় বসে বেচাকেনা করার ইচ্ছা করেছি। তিনি বললেন, আমি তোমাকে অনুমতি দিয়ে ফেললে যুবায়র (রা) (হয়ত) তা প্রত্যাখ্যান করবেন। তাই এক কাজ কর, যুবায়র (রা) উপস্থিত থাকা অবস্থায় তুমি এসে আমার কাছে আবেদন করবে। যথাসময় এসে সে বলল, হে আবদুল্লাহর মা! আমি একজন অভাবগ্রস্ত লোক, আপনার বাড়ির ছায়ায় বসে বেচাকেনা করার ইরাদা করেছি। তিনি বললেন, আমার বাড়ি ছাড়া তোমার জন্য মদীনায় আর কোন জায়গা নেই (কি)? তখন যুবায়র (রা) তাকে বললেন, একটা অভাবী লোককে বেচাকেনা করতে দিতে তুমি বাধ সাধছ কেন? এরপর সে (সেখানে) বেচাকেনা করে (বেশকিছু) উপার্জন করল। আমি খাদিমাটি তার কাছে বেচে দিলাম। এ সময় যুবায়র (রা) আমার কাছে প্রবেশ করল, তখনও তার (বিক্রয়লব্ধ) মূল্য আমার কোলের উপর ছিল। সে বলল, ওগুলো আমাকে হেবা করে দাও। তিনি বলেন, (আমি বললাম), আমি ওগুলো সাদকা করে দিয়েছি।

১৫- بَابُ تَحْرِيمِ مُنَاجَاةِ الْإِثْنَيْنِ دُونَ الثَّلَاثِ بِغَيْرِ رِضَاهُ-

১৫. পরিচ্ছেদ : তৃতীয় ব্যক্তির সম্মতি ব্যতিরেকে তাকে বাদ দিয়ে দু'জনের চুপি চুপি কথা বলা হারাম

৫৫.৬- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ -

৫৫০৬. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া (র)..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন তিনজন থাকবে, তখন একজনকে বাদ দিয়ে দু'জনে কানে কানে কথা বলবে না।

৫৫.৭- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ وَأَبْنُ نُمَيْرٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعَبِيدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ كُلُّهُمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَأَبْنُ رُمَحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَيُّوبَ بْنَ مُوسَى كُلُّهُمَا عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ -

৫৫০৭. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা, ইব্ন নুমায়র, মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না, উবায়দুল্লাহ ইব্ন সাঈদ, কুতায়বা, ইব্ন রুমহ, আবু রবী, আবু কামিল, ইব্ন মুসান্না (র)..... ইব্ন উমর (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে মালিক (র) বর্ণিত হাদীসের মর্যাদাযায়ী বর্ণিত হয়েছে।

৫৫০৮- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ عَنْ مَنْصُورٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِيُحْيَى قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الْآخِرِ حَتَّى تَخْتَلِطُوا بِهِ النَّاسُ مِنْ أَجْلِ أَنْ يُحْزَنَهُ-

৫৫০৮. আবু বকর ইবন আবু শায়বা, হান্নাদ ইবন সারী, যুহায়র ইবন হার্ব, উসমান ইবন আবু শায়বা ও ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র)..... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন তোমরা তিনজন হবে, তখন দু'জন আর একজনকে বাদ দিয়ে চুপিচুপি কথা বলবে না, যতক্ষণ না অন্য লোকদের সাথে মিশে যাও। এ কারণে যে, তাহলে তাকে দুশ্চিন্তায় ফেলে দিবে।

৫৫০৯- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لِيُحْيَى قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبَيْهِمَا فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزَنُهُ -

৫৫০৯. ইয়াহুইয়া ইবন ইয়াহুইয়া, আবু বাকর ইবন আবু শায়বা, ইবন নুমায়র ও আবু কুরায়ব (র)..... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যখন তোমরা তিনজন হবে, তখন দু'জন তাদের সাথে বাদ দিয়ে কানাঘুসা করবে না, (কারণ) তা তাকে দুশ্চিন্তায় ফেলবে।

৫৫১০- وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ -

৫৫১০. ইসহাক ইবন ইবরাহীম ও ইবন আবু উমর (র)..... আল্ আ'মাশ (র) সূত্রে উল্লেখিত সনদে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

১৬- بَابُ الطَّبِّ وَالْمَرَضِ وَالرَّقِيِّ

১৬. পরিচ্ছেদ : চিকিৎসা, ব্যাধি ও ঝাড়-ফুক

৫৫১১- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الدَّرَّاورِدِيُّ عَنْ يَزِيدَ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ إِذَا اشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَقَاهُ جِبْرِئِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ بِاسْمِ اللَّهِ يُبْرِيكَ وَمِنْ كُلِّ دَاءٍ يَشْفِيكَ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ وَشَرِّ كُلِّ ذِي عَيْنٍ -

৫৫১১. ইবন আবু উমর মাক্কী (র)..... রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্ত্রী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ অসুস্থ হয়ে পড়লে জিব্রাইল (আ) এ দু'আ পড়ে তাঁকে ফুঁকে দিলেন :
(অর্থঃ) بِاسْمِ اللَّهِ يُبْرِيكُ وَمِنْ كُلِّ دَاءٍ يَشْفِيكَ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ وَشَرِّ كُلِّ ذِي عَيْنٍ -
আল্লাহর নামে, তিনি আপনাকে (রোগ) মুক্ত (সুস্থ) করুন এবং সব রোগ হতে আপনাকে নিরাময় করুন, আর হিংসুকের অনিষ্ট হতে-যখন সে হিংসা করে, আর সব বদ নজরওয়ালার অনিষ্ট হতে।

৫৫১২- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ الصَّوَّافُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ جِبْرَائِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اسْتَكَيْتَ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ بِاسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنٍ حَاسِدٍ اللَّهُ يَشْفِيكَ بِاسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ -

৫৫১২. বিশ্বর ইবন হিলাল সাওওয়াফ (র)..... আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, জিব্রীল (আ) নবী ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, ইয়া মুহাম্মদ! আপনি কি অসুস্থতাবোধ করছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তিনি (জিব্রীল) বললেন : بِاسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنٍ حَاسِدٍ اللَّهُ - আল্লাহর নামে আপনাকে ঝাড়-ফুক করছি- সে সব জিনিস থেকে, যা আপনাকে কষ্ট দেয়, সব প্রাণের অনিষ্ট কিংবা হিংসুকের বদ নজর থেকে, আল্লাহ আপনাকে শিফা দিন; আল্লাহর নামে আপনাকে ঝাড়-ফুক করছি।

৫৫১৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْعَيْنُ حَقٌّ -

৫৫১৩. মুহাম্মদ ইবন রাফি' (রা)..... হাম্মাম ইবন মুনাবিহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এ হল সে সব (হাদীস), যা আবু হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে আমাদের কাছে রিওয়ায়াত করেছেন। একথা বলে তিনি কয়েকখানি হাদীস উল্লেখ করেন। সে সবার একটি হল 'রাসূলুল্লাহ ﷺ আরও বলেছেন : 'বদ নজর (এর প্রতিক্রিয়া) বাস্তব।'

৫৫১৪- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ وَأَحْمَدُ بْنُ خِرَاشٍ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْاُخْرَانِ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْعَيْنُ حَقٌّ وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابِقَ الْقَدَرِ سَبَقَتْهُ الْعَيْنُ وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا -

৫৫১৪. আবদুল্লাহ ইবন আবদুর রাহমান দারমী, হাজ্জাজ ইবন শাহীর ও আহমদ ইবন খিরাশ (র)..... ইবন আব্বাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : 'বদ নজর (এর প্রতিক্রিয়া) বাস্তব। 'তাকদীরকে

অতিক্রমকারী কোন কিছু যদি থাকত, তাহলে ‘বদ নজর’ অবশ্যই তাকে অতিক্রম করতে পারত। আর তোমাদের (বদ নজরওয়ালা ব্যক্তিদের)-কে অংগ-প্রত্যংগ ধোয়া পানি দিতে বলা হলে তোমরা ধুয়ে পানি দিবে।^১

১৭- بَابُ السَّحْرِ

১৭. পরিচ্ছেদ : যাদু-টোনা

৫৫১৫- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَهُودِيٌّ مِنْ يَهُودِ بَنِي زُرَيْقٍ يُقَالُ لَهُ لَبِيدُ بْنُ الْأَعْصَمِ قَالَتْ حَتَّى كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُخِيلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَفْعَلُ الشَّيْءَ وَمَا يَفْعَلُهُ حَتَّى إِذَا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ أَوْذَاتَ لَيْلَةٍ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ دَعَا ثُمَّ قَالَ يَا عَائِشَةُ أَشْعَرْتُ أَنَّ اللَّهَ أَفْتَانِي فِيمَا اسْتَفْتَيْتُهُ فِيهِ جَاءَنِي رَجُلَانِ فَقَعَدَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِي وَالْآخَرُ عِنْدَ رِجْلِي فَقَالَ الَّذِي عِنْدَ رَأْسِي لِلَّذِي عِنْدَ رِجْلِي أَوِ الَّذِي عِنْدَ رِجْلِي لِلَّذِي عِنْدَ رَأْسِي مَا وَجَعَ الرَّجُلُ قَالَ مَطْبُوبٌ قَالَ مَنْ طَبَّهُ قَالَ لَبِيدُ بْنُ الْأَعْصَمِ قَالَ فِي أَيِّ شَيْءٍ قَالَ فِي مُشْطٍ وَمُشَاطَةٍ قَالَ وَجِبُّ طَلْعَةٍ ذَكَرَ قَالَ فَايْنَهُ قَالَ فِي بَيْتِي أَرُوَانِ قَالَتْ فَاتَاهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي أَنْاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ثُمَّ قَالَ يَا عَائِشَةُ وَاللَّهِ لَكَ أَنَّ مَاءَهَا نُقَاعَةُ الْحِنَاءِ وَلَكِنَّ نَخْلَهَا رُؤْسُ الشَّيَاطِينِ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا أَحْرَقْتَهُ قَالَ لَا أَمَّا أَنَا فَقَدْ عَافَانِي اللَّهُ وَكَرِهْتُ أَنْ أُثِيرَ عَلَى النَّاسِ شَرًّا فَأَمَرْتُ بِهَا فَدُفِنَتْ -

৫৫১৫. আবু কুরায়ব (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লাবীদ ইব্ন আ‘সাম নামে বনু যুরায়ক গোত্রের এক ইয়াহুদী রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে যাদু করল। তিনি বলেন, এ যাদুর ক্রিয়ায় এমনও হতো যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেয়াল হতো যে কোন (পার্শ্ব) বিষয় তিনি করছেন, অথচ (বাস্তবে) তিনি তা করছেন না। অবশেষে একদিনে অথবা এক রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ দু‘আ করলেন; পুনরায় দু‘আ করলেন এবং পুনরায় দু‘আ করলেন। এরপর বললেন : হে আয়েশা, তুমি কি বুঝতে পেরেছো যে, আল্লাহ আমাকে সে বিষয়ে সমাধান দিয়েছেন, যে বিষয়ে আমি তাঁর কাছে সমাধান চেয়েছিলাম? (তা এভাবে যে,) দু‘ব্যক্তি (দু‘জন ফেরেশতা) আমার কাছে এল। তাদের একজন আমার মাথার কাছে এবং অন্য জন আমার দু‘পায়ের কাছে বসল। তারপর আমার মাথার কাছের ব্যক্তি আমার পায়ের কাছের ব্যক্তিকে কিংবা আমার পায়ের কাছের লোকটি আমার মাথার কাছের লোকটিকে বলল, লোকটির রোগ কি? অপরজন বলল, ‘যাদুগ্রস্ত’। (প্রথমজন) বলল, কে তাকে যাদু করেছে? (দ্বিতীয়জন) বলল, লাবীদ ইব্ন আ‘সাম। (প্রথমজন) বলল, কোন্ জিনিসে? (দ্বিতীয়জন) বলল (ভাঙ্গা) চিরুণি, (আঁচড়ানো-কালে চিরুণির সাথে) উঠা চুল, (আরও) বলল, নর খেজুরের ফুলের আবরণীতে। (প্রথমজন) বলল, তা কোথায়? (দ্বিতীয়জন) বলল- ‘যী-আরওয়ান’ কূপে। তিনি [আয়েশা (রা)] বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাহাবীগণের কয়েকজনকে সাথে নিয়ে সেখানে গেলেন। এরপর (ফিরে এসে) বললেন, হে আয়েশা, আল্লাহর কসম! তার (কূপের) পানি যেন ‘মেহেদী ভিজানো’ পানি। আর সেখানকার খেজুর গাছগুলো যেন শয়তানের মাথা। তিনি

১. বদ নযর-এর চিকিৎসারূপে বিশেষ পদ্ধতিতে বদ নযরওয়ালা ব্যক্তির বিভিন্ন অঙ্গ ধোয়া পানি দিয়ে রোগীকে বিশেষ কায়দায় গোসল করানো হয়। এটা পরীক্ষিত ও সুন্নাহ স্বীকৃত চিকিৎসা পদ্ধতি। এ হাদীসে সে গোসলের কথাই বলা হয়েছে।

বলেন, তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তা হলে আপনি তা (জনসমক্ষে) পুড়িয়ে ফেললেন না কেন? তিনি বললেন, না, (আমি তা সমীচীন মনে করিনি)। কারণ, আমাকে তো আল্লাহ আরোগ্য করেছেন, আর মানুষকে কোন অকল্যাণে উত্তেজিত করা আমি অপসন্দ করেছি। আমি সে বিষয়ে হুকুম দিলে তা দাফন করে দেয়া হয়েছে।

৫৫১৬- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَسَاقَ أَبُو كُرَيْبٍ الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ وَقَالَ فِيهِ فَذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْبَيْتِ فَنَظَرَ إِلَيْهَا وَعَلَيْهَا نَخْلٌ وَقَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَخْرَجَهُ وَلَمْ يَقُلْ أَفْلاَ أَحْرَقْتَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فَأَمَرْتُ بِهَا فَدُفِنَتْ -

৫৫১৬. আবু কুরায়ব (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে যাদু করা হল... আবু কুরায়ব (র) এ হাদীসটি পূর্ণ বিবরণসহ (পূর্বোক্ত) ইবন নুমায়র (র) বর্ণিত হাদীসের মর্মানুযায়ী রিওয়ায়াত করেছেন। তাতে তিনি এও বলেছেন, পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ কুয়ার কাছে গেলেন এবং সেটির (চার) দিকে নযর করলেন। সেখানে কূপের পাড়ে খেজুর গাছ ছিল। তিনি [আয়েশা (রা)] আরও বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তা হলে আপনি তা (জনসমক্ষে) বের করে ফেলেন। তিনি [আবু কুরায়ব (র)] 'তা হলে আপনি তা পুড়ে ফেললেন না কেন? অংশটি রিওয়ায়াত করেননি এবং আমি হুকুম দিলে তা দাফন করে দেয়া হল', (কথাটিও) উল্লেখ করেন নি।

১৮- بَابُ السَّمِّ

১৮. অনুচ্ছেদ : বিষ

৫৫১৭- حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ امْرَأَةً يَهُودِيَّةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِشَاةٍ مَسْمُومَةٍ فَأَكَلَ مِنْهَا فَجِئَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ أَرَدْتُ لَأَقْتُلَكَ قَالَ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُسَلِّطَكَ عَلَى ذَاكَ قَالَ أَوْ قَالَ... عَلَى قَالَ قَالُوا أَلَا نَقْتُلُهَا قَالَ لَا قَالَ فَمَا زِلْتُ أَعْرِفُهَا فِي لَهَوَاتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

৫৫১৭. ইয়াহুইয়া ইবন হাবীব হারিছী (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, এক ইয়াহুদীনী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে বিষ মেশানো বকরীর গোশত পরিবেশন করল। তিনি তা থেকে (কিছু) খেলেন (বা খেতে উদ্যত হলেন) পরে তাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে নিয়ে আসা হল। তিনি তাকে এ বিষয় জিজ্ঞাসা করলে সে বলল, আমি আপনাকে মেরে ফেলার ইচ্ছা করেছিলাম। তিনি বললেন : আল্লাহ এ ব্যাপারে তোমাকে কিংবা তিনি বললেন : আমার উপরে ক্ষমতা দিবেন এমন নয়। তারা (সাহাবিগণ) বললেন, আমরা কি তাকে 'কতল' করে ফেলব? তিনি বললেন, না। রাবী বলেন, এরপর থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আলজিভ ও তালুতে তা (তার বিষ ক্রিয়া) আমি প্রত্যক্ষ করতাম।

৫৫১৮- وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ أَنَّ يَهُودِيَّةً جَعَلَتْ سَمًّا فِي لَحْمٍ ثُمَّ أَتَتْ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِنَحْوِ حَدِيثِ خَالِدٍ -

৫৫১৮. হারুন ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র)..... হিশাম ইব্ন যায়দ (র) বলেন, আমি আনাস ইব্ন মালিক (রা)-কে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি যে, এক ইয়াহুদীনী গোশতে বিষ মিশিয়ে তা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে নিয়ে এল... (পূর্বোক্ত রিওয়াযাতের) রাবী খালিদ (র) বর্ণিত হাদীসের মর্মানুযায়ী হাদীস রিওয়াযাত করেছেন।

১৯- بَابُ اسْتِحْبَابِ رُقِيَةِ الْمَرِيضِ

১৯. পরিচ্ছেদ : রোগীকে ঝাড়-ফুক করা মুস্তাহাব

৫৫১৯- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ قَالَ اسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ زُهَيْرٌ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اشْتَكَى مِنَّا إِنْسَانٌ مَسَحَهُ بِيَمِينِهِ ثُمَّ قَالَ أَذْهَبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاءُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا فَلَمَّا مَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَثَقُلَ أَخَذَتْ بِيَدِهِ لِأَصْنَعُ بِهِ نَحْوَمَا كَانَ يَصْنَعُ فَاَنْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ يَدِي ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَاجْعَلْنِي مَعَ الرَّفِيقِ الْأَعْلَى قَالَتْ فَذَهَبَتْ أَنْظَرُ فَإِذَا هُوَ قَدْ قَضَى -

৫৫১৯. যুহায়র ইব্ন হার্ব ও ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের কোন লোক অসুস্থ হলে পড়লে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর ডান হাত মুবারক দিয়ে তাকে মুছে দিতেন, এরপর বলতেন : أَذْهَبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاءُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا : অর্থাৎ সঙ্কট দূর করে দিন, হে মানুষের প্রতিপালক! আর শিফা ও নিরাময় করুন, আপনিই নিরাময়কারী। আপনার শিফা ও নিরাময় ব্যতীত আর কোন (বাস্তব নির্ভরযোগ্য) শিফা নেই। এমন নিরাময় করুন যার পর কোন রোগ-ব্যাধি অবশিষ্ট না থাকে। পরে যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অসুস্থ হলেন এবং রোগভারে অবসন্ন হলেন, তখন আমি তাঁর হাত তুলে ধরলাম যাতে তিনি যেমন করতেন, আমিও তেমন করে (মুছে) দিতে পারি। কিন্তু তিনি আমার হাত থেকে তাঁর হাত টেনে (ছাড়িয়ে) নিলেন এবং পরে বললেন : ইয়া আল্লাহ্! আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমাকে মহান বন্ধুর সঙ্গে মিলিত হওয়ার ব্যবস্থা করুন! তিনি (আয়েশা রা) বলেন, আমি লক্ষ্য করে দেখতে পেলাম যে, তাঁর ওফাত হয়ে গেছে।

৫৫২- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ سُفْيَانَ كُلُّهُمَا عَنْ الْأَعْمَشِ بِإِسْنَادٍ جَرِيرٍ فِي حَدِيثِ هُشَيْمٍ وَشُعْبَةَ مَسَحَهُ بِيَدِهِ قَالَ وَفِي حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ مَسَحَهُ بِيَمِينِهِ وَقَالَ فِي عَقِبِ حَدِيثِ يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ الْأَعْمَشِ قَالَ فَحَدَّثْتُ بِهِ مَنْصُورًا فَحَدَّثَنِي عَنْ اِبْرَاهِيمَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ بِنَحْوِهِ -

৫৫২০. ইয়াহুইয়া ইব্ন ইয়াহুইয়া, আবু বাকর ইব্ন আবু শায়বা, আবু কুরায়ব, বিশর ইব্ন খালিদ, ইব্ন বাশ্শার, অন্য সনদে আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা ও আবু বকর ইব্ন খাল্লাদ (র)..... আ'মাশ (র) থেকে জারীর (র)-এর সনদে বর্ণিত। তবে হুশায়ম ও শু'বা (র) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, তিনি তাঁর হাত দিয়ে তাকে (রোগীকে) মুছে দিতেন। আর (সুফিয়ান) সাওরী (র) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, তিনি তাঁর 'ডান' হাত দিয়ে তাকে মুছে দিতেন। আর সুফিয়ান (র)-এর মাধ্যমে আ'মাশ (র) গৃহীত ইয়াহুইয়া (র) বর্ণিত হাদীসের শেষে রাবী বলেছেন, পরে আমি এ হাদীস মানসূর (র)-কে শুনাতে তিনি ইবরাহীম (র)..... মাসরুক (র)..... আয়েশা (রা) থেকে অনুরূপ হাদীস আমাকে শুনালেন।

৫৫২১- وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا عَادَ مَرِيضًا يَقُولُ أَذْهَبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ اشْفِهِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا -

৫৫২১. শায়বান ইব্ন ফাররুখ (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন রোগীকে দেখতে গেলে বলতেন: أَذْهَبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ اشْفِهِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا অর্থাৎ সঙ্কট দূর করে দিন হে মানুষের প্রতিপালক! তাঁর শিফাদান করুন, আপনিই শিফাদানকারী। আপনার শিফা ব্যতীত কোন শিফা নেই- এমন শিফা, যা কোন রোগ-ব্যাধি অবশিষ্ট রাখবে না।

৫৫২২- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَتَى إِلَى الْمَرِيضِ يَدْعُو لَهُ قَالَ أَذْهَبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا - وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ فِدْعَا لَهُ وَقَالَ وَأَنْتَ الشَّافِي -

৫৫২২ আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা ও যুহায়র ইব্ন হারব (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন রোগীর কাছে গেলে তার জন্য দু'আ করতেন। তিনি বলতেন: أَذْهَبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ — বিপদ সঙ্কট দূর করে দিন হে মানুষের প্রতিপালক! আর নিরাময় করুন। আপনিই নিরাময়কারী, আপনার শিফা ব্যতীত কোন শিফা নেই; এমন নিরাময় করুন, যা কোন রোগ-ব্যাধি অবশিষ্ট রাখে না।

তবে আবু বকর (র) বর্ণিত রিওয়ায়াত রয়েছে, তার জন্য দু'আ করতেন এবং বলতেন, তাঁর বর্ণনায় আছে (এবং..... আপনিই নিরাময়কারী)।

৫৫২৩- حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَمُسْلِمُ بْنُ صُبَيْحٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمِثُلُ حَدِيثَ أَبِي عَوَانَةَ وَجَرِيرٍ -

৫৫২৩. কাসিম ইব্ন যাকারিয়া (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম..... (উপরোল্লিখিত) আবু আওয়ানা এবং জারীর ((র)-এর হাদীসের অনুরূপ।

৫৫২৪- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَرْقِي بِهِذِهِ الرُّقِيَّةَ أَذْهَبَ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ بِيَدِكَ الشِّفَاءُ لَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا أَنْتَ -

৫৫২৪. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা ও আবু কুরায়ব (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এ দু'আ দিয়ে ঝাড়-ফুক করতেন- অর্থাৎ অর্থাৎ মানুষের প্রতিপালক, বিপদ-সঙ্কট দূর করে দিন; আপনার হাতেই রয়েছে উপশম। আপনি ব্যতীত আর কেউ-ই (সংকট) উন্মুক্তকারী নেই।

৫৫২৫- وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ كِلَاهُمَا عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ -

৫৫২৫. আবু কুরায়ব ও ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র)..... হিশাম (র) সূত্রে উল্লিখিত সনদে অনুরূপ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন।

২- بَابُ رُقِيَةِ الْمَرِيضِ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَالنَّفَثِ

২০. পরিচ্ছেদ : মু'আব্বিয়াত সূরা পড়ে ঝাড়-ফুক করা এবং দম করা

৫৫২৬- وَحَدَّثَنِي سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ قَالَا حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا مَرِضَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ نَفَثَ عَلَيْهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ فَلَمَّا مَرِضَ مَرْضَاهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ جَعَلْتُ أَنْفُثُ عَلَيْهِ وَأَمْسَحُهُ بِيَدِ نَفْسِهِ لَأَنَّهَا كَانَتْ أَعْظَمَ بَرَكَةً مِنْ يَدِي وَفِي رِوَايَةٍ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ بِمُعَوِّذَاتٍ -

৫৫২৬. সুরায়জ ইব্ন ইউনুস ও ইয়াহইয়া ইব্ন আইউব (র)..... আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর পরিবারবর্গের কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে তিনি 'মু'আব্বিয়াত' (সূরাগুলো^১) পড়ে তাকে ফুক দিতেন। পরে তিনি যখন মৃত্যুরোগে আক্রান্ত হলেন, তখন আমি তাকে ফুক দিতে লাগলাম এবং তাঁর-ই হাত দিয়ে তাঁর শরীর মুছে দিতে লাগলাম। কারণ আমার হাতের চেয়ে তাঁর হাত ছিল অধিক বরকতপূর্ণ। আর ইয়াইয়া ইব্ন আইউবের বর্ণনায় بِالْمُعَوِّذَاتِ আছে।

৫৫২৭- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا اشْتَكَى يَقْرَأُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَيَنْفُثُ فَلَمَّا اشْتَدَّ وَجَعُهُ كُنْتُ أَقْرَأُ عَلَيْهِ وَأَمْسَحُ عَنْهُ بِيَدِهِ رَجَاءَ بَرَكَتِهَا -

১. সূরা ফালাক ও সূরা নাসকে 'মু'আব্বিয়াত' বলা হয়।

৫৫২৭. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ অসুস্থ হয়ে পড়লে তিনি ‘মু‘আব্বিয়াত’ পাঠ করে নিজ শরীরে দম করতেন। তাঁর ব্যাধি কঠিন হয়ে দাঁড়ালে আমি তা পাঠ করে তাঁর পক্ষে তাঁর হাত দিয়ে তাঁর শরীর মুছে দিতাম, ঐ হাতের বরকতের আশায়।

৫৫২৮. وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرُّ مَلَّةٌ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ وَآحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ كِلَاهُمَا عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي زِيَادٌ كُلُّهُمَا عَنْ ابْنِ شِهَابٍ بِإِسْنَادِ مَالِكٍ نَحْوَ حَدِيثِهِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثٍ أَحَدٍ مِنْهُمْ رَجَاءٌ بَرَكْتِهَا إِلَّا فِي حَدِيثِ مَالِكٍ وَفِي حَدِيثِ يُونُسَ وَزِيَادٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا اشْتَكَى نَفَثَ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوَّذَاتِ وَمَسَحَ عَنْهُ بِيَدِهِ-

৫৫২৮. আবু তাহির, হারমালা, আব্দ ইব্ন হুমায়দ, মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন নুমায়র, উক্বা ইব্ন মুকরাম ও আহমদ ইব্ন উসমান নাওফালী (র)..... ইব্ন শিহাব (র) থেকে মালিকের সনদে অনুরূপ হাদীস রিওয়াযাত করেছেন। তবে মালিকের হাদীস ব্যতীত তাদের কারো হাদীসে ‘তাঁর হাতের বরকতের আশায়’ কথাটি নেই। ইউনুস (র) ও যিয়াদ (র) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, নবী ﷺ অসুস্থ হয়ে পড়লে নিজেকে ‘মু‘আব্বিয়াত’ দিয়ে দম করতেন এবং এবং নিজের হাতে নিজের শরীর মুছতেন।

২১- بَابُ اسْتِحْبَابِ الرُّقِيَةِ مِنَ الْعَيْنِ وَالنَّمْلَةِ وَالْحُمَةِ وَالنُّظْرَةِ

২১. পরিচ্ছেদ : নযর লাগা, পার্শ্ব ঘা, বিষ ফোঁড়া বিষাক্ত প্রাণীর বিষক্রিয়া ও আসীব নযর থেকে (রক্ষা পাওয়ার জন্য) ঝাড়-ফুক করা মুস্তাহাব

৫৫২৯. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الرُّقِيَةِ فَقَالَتْ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَهْلِ بَيْتٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي الرُّقِيَةِ مِنْ كُلِّ ذِي حُمَةٍ-

৫৫২৯. আবু বকর আবু শায়বা (র)..... আসওয়াদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে ঝাড়-ফুক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আনসারীদের একটি পরিবারকে যে কোন বিষধর প্রাণীর বিষ থেকে (মুক্তির জন্য) ঝাড়-ফুক করা অনুমতি দিয়েছেন।

৫৫৩০. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَهْلِ بَيْتٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي الرُّقِيَةِ مِنَ الْحُمَةِ-

৫৫৩০. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আনসারীদের একটি পরিবারের লোকদের বিষাক্ত প্রাণীর বিষক্রিয়া থেকে (আরোগ্যলাভের জন্য) ঝাড়-ফুকের অনুমতি দিয়েছেন।

৫৫৩১- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي عُمَرَ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا اشْتَكَى الْإِنْسَانُ الشَّيْءَ مِنْهُ أَوْ كَانَتْ بِهِ قَرْحَةٌ أَوْ جُرْحٌ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ بِإِصْبَعِهِ هَكَذَا وَوَضَعَ سُفْيَانُ سَبَابَتَهُ بِالْأَرْضِ ثُمَّ رَفَعَهَا بِاسْمِ اللَّهِ تَرْبَةً أَرْضِنَا بِرِيقَةٍ بَعْضِنَا لِيُشْفَى بِهِ سَقِيمُنَا بِإِذْنِ رَبِّنَا قَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ يُشْفَى وَقَالَ زُهَيْرٌ لِيُشْفَى سَقِيمُنَا-

৫৫৩১. আবু বকর ইবন আবু শায়বা, যুহায়র ইবন হার্ব ও ইবন আবু উমর (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিয়ম ছিল যে, মানুষ তার (দেহের) কোন অংশে অসুস্থতা বোধ করলে কিংবা তাতে কোন ফোঁড়া বা জখম (হয়ে) থাকলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর আঙ্গুল দিয়ে এভাবে করতেন (একথা বলে এভাবে করার' রূপ বুঝাবার জন্য) রাবী সুফয়ান (র) তার শাহাদাত আঙ্গুলটি মাটিতে রাখতেন এরপর তা তুলে নিতেন এবং তখন এ দু'আ পড়তেন : بِاسْمِ اللَّهِ تَرْبَةً أَرْضِنَا بِرِيقَةٍ بَعْضِنَا لِيُشْفَى بِهِ سَقِيمُنَا بِإِذْنِ رَبِّنَا : অর্থাৎ আল্লাহর নামে- আমাদের যমীনের ধূলামাটি আমাদের কারো লালার সাথে (মিলিয়ে) আমাদের প্রতিপালকের হুকুমে তা দিয়ে আমাদের রোগীর আরোগ্য প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে (মালিশ করছি)। তবে ইবন আবু শায়বা (র) (তাঁর রিওয়ায়াতে) বলেছেন, يُشْفَى আরোগ্য প্রদান করা হয়। আর যুহায়র (র) বলেছেন, لِيُشْفَى سَقِيمُنَا আমাদের রোগীর আরোগ্য প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে।

৫৫৩২- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُمَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ عَنْ مِسْعَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْبُدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ شَدَّادٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُهَا أَنْ تَسْتَرْقِيَ مِنَ الْعَيْنِ-

৫৫৩২. আবু বকর ইবন আবু শায়বা, আবু কুরায়ব ও ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে নযর লাগা থেকে (রক্ষা পাওয়ার জন্য) ঝাড়-ফুক করার হুকুম করতেন।

৫৫৩৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ بِهَذَا الْأِسْنَادِ مِثْلَهُ-

৫৫৩৩. মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র (র)..... মিস্'আর (র) থেকে উল্লেখিত সনদে অনুরূপ হাসীদ রিওয়ায়াত করেছেন।

৫৫৩৪- وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَعْبُدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُنِي أَنْ أَسْتَرْقِيَ مِنَ الْعَيْنِ-

৫৫৩৪. ইবন নুমায়র (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বদ' নযর থেকে (রক্ষার জন্য) ঝাড়-ফুক করার হুকুম করতেন।

৫৫৩৫- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فِي الرُّقَى قَالَ رَخَّصَ فِي الْحُمَةِ وَالنَّمْلَةِ وَالْعَيْنِ-

৫৫৩৫. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে ঝাড়-ফুক বিষয়ে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিষাক্ত প্রাণীর বিষক্রিয়া, বিষফোঁড়া ও নয়র লাগা থেকে (রক্ষার জন্য) ঝাড়-ফুক করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

৫৫৩৬- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ عَنْ سُفْيَانَ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَسَنٌ وَهُوَ ابْنُ صَالِحٍ كِلَاهُمَا عَنْ عَاصِمٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَنَسِ قَالَ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الرُّقْيَةِ مِنَ الْعَيْنِ وَالْحُمَةِ وَالنَّمْلَةِ وَفِي حَدِيثِ سُفْيَانَ يُونُسَ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ-

৫৫৩৬. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা ও যুহায়র ইব্ন হারব (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নয়র লাগা, বিষাক্ত প্রাণীর বিষক্রিয়া ও বিষাক্ত পার্শ্বঘা বিষ ফোঁড়া থেকে (রক্ষা পাওয়ার জন্য) ঝাড়-ফুকের অনুমতি দিয়েছেন।

৫৫৩৭- حَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَجَارِيَةٍ فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ رَأَى بِوَجْهِهَا سَفْعَةً فَقَالَ بِهَا نَظْرَةٌ فَاسْتَرْقُوا لَهَا يَعْغِي بِوَجْهِهَا صَفْرَةٌ-

৫৫৩৭. আবু রবী' সুলায়মান ইব্ন দাউদ (র)..... নবী ﷺ-এর স্ত্রী উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর স্ত্রী উম্মু সালামা (রা)-এর ঘরে একটি বালিকার চেহারায় (কাল বা হলুদ) দাগ দেখে বললেন, তার আসীব (নয়র) লেগেছে, তার জন্য ঝাড়-ফুক কর। অর্থাৎ তার চেহারায় হলুদ বর্ণ ছিল।

৫৫৩৮- حَدَّثَنِي عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ وَأَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ رَخَّصَ النَّبِيُّ ﷺ لَكَ حَزْمٌ فِي رُقْيَةِ الْحَيَّةِ وَقَالَ لِأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ مَالِي أَرَى أَجْسَامَ بَنِي أَخِي ضَارِعَةً تُصِيبُهُمُ الْحَاجَةُ قَالَتْ لَا وَلَكِنَّ الْعَيْنَ تُسْرِعُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَرُقِيهِمْ قَالَتْ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ أَرُقِيهِمْ-

৫৫৩৮. উকবা ইব্ন মুকরাম 'আম্মী (র)..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ হায্ম পরিবারকে সাপের ঝাড়-ফুক করার অনুমতি দেন এবং আসমা বিন্ত উমায়স (রা)-কে বললেন, আমার কি হল যে, আমার ভাই জা'ফর (রা)-এর সন্তানদের কৃশকায় দেখতে পাচ্ছি? তারা কি অভাবগ্রস্ত হয়েছে? তিনি (আসমা) বললেন, না, তবে তাদের উপর দ্রুত নয়র লাগে। তিনি বললেন, তুমি তাদের ঝেড়ে দাও। তিনি বললেন, তখন আমি তাঁর কাছে (দু'আটি) ওনালাম। তিনি বললেন, (ঠিক আছে) তুমি তাদের (এ দিয়ে) ঝেড়ে দাও।

৫৫৩৭- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ أَرَخَصَ النَّبِيُّ ﷺ فِي رُقِيَةِ الْحَيَّةِ لِبَنِي عَمْرِو قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ وَسَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ لَدَغْتُ رَجُلًا مِنَّا عَقْرَبُ وَنَحْنُ جُلُوسٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَقِي قَالَ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ-

৫৫৩৯. মুহাম্মদ ইবন হাতিম (র)..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বনু আমরকে সাপের (দংশনের) ঝাড়-ফুঁকের অনুমতি দেন। আবু যুবায়র (র) আরও বলেছেন, আমি জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা)-কে আরও বলতে শুনেছি যে, একটি বিছু আমাদের এক ব্যক্তিকে দংশন করল। আমরা তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে বসা ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি (তাকে) ঝেড়ে দিই? তিনি বললেন, তোমাদের যে কোন ব্যক্তি যদি তার ভাইয়ের (কোনও) উপকার করতে পারে, সে যেন (তা) করে।

৫৫৪০- وَحَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الْأُمَوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ أَرَقِيهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَمْ يَقُلْ أَرَقِي-

৫৫৪০. সা'দ ইবন ইয়াহ'ইয়া উমাবী (র)..... ইবন জুরায়জ (র) (থেকে) উল্লেখিত সনদে অনুরূপ হাদীস রিওয়ায়াত করেন। তবে তিনি বলেছেন, তখন লোকদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি তাকে ঝাড়-ফুঁক করি? তিনি (শুধু) 'ঝাড়-ফুঁক করি' বলেন নি (বরং 'তাকে' শব্দটিও বলেছেন)।

৫৫৪১- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ لِي خَالٌ يَرُقِي مِنَ الْعَقْرَبِ فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الرُقَى قَالَ فَاتَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ نَهَيْتَ عَنِ الرُقَى وَأَنَا أَرُقِي مِنَ الْعَقْرَبِ فَقَالَ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ-

৫৫৪১. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও আবু সাঈদ আশাজ্জ (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার একজন মামা ছিলেন, যিনি বিছুর কামড়ে মত্ত করতেন। এ সময় (একদিন) রাসূলুল্লাহ ﷺ সব মত্ত নিষিদ্ধ ঘোষণা করে দিলেন। তখন তিনি (আমার মামা) তাঁর দরবারে এসে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি মত্ত নিষেধ করে দিয়েছেন- আমি তো বিছুর (কামড়ে) মত্ত করে থাকি? তিনি বললেন, তোমাদের যে কোন লোক তার ভাইয়ের কোন উপকার করতে সক্ষম হলে সে যেন (তা) করে।

৫৫৪২- وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ-

৫৫৪২. উসমান ইবন আবু শায়বা (র)..... আ'মশ (র) থেকে উল্লেখিত সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

৫৫৪৩- وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الرُقَى فَجَاءَ أَلْ عَمْرُو بْنُ حَزْمٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ كَانَتْ عِنْدَنَا رُقِيَّةٌ نَرْقِي بِهَا مِنَ الْعُقْرَبِ وَإِنَّكَ نَهَيْتَ عَنِ الرُّقَى قَالَ فَعَرَضُوهَا عَلَيْهِ فَقَالَ مَا أَرَى بَأْسًا مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَنْفَعْهُ-

৫৫৪৩. আবু কুরায়ব (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ (এক সময়) মন্ত্র নিষেধ করে দিলেন। তখন আমার ইবন হাযম গোষ্ঠীর লোকেরা এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদের কাছে একটি মন্ত্র ছিল, যা দিয়ে আমরা বিচ্ছুর কামড়ে মন্ত্র করতাম। আর আপনি তো মন্ত্র নিষেধ করে দিয়েছেন। রাবী [জাবির (রা)] বলেন, তারা তা তাঁর কাছে পেশ করল (শুনাল)। তখন তিনি বললেন, কোন অসুবিধা দেখতে পাচ্ছি না। তোমাদের যে কেউ তার ভাইয়ের কোনও উপকার করতে সমর্থ হলে সে যেন তার উপকার করে।

২২- بَابُ لَبَاسٍ بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ-

২২. পরিচ্ছেদ : শির্ক (জাতীয় কিছু) না থাকলে মন্ত্রে কোন আপত্তি নেই

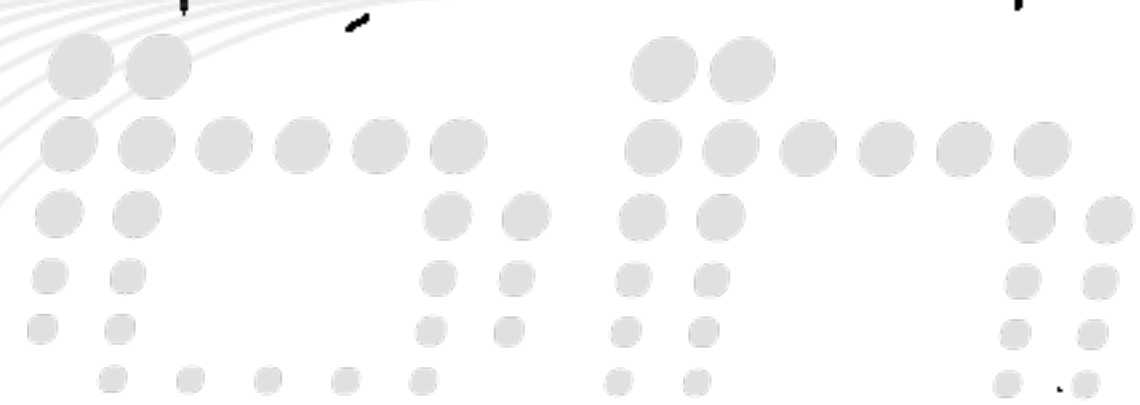
৫৫৪৪- حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ كُنَّا نَرْقِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَرَى فِي ذَلِكَ فَقَالَ أَعْرِضُوا عَلَى رُقَاكُمْ لَا بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ-

৫৫৪৪. আবু তাহির (র)..... আওফ ইবন মালিক আশজাজি (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা জাহিলী যুগে (বিভিন্ন) মন্ত্র (দিয়ে ঝাড়-ফুক) করতাম। তাই আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সে বিষয়ে আপনার কি অভিমত? তিনি বললেন, তোমাদের মন্ত্রগুলো আমার কাছে পেশ করতে (শোনাতে) থাকবে, মন্ত্রে কোন আপত্তি নেই- যদি না তাতে কোন শির্ক (জাতীয় কথা) থাকে।

২৩- بَابُ جَوَازِ اخْذِ الْأَجْرَةِ عَلَى الرُّقِيَةِ بِالْقُرْآنِ وَالْأَذْكَارِ-

২৩. পরিচ্ছেদ : কুরআন শরীফ এবং অন্যান্য দু'আ-যিকির দিয়ে ঝাড়-ফুক করে বিনিময় গ্রহণ জায়েয

৫৫৪৫- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانُوا فِي سَفَرٍ فَمَرُّوا بِحَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَاسْتَضَافُوهُمْ فَلَمْ يُضَيِّفُوهُمْ فَقَالُوا لَهُمْ هَلْ فِيكُمْ رَاقٍ فَإِنَّ سَيِّدَ الْحَيِّ لَدَيْغٌ أَوْ مُصَابٌ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ نَعَمْ فَاتَاهُ فَرَقَاهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَبَرَأَ الرَّجُلُ فَأَعْطَى قَطِيعًا مِنْ غَنَمٍ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا وَقَالَ حَتَّى أَذْكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَاتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا رَقِيتُ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَتَبَسَّمَ وَقَالَ وَمَا أَدْرَاكَ أَنَّهَا رُقِيَّةٌ ثُمَّ قَالَ خُذُوا مِنْهُمْ وَأَضْرِبُوا لِي بِسْهُمْ مَعَكُمْ-



বাংলা হাদিস

৫৫৪৫. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কতিপয় সাহাবী কোন এক সফরে ছিলেন, তাঁরা কোন একটি আরব গোত্রের বসতির কাছ দিয়ে পথ অতিক্রমকালে তাদের কাছে আতিথেয়তা দাবি করলেন। তারা তাদের মেহমানদারী করল না। পরে তারা তাদের বলল, তোমাদের দলে কি কোন মন্ত্রবিদ আছে? কারণ গোত্রের সর্দার সাপে দংশিত হয়েছে কিংবা (বর্ণনা সন্দেহ, তারা বলল) বিপদাক্রান্ত হয়েছে। তখন এক ব্যক্তি বলল, হ্যাঁ। পরে সে তার কাছে গিয়ে সূরা ফাতিহা দিয়ে ঝাড়-ফুক করল। ফলে লোকটি ভাল হয়ে গেল এবং তাকে (ঝাড়-ফুককারীকে) ছাগলের একটি ছোট পাল দেওয়া হল। সে তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করল আর সে বলল, যতক্ষণ তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে উল্লেখ না করি (ততক্ষণ গ্রহণ করতে পারি না)। পরে সে নবী ﷺ-এর কাছে এসে বিষয়টি তাঁর কাছে বর্ণনা করল, সে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহর কসম! আমি ফাতিহাতুল কিতাব ব্যতীত অন্য কিছু দিয়ে ঝাড়-ফুক করিনি। তখন তিনি মৃদু হাসলেন এবং বললেন, তুমি কি করে জানলে যে, তা মন্ত্র (দিয়ে ঝাড়-ফুক করা যায়)? এরপর বললেন, তাদের কাছ থেকে তা নিয়ে নাও এবং তোমাদের সাথে আমার জন্যও একটি অংশ রাখবে।

৫৫৪৬- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ كِلَاهُمَا عَنْ غُنْدَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ فَجَعَلَ يَقْرَأُ أُمَّ الْقُرْآنِ وَيَجْمَعُ بَزَاقَهُ وَيَتَفَلُّ فَبَرَأَ الرَّجُلُ-

৫৫৪৬. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার ও আবু বকর ইব্ন নাফি' (র)..... আবু বিশর (র) থেকে উল্লেখিত সনদে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে (ওঝা) উম্মুল কুরআন- সূরা ফাতিহা পড়তে লাগল এবং তার থু থু জমা করে থু দিতে লাগল। ফলে লোকটি ভাল হয়ে গেল।

৫৫৪৭- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَخِيهِ مَعْبُدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ نَزَلْنَا مَنْزِلًا فَاتَّتْنَا امْرَأَةٌ فَقَالَتْ إِنَّ سَيِّدَ الْحَيِّ سَلِيمٌ لُدِغَ فَهَلْ فِيكُمْ مِنْ رَاقٍ فَقَامَ مَعَهَا رَجُلٌ مِنَّا مَا كُنَّا نَظْنُهُ يُحْسِنُ رُقِيَةً فَرَقَاهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَبَرَأَ فَأَعْطَوْهُ غَنَمًا وَسَقَوْنَا لَبَنًا فَقُلْنَا أَكُنْتَ تَحْسِنُ رُقِيَةً فَقَالَ مَا رُقِيَّتُهُ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ قَالَ فَقُلْتُ لَا تُحَرِّكُوهَا حَتَّى نَأْتِيَ النَّبِيَّ ﷺ فَاتَيْنَا النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ مَا كَانَ يُدْرِيهِ أَنَّهَا رُقِيَةٌ اقْسِمُوا وَأَضْرِبُوا لِي بِسْمِهِمْ مَعَكُمْ-

৫৫৪৭, আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একটি মনযিলে অবতরণ করলাম। তখন আমাদের কাছে একটি স্ত্রীলোক এসে বলল, মহল্লার সর্দার সর্প-দংশিত হয়েছে, তোমাদের মাঝে কি কোন ঝাড়-ফুককারী (ওঝা) আছে? তখন আমাদের এক ব্যক্তি উঠে তার সঙ্গে গেল, সে উত্তম ঝাড়-ফুক করতে পারে বলে আমাদের ধারণা ছিল না। সে সূরা ফাতিহা দিয়ে তাকে ঝাড়-ফুক করল। তাতে সে সুস্থ হয়ে গেল। তখন তারা তাকে একপাল ছাগল দিল এবং আমাদের দুধপান করাল। আমরা বললাম, তুমি কি উত্তম ঝাড়-ফুক করতে? সে বলল, আমি তো সূরা ফাতিহা ছাড়া আর কিছু দিয়ে তাকে ঝাড়-ফুক করিনি। রাবী বলেন, তখন আমি বললাম, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে না যাওয়া পর্যন্ত ঐ (ছাগল)-গুলোকে স্থানান্তরিত মুসলিম ৫ম খণ্ড—২৭

কর না। পরে আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে তাঁর কাছে তা আলোচনা করলাম। তিনি বললেন, সে কি করে বুঝল যে, এ সূরাটি মন্ত্র (যা দিয়ে ঝাড়-ফুক করা যায়)? তোমরা ছাগলগুলো ভাগ করে নাও এবং আমার জন্যও তোমাদের সঙ্গে একটি ভাগ রেখ।

৫৫৪৮- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَقَامَ مَعَهَا رَجُلٌ مِنَّا مَأْكُنًا نَائِبُهُ بِرُقِيَّةٍ-

৫৫৪৮, মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র)..... হিশাম (র) এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি বলেছেন, তখন তার সাথে আমাদের এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়াল; আমরা যাকে ঝাড়-ফুক বিষয়ে তেমন কিছু (পারদর্শী) ধারণা করতাম না।

২৪- بَابُ اسْتِحْبَابِ وَضْعِ يَدِهِ عَلَى مَوْضِعِ الْأَلَمِ مَعَ الدُّعَاءِ-

২৪. পরিচ্ছেদ : দু'আর (ঝাড়-ফুকের) সময় আক্রান্ত স্থানে হাত রাখা মুস্তাহাব

৫৫৪৯- حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ بْنُ مُطْعِمٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ الثَّقَفِيِّ أَنَّهُ شَكَّى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَجَعًا يَجِدُهُ فِي جَسَدِهِ مِنْذُ اسْلَمَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ضَعْ يَدَكَ عَلَى الَّذِي تَأَلَّمَ مِنْ جَسَدِكَ وَقُلْ بِاسْمِ اللَّهِ ثَلَاثًا وَقُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَعُوذُ بِاللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَازِرُ-

৫৫৪৯. আবু তাহির ও হারমালা ইবন ইয়াহইয়া (র)..... উসমান ইবন আবুল আস-সাকাফী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে একটি ব্যথার কথা বললেন, যা তিনি মুসলমান হওয়ার সময় থেকে তার শরীরে অনুভব করছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, তোমার শরীরের যে অংশ বেদনাক্রান্ত হয়, তার উপরে তোমার হাত রেখে তিনবার বিস্মিল্লাহ বলবে এবং সাতবার বলবে أَعُوذُ بِاللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَازِرُ অর্থাৎ আল্লাহ এবং তাঁর কুদরতের শরণাপন্ন হচ্ছি-যা আমি অনুভব করি এবং যা আশঙ্কা করি, তার অকল্যাণ থেকে।

২৫- بَابُ التَّعَوُّذِ مِنَ شَيْطَانِ الْوَسْوَسةِ فِي الصَّلَاةِ

২৫. পরিচ্ছেদ : সালাতে ওয়াসুওয়াসায় প্রদানকারী শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা

৫৫৫০- وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ خَلْفٍ الْبَاهِلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ حَالَ بَيْنِي وَبَيْنَ صَلَاتِي وَقِرَاءَتِي يَلْبِسُهَا عَلَيَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ خَنْزَبٌ فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْهُ وَاتَّقِلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا قَالَ فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَذْهَبَهُ اللَّهُ عَنِّي-

৫৫৫০. ইয়াহইয়া ইব্ন খালাফ আল-বাহিলী (র)..... আবুল 'আলা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, উসমান ইব্ন আবুল আস (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! শয়তান আমার এবং আমার সালাত ও কিরআতের মাঝে প্রতিবন্ধক হয়ে তা আমার জন্য এলোমেলো করে দেয়। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : ওটা এক (প্রকারের) শয়তান যার নাম 'খিনযিব'। যখন তুমি তার উপস্থিতি অনুভব করবে তখন (আউযুবিল্লাহ পড়ে) তার কবল থেকে আল্লাহর নামে আশ্রয় নিয়ে তিনবার তোমার বামদিকে থু-থু নিক্ষেপ করবে। তিনি বলেন, পরে আমি তা করলে আল্লাহ আমা থেকে তা দূর করে দিলেন।

৫৫৫১. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ كِلَاهُمَا عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي حَدِيثِ سَالِمِ بْنِ نُوحٍ ثَلَاثًا-

৫৫৫১. মুহাম্মাদ ইব্ন মুসান্না ও আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা (র)..... উসমান ইব্ন আবুল আস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এলেন। এরপর অনুরূপ (হাদীস) উল্লেখ করেছেন, তবে সালিম ইব্ন নূহ 'তিনবার'-এর কথা উল্লেখ করেননি।

৫৫৫২. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعِيدِ الْجُرَيْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّخِيرِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ الثَّقَفِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ-

৫৫৫২. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র)..... উসমান ইব্ন আবুল 'আস সাকাফী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ!..... তারপর তাঁদের বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস উল্লেখ করেছেন।

২৬- بَابُ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ وَاسْتِحْبَابُ التَّدَاوِي-

২৬. পরিচ্ছেদ : প্রতিটি রোগের ওষুধ রয়েছে এবং চিকিৎসা করা মুস্তাহাব

৫৫৫৩. حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَأَبُو الطَّاهِرِ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ وَهْبٍ عَنْ ابْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ-

৫৫৫৩. হারুন ইব্ন মা'রুফ, আবু তাহির ও আহমদ ইব্ন ইসা (র)..... জাবির (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন : প্রতিটি রোগের ওষুধ রয়েছে। সুতরাং রোগে যথাযথ ওষুধ প্রয়োগ করা হলে মহান ও মহিয়ান আল্লাহর হুকুমে রোগ নিরাময় হয়।

৫৫৫৪. حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَأَبُو الطَّاهِرِ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ وَهْبٍ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَادَ الْمُقَنَعَ ثُمَّ قَالَ لَا أَبْرَحُ حَتَّى تَحْتَجِمَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ فِيهِ شِفَاءً-

৫৫৫৪. হারুন ইবন মা'রুফ ও আবু তাহির (র)..... আসিম ইবন উমর ইবন কাতাদা (র) বর্ণনা করেন যে, জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) আল-মুকান্না' (র)-কে রোগ শয্যায় দেখতে গেলেন। একটু পরে তিনি বললেন, তুমি শিংগা না লাগানো পর্যন্ত আমি উঠব না। কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ পারহাযি আল্লাহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি যে, তাতে নিরাময় রয়েছে।

৫৫৫৫. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ قَالَ جَاءَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِي أَهْلِنَا وَرَجُلٌ يَشْتَكِي خُرَاجًا أَوْ جِرَاحًا فَقَالَ مَا تَشْتَكِي قَالَ خُرَاجٌ بِي قَدْ شَقَّ عَلَى فَقَالَ يَا غُلَامُ اسْتِنِي بِحَجَّامٍ فَقَالَ لَهُ مَا تَصْنَعُ يَا لِحْجَامٍ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أُرِيدُ أَنْ أُعْلِقَ فِيهِ مِحْجَمًا قَالَ وَاللَّهِ إِنْ الذُّبَابَ لَيُصِيبُنِي أَوْ يُصِيبُنِي الثُّوبُ فَيُؤْذِينِي وَيَشُقُّ عَلَى فَلَمَّا رَأَى تَبَرُّمَهُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَدْوِيَّتِكُمْ خَيْرٌ فَفِي شُرْطَةِ مِحْجَمٍ أَوْ شَرْبَةِ مِنْ عَسَلٍ أَوْ لَذْعَةٍ بِنَارٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَا أَحَبُّ أَنْ أَكْتَوِيَ قَالَ فَجَاءَ بِحَجَّامٍ فَشَرَطَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجْدُ-

৫৫৫৫. নাসর ইবন আলী জাহযামী (র)..... আসিম ইবন উমর ইবন কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) আমাদের কাছে আমাদের পরিবারে এলেন, তখন এক ব্যক্তি ফোঁড়া-পাঁচড়ায় কিংবা (বর্ণনা সন্দেহ) তিনি বললেন, যখন অসুস্থ হয়েছিল। তিনি বললেন, তুমি কি অসুস্থতাবোধ করছ? সে বলল- আমার খোস-পাঁচড়া আমার জন্য কঠিন রূপ ধারণ করেছে। তিনি তখন (খাদিমকে) বললেন, হে কিশোর! আমার কাছে একজন শিংগা প্রয়োগকারী (বৈদ্য) ডেকে আন। তখন সে (রোগী) তাঁকে বলল, শিংগা প্রয়োগকারী (বৈদ্য) দিয়ে আপনি কি করবেন, হে আবু আবদুল্লাহ? তিনি বললেন, আমি তাতে একটা শিংগার নল লাগাতে চাই। সে বলল, আল্লাহর কসম! মাছি আমার গায়ে বসলে অথবা কাপড়ের ঘষা আমার গায়ে লাগলে তা-ই আমাকে কষ্ট দেয় এবং আমার জন্য অসহ্য হয়ে পড়ে (তা হলে শিংগার ব্যথা কী করে সহ্য)? পরে তিনি যখন ঐ বিষয়ে তার অসহিষ্ণুতা দেখলেন তখন বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ পারহাযি আল্লাহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি যে, তোমাদের ওষুধপত্রের কোন কিছুতে যদি কল্যাণ থেকে থাকে, তা হলে তা শিংগার নল কিংবা মধুর শরবত পান কিংবা আগুনের সঁকে রয়েছে। রাসূলুল্লাহ পারহাযি আল্লাহি ওয়াসাল্লাম (আরও) বলেছেন, (একান্ত প্রয়োজন দেখা না দিলে) আমি পোড়ানো বা লোহার দাগ লাগিয়ে চিকিৎসা করা পসন্দ করি না। রাবী বলেন, সে একজন শিংগাবিদ (বৈদ্য) নিয়ে এল, সে তার শিংগা লাগাল। ফলে তার বেদনানুভূতি দূর হয়ে গেল।

৫৫৫৬. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ اسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي الْحِجَامَةِ فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَبَا طَيْبَةَ أَنْ يَحْجُمَهَا قَالَ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ كَانَ أَخَاهَا مِنَ الرِّضَاعَةِ أَوْ غُلَامًا لَمْ يَحْتَلَمْ-

৫৫৫৬. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও মুহাম্মদ ইব্ন রুম্‌হ (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, উম্মু সালমা (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে শিংগা লাগাবার ব্যাপারে অনুমতি চাইলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে শিংগা লাগিয়ে দেওয়ার জন্য আবু তায়বা (রা)-কে হুকুম করলেন। রাবী বলেন, আমার ধারণা যে, তিনি (উর্ধ্বতন রাবী) বলেছেন যে, তিনি (আবু তায়বা) ছিলেন তাঁর দুধভাই কিংবা অপ্রাপ্ত বয়স্ক কিশোর।

৫৫৫৭ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى أَبِي بَنٍ كَعْبٍ طَبِيبًا فَقَطَعَ مِنْهُ عِرْقًا ثُمَّ كَوَاهُ عَلَيْهِ -

৫৫৫৭. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া, আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা ও আবু কুরায়ব (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উবাই ইব্ন কা'ব (রা)-এর কাছে একজন চিকিৎসক পাঠালেন। সে তার একটি ধমনী কেটে দিল, পরে লোহা পুড়িয়ে (রক্ত বন্ধ হওয়ার জন্য) তাতে দাগ দিয়ে দিল।

৫৫৫৮ - وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ قَالَ وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرَا فَقَطَعَ مِنْهُ عِرْقًا -

৫৫৫৮. উসমান ইব্ন আবু শায়বা ও ইসহাক ইব্ন মানসূর (র)..... আ'মাশ (র) থেকে উল্লিখিত সনদে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। তবে তিনি 'সে তাঁর একটি ধমনী কেটে দিল' কথাটি উল্লেখ করেন নি।

৫৫৫৯ - وَحَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سُفْيَانَ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ رُمِيَ أَبِي يَوْمَ الْأَحْزَابِ عَلَى أَكْحَلِهِ فَكَوَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ -

৫৫৫৯. বিশ্র ইব্ন খালিদ (র)..... আবু সুফিয়ান (র) বলেন, আমি জাবির (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, খন্দক যুদ্ধে উবাই (রা)-এর হাত (অথবা পা)-এর প্রধান ধমনীতে তীর বিদ্ধ হলো, তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে লোহা পুড়িয়ে দাগ দিলেন।

৫৫৬০ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ رُمِيَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فِي أَكْحَلِهِ قَالَ فَحَسَمَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ بِمِشْقَصٍ ثُمَّ وَرِمَتْ فَحَسَمَهُ الثَّانِيَةَ -

৫৫৬০. আহ্মদ ইব্ন ইউনুস ও ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সা'দ ইব্ন মুআয (রা)-এর হাতের প্রধান রগে তীর বিদ্ধ হলো। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নিজ হাতে একটি তীর ফলক দিয়ে তার রগ কেটে (রক্ত বন্ধের জন্য) দাগ দিয়ে দিলেন। পরে তা ফুলে উঠলে দ্বিতীয়বার দাগ দিয়ে দিলেন।

৫৫৬১- حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ صَخْرٍ الدَّارِمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اخْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ وَاسْتَعَطَّ-

৫৫৬১. আহমদ ইবন সাঈদ ইবন সাখর দারিমী (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (একবার) শিংগা নিলেন এবং শিংগা প্রয়োগকারীকে তার পারিশ্রমিক দিলেন। আর (একবার) তিনি নাকে ওষুধের ফোঁটা নিলেন।

৫৫৬২- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَقَالَ أَبُو كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ اخْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَكَانَ لَا يَظْلِمُ أَحَدًا أَجْرَهُ-

৫৫৬২. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও আবু কুরায়ব (র)..... আমর ইবন আমির আনসারী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইবন মালিক (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ শিংগা নিয়েছিলেন আর তিনি (যথারীতি মজুরিও দিয়েছিলেন- কারণ, তিনি) পারিশ্রমিকের ব্যাপারে কারো প্রতি জুলুম করতেন না।

৫৫৬৩- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَأَبْرِدُوهَا بِالْمَاءِ-

৫৫৬৩. যুহায়র ইবন হার্ব ও মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র)..... ইবন উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন : জ্বর হল জাহান্নামের তাপ, অতএব পানি দিয়ে তাকে ঠাণ্ডা কর।

৫৫৬৪- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ شِدَّةَ الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَأَبْرِدُوهَا بِالْمَاءِ-

৫৫৬৪. ইবন নুমায়র ও আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)..... ইবন উমর (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জ্বরের প্রচণ্ডতা জাহান্নামের তাপ থেকে। তাই পানি দিয়ে তোমরা তাকে ঠাণ্ডা করবে।

৫৫৬৫- وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكَ قَالَ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ كِلَاهُمَا عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَاطْفُؤْهَا بِالْمَاءِ-

৫৫৬৫. হারুন ইবন সাঈদ আয়লী ও মুহাম্মদ ইবন রাফি (র)..... ইবন উমর (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ বলেছেন : জ্বর জাহান্নামের তাপসঞ্চার; তাই তাকে পানি দিয়ে নিভিয়ে দাও।

৫৫৬৬- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْحُمَى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَاطْفُؤْهَا بِالْمَاءِ-

৫৫৬৬. আহমদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন হাকাম ও হারুন ইবন আবদুল্লাহ (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সালামাতুহু ওয়াসালম বলেছেন : জ্বর জাহান্নামের তাপসঞ্জাত; তাই তাকে পানি দিয়ে স্তিমিত করে দাও।

৫৫৬৭- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْحُمَى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَابْرُدُوهَا بِالْمَاءِ-

৫৫৬৭. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও আবু কুরায়ব (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সালামাতুহু ওয়াসালম বলেছেন : জ্বর জাহান্নামের তাপসঞ্জাত; তাই তাকে পানি দিয়ে ঠাণ্ডা কর।

৫৫৬৮- وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ وَعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ جَمِيعًا عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ-

৫৫৬৮. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র) হিশাম (র) থেকে উল্লেখিত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

৫৫৬৯- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ أَنَّهَا كَانَتْ تَوْتِي بِالْمِرَاةِ الْمَوْعُوكَةِ فَتَدْعُو بِالْمَاءِ فَتَصُبُّهُ فِي جَيْبِهَا وَتَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ اِبْرُدُوهَا بِالْمَاءِ وَقَالَ إِنَّهَا مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ-

৫৫৬৯. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)..... হিশাম (র) থেকে বর্ণিত যে, তার কাছে জ্বরগ্রস্ত কোন স্ত্রীলোককে নিয়ে আসা হলে তিনি পানি আনতে বলতেন। পরে তা তার বক্ষদেশে ঢেলে দিতেন এবং বলতেন, রাসূলুল্লাহ সালামাতুহু ওয়াসালম বলেছেন : তাকে পানি দিয়ে ঠাণ্ডা কর। তিনি আরও বলেছেন, তা জাহান্নামের তাপসঞ্জাত।

৫৫৭০- وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ صَبَّتِ الْمَاءَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ جَيْبِهَا وَلَمْ يَذْكُرْ فِي حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ أَنَّهَا مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ.

৫৫৭০- قَالَ أَبُو أَحْمَدَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَفْيَانَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ بِشْرِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ-

৫৫৭০. আবু কুরায়ব (র)..... হিশাম (র) থেকে উল্লেখিত সনদে হাদীস বর্ণনা করেন। তবে [আবু কুরায়ব (র)-এর উর্ধ্বতন রাবী] ইবন নুমায়র (র) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, “তার (রোগিণী) ও তার কামিসের গিরেবানের মাঝে পানি ঢেলে দিতেন” আর (অপর উর্ধ্বতন রাবী) উসামা (রা)-এর হাদীসে “তা জাহান্নামের তাপসঞ্জাত” কথাটি তিনি উল্লেখ করেন নি।

আবু আহমাদ বলেন, ইবরাহীম ইবন সুফয়ান বলেন, আমাদের কাছে হাসান ইবন বিশর হাদীস বর্ণনা করেছেন, (তিনি বলেন) আমাদের এই সূত্রে আবু উসামা হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৫৫৭১- حَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ الْحُمَّى مِنْ فَوْرِ جَهَنَّمَ فَأَبْرِدُوهَا بِالْمَاءِ-

৫৫৭১. হানাদ ইবন সারী (র)..... 'আবায়ী ইবন রিফা'আ (র) সূত্রে তাঁর দাদা রাফি' ইবন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আমি বলতে শুনেছি যে, জ্বর জাহান্নামের প্রচণ্ড তাপের অংশ, তাই তোমরা তাকে পানি দিয়ে ঠাণ্ডা কর।

৫৫৭২- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ قَالُوا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ قَالَ حَدَّثَنِي رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ الْحُمَّى مِنْ فَوْرِ جَهَنَّمَ فَأَبْرِدُوهَا عَنْكُمْ بِالْمَاءِ وَلَمْ يَذْكُرْ أَبُو بَكْرٍ عَنْكُمْ وَقَالَ قَالَ أَخْبَرَنِي رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ-

৫৫৭২. আবু বকর ইবন আবু শায়বা, মুহাম্মদ ইবন মুসান্না, মুহাম্মদ ইবন হাতিম (র) ও আবু বকর ইবন নাফি' (র)..... রাফি' ইবন খাদীজ (রা) বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, জ্বর জাহান্নামের তাপ থেকে (উদ্ভূত)। তাই তোমাদের উপর থেকে তাকে পানি দিয়ে ঠাণ্ডা কর। তবে রাবী আবু বকর (র) 'তোমাদের উপর থেকে' উল্লেখ করেননি।

২৭- بَابُ كَرَاهَةِ التَّدَاوْنِي بِاللُّدُونِ-

২৭. পরিচ্ছেদ : মুখে (জোর করে) ওষুধ ঢেলে দেয়া অপসন্দনীয়তা

৫৫৭৩- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَدَدْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي مَرَضِهِ فَأَشَارَ أَنْ لَا تَلْدُونَنِي فَقُلْنَا كَرَاهِيَةَ الْمَرِيضِ لِلدَّوَاءِ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ لَا يَبْقَى مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا لَدَّ غَيْرُ الْعَبَّاسِ فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَدْكُمْ-

৫৫৭৩. মুহাম্মদ ইবন হাতিম (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অসুস্থতাকালে তাঁর মুখে ওষুধ ঢেলে দিলাম; তিনি তখন ইশারা করলেন যে, আমার মুখে ওষুধ ঢেলো না। আমরা বললাম, এটা ওষুধের প্রতি রোগীর বিতৃষ্ণার প্রকাশ। পরে যখন তিনি চেতনা ফিরে পেলেন, তখন বললেন, তোমাদের প্রত্যেকের মুখে ওষুধ ঢেলে দেয়া হবে- তবে আব্বাস ব্যতীত; কারণ তিনি তোমাদের শরীক ছিলেন না।

৫৫৭৪- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَاللَّفْظُ لَزُهَيْرٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ أُخْتُ عُكَّاشَةَ بِنْتِ مِحْصَنٍ قَالَتْ

دَخَلْتُ بَابَنِي لِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ فَبَالَ عَلَيْهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَرَشْتُهُ قَالَتْ وَدَخَلْتُ عَلَيْهِ بَابَنِي لِي قَدْ أَعْلَقْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْعُذْرَةِ فَقَالَ عَلَامَ تَدْعُرُنْ أَوْلَادَ كُنْ بِهَذَا الْعَلَاقِ عَلَيْكَ بِهَذَا الْعُودِ الْهِنْدِيِّ فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ مِنْهَا ذَاتُ الْجَنْبِ يُسْعَطُ مِنَ الْعُذْرَةِ وَيُلْدُ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ-

৫৫৭৪. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া তামিমী, আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা, আমর আন-নাকিদ, যুহায়র ইব্ন হারব ও ইব্ন আবু উমর (র)..... উক্কাশা ইব্ন মিহসান-এর বোন উম্মু কায়স বিন্ত মিহসান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার এক ছেলেকে নিয়ে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গেলাম, যে তখনও (সাধারণ) খাবার গ্রহণের বয়সে পৌঁছেনি বাচ্চাটি তাঁর গায়ে পেশাব করে দিল। তিনি পানি আনালেন এবং তা ঢেলে দিলেন। তিনি বলেন, আর একবার আমি আমার (এক) ছেলেকে নিয়ে তাঁর কাছে প্রবেশ করলাম- যার গলদেশে ব্যথার কারণে আমি তার (নাসারক্রে পাকানো ন্যাকড়া দিয়ে) প্রদাহ নিরাময়ের ব্যবস্থা করেছিলাম। তিনি বললেন, ন্যাকড়ার এ প্রক্রিয়ায় তোমাদের সন্তানদের গলদেশের ব্যথার চিকিৎসা কর কেন? তোমরা (বরং) ভারতীয় চন্দন (আগর কাঠ) ব্যবহার করবে। কেননা তাতে সাতটি (রোগের) উপশম রয়েছে। তার মধ্যে একটি ذَاتُ الْجَنْبِ (নিউমোনিয়া ও শ্বাস কষ্ট) গলা ব্যথায় (টনসিল) নাকে ভারতীয় চন্দনের (আগরের) প্রলেপ দেওয়া হবে, আর ذَاتُ الْجَنْبِ (রাগে চোয়ালের এক পাশ দিয়ে মুখে ঢেলে দিবে)।

৫৫৭৫- وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ زَيْدٍ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ أُمَّ قَيْسٍ بِنْتَ مِحْصَنٍ وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأَوَّلِ اللَّاتِي بَايَعْنَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهِيَ أُخْتُ عُكَّاشَةَ بْنِ مِحْصَنٍ أَحَدِ بَنِي أَسَدِ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ أَخْبَرْتَنِي أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَابَنٍ لَهَا لَمْ يَبْلُغْ أَنْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ وَقَدْ أَعْلَقَتْ عَلَيْهِ مِنَ الْعُذْرَةِ قَالَ يُونُسُ أَعْلَقَتْ غَمَزَتْ فَهِيَ تَخَافُ أَنْ تَكُونَ بِهِ عُذْرَةٌ قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَامَهُ تَدْعُرُنْ أَوْلَادَ دَكُنْ بِهَذَا الْأَعْلَاقِ عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْعُودِ الْهِنْدِيِّ يَعْنِي بِهِ الْكُسْتُ فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ مِنْهَا ذَاتُ الْجَنْبِ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ وَأَخْبَرْتَنِي أَنَّ ابْنَهَا ذَاكَ بَالَ فِي حَجَرٍ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ عَلَى بَوْلِهِ وَلَمْ يَغْسِلْهُ غَسَلًا-

৫৫৭৫. হারমালা ইব্ন ইয়াহইয়া (র)..... উবায়দুল্লাহ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন উতবা ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, উম্মু কায়স বিন্ত মিহসান (রা) তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাতে বায়আত গ্রহণকারিণী প্রাথমিক পর্যায়ের মুহাজির নারীগণের অন্যতম। আর তিনি হলেন বনু আসাদ ইব্ন খুযায়মা-র অন্যতম সদস্য উক্কাশা ইব্ন মিহসান (রা)-এর বোন। রাবী বলেন, তিনি (উম্মু কায়স) আমাকে অবহিত করেছেন যে, তিনি তার একটি ছেলেকে নিয়ে, যে তখনও (সাধারণ) খাবার খাওয়ার বয়সে পৌঁছেনি- রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এলেন, আর তখন তিনি পাকানো ন্যাকড়া নাসারক্রে ঢুকিয়ে ঐ ছেলেটির গলা ব্যথা নিরাময়ের ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। রাবী ইউনুস (র) বলেন اَعْلَقْتُ অর্থ غَمَزْتُ অর্থাৎ গলদেশে ব্যথা বা রক্ত জমার আশঙ্কায় নাসিকারক্রে ন্যাকড়া ঢুকিয়ে নিরাময়ের ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমরা পাকানো ন্যাকড়া ঢুকিয়ে তোমাদের সন্তানদের নিরাময়ের ব্যবস্থা কর কেন? তোমরা (বরং) এ ভারতীয় চন্দন (আগর) ব্যবহার করবে, কারণ তাতে অবশ্যই সাতটি (রোগের) ওষুধ রয়েছে। তার মধ্যে ذَاتُ الْجَنْبِ একটি। রাবী উবায়দুল্লাহ মুসলিম ৫ম খণ্ড—২৮

বলেন, তিনি আমাকে আরও অবহিত করেছেন যে, তার ঐ ছেলেটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোলে পেশাব করে দিল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ কিছু পানি নিয়ে আসতে বললেন এবং তা তার পেশাবের উপরে ঢেলে দিলেন, তবে একেবারে পূর্ণাঙ্গরূপে তা ধুলেন না।

২৮- بَابُ التَّدَاوِيِ بِالْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ-

২৮. পরিচ্ছেদ : কালজিরা দ্বারা চিকিৎসা

৫৫৭৬- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ بْنُ الْمُهَاجِرِ قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ فِي الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ وَالسَّامُ الْمَوْتُ وَالْحَبَّةُ السَّوْدَاءُ الشُّونِيزُ-

وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ عُقَيْلٍ وَفِي حَدِيثِ سُفْيَانَ وَيُونُسَ الْحَبَّةُ السَّوْدَاءُ وَلَمْ يَقُلْ الشُّونِيزُ-

৫৫৭৬. মুহাম্মদ ইব্ন রুম্হ ইব্ন মুহাজির (র)..... আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, কালজিরায় প্রতিটি রোগের উপশম রয়েছে- তবে ‘আস্-সাম’ (السَّامُ) থেকে নয় আর ‘আস্-সাম’ হল মৃত্যু। আর ‘হাব্বাতুস সাওদা’ হল (স্থানীয় ভাষায়) ‘শুনীয’ (অর্থাৎ কালজিরা)।

আবু তাহির, হারমালা ইব্ন ইয়াহইয়া, আবু বাকর ইব্ন আবু শায়বা, আমর আন-নাকিদ, যুহায়র ইব্ন হার্ব ইব্ন আবু উমর, আব্দ ইব্ন হুমায়দ ও আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুর রহমান আদ-দারিমী (র)..... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে (পূর্বোল্লিখিত) উকায়ল (র)-এর হাদীসের অনুরূপ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। তবে (দ্বিতীয় সনদে) সুফয়ান (র) ও (প্রথম সনদে) ইউনুস (র)-এর হাদীসে ‘الْحَبَّةُ السَّوْدَاءُ’ রয়েছে। (তার ব্যাখ্যায়) তিনি ‘শুনীয’ বলেননি।

৫৫৭৭- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَا مِنْ دَاءٍ إِلَّا فِي الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ مِنْهُ شِفَاءٌ إِلَّا السَّامُ-

৫৫৭৭. ইয়াহইয়া ইব্ন আইউব, কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও ইব্ন হুজর (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মৃত্যু ব্যতীত এমন কোনও রোগ নেই কালজিরায় যার শিফা নেই।

২৭- بَابُ التَّلْبِينَةِ مُجِمَّةٌ لِفُؤَادِ الْمَرِيضِ-

২৯. পরিচ্ছেদ : তালবীনা (সাণ্ড-বার্লি, তরল হালুয়া) প্রসঙ্গে

৫৫৭৮. আবদুল মালিক ইব্ন শুআয়ব ইব্ন লাইস ইব্ন সা'দ (র)..... উরওয়া (র) সূত্রে নবী ﷺ-এর স্ত্রী আয়েশা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তাঁর নিয়ম ছিল, যখন তার পরিবারের কোন লোক মারা যেত এবং সে উপলক্ষে মহিলাগণ সমবেত হতো, পরে পরিবারের লোক ও বিশিষ্টরা (আত্মীয়) ব্যতীত অন্যরা চলে যেত, তখন তিনি এক ডেকচি তালবীনা^১ রান্না করার নির্দেশ দিতেন। তা রান্না করা হতো; তারপর 'সারীদ' তৈরি করে তালবীনা তার ওপর ঢেলে দেওয়া হতো। এরপর তিনি বলতেন, এটা থেকে আহাৰ কর। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, 'তালবীনা' রোগীর অন্তর প্রশান্ত করে এবং দুঃখ কিছুটা প্রশমিত করে।

৩০- بَابُ التَّدَاوِيِّ بِسَقْيِ الْعَسَلِ

৩০. পরিচ্ছেদ : মধুপান করানো দ্বারা চিকিৎসা প্রসঙ্গে

৫৫৭৯- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنَّ أَخِي اسْتَطْلَقَ بَطْنَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اسْقِهِ عَسَلًا فَسَقَاهُ ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ إِنِّي سَقَيْتُهُ فَلَمْ يَزِدْهُ إِلَّا اسْتَطْلَقًا فَقَالَ لَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ جَاءَ الرَّابِعَةُ فَقَالَ اسْقِهِ عَسَلًا فَقَالَ لَقَدْ سَقَيْتُهُ فَلَمْ يَزِدْهُ إِلَّا اسْتَطْلَقًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَدَقَ اللَّهُ وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ فَسَقَاهُ فَبَرَأَ-

وَحَدَّثَنِيهِ عُمَرُو بْنُ زُرَّارَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِي ابْنَ عَطَاءٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِي عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ إِنَّ أَخِي عَرِبَ بَطْنَهُ فَقَالَ لَهُ اسْقِهِ عَسَلًا بِمَعْنَى حَدِيثِ شُعْبَةَ-

১. তালবীনা : আটা বা আটার ভূষি দিয়ে তৈরি এক প্রকার তরল খাবার মধু মিশ্রিত যেমন চাউলের গুঁড়া দিয়ে তৈরি তরল হালুয়া বা সাণ্ড-বার্লি ইত্যাদি।

৫৫৭৯. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বলল, আমার ভাইয়ের দাস্ত হচ্ছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তাকে মধুপান করাও। সে তাকে মধুপান করাল পরে এসে বলল, আমি তাকে মধুপান করিয়েছি কিন্তু তার দাস্ত আরও বেড়ে গেছে। তিনি এভাবে তাকে তিনবার বললেন। তারপর লোকটি চতুর্থবার এসে বললে, নবীজী ﷺ বললেন : তাকে মধুপান করাও। লোকটি বলল, মধুপান করিয়েছি কিন্তু দাস্ত বেড়ে যাচ্ছে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আল্লাহই সত্য বলেছেন, তোমার ভাইয়ের পেট মিথ্যা বলেছেন। তারপর আবার তাকে পান করালে সে ভাল হয়ে গেল।

আমর ইব্ন যুরারা (র).....আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আসলেন এবং বললেন, আমার ভাইয়ের পেট খারাপ হয়েছে। অতঃপর তিনি তাকে বললেন, ওকে মধুপান করাও। এটি শুবার হাদীসের অর্থযুক্ত বর্ণনায় বর্ণিত।

৩১- بَابُ الطَّاعُونَ وَالطَّيْرَةِ وَالْكَهَانَةِ وَنَحْوَهَا-

৩১. পরিচ্ছেদ : প্লেগ, কুলক্ষণ ও জ্যোতিষীর গণনা ইত্যাদি

৫৫৮০. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ وَأَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَسْأَلُ أُسَامَةَ ابْنَ زَيْدٍ مَاذَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الطَّاعُونَ فَقَالَ أُسَامَةُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الطَّاعُونَ رَجَزٌ أُرْسِلَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَوْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ وَقَالَ أَبُو النَّضْرِ لَا يُخْرِجُكُمْ إِلَّا فِرَارًا مِنْهُ-

৫৫৮০. ইয়াহুইয়া ইব্ন ইয়াহুইয়া (র)..... আমির (র) থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁর পিতা সা'দ ইব্ন আবু ওয়াক্কাস (রা)-কে উসামা ইব্ন যায়দ (রা)-কে এ মর্মে জিজ্ঞাসা করতে শুনেছেন যে, আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে প্লেগ সম্পর্কে কি শুনেছেন? তখন উসামা (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : প্লেগ একটি শাস্তি যা বনী ইসরাঈল কিংবা (বর্ণনা সন্দেহ) তোমাদের পূর্বে যারা ছিল তাদের উপরে পাঠানো হয়েছিল। সুতরাং তোমরা কোন এলাকায় প্লেগের কথা শুনে সেখানে যেও না। আর কোন এলাকায় প্লেগ দেখা দিলে এবং তোমরা সেখানে অবস্থানরত থাকলে সেখান থেকে পলায়ন করার জন্য বের হবে না। রাবী আবু নাযর (র) বলেছেন, শুধু পলায়নের উদ্দেশ্যে সে স্থান ত্যাগ করা, এমন কর না।

৫৫৮১- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنُ قَعْنَبٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ وَنَسَبَهُ ابْنُ قَعْنَبٍ فَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقُرَشِيُّ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الطَّاعُونَ آيَةُ الرَّجَزِ ابْتَلَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ نَاسًا مِنْ عِبَادِهِ فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَفِرُّوا مِنْهُ هَذَا حَدِيثُ الْقَعْنَبِيِّ وَقُتَيْبَةَ نَحْوَهُ-

৫৫৮১. আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা ইব্ন কা'নাব ও কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)..... উসামা ইব্ন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : প্লেগ আযাবের আলামত। মহীয়ান গরীয়ান আল্লাহ পাক তা দিয়ে তাঁর বান্দাদের কিছু লোককে বিপদগ্রস্ত করেন। সুতরাং কোন এলাকায় এর প্রাদুর্ভাবের সংবাদ পেলে তোমরা সেখানে যেও না। আর তোমরা কোন এলাকায় অবস্থানকালে সেখানে প্লেগ দেখা দিলে সেখান থেকে পলায়ন করবে না। এ বর্ণনা কা'নাব-এর। আর কুতায়বা (র)-এর বর্ণনাও অনুরূপ।

৫৫৮২- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أُسَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ هَذَا الطَّاعُونَ رَجَزٌ سُلِّطَ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَوْ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فَإِذَا كَانَ بِأَرْضٍ فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا فِرَارًا مِنْهُ وَإِذَا كَانَ بِأَرْضٍ فَلَا تَدْخُلُوهَا-

৫৫৮২. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন নুমায়র (র)..... উসামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : এ প্লেগ একটি আযাব, যা তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপরে কিংবা বনী ইসরাঈলের উপরে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। অতএব কোন এলাকায় তা দেখা দিলে তা থেকে পলায়নের উদ্দেশ্যে সে এলাকা ত্যাগ করো না। আর কোন এলাকায় প্লেগ দেখা দিলে সেখানে প্রবেশ করো না।

৫৫৮৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّ عَامِرَ بْنَ سَعْدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ عَنِ الطَّاعُونَ فَقَالَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَنَا أَخْبَرُكَ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هُوَ عَذَابٌ أَوْ رَجَزٌ أَرْسَلَهُ اللَّهُ عَلَى طَائِفَةٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَوْ نَاسٍ كَانُوا قَبْلَكُمْ فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَدْخُلُوهَا عَلَيْهِ وَإِذَا دَخَلَهَا عَلَيْكُمْ فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا فِرَارًا-

৫৫৮৩. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম (র)..... আমির ইব্ন সা'দ (র) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি সা'দ ইব্ন আবু ওয়াক্কাস (রা)-কে প্লেগ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে উসামা ইব্ন যায়দ (রা) বললেন, আমি সে বিষয়ে তোমাকে অবহিত করছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তা একটি আযাব কিংবা একটি শাস্তি যা আল্লাহ পাক বনী ইসরাঈলের একটি উপদল কিংবা তোমাদের পূর্ববর্তী কোন একদল লোকের উপরে পাঠিয়েছিলেন। সুতরাং কোন এলাকায় তার কথা শুনলে সেখানে তার উপরে (প্লেগকে পরোয়া না করে) তোমরা প্রবেশ করো না; আর কোন এলাকায় তোমাদের উপরে তা এসে পড়লে সেখান থেকে পলায়নের উদ্দেশ্যে বের হয়ো না।

৫৫৮৪- وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ كِلَاهُمَا عَنْ عَمْرٍو بْنِ دِينَارٍ بِإِسْنَادِ ابْنِ جُرَيْجٍ نَحْوَ حَدِيثِهِ-

৫৫৮৪. আবু রবী' সুলায়মান ইব্ন দাউদ, কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা (রা)..... আমর ইব্ন দীনার (র) থেকে ইব্ন জুরায়জ (র)-এর সনদে তাঁর বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস রিওয়াযাত করেছেন।

৫৫৮৫- حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو وَحَرَمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ هَذَا الْوَجَعَ أَوْ السَّقَمَ رَجَزٌ عَذَّبَ بِهِ بَعْضُ الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ ثُمَّ بَقِيَ بَعْدُ بِالْأَرْضِ فَيَذْهَبُ الْمَرَّةَ وَيَأْتِي الْآخَرَى فَمَنْ سَمِعَ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا يَقْدَمَنَّ عَلَيْهِ وَمَنْ وَقَعَ بِأَرْضٍ وَهُوَ بِهَا فَلَا يُخْرِجَنَّ الْفِرَارُ مِنْهُ-

৫৫৮৫. আবু তাহির আহমদ ইবন আমর ও হারামালা ইবন ইয়াহইয়া (র)..... উসামা ইবন যায়দ (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন : এ ব্যাধি বা পীড়া একটি শাস্তি যা দিয়ে তোমাদের পূর্বকার কোন উম্মাতকে আযাব দেয়া হয়েছে। পরে তা পৃথিবীতে (বিদ্যমান) রয়ে গেছে। তাই এক সময় তা চলে যায়, আর এক সময় তা এসে পড়ে। সুতরাং যে ব্যক্তি কোন এলাকায় তার কথা শুনতে পায় সে যেন সেখানে না যায়, আর যে ব্যক্তি কোথাও থাকা অবস্থায় সেখানে তা এসে পড়ে, পলায়নের ইচ্ছা যেন তাকে সেখান থেকে বের না করে।

৫৫৮৬- وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِإِسْنَادٍ يُونُسَ نَحْوَ حَدِيثِهِ-

৫৫৮৬. আবু কামিল জাহ্দারী (র)..... যুহরী (র) থেকে ইউনুস (র)-এর সনদে তাঁর বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন।

৫৫৮৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ حَبِيبٍ قَالَ كُنَّا بِالْمَدِينَةِ فَبَلَغَنِي أَنَّ الطَّاعُونَ قَدْ وَقَعَ بِالْكُوفَةِ فَقَالَ لِي عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ وَغَيْرُهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا كُنْتَ بِأَرْضٍ فَوَقَعَ بِهَا فَلَا تَخْرُجْ مِنْهَا وَإِذَا بَلَغَكَ أَنَّهُ بِأَرْضٍ فَلَا تَدْخُلُهَا قَالَ قُلْتُ عَنْ مَنْ قَالُوا عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ يُحَدِّثُ بِهِ قَالَ فَاتَيْتُهُ فَقَالُوا غَائِبٌ قَالَ فَلَقِيتُ أَخَاهُ إِبْرَاهِيمَ ابْنَ سَعْدٍ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ شَهِدْتُ أُسَامَةَ يُحَدِّثُ سَعْدًا فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ هَذَا الْوَجَعَ رَجَزٌ أَوْ عَذَابٌ أَوْ بَقِيَّةُ عَذَابٍ عَذَّبَ بِهِ أَنْاسٌ مِنْ قَبْلِكُمْ فَإِذَا كَانَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا وَإِذَا بَلَغَكُمْ أَنَّهُ بِأَرْضٍ فَلَا تَدْخُلُوهَا قَالَ حَبِيبٌ فَقُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ أَنْتَ سَمِعْتَ أُسَامَةَ يُحَدِّثُ سَعْدًا وَهُوَ لَا يَنْكَرُ قَالَ نَعَمْ-

৫৫৮৭. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র)..... হাবীব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা মদীনাতে অবস্থান করছিলাম। তখন আমার কাছে খবর পৌঁছল যে, কূফায় প্লেগ দেখা দিয়েছে। তখন আতা ইবন ইয়াসার (রা) প্রমুখ আমাকে বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তুমি যখন কোন এলাকায় থাকবে, সেখানে তা (প্লেগ) দেখা দিলে সেখান থেকে বের হয়ো না। আর যদি তোমার কাছে সংবাদ পৌঁছে যে, তা কোন এলাকায় রয়েছে, তা হলে সেখানে যেও

না। রাবী বলেন, আমি বললাম, এ রিওয়ায়াত কার তরফ থেকে? তাঁরা বললেন, আমির ইব্ন সা'দ (র) থেকে তিনি তা বর্ণনা করে থাকেন। রাবী বলেন, তখন আমি তাঁর কাছে গেলাম। তারা বলল, তিনি বাড়িতে নেই। তখন আমি তাঁর ভাই ইবরাহীম ইব্ন সা'দ (র)-এর সাথে দেখা করে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, উসামা (রা) যখন সা'দকে হাদীস শোনাচ্ছিলেন, তখন আমি হাযির ছিলাম। তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, এ ব্যাধি একটি শাস্তি কিংবা একটি আযাব কিংবা আযাবের অবশিষ্টাংশ — যা দিয়ে তোমাদের পূর্বকার কতক লোককে শাস্তি দেয়া হয়েছিল। সুতরাং কোন এলাকায় তোমাদের অবস্থানকালে যদি তা দেখা দেয়, তখন সেখান থেকে তোমরা বের হয়ো না। আর যদি তোমাদের কাছে সংবাদ পৌঁছে যে, তা কোন এলাকায় রয়েছে, তাহলে সেখানে যেও না। হাবীব (র) বলেন, তখন আমি ইবরাহীম (র)-কে বললাম, আপনি কি শুনেছেন যখন উসামা (রা) সা'দ (রা)-এর কাছে হাদীস বর্ণনা করছিলেন, আর তিনি তাতে প্রতিবাদ করেননি? তিনি বললেন, হ্যাঁ।

৫৫৮৮- وَحَدَّثَنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ قِصَّةَ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ فِي أَوَّلِ الْحَدِيثِ-

৫৫৮৮. উবায়দুল্লাহ ইব্ন মুআয (র)..... শু'বা (র) এ সনদে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি হাদীসের প্রারম্ভে আতা ইব্ন ইয়াসার (র) সম্পর্কিত বিবরণ বিবৃত করেন নি।

৫৫৮৯- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ وَخُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالُوا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَعْنَى حَدِيثِ شُعْبَةَ-

৫৫৮৯. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা (র)..... সাদ ইব্ন মালিক (রা), খুযায়মা ইব্ন সাবিত (রা) ও উসামা ইব্ন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :..... এরপর শু'বা (র)-এর হাদীসের মর্মানুযায়ী হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন।

৫৫৯০- وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ كِلَاهُمَا عَنْ جَرِيرٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ كَانَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَسَعْدٌ جَالِسَيْنِ يَتَحَدَّثَانِ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ

وَحَدَّثَنِيهِ وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةٍ قَالَ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ يَعْنِي الطَّحَّانَ عَنْ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ-

৫৫৯০. উসমান ইব্ন আবু শায়বা ও ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র)..... ইবরাহীম ইব্ন সা'দ ইব্ন আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উসামা ইব্ন যায়দ (রা) ও সা'দ (রা) বসে বসে কথা বলছিলেন। তাঁরা দু'জন বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : (পূর্বোল্লিখিত) রাবীদের হাদীসের ন্যায়।

ওয়াহ্ব ইব্ন বাকিয়া (র)..... ইবরাহীম ইব্ন সা'দ ইব্ন মালিক (র), তাঁর পিতা (সা'দ) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে পূর্বোল্লিখিত রাবীদের হাদীসের অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

৫৫৯১- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْخَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ حَتَّى إِذَا كَانَ بِسِرْعَ لَقِيَهُ أَهْلُ الْأَجْنَادِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ وَأَصْحَابُهُ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ عُمَرُ أَدْعُ لِيَ الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ فَدَعَوْتُهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ فَاخْتَلَفُوا فَقَالَ بَعْضُهُمْ قَدْ خَرَجْتَ لِأَمْرٍ وَلَا نَرَى أَنْ تَرْجِعَ عَنْهُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ مَعَكَ بَقِيَّةُ النَّاسِ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَا نَرَى أَنْ تَقْدِمَهُمْ عَلَى هَذَا الْوَبَاءِ قَالَ ارْتَفِعُوا عَنِّي ثُمَّ قَالَ أَدْعُ لِيَ الْأَنْصَارِ فَدَعَوْتُهُمْ لَهُ فَاسْتَشَارَهُمْ فَسَلَكُوا سَبِيلَ الْمُهَاجِرِينَ وَاخْتَلَفُوا كَاخْتِلَافِهِمْ فَقَالَ ارْتَفِعُوا عَنِّي ثُمَّ قَالَ أَدْعُ لِيَ مَنْ كَانَ هَهُنَا مِنْ مَشِيخَةٍ قُرَيْشٍ مِنْ مُهَاجِرَةِ الْفَتْحِ فَدَعَوْتُهُمْ فَلَمْ يَخْتَلِفْ عَلَيْهِ رَجُلَانِ فَقَالُوا نَرَى أَنْ تَرْجِعَ بِالنَّاسِ وَلَا تَقْدِمَهُمْ عَلَى هَذَا الْوَبَاءِ فَنَادَى عُمَرُ فِي النَّاسِ إِنِّي مُصْبِحٌ عَلَى ظَهْرٍ فَأَصْبَحُوا عَلَيْهِ فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ أَفِرَارًا مِنْ قَدَرِ اللَّهِ فَقَالَ عُمَرُ لَوْ غَيْرُكَ قَالَهَا يَا أَبَا عُبَيْدَةَ وَكَانَ عُمَرُ يَكْرَهُ خِلَافَهُ نَعَمْ نَفَرُ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ إِلَى قَدَرِ اللَّهِ أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَتْ لَكَ ابِلٌ فَهَبَطْتَ وَادِيًا لَهُ عُدْوَتَانِ أَحَدَاهُمَا خَصْبَةٌ وَالْأُخْرَى جَدْبَةٌ أَلَيْسَ إِنْ رَعَيْتَ الْخَصْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللَّهِ وَإِنْ رَعَيْتَ الْجَدْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللَّهِ قَالَ فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَكَانَ مُتَغَيِّبًا فِي بَعْضِ حَاجَتِهِ فَقَالَ إِنْ عِنْدِي مِنْ هَذَا عِلْمًا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بَارِضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ قَالَ فَحَمِدَ اللَّهُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ثُمَّ انْصَرَفَ-

৫৫৯১. ইয়াহুইয়া ইবন ইয়াহুইয়া তামীমী (র)..... আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, উমর (রা) শাম-এর দিকে রওনা হলেন। 'সারগ' পর্যন্ত পৌছলে 'আজনাড' অধিবাসীদের (প্রতিনিধি ও অধিনায়ক) আবু উবায়দা ইবন জাররাহ (রা) ও তাঁর সহকর্মীগণ তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করলেন। তখন তাঁরা অবহিত করলেন শামে মহামারী শুরু হয়ে গিয়েছে। ইবন আব্বাস (রা) বলেন, তখন উমর (রা) বললেন, প্রথম যুগের মুহাজিরদের আমার কাছে ডেকে আন। আমি তাদের ডেকে আনলে তিনি তাঁদের পরামর্শ চাইলেন এবং তাঁদের খবর দিলেন যে, শামে মহামারী শুরু হয়ে গিয়েছে। তাঁরা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়লেন। তাঁদের কেউ কেউ বললেন, আপনি একটা বিশেষ কাজের উদ্দেশ্যে বের হয়েছেন, তাই আমরা আপনার ফিরে যাওয়া যুক্তিযুক্ত মনে করি না। আর কেউ কেউ বললেন, আপনার সাথে রয়েছে (শীর্ষ স্থানীয়) প্রবীণ ব্যক্তি এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর (বিশিষ্ট) সাহাবীগণ। তাই আমরা তাঁদেরকে এ মহামারীর মুখে এগিয়ে দেওয়া যুক্তিযুক্ত মনে করি না। তিনি বললেন, আপনারা উঠুন। এরপর বললেন, আনসারীদের আমার কাছে ডেকে আন। আমি তাঁদেরকে তাঁর কাছে ডেকে আনলে তিনি তাঁদের কাছেও পরামর্শ চাইলেন। তাঁরা মুহাজিরদের পথ অনুসরণ করলেন এবং মুহাজিরগণের ন্যায় তাঁদের মধ্যেও মতপার্থক্য

হল। তিনি বললেন, আপনারা উঠুন! এরপর তিনি বললেন, (মক্কা) বিজয়ের আগে হিজরতকারী কুরায়শের মুরব্বীদের যারা এখানে রয়েছেন, তাঁদের আমার কাছে ডেকে আন। আমি তাঁদের ডেকে আনলাম। তাঁদের দু'জনও কিন্তু দ্বিমত পোষণ করলেন না। তাঁরা (সকলেই) বললেন, আমরা যুক্তিযুক্ত মনে করি যে, আপনি লোকদের নিয়ে ফিরে যান এবং তাঁদেরকে এ মহামারীর মুখে এগিয়ে দিবেন না। তখন উমর (রা) লোকদের মাঝে ঘোষণা দিলেন, আমি ফজর পর্যন্ত সওয়ারীর উপর থাকবো, তোমরাও (ফজর পর্যন্ত সওয়ারীর উপর) অবস্থান কর। তখন আবু উবায়দা ইবন জাররাহ (রা) উমর (র)-কে বললেন, আল্লাহর তাকদীর থেকে পলায়ন করে? তখন উমর (রা) বললেন, হে আবু উবায়দা! তুমি ভিন্ন অন্য কেউ এ কথা বললে..... (রাবী বলেন) উমর (রা) তাঁর বিরুদ্ধাচরণ অপসন্দ করতেন (তিনি বললেন) হ্যাঁ, আমরা আল্লাহর তাকদীর থেকে আল্লাহরই তাকদীরের দিকে পলায়ন করছি। তোমার যদি একপাল উট থাকে আর তুমি একটি উপত্যকায় অবতীর্ণ হওয়ার পর দেখ যে, দু'টি প্রান্তর রয়েছে, যার একটি সবুজ শ্যামল অপরটি তৃণশূন্য; সে ক্ষেত্রে তুমি যদি সবুজ শ্যামল প্রান্তরে (উট) চরাও, তাহলে আল্লাহর তাকদীরেই সেখানে চরাবে, আর যদি তৃণশূন্য প্রান্তরে চরাও, তাহলেও আল্লাহর তাকদীরেই সেখানে চরাবে। রাবী বলেন, এ সময় আবদুর রাহমান ইবন আওফ (রা) এলেন, তিনি (এতক্ষণ) তাঁর কোন প্রয়োজনে অনুপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, এ বিষয়ে আমার কাছে (হাদীসের) ইলম রয়েছে। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যখন তোমরা কোন এলাকায় এর সংবাদ শুনতে পাও, তখন তার উপরে (দুঃসাহস দেখিয়ে) এগিয়ে যেয়ো না। আর যখন কোন দেশে রোমাদের সেখানে থাকা অবস্থায় দেখা দেয়, তখন তা থেকে পলায়ন করে বেরিয়ে পড়ো না। রাবী বলেন, তখন উমর (রা) আল্লাহর হাম্দ করলেন। তারপর চলে গেলেন।

৫৫৯২- وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا وَقَالَ الْاِخْرَانِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكٍ وَزَادَ فِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ قَالَ وَقَالَ لَهُ أَيْضًا أَرَأَيْتَ أَنَّهُ لَوْ رَعَى الْجَدْبَةَ وَتَرَكَ الْخَصْبَةَ أَكُنْتُ مُعْجِزُهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَسِرُّ إِذَا قَالَ فَسَارَ حَتَّى آتَى الْمَدِينَةَ فَقَالَ هَذَا الْمَحِلُّ أَوْ قَالَ هَذَا الْمَنْزِلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى - وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ إِنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَهُ وَلَمْ يَقُلْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ -

৫৫৯২. ইসহাক ইবন ইবরাহীম, মুহাম্মদ ইবন রাফি ও আব্দ ইবন হুমায়দ (র)..... মা'মার (র) উক্ত সনদে মালিক (র) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। মা'মার (র)-এর হাদীসে অধিক বলেছেন : রাবী বলেন [উমর রা)] আবু উবায়দাকে আরো বললেন, বল তো, সে যদি তৃণশূন্য প্রান্তরে চরায় আর সবুজ শ্যামল প্রান্তর বর্জন করে, তা হলে তুমি কি তাকে অক্ষম সাব্যস্ত করবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তা হলে এবার চল। রাবী বলেন, পরে সফর করে মদীনায় উপনীত হয়ে তিনি বললেন, এটি অবস্থানস্থল কিংবা তিনি বললেন, এটিই অবতরণ স্থান ইনশাআল্লাহ।

আবু তাহির ও হারমালা ইবন ইয়াহইয়া (র)..... ইবন শিহাব (র) হতে উল্লেখিত সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি বলেছেন আবদুল্লাহ ইবন হারিস তাকে হাদীস' বর্ণনা করেছেন এবং তিনি عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ বলেন নি।

৫৫৭৩- وَحَدَّثَنَا يُحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّ عُمَرَ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ فَلَمَّا جَاءَ سَرَعَ بَلَّغَهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ فَأَخْبَرَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدُمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ فَرَجَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِنْ سَرَعٍ وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عُمَرَ إِنَّمَا أَنْصَرَفَ بِالنَّاسِ عَنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ-

৫৫৭৩. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া (র)..... আবদুল্লাহ ইব্ন আমির ইব্ন রাবী'আ (র) থেকে বর্ণিত যে, উমর (রা) শামের সফরে বের হলেন, 'সারাগ' পর্যন্ত গেলে তাঁর কাছে (সংবাদ) পৌঁছল যে, শামে মহামারী দেখা দিয়েছে। তখন আবদুর রাহমান ইব্ন আওফ (রা) তাঁকে (হাদীস) অবহিত করলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ তোমরা যখন কোন এলাকায় মহামারী (-র সংবাদ) শুনবে, তখন এর উপরে (দুঃসাহস দেখিয়ে) এগিয়ে যাবে না। আর যখন কোন এলাকায় তা দেখা দিবে, যখন তোমরা সেখানে রয়েছ, তখন তা থেকে পালিয়ে বের হয়ে যাবে না। এর পরে উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) সারাগ থেকে ফিরে গেলেন। সালিম ইব্ন আবদুল্লাহ (ইব্ন উমর) (রা) থেকে ইব্ন শিহাব (র)-এর রিওয়ায়াতে রয়েছে যে, আবদুর রাহমান ইব্ন আওফ (রা)-এর হাদীসের কারণেই উমর (রা) লোকদের নিয়ে ফিরে গিয়েছিলেন।

২২- بَابُ لَا عَدْوَى وَلَا طَيْرَةَ وَلَا هَامَةً وَلَا صَفَرَ وَلَا نَوَّءَ وَلَا غَوْلَ وَلَا يُورَدُ مُمْرَضٌ عَلَى مُصِحٍّ-

৩২. অনুচ্ছেদ : সংক্রমণ, কুলক্ষণ, পাখির (পেঁচার) কুলক্ষণ, ক্ষুধায় পেট কামড়ানো পোকা, নক্ষত্র প্রভাবে বর্ষণ ও পথ বিভ্রমের ভূত-প্রেতের অস্তিত্ব নেই এবং অসুস্থ উটের মালিক তার উট সুস্থ উটের নিকট আনবে না

৫৫৭৪- حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرَمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لِأَبِي الطَّاهِرِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَحَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ حِينَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا عَدْوَى وَلَا صَفَرَ وَلَا هَامَةً فَقَالَ أَعْرَابِي يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَمَا بَالُ الْأَبْلِ تَكُونُ فِي الرَّمْلِ كَأَنَّهَا الظُّبَاءُ فَيَجِيءُ الْبَعِيرُ الْأَجْرَبُ فَيَدْخُلُ فِيهَا فَيُجْرِبُهَا كُلُّهَا قَالَ فَمَنْ أَعْدَى الْأَوَّلَ-

৫৫৭৪. আবু তাহির ও হারমালা ইব্ন ইয়াহইয়া (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। (এ হাদীস সে সময়ের) যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : সংক্রামক ব্যাধি, (ক্ষুধায় পেট কামড়ানো) কীট (বা সফর মাসের অগ্রপশ্চাৎকরণ) ও পাখির (পেঁচার) কুলক্ষণ বলে কিছু নেই। তখন এক বেদুঈন আরব বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তা হলে সে উট পালের অবস্থা কি, যা কোন বালুকাময় ভূমিতে থাকে, সেগুলো যেন (সুগ্ৰী) সবল। তারপর সেখানে পাঁচড়া আক্রান্ত (কোন) উট এসে তাদের মাঝে ঢুকে পড়ে তাদের সবগুলোকে পাঁচড়ায় আক্রান্ত করে দেয়? তিনি বললেন, তা হলে প্রথম (উট)-টিকে কে সংক্রমিত করেছিল?

৫৫৯৫- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَحَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَغَيْرُهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا عَدُوِّي وَلَا طَيْرَةَ وَلَا صَفَرَ وَلَا هَامَةَ فَقَالَ أَعْرَابِي يَا رَسُولَ اللَّهِ بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ-

৫৫৯৫. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম ও হাসান হুলওয়ানী ও আবু সালামা ইব্ন আবদুর রাহমান (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সংক্রামক ব্যাধি, কুলক্ষণ, (ক্ষুধায় পেট কামড়ানো) কীট ও পাখির (পেঁচার) কুলক্ষণ (মৃতের পেঁচার রূপ ধারণের কুসংস্কার)-এর অস্তিত্ব নেই। তখন এক বেদুঈন আরব বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ!...পূর্বোক্ত ইউনুস (র) বর্ণিত উক্ত হাদীসের অনুরূপ।

৫৫৯৬- وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سِنَانُ بْنُ أَبِي سِنَانَ الدُّوَلِيُّ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا عَدُوِّي فَقَامَ أَعْرَابِيٌّ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ وَصَالِحٍ وَعَنْ شُعَيْبٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ أُخْتِ نَمِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا عَدُوِّي وَلَا صَفَرَ وَلَا هَامَةَ-

৫৫৯৬. আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুর রাহমান দারিমী, সিনান ইব্ন আবু সিনান দু'আলী (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন নবী ﷺ বলেছেন : সংক্রামক বলতে কিছু নেই।.....। তখন এক বেদুঈন আরব দাঁড়াল,..... এর পরের অংশ ইউনুস ও সালিহ (র)-এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (পূর্বোক্ত সনদে) যুহরী (র) বলেন, সাইব ইব্ন ইয়াযীদ, নামির (র)-এর ভাগ্নে বলেছেন, নবী ﷺ বলেছেন : সংক্রামক ব্যাধি, ক্ষুধায় পেট কামড়ানো কীট এবং পাখির কুলক্ষণ-এর অস্তিত্ব নেই।

৫৫৯৭- وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا عَدُوِّي وَيُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ قَالَ أَبُو سَلَمَةَ كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُهُمَا كِلَتَيْهِمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ صَمَتَ أَبُو هُرَيْرَةَ بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ قَوْلِهِ لَا عَدُوِّي وَأَقَامَ عَلَى أَنْ لَا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ قَالَ فَقَالَ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي ذُبَابٍ وَهُوَ ابْنُ عَمِّ أَبِي هُرَيْرَةَ قَدْ كُنْتُ أَسْمَعُكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ تُحَدِّثُنَا مَعَ هَذَا الْحَدِيثِ حَدِيثًا آخَرَ قَدْ سَكَتَ عَنْهُ كُنْتُ تَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا عَدُوِّي فَأَبَى أَبُو هُرَيْرَةَ أَنْ يَعْرِفَ ذَلِكَ وَقَالَ لَا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ فَمَارَاهُ الْحَارِثُ فِي ذَلِكَ حَتَّى غَضِبَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَرَطَنَ بِالْحَبَشِيَّةِ فَقَالَ لِلْحَارِثِ أَتَدْرِي مَاذَا قُلْتُ قَالَ لَا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِنِّي قُلْتُ أَبَيْتُ قَالَ أَبُو سَلَمَةَ وَلَعَمْرِي لَقَدْ كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا عَدُوِّي فَلَا أَدْرِي أُنْسِيَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَوْ نَسَخَ أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ الْآخَرَ-

৫৫৯৭. আবু তাহির ও হারমালা (র)..... আবু সালামা ইবন আবদুর রাহমান ইবন আওফ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সংক্রমণ (-এর অস্তিত্ব) নেই। তিনি আরও হাদীস বর্ণনা করতেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : অসুস্থ উটপালের মালিক (অসুস্থ উটগুলোকে) সুস্থ উটপালের মালিকের (উটের) কাছে আনবে না। আবু সালামা (র) বলেন, আবু হুরায়রা (রা) এ দু'টি হাদীসই রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করতেন। পরে আবু হুরায়রা (রা) তাঁর (প্রথম হাদীসের) 'সংক্রমণ..... নেই' বলা থেকে নীরব থাকেন এবং অসুস্থ উটপালের মালিক সুস্থ উটপালের মালিকের কাছে আনবে না-এর বর্ণনায় দৃঢ় থাকেন। রাবী বলেন, (একদিন) হারিস ইবন আবু যুবাব (র), তিনি আবু হুরায়রা (রা)-এর চাচাত ভাই, বললেন, হে আবু হুরায়রা! আমি তে শুনতে পেতাম যে, আপনি এ হাদীসের সাথে আরও একটি হাদীস আমাদের কাছে রিওয়ায়াত করতেন, যা বর্ণনায় আপনি এখন নীরব থাকছেন। আপনি বলতেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : 'সংক্রমণ..... নেই'। তখন আবু হুরায়রা (রা) তা মেনে নিতে অস্বীকার করলেন এবং বললেন, 'অসুস্থ পালের মালিক সুস্থপালের মালিকের কাছে নিয়ে যাবে না। তখন হারিস (র) এ ব্যাপারে তাঁর সাথে বিতর্কে লিপ্ত হলেন। ফলে আবু হুরায়রা (রা) রাগান্বিত হয়ে হাবশী ভাষায় কিছু বললেন। তিনি হারিস (র)-কে বললেন, তুমি কি বুঝতে পেরেছো, আমি কি বলেছি? তিনি বললেন, না। আবু হুরায়রা (রা) বললেন, আমি বলেছি, আমি অস্বীকার করছি। আবু সালামা (র) বলেন, আমার জীবনের শপথ। আবু হুরায়রা (রা) অবশ্যই আমাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করতেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন 'সংক্রমণ..... নেই'। এখন আমি জানি না যে, আবু হুরায়রা (রা) ভুলে গেলেন, নাকি একটি অপরটিকে রহিত (মানসূখ) করে দিয়েছে।

৫৫৯৮. মুহাম্মদ ইবন হাতিম ও আব্দ ইবন হুমায়দ (র)..... আবু সালাম (র) থেকে বর্ণিত যে, আবু হুরায়রা (রা) হাদীস বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সংক্রমণ (-এর বাস্তবতা) নেই। ঐ সাথে রিওয়ায়াত করতেন অসুস্থ উট পালের মালিক (তার অসুস্থ উট) অন্য সুস্থ উটপালের মালিকের (উটের) কাছে নিয়ে আসবে না। বাকী অংশ রাবী ইউনুস (র)-এর হাদীসের অনুরূপ।

৫৫৯৮. মুহাম্মদ ইবন হাতিম ও আব্দ ইবন হুমায়দ (র)..... আবু সালাম (র) থেকে বর্ণিত যে, আবু হুরায়রা (রা) হাদীস বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সংক্রমণ (-এর বাস্তবতা) নেই। ঐ সাথে রিওয়ায়াত করতেন অসুস্থ উট পালের মালিক (তার অসুস্থ উট) অন্য সুস্থ উটপালের মালিকের (উটের) কাছে নিয়ে আসবে না। বাকী অংশ রাবী ইউনুস (র)-এর হাদীসের অনুরূপ।

৫৫৯৯. আবদুল্লাহ ইবন আবদুর রাহমান দারিমী (র)..... যুহরী (র) থেকে উল্লেখিত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৫৫৯৯. আবদুল্লাহ ইবন আবদুর রাহমান দারিমী (র)..... যুহরী (র) থেকে উল্লেখিত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৫৬০০. আবদুল্লাহ ইবন আবদুর রাহমান দারিমী (র)..... যুহরী (র) থেকে উল্লেখিত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৫৬০০. ইয়াহইয়া ইব্ন আইউব, কুতায়রা ও ইব্ন হুজর (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সালামাহ আলাহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : সংক্রামক ব্যাধি, কুলক্ষণে পেঁচা, নক্ষত্র (প্রভাবে বর্ষণ) ও (ক্ষুধা পেট কামড়ানো) কীট-এর অস্তিত্ব নেই।

৫৬.১- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا عَدْوَى وَلَا طَيْرَةَ وَلَا غَوْلَ-

৫৬০১. আহমাদ ইব্ন ইউনুস ও ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সালামাহ আলাহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : সংক্রামক ব্যাধি কুলক্ষণ ও (মাঠে-প্রান্তরে পথ ভুলানো বিভিন্ন রূপধারী) ভূত-প্রেত (বাওলা ভূত) (-এর বাস্তবতা) নেই।

৫৬.২- وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ بْنُ حَيَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا بِهِزٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ التُّسْتَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا عَدْوَى وَلَا غَوْلَ وَلَا صَفَرَ-

৫৬০২. আবদুল্লাহ ইব্ন হাশিম ইব্ন হাইয়ান (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সালামাহ আলাহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : সংক্রামক ব্যাধি, পথ ভুলানো ভূত ও ক্ষুধার কীট (এর বাস্তবতা) নেই।

৫৬.৩- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جَرِيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ لَا عَدْوَى وَلَا صَفَرَ وَلَا غَوْلَ وَسَمِعْتُ أَبَا الزُّبَيْرِ يَذْكُرُ أَنَّ جَابِرًا فَسَّرَ لَهُمْ قَوْلَهُ وَلَا صَفَرَ فَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ الصَّفَرُ الْبَطْنُ وَقِيلَ لِجَابِرٍ كَيْفَ قَالَ كَانَ يُقَالُ دَوَابُّ الْبَطْنِ قَالَ وَلَمْ يُفَسِّرِ الْغَوْلَ قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ هَذِهِ الْغَوْلُ الَّتِي تَغُولُ-

৫৬০৩. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম (র)..... হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সালামাহ আলাহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি যে, সংক্রামক ব্যাধি, ক্ষুধা (পেট কামড়ানো) কীট ও পথ ভুলানো ভূত (-এর বাস্তবতা) নেই। (রাবী বলেন) আমি আবু যুবায়র (র)-কে তাঁর ছাত্রদের কাছে নবী সালামাহ আলাহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী وَلَا صَفَرَ-এর ব্যাখ্যা দিতে শুনেছি। আবু যুবায়র (র) বলেছেন, الْبَطْنُ হল 'পেটের কীট'। জাবির (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হল, কি রকম? তিনি বললেন, বলা হয় (ক্ষুধায় কামড়ানো) পেটের কীটসমূহ। রাবী বলেন, তিনি 'الْغَوْل' -এর ব্যাখ্যা দেন নি। আবু যুবায়র (র) বলেছেন তা সে সব ভূত-প্রেত যারা নানা রূপ ধরে মানুষকে পথ ভুলায় (বলে কথা প্রচলিত রয়েছে)।

৩৩- بَابُ الطَّيْرِ وَالْفَالِ وَمَا يَكُونُ فِيهِ مِنَ الشُّؤْمِ-

৩৩. পরিচ্ছেদ : কুলক্ষণ, সুলক্ষণ, ফাল ও সম্ভাব্য অপয়া বিষয়বস্তুর বিবরণ

৫৬.৪- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ

اللَّهُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُثْبَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ لَا طَيْرَةَ وَخَيْرُهَا الْفَالُ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْفَالُ قَالَ الْكَلِمَةُ الصَّالِحَةُ يَسْمَعُهَا أَحَدُكُمْ-

৫৬০৪. আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নবী ﷺ-কে আমি বলতে শুনেছি কোন কু-লক্ষণ নেই। তবে তার মধ্যে উত্তম হল ফাল- শুভলক্ষণ। বলা হল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! ‘ফাল’ কি? তিনি বললেন, (যেমন) উত্তম (অর্থের) কোন শব্দ (বা বাক্য) যা তোমাদের কেউ শুনতে পায়।

৫৬.৫- وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ وَحَدَّثَنِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ وَشُعَيْبُ كِلَاهُمَا عَنْ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَفِي حَدِيثِ عُقَيْلٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَمْ يَقُلْ سَمِعْتُ وَفِي حَدِيثِ شُعَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ كَمَا قَالَ مَعْمَرُ-

৫৬০৫. আবদুল মালিক ইব্ন শুআয়ব ইব্ন লায়স ও আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুর রাহমান দারিমী (র)..... যুহরী (র) থেকে উল্লিখিত সনদে অনুরূপ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। তবে রাবী উকায়েল (র)-এর হাদীসে রয়েছে, ‘রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, তার বর্ণনায় ‘আমি শুনেছি’ বলেন নি। আর রাবী শুআয়ব (র) তাঁর বর্ণিত হাদীসে বলেছেন, ‘নবী ﷺ-কে আমি বলতে শুনেছি’, যেক্ষেপ মা‘মার (র) বলেছেন।

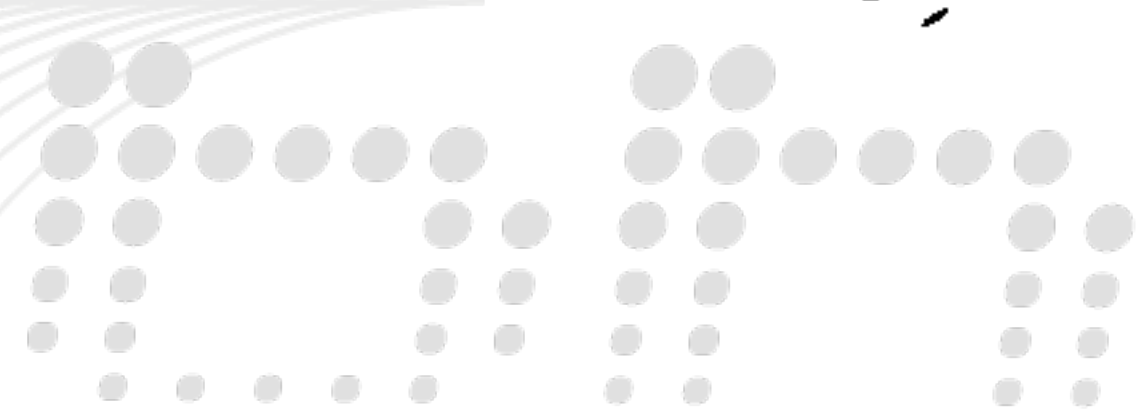
৫৬.৬- حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا عَدْوَى وَلَا طَيْرَةَ وَيُعْجِبُنِي الْفَالُ الْكَلِمَةُ الْحَسَنَةُ الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ-

৫৬০৬. হাদাব ইব্ন খালিদ (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : সংক্রমণ ও কুলক্ষণ নেই, তবে ফাল ও শুভ লক্ষণ আমাকে আনন্দিত করে (অর্থাৎ সুন্দর শব্দ ও উত্তম কথা)।

৫৬.৭- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا عَدْوَى وَلَا طَيْرَةَ وَيُعْجِبُنِي الْفَالُ قِيلَ قِيلَ وَمَا الْفَالُ قَالَ الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ-

৫৬০৭. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সংক্রমণ ও কুলক্ষণে (-এর বৈধতা) নেই। তবে ফাল ও সুলক্ষণ আমাকে আনন্দ দেয়। রাবী বলেন, তখন বলা হল, ফাল কী? তিনি বললেন, উত্তম কথা (দ্বারা সুলক্ষণ গ্রহণ করবে)।

৫৬.৮- وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ ابْنُ الشَّاعِرِ قَالَ حَدَّثَنِي مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُخْتَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَتِيقٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا عَدْوَى وَلَا طَيْرَةَ وَأُحِبُّ الْفَالَ الصَّالِحَ-



৫৬০৮. হাজ্জাজ ইব্ন শাহাব (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সংক্রমণ ও অশুভ লক্ষণ নেই। আর আমি ভাল ফাল পসন্দ করি।

৫৬০৯. حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا عَدْوَى وَلَا هَامَةَ وَلَا طَيْرَةَ وَأُحِبُّ الْفَالَ الصَّالِحَ-

৫৬০৯. যুহায়র ইব্ন হার্ব (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সংক্রমণ, (মৃতের পেঁচা হওয়া) ও কুলক্ষণ (বিশ্বাসের বৈধতা) নেই; আর আমি ভাল 'ফাল' পসন্দ করি।

৫৬১০. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنُ قَعْنَبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حَمْزَةَ وَسَالِمِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الشُّومُ فِي الدَّارِ وَالْمِرْأَةِ وَالْفَرَسِ-

৫৬১০. আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা ইব্ন কানাব ও ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া (র)..... আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : শুভাশুভ (যদি থেকে থাকে, তবে) রয়েছে ঘর, নারী ও ঘোড়ায়।

৫৬১১. وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرَمَلَةُ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حَمْزَةَ وَسَالِمِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا عَدْوَى وَلَا طَيْرَةَ وَأِنَّمَا الشُّومُ فِي ثَلَاثَةِ الْمِرْأَةِ وَالْفَرَسِ وَالْدارِ-

৫৬১১. আবু তাহির ও হারমালা ইব্ন ইয়াহইয়া (র)..... আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সংক্রমণ ও অশুভ নেই; তবে (যদি থাকে) (শুভাশুভ) রয়েছে তিনটি বিষয়ে, স্ত্রী, ঘোড়া ও গৃহে।

৫৬১২. وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ وَحَمْزَةَ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ وَحَمْزَةَ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ ابْنُ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الشُّومِ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ لَا يَذْكُرُ أَحَدٌ مِنْهُمْ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ الْعَدْوَى وَالطَّيْرَةَ غَيْرَ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ-

৫৬১২. ইব্ন আবু উমর (রা)..... আবদুল্লাহ (রা)-এর দুই পুত্র সালিম ও হামযা (র) তাঁদের পিতা সূত্রে নবী ﷺ থেকে, অপর সনদে ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া, আমর আন-নাকিদ ও যুহায়র ইব্ন হারব (র)..... সালিম (র) তাঁর পিতা সূত্রে নবী ﷺ থেকে, অপর সনদে আমর আন-নাকিদ (র)..... আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অপর সনদে আবদুল মালিক ইব্ন শুআয়ব ইব্ন লায়স (র) ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া (র) আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুর রাহমান দারিমী (র).....সালিম (র) তাঁর পিতা সূত্র নবী ﷺ থেকে শুভাশুভ বিষয়ে রাবী মালিক (র) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। রাবী ইউনুস ইব্ন ইয়াযীদ ব্যতিরেকে এঁদের কেউ ইব্ন উমর (রা) বর্ণিত হাদীসে ‘সংক্রমণ ও অশুভ’ উল্লেখ করেন নি।

৫৬১৩- وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يُحَدِّثُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ يَكُ مِنَ الشُّؤْمِ شَيْءٌ حَقٌّ فِي الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ وَالْدارِ-

৫৬১৩. আহমদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন হাকাম (র)..... ইব্ন উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন : কোন কিছুতে অশুভ কিছু যদি থাকে, তবে তা হবে ঘোড়া, বাড়ি ও নারীতে।

৫৬১৪- وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَلَمْ يَقُلْ حَقٌّ-

৫৬১৪. হারুন ইব্ন আবদুল্লাহ (র)..... শু'বা (র) উল্লিখিত সনদে অনুরূপ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। তবে তিনি حَقٌّ শব্দটি বলেন নি।

৫৬১৫- وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُثْبَةُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنْ كَانَ الشُّؤْمُ فِي شَيْءٍ فِي الْفَرَسِ وَالْمَسْكَنِ وَالْمَرْأَةِ-

৫৬১৫. আবু বকর ইব্ন ইসহাক (র)..... হামযা ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) তাঁর পিতা থেকে রিওয়ায়াত করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : শুভাশুভ যদি কোন কিছুতে থেকে থাকে, তা হলে রয়েছে ঘোড়া, বাসস্থান ও নারী মধ্যে।

৫৬১৬- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنُ قَعْنَبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ كَانَ فِي الْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ وَالْمَسْكَنِ يَعْنِي الشُّؤْمَ

৫৬১৬. আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা ইব্ন কানাব (র)..... সাহল ইব্ন সা'দ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যদি থাকে তা হলে নারী, ঘোড়া ও বাসস্থানে অর্থাৎ শুভাশুভ।

৫৬১৭- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ-

৫৬১৭. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা (র)..... সাহল ইব্ন সা'দ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৫৬১৮- وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يُخْبِرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ فَفِي الرَّبْعِ وَالْخَادِمِ وَالْفَرَسِ-

৫৬১৮. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম হানযালী (র)..... আবু যুবায়র (র) জাবির (রা) থেকে শুনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যদি কোন কিছুতে (শুভাশুভ) থেকে থাকে, তা হলে আবাস (বাড়িঘর), খাদিম (খাদিমা) ও ঘোড়া।

৩৪- بَابُ تَحْرِيمِ الْكُهَانَةِ وَإِثْيَانِ الْكُهَّانِ-

৩৪. অনুচ্ছেদ : জ্যোতিষী কর্ম ও জ্যোতিষীর কাছে গমনাগমন হারাম

৫৬১৯- حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرَمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُمُورًا كُنَّا نَصْنَعُهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ كُنَّا نَأْتِي الْكُهَّانَ قَالَ فَلَا تَأْتُوا الْكُهَّانَ قَالَ قُلْتُ كُنَّا نَتَطَيَّرُ قَالَ ذَاكَ شَيْءٌ يَجِدُهُ أَحَدُكُمْ فِي نَفْسِهِ فَلَا يَصُدَّنْكُمْ-

৫৬১৯. আবু তাহির ও হারমালা ইব্ন ইয়াহইয়া (র)..... মুআবিয়া ইব্ন হাকাম সুলামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কতক ব্যাপার আমরা জাহিলী যুগে করতাম, আমরা জ্যোতিষদের কাছে যেতাম। তিনি বললেন, আর জ্যোতিষের কাছে যেয়ো না। আমি বললাম, আমরা (বিভিন্ন উপায়ে) শুভাশুভ (কুলক্ষণ) গ্রহণ করতাম। তিনি বললেন, তা এমন একটি ব্যাপার, যা তোমাদের কেউ কেউ তার অন্তরে অনুভব করে, তা যেন তোমাদের (কাজকর্ম থেকে) বিরত না রাখে।

৫৬২০- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُجَيْنٌ يَعْنِي ابْنَ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ابْنُ سَوَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ كُلُّهُمْ عَنْ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ مَعْنَى حَدِيثِ يُونُسَ غَيْرَ أَنَّ مَالِكًا فِي حَدِيثِهِ ذَكَرَ الطَّيْرَةَ وَلَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الْكُهَّانِ-

৫৬২০. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি, ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম, আব্দ ইব্ন হুমায়দ ও আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা (র)..... যুহরী (র) থেকে উক্ত সনদে ইউনুস (র) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তবে রাবী মালিক (র) তাঁর বর্ণিত হাদীসে ‘অশুভ’ (বিষয়টি) উল্লেখ করেছেন। তাতে ‘জ্যোতিষী’র কথা উল্লেখ নেই।

৫৬২১- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ عَلِيٍّ عَنْ الْحَجَّاجِ الصَّوَّافِ قَالَ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ كِلَاهُمَا عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَى حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ وَزَادَ فِي حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ قُلْتُ وَمِنْ رَجَالٍ يَخْطُؤْنَ قَالَ كَانَ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ يَخْطُؤُ فَمَنْ وَافَقَ خَطُّهُ فَذَلِكَ -

৫৬২১. মুহাম্মদ ইব্ন সাব্বাহ, আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা ও ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র)..... মুআবিয়া ইব্ন হাকাম সুলামী (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে, মুআবিয়া (রা) থেকে আবু সালামা (র) সূত্রে যুহরী (র)-এর অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তবে ইয়াহইয়া ইব্ন কাসীর (র) অধিক বলেছেন, আমি (মুআবিয়া) বললাম, আমাদের মাঝে কতক লোক আছে, যারা রেখা অঙ্কন (দ্বারা ভাগ্য নির্ণয়) করে থাকে। তিনি বললেন, নবীগণের মাঝে একজন নবী রেখা অঙ্কন (দ্বারা ভাগ্য নির্ণয়) করতেন। অতএব যার রেখা (তাঁর রেখার) অনুরূপ হবে, তা সেরূপই (সত্যই)।

৫৬২২- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حَمِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الْكُهَّانَ كَانُوا يُحَدِّثُونَنَا بِالشَّيْءِ فَنَجِدُهُ حَقًّا قَالَ تِلْكَ الْكَلِمَةُ الْحَقُّ يَخْطُفُهَا الْجِنُّ فَيَقْذِفُهَا فِي أُذُنِ وَلِيِّهِ وَيَزِيدُ فِيهَا مِائَةَ كَذِبَةٍ -

৫৬২২. আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! জ্যোতিষ কোন বিষয়ে আমাদের (কোন) কথা বলত, পরে তা আমরা বাস্তবরূপে প্রত্যক্ষ করতাম। তিনি বললেন, সেটি একটি বাস্তব সত্য কথা, যা কোন জিন্ন ছিন্তাই করে এনে তা তার দোসর ঠাকুরের কানে ঢুকিয়ে দিত, আর সে তার সাথে একশটি অবাস্তব মিথ্যা বাড়িয়ে দিত।

৫৬২৩- حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعِينٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ وَهُوَ ابْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ عُرْوَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ يَقُولُ قَالَتْ عَائِشَةُ سَأَلَ أَنَسُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْكُهَّانِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسُوا بِشَيْءٍ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَ أَحْيَانًا الشَّيْءَ يَكُونُ حَقًّا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنَ الْحَقِّ (الْجِنُّ) يَخْطُفُهَا الْجِنُّ فَيَقْرُهَا فِي أُذُنِ وَلِيِّهِ قَرَّ الدَّجَاجَةَ فَيَخْلُطُونَ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ مِائَةِ كَذِبَةٍ -

৫৬২৩. সালামা ইব্ন শাবীব (র)..... উরওয়া (র) বলতেন, আয়েশা (রা) বলেছেন, একদল লোক রাসূলুল্লাহ্ সালামাহ আল্লাহি ওয়াসাল্লাম কাছে জ্যোতিষদের বিষয় জিজ্ঞাসা করল। তখন রাসূলুল্লাহ্ সালামাহ আল্লাহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের বললেন, ওরা (বাস্তব) কিছু উপরে (প্রতিষ্ঠিত) নয়। তারা বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! তারা অনেক সময় কোন বিষয় (আগাম) কথা বলে, যা বাস্তব হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ্ সালামাহ আল্লাহি ওয়াসাল্লাম বললেন : ঐ (একটি) কথা (জিন্ন থেকে প্রাপ্ত) বাস্তব সত্যের অন্তর্ভুক্ত, যা জিন্ন চুরি করে আনে এবং মুরগীর মত কুট কুট করে তা তার দোসরের কানে ঢেলে দেয়। পরে তারা তার সাথে একশ'টিরও অধিক মিথ্যা মিশিয়ে নেয়।

৫৬২৪- وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ رِوَايَةِ مَعْقِلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ -

৫৬২৪. আবু তাহির (র)..... ইব্ন শিহাব (র) থেকে উল্লেখিত সনদে যুহরী (র) থেকে মা'কিল (র)-এর অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

৫৬২৫- حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلَوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ حَسَنٌ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَقَالَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَّهُمْ بَيْنَمَا هُمْ جُلُوسٌ لَيْلَةً مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رُمِيَ بِنَجْمٍ فَاسْتَنَارَ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَاذَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا رُمِيَ بِمِثْلِ هَذَا قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ كُنَّا نَقُولُ وَلِدَ اللَّيْلَةِ رَجُلٌ عَظِيمٌ وَمَاتَ رَجُلٌ عَظِيمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَإِنَّهَا لَا يُرْمَى بِهَا لِمَوْتٍ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ وَلَكِنْ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِذَا قَضَى أَمْرًا سَبَّحَ حَمَلَةُ الْعَرْشِ ثُمَّ سَبَّحَ أَهْلُ السَّمَاءِ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ حَتَّى يَبْلُغَ التَّسْبِيحُ أَهْلُ هَذِهِ السَّمَاءِ الدُّنْيَا ثُمَّ قَالَ الَّذِينَ يَلُونَ حَمَلَةَ الْعَرْشِ لِحَمَلَةِ الْعَرْشِ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ فَيُخْبِرُونَهُمْ مَاذَا قَالَ قَالَ فَيَسْتَخْبِرُ بَعْضُ أَهْلِ السَّمَاوَاتِ بَعْضًا حَتَّى يَبْلُغَ الْخَبْرُ هَذِهِ السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَتَخْطَفُ الْجِنُّ السَّمْعَ فَيَقْذِفُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ وَيُرْمُونَ بِهِ فَمَا جَاؤُا بِهِ عَلَى وَجْهِهِ فَهُوَ حَقٌّ وَلَكِنَّهُمْ يَقْرَفُونَ فِيهِ وَيَزِيدُونَ -

৫৬২৫. হাসান ইব্ন আলী হুলওয়ানী (র) ও আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র)..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, নবী সালামাহ আল্লাহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবিগণের মাঝে আনসারদের এক ব্যক্তি আমাকে (হাদীস) অবহিত করেছেন যে, তাঁরা এক রাতে নবী সালামাহ আল্লাহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে উপবিষ্ট ছিলেন। এমন সময় একটি তারকা নিক্ষিপ্ত হল, এবং তা জ্বলে উঠল। তখন রাসূলুল্লাহ্ সালামাহ আল্লাহি ওয়াসাল্লাম তাদের বললেন, এ ধরনের (তারকা) নিক্ষিপ্ত হলে জাহিলী যুগে তোমরা কি বলতে? তারা বলল, আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলই সমাপ্তিক অবগত। আমরা বলতাম, আজ রাতে কোন মহান ব্যক্তির জন্ম হল (এবং কোন মহান ব্যক্তি মারা গেলেন)। তখন রাসূলুল্লাহ্ সালামাহ আল্লাহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তবে জেনে রাখ যে, তা কারো মৃত্যু কিংবা কারো

জন্মের কারণে নিষ্কিণ্ড হয় না; বরকতময় ও মহান নামের অধিকারী আমাদের রব যখন কোন বিষয়ের ফায়সালা দেন, তখন আরশ বহনকারী ফেরেশতারা তাসবীহ পাঠ করে। তারপর তাসবীহ পাঠ করে সে আসমানের ফেরেশতারা, যারা তাদের নিকটবর্তী; অবশেষে তাসবীহ পাঠ এ নিকটবর্তী (দুনিয়ার) আসমানের বাসিন্দাদের পর্যন্ত পৌঁছে। তারপর আরশ বহনকারী (ফেরেশতা)-দের নিকটবর্তী যারা তারা আরশ বহনকারীদের বলে, তোমাদের প্রতিপালক কি ইরশাদ করলেন? তখন তিনি তাদের যা বলেছেন, তারা তা তাদের অবহিত করে। (রাবী বলেন) তিনি বললেন : পরে আসমানসমূহের বাসিন্দারা একে অপরকে খবর আদান প্রদান করে। অবশেষে এই নিকটবর্তী আসমানে খবর পৌঁছে। তখন জিনেরা অতর্কিতে (গোপন সংবাদটি) শুনে নেয় এবং তাদের দোসর জ্যোতিষীদের কাছে পৌঁছিয়ে দেয়, আর তার সঙ্গে বাড়িয়ে দেয়। ফলে যা তারা যথাযথভাবে নিয়ে আসতে পারে, তাই ঠিক হয়; কিন্তু তারা তাতে সংমিশ্রিত ও সংযোজিত করে (যা সঠিক হয় না)।

৫৬২৬- وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرِو الْأَوْزَاعِيُّ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرَمَلَةُ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعِينَ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ يَعْنِي ابْنَ عُبَيْدٍ اللَّهُ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّ يُونُسَ قَالَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْأَنْصَارِ وَفِي حَدِيثِ الْأَوْزَاعِيِّ وَلَكِنْ يَقْرَفُونَ فِيهِ وَيَزِيدُونَ وَفِي حَدِيثِ يُونُسَ وَلَكِنَّهُمْ يَرْقُونَ فِيهِ وَيَزِيدُونَ وَزَادَ فِي حَدِيثِ يُونُسَ وَقَالَ اللَّهُ حَتَّى إِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُّ وَفِي حَدِيثِ مَعْقِلٍ كَمَا قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَلَكِنَّهُمْ يَقْرَفُونَ فِيهِ وَيَزِيدُونَ -

৫৬২৬. যুহায়র ইবন হার্ব, আবু তাহির, হারমালা ও সালামা ইবন শাবীব (র)..... যুহরী (র) থেকে উক্ত সনদে রিওয়াযাত করেছেন। তবে ইউনুস (র) অবহিত করেছেন, আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) থেকে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আনসার সাহাবিগণের কয়েক ব্যক্তি আমাকে বলেছেন। আর আওয়াঈ (র) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, তবে তাতে তারা সংমিশ্রিত ও সংযোজিত করে দেয়। আর ইউনুস (র)-এর হাদীসে রয়েছে, এতে তারা বৃদ্ধি ও অতিরঞ্জিত করে। ইউনুস (র) বর্ণিত হাদীসে অধিক বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : অবশেষে যখন তাদের অন্তর থেকে সন্তুস্ততা বিদূরীত করে দেয়া হয়, তখন তারা বলে, তোমাদের প্রতিপালক কি বললেন? তারা বলে, যথার্থই বলেছেন। আর মা'কিল (র) বর্ণিত হাদীসে আওয়াঈ (র) যেমন বলেছেন, 'কিন্তু তারা তাতে সংমিশ্রিত করে ও সংযোজিত করে' রয়েছে।

৫৬২৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنْزِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ صَفِيَّةَ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً -

৫৬২৭. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না আনাযী (র)..... নবী ﷺ-এর কোন স্ত্রী সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : যে ব্যক্তি আররাফ^১ (গণকের) কাছে গেল এবং তাকে কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করল, চল্লিশ রাত তার কোন সালাত কবুল করা হয় না।

৩০- بَابُ اجْتِنَابِ الْمَجْذُومِ وَنَحْوِهِ

৩০০. অনুচ্ছেদ : কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগাক্রান্ত ব্যক্তি থেকে দূরে থাকা

৫৬২৮- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَهُشَيْمُ بْنُ بِشِيرٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ طَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ فِي وَفْدٍ ثَقِيفٍ رَجُلٌ مَجْذُومٌ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّا قَدْ بَايَعْنَاكَ فَارْجِعْ -

৫৬২৮. ইয়াহুইয়া ইব্ন ইয়াহুইয়া ও আবু বাকর ইব্ন আবু শায়বা (র)..... আমর ইব্ন শারীদ (রা) সূত্রে তার পিতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাকীফ গোত্রীয় প্রতিনিধি দলের মাঝে একজন কুষ্ঠ রোগী ছিলেন। নবী ﷺ তার কাছে (সংবাদ) পাঠালেন যে, আমি তোমাকে বায়'আত করে নিয়েছি; তুমি ফিরে যাও।^২

১. হারানো জিনিসের সংবাদদাতা।

২. হাদীসে কুষ্ঠরোগীর সাথে একত্রে পানাহার ও উঠা বসার বিবরণ পাওয়া যায়। অতএব সুন্নাহ মতে, তাদের ঘৃণা ও একঘরে না করে সম্ভাব্য ও সাধারণ সতর্কতা অবলম্বন করা বিধেয়।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كِتَابُ قَتْلِ الْحَيَّاتِ وَغَيْرِهَا

অধ্যায় : সাপ ইত্যাদি নিধন

৫৬২৯- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقَتْلِ ذِي الطُّفَيْتَيْنِ فَإِنَّهُ يَلْتَمِسُ الْبَصَرَ وَيُصِيبُ الْحَبْلَ -

৫৬২৯. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও আবু কুরায়ব (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ পিঠে দু'টি সাদা রেখা বিশিষ্ট (বিষধর) সাপ মেরে ফেলার নির্দেশ দিয়েছেন। কারণ তা দৃষ্টিশক্তি হিনিয়ে নেয় এবং গর্ভস্থিত সন্তানের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

৫৬৩০- وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ الْأَبْتُرُ وَذُو الطُّفَيْتَيْنِ -

৫৬৩০. ইসহাক ইবরাহীম (র)..... হিশাম (র) উল্লেখিত সনদে হাদীস বর্ণনা করেন এবং তিনি বলেছেন, 'লেজ খসে যাওয়া ও পিঠে দুটি সাদা রেখাবিশিষ্ট (সাপ)।'

৫৬৩১- حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ وَذِي الطُّفَيْتَيْنِ وَالْأَبْتُرَ فَإِنَّهُمَا يَسْتَسْقِطَانِ الْحَبْلَ وَيَلْتَمِسَانِ الْبَصَرَ قَالَ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقْتُلُ كُلَّ حَيَّةٍ وَجَدَهَا فَأَبْصَرَهُ أَبُو لُبَابَةَ بْنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ أَوْ زَيْدُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ يُطَارِدُ حَيَّةً فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ نَهَى عَنْ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ -

৫৬৩১. আমর ইবন মুহাম্মদ আন-নাকিদ (র)..... সালিম (র) তাঁর পিতা সূত্রে নবী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সব সাপ, বিশেষত পিঠে দুটি সাদা রেখাবিশিষ্ট ও লেজ কাটা সাপ মেরে ফেল। কেননা এ দুটি গর্ভপাত ঘটায় এবং দৃষ্টিশক্তি হিনিয়ে নেয়। রাবী বলেন, তাই ইবন উমর (র) যে কোন সাপ পেলে তাকে মেরে ফেলতেন।

(একদিন) আবু লুবাবা ইব্ন আবদুল মুন্যির (র) অথবা যায়দ ইব্ন খাত্তাব (র) তাকে দেখলেন যে, তিনি একটি সাপ ধাওয়া করছেন। তখন তিনি [আবু লুবাবা বা যায়দ (র)] বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাড়ি-ঘরে অবস্থানকারী (সাপ) মারতে নিষেধ করেছেন।

৫৬৩২. وَحَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكِلَابِ يَقُولُ اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ وَالْكَِلَابَ وَاقْتُلُوا ذَا الطُّفَيْتَيْنِ وَالْأَبْتَرِ فَإِنَّهُمَا يَلْتَمِسَانِ الْبَصَرَ وَيَسْتَسْقِطَانِ الْحَبَالَى قَالَ الزُّهْرِيُّ وَنَرَى ذَلِكَ مِنْ سَمِيهِمَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ قَالَ سَالِمٌ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَلَبِثْتُ لَا أَتْرُكُ حَيَّةً أَرَاهَا إِلَّا قَتَلْتُهَا فَبَيْنَا أَنَا أُطَارِدُ حَيَّةً يَوْمًا مِنْ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ مَرَّ بِي زَيْدُ ابْنِ الْخَطَّابِ أَوْ أَبُو لُبَابَةَ وَأَنَا أُطَارِدُهَا فَقَالَ مَهْلًا يَا عَبْدَ اللَّهِ فَقُلْتُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِهِنَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدَنَّهُ عَنِ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ -

وَحَدَّثَنِيهِ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا حَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّ صَالِحًا قَالَ حَتَّى رَأَيْتُ أَبُو لُبَابَةَ بْنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ وَزَيْدُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَا إِنَّهُ قَدْ نَهَى عَنْ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ وَفِي حَدِيثِ يُونُسَ اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ وَلَمْ يَقُلْ ذَا الطُّفَيْتَيْنِ وَالْأَبْتَرِ -

৫৬৩২. হাজিব ইব্ন ওয়ালীদ (র)..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে আমি কুকুর নিধনের হুকুম জারী করতে শুনেছি— তিনি বলতেন, সাপগুলো আর কুকুরগুলো মেরে ফেল। আর (বিশেষত) পিঠে দু'সাদা রেখাবিশিষ্ট ও লেজবিহীন সাপ মেরে ফেল। কেননা এ দুটি মানুষের দৃষ্টিশক্তি ছিনিয়ে নেয় এবং গর্ভবতীদের গর্ভপাত ঘটায়। (সনদের মধ্যবর্তী) রাবী যুহরী (র) বলেন, আমাদের ধারণায় তা এদের বিষের কারণে; তবে আল্লাহ তা'আলাই সমধিক অবগত। রাবী সালিম (র) বলেন, আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) বলেছেন, এরপরে আমার অবস্থা দাঁড়াল এই যে, কোন সাপ দেখতে পেলে তাকে আমি না মেরে ছেড়ে দিতাম না। একদিনের ঘটনা, আমি বাড়ি-ঘরে অবস্থানকারী ধরনের একটি সাপ তাড়া করছিলাম। সে সময় যায়দ ইব্ন খাত্তাব (রা) বা আবু লুবাবা (রা) আমার কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন, আর আমি তাকে তাড়া করে যাচ্ছিলাম। তিনি বললেন, থামো! হে আবদুল্লাহ! তখন আমি বললাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো এদের মেরে ফেলার হুকুম দিয়েছেন। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘর-দুয়ারে বসবাসকারী (সাপ) নিধন করতে নিষেধও করেছেন।

হারমালা ইব্ন ইয়াহুইয়া, আব্দ ইব্ন হুমায়দ ও হাসান হুলায়নী (র)..... যুহরী (র) থেকে উল্লেখিত সনদে হাদীস রিওয়াযাত করেছেন। তবে (শেষ সনদের) রাবী সালিম (র) বলেছেন, 'অবশেষে আবু লুবাবা ইব্ন আবদুল মুন্যির (রা) এবং যায়দ ইব্ন খাত্তাব (রা) আমাকে দেখলেন..... এবং তাঁরা দু'জন বললেন যে, তিনি

ঘর- দুয়ারে বসবাসকারী সাপ নিধন করতে নিষেধ করেছেন। আর (প্রথম সনদের) রাবী ইউনুস (র) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে-‘সব সাপ মেরে ফেল’। তিনি (বিশেষ করে) ‘পিঠে দু’সাদারেখা বিশিষ্ট ও লেজবিহীন সাপ’ কথাটি বলেন নি।

৫৬৩৩- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ أَبَا بَابَةَ كُلَّمْ ابْنُ عُمَرَ لِيَفْتَحَ لَهُ بَابًا فِي دَارِهِ يَسْتَقْرِبُ بِهِ إِلَى الْمَسْجِدِ فَوَجَدَ الْغُلَمَةَ جُلْدَ جَانٍ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ التَّمِسُّوهُ فَأَقْتُلُوهُ فَقَالَ أَبُو لُبَابَةَ لَا تَقْتُلُوهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ قَتْلِ الْجِنَّانِ الَّتِي فِي الْبُيُوتِ -

৫৬৩৩. মুহাম্মদ ইবন রুমহ ও কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)..... নাফি’ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, আবু লুবাবা (রা) ইবন উমর (রা)-এর সাথে তাঁর বাড়িতে তাঁর জন্য একটি দরজা খুলে নেয়ার ব্যাপারে কথা বলছিলেন, যা দিয়ে তিনি মসজিদের দিকে যাতায়াতের পথ নিকটবর্তী করতে পারবেন। তখন কিশোররা (দেয়াল খুঁড়তে গিয়ে) একটি সাপের খোলস পেল। তখন আবদুল্লাহ (রা) বললেন, ওটিকে খুঁজে বের করে মেরে ফেল। তখন আবু লুবাবা (রা) বললেন, তোমরা সেটিকে মেরে ফেল না। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বাড়ি-ঘরে বসবাসকারী সাপগুলোকে মেরে ফেলতে নিষেধ করেছেন।

৫৬৩৪- وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعٌ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقْتُلُ الْحَيَّاتِ كُلَّهِنَّ حَتَّى حَدَّثَنَا أَبُو لُبَابَةَ بْنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ الْبَدْرِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ قَتْلِ جِنَّانِ الْبُيُوتِ فَأَمْسَكَ -

৫৬৩৪. শায়বান ইবন ফাররুখ (র)..... নাফি’ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবন উমর (রা) সব ধরনের সাপ মেরে ফেলতেন। অবশেষে আবু লুবাবা ইবন আবদুল মুন্যির আল-বাদরী (রা) আমাদের হাদীস শুনালােন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বাড়ি-ঘরের সাপগুলোকে মেরে ফেলতে নিষেধ করেছেন। পরে তিনি [ইবন উমর (রা)] বিরত রইলেন।

৫৬৩৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَابَةَ يُخْبِرُ ابْنَ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ قَتْلِ الْجِنَّانِ -

৫৬৩৫. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (রা)..... নাফি’ (র) (হাদীসের) খবর দিয়েছেন যে, তিনি আবু লুবাবা (রা)-কে ইবন উমর (রা)-এর কাছে (হাদীসের) খবর দিতে শুনেছেন এ মর্মে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘরের (ছোটখাট) সাপ মেরে ফেলতে নিষেধ করেছেন।

৫৬৩৬- وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي لُبَابَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ

بْنِ أَسْمَاءَ الضُّبَعِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَبَا لُبَابَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ قَتْلِ الْجِنَانِ الَّتِي فِي الْبُيُوتِ -

৫৬৩৬. ইসহাক ইব্ন মুসা আনসারী (র)..... আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) আবু লুবাবা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে, (অন্য সনদে) আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আসমা যুবাঈ (র) আবদুল্লাহ (রা) থেকে এ মর্মে বর্ণিত যে, আবু লুবাবা (রা) তাঁকে (হাদীসের) খবর দিয়েছেন- রাসূলুল্লাহ ﷺ বাড়ি-ঘরে বসবাসকারী সাপগুলো মেরে ফেলতে নিষেধ করেছেন।

৫৬৩৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِي الثَّقَفِيَّ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ أَنَّ أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ الْأَنْصَارِيَّ وَكَانَ مَسْكَنُهُ بِقُبَاءٍ فَأَنْتَقَلَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَبَيْنَمَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ جَالِسًا مَعَهُ يَفْتَحُ خَوْخَةً لَهُ إِذَاهُمْ بِحَيَّةٍ مِنْ عَوَامِرِ الْبُيُوتِ فَأَرَادُوا قَتْلَهَا فَقَالَ أَبُو لُبَابَةَ إِنَّهُ قَدْ نُهِيَ عَنْهُمْ يُرِيدُ عَوَامِرَ الْبُيُوتِ وَأَمَرَ بِقَتْلِ الْآبَتَرِ وَذِي الطُّفَيْتَيْنِ وَقِيلَ هُمَا اللَّذَانِ يَلْتَمِعَانِ الْبَصَرَ وَيَطْرَحَانِ أَوْلَادَ النِّسَاءِ -

৫৬৩৭. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র)..... নাফি' (র) খবর দিয়েছেন, যে, আবু লুবাবা ইব্ন আবদুল মুনযির আনসারী (রা) তাঁর বাসস্থান ছিল কুবায়। তিনি মদীনায়ে (মসজিদে নববীর কাছে) স্থানান্তরিত হলেন। একদিন এমন অবস্থায় যে, আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) তাঁর [আবু লুবাবা (রা)-এর] সাথে বসা ছিলেন এবং তাঁর জন্য একটি ছোট দরজা খুলছিলেন। তখন হঠাৎ তাঁরা বাড়ি-ঘরে বসবাসকারী প্রকৃতির একটি সাপ দেখতে পেলেন। তারা সেটিকে মেরে ফেলতে উদ্যত হলে আবু লুবাবা (রা) বললেন, ওগুলো নিধন করতে নিষেধ করা হয়েছে। তিনি (ওগুলো বলে) বাড়ি-ঘরে বসবাসকারী সাপ বুঝাতে চেয়েছেন। আর লেজ খসা ও পিঠে দুটি সাদা রেখাবিশিষ্ট সাপ মেরে ফেলার হুকুম দিয়েছেন। বলা হয়েছে যে, সে দুটি হল এমন, যারা দৃষ্টিশক্তি ঝলসিয়ে দেয় এবং মহিলাদের গর্ভপাত ঘটায়।

৫৬৩৮- وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْزَمٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ عِنْدَنَا ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَوْمًا عِنْدَ هَدْمٍ لَهُ فَرَأَى وَبَيْضَ جَانٍ فَقَالَ اتَّبِعُوا هَذَا الْجَانَّ فَاقْتُلُوهُ قَالَ أَبُو لُبَابَةَ الْأَنْصَارِيُّ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ قَتْلِ الْجِنَانِ الَّتِي تَكُونُ فِي الْبُيُوتِ إِلَّا الْآبَتَرَ وَذَا الطُّفَيْتَيْنِ فَإِنَّهُمَا اللَّذَانِ يَخْطِفَانِ الْبَصَرَ وَيَتَتَبِعَانِ مَا فِي بُطُونِ النِّسَاءِ -

৫৬৩৮. ইসহাক ইব্ন মানসূর (র)..... নাফি' (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) একদিন তাঁর একটি ভেঙ্গে ফেলা দেয়ালের কাছে একটি সাপের খোলস দেখতে পেয়ে বললেন, একে খুঁজে বের করে মেরে ফেল। আবু লুবাবা আনসারী (রা) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সে সব সাপ মেরে

ফেলতে নিষেধ করেছে শুনেছি, যেগুলো বাড়ি-ঘরে থাকে; তবে লেজকাটা ও পিঠে দু'টি সাদা রেখা বিশিষ্ট সাপ (মেরে ফেলতে বলেছেন)। কেননা এ দু'টি এমন, যারা দৃষ্টি ঝলসিয়ে দেয় এবং মহিলাদের গর্ভপাত ঘটায়।

৫৬৩৭- وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي أُسَامَةُ أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا لُبَابَةَ مَرَّ بِابْنِ عُمَرَ وَهُوَ عِنْدَ الْأُطَمِّ الَّذِي عِنْدَ دَارِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَرْصُدُ حَيَّةً يَنْحُو حَدِيثَ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ -

৫৬৩৯. হারুন ইব্ন সাঈদ আয়লী (র)..... নাফি (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আবু লুবাবা (রা) ইব্ন উমর (রা)-এর পাশ দিয়ে গেলেন। তখন তিনি উমর ইব্ন খাত্তাব (রা)-এর বাড়ির কাছে অবস্থিত (ভগ্ন) প্রাসাদের নিকটে ছিলেন। তখন তিনি একটি সাপ মেরে ফেলার জন্য ওঁৎ পেতে ছিলেন।..... অবশিষ্ট অংশ লায়স ইব্ন সা'দ (রা) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

৫৬৪০- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَأَسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْطُ لِيَحْيَى قَالَ يَحْيَى وَأَسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي غَارٍ وَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ وَالْمُرْسَلَاتُ عُرْفًا فَنَحْنُ نَأْخُذُهَا مِنْ فِيهِ رَطْبَةً إِذْ خَرَجَتْ عَلَيْنَا حَيَّةٌ فَقَالَ اقْتُلُوهَا فَايْتَدْرُنَاهَا لِنَقْتُلَهَا فَسَبَقْتَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَاهَا اللَّهُ شَرَّكُمْ كَمَا وَقَاكُمْ شَرَّهَا-

৫৬৪০. ইয়াহুইয়া ইব্ন ইয়াহুইয়া, আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা, আবু কুরায়ব ও ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র)..... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর সাথে একটি (পাহাড়ী) গুহায় ছিলাম। তখন মাত্র 'আল-মুরসালাত' (সুরা আল-মুরসালাত) তাঁর উপরে নাযিল হয়েছিল, আর আমরা তাঁর মুখ থেকে তা তরতাজা শুনছিলাম। হঠাৎ একটি সাপ আমাদের সামনে বেরিয়ে এল। তিনি বললেন, তোমরা ওটিকে মেরে ফেল। আমরা সেটিকে মেরে ফেলার জন্য দৌড় প্রতিযোগিতা শুরু করলাম। কিন্তু সে আমাদের হারিয়ে দিয়ে ছুটে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আল্লাহ তা'আলা তাকে তোমাদের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করেছেন, যেমন তোমাদের রক্ষা করেছেন তার অনিষ্ট থেকে।

৫৬৪১- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ -

৫৬৪১. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও উসমান ইব্ন আবু শায়বা (র)..... আ'মাশ (র) থেকে উল্লেখিত সনদে অনুরূপ রিওয়াযাত করেছেন।

৫৬৪২- وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصٌ يَعْنِي ابْنَ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ مُحَرِّمًا بِقَتْلِ حَيَّةٍ بِمَنْئَى -

৫৬৪২. আবু কুরায়ব (র)..... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক 'মুহরিম' ব্যক্তিকে মিনা-য় একটি সাপ মেরে ফেলতে হুকুম করেছিলেন।

৫৬৪৩- وَحَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ بْنُ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَارٍ بِمِثْلِ حَدِيثِ جَرِيرٍ وَأَبَى مُعَاوِيَةَ -

৫৬৪৩. উমর ইবন হাফস ইবন গিয়াস (র)..... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে একটি (পাহাড়ী) গুহায় ছিলাম।..... পরবর্তী অংশ জারীর (র) ও আবু মুআবিয়া (র) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

৫৬৪৪- وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنُ سَرْحٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ صَيْفِيٍّ وَهُوَ عِنْدَنَا مَوْلَى ابْنِ أَفْلَحٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ فِي بَيْتِهِ قَالَ فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي فَجَلَسْتُ أَنْتَظِرُهُ حَتَّى يَقْضِيَ صَلَاتَهُ فَسَمِعْتُ تَحْرِيكَاً فِي عَرَاجِينَ فِي نَاحِيَةِ الْبَيْتِ فَالْتَفْتُ فَإِذَا حَيَّةٌ فَوَثَبَتْ لِاقْتُلَهَا فَأَشَارَ إِلَيَّ أَنْ أَجْلِسَ فَجَلَسْتُ فَلَمَّا انْصَرَفَ أَشَارَ إِلَيَّ بِبَيْتٍ فِي الدَّارِ فَقَالَ أَتَرَى هَذَا الْبَيْتَ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ كَانَ فِيهِ فَتًى مِّنَّا حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُورَسٍ قَالَ فَخَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْخَنْدَقِ فَكَانَ ذَلِكَ الْفَتَى يَسْتَأْذِنُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِأَنْصَافِ النَّهَارِ فَيَرْجِعُ إِلَى أَهْلِهِ فَاسْتَأْذَنَهُ يَوْمًا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خُذْ عَلَيْكَ سِلَاحَكَ فَانِي أَخْشَى عَلَيْكَ قُرَيْظَةً فَأَخَذَ الرَّجُلُ سِلَاحَهُ ثُمَّ رَجَعَ فَإِذَا امْرَأَتُهُ بَيْنَ الْبَابَيْنِ قَائِمَةٌ فَاهْوَى إِلَيْهَا الرُّمْحَ لِيَطْعُنَهَا بِهِ وَأَصَابَتْهُ غَيْرَةٌ فَقَالَتْ لَهُ أَكْفَفْ عَلَيْكَ رُمْحَكَ وَأَدْخُلِ الْبَيْتَ حَتَّى تَنْظُرَ مَا الَّذِي أَخْرَجَنِي فَدَخَلَ فَإِذَا بِحَيَّةٍ عَظِيمَةٍ مُنْطَوِيَّةٍ عَلَى الْفِرَاشِ فَاهْوَى إِلَيْهَا بِالرُّمْحِ فَأَنْتَظَمَهَا بِهِ ثُمَّ خَرَجَ فَرَكَزَهُ فِي الدَّارِ فَاضْطَرَبَتْ عَلَيْهِ فَمَا يُدْرِي أَيُّهُمَا كَانَ أَسْرَعَ مَوْتًا الْحَيَّةُ أَمْ الْفَتَى قَالَ فَجِئْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ وَقُلْنَا لَهُ ادْعُ اللَّهَ يُحْيِيهِ لَنَا فَقَالَ اسْتَغْفِرُوا لِصَاحِبِكُمْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ بِالْمَدِينَةِ جِنًّا قَدْ أَسْلَمُوا فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهُمْ شَيْئًا فَادْنُوهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ بَدَا لَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فَاقْتُلُوهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ -

৫৬৪৪. আবু তাহির আহমাদ ইবন আমর ইবন সারহ (র)..... হিশাম ইবন যুহরা (র) এর আযাদকৃত গোলাম আবু সাইব (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি (একদিন) আবু সাঈদ খুদরী (রা)-এর কাছে তাঁর ঘরে প্রবেশ করলেন।

তিনি বলেন, আমি তখন তাঁকে সালাতরত অবস্থায় পেলাম এবং তাঁর সালাত সমাপ্ত করা পর্যন্ত তাঁর অপেক্ষায় বসে রইলাম। তখন ঘরের কোণে রাখা খেজুর ডালের স্তূপের মাঝে কোন কিছুর নড়াচড়ার আওয়ায শুনতে পেলাম। লক্ষ্য করে দেখতে পেলাম যে, একটি সাপ। আমি সেটিকে মেরে ফেলার জন্য লাফ দিতে উদ্যত হলাম। তখন তিনি (সালাতে থেকেই) ইশারা করলেন যে, বসে থাক। সালাত শেষে বাড়ির একটি ঘরের দিকে ইংগিত করে বললেন, তুমি কি এ ঘরটি দেখতে পাচ্ছ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, সেখানে নতুন বিয়ে করা আমাদের এক তরুণ থাকত। রাবী বলেন, এরপর আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে খন্দক যুদ্ধে বেরিয়ে গেলাম। ঐ তরুণ দুপুরের দিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে অনুমতি চেয়ে নিত এবং তার পরিবারের কাছে ফিরে যেত। একদিন সে (যথারীতি) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুমতি চাইলে তিনি তাকে বললেন, তোমার হাতিয়ার তোমার সাথে নিয়ে যাও। কেননা আমি তোমার ব্যাপারে বনু কুরায়যা (ইয়াহুদীদের আক্রমণ)-এর আশংকা করছি। লোকটি তার হাতিয়ার নিয়ে (বাড়িতে) ফিরে গেল। সেখানে সে তার (নব পরিণীতা) স্ত্রীকে দু'দরজার মাঝে দাঁড়ান অবস্থায় দেখতে পেল এবং (তার প্রতি সন্দেহান হয়ে) বল্লম দিয়ে তাকে যখম করে দেয়ার উদ্দেশ্যে তা তার দিকে তাক করে ধরল। মর্যাদাবোধ তাকে পেয়ে বসেছিল। তখন সে (স্ত্রী) বলল, তোমার বল্লমটি নিজের কাছে থামিয়ে রাখ এবং ঘরে প্রবেশ কর। যাতে তুমি তা দেখতে পাও, কি আমাকে বের করে দিয়েছে। সে ঘরে ঢুকেই দেখতে পেল যে, এক বিরাটকায় সাপ বিছানার উপরে কুণ্ডলী পাকিয়ে রয়েছে। সে এর দিকে বল্লম তাক করে তার দ্বারা এটিকে গঁথে ফেলল। তারপর বের হয়ে তা (বল্লমটি) বাড়ির মধ্যে গঁড়ে রাখল। তখন সেটি নড়ে চড়ে তার দিকে ধাবিত হল এবং (মুহূর্তের মধ্যে) সাপ কিংবা তরুণ এ দু'জনের কে অধিক দ্রুত মৃত্যুবরণকারী ছিল, তা টের পাওয়া গেল না। রাবী [আবু সাঈদ (রা)] বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট গিয়ে ব্যাপারটি বর্ণনা করলাম এবং তাঁকে বললাম, আপনি আল্লাহর দরবারে দু'আ করুন, তিনি যেন আমাদের খাতিরে তাকে জীবিত করে দেন। তখন তিনি বললেন : তোমরা তোমাদের সাথীর জন্য ইস্তিগ্ফার কর। এরপর বললেন, মদীনায় কতক জিন্ন রয়েছে, যারা ইসলাম কবুল করেছে। তাই (সাপ ইত্যাদিরূপে) তাদের কোন কিছু তোমরা দেখতে পেলে তাকে তিন দিন সতর্ক সংকেত দিবে; এরপরেও তোমাদের সামনে (তা) প্রকাশ পেলে তাকে মেরে ফেলবে। কেননা সে একটি (অবাধ্য) শয়তান, (অর্থাৎ সে মুসলমান নয়)।

৫৬৪৫- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ بْنُ حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ أَسْمَاءَ بِنْتُ عُبَيْدٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ السَّائِبُ وَهُوَ عِنْدَنَا أَبُو السَّائِبِ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فَبَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ إِذْ سَمِعْنَا تَحْتَ سَرِيرِهِ حَرَكَةً فَنَظَرْنَا فَإِذَا حَيَّةٌ وَسَاقُ الْحَدِيثِ بِقِصَّتِهِ نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكٍ عَنْ صَيْفِيٍّ وَقَالَ فِيهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ لِهَذِهِ الْبُيُوتِ عَوَامِرَ فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْهَا فَحَرِّجُوا عَلَيْهَا ثَلَاثًا فَإِنْ ذَهَبَ وَالْأَفَاقْتُلُوهُ فَإِنَّهُ كَافِرٌ وَقَالَ لَهُمْ اذْهَبُوا فَادْفِنُوا صَاحِبَكُمْ -

৫৬৪৫. মুহাম্মদ ইবন রাফি (র)..... (আবু) সাইব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আবু সাঈদ খুদরী (রা)-এর কাছে গেলাম। আমরা বসা ছিলাম, এমন অবস্থায় হঠাৎ তাঁর খাটের নীচে একটা নড়াচড়ার আওয়ায শুনতে পেলাম। লক্ষ্য করে দেখি যে, সেটা একটা সাপ..... ঘটনাসহ হাদীসখানি (পূর্বোল্লিখিত সনদের) সাইফী (র)

থেকে মালিক (র) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বিবৃত করেছেন। তবে এতে তিনি বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : এ সব বাড়ি-ঘরে (মানব ব্যতীত) কতক বসবাসকারী রয়েছে। অতএব সে ধরনের কোন কিছু তোমরা দেখতে পেলে তাদের প্রতি তিনবার সতর্ক সংকেত উচ্চারণ করবে। এতে যদি (তারা) চলে যায় (তো উত্তম), অন্যথায় তাকে তোমরা মেরে ফেলবে। কেননা সে কাফির (অবাধ্য)। আর তিনি তাদের (মৃত ব্যক্তির অভিভাবকদের) বললেন, তোমরা চলে যাও এবং তোমাদের লোককে দাফন কর।

৫৬৮৬- وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ قَالَ حَدَّثَنِي صَيْفِيُّ عَنْ أَبِي السَّائِبِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ بِالْمَدِينَةِ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ قَدْ أَسْلَمُوا فَمَنْ رَأَى شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الْعَوَامِرِ فَلْيُؤْذِنْهُ ثَلَاثًا فَإِنْ بَدَّاهُ بَعْدُ فَلْيَقْتُلْهُ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ -

৫৬৮৬. যুহায়র ইবন হার্ব (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মদীনায় জিন্নদের একটি দল রয়েছে, যারা ইসলাম কবুল করেছে। তাই যে ব্যক্তি বাড়ি-ঘরে বসবাসকারী এ সব (সাপ ইত্যাদির রূপধারী)-দের কোন কিছু দেখতে পায়, সে যেন তাকে তিনবার সতর্ক সংকেত দেয়; এরপরও যদি তার সামনে তা প্রকাশ পায়, তবে সে যেন তাকে মেরে ফেলে, কেননা সে একটা (অবাধ্য) শয়তান।

১- بَابُ اسْتِحْبَابِ قَتْلِ الْوَزْغِ

১. পরিচ্ছেদ : কাকলাস (ও টিকটিকি) মেরে ফেলা মুস্তাহাব

৫৬৮৭- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَاسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ اسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أُمِّ شَرِيكَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ هَا بِقَتْلِ الْوَزْغِ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ أَمَرَ -

৫৬৮৭. আবু বকর ইবন আবু শায়বা, আমর আন-নাকিদ, ইসহাক ইবন ইবরাহীম ও ইবন আবু উমর (র)..... উম্মু শারীক (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে কাকলাস মেরে ফেলতে হুকুম করেছেন। তবে ইবন আবু শায়বা (র) বর্ণিত হাদীসে (শুধু) ‘আদেশ করেছেন’ রয়েছে (অর্থাৎ ‘তাতে’ শব্দটি নেই)।

৫৬৮৮- وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنُ أَبِي خَلْفٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ أَنَّ بَنَ الْمُسَيَّبِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أُمَّ شَرِيكَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا اسْتَأْذَنَتْ النَّبِيَّ ﷺ فِي قَتْلِ الْوَزْغِ غَانِ

فَأَمَرَ بِقَتْلِهَا وَأُمُّ شَرِيكِ إِحْدَى نِسَاءِ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤْيٍ اتَّفَقَ لَفْظُ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي خَلْفٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَحَدِيثُ ابْنِ وَهْبٍ قَرِيبٌ مِنْهُ -

৫৬৪৮. আবু তাহির, মুহাম্মদ ইবন আহমাদ ইবন আবু খালাফ ও আব্দ ইবন হুমায়দ (র)..... উম্মু শারীক (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি নবী ﷺ-এর নিকট কাকলাস মেরে ফেলার ব্যাপারে অভিযত চাইলেন। তখন তিনি তাকে তা মেরে ফেলার হুকুম দিলেন। উম্মু শারীক (রা) হলেন আমির ইবন লুআই গোত্রের একজন মহিলা। এ হাদীসের বর্ণনায় ইবন আবু খালাফ ও আব্দ ইবন হুমায়দ (র)-এর শব্দ ভাষ্য অভিন্ন। আর ইবন ওয়াহ্ব (র) (প্রথম সনদে)-এর বর্ণিত হাদীস (-এর শব্দ) এর কাছাকাছি।

৫৬৪৯- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَزَغِ وَسَمَاهُ فُؤَيْسِقًا -

৫৬৪৯. ইসহাক ইবন ইবরাহীম ও আব্দ ইবন হুমায়দ (র)..... আমির ইবন সাঈদ (র)-এর পিতা [সাঈদ (রা)] থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ কাকলাস মেরে ফেলার হুকুম করেছেন এবং তাকে ‘ছোট ফাসিক’ (‘ক্ষুদে দুষ্কৃতকারী’) নাম দিয়েছেন।

৫৬৫০- وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِلْوَزَغِ الْفُؤَيْسِقُ زَادَ حَرْمَلَةُ قَالَتْ وَلَمْ أَسْمَعْهُ أَمَرَ بِقَتْلِهِ -

৫৬৫০. আবু তাহির ও হারমালা (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ গিরগিটিট ‘ছোট ফাসিক’ (ক্ষুদে দুষ্কৃতকারী) বলেছেন। হারমালা (র) আরো অধিক বর্ণনা করেন যে, তিনি আয়েশা (রা) বলেছেন যে, (তবে) আমি তাঁকে তা মেরে ফেলার হুকুম দিতে শুনি নি।

৫৬৫১- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَتَلَ وَزَغَةً فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً وَمِنْ قَتْلِهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّانِيَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً لِدُونَ الْأُولَى وَإِنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّالِثَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً لِدُونَ الثَّانِيَةِ -

৫৬৫১. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : প্রথম আঘাতে যে ব্যক্তি কাকলাস (গিরগিটি ও টিকটিকি) মেরে ফেলবে, তার জন্য রয়েছে এত এত পরিমাণ সাওয়াব। আর যে ব্যক্তি দ্বিতীয় আঘাতে তাকে মেরে ফেলবে, তার জন্য এত এত পরিমাণ সাওয়াব, প্রথমবারের চাইতে কম। আর যদি তৃতীয় আঘাতে মেরে ফেলে, তা হলে তার জন্য এত এত পরিমাণ সাওয়াব, তবে দ্বিতীয়বারের চাইতে কম।

৫৬৫২- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ زَكَرِيَّاءَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ كُلُّهُمْ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَى حَدِيثِ خَالِدٍ عَنْ سُهَيْلٍ إِلَّا جَرِيرًا وَحَدَّهُ فَإِنْ فِي حَدِيثِهِ مَنْ قَتَلَ وَزَغًا فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ كُتِبَتْ لَهُ مِائَةٌ حَسَنَةً وَفِي الثَّانِيَةِ دُونَ ذَلِكَ وَفِي الثَّالِثَةِ دُونَ ذَلِكَ -

৫৬৫২. কুতায়রা ইবন সাঈদ, যুহায়র ইবন হার্ব, মুহাম্মদ ইবন সাক্বাহ ও আবু কুরায়ব (র)..... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে সুহায়ল (র) থেকে গৃহীত খালিদ (র) বর্ণিত হাদীসের অর্থসম্পন্ন হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। তবে একমাত্র (বিকল্প সনদ-এর) রাবী জারীর (র) (-এর রিওয়ায়াতে ব্যক্তিক্রম রয়েছে), তাঁর বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, যে ব্যক্তি প্রথম আঘাতে কাকলাস (গিরগিটি) মেরে ফেলবে, তার জন্য একশ' সাওয়াব লেখা হয়, আর দ্বিতীয় আঘাতে এর চাইতে কম আর তৃতীয় আঘাতে তার চেয়ে কম (সাওয়াব লিখা হয়)।

৫৬৫২- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ زَكَرِيَّاءَ عَنْ سُهَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنِي أُخْتِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ سَبْعِينَ حَسَنَةً -

৫৬৫৩. মুহাম্মদ ইবন সাক্বাহ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রথম আঘাতে (মেরে ফেললে) সত্তরটি সাওয়াব।

৩- بَابُ النَّهْيِ عَنْ قَتْلِ النَّمْلِ

২. পরিচ্ছেদ : পিঁপড়া মেরে ফেলা নিষিদ্ধ

৫৬৫৪- حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرَمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّ نَمْلَةً قَرَصَتْ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ فَأَمَرَ بِقَرْيَةِ النَّمْلِ فَأُحْرِقَتْ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ أَفَى أَنْ قَرَصَتْكَ نَمْلَةٌ أَهْلَكَتْ أُمَّةً مِنَ الْأُمَمِ تُسَبِّحُ -

৫৬৫৪. আবু তাহির ও হারামলা ইবন ইয়াহইয়া (র)..... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত যে, একটি পিঁপড়া নবীকূলের কোন নবীকে কামড়ে দিলে তিনি পিঁপড়ার বাসা সম্পর্কে হুকুম দিলেন, ফলে তা জ্বালিয়ে দেয়া হল। তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর কাছে এ মর্মে ওহী পাঠালেন যে, একটি (মাত্র) পিঁপড়া তোমাকে কামড়ে দিল, তাতে কিনা তুমি উম্মাত ও সৃষ্টিকূলের এমন একটি সৃষ্টি দলকে জ্বালিয়ে দিলে যারা তাসবীহ পাঠ করছিল?

৫৬৫৫- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِزَامِيَّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ نَزَلَ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ

فَلَدَغَتْهُ نَمْلَةٌ فَأَمَرَ بِيْجَاهِزِهِ فَأَخْرَجَ مِنْ تَحْتِهَا ثُمَّ أَمَرَبِهَا فَأَحْرَقَتْ فَأَوْحَى إِلَيْهِ فَهَلَا نَمْلَةٌ وَاحِدَةً -

৫৬৫৫. কুতায়রা ইব্ন সাঈদ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : নবীকূলের কোন একজন নবী একটি গাছের নিচে অবস্থান নিলেন, তখন একটি পিপিলিকা তাঁকে কামড়ে দিল। তখন তিনি তার সামনে পরা (সরিয়ে ফেলা)-র ব্যাপারে হুকুম দিলে, তা (তার গোদের) নিচ থেকে বের করা হল। অতঃপর তাদের (পিঁপড়া) সম্পর্কে হুকুম দিলে তাদের জ্বালিয়ে দেয়া হল। তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর কাছে ওহী পাঠালেন, 'তাহলে একটিমাত্র (অপরাধী) পিঁপড়াকে নয় কেন'?

৫৬৫৬- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا بِهِ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَزَلَ نَبِيُّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَلَدَغَتْهُ نَمْلَةٌ فَأَمَرَ بِيْجَاهِزِهِ فَأَخْرَجَ مِنْ تَحْتِهَا وَأَمَرَ بِهَا فَأَحْرَقَتْ بِالنَّارِ قَالَ فَأَوْحَى إِلَيْهِ فَهَلَا نَمْلَةٌ وَاحِدَةً-

৫৬৫৬. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র)..... হাম্মাম ইব্ন মুনাবিহ' (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এ হল সে সব হাদীস যা আবু হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে আমাদের কাছে রিওয়ায়াত করেছেন। এই বলে তিনি কয়েকখানি হাদীস উল্লেখ করলেন, সে সবার একখানি হল, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : নবীকূলের একজন নবী একটি গাছের নিচে অবতরণ করলেন, তখন একটি পিঁপড়া তাঁকে কামড়ে দিল, তখন তিনি তার আবসবাবপত্র (বের করা)-র ব্যাপারে হুকুম দিলে তা তার (গাছের) নিচ থেকে বের করা হল এবং তিনি সে সম্পর্কে হুকুম দিলে তা আগুনে জ্বালিয়ে দেয়া হল। তিনি বলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর কাছে ওহী পাঠালেন, তাহলে একটিমাত্র পিঁপড়া নয় কেন?

৩- بَابُ تَحْرِيمِ قَتْلِ الْهَرَّةِ

৩. পরিচ্ছেদ : বিড়াল মেরে ফেলা হারাম

৫৬৫৭- حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ أَسْمَاءَ الضُّبَعِيُّ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ عَذِّبَتْ أَمْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا إِذْ حَبَسَتْهَا وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ -

৫৬৫৭. আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আসমা যুবাঈ (র)..... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : এক স্ত্রীলোককে একটি বিড়ালের কারণে আযাব দেয়া হয় যে বিড়ালটিকে সে 'বন্দী' করে (বেঁধে) রেখেছিল, অবশেষে সেটি মারা গেল। এ কারণে সে জাহান্নামে গেল। যে স্ত্রীলোকটি বিড়ালটিকে আটকে রেখেছে, নিজেও তাকে পানাহার করায়নি আর সেটিকে সে ছেড়েও দেয়নি, যাতে সে যমীনের পোকা-মাকড় খেতে ও বাঁচতে পারে।

৫৬৫৮- وَحَدَّثَنِي نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَعَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ مَعْنَاهُ -

৫৬৫৮. নাসর ইবন আলী জাহ্‌যামী (র)..... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে উপরোল্লিখিত হাদীসের অর্থের অনুরূপ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন।

৫৬৫৯- وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مَعْنِ بْنِ عَيْسَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِذَلِكَ -

৫৬৫৯. হারুন ইবন আবদুল্লাহ ও আবদুল্লাহ ইবন জা'ফার (র)..... উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে এরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

৫৬৬০- وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ عَذِّبَتْ امْرَأَةً فِي هِرَّةٍ لَمْ تُطْعِمَهَا وَلَمْ تَسْقِهَا وَلَمْ تَتْرُكْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ -

৫৬৬০. আবু কুরায়ব (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : একটি স্ত্রীলোককে একটি বিড়ালের কারণে আযাব দেওয়া হয়। সে নিজেও বিড়ালটিকে পানাহার করায় নি এবং তাকে ছেড়েও দেয়নি যাতে সে (নিজে) যমীনের পোকা-মাকড় খেতে পারে।

৫৬৬১- وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ بِهَذَا الْأِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِهِمَا رَبَطْتُهَا وَفِي حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ حَشَرَاتِ الْأَرْضِ -

৫৬৬১. আবু কুরায়ব ও মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র)..... হিশাম (র) উল্লেখিত সনদে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। তাঁদের দু'জনের বর্ণিত হাদীসে রয়েছে- 'সে তাকে বেঁধে রাখল'। (এছাড়া প্রথম সনদের) রাবী আবু মুআবিয়া (র)-এর বর্ণিত হাদীসে রয়েছে- যমীনের কীট-পতঙ্গ (অর্থাৎ خَشَاش শব্দের স্থলে حَشَرَات শব্দ রয়েছে)।

৫৬৬২- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ ابْنِ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ رَزَّاقٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَحَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمَعْنَى حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ -

৫৬৬২ মুহাম্মদ ইবন রাফি' ও আব্দ ইবন হুমায়দ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে (উপরোল্লিখিত সনদের) রাবী হিশাম ইবন উরওয়া (র) বর্ণিত হাদীসের মর্মযুক্ত রিওয়ায়াত করেছেন।

৫৬৬৩- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ-

৫৬৬৩. মুহাম্মদ ইবন রাফি' (র)..... হাম্মাম ইবন মুনাবিহ্ সূত্রে, তিনি আবু হুরায়রা (রা.) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে পূর্ব বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

৬- بَابُ فَضْلِ سَاقِيِ الْبَهَائِمِ الْمُحْتَرَمَةِ وَإِطْعَامِهَا

৪. পরিচ্ছেদ : 'অবোধ (অহেতুক হত্যা নিষিদ্ধ) পশুপাখিকে পানিপান করানো ও খাবার দেওয়ার ফযীলত

৫৬৬৪- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ سُمَى مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَوَجَدَ بَيْئراً فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ فَقَالَ الرَّجُلُ لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبُ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِي كَانَ بَلَغَ مِنِّي فَنَزَلَ الْبَيْئْرَ فَمَلَأَ خُفَّهُ مَاءً ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ حَتَّى رَقِيَ فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ لَنَا فِي هَذِهِ الْبَهَائِمِ لَأَجْراً فَقَالَ فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٌ أَجْرٌ-

৫৬৬৪. কুতায়রা ইবন সাঈদ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : এক ব্যক্তি কোন পথ ধরে চলছিল, এ অবস্থায় তার খুব পিপাসা পেল। সে একটি কূপ দেখতে পেয়ে তাতে নেমে পড়ল এবং পানিপান করল। এরপর সে বেরিয়ে এল। তখন সে দেখতে পেল যে, একটি কুকুর (পিপাসায়) জিহ্বা বের করে হাঁপাচ্ছে আর মাটি চাটছে। লোকটি (মনে মনে) বলল, কুকুরটির আমার মত তীব্র পিপাসা পেয়েছে। তখন সে কূপে নামল এবং তার (চামড়ার) মোজায় পানি ভরল। পরে সে তা তার মুখ আটকে ধরে উপরে উঠল এবং কুকুরটিকে পান করাল। মহান আল্লাহ তার (এ আমলের) প্রতি সদয় হলেন এবং তাকে মাফ করে দিলেন। তারা (সাহাবিগণ) জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তা হলে কি আমাদের জন্য এসব প্রাণীর ব্যাপারে (সদাচরণে)-ও সাওয়াব রয়েছে? তিনি বললেন, প্রতিটি 'তাজা কলিজায়' (প্রাণধারীতে) সাওয়াব রয়েছে।

৫৬৬৫- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ امْرَأَةً بَغِيًّا رَأَتْ كَلْبًا فِي يَوْمٍ حَارٍّ يُطِيفُ بِبَيْئْرِ قَدْ أَدْلَعَ لِسَانَهُ مِنَ الْعَطَشِ فَنَزَعَتْ لَهُ بِمُوقِهَا فَغَفَرَ لَهَا-

৫৬৬৫. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত যে, এক যৌনকর্মী কোন এক গরমের দিনে একটি কুকুরকে একটি কূপের পাশে চক্কর দিতে দেখতে পেল, সেটি পিপাসায় তার জিহ্বা

বের করে হাঁপাচ্ছিল। তখন সে তার (চামড়ার) মোজা দিয়ে তার জন্য পানি তুলে আনল এবং পান করাল। ফলে তাকে মাফ করে দেয়া হল।

৫৬৬৬- وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَمَا كَلْبٌ يُطِيفُ بِرَكِيَّةٍ قَدْ كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ إِذْ رَأَتْهُ بَغِيٌّ مِنْ بَغَايَا بَنِي إِسْرَائِيلَ فَزَعَتْ مُوقَهَا فَاسْتَقَتْ لَهُ بِهِ فَسَقَتْهُ إِيَّاهُ فَغُفِرَ لَهَا بِهِ-

৫৬৬৬. আবু তাহির (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ^{সাদাহাজ} ^{আল্যাছতি} বলেছেন : একটি কুকুর একটি (পানি ভর্তি) কূপের পাশে চক্কর দিচ্ছিল। পিপাসায় তার প্রায় জীবন নাশের উপক্রম হয়েছিল। তখন বনী ইসরাঈলের যৌনকর্মীদের এক যৌনকর্মী তাকে দেখতে পেল এবং (দয়াদ্র হয়ে) সে তার (চামড়ার) মোজা খুলে ফেলল এবং তার জন্য পানি তুলে এনে তাকে পান করিয়ে দিল। এর ফলে তাকে মাফ করে দেয়া হল।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كِتَابُ الْأَلْفَاظِ مِنَ الْأَدَبِ وَغَيْرِهَا

অধ্যায় : শব্দচয়ন ও শব্দ প্রয়োগে শিষ্টাচার

১- بَابُ النَّهْيِ عَنْ سَبِّ الدَّهْرِ

১. পরিচ্ছেদ : সময় ও কালকে গালি দেওয়া নিষিদ্ধ

৫৬৬৭- وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنُ سَرْحٍ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَسُبُّ ابْنُ آدَمَ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرُ بِيَدِي اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ-

৫৬৬৭. আবু তাহির (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আমি বলতে শুনেছি, মহীয়ান-গরীয়ান আল্লাহ বলেন, আদম সন্তান সময় ও কালকে গাল-মন্দ করে, অথচ আমিই সময়, আমার (কুদ্রতী) হাতেই রাত ও দিন (-এর বিবর্তন সাধিত হয়)।

৫৬৬৮- وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَإِبْنُ أَبِي عُمَرَ وَاللَّفْظُ لِبْنِ أَبِي عُمَرَ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يُؤْذِنِي ابْنُ آدَمَ يَسُبُّ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرُ أَقْلَبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ-

৫৬৬৮. ইসহাক ইবন ইবরাহীম ও ইবন আবু উমর (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মহীয়ান-গরীয়ান আল্লাহ বলেন, আদম সন্তান আমাকে কষ্ট দেয়, সে সময়কে গালি দেয়, অথচ আমিই সময়, রাত ও দিন আমিই বিবর্তিত করে থাকি।

৫৬৬৯- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يُؤْذِنِي ابْنُ آدَمَ

يَقُولُ يَا خَيْبَةَ الدَّهْرِ فَلَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ يَا خَيْبَةَ الدَّهْرِ فَإِنِّي أَنَا الدَّهْرُ أَقْلَبُ لَيْلَهُ وَنَهَارَهُ فَإِذَا شَبْتُ قَبِضْتُهُمَا-

৫৬৬৯. আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মহীয়ান-গরীয়ান আল্লাহ বলেন, আদম সন্তান আমাকে কষ্ট দেয়, সে বলে, ‘হায় সময়ের ফের-দুর্ভাগ্য! (আমার সময় মন্দ)! তোমাদের কেউ যেন ‘হায় সময়ের ফের’ না বলে। কেননা আমিই তো সময়; আর রাত ও দিন আমিই পরিবর্তিত করে থাকি; যখন আমি ইচ্ছা করি, তখন তাদের দু’টিকে সংকুচিত করে দেই।

৫৬৭০. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ যেন ‘হায়! সময়ের ভোগ’- না বলে। কেননা আল্লাহ, তিনিই সময় (নিয়ন্ত্রক)।

৫৬৭১. যুহায়র ইব্ন হার্ব (র)..... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা সময়কে গালমন্দ করো না। কেননা আল্লাহ, তিনিই সময়।

৫৬৭২. হাজ্জাজ ইব্ন শাইর (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ সময়কে গালি দিবে না। কেননা আল্লাহ, তিনিই সময়। আর তোমাদের কেউ আংগুরকে (এর পরিবর্তে) الْكَرْمُ (মর্যাদাবান) বলবে না। কেননা الْكَرْمُ (বদান্যতা ও মর্যাদাশীল) হল মুসলমান ব্যক্তি।^১

৫৬৭৩. হুইরু বনু হার্ব (র)..... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা সময়কে গালমন্দ করো না। কেননা আল্লাহ, তিনিই সময়।

২- بَابُ كَرَاهَةِ تَسْمِيَةِ الْعَنْبِ كَرْمًا

২. পরিচ্ছেদ : الْعَنْبُ (আংগুর)-কে الْكَرْمُ নামকরণ মাকরুহ

৫৬৭৪. হুইরু বনু হার্ব (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ সময়কে গালি দিবে না। কেননা আল্লাহ, তিনিই সময়। আর তোমাদের কেউ আংগুরকে (এর পরিবর্তে) الْكَرْمُ (মর্যাদাবান) বলবে না। কেননা الْكَرْمُ (বদান্যতা ও মর্যাদাশীল) হল মুসলমান ব্যক্তি।^১

৫৬৭৫. হুইরু বনু হার্ব (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ সময়কে গালি দিবে না। কেননা আল্লাহ, তিনিই সময়। আর তোমাদের কেউ আংগুরকে (এর পরিবর্তে) الْكَرْمُ (মর্যাদাবান) বলবে না। কেননা الْكَرْمُ (বদান্যতা ও মর্যাদাশীল) হল মুসলমান ব্যক্তি।^১

৫৬৭৬. হুইরু বনু হার্ব (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ সময়কে গালি দিবে না। কেননা আল্লাহ, তিনিই সময়। আর তোমাদের কেউ আংগুরকে (এর পরিবর্তে) الْكَرْمُ (মর্যাদাবান) বলবে না। কেননা الْكَرْمُ (বদান্যতা ও মর্যাদাশীল) হল মুসলমান ব্যক্তি।^১

১. الْكَرْمُ শব্দের অর্থ হল, অভিজাত্য, বদান্যতা ও মর্যাদা। সুতরাং শব্দের অর্থ বিচারে একজন মুসলমানই এ নামে অভিহিত হওয়ার যোগ্য। কেননা আল্লাহ পাকের কাছে একজন মুসলমানই এ মর্যাদার অধিকারী। একটি নাম, বিশেষত যা সে যুগে মদের উৎস ও উপকরণ ছিল, তা এ মর্যাদা পেতে পারে না।

৫৬৭৩. আমর আন-নাকিদ ও ইব্ন আবু উমর (র)..... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা (আংগুরকে) 'আল-কারম' বল না কেননা 'কারম' হল মু'মিনের কাল্ব।

৫৬৭৪. حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَسْمُوا الْعِنَبَ الْكَرْمَ فَإِنَّ الْكَرْمَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ-

৫৬৭৪. যুহায়র ইব্ন হার্ব (র)..... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আঙ্গুরকে 'আল-কারম' আল-কারম, নাম দিও না। কেননা 'আল-কারম' হল মুসলিম ব্যক্তি।

৫৬৭৫. حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ الْكَرْمَ فَإِنَّمَا الْكَرْمُ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ-

৫৬৭৫. যুহায়র ইব্ন হার্ব (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ (আংগুরকে) কখনো 'আল-কারম' বলবে না। কেননা 'আল-কারম' হল মু'মিনের কাল্ব।

৫৬৭৬. وَحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ لِلْعِنَبِ الْكَرْمَ إِنَّمَا الْكَرْمُ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ-

৫৬৭৬. ইব্ন রাফি' (র)..... হাম্মাম ইব্ন মুনাবিহ্ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এ হল সে সব হাদীস যা আবু হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে আমাদের কাছে রিওয়ায়াত করেছেন। এ কথা বলে তিনি কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করে। সে সবার একটি হল রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ আংগুরকে (العنب না বলে) কখনো 'الكرم' (আল-কারম) বলবে না। 'আল-কারম' তো মুসলিম ব্যক্তি।

৫৬৭৭. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عُلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَقُولُوا الْكَرْمَ وَلَكِنْ قُولُوا الْحَبْلَةَ يَعْنِي الْعِنَبَ-

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ قَالَ سَمِعْتُ عُلْقَمَةَ ابْنَ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا تَقُولُوا الْكَرْمَ وَلَكِنْ قُولُوا الْعِنَبَ وَالْحَبْلَةَ-

৫৬৭৭. আলী ইব্ন খাশরাম (র)..... আলকামা ইব্ন ওয়াইল (র), পিতা সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা (আংগুরকে) আল-কারম, বল না, বরং 'الحبله' (আল-হাবালাহ্) বল। অপর সনদে যুহায়র (র)..... সিমাক (র) থেকে তিনি বলেন যে, আলকামা ইব্ন ওয়াইল (র)-কে তাঁর পিতা সূত্রে নবী ﷺ থেকে

বর্ণনা করতে শুনেছি। তিনি বলেছেন তোমরা (আংগুরকে) ‘আল-কারম’ বল না। তবে বল আল-হাবালাহ (الحبلة) ও আল-ইনাব (العنب)।

৩- بَابُ حُكْمِ إِطْلَاقِ لَفْظَةِ الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ وَالْمَوْلَى وَالسَّيِّدِ

৩. পরিচ্ছেদ : ‘আব্দ’, ‘আমাত’ (দাস-দাসী) এবং ‘মাওলা’, ‘সায়্যিদ’ (মনিব ও নেতা) শব্দসমূহ ব্যবহারের বিধান

৫৬৭৮- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ عَبْدِي وَأَمَتِي كُلُّكُمْ عِبِيدُ اللَّهِ وَكُلُّ نِسَائِكُمْ إِمَاءُ اللَّهِ وَلَكِنْ لِيَقُلْ غُلَامِي وَفَتَايَ وَفَتَاتِي وَجَارِيَّتِي-

৫৬৭৮. ইয়াহইয়া ইব্ন আইউব, কুতায়বা ও ইব্ন হুজর (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ عَبْدِي (আমার বান্দা, দাস) অমَتِي (আমার বাঁদী, দাসী) বলবে না। কেননা তোমাদের প্রত্যেক পুরুষই আল্লাহর বান্দা (দাস) এবং তোমাদের প্রত্যেক মহিলাই আল্লাহর বাঁদী (দাসী)। বরং বলবে, غُلَامِي - فَتَايَ - فَتَاتِي - جَارِيَّتِي (অর্থাৎ আমার বালক-কিশোর, আমার বালিকা-কিশোরী, আমার সেবক, আমার সেবিকা)।

৫৬৭৯- وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ عَبْدِي فَكُلُّكُمْ عِبِيدُ اللَّهِ وَلَكِنْ لِيَقُلْ فَتَايَ وَلَا يَقُلْ الْعَبْدُ رَبِّي وَلَكِنْ لِيَقُلْ سَيِّدِي-

৫৬৭৯. যুহায়র ইব্ন হার্ব (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ অবশ্যই ‘আমার দাস’ বলবে না। কেননা তোমাদের প্রত্যেকেই আল্লাহর দাস ও বান্দা। তবে সে বলবে ‘আমার সেবক’। আর আব্দ তার মনিবকে আমার ‘রব্ব’ বলবে না, বরং বলবে আমার সায়্যিদ (মনিব ও নেতা)।

৫৬৮০- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ كِلَاهُمَا عَنْ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِهِمَا وَلَا يَقُلْ الْعَبْدُ لِسَيِّدِهِ مَوْلَايَ وَزَادَ فِي حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ فَإِنَّ مَوْلَاكُمْ اللَّهُ-

৫৬৮০. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা, আবু কুরায়ব ও আবু সাঈদ আশাজ্জ (র)..... আ‘মাশ (র) থেকে উল্লিখিত সনদে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। তবে তাঁদের দু’জনের রিওয়ায়াতে রয়েছে গোলাম তার সায়্যিদ ও মনিবকে ‘আমার মাওলা’ বলবে না এবং (প্রথম সনদের) রাবী আবু মুআবিয়া (র)-এর বর্ণিত হাদীসে আরো অধিক বিষয় উল্লেখ করেছেন যে, ‘কেননা তোমাদের ‘মাওলা’ হলেন আল্লাহ’।

১. الحبل (আল-হাবালাহ) আংগুরের একটি প্রচলিত নাম। যার অর্থ-আংগুর গাছ বা তার শাখা-প্রশাখা।

৫৬৮১- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ اسْقِ رَبَّكَ أَطْعِمِ رَبَّكَ وَضِيْ رَبَّكَ وَقَالَ لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ رَبِّي وَلِيَقُلْ سَيِّدِي مَوْلَايَ وَلَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ عَبْدِي أَمْتِي وَلِيَقُلْ فَتَايَ فَتَاتِي غُلَامِي-

৫৬৮১. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র)..... হাম্মাম ইব্ন মুনাবিহ' (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এ হল সে সব হাদীস, যা আবু হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে আমাদের কাছে রিওয়ায়াত করেছেন। (একথা বলে) তিনি কয়েকখানি হাদীস উল্লেখ করেছেন। সে সবার একখানি হল রাসূলুল্লাহ ﷺ আরও বলেছেন : তোমাদের কেউ (মনিব সম্বন্ধে এভাবে) বলবে না যে, তোমার 'রব্ব'কে পান করাও, তোমার 'রব্ব'কে খাবার দাও, তোমার রব্বকে উযু করাও। তিনি আরও বলেন, তোমাদের কেউ (নিজেও) বলবে না, আমার 'রব্ব' বরং বলবে আমার 'সায়্যিদ'-সরদার বা নেতা, আমার মাওলা-মনিব। আর তোমাদের কেউ বলবে না, আমার বান্দা আমার বাঁদী, বরং বলবে, কিশোর, কিশোরী, বালক, বালিকা (আমার সেবক, আমার সেবিকা)।

৪- بَابُ كَرَاهَةِ قَوْلِ الْإِنْسَانِ خَبِثَتْ نَفْسِي

৪. পরিচ্ছেদ : কোন মানুষের নিজের (দুরবস্থা প্রকাশে) خَبِثَتْ نَفْسِي আমার মন খবীছ (পিশাচ অধম হয়ে গিয়েছে) বলা মাকরুহ

৫৬৮২- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ كِلَاهُمَا عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ خَبِثَتْ نَفْسِي وَلَكِنْ لِيَقُلْ لَقِستْ نَفْسِي هَذَا حَدِيثُ أَبِي كُرَيْبٍ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَمْ يَذْكُرْ لَكِنْ-

৫৬৮২ আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা, আবু কুরায়ব মুহাম্মদ ইব্ন আলা (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কেউ নিজেকে (দুরবস্থা প্রকাশে) বলবে না, আমার মন 'খবীছ' (পিশাচ-ইতর-নিকৃষ্ট) হয়ে গিয়েছে, বরং বলবে (لَقِستْ) আমার মন 'সংকুচিত' ও বিমর্ষ হয়ে গিয়েছে। এ ভাষ্য আবু কুরায়ব (র) বর্ণিত হাদীসের। আর আবু বকর' (র) নবী ﷺ থেকে যা বর্ণনা করেছেন তাতে 'لَكِنْ' শব্দটির উল্লেখ নেই।

৫৬৮৩- وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ بِهِذِ السَّنَادِ-

৫৬৮৩. আবু কুরায়ব (র)..... আবু মুআবিয়া (র) থেকে উল্লেখিত সনদে ঐ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন।

৫৬৮৪- وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرَمَلَةُ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ ابْنِ حَنْظَلٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ خَبِثَتْ نَفْسِي وَلِيَقُلْ لَقِستْ نَفْسِي-

৫৬৮৪. আবু তাহির ও হারমালা (র)..... আবু উমামা ইবন সাহল ইবন হুনাযফ (র) তাঁর পিতা [সাহল (রা)] সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কেউ 'আমার আত্মা খবীস হয়ে গিয়েছে বলবে না, 'আমার মন সংকুচিত ও বিমর্ষ হয়ে গিয়েছে' বলবে।

৫- بَابُ اسْتِعْمَالِ الْمِسْكِ وَأَنَّهُ أَطْيَبُ الطَّيِّبِ وَكَرَاهَةُ رَدِّ الرِّيحَانِ وَالطَّيِّبِ-

৫. পরিচ্ছেদ : মেশক (কস্তুরি) ব্যবহার এবং তা শ্রেষ্ঠ সুগন্ধি হওয়ার এবং ফুল ও সুগন্ধি প্রত্যাখ্যান মাকরুহ হওয়ার বিবরণ

৫৬৮৫- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي خُلَيْدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كَانَتْ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَصِيرَةً تَمْشِي مَعَ امْرَأَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ فَاتَّخَذَتْ رَجُلَيْنِ مِنْ خَشَبٍ وَخَاتِمًا مِنْ ذَهَبٍ مُغْلَقٌ مُطْبَقٌ ثُمَّ حَشَتْهُ مِسْكًَا وَهُوَ أَطْيَبُ الطَّيِّبِ فَمَرَّتْ بَيْنَ الْمَرْأَتَيْنِ فَلَمْ يَعْرِفُوها فَقَالَتْ بِيَدِهَا هَكَذَا وَنَفَضَ شُعْبَةُ يَدَهُ-

৫৬৮৫. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনী ইসরাঈলের বেঁটে আকৃতির একটি স্ত্রীলোক দু'জন দীর্ঘাঙ্গী স্ত্রীলোকের সাথে হেঁটে চলছিল। সে (উঁচু হওয়ার জন্য) এবং লোকদের চোখে ধরা না পড়ার উদ্দেশ্যে কাঠের দু'টি পা বানিয়ে নিল এবং সোনা দিয়ে মুখ বন্ধ করা একটি বড়-সড় আংটি বানিয়ে পরে তার ভিতরে মেশক ভরে দিল। আর তা (মেশক) হল সুগন্ধিকুলের সেরা সুগন্ধি। পরে সে ঐ দুই স্ত্রীলোকের মাঝে থেকে চলতে লাগলো এবং লোকেরা তাকে চিনতে পারল না। তখন সে তার হাত দিয়ে এভাবে ঝাড়া দিল। (এ কথা বলে) রাবী শু'বা (র) তাঁর হাত ঝাড়া দিলেন (এবং স্ত্রীলোকটির হাত ঝাড়ার ভঙ্গী নকল করলেন)।

৫৬৮৬- حَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ خُلَيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ وَالْمُسْتَمِرُّ قَالَ سَمِعْنَا أَبَا نَضْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَكَرَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَشَتْ خَاتِمَهَا مِسْكًَا وَالْمِسْكَ أَطْيَبُ الطَّيِّبِ.

৫৬৮৬. আমর আন-নাকিদ (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বনী ইসরাঈলের এক মহিলার কথা উল্লেখ করলেন, যে তার আংটিটি মেশক দিয়ে ভরে রেখেছিল।..... (এ প্রসঙ্গে তিনি বললেন), আর মেশক হল সুগন্ধিকুলের সেরা সুগন্ধি।

৫৬৮৭- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ كِلَاهُمَا عَنِ الْمُقْبَرِيِّ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمُقَرِّيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ

الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ عَرِضَ عَلَيْهِ رِيحَانٌ فَلَا يَرُدُّهُ فَإِنَّهُ خَفِيفُ الْمَحْمَلِ طَيِّبُ الرِّيحِ.

৫৬৮৭. আবু বকর ইব্ন শায়বা ও যুহায়র ইব্ন হার্ব (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কারো কাছে কোন ফুল পেশ করা হলে সে যেন তা প্রত্যাখ্যান না করে। কেননা তা বোঝায় হালকা এবং ঘ্রাণে উত্তম।

৫৬৮৮- حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَأَبُو الطَّاهِرِ وَاحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا وَقَالَ الْأَخْرَانِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا اسْتَجْمَرَ اسْتَجْمَرَ بِالْأَلْوَةِ غَيْرَ مُطْرَاةٍ وَبِكَافُورٍ يَطْرَحُهُ مَعَ الْأَوَّلَةِ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا كَانَ يَسْتَجْمِرُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ -

৫৬৮৮. হারুন ইব্ন সাঈদ আয়লী, আবু তাহির ও আহমদ ইব্ন ইসা (র)..... নারফি (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্ন উমর (রা) অভ্যস্ত ছিলেন যে, যখন তিনি সুগন্ধি জ্বালাতেন, তখন (খাঁটি) উদ 'আগর', তার সাথে অন্য কোন সুগন্ধি না মিশিয়ে জ্বালাতেন, আবার (কখনো) আগরের সাথে কর্পূর ঢেলে দিতেন। এরপর বলতেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এ ভাবে সুগন্ধি জ্বালিয়ে ব্যবহার করতেন।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كِتَابُ الشِّعْرِ

অধ্যায় : কবিতা

৫৬৮৯- حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ وَأَبْنُ أَبِي عُمَرَ كِلَاهُمَا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَدِفْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا فَقَالَ هَلْ مَعَكَ مِنْ شِعْرِ أُمِّيَّةَ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ شَيْئًا قُلْتُ نَعَمْ قَالَ هَيْهَ فَاَنْشُدْتُهُ بَيْتًا فَقَالَ هَيْهَ ثُمَّ اَنْشُدْتُهُ بَيْتًا فَقَالَ هَيْهَ حَتَّى اَنْشُدْتُهُ مِائَةَ بَيْتٍ وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَآحْمَدُ بْنُ عَبْدِ جَمِيْعًا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ أَوْ يَعْقُوبَ بْنَ عَاصِمٍ عَنِ الشَّرِيدِ قَالَ أَرَدَفَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَلْفَهُ فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ-

৫৬৮৯. আমর আন-নাকিদ ও ইব্ন আবু উমর (র)..... আমর ইব্ন শারীদ (র) সূত্রে তাঁর পিতা [শারীদ (রা)] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন (একদিন) আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর (বাহনে) আরোহী হলাম। তিনি বললেন, তোমার স্মৃতিতে (কবি) উমাইয়া ইব্ন আবুস-সাল্ত-এর কবিতার কোন কিছু আছে কি? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, চালাও (শুনাও)। আমি তখন তাঁকে একটি পংক্তি আবৃত্তি করে শোনালাম। তিনি বললেন, চালাও। তখন আমি তাঁকে আর একটি শ্লোক আবৃত্তি করে শোনালাম। তিনি বললেন, চালাও। শেষ পর্যন্ত আমি তাঁকে একশটি পংক্তি আবৃত্তি করে শোনালাম।

যুহায়র ইব্ন হার্ব ও আহমাদ ইব্ন আবদা (র)..... শারীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে তাঁর (বাহনে) পিছনে সহ-আরোহী বানালেন।..... এরপর পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৫৬৯০- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطَّائِفِيِّ عَنْ

عَمْرُو بْنُ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ اسْتَنْشَدَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ وَزَادَ قَالَ إِنَّ كَادَ لِيُسْلِمَ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَهْدِيٍّ قَالَ فَلَقَدْ كَادَ يُسْلِمُ فِي شِعْرِهِ-

৫৬৯০. ইয়াহুইয়া ইবন ইয়াহুইয়া ও যুহায়র ইবন হারব (র)..... আমার ইবন শারীদ তাঁর পিতা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে কবিতা আবৃত্তি করে শোনাতে বললেন, এরপর (উপরোল্লিখিত) রাবী ইবরাহীম ইবন মায়সারা (র) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। আর এছাড়াও তিনি অধিক বলেছেন, তিনি (নবী) বললেন : ‘সে তো মুসলমান হয়ে গিয়েছিল প্রায়।’ আর (অন্য সনদের) রাবী ইবন মাহ্দী (র) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, তিনি বললেন, সে তো তার কবিতায় মুসলমান হওয়ার কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল।

৫৬৯১- حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ جَمِيعًا عَنْ شَرِيكَ قَالَ ابْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا شَرِيكَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَشْعَرُ كَلِمَةٍ تَكَلَّمْتُ بِهَا الْعَرَبُ كَلِمَةُ لَبِيدٍ أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلٌ-

৫৬৯১. আবু জা‘ফর মুহাম্মদ ইবন সাব্বাহ ও আলী ইবন হুজর সা‘দী (র)..... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ বর্ণিত। তিনি বলেন, আরবদের কবিতামালার মাঝে অধিক অর্থপূর্ণ কাব্য কথা হচ্ছে লাবীদ (রা)-এর। যেমন ‘আল্লাহ ছাড়া যা কিছু রয়েছে সব বাতিল (আমার)।’

৫৬৯২- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ بْنُ مَيْمُونٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا شَاعِرٌ كَلِمَةُ لَبِيدٍ أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلٌ وَكَادَ ابْنُ أَبِي الصَّلْتِ أَنْ يُسْلِمَ-

৫৬৯২. মুহাম্মদ ইবন হাতিম ইবন মায়মুন (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কবিকুলের কাব্যের মধ্যে সর্বাধিক সত্য কথা লাবীদের কথা ‘আল্লাহ ছাড়া যা কিছু আছে সব বাতিল।’ আর উমাইয়া ইবন আবুস-সাল্ত তো প্রায় মুসলমান হয়ে গিয়েছিল।

৫৬৯৩- وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ أَصْدَقَ بَيْتٍ قَالَهُ الشَّاعِرُ أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلٌ وَكَادَ ابْنُ أَبِي الصَّلْتِ أَنْ يُسْلِمَ-

৫৬৯৩. ইবন আবু উমর (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : সর্বাধিক সত্য শ্লোক যা কোন কবি বলেছেন (তা হল :) ‘আল্লাহ ছাড়া যা কিছু আছে, সব ব্যর্থ-বাতিল।’ আর ইবন আবুস-সাল্ত তো মুসলমান হয়ে গিয়েছিল প্রায়।

৫৬৯৪- حَدَّثَنَا الْمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَصْدَقُ بَيْتٍ قَالَتْهُ الشُّعْرَاءُ إِلَّا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلٌ-

৫৬৯৪. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র)..... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কবিগণ যা বলেছে, তার মাঝে সর্বাধিক সত্য পংক্তি হল : ‘ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلٌ ’ জেনে রেখ, আল্লাহ ব্যতীত আর যা কিছু আছে সব বাতিল ও নশ্বর।

৫৬৯৫- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ زَكْرِيَاءَ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ أَصْدَقَ كَلِمَةٍ قَالَهَا شَاعِرٌ كَلِمَةٌ لَبِيدٌ إِلَّا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلٌ مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ-

৫৬৯৫. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি কোন কবি যা বলেছেন তার মধ্যে সর্বাধিক সত্য কথা হল লাবীদ-এর কথা : ‘ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلٌ ’ জেনে রেখ! আল্লাহ ছাড়া যা কিছু আছে, তা বাতিল। এ রাবী এর অধিক বলেননি।

৫৬৯৬- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَأَنْ يَمْتَلِيَّ جَوْفُ الرَّجُلِ قَيْحًا يَرِيهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَمْتَلِيَّ شِعْرًا قَالَ أَبُو بَكْرٍ إِلَّا أَنْ حَفْصًا لَمْ يَقُلْ يَرِيهِ

৫৬৯৬. আবু বাকর আবু শায়বা, আবু কুরায়ব ও আবু সাঈদ আশাজ্জ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন ব্যক্তির উদর এভাবে পুঁজে ভর্তি হয়ে যাওয়া যা তার পেট পঁচিয়ে নষ্ট করে দেয়, তা কবিতায় ভর্তি হওয়ার চাইতে উত্তম। রাবী আবু বকর (র) বলেন, তবে আমার উস্তাদ হাফস (র)-এর রিওয়ায়াতে ‘ يَرِيهِ ’ ‘পঁচিয়ে নষ্ট করে দেয়’ কথাটি বলেননি।

৫৬৯৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَأَنْ يَمْتَلِيَّ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا يَرِيهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَمْتَلِيَّ شِعْرًا-

৫৬৯৭. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র)..... সাঈদ (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন ব্যক্তির পেট এমনরূপে পুঁজে ভর্তি হয়ে যাওয়া যা তার পেটকে পঁচিয়ে নষ্ট করে দেয়, তা কবিতায় ভর্তি হওয়ার চাইতে উত্তম।

৫৬৯৮- حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّقَفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ ابْنِ الْهَادِ عَنْ يُحْنَسَ مَوْلَى مُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ نَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْعَرَجِ إِذْ عَرَضَ شَاعِرٌ يُنْشِدُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خُذُوا الشَّيْطَانَ أَوْ أَمْسِكُوا الشَّيْطَانَ لَأَنْ يَمْتَلِيَ جَوْفَ رَجُلٍ قِيحًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِيَ شِعْرًا -

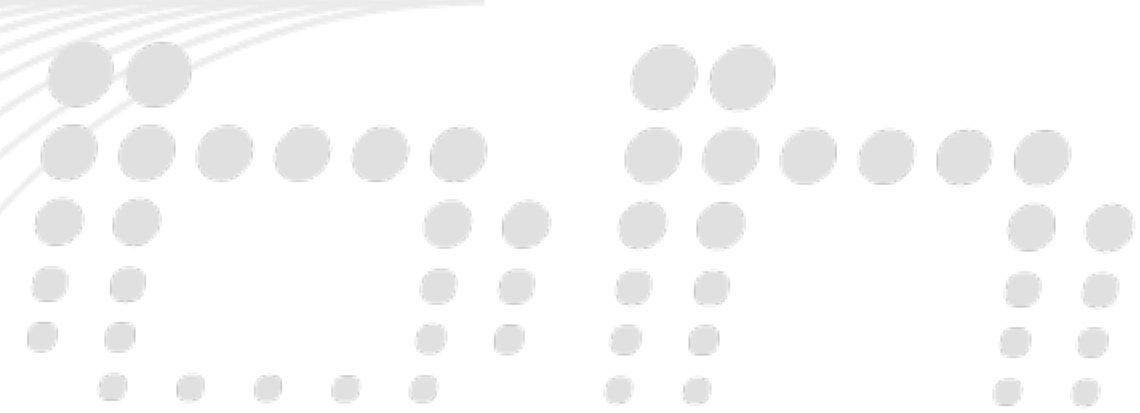
৫৬৯৮. কুতায়বা ইবন সাঈদ সাকাফী (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে 'আরজ' এলাকায় সফর করছিলাম। তখন এক কবি কবিতা আবৃত্তি করতে করতে আসতে লাগল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : শয়তানটাকে ধরে ফেল কিংবা (বর্ণনা সন্দেহ, তিনি বললেন) শয়তানটাকে রুখে দাও। কোন লোকের পেট পুঁজে ভর্তি হয়ে যাওয়া কবিতায় ভর্তি হওয়া থেকে উত্তম।

১- بَابُ تَحْرِيمِ اللَّعْبِ بِالنَّرْدَشِيرِ

১. পরিচ্ছেদ : পাশা খেলা হারাম হওয়া প্রসঙ্গে

৫৬৯৯- حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عُلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ -

৫৬৯৯. যুহায়র ইবন হার্ব (র)..... বুয়ায়দা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি নরদশীর (পাশা) খেলা খেলল, সে যেন তার হাত শূকরের মাংস ও রক্তে রঞ্জিত করল।



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كِتَابُ الرُّؤْيَا

অধ্যায় : স্বপ্ন

৫৭০০- وَحَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ كُنْتُ أَرَى الرُّؤْيَا أُعْرَى مِنْهَا غَيْرَ أَنِّي لَا أَزْمَلُ حَتَّى لَقِيتُ أَبَا قَتَادَةَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ الرُّؤْيَا مِنَ اللَّهِ وَالْحُلُمُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا حَلَمَ أَحَدُكُمْ حُلْمًا يَكْبُرُهُ فَلْيَنْفُثْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ -

৫৭০০. আমর আন-নাকিদ, ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম ও ইব্ন আবু উমর (র)..... আবু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এমন স্বপ্ন দেখতাম যাতে ভয় পেয়ে জুরাক্রান্ত হয়ে পড়তাম, তবে আমাকে কঞ্চল মুড়ি দিতে হতো না। অবশেষে আমি আবু কাতাদা (রা)-এর সাথে সাক্ষাত করলাম এবং ঐ বিষয়টি তাঁর কাছে উল্লেখ করলাম। তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি الرُّؤْيَا (সু-স্বপ্ন) আল্লাহর পক্ষ থেকে আর (দুঃস্বপ্ন) শয়তানের পক্ষ থেকে। সুতরাং তোমাদের কেউ যখন এমন স্বপ্ন দেখে যা সে অপসন্দ করে, তখন সে যেন তার বামদিকে তিনবার থু-থু ফেলে এবং এর অনিষ্ট হতে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করে (অর্থাৎ আউযুবিল্লাহ পড়ে), তা হলে তা তার ক্ষতি করবে না।

৫৭০১- وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ وَعَبْدِ رَبِّهِ وَيَحْيَى ابْنِ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي حَدِيثِهِمْ قَوْلَ أَبِي سَلَمَةَ كُنْتُ أَرَى الرُّؤْيَا أُعْرَى مِنْهَا غَيْرَ أَنِّي لَا أَزْمَلُ -

৫৭০১. ইব্ন আবু উমর (র)..... আবু কাতাদা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। তবে এঁরা এঁদের বর্ণিত হাদীসে (পূর্বোক্ত হাদীসের) রাবী আবু সালামা (রা)-এর উক্তি 'আমি স্বপ্ন দেখে ভয় পেয়ে জুরাক্রান্ত হয়ে পড়তাম তবে আমাকে কঞ্চল মুড়ি দিতে হতো না' উক্তি উল্লেখ করেন নি।

৫৭.২- وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كِلَاهُمَا عَنْ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا أُعْرِيَ مِنْهَا وَزَادَ فِي حَدِيثِ يُونُسَ فَلْيَبْصُقْ عَلَى يَسَارِهِ حِينَ يَهْبُ مِنْ نَوْمِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ -

৫৭০২. হারামালা ইবন ইয়াহইয়া, ইসহাক ইবন ইবরাহীম ও আব্দ ইবন হুমায়দ (র)..... যুহরী (র) থেকে উল্লেখিত সনদে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। তবে তাঁদের দু'জনের বর্ণিত হাদীসে 'ভয় পেয়ে জুরাক্রান্ত হয়ে পড়তাম' কথাটি নেই। আর (প্রথম সনদে) রাবী ইউনুস (র) অধিক বলেছেন, যখন সে ঘুম থেকে জেগে উঠবে, তখন সে যেন তিনবার তার বামদিকে থু-থু ফেলে।

৫৭.৩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنُ قَعْنَبٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ الرَّؤْيَا مِنَ اللَّهِ وَالْحُلُمُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَنْفُثْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ فَقَالَ إِنْ كُنْتُ لَأَرَى الرَّؤْيَا أَثْقَلَ عَلَىَّ مِنْ جَبَلٍ فَمَا هُوَ إِلَّا أَنْ سَمِعْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ فَمَا أَبَالِيَهَا-

৫৭০৩. আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা ইবন কা'নাব (র)..... (আবু সালামা ইবন আবদুর রহমান (র) স্বপ্ন আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, (সু স্বপ্ন) আল্লাহর পক্ষ থেকে আর (দুঃস্বপ্ন) ও বাজে স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ থেকে। সুতরাং তোমাদের কেউ যখন এমন কোন বিষয় স্বপ্নে দেখে যা সে অপসন্দ করে, তখন সে যেন তার বামদিকে তিনবার থু-থু নিক্ষেপ করে এবং (আউযুবিল্লাহ বা সূরা আল-ফালাক ও সূরা আন-নাস পড়ে) তার অনিষ্ট থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করে। কেননা (এভাবে করলে) তা তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। রাবী (আবু সালামা র) বলেন, আমি এমন স্বপ্নও দেখতাম যা আমার জন্য পাহাড়ের চাইতেও কঠিন (ও ভয়াবহ), কিন্তু এখন অবস্থা এই যে, এ হাদীস যখন আমি শুনে ফেলেছি, এখন আর সে সবার পরোয়া করি না।

৫৭.৪- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِي الثَّقَفِيَّ ح وَقَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ كُلُّهُمُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِ الثَّقَفِيِّ قَالَ أَبُو سَلَمَةَ فَإِنْ كُنْتُ لَأَرَى الرَّؤْيَا وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ اللَّيْثِ وَابْنِ نُمَيْرٍ قَوْلُ أَبِي سَلَمَةَ إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ وَزَادَ ابْنُ رُمْحٍ فِي رِوَايَةِ هَذَا الْحَدِيثِ وَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ-

৫৭০৪. কুতায়বা, মুহাম্মদ ইবন রুম্হ, মুহাম্মদ ইবন মুসান্না ও আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)..... ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ (র) থেকে উল্লেখিত সনদে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। তবে রাবী আস-ছাকফী (র) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে রাবী আবু সালামা (র) বলেছেন, আমি এমন স্বপ্নও দেখতাম যা.....। আর রাবী আল-লায়স ও ইবন

নুমায়র (র) বর্ণিত হাদীসে আবু সালামা (রা)-এর উক্তি হতে হাদীসের শেষ পর্যন্ত অংশ নেই এবং রাবী ইব্ন রুম্হু এ হাদীসের রিওয়াযাতে অধিক বলেছেন যে, আর সে (স্বপ্নদ্রষ্টা) ব্যক্তি যে পাশে ঘুমুচ্ছিল, সে পাশ পরিবর্তন করে অন্যপাশে শোবে।

৫৭.৫- وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ مِنَ اللَّهِ وَالرُّؤْيَا السَّوْءُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَمَنْ رَأَى رُؤْيَا فَكَّرَهُ مِنْهَا شَيْئًا فَلْيَنْفُتْ عَنْ يَسَارِهِ وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ لَا تَضُرُّهُ وَلَا يُخْبِرُ بِهَا أَحَدًا فَإِنْ رَأَى رُؤْيَا حَسَنَةً فَلْيُبَشِّرْ وَلَا يُخْبِرْ إِلَّا مَنْ يُحِبُّ -

৫৭০৫. আবু তাহির (র)..... আবু কাতাদা (র) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন, ভাল স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকে, আর মন্দ স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ থেকে। সুতরাং যে ব্যক্তি কোন স্বপ্ন দেখল আর এতে কোন কিছু অপসন্দ হল, তখন সে যেন তার বামদিকে থু-থু ফেলে এবং শয়তান (-এর কারসাজি) থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করে, (তাহলে) তা তার কোন ক্ষতি করবে না। আর কারো কাছে ঐ স্বপ্নের কথা ব্যক্ত করবে না। আর যদি কোন ভাল স্বপ্ন দেখে, তা হলে (সুসংবাদ প্রাপ্তিতে) খুশি হবে। আর যাকে সে ভালবাসে, এমন লোক ছাড়া কারো কাছে ব্যক্ত করবে না।

৫৭.৬- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ إِنْ كُنْتُ لَأَرَى الرُّؤْيَا تُمْرِضُنِي فَلَقِيتُ أَبَا قَتَادَةَ فَقَالَ وَأَنَا كُنْتُ لَأَرَى الرُّؤْيَا فَتُمْرِضُنِي حَتَّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ مِنَ اللَّهِ فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يُحِبُّ فَلَا يُحَدِّثُ بِهَا إِلَّا مَنْ يُحِبُّ وَإِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ ثَلَاثًا وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشَرِّهَا وَلَا يُحَدِّثُ بِهَا أَحَدًا فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ -

৫৭০৬. আবু বকর ইব্ন খাল্লাদ বাহিলী ও আহমদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন হাকাম (র)..... আবু সালামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন আমি এমন স্বপ্ন দেখতাম, যা আমাকে অসুস্থ করে দিত। তিনি বলেন, পরে আমি আবু কাতাদা (রা)-এর সাথে সাক্ষাত করলাম (এবং আমার অসুবিধার বিষয়টি তাঁকে বললাম)। তখন তিনি বললেন, আমিও এমন স্বপ্ন দেখতাম, যা আমাকে অসুস্থ করে দিত। অবশেষে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনলাম, ভাল স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকে। সুতরাং তোমাদের কেউ যখন এমন (স্বপ্ন) দেখে যা সে পসন্দ করে, তা হলে তা তার ভালবাসার ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারো কাছে ব্যক্ত করবে না। আর যখন এমন (স্বপ্ন) দেখে যা সে অপসন্দ করে, তা হলে সে যেন তার বামদিকে তিন (বার) থু-থু ফেলবে এবং সে শয়তানের অনিষ্ট ও স্বপ্নের অকল্যাণ থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে এবং কাউকে তা না বলে। কেননা (এভাবে করলে) সে স্বপ্ন অবশ্যই তার কোন ক্ষতি করবে না।

৫৭.৭- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمَحٍ قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ الرُّؤْيَا يَكْرَهُهَا فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا وَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلَاثًا وَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ -

৫৭০৭. কুতায়বা ইবন সাঈদ ও ইবন রুমহ (র)..... জাবির (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন এমন স্বপ্ন দেখল যা সে অপসন্দ করে, তখন সে যেন তার বামদিকে তিনবার থু-থু ফেলে এবং শয়তান (-এর চক্রান্ত) থেকে আল্লাহর কাছে তিনবার আশ্রয় প্রার্থনা করে এবং যে কাতে নিদ্রিত ছিল, তা থেকে যেন পার্শ্ব পরিবর্তন করে (ঘুমায়)।

৫৭.৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَيْرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ لَمْ تَكْذُ رُؤْيَا الْمُسْلِمِ تَكْذِبٌ وَأَصْدَقُكُمْ رُؤْيَا أَصْدَقُكُمْ حَدِيثًا وَرُؤْيَا الْمُسْلِمِ جُزْءٌ مِنْ خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوءَةِ وَالرُّؤْيَا ثَلَاثُ فَالرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ بُشْرَى مِنَ اللَّهِ وَرُؤْيَا تَحْزِينٍ مِنَ الشَّيْطَانِ وَرُؤْيَا مِمَّا يُحَدِّثُ الْمَرْءَ نَفْسَهُ فَإِنْ رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ وَلَا يُحَدِّثْ بِهَا النَّاسَ قَالَ وَأُحِبُّ الْقَيْدَ وَآكْرَهُ الْغُلَّ وَالْقَيْدُ ثَبَاتٌ فِي الدِّينِ فَلَا أَدْرِي هُوَ فِي الْحَدِيثِ أَمْ قَالَهُ ابْنُ سَيْرِينَ -

৫৭০৮. মুহাম্মদ ইবন আবু উমর মাক্কী (র)..... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন যামানা (ও সময় কিয়ামতের) নিকটবর্তী হয়ে যাবে, তখন প্রায়শ (খাঁটি) মুসলমানের স্বপ্ন মিথ্যা ও অঠিক হবে না। তোমাদের (মাক্কের) সর্বাধিক সত্যভাষী ব্যক্তি সর্বাধিক সত্য (ও বাস্তব) স্বপ্নদ্রষ্টা হবে। আর মুসলমানের স্বপ্ন নুবুওয়াতের পঁয়তাল্লিশ ভাগের এক ভাগ। আর স্বপ্ন তিন (প্রকার), ভাল স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকে সুসংবাদ (বাহক)। আর (এক প্রকার) স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ থেকে দুর্ভাবনা সৃষ্টির। আর (এক প্রকার) স্বপ্ন যা মানুষ তার মনের সাথে কথা বলে (এবং চিন্তা-ভাবনা ও কল্পনা করে), তা থেকে (উদ্ভূত)। অতএব তোমাদের কেউ যদি এমন কিছু স্বপ্ন দেখে যা সে অপসন্দ করে, তা হলে সে যেন (ঘুম থেকে) উঠে দাঁড়ায় এবং সালাত আদায় করে আর মানুষের কাছে সে (স্বপ্নের) কথা প্রকাশ না করে। তিনি (আরও) বলেছেন যে, আমি (স্বপ্নে) হাতকড়া (পায়ের বেড়ি দেখা) পসন্দ করি এবং গলায় বেড়ি (দেখা) অপসন্দ করি। কেননা পায়ের বেড়ি দীন-ধর্মে অবিচলতা (-র পরিচায়ক)। রাবী বলেন, তবে আমি জানি না যে, তা (রিওয়াযাতের এ শেষ অংশটি) মূল হাদীসের অংশ [নবী (স)-এর বাণী] কিংবা তা [আবু হুরায়রা (রা) থেকে রিওয়াযাতকারী তাবিঈ রাবী ইবন সীরীন (র) বলেছেন।

৫৭.৯- وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ بِهِذِ الْأِسْنَادِ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَيُعْجِبُنِي الْقَيْدُ وَآكْرَهُ الْغُلَّ وَالْقَيْدُ ثَبَاتٌ فِي الدِّينِ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوءَةِ -

৫৭০৯. মুহাম্মদ ইবন রাফি (র)..... আইউব (র) থেকে উল্লেখিত সনদে হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর তিনি (তাঁর বর্ণিত) হাদীসে বলেছেন, আবু হুরায়রা (রা) বলেন, পায়ের কড়া (দেখা) আমাকে আনন্দিত করে এবং গলায়

বেড়ি (দেখা) আমি অপসন্দ করি। আর (কেননা) পায়ে বেড়ি হল দীন-ধর্মে অবিচলতার পরিচায়ক। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, (খাঁটি) ঈমানদারের স্বপ্ন নুবুওয়াতের ছেচল্লিশ অংশের একটি অংশ।

৫৭১০. حَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ وَهَيْشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ إِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ النَّبِيَّ ﷺ -

৫৭১০. আবু রবী (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন যামানা বা সময় (কিয়ামতের) নিকটবর্তী হয়ে যাবে..... রাবী (এভাবেই) হাদীসখানি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি তাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নাম উল্লেখ করেননি।

৫৭১১. وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَدْرَجَ فِي الْحَدِيثِ قَوْلَهُ وَأَكْرَهُ الْغُلَّ إِلَى تَمَامِ الْكَلَامِ وَلَمْ يَذْكُرِ الرَّوْيَا جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوءَةِ -

৫৭১১. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র)..... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁর বর্ণনায় ‘আর আমি গলায় বেড়ি দেখা অপসন্দ করি’ থেকে শেষ বক্তব্য পর্যন্ত অংশ অনুপ্রবিষ্ট (ইদরাজ) করেছেন। আর ‘স্বপ্ন নুবুওয়াতের ছেচল্লিশ অংশের একটি অংশ’ কথাটি তিনি উল্লেখ করেন নি।

৫৭১২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَأَبُو دَاوُدَ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ كُلُّهُمُ عَنْ شُعْبَةَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوءَةِ -

৫৭১২. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না, ইবন বাশ্শার, যুহায়র ইবন হার্ব ও উবায়দুল্লাহ ইবন মুআয (র)..... উবাদা ইবন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মু’মিনের স্বপ্ন নুবুওয়াতের ছেচল্লিশ অংশের একটি অংশ।

৫৭১৩. وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَ ذَلِكَ -

৫৭১৩. উবায়দুল্লাহ ইবন মুআয (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনুরূপ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন।

৫৭১৪. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوءَةِ -

৫৭১৪. আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'নিশ্চয় মু'মিনের স্বপ্ন নুবুওয়াতের ছেচল্লিশ অংশের একটি অংশ।

৫৭১৫- وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْخَلِيلِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رُؤْيَا الْمُسْلِمِ يَرَاهَا أَوْ تَرَى لَهُ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مُسْهِرٍ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوءَةِ -

৫৭১৫. ইসমাইল ইব্ন খলিল ও ইব্ন নুমায়র (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মুসলমানের স্বপ্ন যা সে দেখে কিংবা (বলেছেন) যা তাকে দেখানো হয়। রাবী ইব্ন মুসহির বর্ণিত হাদীসে ('মুসলমানের স্বপ্ন' স্থলে) রয়েছে, 'ভাল স্বপ্ন' নুবুওয়াতের ছেচল্লিশ অংশের একটি অংশ।

৫৭১৬- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ رُؤْيَا الرَّجُلِ الصَّالِحِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوءَةِ -

৫৭১৬. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া (র)..... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন নেককার ব্যক্তির স্বপ্ন নুবুওয়াতের ছেচল্লিশ অংশের একটি অংশ।

৫৭১৭- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ يَعْنَى ابْنُ الْمُبَارَكِ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ يَعْنَى ابْنُ شَدَّادٍ كِلَاهُمَا عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ -

৫৭১৭. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও আহমাদ ইব্ন মুনযির (র)..... ইয়াহইয়া ইব্ন আবু কাসীর (র) থেকে উল্লেখিত সনদে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন।

৫৭১৮- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِيهِ -

৫৭১৮. মুহাম্মাদ ইব্ন রাফি' (র)..... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে আবদুল্লাহ ইব্ন ইয়াহইয়া ইব্ন আবু কাসীর (র) তাঁর পিতা সূত্রে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন।

৫৭১৯- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَا جَمِيعًا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوءَةِ -

৫৭১৯. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও ইবন নুমায়র (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ভাল স্বপ্ন নুবুওয়াতের সত্তর অংশের একটি অংশ।

৫৭২০. - وَحَدَّثَنَا أَبُو الْمُثَنَّى وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِهَذَا الْأِسْنَادِ -

৫৭২০. ইবন মুসান্না ও উবায়দুল্লাহ ইবন সাঈদ (র) উবায়দুল্লাহ (র) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৫৭২১. - وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَأَبْنُ رُمَيْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ فَدَيْكٍ قَالَ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ كِلَاهُمَا عَنْ نَافِعٍ بِهَذَا الْأِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِ اللَّيْثِ قَالَ نَافِعٌ حَسِبْتُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءً مِنَ النَّبُوءَةِ -

৫৭২১. কুতায়বা ও ইবন রুমহ (র) লায়স ইবন সা'দ থেকে (অন্য সনদে) ইবন রাফি ও ইবন ফুদায়ক (র) নাফি' (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। লায়স-এর হাদীসে রয়েছে নাফি (র) বলেন, আমার মনে হয় ইবন উমর (র) বলেছেন : স্বপ্ন নুবুওয়াতের সত্তর ভাগের এক ভাগ।

১- بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَنْ رَأَى فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَأَى

১. পরিচ্ছেদ : নবী ﷺ-এর বাণী : যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখে, সে অবশ্যই আমাকে দেখেছে

৫৭২২. - وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ وَهْشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ رَأَى فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَأَى فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتِمَثَّلُ بِي -

৫৭২২. আবু রবী সুলায়মান ইবন দাউদ আতাকী (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখে, সে সত্যই আমাকে দেখেছে। কেননা শয়তান আমার রূপ ধারণ করতে পারে না।

৫৭২৩. - وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ رَأَى فِي الْمَنَامِ فَسِيرَانِي فِي الْيَقَظَةِ أَوْ لَكَأْنَمَا رَأَى فِي الْيَقَظَةِ لَا يَتِمَثَّلُ الشَّيْطَانُ بِي وَقَالَ فَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ قَالَ أَبُو قَتَادَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ رَأَى فَقَدْ رَأَى الْحَقُّ -

وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّي فَذَكَرَ الْحَدِيثَيْنِ جَمِيعًا بِإِسْنَادَيْهِمَا سَوَاءً مِثْلَ حَدِيثِ يُونُسَ -

৫৭২৩. আবু তাহির ও হারমালা (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখে, অচিরেই সে আমাকে জাগ্রত অবস্থায় দেখতে পাবে। কিংবা তিনি বলেছেন, সে যেন আমাকে জাগ্রত অবস্থায় দেখতে পেল। কেননা শয়তান আমার রূপ ধারণ করতে পারে না। রাবী আরো বলেন, আবু সালামা বলেছেন, আবু কাতাদা বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমাকে দেখল সে নিশ্চয়ই সত্যই দেখল।

এবং যুহায়র ইবন হারব (র)..... যুহরী (র) থেকে বর্ণিত, তিনি হাদীস দু'টির সবটুকু তাদের উভয়ের সনদে ইউনুসের হাদীসের সম্পূর্ণ অনুরূপ সমানভাবে উল্লেখ করেছেন।

৫৭২৪- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمَحٍ قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ رَأَى فِي النَّوْمِ فَقَدْ رَأَى أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِلشَّيْطَانِ أَنْ يَتَمَثَّلَ فِي صُورَتِي وَقَالَ إِذَا حَلَمَ أَحَدُكُمْ فَلَا يُخْبِرُ أَحَدًا بِتَلْعَبِ الشَّيْطَانِ بِهِ فِي الْمَنَامِ -

৫৭২৪. কুতায়বা ইবন সাঈদ ও ইবন রুমহ (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি ঘুমের মধ্যে (স্বপ্নযোগে) আমাকে দেখল, সে অবশ্যই আমাকে দেখল। কেননা শয়তানের পক্ষে আমার রূপ ধারণ করা সংগত (সম্ভব) নয়। তিনি আরও বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন বাজে স্বপ্ন দেখে, সে যেন ঘুমের মাঝে তার সাথে শয়তানের কারসাজির খবর কাউকে না দেয়।

৫৭২৫- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ رَأَى فِي النَّوْمِ فَقَدْ رَأَى أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِلشَّيْطَانِ أَنْ يَتَشَبَّهُ بِي -

৫৭২৫ মুহাম্মদ ইবন হাতিম (র)..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি ঘুমের মধ্যে (স্বপ্নযোগে) আমাকে দেখল, সে অবশ্যই আমাকে দেখল। কেননা শয়তানের পক্ষে সংগত (সম্ভব) নয় যে, সে আমার সাদৃশ্য গ্রহণ করে।

২- بَابُ لَا يُخْبِرُ بِتَلْعَبِ الشَّيْطَانِ بِهِ فِي الْمَنَامِ

২. পরিচ্ছেদ : ঘুমের মাঝে তার (ঘুমন্ত ব্যক্তির সাথে) শয়তানের খেলাধুলার খবর কাউকে দিও না

৫৭২৬- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمَحٍ قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لِأَعْرَابِيٍّ جَاءَهُ فَقَالَ إِنِّي حَلَمْتُ أَنَّ رَأْسِي قُطِعَ فَأَنَا أَتْبَعُهُ فَرَجَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ وَقَالَ لَا تُخْبِرُ بِتَلْعَبِ الشَّيْطَانِ بِكَ فِي الْمَنَامِ -

৫৭২৬. কুতায়বা ও ইবন রুমহ (র)..... জাবির (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। (একদা) এক বেদুঈন তাঁর কাছে এসে বলল, আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আমার মাথা কেটে ফেলা হয়েছে আর আমি তার পিছনে পিছনে ছুটে চলছি। তখন নবী ﷺ তাকে ধমক দিয়ে বললেন : ঘুমের মাঝে তোমার সাথে শয়তানের ক্রীড়া কৌতুকের খবর কাউকে দিও না।

৫৭২৭- وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ رَأْسِي ضُرِبَ فَتَدَحَّرَجَ فَاشْتَدَدَتْ عَلَى اثَرِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلْأَعْرَابِيِّ لَا تُحَدِّثِ النَّاسَ بِتَلْعَبِ الشَّيْطَانِ بِكَ فِي مَنَامِكَ وَقَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ بَعْدُ يَخْطُبُ فَقَالَ لَا يُحَدِّثَنَّ أَحَدُكُمْ بِتَلْعَبِ الشَّيْطَانِ بِهِ فِي مَنَامِهِ -

৫৭২৭. উসমান ইব্ন আবু শায়বা (রা)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক বেদুঈন নবী ^{পাকিস্তানি আলহাদিথ ওয়াসাহাফে}-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি স্বপ্নে দেখলাম যেন আমার মাথা কেটে ফেলা হয়েছে এবং তা গড়াতে শুরু করেছে, আর আমি তার পিছনে জোর দৌড় লাগলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ^{পাকিস্তানি আলহাদিথ ওয়াসাহাফে} সে বেদুঈন আরবকে বললেন, তোমার ঘুমের মাঝে তোমার সাথে শয়তানের ক্রীড়া-কৌতুকের বিষয় মানুষের কাছে ব্যক্ত করো না। রাবী [জাবির (রা)] বলেন, এ ঘটনার পর আমি নবী ^{পাকিস্তানি আলহাদিথ ওয়াসাহাফে}-কে ভাষণ দিতে শুনলাম। তাতে তিনি বললেন, তোমাদের কেউ ঘুমের মাঝে তার সাথে শয়তানের ক্রীড়া-কৌতুকের বিষয় ব্যক্ত করবে না।

৫৭২৮- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ رَأْسِي قُطِعَ قَالَ فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَالَ إِذَا لَعِبَ الشَّيْطَانُ بِأَحَدِكُمْ فِي مَنَامِهِ فَلَا يُحَدِّثُ بِهِ النَّاسَ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ إِذَا لُعِبَ بِأَحَدِكُمْ وَلَمْ يَذْكُرِ الشَّيْطَانُ -

৫৭২৮. আবু বাক্র ইব্ন আবু শায়বা ও আবু সাঈদ আশাজ্জ (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী ^{পাকিস্তানি আলহাদিথ ওয়াসাহাফে}-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি স্বপ্নে দেখলাম যেন আমার মাথা কেটে ফেলা হয়েছে। রাবী বলেন, তখন নবী ^{পাকিস্তানি আলহাদিথ ওয়াসাহাফে} মুচকি হেসে বললেন, শয়তান যখন তোমাদের কারো সাথে তার ঘুমের মাঝে ক্রীড়া-কারসাজি করে, তখন সে যেন মানুষের কাছে তা ব্যক্ত না করে। আর রাবী আবু বাক্র (র)-এর রিওয়ায়াতে রয়েছে, ‘যখন তোমাদের কারো সাথে ক্রীড়া-কারসাজি করা হয়।’ তিনি ‘শয়তান’ (শব্দ) উল্লেখ করেন নি।

৩- بَابُ فِي تَأْوِيلِ الرُّؤْيَا

৩. পরিচ্ছেদ : স্বপ্নের ব্যাখ্যা

৫৭২৯- حَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَوْ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ح وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجَيْبِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَ عُثْبَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَرَى اللَّيْلَةَ فِي الْمَنَامِ ظِلَّةً تَنْطُفُ السَّمْنُ وَالْعَسَلُ

فَارَى النَّاسَ يَتَكَفَّفُونَ مِنْهَا بِأَيْدِيهِمْ فَالْمُسْتَكْثَرُ وَالْمُسْتَقِلُّ وَآرَى سَبَبًا وَأَصْلًا مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ فَأَرَاكَ أَخَذْتَ بِهِ فَعَلَوْتَ ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ مِنْ بَعْدِكَ فَعَلَا ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَعَلَا ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ فَانْقَطَعَ بِهِ ثُمَّ وَصَلَ لَهُ فَعَلَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبَى أَنْتَ وَاللَّهِ لَتَدَعَنِي فَلَا عَبْرَتَهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اعْبُرْهَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ أَمَّا الظُّلَّةُ فَظُلَّةُ الْإِسْلَامِ وَأَمَّا الَّذِي يَنْطَفُ مِنَ السَّمَنِ وَالْعَسَلِ فَالْقُرْآنُ حَلَاوَتُهُ وَلَيْنُهُ وَأَمَّا مَا يَتَكَفَّفُ النَّاسُ مِنْ ذَلِكَ فَالْمُسْتَكْثَرُ مِنَ الْقُرْآنِ وَالْمُسْتَقِلُّ وَأَمَّا السَّبَبُ الْوَاصِلُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ فَالْحَقُّ الَّذِي أَنْتَ عَلَيْهِ تَأْخُذُ بِهِ فَيُعَلِّيكَ اللَّهُ بِهِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ رَجُلٌ مِنْ بَعْدِكَ فَيَعْلُو بِهِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَيَنْقَطِعُ بِهِ ثُمَّ يُوَصِّلُ لَهُ فَيَعْلُو بِهِ فَخَبِّرْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبَى أَنْتَ وَأُمِّي أَصَبْتُ أَمْ أَخْطَأْتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَصَبْتُ بَعْضًا وَآخْطَأْتُ بَعْضًا قَالَ فَوَ اللَّهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَتُحَدِّثَنِي مَا الَّذِي أَخْطَأْتُ قَالَ لَا تَقْسِمُ -

৫৭২৯. হাজিব ইব্ন ওয়ালীদ (র)..... উবায়দুল্লাহ ইব্ন আবদুল্লাহ (র) থেকে বর্ণিত যে, ইব্ন আব্বাস (রা) কিংবা আবু হুরায়রা (রা) হাদীস বর্ণনা করতেন যে এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে এল.....। অন্য বর্ণনায় হারমালা ইব্ন ইয়াহুইয়া তুজীবী (র) উবায়দুল্লাহ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন উতবা (রা) [ইব্ন শিহাব (র)-কে] খবর দিয়েছেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) এ হাদীস বর্ণনা করতেন যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি আজ রাতে স্বপ্ন দেখলাম যে, শামিয়ানা থেকে ঘি ও মধু ঝরে পড়ছে আর লোকদের দেখলাম তারা তা থেকে তাদের হাতের অঞ্জলি ভরে ভরে নিয়ে যাচ্ছে। কেউ অধিক পরিমাণ নিচ্ছে, কেউ অল্প পরিমাণে। আর একটি রশি দেখলাম আসমান থেকে যমীন পর্যন্ত সংযুক্ত, আর দেখলাম আপনি তা ধরলেন এবং উপর উঠে গেলেন, তারপর একজন লোক তা ধরল এবং সেও উপর উঠে গেল, তারপর আর একজন লোক তা ধরল এবং সেও উপরে উঠে গেল তারপর আর একজন ধরল এবং তা ছিঁড়ে পড়ে গেল। পরে তা তার জন্য জুড়ে দেয় হল এবং সেও উপরে উঠে গেল। স্বপ্ন বর্ণনার এ পর্যায় আবু বকর (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার পিতা আপনার জন্য উৎসর্গিত! আল্লাহর কসম! অবশ্য আপনি আমাকে এ স্বপ্নটির তাবীর করব। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আপনি তাবীর করুন। আবু বকর (রা) বললেন, শামিয়ানাটি হল ইসলামের (রূপক) শামিয়ানা, আর যে ঘি ও মধুর ফোঁটা ঝড়ে পড়ছিল তা হচ্ছে আল-কুরআন এর মধুরতা ও কোমলতা, আর মানুষেরা যে তা থেকে অঞ্জলি ভরে ভরে নিয়ে যাচ্ছিল, তা হলো কেউ অধিক পরিমাণে আর কেউ অল্প পরিমাণে আল-কুরআন থেকে আহরণ করছে। আর আসমান থেকে যমীন পর্যন্ত সংযুক্ত রশিটি হল হক ও সত্য (পথ), যার উপরে আপনি রয়েছেন তা ধারণ করলেন, আর আল্লাহ তা দিয়ে আপনাকে উপরে তুলে নিলেন। এরপর আপনার পরে এক ব্যক্তি তা ধারণ করবে এবং তা দিয়ে সেও উপরে উঠে যাবে, তারপর এক ব্যক্তি তা ধারণ করতে সেও উপরে উঠে যাবে। তার পর আর এক ব্যক্তি তা ধারণ করবে এবং তা ছিঁড়ে পড়ে যাবে পরে তা তার জন্য জুড়ে দেয় হবে এবং তা দিয়ে সে উপরে উঠে যাবে। ইয়া রাসূলুল্লাহ! এখন আমাকে বলে দিন আমার পিতা ও মাতা আপনার উদ্দেশ্যে

উৎসর্গিত, আমি ঠিক বলেছি কিংবা ভুল বলেছি? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আপনি কতক ঠিক বলেছেন আর কতক অঠিক করেছেন। তিনি বললেন, তা হলে আল্লাহর কসম ইয়া রাসূলুল্লাহ! যা আমি ভুল করেছি, তা অবশ্যই আপনি আমাকে বর্ণনা করে দিন। তিনি বললেন, এভাবে কসম করবেন না।

৫৭৩. - وَحَدَّثَنَا أَبُو أَبِي عُمَرَ قَالَ أَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ مُنْصَرَفَهُ مِنْ أَحَدٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَأَيْتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ فِي الْمَنَامِ ظِلَّةً تَنْطَفُ السَّمْنُ وَالْعَسَلُ بِمَعْنَى حَدِيثِ يُونُسَ -

৫৭৩০. ইবন আবু উমর (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উহুদ (যুদ্ধক্ষেত্র) থেকে তাঁর ফিরে আসার সময় এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর খিদমতে এল। সে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আজ রাতে আমি স্বপ্নে দেখলাম একটি শামিয়ানা, তা থেকে ফোঁটা ফোঁটা ঘি ও মধু ঝরছে। হাদীসের পরবর্তী অংশ ইউনুস (র) বর্ণিত হাদীসের মর্মানুরূপ।

৫৭৩১. - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَوْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ كَانَ مَعْمَرٌ أَحْيَانًا يَقُولُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَحْيَانًا يَقُولُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنِّي أَرَى اللَّيْلَةَ ظِلَّةً بِمَعْنَى حَدِيثِهِمْ -

৫৭৩১. মুহাম্মদ ইবন রাফি' (র)..... ইবন আব্বাস (রা) অথবা আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, আবদুর রায্যাক বলেন (উর্ধ্বতন রাবী আমার উস্তাদ) মা'মর (র) কখনো বলতেন ইবন আব্বাস (র) থেকে, আবার কখনো বলতেন আবু হুরায়রা (রা) থেকে এ মর্মে যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে হাযির হয়ে বলল, আজ রাতে (স্বপ্নে) আমি একটি শামিয়ানা দেখতে পাই।..... এরপর পূর্বোক্ত রাবিগণের বর্ণিত হাদীসের বর্ণনা অনুরূপে বর্ণনা করেছেন।

৫৭৩২. - وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ وَهُوَ ابْنُ كَثِيرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ مِمَّا يَقُولُ لِأَصْحَابِهِ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ رُؤْيَا فَلْيَقُصْهَا أَعْبُرْهَا لَهُ قَالَ فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْتُ ظِلَّةً بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ -

৫৭৩২. আবদুল্লাহ ইবন আবদুর রাহমান দারিমী (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ (যে সব অভ্যাসে অভ্যস্ত ছিলেন, সে সবার মাঝে একটি ছিল এই যে, তিনি) তাঁর সাহাবীগণকে (ফজরের সালাতের পরে) বলতেন, তোমাদের কেউ কোন স্বপ্ন দেখে থাকলে সে তা আমার কাছে ব্যক্ত করুক; তা হলে আমি তাকে তার তাবীর বলে দিব। রাবী বলেন, এ সুবাদে এক ব্যক্তি এসে বলল ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি (স্বপ্নে) একটি শামিয়ানা দেখলাম। পরবর্তী বর্ণনা (পূর্বোক্ত) রাবিগণের বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

৬- بَابُ رُؤْيَا النَّبِيِّ ﷺ

৪. পরিচ্ছেদ : নবী ﷺ-এর স্বপ্ন

৫৭৩৩. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنُ قَعْنَبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَأَيْتُ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ كَأَنَّ فِي دَارِ عُقْبَةَ بْنِ رَافِعٍ فَأَتَيْنَا بِرُطَبٍ مِنْ رُطَبِ ابْنِ طَابٍ فَأَوَلْتُ الرُّفْعَةَ لَنَا فِي الدُّنْيَا وَالْعَافِيَةَ فِي الْآخِرَةِ وَإِنْ دِينَنَا قَدْ طَابَ -

৫৭৩৩. আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা ইবন কা'নাব (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এক রাতে আমি দেখলাম যেভাবে ঘুমন্ত ব্যক্তি দেখে (অর্থাৎ স্বপ্ন), যেন আমরা উক্বা ইবন রাফি' এর বাড়িতে রয়েছি। তখন আমাদের কাছে ইবন তাব' (নামক) খেজুর হতে কিছু তাজা খেজুর নিয়ে আসা হল। তখন আমি এর ব্যাখ্যা করলাম, দুনিয়ার বুকে আমাদের জন্য উন্নতি এবং আখিরাতে শুভ পরিণতি। আর আমাদের দীন অবশ্যই উত্তম।

৫৭৩৪- وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَرَانِي فِي الْمَنَامِ أَتَسُوكُ بِسُؤَاكُ فَجَذَبَنِي رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الْآخَرِ فَنَآوَلْتُ السُّؤَاكَ الْأَصْغَرَ مِنْهُمَا فَقِيلَ لِي كَبِّرْ فَدَفَعْتُهُ إِلَى الْأَكْبَرِ -

৫৭৩৪. নাসর ইবন আলী জাহ্যামী (র)..... নাবি' (র) থেকে আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) এ মর্মে রিওয়ায়াত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি ঘুমের মাঝে আমাকে একটি (মিসওয়াক) দিয়ে মিসওয়াক করতে দেখলাম। তখন দু' ব্যক্তি আমাকে আকর্ষণ করল যাদের একজন অন্যজনের চাইতে বয়সে বড়। তখন আমি মিসওয়াকটি অল্প বয়সকে দিতে গেলে আমাকে বলা হল 'বড়কে দিন'; তাই তা আমি বয়সকে দিয়ে দিলাম।

৫৭৩৫- حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَّادٍ الْأَشْعَرِيُّ وَأَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ جَدِّهِ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَهَاجِرُ مِنْ مَكَّةَ إِلَى أَرْضٍ بِهَا نَخْلٌ فَذَهَبَ وَهَلِي إِلَى أَنَّهَا الْيَمَامَةُ أَوْ هَجَرُ فَإِذَا هِيَ الْمَدِينَةُ يَشْرَبُ وَرَأَيْتُ فِي رُؤْيَايَ هَذِهِ أَنِّي هَزَزْتُ سَيْفًا فَانْقَطَعَ صَدْرُهُ فَإِذَا هُوَ مَا أُصِيبَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ أُحُدٍ ثُمَّ هَزَزْتُهُ أُخْرَى فَعَادَ أَحْسَنَ مَا كَانَ فَإِذَا هُوَ مَا جَاءَ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْفَتْحِ وَاجْتِمَاعِ الْمُؤْمِنِينَ وَرَأَيْتُ فِيهَا أَيْضًا بَقْرًا وَاللَّهُ خَيْرٌ فَإِذَا هُمُ النَّفَرُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ أُحُدٍ وَإِذَا الْخَيْرُ مَا جَاءَ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْخَيْرِ بَعْدُ وَثَوَابُ الصَّدَقِ الَّذِي آتَيْنَا اللَّهَ بِهِ يَوْمَ بَدْرٍ -

১. 'ابن طاب' (ইবন তা'ব) আরবের উন্নতমানের খেজুরসমূহের একটি। 'طاب' শব্দের অর্থ 'উত্তম হল'।

৫৭৩৫ আবু আমির আবদুল্লাহ ইবন বাররাদ আশআরী ও আবু কুরায়র মুহাম্মদ ইবন আলা (র)..... আবু মুসা (রা) সূত্রে নবী ﷺ-থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি মক্কা থেকে এমন এক দেশে হিজরত করে যাচ্ছি যেখানে খেজুর গাছ রয়েছে। তাতে আমার ধারণা এদিকে গেল যে, তা ইয়ামামা কিংবা হাজর (এলাকা) হবে। পরে (বাস্তবে) দেখি যে, তা হল মাদীনা (যার পূর্ব নাম) ইয়াসরিব। আমি আমার এ স্বপ্নে আরও দেখলাম যে, আমি একটি তরবারি নাড়াচাড়া করলাম, ফলে তার মধ্যখানে ভেংগে গেল। তা ছিল উহুদের দিনে। যা মু'মিনগণের উপর আপতিত হয়েছিল। পরে আমি আর একবার সেই তরবারি নাড়া দিলে তা আগের চাইতে উত্তম হয়ে গেল। মূলত তা হল পরবর্তী সে বিজয় ও ঈমানদারদের সম্মিলন, সংহতি যা আল্লাহ সংঘটিত করলেন (মক্কা বিজয়)। আমি তাতে একটি গরুও দেখলাম। আর আল্লাহ তা'আলাই কল্যাণের অধিকারী। মূলত তা হল উহুদের যুদ্ধে (শাহাদাতপ্রাপ্ত) ঈমানদারগণের দলটি। আর কল্যাণ হল সে কল্যাণ, যা পরবর্তীতে আল্লাহ তা'আলা দান করেছেন এবং সততা ও নিষ্ঠার সে সাওয়াব ও প্রতিদান যা আল্লাহ তা'আলা আমাদের বদর যুদ্ধের পরে দিয়েছেন।

৫৭৩৬- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ التَّمِيمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ مُسَيْلِمَةُ الْكَذَّابُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ الْمَدِينَةَ فَجَعَلَ يَقُولُ إِنْ جَعَلَ لِي مُحَمَّدٌ الْأَمْرُ مِنْ بَعْدِهِ تَبِعْتُهُ فَقَدِمَهَا فِي بَشَرٍ كَثِيرٍ مِنْ قَوْمِهِ فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ وَمَعَهُ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ بْنُ شِمَّاسٍ وَفِي يَدِ النَّبِيِّ ﷺ قِطْعَةٌ جَرِيدَةٍ حَتَّى وَقَفَ عَلَى مُسَيْلِمَةَ فِي أَصْحَابِهِ قَالَ لَوْ سَأَلْتَنِي هَذِهِ الْقِطْعَةَ مَا أَعْطَيْتُكَهَا وَلَنْ أَتَعَدَّى أَمْرَ اللَّهِ فِيكَ وَلَنْ أَدْبَرْتُ لِيَعْقِرَنَّكَ اللَّهُ وَإِنِّي لَأَرَاكَ الَّذِي أُرَيْتُ فِيكَ مَا أُرَيْتُ وَهَذَا ثَابِتٌ يُجِيبُكَ عَنِّي ثُمَّ انْصَرَفَ عَنْهُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَسَأَلْتُ عَنْ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ إِنَّكَ أَرَى الَّذِي أُرَيْتُ فِيكَ مَا أُرَيْتُ فَأَخْبَرَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ فِي يَدَيَّ سَوْأَرَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ فَاهَمَّنِي شَأْنُهُمَا فَأَوْحَى إِلَيَّ فِي الْمَنَامِ أَنْ انْفُخْهُمَا فَنَفَخْتُهُمَا فَطَارَا فَأَوَلَّتْهُمَا كَذَّابَيْنِ يَخْرُجَانِ مِنْ بَعْدِي فَكَانَ أَحَدُهُمَا الْعَنْسِيُّ صَاحِبُ صَنْعَاءَ وَالْآخَرُ مُسَيْلِمَةُ صَاحِبُ الْيَمَامَةِ-

৫৭৩৬. মুহাম্মদ ইবন সাহ্ল তামীমী (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (ভগ্ন নবী) মুসায়লামা কায্যাব নবী ﷺ-এর আমলে মদীনায়ে এল। সে তখন বলতে থাকল, 'মুহাম্মদ যদি তার (মৃত্যুর) পরে নেতৃত্ব আমাকে দেওয়ার অঙ্গীকার করে, তা হলে আমি তার অনুসরণ করব। সে তার কাওমের অনেক লোকজন নিয়ে মদীনায়ে এল। নবী ﷺ তার দিকে এগিয়ে গেলেন। তাঁর সাথে ছিলেন সাবিত ইবন কায়স ইবন শাম্মাস (রা)। আর তখন নবী ﷺ-এর হাতে ছিল খেজুর শাখার একটি টুকরা। অবশেষে তিনি সহচর বেষ্টিত মুসায়লামার সামনে গিয়ে থামলেন এবং (কথাবার্তার এক পর্যায়ে বললেন) তুমি যদি আমার কাছে এ নগণ্য খেজুর ডালের টুকরাটিও দাবি কর, তবে আমি তা তোমাকে দিব না এবং আমি কিছুতেই তোমার ব্যাপারে আল্লাহর বিধান লংঘন করব না। (অথবা আল্লাহর সিদ্ধান্ত লংঘন করতে পারব না।) আর যদি তুমি (অবাধ্য হয়ে) পশ্চাতে ফিরে

যাও, তা হলে অবশ্যই আল্লাহ তোমাকে ঘায়েল করবেন। আর আমি অবশ্যই মনে করি যে, যা আমাকে স্বপ্নে দেখানো হয়েছে, তা তোমার ব্যাপারেই দেখানো হয়েছে। আর (আমি তোমার সাথে অধিক বাক্য ব্যয় করতে চাই না, তবে) এ সাবিত আমার পক্ষ থেকে তোমাকে জবাব দিবে। এর পর তিনি তার কাছ থেকে ফিরে চললেন। রাবী ইবন আব্বাস (রা) বলেন, পরে আমি নবী ﷺ -এর বক্তব্য- 'তোমাকেই মনে করি যে, আমকে (স্বপ্নে) যা দেখানো হয়েছে, তা তোমার ব্যাপারেই দেখানো হয়েছে' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন আবু হুরায়রা (রা) আমাকে বললেন যে, নবী ﷺ বলেছেন : আমি ঘুমন্ত অবস্থায় আমার দু'হাতে দু'টি সোনার কংকন দেখতে পেলাম; সে দু'টির অবস্থা আমাকে দুশ্চিন্তায় ফেলল। স্বপ্নে আমার কাছে ওহী পাঠানো হল যে, ও দু'টিকে ফুঁ দিন। আমি সে দু'টি ফুঁ দিলে সে দু'টি উড়ে গেল। তখন আমি (স্বপ্নে দেখা) সে (বালা) দু'টির ব্যাখ্যা করলাম দু'জন নুবুওয়াতের মিথ্যা দাবিদার, যারা আমার পরে আত্মপ্রকাশ করবে। (রাবী বলেন), তাদের দু'জনের একজন হল 'আল-আনসী'- সান'আবাসীদের নেতা এবং অপরজন হল মুসায়লামা- ইয়ামামাবাসীদের সরদার।

৫৭৩৭- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ خَزَائِنَ الْأَرْضِ فَوَضِيعَ فِي يَدَيَّ أُسْوَارٌ يَنْ مِنْ ذَهَبٍ فَكَبُرًا عَلَيَّ وَأَهْمَانِي فَأَوْحَى إِلَيَّ أَنْ انْفُخْهُمَا فَانْفُخْتُهُمَا فَذَهَبًا فَأَوْلَتْهُمَا الْكَذَّابِينَ الَّذِينَ أَنَا بَيْنَهُمَا صَاحِبُ صَنْعَاءٍ وَصَاحِبُ الْيَمَامَةِ-

৫৭৩৭. মুহাম্মদ ইবন রাফি' (র)..... হাম্মাম ইবন মুনাবিহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এ হল সে সর্ব হাদীস যা আবু হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে আমাদের কাছে রিওয়ায়াত করেছেন। এ কথা বলে তিনি কয়েকখানি হাদীস উল্লেখ করেছেন। এ হল (সে সবার একখানি)। রাসূলুল্লাহ ﷺ আরও বলেছেন, আমি ঘুমন্ত ছিলাম, এমতাবস্থায় আমার কাছে পৃথিবীর ভাণ্ডারসমূহ নিয়ে আসা হল। তখন আমার হাতে (আগন্তুক) দু'টি সোনার কংকন রেখে দিল। সে দু'টি আমার জন্য বড় ভারী মনে হল এবং এগুলো আমাকে দুশ্চিন্তায় ফেলল। তখন আমার কাছে ওহীর মাধ্যমে জানান হল যে, আমি যেন সে দু'টির উপরে ফুঁ দেই। তখন আমি ফুঁ দিলে সে দু'টি অন্তর্হিত হয়ে গেল। আমি সে দু'টির ব্যাখ্যা করলাম সে দুই মিথ্যুক (ভণ্ড নবী) যে দু'জনের (অবস্থান কালের) মাঝে আমি রয়েছি (অর্থাৎ) সান'আ অধিবাসী (আসওয়াদ আল-আনসী) এবং ইয়ামামা অধিবাসী (মুসায়লামাতুল কায্যাব)।

৫৭৩৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِي رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيِّ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا صَلَّى الصُّبْحَ أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ فَقَالَ هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ الْبَارِحَةَ رُؤْيَا

৫৭৩৮. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)..... সামুরা ইবন জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ ফজরের সালাত আদায়শেষে লোকদের দিকে মুখ করে বসতেন এবং বলতেন, তোমাদের কেউ কি গত রাতে কোন স্বপ্ন দেখেছে?

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كِتَابُ الْفَضَائِلِ

অধ্যায় : ফযীলত

১- بَابُ فَضْلِ نَسَبِ النَّبِيِّ ﷺ وَتَسْلِيمِ الْحَجَرِ عَلَيْهِ قَبْلَ النَّبُوءَةِ-

১. পরিচ্ছেদ : নবী ﷺ-এর বংশ মর্যাদা এবং নুবুওয়াতখাতির আগে তাঁকে পাথরের সালাম করা প্রসঙ্গ

৫৭৩৯- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْمٍ جَمِيعًا عَنِ الْوَلِيدِ قَالَ
ابْنُ مِهْرَانَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ أَبِي عَمَّارٍ شَدَّادٍ أَنَّهُ سَمِعَ وَاثِلَةَ بْنَ
الْأَسْقَعِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ اصْطَفَى كِنَانَةَ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ
عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَاصْطَفَى قُرَيْشًا مِنْ كِنَانَةَ وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ وَاصْطَفَانِي
مِنْ بَنِي هَاشِمٍ-

৫৭৩৯. মুহাম্মদ ইব্ন মিহরান রাযী ও মুহাম্মদ ইব্ন আবদুর রাহমান ইব্ন সাহ্ম (র)..... আবু আম্মার শাদ্দাদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি ওয়াসিলা ইব্ন আসকা' (র)-কে বলতে শুনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন : মহান মহিয়ান আল্লাহ ইসমাইল (আ)-এর সন্তানদের হতে 'কিনানা'-কে বাছাই করে নিয়েছেন, আর কিনানা (-র বংশ) হতে, 'কুরায়শ'-কে বাছাই করে নিয়েছেন, আর কুরায়শ (বংশ) হতে বনু হাশিমকে বাছাই করে নিয়েছেন এবং বনু হাশিম থেকে আমাকে বাছাই করে নিয়েছেন।

৫৭৪০- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ طَهْمَانَ
قَالَ حَدَّثَنِي سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنِّي لَأَعْرِفُ حَجْرًا
بِمَكَّةَ كَانَ يُسَلَّمُ عَلَى قَبْلِ أَنْ أُبْعَثَ إِنِّي لَأَعْرِفُهُ الْآنَ-

৫৭৪০. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা (র)..... জাবির ইব্ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি মক্কায় একটি পাথরকে জানি, যে (নবীরূপে) আমার প্রেরিত হওয়ার আগেও আমাকে সালাম করত; আমি এখনও তাকে নিশ্চিতভাবে চিনতে পারি।

২- بَابُ تَفْضِيلِ نَبِيِّنَا ﷺ عَلَى جَمِيعِ الْخَلَائِقِ

২. পরিচ্ছেদ : আমাদের নবী ﷺ-কে সমুদয় সৃষ্টির উপরে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান প্রসঙ্গে

৫৭৪১- وَحَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى أَبُو صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشْلُ يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ عَنِ الْأَوْزَعِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ فَرُّوخٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفِّعٍ-

৫৭৪১. হাকাম ইবন মুসা আবু সালিহ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি কিয়ামতের দিনে আদম সন্তানদের নেতা হব এবং আমিই প্রথম ব্যক্তি যার কবর উন্মুক্ত করে দেয়া হবে এবং আমিই প্রথম সুপারিশকারী ও প্রথম সুপারিশ গৃহীত ব্যক্তি।

৩- بَابُ فِي مُعْجَزَاتِ النَّبِيِّ ﷺ

৩. পরিচ্ছেদ : নবী ﷺ-এর মু'জিযা প্রসঙ্গে

৫৭৪২- وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَعَا بِمَاءٍ فَأَتَى بِقَدَحٍ رَحْرَاحٍ فَجَعَلَ الْقَوْمُ يَتَوَضَّؤْنَ فَحَزَرْتُ مَا بَيْنَ السِّتَيْنِ إِلَى الثَّمَانِينَ قَالَ فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَى الْمَاءِ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ-

৫৭৪২. আবু রবী' সুলায়মান ইবন দাউদ আতাকী (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, (একদা) নবী ﷺ পানি আনতে বললেন, তখন একটি প্রশস্ত অগভীর তলবিশিষ্ট পেয়ালা নিয়ে আসা হল। (তিনি তাতে হাত রেখে বরকতের দু'আ করলেন) এবং লোকেরা উষ্ম করতে লাগল। আমি তাদের সংখ্যা ষাট থেকে আশির মধ্যে অনুমান করলাম। রাবী বলেন, আমি পানির দিকে তাকাতে থাকলাম- যা তাঁর আংগুলসমূহের মাঝ থেকে উদ্বেলিত হয়ে বেরিয়ে আসছিল।

৫৭৪৩- وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنُ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَحَانَتْ صَلَوةُ الْعَصْرِ فَالْتَمَسَ النَّاسُ الْوَضُوءَ فَلَمْ يَجِدُوهُ فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِوَضُوءٍ فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي ذَلِكَ الْإِنَاءِ يَدَهُ وَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَتَوَضَّؤُوا مِنْهُ قَالَ فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ تَحْتِ أَصَابِعِهِ فَتَوَضَّأَ النَّاسُ حَتَّى تَوَضَّؤُوا مِنْ عِنْدِ آخِرِهِمْ-

৫৭৪৩. ইসহাক ইবন মুসা আনসারী ও আবু তাহির (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখলাম, তখন আসরের সালাতের সময় হয়ে গিয়েছিল আর লোকেরা উষ্ম

পানি খুঁজছিল কিন্তু তারা তা পেল না। এ সময় রাসূলুল্লাহ সাহায্যে আলাহি ওয়াস্তাহা-এর নিকট কিছু উযূর পানি আনা হল। রাসূলুল্লাহ সাহায্যে আলাহি ওয়াস্তাহা সে (পানির) পাত্রে তাঁর হাত মুবারক রেখে দিলেন এবং লোকদের তা থেকে উযূ করতে বললেন, রাবী বলেন। আমি দেখলাম, পানি তাঁর অংগুলিসমূহের নিচ থেকে উদ্বেলিত হয়ে বেরিয়ে আসছে। তখন লোকেরা উযূ করল, এমন কি তাদের শেষ ব্যক্তি পর্যন্ত সকলেই উযূ করল।

৫৭৪৪- حَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ يَعْنِي ابْنَ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابَهُ بِالزُّورَاءِ (قَالَ وَالزُّورَاءُ بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ السُّوقِ وَالْمَسْجِدِ فِيمَا ثَمَّهُ) دَعَا بِقَدَحٍ فِيهِ مَاءٌ فَوَضَعَ كَفَّهُ فِيهِ فَجَعَلَ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ فَتَوَضَّأَ جَمِيعُ أَصْحَابِهِ قَالَ قُلْتُ كَمْ كَانُوا يَا أبا حَمْزَةَ قَالَ كَانُوا زُهَاءَ الثَّلَاثِ مِائَةٍ-

৫৭৪৪. আবু গাস্‌সান মিসমাই (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাহায্যে আলাহি ওয়াস্তাহা এবং তাঁর সাহাবিগণ ‘যাওরা’ নামক স্থানে ছিলেন। রাবী বলেন, ‘যাওরা’ হল মদীনার বাজার এবং মসজিদ সেখানকার নিকটে। তখন তিনি একটি পেয়ালা আনতে বললেন, যাতে সামান্য পানি ছিল। তিনি তাঁর (হাতের) পাঞ্জা তাতে রাখলেন। তখন তাঁর অংগুলিসমূহের মাঝ থেকে (পানি) উথলে বের হতে লাগল আর তাঁর সাহাবিগণ সকলেই উযূ করলেন। রাবী [কাতাদা (র)] বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে আবু হামযা (রা) তাঁরা কতজন ছিলেন? তিনি বললেন, তাঁরা ছিলেন তিনশ’জনের মত।

৫৭৪৫- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ بِالزُّورَاءِ فَأَتَى بِإِنَاءٍ مَاءٍ لَا يَغْمُرُ أَصَابِعَهُ أَوْ قَدْرَ مَایُورِي أَصَابِعِهِ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ هِشَامٍ-

৫৭৪৫. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাহায্যে আলাহি ওয়াস্তাহা ‘যাওরা’য় ছিলেন। তখন একটি পানির পাত্র আনা হল, যা (-র পানিতে) তাঁর অংগুলিসমূহ ডুবছিল না, কিংবা ঐ পরিমাণ, যা তাঁর অংগুলিসমূহ ডুবাতে পারে। এরপর তিনি (পূর্বোক্ত হাদীসের) রাবী হিশাম (র) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

৫৭৪৬- وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ أُمَّ مَالِكٍ كَانَتْ تُهْدِي لِلنَّبِيِّ ﷺ فِي عُكَّةٍ لَهَا سَمْنًا فَيَأْتِيهَا بَنُوهَا فَيَسْأَلُونَ الْأُدمَ وَلَيْسَ عِنْدَهُمْ شَيْءٌ فَتَعْمِدُ إِلَى الَّذِي كَانَتْ تُهْدِي فِيهِ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَتَجِدُ فِيهِ سَمْنًا فَمَا زَالَ يُقِيمُ لَهَا أُدمَ بَيْتَهَا حَتَّى عَصَرَتْهُ فَآتَتْ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ عَصَرْتِيهَا قَالَتْ نَعَمْ قَالَ لَوْ تَرَكَتِيهَا مَا زَالَ قَائِمًا-

৫৭৪৬. সালামা ইবন শাবীব (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, উম্মু মালিক (রা) তাঁর একটি চামড়ার পাত্রে নবী সাহায্যে আলাহি ওয়াস্তাহা-এর জন্য ঘি হাদিয়া পাঠাতেন। (কোন কোন সময়) তার ছেলেরা তার কাছে এসে (রুটি মাখাবার জন্য) ব্যঞ্জন (তরকারি) চাইত। কিন্তু তখন তাদের কাছে কিছু থাকত না। তাই তিনি (উম্মু মালিক) সে পাত্রটির

উদ্দেশ্যে এগিয়ে যেতেন, যাতে করে তিনি নবী ﷺ-এর জন্য হাদিয়া পাঠাতেন। তখন তিনি তাতে কিছু ঘি পেয়ে যেতেন। পরে তা তার ঘরের (ঝুটি মাখাবার) ব্যঞ্জনের (তরকারির) কাজ দিতে থাকল। যতক্ষণ না তিনি সেটি নিংড়ে ফেললেন। পরে তিনি নবী ﷺ নিকট আসলে তিনি বললেন : তুমি সেটি নিংড়ে ফেলেছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তিনি (নবী ﷺ) বললেন, তুমি সেটিকে (না নিংড়িয়ে) যথাবস্থায় রেখে দিলে তা (-তে ব্যঞ্জন) বিদ্যমান থেকেই যেত।

৫৭৪৭- وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ يَسْتَطْعِمُهُ فَأَطْعَمَهُ شَطْرَ وَسْقٍ شَعِيرٍ فَمَا زَالَ الرَّجُلُ يَأْكُلُ مِنْهُ وَأَمْرَأَتُهُ وَضَيْفُهُمَا حَتَّى كَالَهُ فَاتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ لَوْ لَمْ تَكِلْهُ لَا كَلْتُمْ مِنْهُ وَلَقَامَ لَكُمْ-

৫৭৪৭. সালামা ইব্ন শাবীব (র).....জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি খাদ্য সাহায্যের জন্য নবী ﷺ-এর কাছে এলে তিনি তাকে অর্ধ ওয়াস্ক যব খাবার জন্য দিলেন। লোকটি তা থেকে খেতে থাকল, আর তার স্ত্রী এবং তাদের উভয়ের মেহমানরাও। অবশেষে সে (একদিন) তা মেপে দেখল। ফলে তা ফুরিয়ে গেলে। পরে সে নবী ﷺ কাছে (অভিযোগ নিয়ে) আসল। তিনি বললেন, তুমি যদি তা মেপে না দেখতে, তা হলে তোমরা তা থেকে খেতে থাকতে এবং তা তোমাদের জন্য (দীর্ঘকাল) বিদ্যমান থাকত।

৫৭৪৮- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَنْفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ وَهُوَ ابْنُ أَنَسٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ أَنَّ أَبَا الطُّفَيْلِ عَامِرَ بْنَ وَائِلَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ مُعَاذِينَ جَبَلٍ أَخْبَرَهُ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ غَزْوَةِ تَبُوكَ فَكَانَ يَجْمَعُ الصَّلَاةَ فَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمًا آخَرَ الصَّلَاةَ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا ثُمَّ دَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ بَعْدَ ذَلِكَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا ثُمَّ قَالَ إِنَّكُمْ سَتَأْتُونَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَيْنَ تَبُوكَ وَإِنَّكُمْ لَنْ تَأْتُوهَا حَتَّى يُضْحِيَ النَّهَارُ فَمَنْ جَاءَهَا مِنْكُمْ فَلَا يَمَسْ مِنْ مَائِهَا شَيْئًا حَتَّى أَتَى فَجِئْنَاهَا وَقَدْ سَبَقْنَا إِلَيْهَا رَجُلَانِ وَالْعَيْنُ مِثْلُ الشَّرَاكِ تَبِضُّ بِشَيْءٍ مِنْ مَاءٍ قَالَ فَسَأَلَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَلْ مَسَسْتُمَا مِنْ مَائِهَا شَيْئًا قَالَا نَعَمْ فَسَبَّهُمَا النَّبِيُّ ﷺ وَقَالَ لَهُمَا مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ قَالَ ثُمَّ غَرَفُوا بِأَيْدِيهِمْ مِنَ الْعَيْنِ قَلِيلًا قَلِيلًا حَتَّى اجْتَمَعَ فِي شَيْءٍ قَالَ وَغَسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِيهِ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ ثُمَّ أَعَادَهُ فِيهَا فَجَرَّتِ الْعَيْنُ بِمَاءٍ مِنْهُمْ أَوْ قَالَ غَزِيرٍ شَكَّ أَبُو عَلِيٍّ أَيُّهُمَا قَالَ حَتَّى اسْتَقَى النَّاسُ ثُمَّ قَالَ يَوْشِكُ يَا مُعَاذُ إِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ أَنْ تَرَى مَا هَاهُنَا قَدَمُلَى جِنَانًا-

৫৭৪৮. আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুর রাহমান দারিমী (র) মুআয ইব্ন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাবুক যুদ্ধের বছর আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে (যুদ্ধে) বের হলাম। (এ সফরে) তিনি (দুই) সালাত একত্রে আদায় করতেন। অর্থাৎ জুহর ও আসর একত্রে আদায় করতেন আর মাগরিব ও ইশা একত্রে আদায় করতেন। ১

এভাবে এক দিন (এমন হল যে), সালাত বিলম্বিত করলেন। তারপর বের হয়ে এসে জুহর ও আসর একত্রে আদায় করলেন, অতঃপর (তাঁবুতে) প্রবেশ করলেন। তারপর আবার বেরিয়ে এলেন এবং মাগরিব ও ইশা একত্রে আদায় করলেন। তারপর বললেন, ইনশাআল্লাহ তোমরা আগামীকাল 'তাবুক প্রস্রবণে' পৌঁছবে আর চাশতের সময় না হওয়া পর্যন্ত তোমরা সেখানে পৌঁছতে পারবে না। তোমাদের মধ্যে যে (-ই) সেখানে (প্রথমে) পৌঁছবে, সে যেন তার পানির কিছুই স্পর্শ না করে- যতক্ষণ না আমি এসে পৌঁছি। আমরা (যথাসময়ই) সেখানে পৌঁছলাম। (কিন্তু) ইতিমধ্যে দু'ব্যক্তি আমাদের আগে সেখানে পৌঁছে গিয়েছিল। আর প্রস্রবণটিতে জুতার ফিতার ন্যায় ক্ষীণ ধারায় কিছু সামান্য পানি প্রবাহিত হচ্ছিল। মুআয (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ পার্বত্য আলাহাদি ওয়াসাল্লাম ঐ দু'জনকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা তার পানি থেকে কিছু স্পর্শ করেছ কি?..... তারা বলল, হ্যাঁ। তখন নবী পার্বত্য আলাহাদি ওয়াসাল্লাম তাদের দু'জনকে তিরস্কার করলেন। আর আল্লাহর যা ইচ্ছা, তাদের তাই বললেন। রাবী বলেন, তারপর লোকেরা তাদের হাত দিয়ে অঞ্জলি ভরে ভরে প্রস্রবণ থেকে অল্প অল্প করে (পানি) তুলল, অবশেষে তা একটি পাত্রে কিছু পরিমাণ সঞ্চিত হল। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ পার্বত্য আলাহাদি ওয়াসাল্লাম তার মধ্যে তাঁর দু'হাত এবং মুখ মুবারক ধুলেন এবং পরে তা (পানি) তাতে (প্রস্রবণে) উলটিয়ে (ঢেলে) দিলেন। ফলে প্রস্রবণটি উচ্ছল ধারায় অথবা (রাবী বলেছেন), অটেল পরিমাণে প্রবাহিত হতে লাগল। আবু আলী (র) সন্দেহ করেছেন যে, রাবী এর দুই শব্দের মধ্যে কোন্টি বলেছেন। এবার লোকেরা (চাহিদা) পানি পান করল। পরে নবী পার্বত্য আলাহাদি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন : হে মুআয! যদি তুমি দীর্ঘজীবী হও, তবে আশা করা যায় যে, তুমি দেখতে পাবে, (প্রস্রবণের) এ স্থানটি বাগানে ভরে গিয়েছে।

৫৭৬৯- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنُ قَعْنَبٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ السَّاعِدِيِّ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ غَزْوَةَ تَبُوكَ فَاتَيْنَا وَادِيَ الْقُرَى عَلَى حَدِيقَةٍ لِمَرْأَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اخْرُصُوهَا فَخَرَصْنَاهَا وَخَرَصَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَشْرَةَ أَوْسُقٍ وَقَالَ أَحْصِيهَا حَتَّى نَرْجِعَ إِلَيْكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَانْطَلَقْنَا حَتَّى قَدِمْنَا تَبُوكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَتَهَبُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَةُ رِيحٌ شَدِيدَةٌ فَلَا يَقُمْ فِيهَا أَحَدٌ مِنْكُمْ فَمَنْ كَانَ لَهُ بَعِيرٌ فَلْيَشُدَّ عِقَالَهُ فَهَبَتْ رِيحٌ شَدِيدَةٌ فَقَامَ رَجُلٌ فَحَمَلَتْهُ الرِّيحُ حَتَّى أَلْقَتْهُ بِجَبَلٍ طَيِّبٍ فَجَاءَ رَسُولُ ابْنِ الْعَلَمَاءِ صَاحِبِ أَيْلَةٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِكِتَابٍ وَأَهْدَى لَهُ بَغْلَةً بَيْضَاءَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَهْدَى لَهُ بُرْدًا ثُمَّ أَقْبَلْنَا حَتَّى قَدِمْنَا وَادِيَ الْقُرَى فَسَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَرْأَةَ عَنْ حَدِيقَتِهَا كَمْ بَلَّغَ ثَمَرُهَا فَقَالَتْ عَشْرَةَ أَوْسُقٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنِّي مُسْرِعٌ فَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فَلْيُسْرِعْ مَعِيَ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَمْكُثْ فَخَرَجْنَا حَتَّى أَشْرَفْنَا عَلَى الْمَدِينَةِ فَقَالَ هَذِهِ طَابَةُ وَهَذَا أَحَدٌ وَهُوَ جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ ثُمَّ قَالَ إِنْ خَيْرَ دُورٍ الْأَنْصَارِ دَارُ بَنِي النَّجَّارِ ثُمَّ دَارُ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ ثُمَّ دَارُ بَنِي عَبْدِ الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ ثُمَّ دَارُ بَنِي سَاعِدَةَ وَفِي كُلِّ دُورٍ الْأَنْصَارِ خَيْرٌ فَلَحِقْنَا سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ فَقَالَ أَبُو أُسَيْدٍ أَلَمْ تَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَيْرَ دُورٍ الْأَنْصَارِ فَجَعَلْنَا آخِرًا فَأَذْرَكَ

১. অর্থাৎ দ্রুত পথ বলার সুবিধার লক্ষ্যে জুহর ও মাগরিব এমনভাবে শেষ ওয়াক্তে আদায় করতেন যে, আসর ও ইশার ওয়াক্ত হয়ে যেত এবং তখন আসর ও ইশা আদায় করতেন।

سَعْدُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ خَيْرْتُ دُورَ الْأَنْصَارِ فَجَعَلْتَنَا آخِرًا فَقَالَ أَوْلَيْسَ بِحَسْبِكُمْ أَنْ تَكُونُوا مِنَ الْخِيَارِ-

৫৭৪৯. আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা ইব্ন কা'নাব (র)..... আবু হুমায়দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে তারুক যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বের হলাম। আমরা 'ওয়াদিল কুরা' এলাকায় এক মহিলার একটি বাগানের কাছে পৌঁছলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা এর পরিমাণ অনুমান কর। আমরা এর পরিমাণ অনুমান করলাম। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ দশ ওয়াস্ক (প্রায় পঞ্চাশ মণ/২০০০ কেজি বা দুই টন) পরিমাণটি অনুমান করলেন এবং (স্ত্রীলোকটিকে) বললেন, আমরা ইনশা আল্লাহ তোমার এখানে ফিরে আসা পর্যন্ত এ পরিমাণ ধরে রাখ। পরে আমরা এগিয়ে চললাম এবং তারুক পৌঁছে গেলাম। তখন (এক রাতে) রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আজ রাতে প্রচণ্ড বায়ু প্রবাহ তোমাদের উপর দিয়ে বয়ে যাবে। তাই তোমাদের কেউ যেন তার মাঝে দাঁড়িয়ে না থাকে এবং যার উট আছে, সে যেন তার দড়ি শক্ত করে বেঁধে রাখে। (ঐ রাতে) প্রচণ্ড বাতাস প্রবাহিত হল। এক ব্যক্তি বের হলে বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে অবশেষে 'তাই' অঞ্চলের দুই পাহাড়ের কাছে ফেলে দিল। আর (ঐ সময় নিকটবর্তী) 'আয়লার' প্রধান (শাসক) ইব্নুল 'আলমা'-র দূত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে একটি চিঠি নিয়ে এল এবং তিনি তাকে একটি সাদা খচ্চর ও হাদিয়া পাঠালেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-ও তার কাছে চিঠি লিখে পাঠালেন এবং তাকে একটি চাদর হাদিয়া পাঠালেন। তারপর আমরা এগিয়ে চলতে চলতে 'ওয়াদিল কুরা' পৌঁছলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ স্ত্রীলোকটিকে (বাগানের মালিক) তার বাগান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন যে, তার ফল কি পরিমাণে পৌঁছেছে? সে বলল, দশ ওয়াস্ক। তার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমি দ্রুত যাচ্ছি। তোমাদের মধ্যে যার ইচ্ছা হয়, সে আমার সঙ্গে দ্রুত যেতে পারে। আর যার ইচ্ছা, সে অবস্থান করতে পারে। আমরা বের হয়ে পড়লাম। অবশেষে মদীনার কাছাকাছি পৌঁছলাম। তখন তিনি বললেন, এ (মদীনা) হল 'তাবা' (পবিত্র ও উত্তম স্থান)। আর এ হল উহুদ। আর তা এমন পাহাড়, যে আমাদের ভালবাসে এবং আমরাও তাকে ভালবাসি। তারপর বললেন, আনসারীদের শ্রেষ্ঠ পরিবার (গোত্র) বনু-নাজ্জার, তারপর বনু আবদুল আশ্‌হাল, তারপর বনু হারিস ইব্ন খায়রাজ, তারপর বনু সাঈদা। আর আনসারদের প্রতিটি গোত্রই উত্তম। সা'দ ইব্ন উবাদা (রা) আমাদের সাথে এসে মিলিত হলে (তাঁর গোত্রের) আবু উসায়দ (রা) তাঁকে বললেন, আপনি কি দেখেন নি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আনসার গোত্রগুলোর মাঝে ক্রমানুসারে শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করেছেন এবং আমাদের গোত্রকে তালিকার শেষে রেখেছেন! তখন সা'দ (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে খুঁজে পেলেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি আনসার গোত্রগুলোর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করেছেন এবং আমাদের শেষে রেখেছেন! তখন তিনি বললেন, শ্রেষ্ঠ তালিকাভুক্ত অন্যতম হওয়া কি তোমাদের জন্য যুগ্মেই নয়?

৫৭৫০. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا اسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ سَلْمَةَ الْمَخْزُومِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بِهِمَا الْأِسْنَادُ إِلَى قَوْلِهِ وَفِي كُلِّ دُورٍ الْأَنْصَارُ خَيْرٌ وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ مِنْ قِصَّةِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ وَزَادَ فِي حَدِيثٍ وَهَيْبٍ فَكَتَبَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِبَحْرِهِمْ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي حَدِيثٍ وَهَيْبٍ فَكَتَبَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ -

৫৭৫০. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও ইসহাক ইবন ইবরাহীম (রা)..... আমর ইবন ইয়াহুয়া (র) উক্ত সনদে 'আনসারদের প্রতিটি গোত্রে কল্যাণ রয়েছে'- পর্যন্ত রিওয়ায়াত করেছেন। তিনি সা'দ ইবন উবাদা (রা) সম্পর্ক পরবর্তী অংশ বর্ণনায় উল্লেখ করেন নি। উহায়ব (র) তাঁর বর্ণিত হাদীসে অধিক বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর (ইবনুল 'আলমা)-র জন্য তাদের (আয়লার) জনপদগুলো লিখে দিলেন। উহায়ব (র)-এর বর্ণিত হাদীসে 'রাসূলুল্লাহ ﷺ -ও তার কাছে চিঠি লিখে পাঠালেন' কথাটি উল্লেখ করেন নি।

৪- بَابُ تَوَكُّلِهِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى وَعِصْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى لَهُ مِنَ النَّاسِ

৪. পরিচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার উপরে নবী ﷺ-কে তাওয়াক্কুল এবং তাঁকে লোকদের (অনিষ্ট) থেকে আল্লাহ তা'আলার হিফায়ত

৫৭৫১- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي أَبُو عِمْرَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ بْنُ زِيَادٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سِنَانِ بْنِ أَبِي سِنَانَ الدُّوَلِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ غَزْوَةَ قِبَلِ نَجْدٍ فَادْرَكْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي وَادٍ كَثِيرِ الْعِصَاهِ فَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَعَلَّقَ سَيْفَهُ بِغُصْنٍ مِنْ أَغْصَانِهَا قَالَ وَتَفَرَّقَ النَّاسُ فِي الْوَادِي يَسْتَظِلُّونَ بِالشَّجَرِ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ رَجُلًا أَتَانِي وَأَنَا نَائِمٌ فَأَخَذَ السَّيْفَ فَاسْتَيْقَظْتُ وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى رَأْسِي فَلَمْ أَشْعُرْ إِلَّا وَالسَّيْفُ صَلَّتَا فِي يَدِهِ فَقَالَ لِي مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي قَالَ قُلْتُ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ فِي الثَّانِيَةِ مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي قَالَ قُلْتُ اللَّهُ قَالَ فَشَامَ السَّيْفَ فَهَا هُوَ ذَا جَالِسٌ ثُمَّ لَمْ يَعْزِضْ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ -

৫৭৫১. আব্দ ইবন হুমায়দ, আবু ইমরান মুহাম্মদ ইবন জা'ফার ইবন যিয়াদ (র)..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে নাজ্দ-এর দিকে একটি অভিযানে জিহাদে গেলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ (পেছন থেকে এসে) একটি কাঁটাবনযুক্ত উপত্যকায় আমাদের পেলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি গাছের তলায় অবতরণ করলেন এবং তাঁর তরবারিখানি সে গাছের একটি শাখায় ঝুলিয়ে রাখলেন। রাবী [জাবির (রা)] বলেন, অন্য লোকেরা গাছের ছায়ায় আশ্রয় নেয়ার জন্য উপত্যকায় ছড়িয়ে পড়ল। রাবী বলেন, পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এক ব্যক্তি আমার কাছে এল। তখন আমি ঘুমন্ত। সে তরবারিটি হাতে নিল। আমি জেগে উঠলাম, তখন সে আমার শিয়রে দাঁড়িয়ে। আমি কিছু বুঝে না উঠতেই (দেখি) তরবারি তার হাতে উন্মুক্ত। সে আমাকে বলল, কে তোমাকে আমার (হাত) থেকে রক্ষা করবে? তিনি বলেন, আমি বললাম, আল্লাহ। সে দ্বিতীয়বার বলল, তোমাকে আমার (হাত) থেকে কে রক্ষা করবে? তিনি বলেন, আমি বললাম, আল্লাহ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : সে তখন তরবারিটি কোষবদ্ধ করল। ওই যে সে বসে আছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে কিছুই বললেন না।

৫৭৫২- وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي سِنَانُ بْنُ أَبِي سِنَانٍ الدُّؤَلِيُّ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيَّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَهُمَا أَنَّهُ غَزَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ غَزْوَةً قَبْلَ نَجْدٍ فَلَمَّا قَفَلَ النَّبِيُّ ﷺ قَفَلَ مَعَهُ فَأَدْرَكَتْهُمْ الْقَائِلَةُ يَوْمًا ثُمَّ ذَكَرُ نَحْوَ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ وَمَعْمَرٍ-

৫৭৫২. আবদুল্লাহ ইবন আবদুর রাহমান দারিমী ও আবু বকর ইবন ইসহাক (র)..... সিনান ইবন আবু সিনান দু'আলী ও আবু সালাম ইবন আবদুর রাহমান (র) থেকে হাদীস বর্ণনা করেন যে, জাবির ইবন আবদুল্লাহ আনসারী (রা)..... তিনি ছিলেন নবী ﷺ-এর অন্যতম সাহাবী। তিনি নবী ﷺ-এর সঙ্গে নাজ্দ অভিযানে একটি অভিযানে গেলেন। নবী ﷺ যখন ফিরে এলেন, তখন তিনিও তাঁর সঙ্গে ফিরে আসেন। একদিন দুপুরের বিশ্রামকাল সমুপস্থিত হল.....। তারপর ইবরাহীম ইবন সা'দ ও মা'মার (র) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৫৭৫৩- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِذَاتِ الرِّقَاعِ بِمَعْنَى حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ وَلَمْ يَذْكُرْ ثُمَّ لَمْ يَعْزِضْ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ -

৫৭৫৩. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর সঙ্গে এগিয়ে চললাম। অবশেষে আমরা যখন যাতুর-রিকায় পৌঁছলাম.....। তারপর যুহরী (র) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তবে তিনি 'তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে আর কোন কিছু বললেন না' কথাটি উল্লেখ করেননি।

৫- بَابُ بَيَانِ مِثْلِ مَا بُعِثَ النَّبِيُّ ﷺ بِهِ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ

৫. পরিচ্ছেদ : নবী ﷺ যে হিদায়াত ও ইল্মসহ প্রেরিত হয়েছেন, তার দৃষ্টান্তের বিবরণ

৫৭৫৪- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو عَامِرٍ الْأَشْعَرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَاللَّفْظُ لِأَبِي عَامِرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنْ مِثْلَ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ كَمِثْلِ غَيْثٍ أَصَابَ أَرْضًا فَكَانَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ طَيِّبَةٌ قَبِلَتِ الْمَاءَ فَأَنْبَتَتِ الْكَلَاءَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ وَكَانَ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتِ الْمَاءَ فَنَفَعَ اللَّهُ بِهَا النَّاسَ فَشَرِبُوا مِنْهَا وَسَقَوْا وَرَعَوْا وَأَصَابَ طَائِفَةٌ مِنْهَا أُخْرَى إِنَّمَا هِيَ قَيْعَانٌ لَا تُمْسِكُ مَاءً وَلَا تُنْبِتُ كَلَاءً فَذَلِكَ مِثْلُ مَنْ فَقَهُ فِي دِينِ اللَّهِ وَنَفَعَهُ اللَّهُ بِمَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ فَعِلْمٌ وَعِلْمٌ وَمِثْلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ-

৫৭৫৪. আবু বকর ইবন আবু শায়বা, আবু আমির আশআরী ও মুহাম্মদ ইবন আলা (র)..... আবু মুসা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা আমাকে যে হিদায়াত ও ইল্ম সহকারে পাঠিয়েছেন; তার দৃষ্টান্ত সে বৃষ্টির ন্যায় যা কোন ভূমিতে বর্ষিত হল, আর সে ভূমির উৎকৃষ্ট কতকাংশ পানি গ্রহণ করে প্রচুর তারতাজা ঘাস-পাতা উৎপন্ন করল। আর কতকাংশ হল অনুর্বর মাটি, যা পানি আটকিয়ে রাখে, ফলে আল্লাহ তা'আলা তা দিয়ে মানুষের উপকার পৌঁছান এবং তারা তা থেকে পান করে, (অন্যদের) পান করায় ও পশু চরায়। আর (বৃষ্টির পানি) সে ভূমির আরও কতকাংশে বর্ষিত হল- যা উঁচু পার্বত্য টিলাময়, যা কোন পানি আটকিয়ে রাখে না আর কোন ঘাস-পাতাও উৎপন্ন করে না। সেই দৃষ্টান্ত হল সে সব লোকের উপমা যারা আল্লাহর দীনের জ্ঞান (বুঝ) হাসিল করে এবং আল্লাহ তাদের সে সব দিয়ে উপকৃত করেন যা নিয়ে আল্লাহ আমাকে পাঠিয়েছেন। ফলে সে ইল্ম হাসিল করে অন্যকেও শিক্ষা দেয়। আর তৃতীয় দৃষ্টান্ত হল ঐ লোকদের, যারা তার প্রতি মাথা তুলেও তাকায় না এবং আল্লাহর ঐ হিদায়াতও কবুল করে না — যা দিয়ে আমাকে পাঠানো হয়েছে।

৬- بَابُ شَفَقَتِهِ ﷺ عَلَى أُمَّتِهِ وَمَبَالَغَتِهِ فِي تَحْذِيرِهِمْ مِمَّا يَضُرُّهُمْ

৬. পরিচ্ছেদ : উম্মাতের প্রতি নবী ﷺ-এর মমতা এবং তাদের জন্য ক্ষতিকর বিষয় থেকে গুরুত্ব-সহকারে সতর্কীকরণ

৫৭৫৫- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَرَّادٍ الْأَشْعَرِيُّ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنْ مَثَلِي وَمَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ بِهِ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَتَى قَوْمَهُ فَقَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي رَأَيْتُ الْجَيْشَ بَعِثْنِي وَإِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْعُرْيَانُ فَالْنَّجَاءَ فَاطَاعَهُ طَائِفَةٌ مِنْ قَوْمِهِ فَأَذَلُّوا فَأَنْطَلَقُوا عَلَى مُهْلَتِهِمْ وَكَذَّبَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ فَاصْبَحُوا مَكَانَهُمْ فَصَبَّحَهُمُ الْجَيْشُ فَأَهْلَكُهُمْ وَاجْتَاكَهُمْ فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ أَطَاعَنِي وَاتَّبَعَ مَا جِئْتُ بِهِ وَمَثَلُ مَنْ عَصَانِي وَكَذَّبَ مَا جِئْتُ بِهِ مِنَ الْحَقِّ-

৫৭৫৫. আবদুল্লাহ ইবন বাররাদ আশআরী ও আবু কুরায়ব (র)..... আবু মুসা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : আমার দৃষ্টান্ত এবং আল্লাহ যা দিয়ে আমাকে পাঠিয়েছেন, তার দৃষ্টান্ত সে ব্যক্তির দৃষ্টান্তের মত, যে তার স্বগোত্রের কাছে এসে বলে, হে আমার কাওম! আমি আমার দু'চোখে (শত্রু) বাহিনী দেখে এসেছি, আর আমি (সুস্পষ্ট) সতর্ককারী। অতএব, আত্মরক্ষা কর। তখন তার কাওমের একদল তার কথা মেনে নিল এবং রাতের আঁধারের সুযোগ গ্রহণ করে নিরাপদ স্থানে চলে গেল। আর এক দল তাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করে ভোর পর্যন্ত নিজেদের অবস্থানে থেকে গেল। ফলে (শত্রু) বাহিনী প্রত্যুষে তাদের আক্রমণ করল এবং তাদের সমূলে ধ্বংস করে দিল। অতএব, এ হলো তাদের দৃষ্টান্ত যারা আমার আনুগত্য করল এবং আমি যা নিয়ে এসেছি তার অনুসরণ করল এবং ওদের দৃষ্টান্ত যারা আমার অবাধ্যতা দেখাল এবং যে সত্য আমি নিয়ে এসেছি তাকে অস্বীকার করল।

৫৭৫৬- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقُرَشِيُّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُ أُمَّتِي كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَوْقَدَ نَارًا فَجَعَلَتِ الدُّوَابُّ وَالْفَرَاشُ يَقَعْنَ فِيهِ فَأَنَا أَخَذُ بِحُجْرَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَقْحُمُونَ فِيهِ-

৫৭৫৬. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমার দৃষ্টান্ত ও আমার উম্মাতের দৃষ্টান্ত সে ব্যক্তির দৃষ্টান্তের ন্যায়, যে আগুন জ্বালিয়েছে ফলে মাকড় ও কীট-পতঙ্গ তাতে পড়তে লাগল। আমি তোমাদের কোমরবন্ধ ধরে (তোমাদের রক্ষার প্রয়াসে) টানছি আর তোমরা সবগে (হুড়মুড় করে) তাতে পড়তে যাচ্ছে।

৫৭৫৭- وَحَدَّثَنَا عَنْ عُمَرُو النَّاقِدِ وَإِبْنِ أَبِي عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ بِهَذَا الْأِسْنَادِ نَحْوَهُ-

৫৭৫৭. আমর আন-নাকিদ ও ইবন আবু উমর (র)..... আবু যিনাদ (র) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৫৭৫৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَثَلِي كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهَا جَعَلَ الْفَرَاشُ وَهَذِهِ الدُّوَابُّ الَّتِي فِي النَّارِ يَقَعْنَ فِيهَا وَجَعَلَ يَحْجُزُهُنَّ وَيَغْلِبُنَّهُ فَيَتَقَحَّمْنَ فِيهَا قَالَ فَذَلِكَ مَثَلِي وَمَثَلُكُمْ أَنَا أَخَذُ بِحُجْرَتِكُمْ عَنِ النَّارِ هَلُمَّ عَنِ النَّارِ هَلُمَّ عَنِ النَّارِ فَتَغْلِبُونِي تَقْحُمُونَ فِيهَا-

৫৭৫৮. মুহাম্মদ ইবন রাফি' (র)..... হাম্মাম ইবন মুনাবিহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এ হল সে সব (হাদীস), যা আবু হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন। এরপর সেগুলো থেকে তিনি কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করেন। তার একটি হল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমার অবস্থা সে ব্যক্তির অবস্থার ন্যায় যে আগুন প্রজ্বলিত করল, যখন তাতে তার চার পাশ আলোকিত হলো তখন পতঙ্গ ও সেসব প্রাণী যা আগুন পড়ে থাকে, তাতে পড়তে লাগল আর সে ব্যক্তি সেগুলোকে বাধা দিতে লাগল। কিন্তু তারা তাকে হারিয়ে দিয়ে তাতে ঢুকে পড়তে লাগল। তিনি বললেন, এটাই হল তোমাদের অবস্থা আর আমার অবস্থা। আমি আগুন থেকে রক্ষার জন্য তোমাদের কোমরবন্ধগুলো ধরে রাখি ও বলি, আগুন থেকে দূরে থাক, আগুন থেকে দূরে থাক। আর তোমরা আমাকে হারিয়ে দিয়ে তার মাঝে ঢুকে পড়ছো।

৫৭৫৯- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا سَلِيمٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مِينَاءَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَثَلِي وَمَثَلُكُمْ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَوْ قَدْ نَارًا فَجَعَلَ الْجَنَادِبُ وَالْفَرَاشُ يَقَعْنَ فِيهَا وَهُوَ يَذْبُهْن عَنْهَا وَأَنَا أَخَذُ بِحُجْرَتِكُمْ عَنِ النَّارِ وَأَنْتُمْ تَقْلُتُونَ مِنْ يَدِي-

৫৭৫৯. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমার দৃষ্টান্তরাজি ও তোমাদের দৃষ্টান্ত সে ব্যক্তির অবস্থার মত যে আগুন জ্বালাল, ফলে ফড়িং দল (ঝিঝি পোকা) আর পতঙ্গ তাতে পড়তে লাগল আর সে ব্যক্তি তাদের তা থেকে তাড়াতে লাগল। আমিও আগুন থেকে রক্ষার জন্য তোমাদের কোমরবন্ধ ধরে টানছি, আর তোমরা আমার হাত থেকে ছুটে যাচ্ছে।

৭- بَابُ ذِكْرِ كَوْنِهِ ﷺ خَاتِمَ النَّبِيِّينَ

৭. পরিচ্ছেদ : নবী ﷺ-এর শেষ নবী হওয়ার বিবরণ

৫৭৬০- وَحَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَثَلِي وَمَثَلُ الْأَنْبِيَاءِ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى بُنْيَانًا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ فَجَعَلَ النَّاسُ يُطِيفُونَ بِهِ يَقُولُونَ مَا رَأَيْنَا بُنْيَانًا أَحْسَنَ مِنْ هَذَا إِلَّا هَذِهِ اللَّيْنَةُ فَكُنْتُ أَنَا تِلْكَ اللَّيْنَةُ-

৫৭৬০. আমার আন-নাকিদ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : আমার তুলনা এবং অন্য নবীগণের তুলনা সে ব্যক্তির অবস্থার সাথে তুলনীয়, যে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করল এবং সে তা সুন্দর ও সুদৃশ্য করল। পরে (তা দর্শনে আগত) লোকেরা তার চারদিকে ঘুরে দেখতে লাগল (এবং) বলতে লাগল যে, এর চাইতে সুন্দর কোন প্রাসাদ আমরা দেখিনি। তবে এ একটি ইটের স্থান (অসমাপ্ত রয়েছে)। (নবী আলায়হিস্ সালাম বলেন,) আমি হলুম সে ইটখানি।

৫৭৬১- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ مَثَلِي وَمَثَلُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي كَمَثَلِ رَجُلٍ ابْتَنَى بُيُوتًا فَأَحْسَنَهَا وَأَجْمَلَهَا وَأَكْمَلَهَا إِلَّا مَوْضِعَ لَبْنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ مِنْ زَوَايَاهَا فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ وَيُعْجِبُهُمُ الْبُنْيَانُ فَيَقُولُونَ أَلَا وَضَعْتَ هَاهُنَا لَبْنَةً فَيَتِمُّ بُنْيَانُكَ فَقَالَ مُحَمَّدٌ ﷺ فَكُنْتُ أَنَا اللَّيْنَةُ -

৫৭৬১. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র)..... হাম্মাম ইব্ন মুনায্জিহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এ হল সে সকল হাদীস, যা আবু হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন। এরপর তিনি কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করেন। তার একটি হল, আবুল কাসিম (নবী) ﷺ বলেছেন, আমার দৃষ্টান্ত ও আমার আগেকার নবীগণের দৃষ্টান্ত সে ব্যক্তির দৃষ্টান্তের ন্যায়, যে কতকগুলো ঘর নির্মাণ করল, তা সুন্দর করল, সুদৃশ্য করল এবং পূর্ণাঙ্গ করল কিন্তু তার কোন একটির কোণে একখানি ইটের স্থান ব্যতীত (খালি রাখল)। লোকেরা সে ঘরগুলোর চারদিকে চক্কর দিতে লাগল আর সে ঘরগুলো তাদের মুগ্ধ করতে লাগল। অবশেষে তারা বলতে লাগল, এখানে একখানি ইট লাগালেন না কেন? তা হলে তো আপনার প্রাসাদ পূর্ণাঙ্গ হতো! এরপর মুহাম্মদ ﷺ বললেন যে, আমি-ই হলুম সেই ইটখানি।

৫৭৬২- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَثَلِي وَمَثَلُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى بُنْيَانًا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ إِلَّا مَوْضِعَ لَبْنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ مِنْ زَوَائِيَاهُ فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ وَيَعْجَبُونَ لَهُ وَيَقُولُونَ هَلَّا وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّبْنَةُ قَالَ فَأَنَا اللَّبْنَةُ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ -

৫৭৬২. ইয়াহইয়া ইবন আইউব, কুতায়বা ও ইবন হুজর (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমার দৃষ্টান্ত এবং আমার পূর্ববর্তী নবীগণের দৃষ্টান্ত সে ব্যক্তির দৃষ্টান্তের ন্যায়, যে একটি আটালিকা বানাল এবং তা সুন্দর ও সুদৃশ্য করল। তবে তার কোণগুলোর কোন এক কোণে একটি ইটের জায়গা ছাড়া। লোকেরা তার চারদিকে ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল আর তা দেখে বিস্মিত হতে লাগল এবং পরস্পর বলতে লাগল, ঐ ইটখানি স্থাপন করা হল না কেন? (নবী আলায়হিস, সালাম) বলেন : আমি-ই সে ইটখানি আর আমি নবীগণের মোহর (ও শেষ নবী)।

৫৭৬৩- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَثَلِي وَمَثَلُ النَّبِيِّينَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ

৫৭৬৩. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও আবু কুরায়ব (র)..... আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমার দৃষ্টান্ত এবং নবীগণের দৃষ্টান্ত..... অতঃপর পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৫৭৬৪- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَثَلِي وَمَثَلُ الْأَنْبِيَاءِ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى دَارًا فَأَتَمَّهَا وَأَكْمَلَهَا إِلَّا مَوْضِعَ لَبْنَةٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَدْخُلُونَهَا وَيَتَعَجَّبُونَ مِنْهَا وَيَقُولُونَ لَوْلَا مَوْضِعُ اللَّبْنَةِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَنَا مَوْضِعُ اللَّبْنَةِ جِئْتُ فَخَتَمْتُ الْأَنْبِيَاءَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ- وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَقَالَ بَدَلْ أَتَمَّهَا أَحْسَنَهَا-

৫৭৬৪. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন : আমার দৃষ্টান্ত এবং নবীগণের দৃষ্টান্ত সে ব্যক্তির দৃষ্টান্তের ন্যায়, যে একটি ঘর নির্মাণ করল এবং সে তা সম্পূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ করল কিন্তু একখানি ইটের জায়গা ব্যতীত। লোকেরা তাতে প্রবেশ করতে লাগল এবং তা দেখে বিস্মিত হতে লাগল এবং বলাবলি করতে লাগল, যদি এ একখানি ইটের জায়গা খালি না থাকত (তবে কতই না ভাল হতো)! রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : আমি হলাম সে ইটের জায়গা। আমি আগমন করলাম এবং নবীগণের ধারাক্রম সমাপ্ত করলাম।

৫৮১৪ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَرُونَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ غَنَمًا بَيْنَ جَبَلَيْنِ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ فَاتَى قَوْمَهُ فَقَالَ أَيُّ قَوْمٍ أَسْلِمُوا فَوَاللَّهِ إِنْ مُحَمَّدًا لَيُعْطَى عَطَاءٌ مَا يَخَافُ الْفَقْرَ فَقَالَ أَنَسٌ إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيُسَلِّمُ مَا يُرِيدُ إِلَّا الدُّنْيَا فَمَا يُسَلِّمُ حَتَّى يَكُونَ الْإِسْلَامُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا -

৫৮১৪ আবু বকর ইবন আবু শায়রা (র)....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী ছাগলগুলো চাইলে তিনি তাকে তা দিয়ে দিলেন। তারপর সে ব্যক্তি তার সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গিয়ে বললো, হে আমার জাতি (ভাইয়েরা)! তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর। আল্লাহর কসম! মুহাম্মদ ﷺ এমনভাবে (এত বেশি) দান করেন যে, তিনি অভাবের ভয় করেন না। আনাস (রা) বলেন এমন হত যে, মানুষ শুধু দুনিয়ার উদ্দেশ্যে মুসলমান হত। সে কিন্তু ইসলাম গ্রহণের পরেই (তার অবস্থা এমন হত) তার কাছে দুনিয়া এবং দুনিয়ার সমস্ত সম্পদের চেয়ে ইসলামই অধিক প্রিয় হয়ে যেত।

৫৮১৫ - وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنُ السَّرْحِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ غَزَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ غَزْوَةَ الْفَتْحِ فَتَحَ مَكَّةَ ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَاقْتَتَلُوا بِحُنَيْنٍ فَنَصَرَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ دِينَهُ وَالْمُسْلِمِينَ وَأَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ مِائَةَ مِنَ النَّعَمِ ثُمَّ مِائَةَ ثُمَّ مِائَةَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَحَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ صَفْوَانَ قَالَ وَاللَّهِ لَقَدْ أَعْطَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا أَعْطَانِي وَإِنَّهُ لَا يَبْغِضُ النَّاسَ إِلَيَّ فَمَا بَرِحَ يُعْطِينِي حَتَّى إِنَّهُ لَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ -

৫৮১৫. আবু তাহির আহমদ ইবন আমর ইবন সারহ (র)..... ইবন শিহাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা বিজয়ের যুদ্ধ করেন। তারপর তাঁর সঙ্গে যে মুসলমানরা ছিলেন, তাদের নিয়ে তিনি বের হন। তাঁরা সকলেই হুনায়েনে যুদ্ধ করেন। এ যুদ্ধে মহান আল্লাহ তাঁর দীনের এবং মুসলমানদের সাহায্য করেন। ঐ দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ সাফওয়ান ইবন উমাইয়াকে একশ' উট দান করেন। তারপর একশ' উট, আবার আরেক শ' উট দান করেন। ইবন শিহাব (র) বলেন, সাঈদ ইবন মুসাইয়িব (রা) আমাকে বলেছেন যে, সাফওয়ান (রা) বলেন, আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে দান করলেন এবং এমন পরিমাণে আমাকে দান করলেন যে, তিনি আমার দৃষ্টিতে সবচেয়ে ঘণিত ব্যক্তি ছিলেন, অথচ আমাকে লাগাতার দান করতে থাকলেন, এমন কি তিনি আমার দৃষ্টিতে সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি হয়ে গেলেন।

৫৮১৬ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ النَّاقِدِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ وَعَنْ عَمْرٍو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَابِرٍ أَحَدُهُمَا يَزِيدُ عَلَى الْآخَرِ ح قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ قَالَ سُفْيَانُ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ يَقُولُ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سُفْيَانُ وَسَمِعْتُ أَيْضًا عَمْرُو بْنَ

دِينَارٍ يُحَدِّثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَزَادَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ قَدْ جَاءَنَا مَالُ الْبَحْرَيْنِ لَقَدْ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَقَالَ بِيَدَيْهِ جَمِيعًا فَقَبِضَ النَّبِيُّ ﷺ قَبْلَ أَنْ يَجِيءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ فَقَدِمَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ بَعْدَهُ فَأَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى مَنْ كَانَتْ لَهُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ عِدَّةٌ أَوْ دَيْنٌ فَلْيَأْتِ فَقُمْتُ فَقُلْتُ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَوْ قَدْ جَاءَنَا مَالُ الْبَحْرَيْنِ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا فَحَثَى أَبُو بَكْرٍ مَرَّةً ثُمَّ قَالَ لِي عُدَّهَا فَعَدَدْتُهَا فَإِذَا فِي خَمْسٍ مِائَةٍ فَقَالَ خُذْ مِثْلِيهَا -

৫৮১৬. আমর আন-নাকিদ, ইসহাক ও ইব্ন আবু উমর (র)..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : যদি আমাদের নিকট বাহরাইনের মাল আসে, তাহলে তোমাকে এত, এত, এত পরিমাণ দিব এবং তিনি উভয় হাত মিলিয়ে ইশারা করলেন। তারপর বাহরাইনের মাল আসার পূর্বেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাত হয়ে যায়। পরে আবু বকর (রা)-এর নিকট বাহরাইন থেকে মাল আসে। তিনি একজন ঘোষককে এই মর্মে ঘোষণা দেওয়ার নির্দেশ দিলেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দায়িত্বে যার প্রতি কিছু ওয়াদা অথবা ঋণ রয়েছে, সে যেন (তা নিতে) আসে। তখন আমি দাঁড়িয়ে বললাম, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছিলেন যে, যদি বাহরাইন থেকে আমাদের নিকট মাল আসে, তাহলে তোমাকে এত, এত, এত পরিমাণ দিব। এ কথা শুনে আবু বকর (রা) এক অঞ্জলি উঠালেন এবং বললেন, গুণে দেখ। আমি তা গুণে দেখলাম তাতে পাঁচশ' রয়েছে। তারপর তিনি বললেন, এর আরো দ্বিগুণ তুমি নিয়ে নাও।

৫৮১৭ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ بْنُ مَيْمُونٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَمَّا مَاتَ النَّبِيُّ ﷺ جَاءَ أَبَا بَكْرٍ مَالٌ مِنْ قِبَلِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ دَيْنٌ أَوْ كَانَتْ لَهُ قَبْلَهُ عِدَّةٌ فَلْيَأْتِنَا بِنَحْوِ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ -

৫৮১৭. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম ইব্ন মায়মুন (র)..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওফাত বরণ করলেন এবং আবু বকর (রা)-এর নিকট (বাহরাইনের আমীর) আ'লা ইব্ন হায়রামীর পক্ষ থেকে মাল এল তখন আবু বকর (রা) ঘোষণা দিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর যার পাওনা ঋণ রয়েছে অথবা যার জন্য তাঁর পক্ষ থেকে কোন অঙ্গীকার রয়েছে, সে যেন আমার নিকট আসে।..... বাকী হাদীস ইব্ন উয়ায়নার অনুরূপ।

১৫ - بَابُ رَحْمَتِهِ ﷺ الصَّبْيَانِ وَالْعِيَالِ وَتَوَاضُعِهِ وَفَضْلِ ذَلِكَ

১৫. পরিচ্ছেদ : ছেলেদের প্রতি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দয়া ও বিনয় এবং তাঁর মর্যাদা

৫৮১৮ - حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ وَشَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخٍ كِلَاهُمَا عَنْ سُلَيْمَانَ وَاللَّفْظُ لِشَيْبَانَ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

Web: <http://www.hadithbd.com>

সেখানে যেতেন। আমরাও তাঁর সঙ্গে যেতাম। তিনি সে (দাইয়ের) ঘরে প্রবেশ করতেন, আর সেখানে ধোঁয়া হতো। (কেননা) তার ধাত্রী পিতা কর্মকার ছিল। তিনি ছেলেকে কোলে নিতেন এবং স্নেহ করতেন। পরে তিনি ফিরে আসতেন।

আমর ইব্ন সাঈদ (রা) বলেন, যখন ইবরাহীম (রা) ইত্তিকাল করেন তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : ইবরাহীম আমার পুত্র, দুধপান করা অবস্থায় ইত্তিকাল করেছে। তার জন্য দু'জন ধাত্রী রয়েছে, যারা জান্নাতে তাকে দুধপান (করার সময়সীমা পর্যন্ত) পূর্ণ করাবে।

৫৮২. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَدِمَ نَاسٌ مِنَ الْأَعْرَابِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا أَتَقْبِلُونَنَّا صَبِيَانَكُمْ فَقَالُوا نَعَمْ فَقَالُوا لَكِنَّا وَاللَّهِ مَا نَقْبَلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَوْ أَمْلِكُ إِنْ كَانَ اللَّهُ نَزَعَ مِنْكُمْ الرَّحْمَةَ وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ مِنْ قَلْبِكَ الرَّحْمَةُ -

৫৮২০. আবু বকর ইব্ন শায়বা ও আবু কুরায়ব (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট কিছু আরবী গ্রাম্য লোক এলো। তারা জিজ্ঞাসা করল, আপনারা কি আপনাদের শিশুদের (আদর করে) চুম্বন করি? তারা বললেন, হ্যাঁ। তখন তারা (গ্রাম্যরা) বললেন, কিন্তু আল্লাহর কসম! আমরা তো তাদের স্নেহ করি না। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আমি কী করবো, যদি আল্লাহ তোমাদের থেকে দয়া দূর করে দিয়ে থাকেন। ইব্ন নুমায়রের রিওয়াযাতে আছে, তোমার অন্তর থেকে....।

৫৮২১. وَحَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدِ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ قَالَ عَمْرُو حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ أَبْصَرَ النَّبِيَّ ﷺ يُقْبِلُ الْحَسَنَ فَقَالَ إِنَّ لِي عَشْرَةَ مِنَ الْوَلَدِ مَا قَبِلْتُ وَاحِدًا مِنْهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يَرْحَمْ -

৫৮২১. আমরা আন-নাকিদ ও ইব্ন আবু উমর (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আকরা' ইব্ন হাবিস (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখলেন যে, তিনি হাসান (রা)-কে চুম্বন করছেন। তখন আকরা' ইব্ন হাবিস (রা) বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার দশটি সন্তান রয়েছে। আমি তাদের কাউকে চুম্বন করি নি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : যারা দয়া করে না তাদের প্রতি (আল্লাহ কর্তৃক) দয়া করা হয় না।

৫৮২২. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ -

৫৮২২. আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৫৮২৩. وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ كِلَاهُمَا عَنْ جَرِيرٍ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ

الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصٌ يَعْنِي ابْنَ غِيَاثٍ كُلَّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ وَأَبِي ظَبْيَانَ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ لَا يَرْحَمُهُ اللَّهُ -

৫৮২৩. যুহায়র ইব্ন হার্ব, ইসহাক ইব্ন মানসূর, ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম, আবু কুরায়ব মুহাম্মদ ইব্ন 'আলা ও আবু সাঈদ আশাজ্জ (র).....জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া করে না, আল্লাহও তার প্রতি দয় করবেন না।

৫৮২৪ - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَرِيرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَآحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ جَرِيرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ الْأَعْمَشِ -

৫৮২৪. আবু বাকর ইব্ন আবু শায়বা, ইব্ন আবু উমার ও আহমদ ইব্ন আবদা (র).....জারীর (রা) থেকে আ'মশের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

১৬- بَابُ كَثْرَةِ حَيَاتِهِ ﷺ

১৬. পরিচ্ছেদ : নবী ﷺ-এর অধিক লজ্জা

৫৮২৫ - وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي عُتْبَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمَحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى وَآحْمَدُ بْنُ سِنَانَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي عُتْبَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ الْعَذْرَاءِ فِي خَدْرِهَا وَكَانَ إِذَا كَرِهَ شَيْئًا عَرَفْنَاهُ فِي وَجْهِهِ -

৫৮২৫. উবায়দুল্লাহ ইব্ন মুআয, যুহায়র ইব্ন হার্ব, মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও আহমদ ইব্ন সিনান (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ পর্দানশীন কুমারীর চেয়েও বেশি লজ্জাশীল ছিলেন। আর যখন তিনি কোন কিছু অপসন্দ করতেন, আমরা তাঁর চেহারা মুবারক থেকে তা অনুভব করতে পারতাম।

৫৮২৬ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو حِينَ قَدِمَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْكُوفَةِ فَذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَمْ يَكُنْ فَاحِشًا وَلَا مُتَفَحِّشًا وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنَكُمْ أَخْلَاقًا قَالَ عُثْمَانُ حِينَ قَدِمَ مَعَ مُعَاوِيَةَ إِلَى الْكُوفَةِ -

৫৮২৬. যুহায়র ইব্ন হার্ব ও উসমান ইব্ন আবু শায়বা (র)..... মাসরুক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা)-এর নিকট গিয়েছিলাম যখন মুআবিয়া (রা) কূফায় এসেছিলেন। তিনি (আবদুল্লাহ) (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্বন্ধে বর্ণনা দিয়ে বললেন, তিনি (স্বভাবগতরূপে) অশ্লীল ছিলেন না এবং (ইচ্ছা করে বা ভনিতা করে) অশ্লীল কথা বলতেন না। মুআবিয়া (রা) আরো বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের মধ্যে উত্তম সে ব্যক্তি, যার চরিত্র ভাল। উসমান বললেন, যখন তিনি (আবদুল্লাহ) মুআবিয়া (রা)-এর সঙ্গে কূফায় এসেছিলেন।

৫৮২৭. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكَيْعٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي ح قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ يَعْنِي الْأَحْمَرَ كُلُّهُمْ عَنْ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ-

৫৮২৭. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা, ইব্ন নুমায়র ও আবু সাঈদ আশাজ্জ (র)..... আ'মাশ (র) থেকে একই সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

১৭- بَابُ تَبَسُّمِهِ ﷺ وَحُسْنِ عِشْرَتِهِ

১৭. পরিচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মৃদু হাসি এবং উত্তম সমাজ জীবন যাপন

৫৮২৮- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ خَبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ قُلْتُ لِحَبِيبِ بْنِ سَمُرَةَ أَكُنْتَ تُجَالِسُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ كَثِيرًا كَانَ لَا يَقُومُ مِنْ مُصَلَّاهُ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ الصُّبْحُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَإِذَا طَلَعَتْ قَامَ وَكَانُوا يَتَحَدَّثُونَ فَيَأْخُذُونَ فِي أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ فَيَضْحَكُونَ وَيَتَبَسَّمُ ﷺ -

৫৮২৮. ইয়াহুইয়া ইব্ন ইয়াহুইয়া (র)..... সিমাক ইব্ন হার্ব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাবির ইব্ন সামুরা (রা)-কে প্রশ্ন করলাম, আপনি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে বসতেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, অনেক। তিনি ফজরের সালাত যেখানে আদায় করতেন, সূর্যোদয়ের পূর্বে সে মুসল্লা থেকে উঠতেন না। তারপর যখন সূর্য উঠতো, তখন তিনি উঠে দাঁড়াতেন। লোকেরা কথাবার্তা বলতো, জাহিলী যুগের বিষয় নিয়ে আলোচনা করতো এবং হাসতো আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃদু হাসতেন।

১৮- بَابُ رَحْمَةِ النَّبِيِّ ﷺ لِلنِّسَاءِ وَأَمْرُهُ بِالرِّفْقِ بِهِنَّ

১৮. পরিচ্ছেদ : স্ত্রীলোকদের প্রতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দয়া এবং তাদের প্রতি কোমল আচরণের নির্দেশ

৫৮২৯- حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ وَحَامِدُ بْنُ عُمَرَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو كَامِلٍ جَمِيعًا عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَصْفَارِهِ وَغُلَامٌ أَسْوَدُ يُقَالُ لَهُ أَنْجَشَةُ يَحْدُو فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا أَنْجَشَةُ رُؤْيُكَ سَوْقًا بِالْقَوَارِيرِ -

৫৮২৯. আবু রবী' আতাকী, হামিদ ইবন উমর, কুতায়বা ইবন সাঈদ ও আবু কামিল (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরে ছিলেন। আনজাশাহ নামক একজন হাবশী ক্রীতদাস হুদী (গীত) গাইছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : হে আনজাশাহ! ধীরে, 'কাঁচের দ্রব্য' অর্থাৎ কাঁচের ন্যায় ভঙ্গুর নারীদের বহনকারী উটগুলোকে (সতর্কতার সাথে) হাঁকাও।

৫৮৩০. আবু রবী' আতাকী, হামিদ ইবন উমর ও আবু কামিল (র)..... আনাস (রা) সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৫৮৩১. আবু রবী' আতাকী, হামিদ ইবন উমর ও আবু কামিল (র)..... আনাস (রা) সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৫৮৩২. ইয়াহুইয়া ইবন ইয়াহুইয়া ও আবু কামিল (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মু সুলায়ম (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রীদের সঙ্গে ছিলেন এবং একজন উট চালক তাঁদের উট হাঁকাচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : যে আনজাশাহ! কাঁচপাত্র নিয়ে ধীরে চালাও।

৫৮৩৩. আবু রবী' আতাকী, হামিদ ইবন উমর ও আবু কামিল (র)..... আনাস (রা) সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৫৮৩৪. আবু রবী' আতাকী, হামিদ ইবন উমর ও আবু কামিল (র)..... আনাস (রা) সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৫৮৩৫. আবু রবী' আতাকী, হামিদ ইবন উমর ও আবু কামিল (র)..... আনাস (রা) সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

১. উট পরিচালনার বিশেষ ধরনের সংগীতকে হুদী (হুদী) বলা হয়।

৫৮৩৩ ইবন মুসান্না (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একজন সুকণ্ঠ 'হুদী' গায়ক ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন : ধীরে চল, ওহে আনজাশাহ! কাঁচপাত্রগুলো ভেঙ্গে ফেলো না। অর্থাৎ দুর্বল নারীদের (কষ্ট দিও না)।

৫৮৩৪ - وَحَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَمْ يَذْكُرْ حَادٍ حَسَنَ الصَّوْتِ -

৫৮৩৪ . ইবন বাশ্শার (র)..... আনাস (রা) সূত্রে তিনি নবী ﷺ থেকে বর্ণিত তবে এ রাবী 'সুকণ্ঠ গায়ক' কথাটি উল্লেখ করেননি।

১৯- بَابُ قُرْبِهِ ﷺ مِنَ النَّاسِ وَتَبَرُّكِهِمْ بِهِ وَتَوَاضُعِهِ لَهُمْ

১৯. পরিচ্ছেদ : সাধারণ মানুষরা ﷺ-এর সান্নিধ্য প্রদান এবং তাঁর মাধ্যমে তাদের বরকত লাভ এবং তাদের জন্য তাঁর বিনয়

৫৮৩৫ - وَحَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ النَّضْرِ بْنُ أَبِي النَّضْرِ وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ جَمِيعًا عَنْ أَبِي النَّضْرِ يَعْنِي هَاشِمَ بْنَ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ جَاءَ خَدَمُ الْمَدِينَةِ بِأَنْيَتِهِمْ فِيهَا الْمَاءُ فَمَا يُؤْتَى بِإِنَاءٍ إِلَّا غَمَسَ يَدَهُ فِيهِ وَرُبَّمَا جَاءَهُ فِي الْغَدَاةِ الْبَارِدَةِ فَيَغْمِسُ يَدَهُ فِيهَا -

৫৮৩৫ . মুজাহিদ ইবন মুসা, আবু বকর ইবন নযর ইবন আবু নযর এবং হারুন ইবন আবদুল্লাহ (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন ভোরের (ফজরের) সালাত আদায় করতেন তখন মদীনার খাদিমরা তাদের পাত্রে করে পানি নিয়ে আসত। তাঁর কাছে কোন পাত্র আনা হলে তিনি তাতে হাত ডুবিয়ে দিতেন। অনেক সময় শীতের দিনেও তিনি হাত ডুবিয়ে দিতেন।

৫৮৩৬ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَالْحَلَّاقُ يَحْلِقُهُ وَأَطَافَ بِهِ أَصْحَابُهُ فَمَا يُرِيدُونَ أَنْ تَقَعَ شَعْرَةٌ إِلَّا فِي يَدِ رَجُلٍ -

৫৮৩৬. মুহাম্মদ ইবন রাফি' (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি দেখেছি ক্ষৌরকার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চুল মুড়াচ্ছে আর সাহাবীরা তাঁর চারপাশ ঘিরে রেখেছেন। তাঁরা চাইতেন যে, কোন চুল (যেন মাটিতে না পড়ে যায়), যেন কারো না কারো হাতে পড়ে।

৫৮৩৭ - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ فِي عَقْلِهَا شَيْءٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً فَقَالَ يَا أُمَّ فَلَانِ أَنْظِرِي أَيَّ السَّكِّ شِئْتَ حَتَّى أَقْضِيَ لَكَ حَاجَتَكَ فَخَلَا مَعَهَا فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ حَتَّى فَرَغَتْ مِنْ حَاجَتِهَا -

৫৮৩৭. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক মহিলার বুদ্ধিতে কিছু ত্রুটি ছিল। সে বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার সাথে আমার প্রয়োজন আছে। রাসূলুল্লাহ পারহাযে আল্লাহি ওয়াসাল্হি ওয়াসাল্হি বললেন : হে অমুকের মা! তুমি যে কোন গলি দেখে নাও, (তুমি ডাক দিলে সেখানে) আমি তোমার কাজ করে দেব। তারপর তিনি কোন পথের মধ্যে তার সাথে দেখা করলে সে তার কাজ সেরে নিল।

২. - بَابُ مُبَاعَدَتِهِ ﷺ لِلْأَثَامِ وَاخْتِيَارِهِ مِنَ الْمُبَاحِ أَسْهَلَهُ وَانْتِقَامِهِ لِلَّهِ تَعَالَى عِنْدَ انْتِهَاكِ حُرْمَاتِهِ

২০. পরিচ্ছেদ : পাপ কাজ থেকে নবী পারহাযে আল্লাহি ওয়াসাল্হি ওয়াসাল্হি-এর বহু দূরে থাকা এবং মুবাহ (বৈধ) কাজের মধ্যে অধিক সহজটিকে গ্রহণ করা, (নিজের ব্যাপারে প্রতিশোধ গ্রহণ না করা) এবং আল্লাহর নিষেধাজ্ঞা লংঘনের ক্ষেত্রে প্রতিশোধ গ্রহণ করা

৫৮৩৮ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ مَا خَيْرَ رَسُولٍ لِلَّهِ ﷺ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِنَفْسِهِ إِلَّا أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ -

৫৮৩৮. কুতায়বা ইবন সাঈদ ও ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র)..... নবী পারহাযে আল্লাহি ওয়াসাল্হি ওয়াসাল্হি-এর স্ত্রী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ পারহাযে আল্লাহি ওয়াসাল্হি ওয়াসাল্হি-কে দু'টো বিষয়ের কোন একটি গ্রহণের ইখতিয়ার দেওয়া হতো, তখন তিনি অধিক সহজটি গ্রহণ করতেন, যদি না তা পাপের হতো। আর যদি তা দূষণীয় (পাপকর্ম) হতো, তবে তিনি তা থেকে সকলের চাইতে দূরে থাকতেন। নিজের জন্য তিনি কোন দিন প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি, তবে মহীয়ান ও গরীয়ান আল্লাহর (নিষেধাজ্ঞা লংঘন করে তার) মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করা হলে (প্রতিশোধ গ্রহণ করতেন)।

৫৮৩৯ - وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاسْحَاقُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ جَرِيرِ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَّاضٍ كِلَاهُمَا عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُحَمَّدٍ فِي رِوَايَةٍ فَضَيْلُ ابْنِ شَهَابٍ وَفِي رِوَايَةٍ جَرِيرُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ ح قَالَ وَحَدَّثَنِيهِ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَ نَيْ يُونُسُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوُ حَدِيثِ مَالِكٍ -

৫৮৩৯ যুহায়র ইবন হার্ব, ইসহাক ইবন ইবরাহীম, আহমাদ ইবন আবদা, হারমালা ইবন ইয়াহইয়া (র)..... মুহাম্মাদ ইবন শিহাব যুহরী (র) সূত্রে উক্ত সনদে মালিক (রা)-এর অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৫৮৪. - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا خَيْرَ رَسُولٍ لِلَّهِ ﷺ بَيْنَ أَمْرَيْنِ أَحَدُهُمَا أَيْسَرُ مِنَ الْآخِرِ إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ -

৫৮৪০. আবু কুরায়ব (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে এমন দু'টো বিষয়ের ইখতিয়ার দেওয়া হতো যার একটি অপরটির চেয়ে সহজ, তখন তিনি অধিক সহজটিকেই গ্রহণ করতেন, যদি তা দোষের (পাপের) না হতো। আর দুষণীয় (পাপের) হলে তিনি তা থেকে সর্বাধিক দূরে থাকতেন।

৫৮৪১- وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ إِلَى قَوْلِهِ أَيْسَرَ هُمَا وَلَمْ يَذْكُرَا مَا بَعْدَهُ -

৫৮৪১. আবু কুরায়ব ও ইবন নুমায়র (র)..... হিশাম (রা) সূত্রে উক্ত সনদে বর্ণিত 'দু'টোর মধ্যে সহজটি'..... পর্যন্ত বর্ণনা করেন এবং তারা উভয়ে পরবর্তী অংশ উল্লেখ করেননি।

৫৮৪২- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ وَلَا امْرَأَةً وَلَا خَادِمًا إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا نِيلَ مِنْهُ شَيْءٌ قَطُّ فَيَنْتَقِمَ مِنْ صَاحِبِهِ إِلَّا أَنْ يَنْتَهَكَ شَيْئًا مِنْ مَحَارِمِ اللَّهِ فَيَنْتَقِمَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ -

৫৮৪২. আবু কুরায়ব (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর নিজ হাতে কোন দিন কাউকে মারেন নি, কোন স্ত্রীলোককেও না, খাদিমকেও না, আল্লাহর পথে জিহাদ ছাড়া। আর যে তাঁর নির্যাতন নিপীড়ন করেছে, তার থেকে প্রতিশোধও গ্রহণ করেননি। তবে মহীয়ান ও গরীয়ান আল্লাহর (নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে তাঁর) মর্যাদা হানিকর কোন কিছু করলে তিনি তার প্রতিশোধ নিয়েছেন।

৫৮৪৩- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدَةُ وَوَكَيْعٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ كُلُّهُمُ عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ -

৫৮৪৩ আবু বাকর ইবন আবু শায়বা, ইবন নুমায়র ও আবু কুরায়ব (র) একই সনদে হিশাম থেকে বর্ণনা করেছেন এবং তাঁদের একে অন্য থেকে কিছু অধিক বর্ণনা করেছেন।

২১- بَابُ طِيبِ رَائِحَةِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَيْنِ مَسِّهِ

২১. পরিচ্ছেদ : নবী ﷺ-এর (মুবারক) দেহের সুরভী ও তাঁর স্পর্শ কোমলতা

৫৮৪৪- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ حَمَّادٍ بْنُ طَلْحَةَ الْقَنَّادُ قَالَ حَدَّثَنَا اسْبَاطُ وَهُوَ ابْنُ نَصْرِ الْهَمْدَانِيُّ عَنْ سِمَاكِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ الْأُولَى ثُمَّ خَرَجَ إِلَى أَهْلِهِ وَخَرَجْتُ مَعَهُ فَاسْتَقْبَلَهُ وَلَدَانُ فَجَعَلَ يَمْسَحُ خَدِّي أَحَدَهُمَا وَاحِدًا قَالَ وَأَمَّا أَنَا فَمَسَحَ خَدِّي قَالَ فَوَجَدْتُ لِيَدِهِ بَرْدًا أَوْ رِيحًا كَأَنَّمَا أَخْرَجَهَا مِنْ جُؤْنَةِ عَطَّارٍ -

৫৮৪৪. আমরা ইবন হাম্মাদ ইবন তাল্হা কান্নাদ (র)..... জাবির ইবন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে জুহরের সালাত আদায় করলাম। তারপর তিনি তাঁর পরিবারের উদ্দেশ্যে বের হলেন, আমিও তাঁর সঙ্গে বের হলাম। সামনে কয়েকটি শিশু এলো। তিনি একজন একজন করে এদের প্রত্যেকের গালে হাত বুলালেন। রাবী বলেন, তিনি আমার গালেও হাত বুলালেন। আমি তাঁর হাতে এমন শীতলতা ও সুগন্ধি পেয়েছি যেন তিনি আতর বিক্রেতার কৌটা থেকে হাত বের করেছেন।

৫৮৪৫ - وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا هَاشِمٌ يَعْنِي ابْنَ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ وَهُوَ ابْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَنَسُ مَا شَمِمْتُ عَنْْبَرًا قَطُّ وَلَا مِسْكَ وَلَا شَيْئًا أَطْيَبَ مِنْ رِيحِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَا مَسِسْتُ شَيْئًا قَطُّ دِيْبَاجًا وَلَا حَرِيرًا أَلَيْنَ مَسًّا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ -

৫৮৪৫. কুতায়বা ইবন সাঈদ ও যুহায়র ইবন হার্ব (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর (মুবারক দেহের) চেয়ে বেশি সুগন্ধিময় কোন আশ্বর, মেশক বা অন্য কোন বস্তুর ঘ্রাণ আমি গ্রহণ করি নি এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর (মুবারক দেহের) চেয়ে কোমল কোন রেশম বা মোলায়েম কাপড় আমি স্পর্শ করিনি।

৫৮৪৬ - وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ صَخْرٍ الدَّارِمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا مَشَى تَكْفَأُ وَلَا مَسِسْتُ دِيْبَاجَةً وَلَا حَرِيرَةً أَلَيْنَ مِنْ كَفِّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَا شَمِمْتُ مِسْكََةً وَلَا عَنْْبَرَةً أَطْيَبَ مِنْ رَائِحَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ -

৫৮৪৬. আহমাদ ইবন সাঈদ ইবন সাখর দারিমী (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন ফর্সা উজ্জ্বল বর্ণের। তাঁর ঘাম যেন মুক্তা। তিনি চলার সময় সামনের দিকে ঝুঁকে চলতেন। আমি এমন কোন মোলায়েম কাপড় বা রেশম স্পর্শ করিনি যা তাঁর (মুবারক) হাতের তালুর মতো কোমল এবং মেশক ও আশ্বরের মধ্যেও আমি ঐ সুঘ্রাণ পাইনি যা আমি তাঁর মুবারক দেহে পেয়েছি।

২২- بَابُ طِيبِ عَرَقِ النَّبِيِّ ﷺ وَالتَّبَرُّكِ بِهِ -

২২. পরিচ্ছেদ : নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঘামের সুগন্ধি এবং তা থেকে বরকত লাভ

৫৮৪৭ - حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَاشِمٌ يَعْنِي ابْنَ الْقَاسِمِ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ قَالَ دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ عِنْدَنَا فَعَرِقَ وَجَاءَتْ أُمِّي بِقَارُورَةٍ فَجَعَلَتْ تَسْلُتُ الْعَرِقَ فِيهَا فَاسْتَيْقِظَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ مَا هَذَا الَّذِي تَصْنَعِينَ قَالَتْ هَذَا عَرَقُكَ نَجَعْلُهُ فِي طِيبِنَا وَهُوَ مِنْ أَطْيَبِ الطِّيبِ -

৫৮৪৭. যুহায়র ইব্ন হার্ব (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের ঘরে আসলেন এবং বিশ্রাম নিলেন। তিনি ঘামছিলেন আর আমার মা একটি শিশি নিয়ে তা মুছে মুছে তাতে ভরতে লাগলেন। নবী ﷺ জেগে গেলেন। তিনি বললেন, হে উম্মু সুলায়ম! একি করছ? তিনি (আমার মা) বললেন, এ আপনার ঘাম, যা আমরা সুগন্ধির সাথে মিশ্রিত করি, আর এ তো সব সুগন্ধির সেরা সুগন্ধি।

৫৮৪৮. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ উম্মু সুলায়মের ঘরে যেতেন এবং তার বিছানায় ঘুমাতেন আর তিনি (উম্মু সুলায়ম) তখন ঘরে থাকতেন না। আনাস (রা) বলেন, একদিন তিনি এলেন এবং তার বিছানায় ঘুমালেন। অতঃপর তার (উম্মু সুলায়ম) কাছে সংবাদ পাঠানো হল, এই যে নবী ﷺ তোমার ঘরে, তোমার বিছানায় ঘুমিয়ে আছেন। আনাস (রা) বলেন, উম্মু সুলায়ম ঘরে এলেন, নবী ﷺ তখন ঘেমেছেন, আর তাঁর ঘাম বিছানার উপর এক টুকরা চামড়ার উপরে জমেছে। উম্মু সুলায়ম তার কৌটা খুললেন এবং সে ঘাম মুছে মুছে শিশিতে ভরতে লাগলেন। হঠাৎ নবী ﷺ-এর ঘুম ভেঙ্গে গেলে তিনি তাকে বললেন, তুমি কি করছ, হে উম্মু সুলায়ম! তিনি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদের শিশুদের বরকতের উদ্দেশ্যে নিচ্ছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : ঠিকই করেছ।

৫৮৪৯. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা (র)..... উম্মু সুলায়ম (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ তার কাছে আসতেন এবং দিবা-বিশ্রাম নিতেন। উম্মু সুলায়ম তাঁর জন্য একটা চামড়া বিছিয়ে দিলে তিনি তার উপর 'কায়লুলা' মধ্যাহ্ন বিশ্রাম করতেন। তিনি খুব ঘামতেন আর উম্মু সুলায়ম তাঁর ঘাম জমা করতেন এবং সুগন্ধির মধ্যেও শিশিতে তা রাখতেন। নবী ﷺ বললেন, হে উম্মু সুলায়ম! এ কী করছ? তিনি বললেন, আপনার ঘাম, আমি তা আমার সুগন্ধির সাথে মিশিয়ে থাকি।

৫৮৪৯. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنْ أُمِّ سُلَيْمٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَأْتِيهَا فَيَقِيلُ عِنْدَهَا فَتَبْسُطُ لَهُ نِطْعًا فَيَقِيلُ عَلَيْهِ وَكَانَ كَثِيرَ الْعَرَقِ فَكَانَتْ تَجْمَعُ عَرَقَهُ فَتَجْعَلُهُ فِي الطِّيبِ وَالْقَوَارِيرِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَا أُمِّ سُلَيْمٍ مَا هَذَا قَالَتْ عَرَقُكَ أَدُوفُ بِهِ طِيبِي-

৫৮৪৯. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা (র)..... উম্মু সুলায়ম (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ তার কাছে আসতেন এবং দিবা-বিশ্রাম নিতেন। উম্মু সুলায়ম তাঁর জন্য একটা চামড়া বিছিয়ে দিলে তিনি তার উপর 'কায়লুলা' মধ্যাহ্ন বিশ্রাম করতেন। তিনি খুব ঘামতেন আর উম্মু সুলায়ম তাঁর ঘাম জমা করতেন এবং সুগন্ধির মধ্যেও শিশিতে তা রাখতেন। নবী ﷺ বললেন, হে উম্মু সুলায়ম! এ কী করছ? তিনি বললেন, আপনার ঘাম, আমি তা আমার সুগন্ধির সাথে মিশিয়ে থাকি।

২২- بَابُ عَرَقِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْبَرْدِ وَحِينَ يَأْتِيهِ الْوَحْيُ-

২৩. পরিচ্ছেদ : নবী ﷺ-এর নিকট ওহী আসার সময় এবং শীতের সময়ও তিনি ঘেমে যেতেন

৫৮৫০. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنْ كَانَ لَيُنْزَلُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْغَدَاةِ الْبَارِدَةِ ثُمَّ تَفِيضُ جَبْهَتُهُ عَرَقًا-

৫৮৫০. আবু কুরায়ব মুহাম্মদ ইবন আলা (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, শীতের দিনে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর ওহী নাযিল হতো আর তাঁর কপাল বেয়ে ঘাম পড়তো।

৫৮৫১. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَأَبْنُ بِشْرٍ جَمِيعًا عَنْ هِشَامٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ كَيْفَ يَأْتِيكَ الْوَحْيُ فَقَالَ أَحْيَانًا يَأْتِينِي فِي مِثْلِ صَلَافَةِ الْجَرَسِ وَهُوَ أَشَدُّ عَلَىَّ ثُمَّ يَفْصِمُ عَنِّي وَقَدْ وَعَيْتُهُ وَأَحْيَانًا مَلَكٌ فِي مِثْلِ صُورَةِ الرَّجُلِ فَأَعْيَى مَا يَقُولُ-

৫৮৫১. আবু বকর ইবন আবু শায়বা, আবু কুরায়ব ও মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, হারিছ ইবন হিশাম (রা) নবী ﷺ-কে প্রশ্ন করলেন, আপনার কাছে ওহী কী ভাবে আসে? তিনি বললেন : কখনো তা আসে ঘণ্টার ধ্বনির মতো আর তা আমার জন্য খুবই কষ্টকর হয়। তারপর তা (ওহীর আগমন) থেমে যায়, ততক্ষণে আমি তা মুখস্ত করে নিই। আবার কখনো পুরুষের বেশে এক ফেরেশতা ওহী নিয়ে (আসেন) এবং তিনি যা বলেন আমি তা মুখস্ত করতে থাকে।

৫৮৫২. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ كُرِبَ لِذَلِكَ وَتَرَبَّدَ وَجْهُهُ-

৫৮৫২. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র).....উবাদা ইবন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর উপর যখন ওহী আসতো তখন তাতে তাঁর খুব কষ্ট হতো এবং তাঁর চেহারা মুবারক ফ্যাকাশে হয়ে যেতো।

৫৮৫৩. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَّاشِيِّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ نَكَسَ رَأْسَهُ وَنَكَسَ أَصْحَابُهُ رُؤُسَهُمْ فَلَمَّا أَتَلَى عَنْهُ رَفَعَ رَأْسَهُ-

৫৮৫৩. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)..... উবাদা ইবন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর উপর যখন ওহী নাযিল হতো তখন তিনি মাথা নিচু করে ফেলতেন এবং তাঁর সাহাবীরাও মাথা নিচু করতেন। তারপর যখন ওহী শেষ হয়ে যেতো, তিনি তাঁর মাথা তুলতেন।

২৪- بَابُ فِي سَدْلِ النَّبِيِّ ﷺ شَعْرَهُ وَفَرْقَهُ

২৪. পরিচ্ছেদ : নবী ﷺ-এর সিঁথি না করে চুল আঁচড়ানো এবং (পরবর্তীতে) সিঁথি করা

৫৮৫৪- حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاهِمٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ بْنُ زِيَادٍ قَالَ مَنْصُورٌ حَدَّثَنَا وَقَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَسْدُلُونَ أَشْعَارَهُمْ وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَفْرُقُونَ رُءُوسَهُمْ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُحِبُّ مُوَافَقَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِيمَا لَمْ يُؤْمَرْ بِهِ فَسَدَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَاصِيَتَهُ ثُمَّ فَرَّقَ بَعْدُ وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ-

৫৮৫৪. মানসূর ইবন আবু মুযাহিম ও মুহাম্মদ ইবন জাফর ইবন যিয়াদ (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আহলে কিতাব (ইয়াহুদীরা) তাদের কেশ (সিঁথি না করে) ঝুলিয়ে রাখতো, আর মুশরিকরা সিঁথি কাটতো। যে বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন আদেশ প্রাপ্ত না হতেন সে বিষয়ে তিনি আহলে কিতাবের অনুসরণ করা পসন্দ করতেন। তাই তিনি তাঁর কেশ মুবারক (সিঁথি না করে) ঝুলিয়ে রাখেন এবং পরবর্তী সময় সিঁথি কাটতে থাকেন।

আবু তাহির (র)..... ইবন শিহাব (র) সূত্রে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

২৫- بَابُ فِي صِفَةِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَنَّهُ كَانَ أَحْسَنَ النَّاسِ وَجْهًا

২৫. পরিচ্ছেদ : নবী ﷺ-এর দৈহিক সৌন্দর্যের বিবরণ, তিনি ছিলেন সকল মানুষের চেয়ে সুন্দর চেহারার অধিকারী

৫৮৫৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلًا مَرْبُوعًا بُعِيدَ مَا بَيْنَ الْمَنْكَبَيْنِ عَظِيمَ الْجُمَةِ إِلَى شَحْمَةِ أُذُنَيْهِ عَلَيْهِ حُلَّةٌ حُمْرَاءُ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -

৫৮৫৫. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না ও মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)..... বার' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন মধ্যম আকৃতির পুরুষ। তাঁর উভয় কাঁধের দূরত্ব ছিল বেশি (চওড়া কাঁধ)। চুল ছিল কানের লতিকা পর্যন্ত লম্বিত। তিনি লাল পোশাক পরিহিত ছিলেন। তাঁর চেয়ে সুন্দর কিছু আমি কখনো দেখি নি।

৫৮৫৬- حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ الْبَرَاءِ قَالَ مَا رَأَيْتُ مِنْ ذِي لِمَةٍ أَحْسَنَ فِي حُلَّةٍ حُمْرَاءَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَعْرُهُ يَضْرِبُ مَنْكَبَيْهِ بُعِيدَ مَا بَيْنَ الْمَنْكَبَيْنِ لَيْسَ بِالطَّوِيلِ وَلَا بِالْقَصِيرِ قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ لَهُ شَعْرٌ -

৫৮৫৬. আমরা আন-নাকিদ ও আবু কুরায়ব (র)..... বারা' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বাবরী চুলধারী, লাল পোশাক পরিহিত কোন লোককে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চেয়ে সুন্দর দেখিনি। তাঁর চুল কাঁধ স্পর্শ করতো। উভয় কাঁধের মধ্যে দূরত্ব ছিল। তিনি লম্বাও ছিলেন না, বেঁটেও ছিলেন না। আবু কুরায়ব (তাঁর রিওয়াযাতে) (شَعْرُهُ) বলেছেন।

৫৮৫৭- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يُونُسَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَحْسَنَ النَّاسِ وَجْهًا وَأَحْسَنَهُ خُلُقًا لَيْسَ بِالطَّوِيلِ الذَّاهِبِ وَلَا بِالْقَصِيرِ-

৫৮৫৭. আবু কুরায়ব মুহাম্মদ ইবন 'আলা (র)..... বারা' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মানুষের মধ্যে সবার চেয়ে সুন্দর চেহারার অধিকারী ছিলেন আর তিনি ছিলেন সবার চাইতে উত্তম চরিত্রের অধিকারী। তিনি খুব লম্বাও ছিলেন না, বেঁটেও ছিলেন না।

২৬- بَابُ فِي صِفَةِ شَعْرِ النَّبِيِّ ﷺ -

২৬. পরিচ্ছেদ : নবী ﷺ-এর কেশ এর বিবরণ

৫৮৫৮- حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ قُلْتُ لَأَنْسِرَ بْنَ مَالِكٍ كَيْفَ كَانَ شَعْرُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ كَانَ شَعْرًا رَجُلًا لَيْسَ بِالْجَعْدِ وَلَا السَّبْطِ بَيْنَ أُذُنَيْهِ وَعَاتِقَيْهِ-

৫৮৫৮. শায়বান ইবন ফাররুখ (র)..... কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইবন মালিক (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কেশ কেমন ছিল? তিনি বললেন, হালকা কৌকড়ানো ছিল, না খুব কৌকড়ানো (পেঁচানো), আর না একেবারে সোজা, তা ছিল তাঁর দু'কান ও কাঁধের মাঝ বরাবর।

৫৮৫৯- وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَضْرِبُ شَعْرَهُ مَنْكِبَيْهِ-

৫৮৫৯. যুহায়র ইবন হার্ব ও মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র)..... আনাস (রা) সূত্রে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কেশ (কখনো কখনো) তাঁর দু'কাঁধ স্পর্শ করত।

৫৮৬০- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ شَعْرُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى أَنْصَافِ أُذُنَيْهِ-

৫৮৬০. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া ও আবু কুরায়ব (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কেশ মুবারক তাঁর দু'কানের মাঝ পর্যন্ত ঝুলান ছিল।

২৭- بَابُ فِي صِفَةِ فَمِ النَّبِيِّ ﷺ وَ عَيْنَيْهِ وَ عَقِبَيْهِ-

২৭. পরিচ্ছেদ : নবী ﷺ-এর মুখ, তাঁর দু'চোখ ও দুই গোড়ালীর বর্ণনা

৫৮৬১- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ مَثْنَى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ضَلِيعَ الْفَمِ أَشْكَلَ الْعَيْنِ مِنْهُوسَ الْعَقِبَيْنِ قَالَ قُلْتُ لِسِمَاكِ مَا ضَلِيعُ الْفَمِ قَالَ عَظِيمُ الْفَمِ قَالَ قُلْتُ مَا أَشْكَلُ الْعَيْنِ قَالَ طَوِيلُ شَقِّ الْعَيْنِ قَالَ قُلْتُ مَا مِنْهُوسُ الْعَقِبِ قَالَ قَلِيلُ لَحْمٍ عَقِبٍ-

৫৮৬১. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না এবং মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)..... জাবির ইবন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন প্রশস্ত মুখ, লাল-সাদা মিশ্রিত টানা প্রলম্বিত চোখ এবং কম গোশতের গোড়ালী বিশিষ্ট। বর্ণনাকারী শু'বা (র) সিমাক (র)-কে প্রশ্ন করলেন, الضليعُ কেমন? তিনি বললেন, বড় মুখ। শু'বা বলেন, আমি বললাম, أَشْكَلُ الْعَيْنِ কেমন? তিনি বললেন, চোখ দু'টো দীঘল লম্বা ফাঁকযুক্ত। তিনি বলেন যে, আমি বললাম, مَا مِنْهُوسُ الْعَقِبِ কেমন? তিনি বললেন, হালকা অমাংসল গোড়ালী।

২৮- بَابُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَبْيَضَ مَلِيحَ الرَّفَةِ-

২৮. পরিচ্ছেদ : নবী ﷺ-এর দিলে কমণীয় (লালচে) শুভ্র চেহারার অধিকারী

৫৮৬২- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ قُلْتُ لَهُ أَرَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ كَانَ أَبْيَضَ مَلِيحَ الْوَجْهِ - قَالَ مُسْلِمُ ابْنُ الْحَجَّاجِ مَاتَ أَبُو الطُّفَيْلِ سَنَةَ مِائَةٍ وَكَانَ آخِرَ مَنْ مَاتَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ -

৫৮৬২. সাঈদ ইবন মানসূর (র)..... জুরায়রী (র) সূত্রে আবু তুফায়ল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি (জুরায়রী) বলেন, আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম যে, আপনি কি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তিনি ছিলেন ফর্সা, লাভণ্যময় চেহারার অধিকারী।

মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (র) বলেন, একশ হিজরীতে আবু তুফায়ল (রা) ইত্তিকাল করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীদের মধ্যে তিনিই সর্বশেষে ইত্তিকাল করেন।

৫৮৬৩- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَمَا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ رَجُلٌ رَأَاهُ غَيْرِي قَالَ فَقُلْتُ لَهُ فَكَيْفَ رَأَيْتَهُ قَالَ كَانَ أَبْيَضَ مَلِيحًا مُقْصِدًا-

৫৮৬৩. উবায়দুল্লাহ ইবন উমর কাওয়ারীরী (র)..... জুরায়রী (র) সূত্রে আবু তুফায়েল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছেন আমি ছাড়া এমন কেউ দুনিয়ায় আর অবশিষ্ট নেই। রাবী বলেন, আমি (জুরায়রী) বললাম, তাঁকে কেমন দেখেছেন? তিনি বললেন, ফর্সা, লাভণ্যময় এবং মধ্যমাকৃতির।

২৭- بَابُ شَيْبَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ -

২৭. পরিচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বার্বক্য

৫৮৬৪- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَعَمْرُو النَّاقِدُ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ اِدْرِيسَ قَالَ عَمْرُو حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ اِدْرِيسَ الْاَوْدِيُّ عَنْ هِشَامٍ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ سُئِلَ اَنَسٌ هَلْ خَضَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ اِنَّهُ لَمْ يَكُنْ رَأَى مِنَ الشَّيْبِ اِلَّا قَالَ ابْنُ اِدْرِيسَ كَأَنَّهُ يُقَلِّلُهُ وَقَدْ خَضَبَ أَبُو بَكْرٍ وَعَمْرٌ بِالْحِنَاءِ وَالْكُتْمِ-

৫৮৬৪. আবু বকর ইবন আবু শায়বা, ইবন নুমায়র ও আমর আন-নাকিদ (র)..... ইবন সীরীন (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনাস (রা)-কে প্রশ্ন করা হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি খেযাব (কলপ) লাগাতেন? তিনি বললেন : তিনি তো তেমন বার্বক্য দেখেননি তবে..... ইবন ইদরীস (র) বলেন, তিনি (আনাস রা) যেন কম বুঝাছিলেন। অবশ্য আবু বকর ও উমর (রা) মেহদী এবং নীল দিয়ে খেযাব লাগিয়েছেন।

৫৮৬৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ بْنُ الرِّيَّانِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكْرِيَّاءَ عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ سَأَلْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَضَبَ فَقَالَ لَمْ يَبْلُغِ الْخِضَابَ فَقَالَ كَانَ فِي لِحْيَتِهِ شَعْرَاتٌ بَيْضٌ قَالَ قُلْتُ لَهُ أَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَخْضِبُ قَالَ فَقَالَ نَعَمْ بِالْحِنَاءِ وَالْكُتْمِ-

৫৮৬৫. মুহাম্মদ ইবন বাক্কার ইবন রায়য়ান (র)..... ইবন সীরীন (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইবন মালিক (রা)-কে জিজ্ঞাস করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি খেযাব ব্যবহার করেছিলেন? উত্তরে তিনি বললেন (তিনি) রাসূল ﷺ খেযাব ব্যবহারের সময় (বার্বক্যে) পৌছেননি। অতঃপর তিনি বললেন, তাঁর দাড়িতে কয়েকটি চুল সাদা ছিল। রাবী বললেন, আমি তাকে [আনাস (রা)-কে], বললাম, আবু বকর (রা) কি খেযাব ব্যবহার করেছিলেন? উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ, মেহদী ও নীল দ্বারা।

৫৮৬৬- وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ سَأَلْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَخْضَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ اِنَّهُ لَمْ يَرِ مِنَ الشَّيْبِ اِلَّا قَلِيلًا-

৫৮৬৬. হাজ্জাজ ইবন শাইর (র) ইবন সীরীন (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইবন মালিক (রা)-কে প্রশ্ন করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি খেযাব লাগিয়েছেন? তিনি বললেন, তিনি সামান্য মাত্র বার্বক্য প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

৫৮৬৭- حَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ قَالَ سُئِلَ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ خِضَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لَوْ شِئْتُ أَنْ أَعُدَّ شَمَطَاتٍ كُنَّ فِي رَأْسِهِ فَعَلْتُ قَالَ وَلَمْ يَخْتَضِبْ وَقَدْ اخْتَضَبَ أَبُو بَكْرٍ بِالْحِنَاءِ وَالْكُتْمِ وَاخْتَضَبَ عُمَرُ بِالْحِنَاءِ بَحْتًا-

৫৮৬৭. আবু রবী আতাকী (র).....সাবিত (র) বর্ণনা করেন যে, আনাস ইবন মালিক (রা)-কে নবী ﷺ-এর খেযাব সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলো। তিনি বললেন, আমি ইচ্ছা করলে তাঁর মাথার সাদা চুল গুণে ফেলতে পারতাম। তিনি বলেন, তিনি খেযাব লাগান নি। অবশ্য আবু বকর (রা) মেহদী এবং নীল দিয়ে খেযাব দিয়েছেন আর উমর (রা) শুধু মেহদী দিয়ে খেযাব দিয়েছেন।

৫৮৬৮. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ يُكْرَهُ أَنْ يَنْتِفِفَ الرَّجُلُ الشَّعْرَةَ الْبَيْضَاءَ مِنْ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ قَالَ وَلَمْ يَخْتَضِبْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا كَانَ الْبَيَاضُ فِي عَنَفَقَتِهِ وَفِي الصُّدْغَيْنِ وَفِي الرَّأْسِ نَبْذٌ -

وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بِهَذَا الْإِسْنَادِ -

৫৮৬৮. নসর ইবন আলী জাহযামী (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কারো চুল ও দাড়ির সাদা কেশ উপড়িয়ে ফেলা মাকরুহ। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ খেযাব ব্যবহার করেন নি। কিছু সাদা ছিল তাঁর অধরের নীচের ছোট দাড়িতে, কানপটিতে কিছু, আর মাথায় কিছু।

মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র) এ সনদই এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৫৮৬৯. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَآحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ جَمِيعًا عَنْ أَبِي دَاوُدَ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خُلَيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ سَمِعَ أَبَا إِيَّاسٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ شَيْبِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ مَا شَأْنُهُ اللَّهُ بَبِيضَاءَ -

৫৮৬৯. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না, ইবন বাশ্শার, আহমাদ ইবন ইবরাহীম দাওরাকী ও হারুন ইবন আবদুল্লাহ (র)..... আবু ইয়াস (র) সূত্রে, আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ-এর বার্বক্য সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলো। তিনি বললেন, তাঁকে আল্লাহ বার্বক্য দ্বারা পরিবর্তিত করেন নি।

৫৮৭০. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ هَذِهِ مِنْهُ بَيْضَاءٌ وَوَضَعَ زُهَيْرٌ بَعْضَ أَصَابِعِهِ عَلَى عَنَفَقَتِهِ قِيلَ لَهُ مِثْلُ مَنْ أَنْتَ يَوْمَئِذٍ فَقَالَ أَبْرَى النَّبْلِ وَآرِيَشُهَا -

৫৮৭০. আহমদ ইবন ইউনুস ও ইয়াহুইয়া ইবন ইয়াহুইয়া (র)..... আবু জুহায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এতটুকু সাদা হতে দেখেছি এবং যুহায়র (র) তাঁর ক'টি অংগুলি ছোট দাড়িতে রেখে বলতে লাগলেন; তখন লোকেরা আবু জুহায়ফাকে বললো, সে দিন আপনি কার মত (বয়সের) ছিলেন? তিনি বললেন, আমি তীর চাঁছতাম এবং তীরে শর লাগাতাম (কিশোর ছিলাম)।

৫৮৭১- حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَبْيَضَ قَدَشَابَ كَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ يُشَبِّهُهُ -

৫৮৭১. ওয়াসিল ইবন আবদুল আলা (র)..... আবু জুহায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দেখেছি তাঁর রং ছিল ফর্সা, তিনি প্রায় বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন, হাসান ইবন আলী (রা) দেখতে তাঁর সদৃশ ছিলেন।

৫৮৭২- وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَخَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ كُلُّهُمْ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ بِهَذَا وَلَمْ يَقُولُوا أَبْيَضَ قَدَشَابَ -

৫৮৭২. সাঈদ ইবন মানসূর ও ইবন নুমায়র (র)..... আবু জুহায়ফা (রা) থেকে এ হাদীসটিই বর্ণনা করেছেন; কিন্তু বর্ণনাকারীরা “ফর্সা এবং বুড়ো হয়ে গিয়েছিলেন” এ কথাগুলো উল্লেখ করেন নি।

৫৮৭৩- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِثْنَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ سَأَلَ عَنْ شَيْبِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ كَانَ إِذَا ادَّهَنَ رَأْسَهُ لَمْ يَرْمِنْهُ شَيْءٌ وَإِذَا لَمْ يَدَّهِنْ رَأَى مِنْهُ -

৫৮৭৩. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র)..... সিমাক ইবন হার্ব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাবির ইবন সামুরা (রা) থেকে শুনেছি, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বার্ষিক্য সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলো। তিনি বললেন, যখন তিনি মাথায় তেল দিতেন, তখন সাদা বর্ণ দেখা যেত না। তবে যখন তেল দিতেন না, তখন দেখা যেতো।

২৮- بَابُ اثْبَاتِ خَاتَمِ النَّبُوءَةِ وَصِفَتِهِ وَمَحِلُّهُ مِنْ جَسَدِهِ ﷺ -

২৮. পরিচ্ছেদ : মোহরে নুবুওয়াত, তার বর্ণনা এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দেহে এর অবস্থান

৫৮৭৪- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبيدُ اللَّهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ سِمَاكِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ شَمِطَ مُقَدِّمُ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ وَكَانَ إِذَا ادَّهَنَ لَمْ يَتَبَيَّنْ وَإِذَا شَعِثَ رَأْسُهُ تَبَيَّنَ وَكَانَ كَثِيرَ شَعْرِ اللَّحْيَةِ فَقَالَ رَجُلٌ وَجْهُهُ مِثْلُ السَّيْفِ قَالَ لَا بَلْ كَانَ مِثْلَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَكَانَ مُسْتَدِيرًا وَرَأَيْتُ الْخَاتَمَ عِنْدَ كَتِفِهِ مِثْلَ بَيْضَةِ الْحَمَامَةِ يُشَبِّهُ جَسَدَهُ -

৫৮৭৪. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)..... জাবির ইবন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চুল এবং দাঁড়ির সম্মুখভাগ হালকা সাদা হয়েছিল। যখন তিনি তেল দিতেন, তখন সাদা দেখা যেত না, আর যখন চুল এলোমেলো হতো, তখন (গুত্রতা) দেখা যেতো। তাঁর দাড়ি খুব ঘন ছিল। এক ব্যক্তি বললো, তাঁর

চেহারা মুবারক ছিল তলোয়ারের মত। জাবির (রা) বললেন, না, তাঁর চেহারা মুবারক ছিল সূর্য ও চন্দ্রের মত (উজ্জ্বল) গোলাকার। তাঁর কাঁধের কাছে আমি কবুতরের ডিমের মত নুবুওয়াতের মোহর দেখেছি। (এটির রং ছিল) তাঁর শরীরের রংয়ের সদৃশ।

৫৮৭৫- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ قَالَ رَأَيْتُ خَاتِمًا فِي ظَهْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَأَنَّهُ بَيْضَةُ حَمَامٍ-

৫৮৭৫. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র).....জাবির ইবন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিঠে নুবুওয়াতের মোহর দেখেছি, যেন কবুতরের ডিম।

৫৮৭৬- وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ سِمَاكِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ-

৫৮৭৬. ইবন নুমায়র (র)..... সিমাক (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৫৮৭৭- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَاتِمٌ وَهُوَ أَبِي إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْجَعْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ ذَهَبَتْ بِي خَالَتِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَ أُخْتِي وَجِعٌ فَمَسَحَ رَأْسِي وَدَعَا لِي بِالْبَرَكَاتِ ثُمَّ تَوَضَّأَ فَشَرِبْتُ مِنْ وَضْؤِهِ ثُمَّ قُمْتُ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَنَظَرْتُ إِلَى خَاتَمِهِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ مِثْلَ زُرِّ الْحَجَلَةِ-

৫৮৭৭. কুতায়বা ইবন সাঈদ ও মুহাম্মদ ইবন আব্বাদ (র)..... সাইব ইবন ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার খালা আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে নিয়ে গেলেন। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! (এটি) আমার বোনের ছেলে। সে অসুস্থ। তখন তিনি আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন এবং আমার জন্য বরকতের দু'আ করলেন। এরপর তিনি উঠে করলেন। আমি তাঁর উঠে পানি থেকে পান করলাম। পরে তাঁর পেছনে দাঁড়ালাম এবং তাঁর দু'কাঁধের মাঝে নুবুওয়াতের মোহর দেখতে পেলাম বাসর সজ্জার চাদরের ঘুণ্ডির মতো (হাজালার ডিমের মতো)।

৫৮৭৮- حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ كِلَاهُمَا عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَآكَلْتُ مَعَهُ خُبْزًا وَلَحْمًا أَوْ قَالَ ثَرِيدًا قَالَ فَقُلْتُ لَهُ أَسْتَغْفِرُكَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ نَعَمْ وَلَكَ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ وَاسْتَغْفِرْ لِدُنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ قَالَ ثُمَّ دُرْتُ خَلْفَهُ فَنَظَرْتُ إِلَى خَاتَمِ النُّبُوَّةِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ عِنْدَ نَاغِضٍ كَتِفِهِ الْيُسْرَى جُمُعًا عَلَيْهِ خِيْلَانٌ كَأَمْثَالِ الثَّالِيلِ-



৫৮৭৮. আবু কামিল, সুওয়াইদ ইবন সাঈদ ও হামিদ ইবন উমর আল-বাকরাবী (র).....আসিম (র) আবদুল্লাহ ইবন সারজিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছি এবং তাঁর সঙ্গে গোশত ও রুটি খেয়েছি অথবা বলেছেন ‘সারীদ’ (খেয়েছি)। তিনি (আসিম) বলেন যে, আমি তাঁকে বললাম, রাসূলুল্লাহ কি আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তোমার জন্যও। পরে এ আয়াতটি পাঠ করলেন : এবং “ক্ষমা প্রার্থনা কর তোমার পাপের জন্য এবং মু’মিন পুরুষ ও মু’মিন নারীদের জন্য” (৪৭ : ১৯)। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, তারপর আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছনে গেলাম আর নুবুওয়াতের মোহর দেখলাম, দু’কাঁধের মাঝে বাম বাহু সন্ধিতে-কাঁধে হাড়ের কাছে মুষ্টিবদ্ধ হাতের মতো, যাতে শরীরের গোটার ন্যায় তিলক ছিল।

২৭- بَابُ قَدْرِ عُمَرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَإِقَامَتِهِ بِمَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ-

২৯. পরিচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বয়স এবং মক্কা ও মদীনায় তাঁর অবস্থানকাল

৫৮৭৭- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ شَمِعَهُ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ بِالطَّوِيلِ الْبَائِنِ وَلَا بِالْقَصِيرِ وَلَيْسَ بِالْأَبْيَضِ الْأَمْهَقِ وَلَا بِالْأَدَمِ وَلَا بِالْجَعْدِ الْقَطَطِ وَلَا بِالْسَّبَطِ بَعَثَهُ اللَّهُ عَلَى رَأْسِ أَرْبَعِينَ سَنَةً فَأَقَامَ بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِينَ وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ وَتَوَفَّاهُ اللَّهُ عَلَى رَأْسِ سِتِينَ سَنَةً وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلَحْيَتِهِ عَشْرُونَ شَعْرَةً بَيْضَاءَ-

৫৮৭৯ . ইয়াহুইয়া ইবন ইয়াহুইয়া (রা)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ বেশি লম্বাও ছিলেন না, বেশি খাটোও ছিলেন না। একেবারে সাদাও ছিলেন না এবং শ্যামলাও ছিলেন না। তাঁর চুল অতিরিক্ত কোঁকড়ানোও ছিল না এবং একেবারে সোজাও ছিল না। চল্লিশ বছর বয়সে আল্লাহ তা’আলা তাঁকে নুবুওয়াত দান করেন। এরপর তিনি মক্কায় দশ বছর অবস্থান করেন এবং মদীনায় দশ বছর। ষাট বছরের মাথায় আল্লাহ তা’আলা তাঁকে ওফাত দান করেন। এ সময় তাঁর মাথায় ও দাড়িতে বিশটি চুলও সাদা ছিল না।

৫৮৮০- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ قَالَ وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ كِلَاهُمَا عَنْ رَبِيعَةَ ابْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ وَزَادَ فِي حَدِيثِهِمَا كَانَ أَزْهَرَ-

৫৮৮০. ইয়াহুইয়া ইবন আইউব, কুতায়বা ইবন সাঈদ, আলী ইবন হুজর ও কাসিম ইবন যাকারিয়া (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে মালিক (র) বর্ণিত (পূর্ববর্তী) হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তাঁরা তাঁদের হাদীসে “উজ্জ্বল সাদা বর্ণের ছিল” অধিক বলেছেন।

৫৮৮১- حَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الرَّازِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا حَكَّامُ بْنُ سَلَمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ زَائِدَةَ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ وَأَبُو بَكْرٍ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ وَعُمَرُ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ-

৫৮৮১. আবু গাস্‌সান আর রাযী মুহাম্মদ ইবন আমর (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওফাত হয়েছে তেষটি বছর বয়সে, আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এরও তেষটি বছর বয়সে, উমর (রা)-এরও তেষটি বছর বয়সে।

৫৮৮২- وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تُوْفِيَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ سَنَةً وَقَالَ ابْنُ شَهَابٍ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ بِمِثْلِ ذَلِكَ-

৫৮৮২. আবদুল মালিক ইবন শুআয়ব ইবন লাইস (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওফাত হল, তখন তাঁর বয়স তেষটি বছর।

ইবন শিহাব (র) বলেন, সাঈদ ইবন মুসায়্যিব (র) আমাকে অনুরূপ বর্ণনা অবহিত করেছেন।

৫৮৮৩- وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبَّادُ بْنُ مُوسَى قَالَا حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ بِالسَّنَادَيْنِ جَمِيعًا مِثْلَ حَدِيثِ عُقَيْلٍ-

৫৮৮৩. উসমান ইবন আবু শায়বা ও আব্বাদ ইবন মুসা (র)..... ইবন শিহাব (র) থেকে পূর্বোক্ত দু'টো সনদে উকায়েল-এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৫৮৮৪- وَحَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْهَذَلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو قَالَ قُلْتُ لِعُرْوَةَ كَمْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ بِمَكَّةَ قَالَ عَشْرًا قَالَ قُلْتُ فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ-

৫৮৮৪. আবু মা'মার ইসমাইল ইবন ইবরাহীম হুযালী (র)..... আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উরওয়া'কে জিজ্ঞাসা করলাম নবী মক্কায় কতদিন ছিলেন? তিনি বললেন দশ বছর। রাবী বলেন, আমি বললাম, ইবন আব্বাস (রা) তো বলেন, তেরো বছর।

৫৮৮৫- وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو قَالَ قُلْتُ لِعُرْوَةَ كَمْ لَبِثَ النَّبِيُّ ﷺ بِمَكَّةَ قَالَ عَشْرًا قُلْتُ فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ بِضْعَ عَشْرَةَ قَالَ فَغَفَّرَهُ وَقَالَ إِنَّمَا أَخَذَهُ مِنْ قَوْلِ الشَّاعِرِ-

৫৮৮৫. ইবন আবু উমর (র)..... আমর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উরওয়া (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, মক্কায় নবী কত দিন অবস্থান করেছিলেন? তিনি বললেন দশ বছর। রাবী বলেন, আমি বললাম, ইবন আব্বাস (রা) তো বলেন দশ বছরের অধিক। রাবী বলেন, তিনি ইবন আব্বাসের জন্য দু'আ করলেন এবং বললেন, তিনি এ তথ্য কবিদের কথা থেকে নিয়েছেন।

৫৮৮৬- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَوْحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَكَثَ بِمَكَّةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَتُوفِّيَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ-

৫৮৮৬. ইসহাক ইবন ইবরাহীম ও হারুন ইবন আবদুল্লাহ (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাহাবাহ আল-আসহা মক্কায় তের বছর ছিলেন এবং তেঁষটি বছর বয়সে তাঁর ওফাত হয়।

৫৮৮৭- وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ الضُّبَعِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَكَّةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ يُوحَى إِلَيْهِ وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرًا وَمَاتَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ سَنَةً-

৫৮৮৭. ইবন আবু উমর (র)..... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাহাবাহ আল-আসহা (নুবুওয়াতের পর) তের বছর মক্কায় অবস্থান করেছিলেন, তখন তাঁর উপর ওহী নাযিল হয়। আর মদীনায় দশ বছর ছিলেন। তিনি ওফাত বরণ করেন যখন তাঁর বয়স তেঁষটি বছর।

৫৮৮৮- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ أَبَانَ الْجُعْفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سَلَامٌ أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ فَذَكَرُوا سِنِّي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ كَانَ أَبُو بَكْرٍ أَكْبَرَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ وَمَاتَ أَبُو بَكْرٍ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ وَقُتِلَ عُمَرُ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ - قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ يُقَالُ لَهُ عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ قَالَ كُنَّا قُعُودًا عِنْدَ مُعَاوِيَةَ فَذَكَرُوا سِنِّي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ سَنَةً وَمَاتَ أَبُو بَكْرٍ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ وَقُتِلَ عُمَرُ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ-

৫৮৮৮. আবদুল্লাহ ইবন উমর ইবন মুহাম্মদ ইবন আবান আল-জুফী (র)..... আবু ইসহাক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবন উতবা (রা)-এর সঙ্গে বসা ছিলাম। তখন লোকেরা রাসূলুল্লাহ সাহাবাহ আল-আসহা-এর বয়স নিয়ে আলোচনা করতে লাগল। তাঁদের কেউ কেউ বললো, আবু বকর (রা) (বয়সে) রাসূলুল্লাহ সাহাবাহ আল-আসহা-এর চেয়ে বড় ছিলেন। আবদুল্লাহ (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ সাহাবাহ আল-আসহা-এর ওফাত হয় তখন তাঁর বয়স তেঁষটি বছর, আবু বকর (রা) ইত্তিকাল করেন তখন তাঁর বয়সও তেঁষটি বছর, উমর (রা) শহীদ হন তখন তাঁর বয়স তেঁষটি বছর। রাবী বলেন লোকদের ভেতর আমার ইবন সা'দ নামক একজন বললো, জারীর আমাকে বলেছেন যে, আমরা মুআবিয়া (রা)-এর কাছে উপবিষ্ট ছিলাম। লোকেরা রাসূলুল্লাহ সাহাবাহ আল-আসহা-এর বয়সের উল্লেখ করলো। তখন মুআবিয়া (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ সাহাবাহ আল-আসহা-এর ওফাত হয় তখন তাঁর বয়স তেঁষটি বছর, আবু বকর (রা) ইত্তিকাল করেন তাঁর বয়স তেঁষটি বছর, উমর (রা) শহীদ হন তখন তাঁর বয়সও তেঁষটি বছর।

৫৮৮৯- وَحَدَّثَنَا ابْنُ مَثْنَى وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ مَثْنَى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ يُحَدِّثُ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ الْبَجَلِيِّ عَنْ جَرِيرٍ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ يَخْطُبُ فَقَالَ مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَأَنَا ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ-

৫৮৮৯. ইবন মুসান্না ও ইবন বাশশার (র)..... জারীর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি মুআবিয়া (রা)-কে ভাষণ দিতে শুনেছেন। মুআবিয়া (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওফাত হয় তখন তাঁর বয়স তেষটি বছর, আবু বকর (রা) ও উমর (রা)-ও তেষটি বছর (বয়সে ইত্তিকাল করেন)। আমি (এখন) তেষটি বছর (বয়সের এবং এ বয়সে মৃত্যুর আশা রাখি)।

৫৮৯০- وَحَدَّثَنِي ابْنُ مِنْهَالٍ الضَّرِيرُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ عَمَّارٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ كَمْ أَتَى لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ مَاتَ فَقَالَ مَا كُنْتُ أَحْسِبُ مِثْلَكَ مِنْ قَوْمِهِ يَخْفَى عَلَيْهِ ذَلِكَ قَالَ قُلْتُ إِنِّي قَدْ سَأَلْتُ النَّاسَ فَاخْتَلَفُوا عَلَيَّ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَعْلَمَ قَوْلَكَ فِيهِ قَالَ أَتَحْسِبُ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ أَمْسِكَ أَرْبَعِينَ بُعِثَ لَهَا خَمْسَ عَشْرَةَ بِمَكَّةَ يَأْمَنُ وَيَخَافُ وَعَشْرٌ مِنْ مُهَاجِرِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ-

৫৮৯০. ইবন মিনহাল দারীর (র)..... বনু হাশিমের ক্রীতদাস আম্মার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবন আব্বাস (রা) -কে জিজ্ঞাসা করলাম রাসূলুল্লাহ যখন ওফাত বরণ করেন তখন তাঁর (বয়স) কত ছিল? ইবন আব্বাস (রা) বললেন, আমি ভাবি নি যে, সম্প্রদায়ের লোক হয়েও তোমার মত লোক এ কথাটা জানবে না। আমি বললাম, আমি লোকদেরকে জিজ্ঞেস করেছি, তারা বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। তাই এ বিষয়ে আপনার অভিমত জেনে নেয়াই আমি বেশি ভাল মনে করলাম। ইবন আব্বাস (রা) বললেন, তুমি কি হিসাব জান? তিনি বলেন, আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, আচ্ছা ‘চল্লিশ’ ধরে রাখো। এ সময় তিনি রাসূল হন। এর সঙ্গে পনেরো বছর যোগ কর, যখন মক্কায় অবস্থান করেন ভীতি এবং নিরাপত্তায়। আরো দশ হিজরতের পর থেকে মদীনায।

৫৮৯১- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يُونُسَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ-

৫৮৯১. মুহাম্মদ ইবন রাফি (র)..... ইউনুস (র) থেকে উক্ত সনদে ইয়াযীদ ইবন যুরাঈ-এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৫৮৯২- وَحَدَّثَنِي نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ يَعْنَى بْنُ مَفْضَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ الْحَذَّاءُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمَّارٌ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تُوْفِيَ وَهُوَ ابْنُ خَمْسٍ وَسِتِّينَ-

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُلَيَّةَ عَنْ خَالِدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ-

৫৮৯২. নাসর ইব্ন আলী (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ পাঞ্জায়ে আল্লাহি ওয়াসাল্লাম পঁয়ষটি বছর বয়সের ওফাত লাভ করেন।

আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা (র)-এ সনদে খালিদ সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

৫৮৯৩ - وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَكَّةَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً يَسْمَعُ الصَّوْتِ وَيَرَى الضُّوْءَ سَبْعَ سِنِينَ وَلَا يَرَى شَيْئًا وَثَمَانِ سِنِينَ يُوحَى إِلَيْهِ وَأَقَامَ بِالْمَدِينَةِ عَشْرًا -

৫৮৯৩. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম হানজালী (র).....ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ পাঞ্জায়ে আল্লাহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় পনেরো বছর অবস্থান করেন, সাত বছর (বিভিন্ন) শব্দ শুনতেন এবং আলো দেখতেন, অন্য কিছু দেখতেন না। আর আট বছর তাঁর কাছে ওহী আসতো। তারপর মদীনায় অবস্থান করেন দশ বছর।

৩. - بَابُ فِي أَسْمَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ -

৩০. পরিচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ পাঞ্জায়ে আল্লাহি ওয়াসাল্লাম -এর নামসমূহ

৫৮৯৪ - وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَاللَّفْظُ لَزُهَيْرٍ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ جُبَيْرٍ بْنَ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ أَنَا مُحَمَّدٌ وَأَنَا أَحْمَدُ وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يُمْحِي بِيَ الْكُفْرَ وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى عَقِبِي وَأَنَا الْعَاقِبُ وَالْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ -

৫৮৯৪, যুহায়র ইব্ন হার্ব, ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম ও ইব্ন আবু উমর (র)..... জুবায়র ইব্ন মুতঈম (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী পাঞ্জায়ে আল্লাহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমি মুহাম্মদ (প্রশংসিত), আমি আহমাদ (অত্যধিক প্রশংসাকারী), আমি আল-মাহী (বিলুপ্তকারী), এমন ব্যক্তি যে, আমার মাধ্যমে কুফরকে বিলুপ্ত করা হবে। আমি আল-হাশির (একত্রকারী) এমন ব্যক্তি যে, আমার পেছনে লোকদের সমবেত করা হবে। আমি আল-আকিব (সর্বশেষ), আর আল-আকিব ঐ ব্যক্তি, যার পর কোন নবী নেই।

৫৮৯৫ - حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ ابْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّا لِي أَسْمَاءُ أَنَا مُحَمَّدٌ وَأَنَا أَحْمَدُ وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يُمْحُو اللَّهُ بِيَ الْكُفْرَ وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمَيَّ وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ أَحَدٌ وَقَدْ سَمَّاهُ اللَّهُ رَوْفًا رَحِيمًا -

৫৮৯৫. হারমালা ইব্ন ইয়াহুয়া (র).....জুবায়র ইব্ন মুতঈম (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ পাঞ্জায়ে আল্লাহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমার অনেক নাম রয়েছে। আমি মুহাম্মাদ, আমি আহমাদ, আমি আল-মাহী (বিলোপ সাধনকারী) ঐ ব্যক্তি যে,

আমার মাধ্যমে আল্লাহ কুফরকে বিলুপ্ত করবেন। আমি আল-হাশির (সমবেতকারী), এমন ব্যক্তি যে, আমার পায়ের কাছে লোকেরা সমবেত হবে। আমি আল-আকিব (সমাপ্তি), এমন ব্যক্তি, যার পর কেউ নেই এবং আল্লাহ তাঁর নাম রেখেছেন রাউফ ও রাহীম (স্নেহময়, দয়াবান)।

৫৮৯৬- وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْأِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِ شُعَيْبٍ وَمَعْمَرٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَفِي حَدِيثِ عُقَيْلٍ قَالَ قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ وَمَا الْعَاقِبُ قَالَ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ وَفِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ وَعُقَيْلٍ الْكُفْرَةُ وَفِي حَدِيثِ شُعَيْبٍ الْكُفْرُ-

৫৮৯৬. আবদুল মালিক ইবন শুআয়ব ইবন লায়ছ, আবদ ইবন হুমায়দ ও আবদুল্লাহ ইবন আবদুর রহমান দারিমী (র)..... যুহরী (র) থেকে এ সনদে হাদীস বর্ণনা করেছেন। শুআয়ব এবং মা'মার (র) বর্ণিত হাদীসে 'আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুনেছি' উল্লেখ রয়েছে; এবং মা'মারের হাদীসে রয়েছে, তিনি বলেন, 'আমি যুহরী (র)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, আল-আকিব কী? তিনি বললেন, এমন ব্যক্তি যার পর আর নবী নেই।' মা'মার ও উকায়ল-এর হাদীসে আছে الْكُفْرَةُ, আর শুআয়ব-এর হাদীসের রয়েছে الْكُفْرُ (কাফিরদের বিলুপ্ত করবেন)।

৫৮৯৭- وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُسَمِّي لَنَا نَفْسَهُ أَسْمَاءً فَقَالَ أَنَا مُحَمَّدٌ وَأَحْمَدُ وَالْمُقَفَّى وَالْحَاشِرُ وَنَبِيُّ التَّوْبَةِ وَنَبِيُّ الرَّحْمَةِ-

৫৮৯৭. ইসহাক ইবন ইবরাহীম হানযালী (র) আবু মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর নিজের নামগুলো আমাদের কাছে বর্ণনা করতেন। তিনি বলেছেন, আমি মুহাম্মদ, আহমাদ, আল-মুকাফ্ফী (সর্বশেষ), আল-হাশির (সমবেতকারী), তাওবার নবী ও রহমতের নবী।

৩১- بَابُ عِلْمِهِ بِاللَّهِ تَعَالَى وَشِدَّةُ خَشْيَتِهِ ﷺ -

৩১. পরিচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞান এবং তাঁর প্রতি তাঁর প্রচণ্ড ভীতি।

৫৮৯৮- وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمْرًا فَتَرَخَّصَ فِيهِ فَبَلَغَ ذَلِكَ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِهِ فَكَأَنَّهُمْ كَرِهُوا وَتَنَزَّهُوا عَنْهُ فَبَلَغَهُ ذَلِكَ فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ مَا بَالُ رِجَالٍ بَلَغَهُمْ عَنِّي أَمْرٌ تَرَخَّصْتُ فِيهِ فَكَرِهُوا وَتَنَزَّهُوا عَنْهُ فَوَاللَّهِ لَأَنَا أَعْلَمُهُمْ بِاللَّهِ وَأَشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً-

৫৮৯৮. যুহায়র ইব্ন হার্ব (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একটি কাজ রাসূলুল্লাহ ﷺ করলেন এবং তাতে 'রুখসাত' (সহজে অবকাশ মূলক পস্থা) গ্রহণ করলেন। এ খবর তাঁর কতক সাহাবীর কাছে পৌঁছলে তাঁরা (নিজেদের জন্য) সে কাজটি অপসন্দ করলেন এবং এ থেকে আত্মরক্ষামূলক বিরত রইলেন। এ কথা রাসূলুল্লাহ জানতে পেরে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন : লোকদের কি হলো, তাদের কাছে এ সংবাদ পৌঁছেছে যে, একটা কাজ আমি সহজীকরণ (রুখসাত) গ্রহণ করেছি, এরপরও তারা একে খারাপ মনে করছে আর এ থেকে (অতি সাধুতা দেখিয়ে) বিরত থাকছে? আল্লাহর কসম! আল্লাহকে আমি তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি জানি এবং তাঁকে তাদের মধ্যে সব চেয়ে বেশি ভয় করি।

৫৮৯৯. আবু সাঈদ আশাজ্জ ও ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র)..... আ'মাশ (র) থেকে জারীর (র)-এর সনদে তাঁরা বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৫৯০০. আবু কুরায়ব (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি কাজকে বৈধরূপে অনুমোদন করলেন, কিছু কিছু লোক তা থেকে 'আত্মরক্ষায়' প্রবৃত্ত হলো। এ কথা নবী ﷺ-এর কাছে পৌঁছলে তিনি রাগান্বিত হলেন; এমন কি তাঁর চেহারায়ে ক্রোধ প্রকাশিত হলো। তখন তিনি বললেন : লোকদের কী হলো যে, আমার জন্যে সহজীকৃত (অনুমোদিত) একটা কাজে তারা অনীহা প্রকাশ করছে। আল্লাহর কসম? অবশ্যই আমি আল্লাহকে তাদের চেয়ে বেশি জানি এবং তাঁকে তাদের চেয়ে বেশি ভয় করি।

৩২- بَابُ وَجُوبِ اتِّبَاعِهِ ﷺ -

৩২. পরিচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুসরণ ওয়াজিব হওয়া

৫৯০১. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ خَاصِمَ الزُّبَيْرِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي شِرَاجِ الْحَرَّةِ الَّتِي يَسْقُونَ بِهَا النَّخْلَ فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ سَرَحَ الْمَاءَ يَمْرُ قَابَى عَلَيْهِمْ فَاخْتَصَمُوا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلزُّبَيْرِ اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ أَرْسَلَ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ فَغَضِبَ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ كَانَتْ ابْنُ عَمَّتِكَ

فَتَلَوْنَ وَجْهَ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ يَا زُبَيْرُ اسْقِ ثُمَّ احْبِسِ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ فَقَالَ الزُّبَيْرُ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَحْسِبُ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ : فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا-

৫৯০১. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও মুহাম্মদ ইব্ন রুমহ (র)..... আবদুল্লাহ ইব্ন যুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত যে, আনসারদের এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে যুবায়র (রা)-এর সঙ্গে মদীনার হাবরা (অঞ্চলের) নালা নিয়ে বিবাদে লিপ্ত হলো, যা থেকে তারা খেজুর বাগানে সেচ দিত। আনসারী লোকটি বলল, পানি ছেড়ে দাও, (আমার জমিনে) প্রবহমান থাকুক। যুবায়র (রা) মানলেন না। শেষ পর্যন্ত তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে বিবাদ নিয়ে আসলে (অভিযোগ দায়ের করল) তিনি যুবায়রকে বললেন, হে যুবায়র! তুমি (ন্যূনতম) পানি ব্যবহার করে তোমার পড়শীর জন্য ছেড়ে দাও। তখন আনসারী লোকটি রেগে গিয়ে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সে (যুবায়র) আপনার ফুফাতো ভাই হওয়ার কারণে! এতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চেহারার রং বদলে গেলো। তিনি বললেন : হে যুবায়র! নিজের গাছগুলোকে পানি দাও এবং পানি আটকে রাখো, যতক্ষণ না পানি বাঁধ (আইল) পর্যন্ত পৌঁছে যায়। যুবায়র (রা) বলেন, আল্লাহর কসম! আমার মনে হয় এ আয়াত সে সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয় : “তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ না তারা তাদের অভ্যন্তরীণ বিবাদের বিষয়ে আপনাকে বিচারক মেনে নেয়, অতঃপর (আপনার বিচারে) তাদের অন্তরে কোন সংকট অনুভব না করে..... (৪ : ৬৫)।

২২- بَابُ تَوْقِيرِهِ ﷺ وَتَرَكَ أَكْثَارَ سُؤَالِهِ عَمَّا لَاضْرُورَةَ إِلَيْهِ أَوْ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ تَكْلِيفٌ وَمَا لَا يَقَعُ وَنَحْوِ ذَلِكَ-

৩৩. পরিচ্ছেদ : রাসূল (স)-কে সম্মান প্রদর্শন করা, অপ্রয়োজনীয় অথবা এমন বিষয় যার সাথে শরীআতের বিধি-বিধানের সম্পর্ক নেই এবং যা সংঘটিত হবে না এবং অনুরূপ বিষয়ে অধিক প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাকা

৫৯.২- وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجَيْبِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ قَالَا وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ-

৫৯০২. হারমালা ইব্ন ইয়াহুইয়া তুজীবী (র)..... আবদুর রহমান ও সাঈদ ইব্ন মুসায়্যিব (র) থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, আবু হুরায়রা (রা) বলতেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছেন, আমি তোমাদের যা নিষেধ করেছি, তা থেকে বিরত থাক এবং যা তোমাদের আদেশ করেছি, তা থেকে তোমাদের সাধ্য অনুসারে পালন কর। কারণ তোমাদের পূর্ববর্তীদের ধ্বংস করেছে তাদের প্রশ্নের আধিক্য এবং তাদের নবীদের সাথে বিরোধ।

৫৯.৩- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلْفٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ وَهُوَ مَنصُورُ بْنُ سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ بِهَذَا الْأَسْنَادِ مِثْلَهُ سِوَاءُ-

৫৯০৩ মুহাম্মদ ইবন আহমদ ইবন আবু খাল্ফ (র)..... ইবন শিহাব (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৫৯.৪ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي كِلَاهُمَا عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ يَعْنِي الْحِزَامِيَّ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ كُلُّهُمْ قَالَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ وَفِي حَدِيثِ هَمَّامٍ مَا تَرَكْتُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ثُمَّ ذَكَّرُوا نَحْوَ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ-

৫৯০৪. আবু বকর ইবন আবু শায়বা, আবু কুরায়ব, ইবন নুমায়র, কুতায়বা ইবন সাঈদ, ইবন আবু উমর, উবায়দুল্লাহ ইবন মুআয ও মুহাম্মদ ইবন রাফি (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা সকলেই বলেন যে, নবী ﷺ বলেছেন : “আমি তোমাদের যার উপরে ছেড়ে রেখেছি তোমরা আমাকে তাতে রেখে দাও অর্থাৎ তা নিয়ে অহেতুক প্রশ্ন বা বাড়াবাড়ি কর না”। হাম্মাম (র)-এর হাদীসে রয়েছে, “যে অবস্থায় তোমাদের ছেড়ে রাখা হয়েছে”। কেননা তোমাদের পূর্ববর্তীরা ধ্বংস হয়েছে,..... তারপর তাঁরা যুহরী এবং আবু সালামা (র)-এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৫৯.৫ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرِّمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَحَرَّمَ عَلَيْهِمْ مِنْ أَجْلِ مَسْئَلَتِهِ-

৫৯০৫. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র)..... সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মুসলমানদের মধ্যে মুসলমানদের ব্যাপারে সবচেয়ে বড় অপরাধী সে ব্যক্তি, যে এমন বিষয়ে প্রশ্ন করে যা মুসলমানদের জন্য হারাম করা হয়েছিল না, কিন্তু তার প্রশ্ন করার কারণে সে বিষয়টি তাদের উপর হারাম করে দেয়া হল।

৫৯.৬ - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ أَحْفَظُهُ كَمَا أَحْفَظُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الزُّهْرِيُّ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَعْظَمُ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ أَمْرٍ لَمْ يُحَرِّمْ فَحَرَّمَ عَلَى النَّاسِ مِنْ أَجْلِ مَسْئَلَتِهِ-

وَحَدَّثَنِيهِ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ
 بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ
 فِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ رَجُلٌ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ وَنَقَرَ عَنْهُ وَقَالَ فِي حَدِيثِ يُونُسَ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّهُ
 سَمِعَ سَعْدًا-

৫৯০৬. আবু বকর ইবন আবু শায়বা, ইবন আবু উমর ও মুহাম্মদ ইবন আব্বাদ (র)..... সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : মুসলমানদের মধ্যে সবচেয়ে বড় অপরাধী সে-ই, যে মুসলমানদের জন্য যা হারাম নয়, এমন বিষয়ে প্রশ্ন করে আর সে বিষয়টি তার প্রশ্ন করার কারণে লোকদের উপর হারাম করে দেওয়া হয়।

হারামালা ইবন ইয়াহুইয়া (র) ভিন্ন সনদে আব্দ ইবন হুমায়দ..... যুহরী (র) থেকে উক্ত সনদে বর্ণনা করেন। তবে মা'মার-এর হাদীসে যুহরীর রিওয়াযাতে অধিক রয়েছে, “কোন ব্যক্তি কোন বিষয়ে প্রশ্ন করে এবং তার ‘খুঁটিনাটি’ জানতে চায়”। ইবন সা'দ (র) থেকে বর্ণিত ইউনুসের হাদীসে রয়েছে যে, (যুহরী (র) বলেছেন), আমের ইবন সা'দ থেকে, তিনি সা'দ (র) থেকে শুনেছেন।

৫৯.৭ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ وَمُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ السُّلَمِيُّ وَيَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ اللَّؤْلُؤِيُّ
 وَالْفَازِظُ قَالَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ وَقَالَ الْاُخْرَانِ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ قَالَ
 أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَنَسٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ
 أَصْحَابِهِ شَيْءٌ فَخَطَبَ فَقَالَ عُرِضَتْ عَلَى الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ وَلَوْ
 تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا قَالَ فَمَا أَتَى عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمٌ
 أَشَدُّ مِنْهُ قَالَ غَطُّوا رُؤُسَهُمْ وَلَهُمْ حَنِينٌ قَالَ فَقَامَ عُمَرُ فَقَالَ رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا
 وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا قَالَ فَقَامَ ذَلِكَ الرَّجُلُ فَقَالَ مَنْ أَبِي قَالَ أَبُوكَ فَلَانَ فَنَزَلَتْ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
 لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبَدِّلَكُمْ تَسْوُكُمْ-

৫৯০৭. মাহমুদ ইবন গায়লান, মুহাম্মদ ইবন কুদামাহ সুলামী এবং ইয়াহুইয়া ইবন মুহাম্মদ লুলুঈ (র)..... আনাস ইবন মালিক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন তাঁর সাহাবীদের কোন কথা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে পৌছলো। তখন তিনি এক ভাষণ দিলেন এবং বললেন : আমার সম্মুখে জান্নাত ও জাহান্নাম পেশ করা হয়। আজকের মতো (পাশাপাশি) ভাল এবং মন্দ আমি আর দেখি নি। আমি যা জানতে পেরেছি তা যদি তোমরা জানতে, তবে অবশ্যই তোমরা খুবই কম হাসতে এবং বেশি কাঁদতে। আনাস (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীদের উপর এর চেয়ে ভয়াবহ কোন দিন আর আসে নি। তারা নিজেদের মাথা ঢেকে ফেলল এবং তাদের ভেতর থেকে করুন কান্নার শব্দ আসতে লাগলো। আনাস (রা) বলেন, তারপর উমর (রা) দাঁড়িয়ে বললেন, আমরা সন্তুষ্ট চিত্তে আল্লাহকে রব্ব হিসেবে, ইসলামকে দীন হিসেবে এবং মুহাম্মদ ﷺ-কে নবী হিসেবে মেনে নিয়েছে। রাবী বলেন : এরপর এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো, আমার পিতা কে? তিনি বললেন : তোমার পিতা অমুক। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হলো : “হে ঈমানদারগণ! তোমরা সে সব বিষয়ে প্রশ্ন করো না যা প্রকাশ করা হলে তোমরা দুঃখিত হবে।”

৫৯.৮- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ بْنُ رَبِيعِ الْقَيْسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ أَنَسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَبِي قَالَ أَبُوكَ فَلَانٌ وَنَزَلَتْ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءٍ إِنْ تَبَدَّلَكُمْ تَسْؤُكُمْ تَمَامُ الْآيَةِ-

৫৯০৮. মুহাম্মদ ইব্ন মা'মার ইব্ন রিব্বঈ কায়সী (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার পিতা কে? তিনি বললেন : তোমার পিতা অমুক। আর তখনই অবতীর্ণ হয় : হে ঈমানদারগণ! তোমরা সে সব বিষয়ে প্রশ্ন করো না যা প্রকাশিত হলে তোমরা দুঃখিত হবে”..... আয়াতের শেষ পর্যন্ত (৫ : ১০১)।

৫৯.৯- وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَرْمَلَةَ بْنِ عِمْرَانَ التَّجِيبِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى لَهُمْ صَلَاةَ الظُّهْرِ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَذَكَرَ السَّاعَةَ وَذَكَرَ أَنَّ قَبْلَهَا أُمُورًا عِظَامًا ثُمَّ قَالَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْأَلَنِي عَنْ شَيْءٍ فَلْيَسْأَلْنِي عَنْهُ فَوَ اللَّهِ لَا تَسْأَلُونَنِي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أَخْبَرْتُكُمْ بِهِ مَا دُمْتُ فِي مَقَامِي هَذَا قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ فَكَثَرَ النَّاسُ الْبُكَاءَ حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكَثَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَقُولَ سَلُونِي فَقَامَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُذَافَةَ فَقَالَ مَنْ أَبِي يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَبُوكَ حُذَافَةُ فَلَمَّا أَكْثَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ أَنْ يَقُولَ سَلُونِي بَرَكَ عُمَرُ فَقَالَ رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا قَالَ فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ قَالَ عُمَرُ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَوْلَى وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَقَدْ عُرِضَتْ عَلَى الْجَنَّةِ وَالنَّارِ أَنْفًا فِي عُرْضِ هَذَا الْحَائِطِ فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ-

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ قَالَتْ أُمُّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُذَافَةَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُذَافَةَ مَا سَمِعْتُ بِابْنِ قُطٍّ أَعْقُ مِنْكَ أَمِنْتَ أَنْ تَكُونَ أُمُّكَ قَدْ قَارَفَتْ بَعْضَ مَا تُقَارِفُ نِسَاءَ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ فَتَفْضَحَهَا عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُذَافَةَ وَاللَّهِ لَوْ الْحَقَنِي بِعَبْدٍ أَسْوَدَ لِلْحَقِّتُهُ-

৫৯০৯. হারমালা ইব্ন ইয়াহুইয়া ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন হারমালা ইব্ন ইমরান তুজীবী (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সূর্য ঢলার পর বাইরে এলেন এবং লোকদের নিয়ে জুহরের সালাত আদায় করলেন। যখন সালাম ফিরালেন তখন মিস্বরে দাঁড়িয়ে কিয়ামতের আলোচনা করলেন এবং উল্লেখ করলেন

যে, এর আগে অনেক বড় বড় ব্যাপার সংঘটিত হবে। এরপর বললেন : তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি আমাকে কোন বিষয়ে প্রশ্ন করতে চায়, সে যেন সে সম্পর্কে আমাকে প্রশ্ন করে। আল্লাহর কসম! যতক্ষণ পর্যন্ত আমি এ স্থানে রয়েছি, ততক্ষণ তোমরা আমাকে যে বিষয়েই প্রশ্ন করবে, আমি তা বলে দিব। আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন, এ কথা শুনে লোকেরা খুবই কান্নাকাটি শুরু করে দিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বারংবার বলতে থাকলেন, আমাকে প্রশ্ন কর। তখন আবদুল্লাহ ইব্ন হুযাফা (রা) দাঁড়িয়ে বললেন, আমার পিতা কে? ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি বললেন : তোমার পিতা হুযাফা। এরপর যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বারংবার বলতে থাকলেন আমাকে প্রশ্ন কর। তখন উমর (রা) হাঁটু গেড়ে বসে বললেন : সন্তুষ্ট চিত্তে আমরা আল্লাহকে রব্ব, ইসলামকে দীন এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে রাসূল হিসেবে মেনে নিয়েছি। আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন, উমর (রা) যখন এ কথা বললেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নীরব হলেন। রাবী বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : বিপদ (সন্নিকটে)। মুহাম্মদের প্রাণ যাঁর হাতে, তাঁর কসম! এ দেয়ালটির পাশে এখনই আমার সম্মুখে জান্নাত ও জাহান্নাম পেশ করা হয়। অতএব আজকের মত ভাল এবং মন্দ (এক সাথে) আমি আর দেখি নি।

ইব্ন শিহাব (র) বলেন, উবায়দুল্লাহ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন উতবাহ আমাকে বলেছেন, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইব্ন হুযাফার মা আবদুল্লাহ ইব্ন হুযাফাকে বললেন, তোমার চেয়ে বেশি অবাধ্য কোন সন্তানের কথা আমি শুনি নি। তুই কি এ কথা থেকে নিশ্চিত ছিলা যে, তোর মাও হয়ত এমন কোন পাপ করে বসেছে যা জাহিলী যুগের নারীরা করতো, আর তুই তোর মাকে লোকদের সামনে অপমান করতিস! আবদুল্লাহ ইব্ন হুযাফা (রা) উত্তরে বললেন, আল্লাহর কসম! যদি তিনি আমাকে একটা কাল হাবশীর সাথেও সম্পর্কিত করতেন, (তাকে আমার পিতা সাব্যস্ত করতেন) তবে আমি তা গ্রহণ করে নিতাম।

৫৯১. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ مَعَهُ غَيْرَ أَنَّ شُعَيْبًا قَالَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ أُمَّ عَبْدِ اللَّهِ بِنَ حُذَافَةَ قَالَتْ بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ-

৫৯১০. আব্দ ইব্ন হুমায়দ ও আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুর রাহমান দারিমী (র)..... আনাস (রা) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং উবায়দুল্লাহর হাদীসটি এর সঙ্গে রয়েছে, তবে শুআয়ব বলেছেন, যুহরী সূত্রে উবায়দুল্লাহ ইব্ন আবদুল্লাহ থেকে, তিনি বলেন, আমাকে জনৈক আলিম ব্যক্তি হাদীস শুনিয়েছেন, আবদুল্লাহ ইব্ন হুযাফার মা বললেন..... ইউনুসের হাদীসের অনুরূপ বলছেন।

৫৯১১. حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَمَّادٍ الْمَعْنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّاسَ سَأَلُوا نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ حَتَّى أَحْفَوْهُ بِالْمَسْئَلَةِ فَخَرَجَ ذَاتَ يَوْمٍ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ سَلُونِي لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا بَيَّنَّتهُ لَكُمْ فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ الْقَوْمُ أَرْمَوْا وَرَهَبُوا أَنْ يَسْأَلَ لَوْهَ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ يَدَيَّ أَمْرٍ قَدْ حَضَرَ قَالَ أَنَسٌ فَجَعَلْتُ أَلْتَفِتُ يَمِينًا وَشِمَالًا فَإِذَا كُلُّ رَجُلٍ لَافٌ رَأْسَهُ

فِي ثَوْبِهِ يَبْكِي فَأَنْشَأَ رَجُلٌ مِنَ الْمَسْجِدِ كَانَ يُلَاحِظُ فَيَدْعِي لِغَيْرِ أَبِيهِ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَنْ أَبِي قَالَ أَبُوكَ حُذَافَةُ ثُمَّ أَنْشَأَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا ﷺ عَائِذَا بِاللَّهِ مِنْ سُوءِ الْفِتَنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ قَطُّ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ إِنِّي صُورْتُ لِيَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَرَأَيْتُهُمَا دُونَ هَذَا الْحَائِطِ-

৫৯১১. ইউসুফ ইব্ন হাম্মাদ মানী (র)....আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, লোকেরা রাসূলুল্লাহ পারমার্থিক আল্লাহর রাসূল-কে প্রশ্ন করতে লাগল। এমন কি তারা তাঁকে প্রশ্ন করে ঝালাপালা করে ফেললো। তখন একদিন রাসূলুল্লাহ পারমার্থিক আল্লাহর রাসূল বের হয়ে এসে মিসরে উঠে বললেন : আমাকে জিজ্ঞাসা কর, যে কোন বিষয়ে তোমরা আমাকে জিজ্ঞাসা করবে, আমি অবশ্যই তোমাদের বর্ণনা করে দেব। লোকেরা একথা শুনে তাঁকে প্রশ্ন করা থেকে মুখ বন্ধ রাখল এবং ঘাবড়িয়ে গেল, না জানি সম্মুখে কোন বিষয় উপস্থিত হয়ে পড়ে! আনাস (রা) বলেন, আমি ডানে বাঁয়ে দেখতে লাগলাম। সব মানুষ নিজ নিজ মাথা কাপড়ে ঢেকে কাঁদছিল। তখন মসজিদ থেকে একজন লোক উঠল যাকে ঝগড়া লাগলে তার পিতা ব্যতীত অন্যের দিকে তাকে সম্পর্কিত করা হতো। সে বলল, হে আল্লাহর নবী! কে আমার পিতা? তিনি বললেন, তোমার পিতা হুযাফা। এরপর উমর (রা) উঠে বললেন, আমরা সন্তুষ্ট চিত্তে আল্লাহকে রব্ব, ইসলামকে দীন এবং মুহাম্মদ পারমার্থিক আল্লাহর রাসূল-কে রাসূল হিসেবে মেনে নিয়েছি। (আর) আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করার ফিতনার অকল্যাণ থেকে। এরপর রাসূলুল্লাহ পারমার্থিক আল্লাহর রাসূল বললেন : আজকের মতো ভাল এবং মন্দ আমি কখনো দেখি নি। আমার সম্মুখে জান্নাত ও জাহান্নামের চিত্র তুলে ধরা হয়। আমি উভয়টিকে এ দেয়ালের পাশে দেখতে পাই।

৫৯১২- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ كِلَاهُمَا عَنْ هِشَامٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ التَّيْمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَا جَمِيعًا حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ-

৫৯১২. ইয়াহইয়া ইব্ন হাবীব, মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার ও আসিম ইব্ন নাযর তায়মী (র)..... আনাস (রা) থেকে এ ঘটনাসহ (বর্ণনা করেছেন)।

৫৯১৩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَرَّادٍ الْأَشْعَرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ أَشْيَاءَ كَرِهَهَا فَلَمَّا أَكْثَرَ عَلَيْهِ غَضَبٌ ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ سَلُونِي عَمَّا شِئْتُمْ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَبِي قَالَ أَبُوكَ حُذَافَةُ فَقَامَ آخَرُ فَقَالَ مَنْ أَبِي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَبُوكَ سَالِمٌ مَوْلَى شَيْبَةَ فَلَمَّا رَأَى عُمَرُ مَا فِي وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْغَضَبِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَتُوبُ إِلَى اللَّهِ وَفِي رِوَايَةٍ أَبِي كُرَيْبٍ قَالَ مَنْ أَبِي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَبُوكَ سَالِمٌ مَوْلَى شَيْبَةَ-

৫৯১৩. আবদুল্লাহ ইব্ন বার্বাদ আশআরী ও মুহাম্মদ ইব্ন আ'লা হামদানী (র)..... আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-কে এমন কিছু বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয় যা তিনি পসন্দ করেন নি। যখন এ ধরনের প্রশ্ন অত্যধিক করা হলো, তিনি অসন্তুষ্ট হয়ে লোকদের বললেন : যা ইচ্ছে, তোমরা আমাকে জিজ্ঞাসা কর। এক ব্যক্তি বললো, আমার পিতাকে? তিনি বললেন, তোমার পিতা হুযাফা। আরেক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কে আমার পিতাকে? তিনি বললেন : তোমার পিতা শায়বার আযাদকৃত গোলাম সালিম। উমর (রা) যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চেহারায় অসন্তুষ্টির আলমত দেখতে পেলেন, তখন বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা আল্লাহর কাছে তাওবা করছি। আবু কুরায়ব (র)-এর বর্ণনায় (শুধু এটুকু) আছে, বললো, আমার পিতাকে, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি বললেন : তোমার পিতা শায়বার আযাদকৃত গোলাম সালিম।

৩৪- بَابُ وَجُوبِ امْتِثَالِ مَا قَالَهُ شَرْعًا دُونَ مَا ذَكَرَهُ ﷺ مِنْ مَعَاشِ الدُّنْيَا عَلَى سَبِيلِ الرَّأْيِ

৩৪. পরিচ্ছেদ : শরী'আত হিসেবে রাসূলুল্লাহ ﷺ যা আদেশ করেছেন তা পালন করা ওয়াজিব আর পার্থিব বিষয়ে তিনি যে অভিমত ব্যক্ত করেন, তা নয়

৫৯১৪- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّقَفِيُّ وَأَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ وَهَذَا حَدِيثُ قُتَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكِ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَرَرْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِقَوْمٍ عَلَى رُؤْسِ النَّخْلِ فَقَالَ مَا يَصْنَعُ هَؤُلَاءِ فَقَالُوا يُلْقَحُونَهُ يَجْعَلُونَ الذَّكَرَ فِي الْأُنْثَى فَيُلْقَحُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا أَظُنُّ يَغْنَى ذَلِكَ شَيْئًا قَالَ فَأَخْبِرُوا بِذَلِكَ فَتَرَكَوهُ فَأَخْبَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِذَلِكَ فَقَالَ إِنْ كَانَ يَنْفَعُهُمْ ذَلِكَ فَلْيَصْنَعُوهُ فَإِنِّي إِنَّمَا ظَنَنْتُ ظَنًّا فَلَا تُؤَاخِذُونِي بِالظَّنِّ وَلَكِنْ إِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنِ اللَّهِ شَيْئًا فَخَذُّوْا بِهِ فَإِنِّي لَنْ أَكْذِبَ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ-

৫৯১৪. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ সাকাফী ও আবু কামিল জাহদারী (র)..... তাল্হা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে খেজুর গাছের মাথায় অবস্থানরত লোকদের পাশ দিয়ে পথ অতিক্রম করলাম। তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) বললেন : এরা কি করছে? লোকেরা বললো, এরা প্রজনন করছে। মাদীকে নর-নারী ফুলের গর্ভাশয়ে পুরুষ ফুলের রেনু ও (কেশর) লাগায় এতে তা গর্ভবতী হয়। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আমি মনে করি না, এতে কোন উপকার হয়। রাবী বললেন, হযূর ﷺ-এর এ মন্তব্য সাহাবাদের কাছে পৌঁছলে তারা প্রজনন কর্ম বন্ধ করে দিল। এরপর এ খবর রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেওয়া হলো। তিনি বললেন : এতে যদি তাদের উপকার হয়ে থাকে, তবে তারা করুক। আমি তো একটা ধারণা করেছি মাত্র। অতএব তোমরা আমার ধারণাকে অবলম্বন করো না। কিন্তু আমি যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন কথা বলি, তবে তার উপর আমল করো। কেননা আমি মহীয়ান ও গরীয়ান আল্লাহর প্রতি কখনই মিথ্যারোপ করবো না।

৫৯১৫- حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الرَّؤْمِيِّ الْيَمَامِيُّ وَعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَعْقَرِيُّ قَالُوا حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ وَهُوَ ابْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو النَّجَّاشِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يَأْبُرُونَ النَّخْلَ

يَقُولُ يُلْقِحُونَ النَّخْلَ فَقَالَ مَا تَصْنَعُونَ قَالُوا كُنَّا نَصْنَعُهُ قَالَ لَعَلَّكُمْ لَوْ لَمْ تَفْعَلُوا كَانَ خَيْرًا فَتَرَكُوهُ فَنَفَضْتُ أَوْ قَالَ فَنَقَضْتُ قَالَ فَذَكِّرُوا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ دِينِكُمْ فَخُذُوا بِهِ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ رَأْيٍ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ قَالَ عِكْرِمَةُ أَوْ نَحْوُ هَذَا قَالَ الْمَعْقَرِيُّ فَنَفَضْتُ وَلَمْ يَشْكُ-

৫৯১৫. আবদুল্লাহ ইবন রুমী ইয়ামামী, আব্বাস ইবন আবদুল আযীম আনবারী ও আহমাদ ইবন জা'ফর মা'কিরী (র)..... রাফি' ইবন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনায় আগমন করলেন। লোকেরা খেজুর গাছ 'তাবীর' করত। রাবী বলেন, অর্থাৎ নর ও নারী ফুলের রেণুতে মিশ্রণ ঘটিয়ে খেজুর গাছকে গর্ভদান করত। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমরা কি করছ? তারা বললো, আমরা এরূপ করে আসছি। তিনি বললেন : তোমরা এমন না করলেই বোধ হয় ভাল হয়। রাবী বললেন, সুতরাং তারা তা বর্জন করল। আর এতে খেজুর ঝরে পড়ল অথবা (রাবী বলেছেন), তার উৎপাদন কমে গেল। রাবী বলেন, লোকেরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এ ঘটনা বলল। তখন তিনি বললেন, আমি তো একজন মানুষ। দীন সম্পর্কে যখন তোমাদের আমি কোন আদেশ দেই, তখন তোমরা তা পালন করবে, আর যখন কোন (পার্থিব) কথা আমি আমার মতানুসারে বলি, তখন তো আমি একজন মানুষ মাত্র। রাবী ইকরামা (র) বলেন, অথবা নবী ﷺ এরূপ বলেছেন। আর মা'কিরী (র) সন্দেহ ব্যতিরেকে কেবল نَفَضْتُ (ঝরে পড়ল) বলেছেন।

৫৯১৬ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدِ كِلَاهُمَا عَنِ الْأَسْوَدِ ابْنِ عَامِرٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ وَعَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ بِقَوْمٍ يُلْقِحُونَ فَقَالَ لَوْ لَمْ تَفْعَلُوا لَصَلَحَ قَالَ فَخَرَجَ شَيْصًا فَمَرَّ بِهِمْ فَقَالَ مَا لِنَخْلِكُمْ قَالُوا قُلْتَ كَذَا وَكَذَا قَالَ أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ-

৫৯১৬. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও আমর নাকিদ (র)..... আয়েশা (রা) থেকে এবং ভিন্ন সূত্রে আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ গাছে গর্ভদানরত কিছু লোকের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন। তিনি বললেন, যদি এটা না কর তাহলেই তো ভাল হবে। (লোকেরা তা করল না) এতে 'চিটা' খেজুর উৎপন্ন হলো। পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের কাছ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের খেজুর গাছের কি হলো? লোকেরা বললো, আপনি এমন এমন বলেছিলেন (তা করায় এরূপ হয়েছে)। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমাদের পার্থিব বিষয়ে তোমরাই অধিক অবগত।

৭- بَابُ فَضْلِ النَّظَرِ إِلَيْهِ ﷺ وَتَمَنِّيهِ-

৩৫. পরিচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখার ফযীলত ও এর আকাঙ্ক্ষা

৫৯১৭ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالَّذِي

نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أَحَدِكُمْ يَوْمٌ وَلَا يَرَانِي ثُمَّ لَأَنْ يَرَانِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ
مَعَهُمْ قَالَ أَبُو اسْحَاقَ الْمَعْنَى فِيهِ عِنْدِي لَأَنْ يَرَانِي مَعَهُمْ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَهُوَ عِنْدِي
مُقَدَّمٌ وَمُؤَخَّرٌ-

৫৯১৭. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র)..... হাম্মাম ইব্ন মুনাবিহ' (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এটা তা, যা আবু হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, অতঃপর তিনি কতক হাদীস উল্লেখ করেছেন। তার মধ্যে থেকে একটি হল এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মুহাম্মদের প্রাণ যাঁর হাতে, তাঁর কসম! তোমাদের কারো উপর এমন এক সময় আসবে যখন সে আমাকে দেখতে পাবে না; আর আমার দর্শন লাভ তার কাছে তখন তার ধন-ঐশ্বর্য ও পরিবার-পরিজনের চেয়েও তাদের সঙ্গে থেকে প্রিয় হবে। আবু ইসহাক বলেন, এতে আমার নিকট অর্থ হলো, নিশ্চয়ই আমাকে তাদের সঙ্গে দেখা তাদের কাছে তার পরিবার ও ধন-সম্পদ থেকে অধিক প্রিয় হবে, আমার মতে বাক্য (مَعَهُمْ শব্দ) অগ্র-পশ্চাৎ করা হয়েছে।

২৬- بَابُ فَضَائِلِ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَام

৩৬. পরিচ্ছেদ : ঈসা (আ)-এর ফযীলত

৫৯১৮- حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ
أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ أَنَا أَوْلَى
النَّاسِ بِابْنِ مَرْيَمَ الْأَنْبِيَاءِ أَوْلَادُ عَلَاتٍ وَلَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَبِيٌّ-

৫৯১৮. হারমালা ইব্ন ইয়াহইয়া (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে বলতে শুনেছি, আমি মানুষের মধ্যে মারয়াম তনয়ের সবচেয়ে বেশি নিকটবর্তী। (কেননা) নবীগণ পরস্পরে বৈমাত্রেয় ভাই সমতুল্য। আর আমার ও তাঁর মধ্যে কোন নবী নেই।

৫৯১৯- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي
الزُّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَا أَوْلَى النَّاسِ
بِعِيسَى الْأَنْبِيَاءِ أَوْلَادُ عَلَاتٍ وَلَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَ عِيسَى نَبِيٌّ-

৫৯১৯. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমি ঈসা (আ)-এর সবচেয়ে নিকটবর্তী। নবীগণ পরস্পরে বৈমাত্রেয় ভাই। আর আমার ও ঈসার মধ্যে কোন নবী নেই।

৫৯২০- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرُ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ
هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ أَحَدِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَا أَوْلَى

النَّاسِ بَعِيسَى بْنِ مَرِيَمَ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ قَالُوا كَيْفَ يَأْرَسُولُ اللَّهِ قَالَ الْأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ مِنْ عِلَاتٍ وَأُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ فَلَيْسَ بَيْنَنَا نَبِيٌّ-

৫৯২০. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র).....আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইহ ও পরজগতে আমি ঈসা (আ)-এর সবচেয়ে নিকটবর্তী। লোকেরা বললো, কিরূপে হে আল্লাহর রাসূল! তখন তিনি বললেন : নবীগণ একই পিতার সন্তানের মত। তাঁদের মা বিভিন্ন। তাঁদের দীন একটিই। আর তাঁর এবং আমার মধ্যে কোন নবীও নেই।

৫৯২১- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَا مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ إِلَّا نَخَسَهُ الشَّيْطَانُ فَيَسْتَهْلُ صَارِحًا مِنْ نَخَسَةِ الشَّيْطَانِ إِلَّا ابْنَ مَرِيَمَ وَأُمَّهُ ثُمَّ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ اقْرَأُوا إِنَّ شَيْئَكُمْ : وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ-

وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ قَالَ أَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ جَمِيعًا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَا يَمَسُّهُ حِينَ يُولَدُ فَيَسْتَهْلُ صَارِحًا مِنْ مَسَةِ الشَّيْطَانِ أَيَّاهُ وَفِي حَدِيثٍ شُعَيْبٍ مِنْ مَسِ الشَّيْطَانِ-

৫৯২১. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : এমন কোন নবজাতক নেই যাকে শয়তান খোঁচা না দেয়। যাতে শয়তানের খোঁচায় সে চিৎকার করতে শুরু করে। শুধু মারয়াম তনয় এবং তাঁর মাতা ছাড়া। এরপর আবু হুরায়রা (রা) বলেন, তোমাদের ইচ্ছা হলে পড় : “নিশ্চয়ই আমি অভিশপ্ত শয়তান হতে তাঁর ও তাঁর বংশধরদের জন্য তোমার শরণ নিচ্ছি” (৩ : ৩৬)।

মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' ও আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুর রাহমান দারিমী (র)..... যুহরী (র) থেকে উক্ত সনদে বর্ণনা করেছেন, এবং তাঁরা বলেন, “জন্মের সময়ে তাকে স্পর্শ করে, তখন শয়তানের ছোঁয়ায় সে চিৎকার করে উঠে।” গুয়াইবের হাদীসেও রয়েছে “শয়তানের ছোঁয়া।”

৫৯২২- حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ أَبَا يُونُسَ سَلِمًا مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ كُلُّ بَنِي آدَمَ يَمَسُّهُ الشَّيْطَانُ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ إِلَّا مَرِيَمَ وَابْنَهَا-

৫৯২২. আবু তাহির (র).....আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : প্রত্যেক আদম সন্তানকেই শয়তান ছুঁয়ে দেয়, যেদিন তার মা তাকে প্রসব করে, শুধু মারয়াম ও তাঁর ছেলে ব্যতীত।

৫৯২৩- وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صِيَا حُ الْمَوْلُودِ حِينَ يَقَعُ نَزْغَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ-

৫৯২৩. শায়বান ইব্ন ফাররুখ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : জন্ম হওয়ার সময় নবজাতকের চিৎকার শয়তানের একটা খোঁচার কারণে।

৫৯২৪- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَأَى عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَجُلًا يَسْرِقُ فَقَالَ لَهُ عِيسَى سَرَقْتَ قَالَ كَلَّا وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَقَالَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ امْنْتُ بِاللَّهِ وَكَذَبْتُ نَفْسِي-

৫৯২৪ মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র)..... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : মারিয়াম পুত্র ঈসা (আ) এক ব্যক্তিকে চুরি করতে দেখলেন। তখন ঈসা (আ) তাকে বললেন, তুমি চুরি করেছ। সে বললো, কখনো না, যিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই, তাঁর শপথ (আমি চুরি করি নি)। তখন ঈসা (আ) বললেন, আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করলাম আর আমি নিজেকে মিথ্যা সাব্যস্ত করলাম।

৩৭- بَابُ مِنْ فَضَائِلِ إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ عَلَيْهِ السَّلَامُ

৩৭. পরিচ্ছেদ : ইবরাহীম খলীল (আ)-এর মর্যাদা

৫৯২৫- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَابْنُ فَضِيلٍ بْنُ الْمُخْتَارِ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا الْمُخْتَارُ بْنُ فُلْفُلٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا خَيْرَ الْبَرِيَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاكَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ-

৫৯২৫. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা ও আলী ইব্ন হুজর সাদী (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বললো, 'হে সৃষ্টির সেরা'! তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তিনি তো ইবরাহীম (আ)।

৫৯২৬- وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ قَالَ سَمِعْتُ مُخْتَارَ بْنَ فُلْفُلٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِمِثْلِهِ

৫৯২৬. আবু কুরায়ব (র)..... আনাস (রা) থেকে তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৫৯২৭- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ الْمُخْتَارِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ-

৫৯২৭. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র) ... আনাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে..... অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৫৯২৮. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِزَامِيَّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِينَ سَنَةً بِالْقَدُومِ-

৫৯২৮. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : ইবরাহীম (আ) খাতনা করেছেন কুড়াল (জাতীয় অস্ত্র) দিয়ে, তখন তাঁর বয়স ছিল আশি বছর।

৫৯২৯. وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ نَحْنُ أَحَقُّ بِالشَّكِّ مِنْ إِبْرَاهِيمَ : وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ ارْنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أُولِمُ تُوْمِنُ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي وَيَرْحَمُ اللَّهُ لَوْطًا عَلَيْهِ السَّلَامُ لَقَدْ كَانَ يَأْوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ وَلَوْ لَبِثْتُ فِي السَّجْنِ طُولَ لُبْثِ يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَأَجَبْتُ الدَّاعِيَ-

৫৯২৯. হারমালা ইবন ইয়াহুইয়া (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : আমরা ইবরাহীম (আ)-এর চেয়ে অধিক সন্দেহ প্রবণ হওয়ার যোগ্য। (যদি তিনি সন্ধিহান হয়ে থাকেন) যখন তিনি বলেছিলেন : হে আমার প্রতিপালক! আপনি কিভাবে মৃতকে জীবিত করেন, আমাকে একটু দেখিয়ে দিন। তিনি বললেন : তুমি কি তবে বিশ্বাস কর নি? তিনি বললেন : কেন করব না, তবে তা কেবল আমার চিন্তা-প্রশান্তির জন্য (২ : ২৬০)। (অনুরূপ) লূত (আ)-কে আল্লাহ রহম করুন, তিনি শক্ত-কঠিন স্তম্ভের আশ্রয় চাচ্ছিলেন। (অনুরূপ) আমি যদি ইউসুফ (আ)-এর ন্যায় দীর্ঘ সময় কারাগারে বন্দী থাকতাম, তবে (সরকারী) আহ্বানকারীর ডাকে তৎক্ষণাৎ সাড়া দিতাম।

৫৯৩০. وَحَدَّثَنَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ أَسْمَاءَ قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَأَبَا عُبَيْدٍ أَخْبَرَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمَعْنَى حَدِيثِ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ-

৫৯৩০. 'ইনশা-আল্লাহ' আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ ইবন আসমা (র)..... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে..... ইউনুস সূত্রে যুহরী (র) থেকে বর্ণিত হাদীসের মর্মে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৫৯৩১. وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَغْفِرُ اللَّهُ لِلْوَطِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّهُ أَوَى إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ-

৫৯৩১. যুহায়র ইবন হার্ব (র)..... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : লূত (আ)-কে আল্লাহ ক্ষমা করে দিন, তিনি (এমন কঠিন সংকটের সম্মুখীন হয়েছিলেন যে) শক্ত-কঠিন স্তম্ভের আশ্রয় চেয়েছিলেন।

৫৯৩২- وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَمْ يَكْذِبْ إِبْرَاهِيمُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَطُّ إِلَّا ثَلَاثَ كَذَبَاتٍ ثِنْتَيْنِ فِي ذَاتِ اللَّهِ قَوْلُهُ إِنِّي سَقِيمٌ وَقَوْلُهُ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا وَوَاحِدَةً فِي شَأْنِ سَارَةَ فَإِنَّهُ قَدِمَ أَرْضَ جَبَّارٍ وَمَعَهُ سَارَةُ وَكَانَتْ أَحْسَنَ النَّاسِ فَقَالَ لَهَا إِنَّ هَذَا الْجَبَّارَ إِنْ يَعْلَمُ أَنَّكَ امْرَأَتِي يَغْلِبُنِي عَلَيْكَ فَإِنْ سَأَلَكَ فَأَخْبِرِيهِ أَنَّكَ أُخْتِي فَإِنَّكَ أُخْتِي فِي الْإِسْلَامِ فَإِنِّي لَا أَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ مُسْلِمًا غَيْرِي وَغَيْرِكَ فَلَمَّا دَخَلَ أَرْضَهُ رَأَاهَا بَعْضُ أَهْلِ الْجَبَّارِ أَتَاهُ فَقَالَ لَهُ لَقَدْ قَدِمْتَ أَرْضَكَ امْرَأَةً لَا يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَكُونَ إِلَّا لَكَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا فَأَتَتْ بِهَا فَقَامَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ لَمْ يَتَمَالَكْ أَنْ بَسَطَ يَدَهُ إِلَيْهَا فَقَبِضَتْ يَدَهُ قَبْضَةً شَدِيدَةً فَقَالَ لَهَا ادْعِي اللَّهَ أَنْ يُطْلِقَ يَدِي وَلَا أَضْرُكَ فَفَعَلَتْ فَعَادَ فَقَبِضَتْ أَشَدَّ مِنَ الْقَبْضَةِ الْأُولَى فَقَالَ لَهَا مِثْلَ ذَلِكَ فَفَعَلَتْ فَعَادَ فَقَبِضَتْ أَشَدَّ مِنَ الْقَبْضَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فَقَالَ ادْعِي اللَّهَ أَنْ يُطْلِقَ يَدِي فَلَكِ اللَّهُ أَنْ لَا أَضْرُكَ فَفَعَلَتْ وَأُطْلِقَتْ يَدُهُ وَدَعَا الَّذِي جَاءَ بِهَا فَقَالَ لَهُ إِنَّكَ إِنَّمَا أَتَيْتَنِي بِشَيْطَانٍ وَلَمْ تَأْتِنِي بِإِنْسَانٍ فَأَخْرَجَهَا مِنْ أَرْضِي وَأَعْطَاهَا هَاجِرًا قَالَ فَأَقْبَلَتْ تَمْشِي فَلَمَّا رَأَاهَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ انْصَرَفَ فَقَالَ لَهَا مَهْمٌ قَالَتْ خَيْرًا كَفَّ اللَّهُ يَدَا الْفَاجِرِ وَأَخَذَ خَادِمًا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَتِلْكَ أُمُّكُمْ يَا بَنِي مَاءِ السَّمَاءِ-

৫৯৩২. আবু তাহির (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : নবী ইবরাহীম (আ) কখনো মিথ্যা বলেন নি; তিনবার (রূপক মিথ্যা) ব্যতীত। দু'বার আল্লাহ সম্পর্কিত। একবার তো তিনি বলেছিলেন, “আমি অসুস্থ” আর তাঁর কথা, “বরং এদের বড়টাই একাজ করেছে” (মূর্তি ভেঙ্গেছে)। আরেকটা ‘সারা’ (রা) সম্পর্কে। যখন তিনি এক অত্যাচারীর দেশে গিয়েছিলেন, (স্ত্রী) সারাও সঙ্গে ছিলেন। সারা ছিলেন সেরা সুন্দরী। তখন ইবরাহীম (আ) সারাকে বললেন, এ অত্যাচারী রাজা যদি জানতে পারে যে, তুমি আমার স্ত্রী, তবে তোমাকে ছিনিয়ে নেবে। কাজেই তোমাকে যদি কেউ প্রশ্ন করে, তুমি বলবে যে, তুমি আমার বোন। ইসলামের দিক দিয়ে তুমি তো আমার বোনই হও। কেননা তুমি আর আমি ছাড়া পৃথিবীতে আর কোন মুসলিম আছে বলে আমার জানা নেই। যখন ইবরাহীম (আ) সে অত্যাচারীর দেশে পৌঁছলেন, তখন রাজার লোকজন তাঁর কাছে সারাকে দেখতে পেয়ে রাজার কাছে এসে বলল, আপনার দেশে এমন একজন স্ত্রীলোক এসেছে, আপনিই শুধু তার উপযুক্ত। রাজা সারাকে ডেকে পাঠালে ইবরাহীম (আ) সালাতে দাঁড়িয়ে গেলেন। সারা যখন রাজার কাছে পৌঁছলেন, সে

সম্মোহিতের মত সারার দিকে হাত বাড়তেই তার হাত মুষ্টিবদ্ধ হয়ে ঐটে গেলো। রাজা বললো, তুমি আল্লাহর কাছে আমার হাত খুলে যাওয়ার জন্য দু'আ কর, আমি তোমাকে উত্যক্ত করবো না। তিনি দু'আ করলেন। পুনরায় সে হাত বাড়াল, তখন প্রথম বারের চেয়ে অধিক শক্ত হয়ে হাত মুষ্টিবদ্ধ হয়ে গেল। তাকে (সারাকে) সে আগের মতই বললো। তিনি দু'আ করলেন। পুনরায় সে হাত বাড়াল। তখন প্রথম দু'বারের চেয়ে আরো অধিক কঠিনভাবে তার হাত মুষ্টিবদ্ধ হয়ে গেলো। তখন রাজা বললো, তুমি আল্লাহর কাছে আমার হাত খুলে দেয়ার জন্য দু'আ কর। আল্লাহর নাম নিয়ে (কসম), তোমাকে আমি উত্যক্ত করব না। তিনি দু'আ করলেন। তার হাত খুলে গেলো। তখন সে ঐ লোকটিকে ডাকলো যে সারাকে এনেছিলো। বললো, তুই তো আমার কাছে একটা 'শয়তান' নিয়ে এসেছিস, মানুষ আনিস নি। একে আমার দেশ থেকে বের করে দে। সাথে হাজারকে দিয়ে দে। বর্ণনাকারী বলেন, সারা এগিয়ে চললেন। ইবরাহীম (আ) তাঁদের দেখে এগিয়ে এলেন এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, কি খবর? তিনি বললেন, ভালোই। আল্লাহ তা'আলা আমার উপর থেকে পাপাচারীর হাতকে আবদ্ধ করে রেখেছেন। আর একটা সেবিকাও দিয়েছেন। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, এই (সেবিকাই) তোমাদের মা, হে আসমানের (কুদরতী) পানির সন্তানেরা!

২৮- بَابُ مِنْ فَضَائِلِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ

৩৮. পরিচ্ছেদ : হযরত মূসা (আ)-এর ফযীলত

৫৭২২- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ يَغْتَسِلُونَ عُرَاءَةً يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى سَوَاءَةٍ بَعْضٍ وَكَانَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ يَغْتَسِلُ وَحْدَهُ فَقَالُوا وَاللَّهِ مَا يَمْنَعُ مُوسَى أَنْ يَغْتَسِلَ مَعَنَا إِلَّا أَنَّهُ آدَرُ قَالَ فَذَهَبَ مَرَّةً يَغْتَسِلُ فَوَضَعَ ثَوْبَهُ عَلَى حَجَرٍ فَفَرَّ الْحَجَرُ بِثَوْبِهِ قَالَ فَجَمَعَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ بِأَثَرِهِ يَقُولُ ثَوْبِي حَجَرٌ ثَوْبِي حَجَرٌ حَتَّى نَظَرْتُ بَنُوا إِسْرَائِيلَ إِلَى سَوَاءَةٍ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالُوا وَاللَّهِ مَا بِمُوسَى مِنْ بَأْسٍ فَقَامَ الْحَجَرُ بَعْدُ حَتَّى نَظَرَ إِلَيْهِ قَالَ فَأَخَذَ ثَوْبَهُ فَطَفِقَ بِالْحَجَرِ ضَرْبًا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَاللَّهِ إِنَّهُ بِالْحَجَرِ نَدَبٌ سِتَّةٌ أَوْ سَبْعَةٌ ضَرَبَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالْحَجَرِ-

৫৯৩৩. মুহাম্মদ ইবন রাফি' (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : বনী ইসরাঈলরা উলংগ হয়ে গোসল করত ও একে অপরের লজ্জাস্থান দেখত। মূসা (আ) একাকী গোসল করতেন। লোকেরা বলত, মূসা আমাদের সাথে গোসল করে না। কারণ তার অণ্ডকোষে রোগ আছে। রাবী বলেন, একবার মূসা (আ) পাথরের উপর কাপড় রেখে গোসল করেছিলেন। তখন পাথরটি তাঁর কাপড় নিয়ে ছুটতে লাগল। তখন মূসা (আ) “ও পাথর আমার কাপড় দে”, “পাথর আমার কাপড় দে” বলে পাথরটির পিছু পিছু দৌড়াতে লাগলেন, এতে বনী ইসরাঈল তাঁর গোপনাস্থ দেখে ফেলল এবং বলল, আল্লাহর কসম! মূসার তো কোন রোগ নেই! এরপর পাথরটি থেমে গেলো, ততক্ষণে ভালোভাবে দেখা হয়ে গেলো। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি [মূসা (আ)] কাপড়

নিলেন এবং পাথরটিকে মারতে আরম্ভ করলেন। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আল্লাহর শপথ! এ পাথরটির গায়ে মূসা (আ)-এর মারের ছয় কি সাতটি দাগ হয়েছে।

৫৯২৪- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ الْحَذَّاءُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ رَجُلًا حَيًّا قَالَ فَكَانَ لَا يَرَى مُتَجَرِّدًا قَالَ فَقَالَ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِنَّهُ آدَرُ قَالَ فَاعْتَسَلَ عِنْدَ مُوَيْهِ فَوَضَعَ ثَوْبَهُ عَلَى حَجَرٍ فَأَنْطَلَقَ الْحَجَرُ يَسْعَى وَاتَّبَعَهُ بِعَصَاهُ يَضْرِبُهُ ثَوْبِي حَجَرُ ثَوْبِي حَجَرُ حَتَّى وَقَفَ عَلَى مَلَأٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَنَزَلَتْ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّاهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا-

৫৯৩৪. ইয়াহইয়া ইবন হাবীব হারিসী (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন মূসা (আ) অত্যন্ত লজ্জাশীল ব্যক্তি ছিলেন। রাবী বলেন, সুতরাং তাঁকে বিবস্ত্র দেখা যেতো না। তিনি আরো বললেন, বনী ইসরাঈল বললো, মূসার অণুকোষ রোগাক্রান্ত। রাবী বললেন, একবার তিনি কোন জলাধারে গোসল করলেন এবং কাপড় একটা পাথরের উপর রাখলেন। পাথরটি দৌড়ে চলতে লাগলো। তিনি তাঁর লাঠি হাতে পাথরটিকে মারতে মারতে এর পিছু পিছু চললেন। (বলতে লাগলেন), হে পাথর আমার কাপড়, হে পাথর আমার কাপড়! পাথরটি বনী ইসরাঈলের এক লোক সমাবেশে গিয়ে থামলো। এ বিষয়ে এ আয়াত অবতীর্ণ হলো : “হে ঈমানদারগণ! তোমরা তাদের মতো হয়ো না যারা মূসা (আ)-কে কষ্ট দিয়েছে। তাদের দেয়া অপবাদ থেকে আল্লাহ তাঁকে মুক্ত করেছেন, আর তিনি আল্লাহর নিকট ছিলেন সম্মানিত (৩৩ : ৬৯)।”

৫৯২৫- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أُرْسِلَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَلَمَّا جَاءَهُ صَكُّهُ فَفَقَّأَ عَيْنَهُ فَرَجَعَ إِلَى رَبِّهِ فَقَالَ أَرْسَلْتَنِي إِلَى عَبْدٍ لَا يُرِيدُ الْمَوْتَ قَالَ فَرَدَّ اللَّهُ إِلَيْهِ عَيْنَهُ وَقَالَ ارْجِعْ إِلَيْهِ فَقُلْ لَهُ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى مَتْنِ ثَوْرٍ فَلَهُ بِمَا غَطَّتْ يَدُهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ سَنَةٌ قَالَ أَيْ رَبِّ ثُمَّ مَهْ قَالَ ثُمَّ الْمَوْتُ قَالَ فَالْآنَ فَسَأَلَ اللَّهُ أَنْ يُدْنِيَهُ مِنَ الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ رَمِيَّةً بِحَجَرٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَوْ كُنْتُ ثُمَّ لَارَيْتُكُمْ قَبْرَهُ إِلَى جَانِبِ الطَّرِيقِ تَحْتَ الْكَثِيبِ الْأَحْمَرِ-

৫৯৩৫. মুহাম্মদ ইবন রাফি' এবং আব্দ ইবন হুমায়দ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মালাকুল মাউতকে মূসা (আ)-এর কাছে পাঠানো হয়েছিল। যখন ফেরেশতা তাঁর কাছে এলেন তখন মূসা (আ) তাঁকে একটা খাপ্পড় মারলেন এবং এতে তাঁর একটা চোখ নষ্ট করে দিলেন। এরপর তিনি আল্লাহর কাছে ফিরে গেলেন এবং বললেন, আপনি আমাকে এমন এক বান্দার কাছে পাঠিয়েছেন যে মরতে চায় না। রাবী বলেন, আল্লাহ তা'আলা তার চোখ ফিরিয়ে দিলেন এবং বললেন, আবার তাঁর নিকট যাও এবং তাঁকে বল, সে যেন তাঁর হাত

একটি বলদের পিঠের উপর রাখে। এতে যতগুলো পশম তাঁর হাতের নীচে পড়বে, প্রতিটি পশমের বদলে সে এক বছর জীবিত থাকবে। মূসা (আ) বললেন, হে পালনকর্তা! এরপর কি হবে? আল্লাহ্ বললেন, এরপর মৃত্যু। মূসা (আ) বললেন, তা হলে এখনই। তিনি বললেন, হে আল্লাহ্! আমাকে পবিত্র ভূমির (বায়তুল মুকাদ্দাস) নিকটবর্তী করুন। একটি পাথর (ঢেলা) নিক্ষেপের দূরত্বে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : যদি আমি ওখানে হতাম তা হলে রাস্তার পাশে লাল বালিয়াড়ির গাড়ির কাছে তার [মূসা (আ)]-এর কবর তোমাদের দেখিয়ে দিতাম।

৫৭৩৬- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَاءَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ لَهُ أَجِبْ رَبَّكَ قَالَ فَلَطَمَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ عَيْنَ مَلَكِ الْمَوْتِ فَفَقَّأَهَا قَالَ فَارْجِعْ الْمَلِكُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى فَقَالَ إِنَّكَ أَرْسَلْتَنِي إِلَى عَبْدِكَ لَا يُرِيدُ الْمَوْتَ وَقَدْ فَقَّأَ عَيْنِي قَالَ فَرَدَّ اللَّهُ إِلَيْهِ عَيْنَهُ وَقَالَ ارْجِعْ إِلَى عَبْدِي فَقُلِ الْحَيَاةُ تُرِيدُ فَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْحَيَاةَ فَضَعْ يَدَكَ عَلَى مَتْنِ ثَوْرٍ فَمَا تَوَارَتْ يَدُكَ مِنْ شَعْرَةٍ فَإِنَّكَ تَعِيشُ بِهَا سَنَةً قَالَ ثُمَّ مَهْ قَالَ ثُمَّ تَمُوتُ قَالَ فَالْآنَ مِنْ قَرِيبٍ رَبِّ أَمِتْنِي مِنَ الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ رَمِيَةً بِحَجَرٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَاللَّهِ لَوْ أَنِّي عِنْدَهُ لَارَيْتُكُمْ قَبْرَهُ إِلَى جَانِبِ الطَّرِيقِ عِنْدَ الْكُتَيْبِ الْأَحْمَرِ- حَدَّثَنَا أَبُو اسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ بِمِثْلِ هَذَا الْحَدِيثِ-

৫৯৩৬. মুহাম্মদ ইব্ন রাফি' (র).....আম্মাম ইব্ন মুনায্জিহ সূত্রে বর্ণিত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত কয়েকটি হাদীসের অন্যতম হাদীস। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মালাকুল মাউত মূসা (আ)-এর কাছে এসে বললো, মূসা, আপনার পালনকর্তার ডাকে সাড়া দিন। রাবী বলেন, তখন মালাকুল মাউতের চোখের উপর মূসা (আ) একটা থাপ্পড় মারলেন, এতে তাঁর চোখ নষ্ট করে ফেলেছিলেন। এরপর ফেরেশতা আল্লাহ্র কাছে ফিরে গিয়ে বললেন, আপনি আমাকে আপনার এমন এক বান্দার কাছে পাঠিয়েছেন যে মরতে চায় না এবং সে আমার চোখ নষ্ট করে দিয়েছে। আল্লাহ্ তাঁর চোখ ভালো করে দিলেন এবং বললেন, আমার বান্দার কাছে আবার যাও এবং বল, আপনি কি আরও হায়াত চান? যদি তা চান তবে আপনার হাত একটি বলদের পিঠের উপর রাখুন। এতে আপনার হাত যতগুলো পশম ঢেকে ফেলবে, তত বছর এমনি বেঁচে থাকবেন। মূসা বললেন, এরপর কি? আল্লাহ্ বললেন, এরপর মৃত্যুবরণ করবে। মূসা (আ) বললেন, তবে এখনই (ভালো)। আল্লাহ্! আমাকে পবিত্র ভূমি থেকে একটি পাথর নিক্ষেপের দূরত্বে নিকটে নিয়ে মৃত্যু দান করুন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আল্লাহ্র শপথ! আমি যদি ওখানে হতাম তবে পথের কিনারে লাল বালিয়াড়ির পাশে তাঁর কবর তোমাদের দেখিয়ে দিতাম। আবু ইসহাক (রা)..... মা'মার (র) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৫৭৩৭- حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ

بَيْنَمَا يَهُودِيٌّ يَغْرِضُ سِلْعَةً لَهُ أُعْطِيَ بِهَا شَيْئًا كَرِهَهُ أَوْ لَمْ يَرْضَهُ شَكَ عَبْدُ الْعَزِيزِ قَالَ لَا وَالَّذِي
اصْطَفَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى الْبَشَرِ قَالَ فَسَمِعَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَلَطَمَ وَجْهَهُ قَالَ تَقُولُ
وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى الْبَشَرِ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ أَظْهَرِنَا قَالَ فَذَهَبَ
الْيَهُودِيُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ إِنَّ لِي ذِمَّةً وَعَهْدًا وَقَالَ فَلَنْ لَطَمَ وَجْهِي فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِمَ لَطَمْتَ وَجْهَهُ قَالَ قَالَ (يَا رَسُولَ اللَّهِ) وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ
عَلَى الْبَشَرِ وَأَنْتَ بَيْنَ أَظْهَرِنَا قَالَ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى عُرِفَ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ
لَا تَفْضَلُوا بَيْنَ أَنْبِيَاءِ اللَّهِ فَإِنَّهُ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَيَصْنَعُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا
مَنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ أُخْرَى فَاكُونُ أَوَّلَ مَنْ بُعِثَ أَوْ فِي أَوَّلِ مَنْ بُعِثَ فَإِذَا مُوسَى عَلَيْهِ
السَّلَامُ آخِذٌ بِالْعَرْشِ فَلَا أَدْرِي أَحْسِبُ بِصَعْقَةِ يَوْمِ الطُّورِ أَوْ بُعِثَ قَبْلِي وَلَا أَقُولُ إِنَّ أَحَدًا
أَفْضَلَ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى عَلَيْهِ السَّلَامُ-

وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ بِهَذَا
الْإِسْنَادِ سَوَاءً-

৫৯৩৭. যুহায়র ইবন হার্ব (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, এক ইয়াহুদী কিছু মাল বিক্রি করছিল, মূল্য বলা হলে সে তা অপছন্দ করল। অথবা তাতে সন্তুষ্ট হলো না, রমনী সন্দেহে আবদুল আযীযের। বলল, না হবে না, তাঁর শপথ যিনি মূসা (আ)-কে মানুষের উপরে মনোনীত করেছেন। এ কথা এক আনসারী শুনতে পেয়ে ইয়াহুদীর মুখে একটি থাপ্পড় মারলেন এবং বললেন, তুই বলিস, মূসা (আ)-কে মানুষের উপর মনোনীত করেছেন অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের মাঝে (এ মদীনায়) বিদ্যমান রয়েছেন! ঐ ইয়াহুদী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বললো, হে আবুল কাসিম! আমি যিম্মী এবং (মুসলিম রাষ্ট্রের নিরাপত্তাপ্রাপ্ত) চুক্তিবদ্ধ। (নাগরিক) অমুক ব্যক্তি আমার মুখে থাপ্পড় মেরেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞাসা করেন, কেন তুমি তার মুখে থাপ্পড় দিলে? আনসারী বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ সে বলেছে, যিনি মানুষের মাঝে মূসা (আ)-কে মনোনীত করেছেন। অথচ আপনি আমাদের মাঝে রয়েছেন। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ খুব রাগান্বিত হলেন। রাগের চিহ্ন তাঁর চেহারা ফুটে উঠলো। বললেন : নবীদের মধ্যে একজনকে অপরজনের উপর মর্যাদা দিও না। কেননা কিয়ামতের দিন যখন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে, তখন আসমান ও যমীনের সবাই বেহুঁশ হয়ে পড়বে, শুধু আল্লাহ যাদের চাইবেন তাঁরা ছাড়া। পরে দ্বিতীয়বার যখন ফুৎকার দেওয়া হবে, তখন আমিই সর্বপ্রথম উত্তিত হব অথবা সর্বপ্রথম উত্তিতদের মধ্যে হব এবং দেখতে পাব যে, মূসা (আ) আরশ ধরে রয়েছেন। আমার জানা নেই যে, ত্বর পাহাড়ে তাঁর বেহুঁশ হওয়াটাই হিসাব করা হয়েছে (যা তাঁর এখনকার বেহুঁশ না হওয়ার কারণ), না আমার আগেই তাঁকে হুঁশ দান করা হয়েছে? আর আমি এ কথাও বলি না যে, কোনো পয়গম্বর ইউনুস ইবন মাত্তা (আ)-এর চেয়ে বেশি মর্যাদাবান।

মুহাম্মদ ইবন হাতিম (র)..... আবদুল আযীয ইবন আবু সালামা (রা) থেকে এই সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৫৯২৮- حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ النَّضْرِ قَالَا حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ اسْتَبَّ رَجُلَانِ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ وَرَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ الْمُسْلِمُ وَالَّذِي اصْطَفَى مُحَمَّدًا ﷺ عَلَى الْعَالَمِينَ وَقَالَ الْيَهُودِيُّ وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى الْعَالَمِينَ قَالَ فَرَفَعَ الْمُسْلِمُ يَدَهُ عِنْدَ ذَلِكَ فَلَطَمَ وَجْهَ الْيَهُودِيِّ فَذَهَبَ الْيَهُودِيُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرَهُ بِمَا كَانَ مِنْ أَمْرِهِ وَأَمَرَ الْمُسْلِمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تُخَيِّرُونِي عَلَى مُوسَى فَإِنَّ النَّاسَ يَصْغَقُونَ فَاكُونَ أَوَّلَ مَنْ يُفِيقُ فَإِذَا مُوسَى بَاطِشٌ بِجَانِبِ الْعَرْشِ فَلَا أَدْرِي أَكَانَ فِيمَنْ صَعِقَ فَافَاقَ قَبْلِي أَمْ كَانَ مِمَّنْ اسْتَتَنَى اللَّهَ-

৫৯৩৮. যুহায়র ইবন হার্ব এবং আবু বকর ইবন নযর (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ইয়াহুদী ও এক মুসলমান গালাগালি করল। মুসলমান বললো, তাঁর শপথ! যিনি সারা জাহানের উপরে মুহাম্মদ ﷺ-কে মনোনীত করেছেন। ইয়াহুদী বলল, শপথ তাঁর, যিনি মূসা (আ)-কে মনোনীত করেছেন সারা জাহানের উপরে! রাবী বলেন, এমন সময় মুসলমান হাত তুলল এবং ইয়াহুদীটির মুখে থাপ্পড় মারল। এরপর ইয়াহুদী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গেল এবং তার ও মুসলমানের ঘটনা বলল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমরা আমাকে মূসা (আ)-এর উপর মর্যাদা দিও না। কারণ (হাশরের ময়দানে) লোকেরা বেহুঁশ হবে। সর্বপ্রথম আমিই হুঁশ ফিরে পাব, তখন দেখতে পাব যে, মূসা (আ) আরশের পার্শ্ব ধরে রয়েছেন। জানি না তিনি কি বেহুঁশ হয়ে আমার আগেই হুঁশ ফিরে পেয়েছেন, নাকি যাদের ব্যতিক্রম রাখা হয়েছে যারা (বেহুঁশ হন নি), তিনি তাঁদের অন্তর্ভুক্ত।

৫৯৩৯- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَا أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ اسْتَبَّ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَرَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ بِمِثْلِ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ-

৫৯৩৯. আবদুল্লাহ ইবন আবদুর রাহমান দারিমী এবং আবু বকর ইবন ইসহাক (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক মুসলমান ও এক ইয়াহুদী গালাগালি করলো— এরপর ইবন শিহাব হতে ইবরাহীম ইবন সা'দ (র) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

৫৯৪০. وَحَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ جَاءَ يَهُودِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَدْ لَطِمَ وَجْهَهُ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَلَا أَدْرِي أَكَانَ مِمَّنْ صَعِقَ فَأَفَاقَ قَبْلِي أَوْ اكْتَفَى بِصَعْقَةِ الطُّورِ -

৫৯৪০. আমরা আন-নাকিদ (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ইয়াহুদী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বলল, তার মুখে থাপ্পড় দেয়া হয়েছে— যুহরীর হাদীসের সমার্থক হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি শুধু এ কথাই বলেছেন যে, “জানি না তিনি কি বেঁহশ হয়ে আমার আগেই হুঁশ ফিরে পেয়েছেন, না কি তুরের বেহুঁশ হওয়াই তাঁর জন্য যথেষ্ট হয়েছে।”

৫৯৪১. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تُخَيِّرُوا بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ عَمْرُو بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي -

৫৯৪১ আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও ইবন নুমায়র (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : নবীদের মধ্যে একের উপরে অন্যকে শ্রেষ্ঠ প্রদান করবে না..... এবং ইবন নুমায়রের হাদীসে আছে, আমরা ইবন ইয়াহুইয়া থেকে তিনি বলেন, আমার পিতা আমাকে হাদীস শুনিয়েছেন.....।

৫৯৪২. حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ وَشَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ وَسُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَتَيْتُ وَفِي رِوَايَةِ هَدَّابٍ مَرَرْتُ عَلَى مُوسَى لَيْلَةَ أُسْرِي بِيْ عِنْدَ الْكَثِيبِ الْأَحْمَرِ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ -

৫৯৪২. হাদ্দাব ইবন খালিদ এবং শায়বান ইবন ফারুখ (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে রাতে আমার মি'রাজ হয়েছিল, সে রাতে আমি মুসা (আ)-এর পাশ দিয়ে গেলাম। লাল বালুকা স্তূপের (বালিয়াড়ির) কাছে তাঁর কবরে তিনি দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছিলেন।

৫৯৪৩. وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عِيسَى يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ كِلَاهُمَا عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَنَسِ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَرَرْتُ عَلَى مُوسَى وَهُوَ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ وَرَأَيْتُ فِي حَدِيثِ عِيسَى مَرَرْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِيْ -

৫৯৪৩. (ভিন্ন ভিন্ন সনদে) আলী ইব্ন খাশরাম, উসমান ইব্ন আবু শায়বা ও আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি মূসা (আ)-এর পাশ দিয়ে অতিক্রম করলাম, তখন তিনি তাঁর কবরে সালাত আদায় করছিলেন। আলী (র)-এর শায়খ ঈসা (র)-এর হাদীসে অধিক রয়েছে, “আমাকে যে রাতে মি‘রাজে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, সে রাতে আমি অতিক্রম করছিলাম।”

৩৯- بَابُ فِي زِكْرِ يُوشُنَ عَلِيمِ السَّلَارُ- وَقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لَا يَنْبَغِي لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى-

৩৯. পরিচ্ছেদ : ইউনুস (আ)-এর আলোচনা এবং নবী ﷺ-এর বাণী—কোন বান্দার জন্য আমি ইউনুস ইব্ন মাত্তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ—এ কথা বলা সমীচীন নয়।

৫৯৪৪- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَثْنَى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالُوا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَمِعْتُ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ يَغْنَى اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَا يَنْبَغِي لِعَبْدٍ لِي وَقَالَ ابْنُ مَثْنَى لِعَبْدِي أَنْ يَقُولَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ-

৫৯৪৪. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা, মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ (বলেছেন) অর্থাৎ আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা বলেছেন, আমার কোন বান্দার পক্ষেই বলা উচিত নয় যে, “ইউনুস ইব্ন মাত্তা থেকে আমি উত্তম।” ইব্ন আবু শায়বা (হাদীস শৃঙ্খলা) বলেছেন।

৫৯৪৫- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَثْنَى وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ مَثْنَى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ يَقُولُ حَدَّثَنِي ابْنُ عَمِّ نَبِيِّكُمْ ﷺ يَغْنَى ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا يَنْبَغِي لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى وَنَسَبَهُ إِلَى أَبِيهِ-

৫৯৪৫. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র)..... নবী ﷺ-এর চাচাত ভাই ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন বান্দার পক্ষেই এ কথা বলা উচিত নয়, “আমি ইউনুস ইব্ন মাত্তা থেকে উত্তম।” ইউনুস (আ)-কে এখানে তাঁর পিতা প্রতি সম্পর্কিত করা হয়েছে।

৪- بَابُ مِنْ فَضَائِلِ يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ

৪০. পরিচ্ছেদ : হযরত ইউসুফ (আ)-এর ফযীলত

৫৯৪৬- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَثْنَى وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قِيلَ

يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَكْرَمَ النَّاسِ قَالَ أَتَقَاهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ قَالَ فَيُوسُفُ نَبِيُّ اللَّهِ
بْنُ نَبِيِّ اللَّهِ بْنُ نَبِيِّ اللَّهِ بْنُ خَلِيلِ اللَّهِ قَالُوا لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ قَالَ فَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ
تَسْأَلُونِي خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقَّهُوا-

৫৯৪৬. যুহায়র ইবন হার্ব, মুহাম্মদ ইবন মুসান্না ও উবায়দুল্লাহ ইবন সাঈদ (রা)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলা হলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সম্মানিত ব্যক্তি কে? তিনি বললেন : তাদের মধ্যে সবচেয়ে মুত্তাকি ব্যক্তি। প্রশ্নকারীরা বললেন, আমরা এ সম্পর্কে আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি না। তিনি বললেন : তবে ইউসুফ (আ) আল্লাহর নবী যিনি আল্লাহর নবীর পুত্র, (যিনি আল্লাহর নবীর পুত্র), যিনি আল্লাহর খলীলের পুত্র। তারা বললো, এ সম্পর্কেও আমরা আপনাকে প্রশ্ন করি নি। তিনি বললেন : তবে কি তোমরা আরবের বংশ-উৎস (তার শ্রেষ্ঠত্ব) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছো? জাহিলী যুগে যারা তাদের মধ্যে (গুণাবলীতে) উত্তম ছিল, ইসলামের পরও তারা উত্তম বলে গণ্য, যদি তারা দীনের জ্ঞানে জ্ঞানবান হয়।

৬১- بَابُ مِنْ فَضَائِلِ زَكْرِيَّا عَلَيْهِ السَّلَامُ

৪১. পরিচ্ছেদ : হযরত যাকারিয়া (আ)-এর ফযীলত

৫৯৪৭- حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ كَانَ زَكْرِيَّا نَجَّارًا-

৫৯৪৭. হাদ্দাব ইবন খালিদ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যাকারিয়া (আ) কাঠমিস্ত্রী ছিলেন। (এবং এ দৈহিক শ্রম দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতেন)।

৬২- بَابُ مِنْ فَضَائِلِ الْخَضِرِ عَلَيْهِ السَّلَامُ

৪২. পরিচ্ছেদ : হযরত খিযির (আ)-এর ফযীলত

৫৯৪৮- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ وَاسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ
وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ كُلُّهُمْ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ
عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ نَوْفًا الْبِكَالِيَّ يَزْعُمُ
أَنَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ صَاحِبَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَيْسَ هُوَ مُوسَى صَاحِبُ الْخَضِرِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ
كَذَبَ عَدُوُّ اللَّهِ سَمِعْتُ أَبِي بَنَ كَعْبٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ قَامَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ
خَطِيبًا فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ فَسُئِلَ أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ فَقَالَ أَنَا أَعْلَمُ قَالَ فَعَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِذْ لَمْ يَرِدْ
الْعِلْمَ إِلَيْهِ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ أَنْ عَبْدًا مِنْ عِبَادِي بِمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ قَالَ مُوسَى أَيُّ
رَبِّ كَيْفَ لِي بِهِ فَقِيلَ لَهُ أَحْمِلْ حُوتًا فِي مِكْتَلٍ فَحَيْثُ تَفْقَدُ الْحُوتَ فَهُوَ ثُمَّ فَاَنْطَلَقَ وَأَنْطَلَقَ

مَعَهُ فَتَاهُ وَهُوَ يُوشِعُ بْنُ نُونٍ فَحَمَلَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ حُوتًا فِي مِكْتَلٍ وَانْطَلَقَ هُوَ وَفَتَاهُ يَمْشِيَانِ حَتَّى آتَيَا الصَّخْرَةَ فَرَقَدَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَفَتَاهُ فَاضْطَرَبَ الْحُوتُ فِي الْمِكْتَلِ حَتَّى خَرَجَ مِنَ الْمِكْتَلِ فَسَقَطَ فِي الْبَحْرِ قَالَ وَأَمْسَكَ اللَّهُ عَنْهُ جَرِيَةَ الْمَاءِ حَتَّى كَانَ مِثْلَ الطَّاقِ فَكَانَ لِلْحُوتِ سَرَبًا وَكَانَ لِمُوسَى وَفَتَاهُ عَجَبًا فَانْطَلَقَا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمَا وَلَيْلَتَهُمَا وَنَسِيَ صَاحِبُ مُوسَى أَنْ يُخْبِرَهُ فَلَمَّا أَصْبَحَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لِفَتَاهُ أَتَيْنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا قَالَ وَلَمْ يَنْصَبْ حَتَّى جَاوَزَ الْمَكَانَ الَّذِي أُمِرَ بِهِ قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا قَالَ مُوسَى ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي فَارْتَدَّ عَلَى أَثَارِهِمَا قَصَصًا قَالَ يَقْصَانِ أَثَارَهُمَا حَتَّى آتَيَا الصَّخْرَةَ فَرَأَى رَجُلًا مُسَجًى عَلَيْهِ بِثُوبٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ مُوسَى فَقَالَ لَهُ الْخَضِرُ إِنِّي بِأَرْضِكَ السَّلَامُ قَالَ أَنَا مُوسَى قَالَ مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ نَعَمْ قَالَ إِنَّكَ عَلَى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ عِلْمَكَ اللَّهُ لَا أَعْلَمُهُ وَأَنَا عَلَى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ عِلْمَنِيهِ لَا تَعْلَمُهُ قَالَ لَهُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا قَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا قَالَ لَهُ الْخَضِرُ فَإِنْ أَتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَانْطَلَقَ الْخَضِرُ وَمُوسَى يَمْشِيَانِ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ فَمَرَّتْ بِهِمَا سَفِينَةٌ فَكَلَّمَا هُمُ أَنْ يَحْمِلُوهُمَا فَعَرَفُوا الْخَضِرَ فَحَمَلُوهُمَا بِغَيْرِ نَوْلٍ فَعَمَدَ الْخَضِرُ إِلَى لَوْحٍ مِنَ الْوَاحِ السَّفِينَةِ فَنَزَعَهُ فَقَالَ لَهُ مُوسَى قَوْمٌ حَمَلُونَا بِغَيْرِ نَوْلٍ عَمَدْتَ إِلَى سَفِينَتِهِمْ فَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ثُمَّ خَرَجَا مِنَ السَّفِينَةِ فَبَيْنَمَا هُمَا يَمْشِيَانِ عَلَى السَّاحِلِ إِذَا غُلَامٌ يَلْعَبُ مَعَ الْغُلَمَانِ فَآخَذَ الْخَضِرُ بِرَأْسِهِ فَاقْتَلَعَهُ بِيَدِهِ فَقَتَلَهُ فَقَالَ مُوسَى أَقْتَلْتَ نَفْسًا زَاكِيَةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا قَالَ وَهَذِهِ أَشَدُّ مِنَ الْأُولَى قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا آتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلُهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقُضَ يَقُولُ مَائِلٌ قَالَ الْخَضِرُ بِيَدِهِ هَكَذَا فَأَقَامَهُ قَالَ لَهُ مُوسَى قَوْمٌ

اتَيْنَاهُمْ فَلَمْ يُضَيِّفُونَا وَلَمْ يُطْعِمُونَا لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَرْحَمُ اللَّهُ مُوسَى لَوَدِدْتُ أَنَّهُ كَانَ صَبْرًا حَتَّى يُقَصِّرَ عَلَيْنَا مِنْ أَخْبَارِهِمَا قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَانَتْ الْأُولَى مِنْ مُوسَى نِسْيَانًا قَالَ وَجَاءَ عُصْفُورٌ حَتَّى وَقَعَ عَلَى حَرْفِ السَّفِينَةِ ثُمَّ نَقَرَ فِي الْبَحْرِ فَقَالَ لَهُ الْخَضِرُ مَا نَقَصَ عِلْمِي وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ إِلَّا مِثْلُ مَا نَقَصَ هَذَا الْعُصْفُورُ مِنَ الْبَحْرِ قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَكَانَ يَقْرَأُ وَكَانَ أَمَامَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ صَالِحَةٍ غَضَبًا وَكَانَ يَقْرَأُ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ كَافِرًا-

৫৯৪৮. আমরা ইবন মুহাম্মদ আন-নাকিদ, ইসহাক ইবন ইবরাহীম হান্‌যালী, উবায়দুল্লাহ ইবন সাঈদ ও মুহাম্মদ ইবন আবু উমর মাক্কী (র)..... সাঈদ ইবন জুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, নাওফ বিকালী (র) বলেন যে, বনী ইসরাঈলের নবী মূসা খিযির (আ)-এর ঘটনার সাথে মূসা নন। ইবন আব্বাস (রা) বলেন, আল্লাহর দুশমন মিথ্যা বলেছে। আমি উবাই ইবন কা'ব (রা) থেকে শুনেছি, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, মূসা (আ) বনী ইসরাঈলের মধ্যে ভাষণ দিতে দাঁড়ালেন। তাঁকে প্রশ্ন করা হলো, কোন্ ব্যক্তি সবচেয়ে বড় আলিম? তিনি বললেন, “আমি সবচেয়ে বড় আলিম।” আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করলেন। কারণ মূসা (আ) জ্ঞানকে আল্লাহর প্রতি ন্যস্ত করেন নি। অতঃপর আল্লাহ কাছে তাঁর ওহী পাঠালেন যে, দু'সাগরের সঙ্গমস্থলে আমার বান্দাদের মধ্যে এক বান্দা আছে, যে তোমার চেয়েও অধিক জ্ঞানী। মূসা (আ) প্রশ্ন করলেন আয় রব্ব! আমি কী করে তাঁকে পাব? তাঁকে বলা হলো, থলের ভেতর একটি মাছ নাও। মাছটি যেখানে হারিয়ে যাবে, সেখানেই তাঁকে পাবে। তারপর তিনি রওনা হলেন। তাঁর সঙ্গে তাঁর খাদিম ইউশা ইবন নূনও চললেন এবং মূসা (আ) একটি মাছ থলিতে নিয়ে নিলেন। তিনি ও তাঁর খাদিম চলতে চলতে একটি বিশাল পাথরের কাছে উপস্থিত হলেন। এখানে মূসা (আ) ঘুমিয়ে পড়লেন। তাঁর খাদিমও ঘুমিয়ে পড়ল। মাছটি নড়েচড়ে থলে থেকে বের হয়ে সমুদ্রে গিয়ে পড়লো। এদিকে আল্লাহ তা'আলা পানির গতিরোধ করে দিলেন। এমনকি তা একটি খোপের মত হয়ে গেল এবং মাছটির জন্য একটি সুড়ঙ্গের মতো হয়ে গেল। মূসা (আ) ও তাঁর খাদিমের জন্য এটি একটি বিস্ময়কর ব্যাপার হল। এরপর তাঁরা আবার দিন ও রাতভর চললেন। মূসা (আ)-এর সাথে খবরটি দিতে ভুলে গেলো। যখন সকাল হলো, মূসা (আ) তাঁর খাদিমকে বললেন, আমাদের নাশ্তা বের কর। আমরা তো এ সফরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আদেশকৃত (নির্ধারিত) স্থান অতিক্রম না করা পর্যন্ত তিনি ক্লান্ত হন নি। খাদিম বলল, আপনি কি জানেন, যখনই আমরা পাথরের উপর আশ্রয় নিয়েছিলাম, তখন আমি মাছের কথাটি ভুলে যাই, আর শয়তানই তা (আপনাকে) বলার কথা আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছে এবং আশ্চর্যজনকভাবে মাছটি সমুদ্রে তার নিজের পথ করে চলে গেল। মূসা (আ) বললেন, এ জায়গাটিই তো আমরা খুঁজছি। অতঃপর দু'জন তাদের পদচিহ্ন অনুসরণ করে পাথর পর্যন্ত পৌঁছলেন। সেখানে (পানির উপরে ভাসমান অবস্থায়) চাদরে আচ্ছাদিত একজন লোক দেখতে পেলেন। মূসা (আ) তাঁকে সালাম দিলেন। খিযির বললেন, তোমার এ দেশে সালাম কোথেকে? মূসা (আ) বললেন, আমি মূসা। তিনি প্রশ্ন করলেন, বনী ইসরাঈলের মূসা? তিনি বললেন, হ্যাঁ। খিযির (আ) বললেন, আল্লাহ তাঁর জ্ঞানের এমন এক ইল্ম আপনাকে দিয়েছেন যা আমি জানি না। আর আল্লাহ তাঁর জ্ঞানের এমন এক ইল্ম আমাকে দিয়েছেন যা আপনি জানেন না। মূসা (আ) বললেন, আমি আপনার সাথে থাকতে চাই যেন আপনাকে প্রদত্ত জ্ঞানের কিছু আমাকে দান

করেন। থিয়ির (আ) বললেন, আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধরে থাকতে পারবে না। আর কী করে ধৈর্য ধারণ করবেন, ঐ বিষয়ের উপর যা সম্পর্কে আপনি জ্ঞাত নন? মূসা (আ) বললেন, ইনশাআল্লাহ্ আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন। আর আপনার কোন নির্দেশ আমি অমান্য করব না। থিয়ির (আ) বললেন, আচ্ছা আপনি যদি আমার অনুসরণ করেন, তবে আমি নিজে কিছু বর্ণনা না করা পর্যন্ত কোন বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করবে না। মূসা (আ) বললেন, আচ্ছা। থিয়ির এবং মূসা (আ)-এর সমুদ্র তীর ধরে চলতে লাগলেন। সম্মুখ দিয়ে একটি নৌযান আসল। তারা তাদের নৌযানের মালিককে তাঁদের তুলে নিতে বললেন। তারা থিয়ির (আ)-কে চিনে ফেললো, তাই দু'জনকেই বিনা ভাড়ায় তুলে নিল। এরপর থিয়ির (আ) নৌকার একটি তক্তার দিকে লক্ষ্য করলেন এবং তা উঠিয়ে ফেললেন। মূসা (আ) বললেন, এরা তো এমন লোক যে, আমাদের বিনা ভাড়ায় উঠিয়ে নিয়েছে; আর আপনি তাদের নৌকাটি ছিদ্র করে দিলেন যাতে নৌকা ডুবে যায়? আপনি তো আপত্তিকর কাজ করেছেন! থিয়ির বললেন, আমি কি আপনাকে বলি নি যে, আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধরে থাকতে সক্ষম হবে না? মূসা (আ) বললেন, আপনি আমার এ ভুলের জন্য ধরপাকড় করবেন না। আর আমাকে কঠিন অবস্থায় ফেলবেন না। তারপর তারা নৌকার বাইরে এলেন এবং উভয়ে সমুদ্র তীর ধরে চলতে লাগলেন। হঠাৎ একটি বালকের সম্মুখীন হলেন, যে অন্যান্য বালকদের সাথে খেলা করছিল। থিয়ির (আ) তার মাথাটা হাত দিয়ে ধরে ছিঁড়ে ফেলে হত্যা করলেন। মূসা (আ) তাঁকে বললেন, আপনি কোন প্রাণের (হত্যার) বিনিময় ছাড়াই একটা নিষ্পাপ প্রাণকে শেষ করে দিলেন? আপনি তো বড়ই সাংঘাতিক কাজ করলেন! থিয়ির (আ) বললেন, আমি কি আপনাকেই বলি নি যে, আমার সাথে ধৈর্য ধারণ করতে সক্ষম হবে না? রাবী বলেন এ ভুল ছিল প্রথমটার চেয়ে আরো গুরুতর। মূসা (আ) বললেন, আচ্ছা, এরপর যদি আর কিছু সম্পর্কে প্রশ্ন করি, তা হলে আমাকে সাথে রাখবেন না। নিঃসন্দেহে আমার ব্যাপারে আপনার আপত্তি চূড়ান্ত হয়ে যাবে। এরপর উভয়েই চলতে লাগলেন এবং একটি গ্রামে পৌঁছে গ্রামবাসীর কাছে খাবার চাইলেন। তারা তাঁদের মেহমানদারী করতে অস্বীকার করলো। তারপর তাঁরা একটি দেয়াল পেলেন, যেটি ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়েছে অর্থাৎ ঝুঁকে পড়েছে। থিয়ির (আ) আপন হাতে সেটি ঠিক করে সোজা করে দিলেন। মূসা (আ) বললেন, আমরা এ সম্প্রদায়ের কাছে এলে তারা আমাদের মেহমানদারী করে নি এবং খেতে দেয় নি। আপনি চাইলে এদের কাছ থেকে পারিশ্রমিক নিতে পারতেন? থিয়ির (আ) বললেন, এবার আমার ও আপনার মাঝে বিচ্ছেদের পালা। এখন আমি আপনাকে এসবের তাৎপর্য বলছি, যে সবার উপর আপনি ধৈর্যধারণ করতে সক্ষম হননি (১৮ : ৬০-৮২)। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ্ মূসা (আ)-এর উপর রহম করুন, আমার আকাজক্ষা হয় যে, যদি তিনি ধৈর্যধারণ করতেন, তাহলে আমাদের কাছে তাঁদের আরো ঘটনাসমূহের বিবরণ দেওয়া হতো। রাবী বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : প্রথমটা মূসা (আ) ভুলে যাওয়ার কারণে করেছিলেন। এও বলেছেন, একটা চড়ুই এসে নৌকার পার্শ্বে বসে সমুদ্রে চঞ্চু মারল। তখন থিয়ির (আ) মূসাকে বলেন, আমার ও আপনার জ্ঞান আল্লাহ্র জ্ঞানের তুলনায় এতই কম, যতখানি সমুদ্রের পানি থেকে এ চড়ুইটি কমিয়েছে। সাঈদ ইব্ন জুবায়র (রা) বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) পড়তেন : وَكَانَ أَمَامَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ صَالِحَةٍ غَضَبًا (এদের সম্মুখে একজন বাদশাহ ছিল, যে সমস্ত ভালো নৌকা কেড়ে নিতো) তিনি আরো পড়তেন, وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ كَافِرًا (আর সে বালকটি ছিল কাফির)।

৫৭৬৭- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الْقَيْسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِيهِ

عَنْ رَقَبَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ نَوْفًا يَزْعُمُ أَنَّ مُوسَى

الَّذِي ذَهَبَ يَلْتَمِسُ الْعِلْمَ لَيْسَ بِمُوسَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ أَسْمِعْتَهُ يَا سَعِيدُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ كَذَبَ نَوْفٌ حَدَّثَنَا أَبِي بْنُ كَعْبٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّهُ بَيْنَمَا مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي قَوْمِهِ يُذَكِّرُهُمْ بِآيَامِ اللَّهِ وَآيَامِ اللَّهِ نَعْمَاؤُهُ وَبَلَاؤُهُ إِذْ قَالَ مَا أَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ رَجُلًا خَيْرًا وَأَعْلَمُ مِنِّي قَالَ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ إِنِّي أَعْلَمُ بِالْخَيْرِ مِنْهُ أَوْ عِنْدَ مَنْ هُوَ إِنْ فِي الْأَرْضِ رَجُلًا هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ قَالَ يَا رَبِّ فَدُلَّنِي عَلَيْهِ قَالَ فَقِيلَ لَهُ تَزَوَّدْ حُوتًا مَالِحًا فَإِنَّهُ حَيْثُ تَفْقَدُ الْحُوتَ قَالَ فَاَنْطَلَقَ هُوَ وَفَتَاهُ حَتَّىٰ انْتَهَيَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَعُمِيَ عَلَيْهِ فَاَنْطَلَقَ وَتَرَكَ فَتَاهُ فَاضْطَرَبَ الْحُوتُ فِي الْمَاءِ فَجَعَلَ لَا يَلْتَمِسُ عَلَيْهِ صَارَ مِثْلَ الْكُوَّةِ قَالَ فَقَالَ فَتَاهُ الْآلَ الْحَقُّ بِنَبِيِّ اللَّهِ فَخَبَّرَهُ قَالَ فَانْسَى فَلَمَّا تَجَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ أَتَيْنَا غَدَاءَنَا لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا قَالَ وَلَمْ يُصِيبْهُمْ نَصَبٌ حَتَّىٰ تَجَاوَزَا قَالَ فَتَذَكَّرَ قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي فَارْتَدَّ عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا فَآرَاهُ مَكَانَ الْحُوتِ قَالَ هَهُنَا وَصِفَ لِي قَالَ فَذَهَبَ يَلْتَمِسُ فَإِذَا هُوَ بِالْخَضِرِ مُسَجًى ثَوْبًا مُسْتَلْقِيًا عَلَى الْقَفَا أَوْ قَالَ عَلَى حُلَاوَةِ الْقَفَا قَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَكَشَفَ الثَّوْبَ عَنْ وَجْهِهِ فَقَالَ وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ قَالَ مَنْ أَنْتَ قَالَ أَنَا مُوسَىٰ قَالَ وَمَنْ مُوسَىٰ قَالَ مُوسَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ مَجِيءٌ مَا جَاءَ بِكَ قَالَ جِئْتُ لَتُعَلِّمَنِي مِمَّا عَلِّمْتَ رُشْدًا قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا شَيْءٌ أُمِرْتُ بِهِ أَنْ أَفْعَلَهُ إِذَا رَأَيْتَهُ لَمْ تَصْبِرْ قَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا قَالَ فَإِنْ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَنْتَحَىٰ عَلَيْهَا قَالَ لَهُ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَخْرَقْتَهَا لِتُفَرِّقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا أَمْرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا لَقِيَا غُلَامًا يَلْعَبُونَ قَالَ فَانْطَلَقَ إِلَى أَحَدِهِمَا بِأَدَى الرَّأْيِ فَقَتَلَهُ فذَعِرَ عِنْدَهَا مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ ذَعْرَةً مُنْكَرَةً قَالَ أَقْتَلْتَ نَفْسًا زَاكِيَةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نَكْرًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ هَذَا الْمَكَانِ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَوْ لَا أَنَّهُ عَجَّلَ لِرَأْيِ الْعَجَبِ وَلَكِنَّهُ أَخَذَتْهُ مِنْ صَاحِبِهِ ذِمَامَةٌ قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا وَلَوْ صَبَرَ لِرَأْيِ الْعَجَبِ قَالَ

وَكَانَ إِذَا ذَكَرَ أَحَدًا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ بَدَأَ بِنَفْسِهِ رَحْمَةً اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى أَخِي كَذَا رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْنَا
فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ لِيَأْمَ فَطَافَا فِي الْمَجَالِسِ فَاسْتَطَعَمَا أَهْلُهَا فَأَبَوْا أَنْ
يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقُضَ فَاقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتُ لَاتَّخَذْتُ عَلَيْهِ اجْرًا قَالَ هَذَا
فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ وَأَخَذَ بِثَوْبِهِ قَالَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا أَمَّا السَّفِينَةُ
فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ فَإِذَا جَاءَ الَّذِي يَسَخَرُهَا وَجَدَهَا مُنْخَرِقَةً
فَتَجَاوَزَهَا فَاصْلَحُوهَا بِخَشَبَةٍ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَطَبِعَ يَوْمَ طَبِعَ كَافِرًا وَكَانَ أَبَوَاهُ قَدْ عَطَفَا عَلَيْهِ فَلَوْ
أَنَّهُ أَدْرَكَ أَرْهَقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَارَدَّنَا أَنْ يُبَدِّلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رَحْمًا وَأَمَّا
الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ-

৫৯৪৯. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল আ'লা কায়সী (র)..... সাঈদ ইব্ন জুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা)-কে বলা হলো, নাওফ দাবি করে যে, মূসা (আ) যিনি জ্ঞান অন্বেষণে বের হয়েছিলেন, তিনি বনী ইসরাঈলের মূসা নন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, হে সাঈদ, তুমি কি তাকে এটা বলতে শুনেছ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, নাওফ মিথ্যা বলেছে। কেননা উবাই ইব্ন কা'ব (রা) আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, মূসা (আ) একদা তাঁর জাতির সামনে আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত এবং তাঁর শাস্তি পরীক্ষাসমূহ স্মরণ করিয়ে নসীহত করছিলেন। (কথা প্রসঙ্গে কারো প্রশ্নের জবাবে) তিনি বলে ফেললেন, পৃথিবীতে আমার চেয়ে উত্তম এবং বড় আলিম কোন ব্যক্তি আছে বলে আমার জানা নেই। রাবী বলেন, তখন আল্লাহ মূসা (আ)-এর প্রতি ওহী পাঠালেন : আমি জানি তার (মূসা) থেকে উত্তম কে বা কার কাছে কল্যাণ রয়েছে। অবশ্যই পৃথিবীতে আরো ব্যক্তি আছে যে তোমার চেয়ে বেশি জ্ঞানী। মূসা (আ) বললেন, আয় রব্ব! আমাকে তাঁর পথ বাতলিয়ে দিন। তাঁকে বলা হলো, লবণাক্ত একটি মাছ সঙ্গে নিয়ে যাও। যেখানে এ মাছটি হারিয়ে যাবে, সেখানেই সে ব্যক্তি। মূসা (আ) এবং তাঁর খাদিম রওনা হলেন, অবশেষে তাঁরা (নির্দেশিত) বিশাল পাথরের কাছে পৌঁছলেন। কিন্তু বিষয়টি তার কাছে অস্পষ্ট রইল। তখন মূসা (আ) তাঁর সাথীকে রেখে চলে গেলেন। এরপর মাছটি নড়েচড়ে পানিতে চলে গেলো এবং পানিও খোপের মত হয়ে গেল, মাছের পথে মিলিত হল না। মূসা (আ)-এর খাদিম (মনে মনে) বললেন, আচ্ছা, আমি আল্লাহর নবীর সাথে মিলিত হয়ে তাঁকে এ ঘটনা বলছি না কেন? পরে তিনি ভুলে গেলেন। যখন তাঁরা আরো সামনে অগ্রসর হলেন, তখন মূসা (আ) বললেন, আমার নাশ্তা দাও, এ সফরে তো আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। নবী ﷺ বলেন, যতক্ষণ তাঁরা এ স্থানটি অতিক্রম করেন নি, ততক্ষণ তাঁদের ক্লান্তি আসে নি। রাবী বলেন, তাঁর সাথীর তখন স্মরণ হল, এবং সে বলল, আপনি কি জানেন, যখন আমরা পাথরে আশ্রয় নিয়েছিলাম, তখন আমি মাছের কথা ভুলে গেছি। আর শয়তানই আমাকে (আপনার কাছে) তা বলার কথা ভুলিয়ে দিয়েছে এবং বিশ্বয়করভাবে মাছটি সমুদ্রে তার পথ করে নিয়েছে। মূসা (আ) বললেন, এ-ই তো ছিল আমাদের উদ্দীষ্ট। অতএব তাঁরা পায়ের চিহ্ন অনুসরণ করে ফিরে চললেন। তখন তাঁর খাদিম মাছের স্থানটি তাঁকে দেখালো। মূসা (আ) বললেন, এ স্থানের বিবরণই আমাকে দেওয়া হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এরপর মূসা (আ) খুঁজতে লাগলেন, এমন সময় তিনি বস্ত্রাবৃত খিযির (আ)-কে গ্রীবার উপর চিৎ হয়ে শায়িত দেখতে পেলেন। অথবা (অন্য বর্ণনায়), সোজাসুজি গ্রীবার উপর। মূসা

(আ) বললেন, আসসালামু আলাইকুম। খিযির (আ) মুখ থেকে কাপড় সরিয়ে বললেন, ওয়া আলাইকুমুস সালাম, তুমি কে? মূসা (আ) বললেন, আমি মূসা। তিনি বললেন, কোন্ মূসা? মূসা (আ) বললেন, বনী ইসরাঈলের মূসা। খিযির (আ) বললেন, কোন মহান ব্যাপারই আপনাকে নিয়ে এসেছে? মূসা (আ) বললেন, আমি এসেছি যেন আপনাকে যে সৎজ্ঞান দান করা হয়েছে, তা থেকে কিছু আপনি আমায় শিক্ষা দেন। খিযির (আ) বললেন, আমার সঙ্গে আপনি ধৈর্যধারণ করতে সক্ষম হবেন না। আর কেমন করে আপনি ধৈর্য ধারণ করবেন এমন বিষয়ে, যার জ্ঞান আপনাকে দেয়া হয় নি। এমন বিষয় হতে পারে যা করতে আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে, আপনি যখন তা দেখবেন, তখন সবর করতে পারবেন না। মূসা (আ) বললেন, ইনশা আল্লাহ্ আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন। আর আমি আপনার কোন নির্দেশ অমান্য করব না। খিযির (আ) বললেন, আপনি যদি আমার অনুগামী হন তবে আমাকে কোন বিষয়ে প্রশ্ন করবেন না, যতক্ষণ না আমি নিজেই এ বিষয়ে উল্লেখ করি। এরপর উভয়ই চললেন, অবশেষে তাঁরা একটি নৌযানে চড়লেন। [খিযির (আ) তখন] তা ছিদ্র করলেন অর্থাৎ তাতে (একটি তক্তায়) সজোরে চাপ দিলেন। মূসা (আ) তাঁকে বললেন, আপনি কি সেটি ভেঙ্গে ফেলেছেন, আরোহীদের ডুবিয়ে দেয়ার জন্যে? আপনি তো আপত্তিকর কাজ করেছেন। খিযির (আ) বললেন, আমি কি আপনাকে বলিনি যে, আপনি আমার সঙ্গে ধৈর্যধারণ করতে সক্ষম হবেন না? মূসা (আ) বললেন, আমি ভুলে গিয়েছি, আপনাকে (আমাকে আপনি দোষী করবেন না।) আমার বিষয়টিকে আপনি কঠোরতাপূর্ণ করবেন না। আবার দু'জন চলতে লাগলেন। এক জায়গায় তাঁরা বালকদের পেলেন তারা খেলা করছে। খিযির (আ) অবলীলাক্রমে একটি শিশুর কাছে গিয়ে তাকে হত্যা করলেন। এতে মূসা (আ) খুব ঘাবড়ে গিয়ে বললেন, আপনি প্রাণের বিনিময় ব্যতীত একটি নিষ্পাপ প্রাণকে হত্যা করলেন? বড়ই গর্হিত কাজ আপনি করেছেন। এ স্থলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : আল্লাহ্ রহমত বর্ষণ করুন আমাদের উপর ও মূসা (আ)-এর উপর। তিনি যদি তাড়াহুড়া না করতেন তাহলে আরো বিস্ময়কর ঘটনা দেখতে পেতেন। কিন্তু তিনি সহযাত্রী [খিযির (আ)]-এর সামনে লজ্জিত হয়ে বললেন, এরপর যদি আমি আপনাকে আর কোন প্রশ্ন করি, তবে আপনি আমায় সঙ্গে রাখবেন না। তখন আপনি আমার ব্যাপারে অবশ্যই চূড়ান্ত অভিযোগ করতে পারবেন (এবং দায়মুক্ত হবেন)। যদি মূসা (আ) ধৈর্য ধরতেন, তাহলে আরো বিস্ময়কর বিষয় দেখতে পেতেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন কোন নবীর উল্লেখ করতেন, প্রথমে নিজেকে দিয়ে শুরু করতেন, বলতেন, আল্লাহ্ আমাদের উপর রহম করুন এবং আমার অমুক ভাইয়ের উপরও। এভাবে নিজেদের উপর আল্লাহ্ রহমত কামনা করতেন। তারপর উভয়ে চললেন এবং ইতর লোকের একটি জনপদে গিয়ে উঠলেন। তাঁরা লোকদের বিভিন্ন সমাবেশে ঘুরে তাদের কাছে খাবার চাইলেন। তারা তাঁদের আতিথেয়তা করতে অস্বীকার করল। এরপর তাঁরা একটা পতনোন্মুখ দেয়াল পেলেন। তিনি [খিযির (আ)] সেটি ঠিকঠাক করে দিলেন। মূসা (আ) বললেন, আপনি চাইলে এর বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে পারতেন। খিযির (আ) বললেন, এবার আমার আর আপনার মধ্যে বিচ্ছেদ (এর পালা)। খিযির (আ) মূসা (আ)-এর কাপড় ধরে বললেন, আপনি যেসব বিষয়ের উপর অধৈর্য হয়ে পড়েছিলে সে সবার তাৎপর্য বলে দিচ্ছি। 'নৌকাটি ছিল কতিপয় গরীব লোকের যারা সমুদ্রে কাজ করতো'- আয়াতের শেষ পর্যন্ত। তারপর যখন এটাকে দখলকারী লোক আসলো তখন ছিদ্রযুক্ত দেখে ছেড়ে দিল। এরপর তারা একটা কাঠ দিয়ে নৌকাটি ঠিক করে নিলো। আর বালকটি সৃষ্টিতেই ছিল জন্মগত কাফির। তার মা-বাবা তাকে বড়ই স্নেহ করতো। সে বড় হলে ওদের দু'জনকেই অবাধ্যতা ও কুফরির দিকে যেতো বাধ্য করত। সুতরাং আমি ইচ্ছে করলাম, আল্লাহ্ যেন তাদেরকে এর বদলে আরো উত্তম, পবিত্র স্বভাবের ও (পিতা মাতার প্রতি) অধিক দয়াপ্রবণ ছেলে দান করেন। 'আর দেয়ালটি ছিল শহরের দু'টো ইয়াতীম বালকের'- আয়াতের শেষ পর্যন্ত (১৮ : ৬০-৮২)।

৫৯৫০- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ ابْنِ حُمَيْدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى كِلَاهُمَا عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ بِإِسْنَادِ التِّيمِيِّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ نَحْوَ حَدِيثِهِ-

৫৯৫০. আবদুল্লাহ ইবন আবদুর রাহমান দারিমী ও আব্দ ইবন হুমায়দ (র).....তায়মীর সনদে আবু ইসহাক (রা) থেকে এর অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৫৯৫১- حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ لَتَّخَذَتْ عَلَيْهِ أَجْرًا-

৫৯৫১. আমর আন-নাকিদ (র)..... উবাই ইবন কা'ব (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ পড়েছেন :

لَتَّخَذَتْ عَلَيْهِ أَجْرًا

৫৯৫২- حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ تَمَارَى هُوَ وَالْحُرُّ بْنُ قَيْسٍ بِنِ حِصْنِ الْفَزَارِيِّ فِي صَاحِبِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هُوَ الْخَضِرُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَمَرَّ بِهِمَا أَبِي بِنِ كَعْبٍ الْأَنْصَارِيُّ فَدَعَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ يَا أَبَا الطُّفَيْلِ هَلُمَّ إِلَيْنَا فَإِنِّي قَدْ تَمَارَيْتُ أَنَا وَصَاحِبِي هَذَا فِي صَاحِبِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ الَّذِي سَأَلَ السَّبِيلَ إِلَى لُقِيهِ فَهَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَذْكُرُ شَأْنَهُ فَقَالَ أَبِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ بَيْنَمَا مُوسَى فِي مَلَأٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ هَلْ تَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنْكَ قَالَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ بَلْ عَبْدُنَا الْخَضِرُ قَالَ فَسَأَلَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ السَّبِيلَ إِلَى لُقِيهِ فَجَعَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ لَهُ الْحُوتَ آيَةً وَقِيلَ لَهُ إِذَا افْتَقَدْتَ الْحُوتَ فَارْجِعْ فَإِنَّكَ سَتَلْقَاهُ فَسَارَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَسِيرَ ثُمَّ قَالَ لِفَتَاهُ أَتِنَا غَدَاءَنَا فَقَالَ فَتَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ حِينَ سَأَلَهُ الْغَدَاءَ أَرَأَيْتَ إِذَا أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ فَقَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي فَارْتَدَّا عَلَى أَثَارِهِمَا قَصَصًا فَوَجَدَا خَضِرًا فَكَانَ مِنْ شَأْنِهِمَا مَا قَصَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ إِلَّا أَنْ يُونُسَ قَالَ فَكَانَ يَتَّبِعُ أَثَرَ الْحُوتِ فِي الْبَحْرِ-

৫৯৫২. হারমালা ইব্ন ইয়াহুইয়া (র)..... আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, ইব্ন আব্বাস এবং হুরের ইব্ন কায়স ইব্ন হিসন ফাযারী মূসা (আ)-এর সাথে সম্বন্ধে বিতর্ক করলেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বললেন, তিনি ছিলেন খিযির (আ)। তখন উবাই ইব্ন কা'ব (রা) সেখান থেকে পথ চলছিলেন, ইব্ন আব্বাস (রা) তাঁকে বললেন, হে আবু তুফায়ল! এদিকে আসুন, আমি এবং আমার সাথে বিতর্ক করছি মূসা (আ)-এর সাথে ব্যাপারে, যার কাছে তিনি গিয়েছিলেন। আপনি কি এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে কিছু শুনেছেন? উবাই ইব্ন কা'ব (রা) বললেন, আমি রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, মূসা (আ) এক সমাবেশে কিছু বলছিলেন, এমন সময় একটা লোক এসে প্রশ্ন করলো, আপনার চেয়ে বড় আলিম কোন ব্যক্তি সম্পর্কে কি আপনার জানা আছে? মূসা (আ) বললেন, না। তখন আল্লাহ ওহী পাঠালেন, আমার বান্দা খিযির তোমার চেয়ে বেশি জানেন। মূসা (আ) খিযির (আ)-এর সাক্ষাত লাভের উপায় জিজ্ঞাসা করলেন। আল্লাহ তা'আলা মাছকে নিদর্শন হিসেবে ঠিক করে দিলেন এবং তাকে বলা হলো, যখন তুমি মাছটি হারিয়ে ফেলবে, তখন ফিরবে আর তাঁর দেখাও মিলবে। মূসা (আ) আল্লাহর ইচ্ছা মতো চললেন। এরপর তাঁর সাথে বললেন, আমাদের নাশ্তা পরিবেশন কর। খাদিম বললো, আপনার কি জানা নেই যে, যখন আমরা বিশাল পাথরের কাছে পৌঁছলাম তখন মাছের ঘটনার কথা ভুলে গিয়েছি; আর শয়তানই তা (আপনাকে) বলার বিষয়টি আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছে। মূসা (আ) বললেন, এটাই তো সে স্থান আমরা খুঁজছিলাম। অতঃপর উভয়েই পায়ের চিহ্ন অনুসরণ করে ফিরলেন (১৮ : ৬৩-৬৪) এবং খিযির (আ)-কে পেলেন। পরবর্তী ঘটনা আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবে উল্লেখ করেছেন। তবে ইউনুস (র)-এর বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, 'তাঁরা সমুদ্রগামী মাছটির চিহ্ন অনুসরণ করে ফিরছিলেন'।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كِتَابُ فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ

অধ্যায় : সাহাবী (রা)-গণের ফযীলত

১- بَابُ مِنْ فَضَائِلِ أَبِي بَكْرٍ الصَّدِيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَعَالَ-

১. পরিচ্ছেদ : আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর ফযীলত

৫৯৫৩- حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَبْدُ بْنُ حَمِيدٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصَّدِيقَ حَدَّثَهُ قَالَ نَظَرْتُ إِلَى أَقْدَامِ الْمُشْرِكِينَ عَلَى رُؤُسِنَا وَنَحْنُ فِي الْغَارِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ نَظَرَ إِلَى قَدَمِيهِ أَبْصَرْنَا تَحْتَ قَدَمِيهِ فَقَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ مَا ظَنُّكَ بِاتَّئِينَ اللَّهِ ثَالِثُهُمَا-

৫৯৫৩. যুহায়র ইবন হারব, আব্দ ইবন হুমায়দ ও আবদুল্লাহ ইবন আবদুর রহমান দারিমী (র)..... আবু বকর সিদ্দীক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা গুহায় ছাওর থাকা অবস্থায় আমাদের মাথার উপর মুশরিকদের পা দেখতে পেলাম। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এদের কেউ যদি নিজের পায়ের দিকে তাকায়, তা হলে পায়ের নিচেই আমাদের দেখতে পাবে। রাসূল ﷺ বললেন : আবু বকর! তুমি সে দু'জন সম্পর্কে কি মনে কর যাদের সাথে তৃতীয়জন (হিসেবে) আল্লাহ রয়েছেন?

৫৯৫৪- حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ بْنُ يَحْيَى بْنِ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ عَبْدُ خَيْرِهِ اللَّهُ بَيْنَ أَنْ يُؤْتِيَهُ زَهْرَةُ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ فَاخْتَارَ مَا عِنْدَهُ فَبَكَى أَبُو بَكْرٍ وَبَكَى فَقَالَ فَدَيْنَاكَ بِأَبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا قَالَ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هُوَ الْمُخِيرُ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ أَعْلَمَنَابِهِ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أَمَّنَ النَّاسَ عَلَى فِئِ مَالِهِ وَصُحْبَتِهِ أَبُو بَكْرٍ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا وَلَكِنْ أَخُوَّةُ الْإِسْلَامِ لَا تُبْقَيْنَ فِي الْمَسْجِدِ خَوْخَةَ إِلَّا خَوْخَةُ أَبِي بَكْرٍ-

৫৯৫৪. আবদুল্লাহ ইবন জা'ফর ইবন ইয়াহইয়া ইবন খালিদ (র)..... আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিশরের উপর বসলেন এবং বললেন, আল্লাহর একজন 'বান্দা', আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ইখতিয়ার দিয়েছেন যে, তাঁকে দুনিয়ার সাজসজ্জা দেবেন, না আল্লাহর কাছে যা আছে, তা। অতএব এ বান্দা আল্লাহর কাছে যা রয়েছে, তা বেছে নিল। এ কথা শুনে আবু বকর (রা) কাঁদতে লাগলেন, কাঁদতে থাকলেন এবং বললেন, আমাদের পিতামাতা আপনার জন্য উৎসর্গীকৃত হোক। রাবী বলেন, (মূলত) ইখতিয়ারপ্রাপ্ত এ বান্দাটি ছিলেন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর এ ব্যাপারে আবু বকরই আমাদের সবার চেয়ে অধিক জ্ঞানী ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমার উপর সর্বাধিক অনুগ্রহ আবু বকরের, সম্পদে ও সম্পদানেও। আমি যদি কাউকে পরম বন্ধু বলে গ্রহণ করতাম, তাহলে আবু বকরকেই করতাম। কিন্তু ইসলামী ভ্রাতৃত্বই (যথেষ্ট) আছে। মসজিদে যেন কারো ছোট (খিড়কী) দরজা না থাকে, শুধু আবু বকরের ছোট দরজা ব্যতীত।

৫৯৫৫. সাঈদ ইবন মানসূর (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের সামনে ভাষণ দিলেন..... এরপর মালিক (র)-এর অনুরূপ হাদীস বললেন।

৫৯৫৬. মুহাম্মদ ইবন বাশশার আল-আব্দী (র)..... আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) নবী..... থেকে হাদীস বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন : আমি যদি বন্ধু গ্রহণ করতাম, তাহলে আবু বকরকেই বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতাম। কিন্তু তিনি আমার ভাই এবং সাথী। আর তোমাদের সাথীকে আল্লাহ তা'আলা বন্ধু বানিয়েছেন।

৫৯৫৭. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না ও ইবন বাশশার (র)..... আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে, তিনি বলেছেন : আমার উম্মতের মধ্যে থেকে কাউকে যদি আমি বন্ধু বানাতাম, তাহলে আবু বকরকেই বানাতাম।

৫৯৫৮. সাঈদ ইবন মানসূর (র)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের সামনে ভাষণ দিলেন..... এরপর মালিক (র)-এর অনুরূপ হাদীস বললেন।

৫৯৫৯. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না ও ইবন বাশশার (র)..... আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে, তিনি বলেছেন : আমার উম্মতের মধ্যে থেকে কাউকে যদি আমি বন্ধু বানাতাম, তাহলে আবু বকরকেই বানাতাম।

৫৯৬০. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না ও ইবন বাশশার (র)..... আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে, তিনি বলেছেন : আমার উম্মতের মধ্যে থেকে কাউকে যদি আমি বন্ধু বানাতাম, তাহলে আবু বকরকেই বানাতাম।

৫৯৫৮. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না ও ইবন বাশ্শার (র)..... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমি যদি কোন বন্ধু বানাতাম তবে আবু কুহাফার পুত্রকেই বানাতাম।

৫৯৫৯. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ وَاصِلِ بْنِ حَيَّانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْهَذِيلِ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ ابْنَ أَبِي قُحَافَةَ خَلِيلًا وَلَكِنْ صَاحِبُكُمْ خَلِيلُ اللَّهِ-

৫৯৫৯. উসমান ইবন আবু শায়বা, যুহায়র ইবন হারব ও ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র)..... আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন : পৃথিবীর কাউকে যদি আমি ‘পরম বন্ধু’ বানাতাম তবে আবু কুহাফার পুত্রকেই বানাতাম; কিন্তু তোমাদের সাথে তো আল্লাহর বন্ধু।

৫৯৬০. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكَيْعٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كُلُّهُمَا عَنْ الْأَعْمَشِ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُمَا قَالَا حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةٍ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا إِنِّي أَبْرَأُ إِلَى كُلِّ خَلٍّ مِنْ خَلِّهِ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا إِنْ صَاحِبُكُمْ خَلِيلُ اللَّهِ-

৫৯৬০. আবু বকর ইবন আবু শায়বা, ইসহাক ইবন ইবরাহীম, ইবন আবু উমর, মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র ও আবু সাঈদ আশাজ্জ (র)..... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : জেনে রাখো! কারো সঙ্গে একান্ত বন্ধুত্ব। এ থেকে আমি দায়মুক্ত ঘোষণা করেছি। যদি আমি কাউকে বন্ধু বানাতাম তবে আবু বকরকেই বানাতাম। আর তোমাদের সাথে আল্লাহর পরম বন্ধু।

৫৯৬১. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ عَلَى جَيْشٍ ذَاتِ السَّلَاسِلِ فَاتَيْتُهُ فَقُلْتُ أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ عَائِشَةُ قُلْتُ مِنَ الرِّجَالِ قَالَ أَبُوهَا قُلْتُ ثُمَّ مَنْ قَالَ عُمَرُ فَعَدَّ رَجَالًا-

৫৯৬১. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (র)..... আমর ইবনুল ‘আস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে যাতুস-সালাসিলের সৈন্য বাহিনীর (সেনাপতির) দায়িত্ব দিয়ে পাঠালেন, তখন আমি তার (রাসূলের) কাছে এসে বললাম, আপনার কাছে সবচেয়ে বেশি প্রিয় কে? তিনি বললেন, আয়েশা। আমি বললাম, পুরুষদের মধ্যে? তিনি বললেন : তার পিতা। আমি বললাম, এরপর? তিনি বললেন : উমর। এরপর তিনি আরো কয়েকজনের নাম উল্লেখ করলেন।

৫৯৬২- وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلَوَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ عَنْ أَبِي عُمَيْسٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو عُمَيْسٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ وَسُئِلَتْ مَنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُسْتَخْلِفًا لَوْ اسْتَخْلَفَهُ قَالَتْ أَبُو بَكْرٍ فَقِيلَ لَهَا ثُمَّ مَنْ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ عُمَرُ ثُمَّ قِيلَ لَهَا مَنْ بَعْدَ عُمَرَ قَالَتْ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ ثُمَّ انْتَهَتْ إِلَى هَذَا-

৫৯৬২. হাসান ইবন আলী হুলওয়ানী ও আব্দ ইবন হুমায়দ (র) ... ইবন আবু মুলায়কা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা) থেকে শুনেছি, তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ যদি কাউকে খলীফা তিনি বানাতেন তাহলে কাকে বানাতেন? আয়েশা (রা) বললেন, আবু বকরকে। বলা হলো, আবু বকরের পর কাকে? বললেন, উমরকে। বলা হলো, উমরের পর কাকে? তিনি বললেন, আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহকে। এ পর্যন্ত বলেই তিনি শেষ করলেন।

৫৯৬৩- حَدَّثَنِي عَبَّادُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ شَيْئًا فَأَمَرَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ جِئْتُ فَلَمْ أَجِدْكَ قَالَ أَبِي كَأَنَّهَا تَعْنِي الْمَوْتَ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدِينِي فَأْتِي أَبَا بَكْرٍ-

৫৯৬৩. আব্বাদ ইবন মুসা (র)মুহাম্মাদ ইবন জুবায়র ইবন মুতইম (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, এক মহিলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কিছু সাহায্য চাইল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে অন্য সময় আসার জন্য বললেন। মহিলাটি বললো, যদি আমি এসে আপনাকে আর না পাই তবে (মহিলাটি মৃত্যুর ব্যাপারেই বলেছিলেন)? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : যদি আমাকে না পাও তবে আবু বকর-এর কাছে এসো।

৫৯৬৪- وَحَدَّثَنِيهِ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَنَّ أَبَاهُ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَكَلَّمَتْهُ فِي شَيْءٍ فَأَمَرَهَا بِأَمْرٍ بِمِثْلِ حَدِيثِ عَبَّادِ بْنِ مُوسَى-

৫৯৬৪. হাজ্জাজ ইবনুশ্ শায়ির (র)..... মুহাম্মদ ইবন জুবায়র ইবন মুতইম (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তাঁর পিতা জুবায়র ইবন মুতইম তাঁকে বলেছেন যে, একজন স্ত্রীলোক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে কোন বিষয়ে তাঁর সাথে কথা বললে তিনি তাকে নির্দেশ দিলেন.....আব্বাদ ইবন মুসা (র)-এর হাদীসের অনুরূপ।

৫৯৬৫- حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا صَالِحُ ابْنِ كَيْسَانَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي

مَرَضِهِ ادْعَى لِيْ اَبَا بَكْرٍ اَبَاكَ وَاَخَاكَ حَتَّى اَكْتُبَ كِتَابًا فَاِنِّىْ اَخَافُ اَنْ يَتَمَنَّى مُتَمَنٍّ وَيَقُولُ قَائِلٌ اَنَا اَوْلَى وَيَأْبَى اللّٰهُ وَالْمُؤْمِنُونَ اِلَّا اَبَا بَكْرٍ-

৫৯৬৫. উবায়দুল্লাহ ইবন সাঈদ (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে তাঁর রোগ শয্যায় বললেন : তোমার আব্বা ও ভাইকে ডেকে আন। আমি একটা পত্র লিখে দিই। কেননা আমি ভয় করছি যে, কোন বাসনা পোষণকারী বাসনা করবে, আর কেউ বলবে, আমিই অগ্রাধিকারী (অধিক যোগ্য)। অথচ আবু বকর ছাড়া অন্য কাউকে আল্লাহ অস্বীকার করেন এবং মুসলমানরাও (অস্বীকার করে)।

৫৯৬৬- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ يَعْنِي ابْنَ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيَّ عَنْ يَزِيدَ وَهُوَ ابْنُ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ الْيَوْمَ صَائِمًا قَالَ أَبُو بَكْرٍ اَنَا قَالَ فَمَنْ تَبِعَ مِنْكُمْ الْيَوْمَ جَنَازَةً قَالَ أَبُو بَكْرٍ اَنَا قَالَ فَمَنْ أَطْعَمَ مِنْكُمْ الْيَوْمَ مِسْكِينًا قَالَ أَبُو بَكْرٍ اَنَا قَالَ فَمَنْ عَادَ مِنْكُمْ الْيَوْمَ مَرِيضًا قَالَ أَبُو بَكْرٍ اَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا اجْتَمَعَ فِي امْرِيٍّ اِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ-

৫৯৬৬. মুহাম্মদ ইবন আবু উমর মাক্কী (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আজ তোমাদের মধ্যে কে সিয়াম পালনকারী? আবু বকর (রা) বললেন, আমি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমাদের মধ্যে কে আজ কোন জানাযাকে অনুসরণ করেছে? আবু বকর (রা) বললেন, আমি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমাদের মধ্যে কে কোন মিসকীনকে আজ আহার করিয়েছে? আবু বকর (রা) বললেন, আমি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমাদের মধ্যে কে আজ কোন রোগীকে দেখতে গিয়েছে? আবু বকর (রা) বললেন, আমি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যার মাঝেই এ কাজগুলোর সমাবেশ ঘটে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

৫৯৬৭- حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ سَرِّحٍ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَسُوقُ بَقْرَةً لَهُ قَدْ حَمَلَ عَلَيْهَا التَّفْتَتِ إِلَيْهِ الْبَقْرَةُ فَقَالَتْ اِنِّى لَمْ أُخْلَقْ لِهَذَا وَلَكِنِّى اِنَّمَا خُلِقْتُ لِلْحَرْثِ فَقَالَ النَّاسُ سُبْحَانَ اللَّهِ تَعَجُّبًا وَفَزَعًا أَبَقْرَةً تَكَلِّمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاِنِّى اَوْمِنُ بِهِ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَمَا رَاعٍ فِي غَنَمِهِ عَدَا عَلَيْهِ الذَّبُّ فَأَخَذَ مِنْهَا شَاةً فَطَلَبَهُ الرَّاعِي حَتَّى اسْتَنْقَذَهَا مِنْهُ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ الذَّبُّ فَقَالَ لَهُ مَنْ لَهَا يَوْمَ السَّبْعِ يَوْمَ لَيْسَ لَهَا رَاعٍ غَيْرِى فَقَالَ النَّاسُ سُبْحَانَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاِنِّى اَوْمِنُ بِذَلِكَ اَنَا اَوْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ-

৫৯৬৭. আবু তাহির আহমাদ ইবন আমর ইবন সারহ ও হারমালা ইবন ইয়াহইয়া (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : এক ব্যক্তি পিঠে বোঝা দিয়ে একটি গাভীকে হাঁকাচ্ছিল। গাভীটি লোকটির দিকে তাকিয়ে বললো, আমাকে তো এজন্য সৃষ্টি করা হয়নি, আমার সৃষ্টি তো হাল-চাষ করার জন্য। লোকেরা আশ্চর্যান্বিত ও স্তম্ভিত হয়ে বলে উঠলো, সুবহানাল্লাহ! গাভী কথা বলে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : এটা আমি বিশ্বাস করি এবং আবু বকর, উমরও (বিশ্বাস করে)। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : এক রাখাল ছাগল চরাচ্ছিল। এমন সময় একটি নেকড়ে এসে একটা ছাগল নিয়ে গেলে রাখাল নেকড়ে থেকে ছাগলটিকে ছাড়িয়ে অনল। তখন নেকড়ে তার (রাখালের) দিকে তাকিয়ে বললো, যে দিন আমি ছাড়া আর কোন রাখাল থাকবে না, সে হিংস্র প্রাণীর (রাজত্বে) দিনে বকরীগুলোকে কে রক্ষা করবে? লোকেরা বলে উঠলো, সুবহানাল্লাহ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : আমি, আবু বকর এবং উমর এ ব্যাপারটি বিশ্বাস করি।

৫৯৬৮. وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قِصَّةَ الشَّاةِ وَالذِّئْبِ وَلَمْ يَذْكُرْ قِصَّةَ الْبَقَرَةِ -

৫৯৬৮ আবদুল মালিক ইবন শুআয়ব ইবন লাইস (র)..... ইবন শিহাব থেকে এ সনদেই এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, যাতে রাখাল ও ছাগলের কাহিনী রয়েছে, কিন্তু গাভীর ঘটনাটি তিনি উল্লেখ করেন নি।

৫৯৬৯. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ح قَالَ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ عَنْ سُفْيَانَ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَى حَدِيثِ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَفِي حَدِيثِهِمَا ذِكْرُ الْبَقَرَةِ وَالشَّاةِ مَعًا وَقَالَا فِي حَدِيثِهِمَا فَإِنِّي أَوْمِنُ بِهِ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَمَاهُمَا ثَمَّ -

৫৯৬৯. মুহাম্মদ ইবন আব্বাদ ও মুহাম্মদ ইবন রাফি' (র)..... আবু হুরায়রা (রা)-এর বরাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যুহরী (র) সূত্রে ইউনুস বর্ণিত হাদীসের সমর্থনে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁদের হাদীসে একই সাথে গাভী ও ছাগলের কাহিনী রয়েছে। তাদের দু'জনের বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : এ ব্যাপারটি আমি, আবু বকর এবং উমর বিশ্বাস করি। আসলে তাঁরা দু'জন [আবু বকর ও উমর (র)] তখন সেখানে ছিলেন না।

৫৯৭০. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِثْنَى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مِسْعَرٍ كِلَاهُمَا عَنْ سَعْدِ ابْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

৫৯৭০. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না, ইবন বাশ্শার ও মুহাম্মদ ইবন আব্বাদ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

২- بَابُ مِنْ فَضَائِلِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَعَالَى

২. পরিচ্ছেদ : উমর (রা)-এর ফযীলত

৫৭৭১- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَشْعَثِيُّ وَأَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ وَأَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ قَالَ أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا وَقَالَ الْأَخْرَانِ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ وَضَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَى سَرِيرِهِ فَتَكَنَّفَهُ النَّاسُ يَدْعُونَ وَيُتَنُّونَ وَيُصَلُّونَ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ وَأَنَا فِيهِمْ قَالَ فَلَمْ يَرُعْنِي إِلَّا بِرَجُلٍ قَدْ أَخَذَ بِمَنْكِبِي مِنْ وَرَائِي فَالْتَفَتُ إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ عَلَى فَتْرَحَمَ عَلَى عُمَرَ وَقَالَ مَا خَلَّفْتَ أَحَدًا أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أَلْقَى اللَّهَ بِمِثْلِ عَمَلِهِ مِنْكَ وَآيُمُ اللَّهِ إِنْ كُنْتُ لَاظُنُّ أَنْ يَجْعَلَكَ اللَّهُ مَعَ صَاحِبَيْكَ وَذَلِكَ أَنِّي كُنْتُ أَكْثَرُ أَسْمَعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ جِئْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَدَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَخَرَجْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَإِنْ كُنْتُ لَا رَجُو أَوْ لَاظُنُّ أَنْ يَجْعَلَكَ اللَّهُ مَعَهُمَا-

৫৯৭১. সাঈদ ইব্ন আমর আল-আশআসী, আবুর রাবী' আল-আতাকী ও আবু কুরায়ব মুহাম্মদ ইব্নুল আলা (রা)..... ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর (রা) (মৃতদেহ)-কে তাঁর খাটিয়ায় রাখা হলে লোকেরা তাকে বেষ্টন করে দু'আ, প্রশংসা ও তার জন্য আল্লাহর রহমত কামনা করছিলো, তাঁকে তুলে নেয়ার পূর্ব পর্যন্ত (এ অবস্থা চলছিল)। আমিও তাদের সঙ্গে ছিলাম। এক ব্যক্তি পেছন থেকে আমার কাঁধে হাত রাখলে আমি চমকে উঠলাম। ফিরে তাকিয়ে দেখি আলী (রা)। তিনি উমর (রা)-এর জন্য রহমতের দু'আ করলেন। তারপর (উমরকে সম্বোধন করে) বললেন, (হে উমর)! আপনি আপনার পরে আপনার চেয়ে বেশি প্রিয় এমন কোন ব্যক্তি রেখে যাননি। (যার আমল এমন) যে, তার মত আমল নিয়ে আমি আল্লাহর সাথে মিলিত হতে পসন্দ করি। আল্লাহর শপথ! আমার প্রবল ধারণা ছিল আল্লাহ আপনাকে আপনার দুই সাথীর সংগেই রাখবেন। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} -কে প্রায়ই বলতে শুনেছি, আমি, আবু বকর ও উমর এসেছি; প্রবেশ করেছি আমি, আবু বকর ও উমর; বেরও হয়েছি আমি, আবু বকর ও উমর। এ জন্যে আমার দৃঢ় আশা ও বিশ্বাস ছিল এই যে, আল্লাহ আপনাকে তাঁদের সাথেই রাখবেন।

৫৭৭২- وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ فِي هَذَا الْأَسْنَادِ بِمِثْلِهِ-

৫৯৭২. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (রা).....উমর ইব্ন সাঈদ (রা) থেকে একই সনদে অনুরূপ (হাদীস বর্ণনা করেন)।

৫৭৭৩- حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَالْحَسَنُ الْحُلَوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَاللَّفْظُ لَهُمْ قَالُوا حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ

ابْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ النَّاسَ يُعْرَضُونَ عَلَيَّ وَعَلَيْهِمْ قُمْصٌ مِنْهَا مَا يَبْلُغُ الثَّدْيَ وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ دُونَ ذَلِكَ وَمَرَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ يَجْرُهُ قَالُوا مَاذَا أَوَّلْتَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الدِّينَ-

৫৯৭৩. মানসূর ইবন আবু মুযাহিম ও যুহায়র ইবন হারব (র).....আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি ঘুমিয়ে ছিলাম, দেখি আমার সামনে লোকদের আনা হচ্ছে, এদের পরনে জামা। কারো জামা বুক পর্যন্ত কারো বা এর নীচে। উমরকে আনা হলো তার গায়ের জামাটির সে টেনে চলছিল (ঝুল মাটিতে গিয়ে ঠেকেছিল)। লোকেরা বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি এর ব্যাখ্যা কি করেছেন? তিনি বললেন : দীন।

৫৯৭৪- حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ إِذْ رَأَيْتُ قَدَحًا أُتِيْتُ بِهِ فِيهِ لَبَنٌ فَشَرِبْتُ مِنْهُ حَتَّى إِنِّي لَأَرَى الرِّيَّ يَجْرِي فِي أَظْفَارِي ثُمَّ أُعْطِيتُ فَضْلِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالُوا فَمَا أَوَّلْتَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْعِلْمُ-

৫৯৭৪. হারমালা ইবন ইয়াহুয়া (র) আবদুল্লাহ ইবন উমর ইবন খাত্তাব তাঁর পিতা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি ঘুমিয়ে আছি, দেখলাম দুধ ভর্তি একটি পেয়ালা আনা হলো। আমি তা থেকে পান করলাম এবং দেখলাম তৃপ্তি (ও সজীবতা) আমার নখ (আঙ্গুলের মাথা) পর্যন্ত প্রবাহিত হল। এরপর যা বেঁচে রইল তা উমর ইবনুল খাত্তাবকে দিলাম। লোকেরা বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি এর ব্যাখ্যা কি করেছেন? তিনি বললেন, 'ইল্ম'।

৫৯৭৫- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عُقَيْلٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ كِلَاهُمَا عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ بِإِسْنَادِ يُونُسَ نَحْوَ حَدِيثِهِ-

৫৯৭৫. কুতায়বা ইবন সাঈদ, হুলওয়ানী ও আব্দ ইবন হুমায়দ (র)..... সালিহ (র) থেকে ইউনুসের সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৫৯৭৬- وَحَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي عَلَى قَلْبٍ عَلَيْهَا دَلْوٌ فَنَزَعْتُ مِنْهَا مَاشَاءَ اللَّهِ ثُمَّ أَخَذَهَا ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ فَنَزَعَ بِهَا ذُنُوبًا أَوْ ذُنُوبَيْنِ وَفِي نَزْعِهِ ضَعْفٌ وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ ثُمَّ اسْتَحَالَتْ غَرِبًا فَأَخَذَهَا ابْنُ الْخَطَّابِ فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًّا مِنَ النَّاسِ يَنْزِعُ نَزْعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعُطْنِ-

৫৯৭৬. হারমালা ইব্ন ইয়াহইয়া (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, আমি ঘুমের মধ্যে আমাকে একটি কূপের পাড়ে দেখলাম এতে একটি বালতি। আমি আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা মতো পানি তুললাম। এরপর আবু কুহাফার পুত্র বালতি হাতে নিলো এবং এক দুই বালতি পানি তুললো। তাঁর উত্তোলনে কিছু দুর্বলতা ছিল। আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করে দিন। বালতিটি এবার বড় হয়ে গেল। ইব্ন খাত্তাব সেটি নিলো। আমি উমর ইব্ন খাত্তাবের মতো (পারদর্শী) পানি উত্তোলনকারী কোন বীর বাহাদুরকে দেখি নি। তখন লোকেরা নিজেদের উটগুলোকে (পানি পান করিয়ে) বিশ্রামের স্থানে নিয়ে গেলো। (উটশালা তৈরি করলাম)।

৫৯৭৭. আবদুল মালিক ইব্ন শুআয়ব ইব্ন লাইস (র)..... সালিহ (র) থেকে ইউনুস (র)-এর সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৫৯৭৮. হুলাওয়ানী ও আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি ইব্ন আবু কুহাফাকে পানি তুলতে দেখেছি..... (পরবর্তী অংশ) যুহরীর হাদীসের অনুরূপ।

৫৯৭৯. আহমদ ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন ওয়াহ্ব (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি ঘুমের মধ্যে আমি দেখলাম, আমার হাউয হতে পানি উত্তোলন করছি, আর লোকদের পানি দিচ্ছি। আবু বকর এসে আমাকে বিশ্রাম করতে দেয়ার জন্য আমার হাত থেকে বালতি নিয়ে দু'বালতি পানি উঠালেন এবং তার উত্তোলনে কিছু দুর্বলতা ছিলো। আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুন। এরপর ইব্ন খাত্তাব এসে তার হাত থেকে বালতি নিলেন। তার চেয়ে অধিক শক্তিশালী উত্তোলনকারী আমি আর কোনদিন দেখি নি। লোকেরা (তৃপ্ত হয়ে) ফিরে গেলো আর তখন হাউয পরিপূর্ণ অবস্থায় প্রবাহমান ছিল।

৫৯৮০. মুসলিম ৫ম খণ্ড—৪৭ হাদিস

৫৭৮০- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ سَالِمٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أُرِيتُ كَأَنِّي أَنْزَعُ بِدَلْوٍ بَكْرَةً عَلَى قَلِيبٍ فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ فَنَزَعَ ذَنْوَبًا أَوْ ذَنْوَبَيْنِ فَنَزَعَ نَزْعًا ضَعِيفًا وَاللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَغْفِرُ لَهُ ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ فَاسْتَقَى فَاسْتَحَالَتْ غَرْبًا فَلَمْ أَرَعَبْقَرِيًّا مِنَ النَّاسِ يَفْرِي فَرِيَهُ حَتَّى رَوَى النَّاسُ وَضَرَبُوا الْعَطَنَ-

৫৭৮০. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র (র)..... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি স্বপ্নে দেখলাম যেন কূপের চাক্কির বালতি দ্বারা একটি কূপ থেকে পানি উঠাচ্ছি। তখন আবু বকর এসে এক বালতি বা দুই বালতি তুললেন। তাঁর উত্তোলনে ছিল দুর্বলভাব। আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করল। এরপর উমর এসে পানি তোলা শুরু করলেন। আর বালতিটি বিরাট আকার ধারণ করল। লোকদের মাঝে এত বড় সবল জওয়ান আমি আর দেখি নি যে, তার তার মত কাজ করে। এমন কি লোকেরা তৃপ্তি লাভ করল এবং সেখানে উটশালা বানিয়ে ফেলল।

৫৭৮১- وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رُوَيْثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بَنَحُو حَدِيثَهُمْ-

৫৭৮১. আহমাদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন ইউনুস (র)..... আবদুল্লাহ (রা) তাঁর পিতা (রা) থেকে আবু বকর ও উমর (রা) সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্বপ্ন সম্বলিত তাঁদের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৫৭৮২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو وَبْنِ الْمُنْكَدِرِ سَمِعًا جَابِرًا يُخْبِرُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ وَعَمْرِو عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَرَأَيْتُ فِيهَا دَارًا أَوْ قَصْرًا فَقُلْتُ لِمَنْ هَذَا فَقَالُوا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَأَرَدْتُ أَنْ ادْخُلَ فَذَكَرْتُ غَيْرَتَكَ فَبَكَى عُمَرُ وَقَالَ أَيُّ رَسُولَ اللَّهِ أَوْ عَلَيْكَ يُغَارُ-

৫৭৮২. মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র ও যুহায়র ইবন হার্ব (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি জান্নাতে প্রবেশ করলাম, ওখানে একটা বাড়ি বা প্রাসাদ দেখলাম। বললাম, এটা কার? লোকেরা বললো, উমর ইবনুল খাত্তাবের। আমি এতে প্রবেশের ইচ্ছা করলাম। তখনি তোমার আত্মমর্যাদাবোধের কথা আমার মনে পড়লো। এ কথা শুনে উমর (রা) কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কি আপনার প্রতিও আত্মমর্যাদাবোধ চলে?

৫৯৮৩- وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو وَابْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو سَمِعَ جَابِرًا ح قَالَ وَحَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ وَزُهَيْرٍ-

৫৯৮৩. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম, আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা ও আমর আন-নাকিদ (র)..... জাবির (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে ইব্ন নুমায়র ও যুহায়রের সূত্রে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৫৯৮৪. حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهَبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ إِذْ رَأَيْتُنِي فِي الْجَنَّةِ فَإِذَا امْرَأَةٌ تَوَضَّأُ إِلَى جَانِبِ قَصْرِ فَقُلْتُ لِمَنْ هَذَا فَقَالُوا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَذَكَرْتُ غَيْرَةَ عُمَرَ فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَبَكَى عُمَرُ وَنَحْنُ جَمِيعًا فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ عُمَرُ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعَلَيْكَ أَغَارُ -

وَحَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ وَحَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ-

৫৯৮৪. হারমালা ইব্ন ইয়াহইয়া (র)..... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে, রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেছেন : আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। স্বপ্নে আমাকে আমি জান্নাতে দেখতে পাই। ওখানে একটি প্রাসাদের পাশে একজন মহিলা উযু করছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এটি কার (প্রাসাদ) ? তারা বললো উমর ইবনুল খাত্তাবের। তখন উমরের আত্মমর্যাদাবোধের কথা আমার মনে পড়ে, আমি ফিরে চলে এলাম। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, একথা শুনে উমর (রা) কাঁদতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে আমরা সবাই এ মজলিসে ছিলাম। তারপর উমর (রা) বললেন, আপনার উপর আমার মা-বাবা কুরবান হোক, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার প্রতি ও কি আমি আত্মমর্যাদাবোধ দেখাবো ?

আমর আন-নাকিদ, হাসান হুলওয়ানী ও আবদ ইব্ন হুমায়দ (র)..... ইব্ন শিহাব (র) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

৫৯৮৫- حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدُ أَخْبَرَنِي وَقَالَ حَسَنٌ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ سَعْدٍ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ سَعْدًا قَالَ اسْتَأْذَنَ عُمَرُ عَلَى رَسُولِ

اللَّهُ ﷺ وَعِنْدَهُ نِسَاءٌ مِنْ قُرَيْشٍ يَكْلُمْنَهُ وَيَسْتَكْثِرْنَ عَالِيَةً أَصْوَاتُهُنَّ فَلَمَّا اسْتَأْذَنَ عُمَرُ قُمْنَ يَبْتَدِرْنَ الْحِجَابَ فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَضْحَكُ فَقَالَ عُمَرُ اضْحَكِ اللَّهُ سِنَّكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَجِبْتُ مِنْ هَؤُلَاءِ اللَّاتِي كُنَّ عِنْدِي فَلَمَّا سَمِعْنَ صَوْتَكَ ابْتَدِرْنَ الْحِجَابَ قَالَ عُمَرُ فَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يَهْبَنَ ثُمَّ قَالَ عُمَرُ أَيْ عَدَوَاتِ أَنْفُسِهِنَّ أَتَهَبْنَنِي وَلَا تَهَبْنَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قُلْنَ نَعَمْ أَنْتَ أَغْلَظُ وَأَفْظُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا لَقِيكَ الشَّيْطَانُ قَطُّ سَالِكًا فَجًّا إِلَّا سَلَكَ فَجًّا غَيْرَ فَجِّكَ-

৫৯৮৫ মানসূর ইবন আবু মুযাহিম, হাসান হুলওয়ানী ও আব্দ ইবন হুমায়দ (র)..... সা'দ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, উমর (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট প্রবেশের অনুমতি চাইলে তখন কুরায়শ মহিলারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আলাপরত ছিল এবং উচ্চৈঃস্বরে তারা বেশি বেশি দাবি করছিল (কথা বলছিল)। যখন উমর (রা) অনুমতি চাইলেন, এরা উঠে আড়ালে চলে গেলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে অনুমতি দিলেন এবং তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ হাসছিলেন। উমর বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহ আপনার মুখকে হাস্যোজ্জ্বল রাখুন। (ব্যাপার কি) রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আমি এদের ব্যাপারে আশ্চর্যবোধ করছি, যারা আমার কাছে বসা ছিল; আর তোমার শব্দটি শোনামাত্রই আড়ালে চলে গেল! উমর (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনাকেই তো এদের বেশি ভয় করা উচিত। এরপর উমর (রা) বললেন, ওহে! নিজের প্রাণের শত্রুরা! তোমরা আমাকে ভয় কর আর আল্লাহর রাসূলকে ভয় কর না! তারা বললো, হ্যাঁ, তুমি তো আল্লাহর রাসূলের চেয়ে কঠোর এবং রাগী। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ! শয়তান যখন তোমাকে কোন পথে চলতে দেখে, তখন সে তোমার পথ ছেড়ে অন্য পথ ধরে চলে।

৫৯৮৬- حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِهِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعِنْدَهُ نِسْوَةٌ قَدْ رَفَعْنَ أَصْوَاتَهُنَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا اسْتَأْذَنَ عُمَرُ ابْتَدِرْنَ الْحِجَابَ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ-

৫৯৮৬. হারুন ইবন মারুফ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে উমর ইবন খাত্তাব (রা) এলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট কিছু স্ত্রীলোক উচ্চৈঃস্বরে কথা বলছিল। যখন উমর প্রবেশের অনুমতি চাইলেন, মহিলারা সব তৎক্ষণাৎ আড়ালে চলে গেল।..... (পরবর্তী অংশ) যুহরী (র)-এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৫৯৮৭- حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنُ سَرَحٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ

كَانَ يَقُولُ قَدْ كَانَ يَكُونُ فِي الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ مُحَدِّثُونَ فَإِنْ يَكُنْ فِي أُمَّتِي مِنْهُمْ أَحَدٌ فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مِنْهُمْ -

قَالَ ابْنُ وَهْبٍ تَفْسِيرُ مُحَدِّثُونَ مُلْهَمُونَ -

৫৯৮৭. আবু তাহির আহমাদ ইবন আমর ইবন সারহ (র)..... আয়েশা (রা) সূত্রে, নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মাতসমূহের মধ্যে কিছু লোক ছিলেন মুহাদ্দাস, আমার উম্মাতের মধ্যে যদি কেউ এমন থেকে থাকে তবে সে উমর ইবনুল খাত্তাবই হবে।

ইবন ওয়াহব (রা) বলেন ‘মুহাদ্দাস’-এর ব্যাখ্যা হল যার প্রতি (আল্লাহর পক্ষ থেকে) ইলহাম হয়।

৫৯৮৮ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ كِلَاهُمَا عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ -

৫৯৮৮. কুতায়বা ইবন সাঈদ, আমর আন-নাকিদ ও যুহায়র ইবন হারব (র)..... সাঈদ ইবন ইবরাহীম (র) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৫৯৮৯ - حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ جُوَيْرِيَّةُ بْنُ أَسْمَاءَ أَخْبَرَنَا عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ عُمَرُ وَأَفَقْتُ رَبِّي فِي ثَلَاثٍ فِي مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ وَفِي الْخِجَابِ وَفِي أَسَارَى بَدْرٍ -

৫৯৮৯. উক্বা ইবন মুকরাম ‘আম্মী (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমর (রা) বলেছেন যে, তিনটি বিষয়ে আমি আল্লাহ তা‘আলার ইচ্ছার অনুরূপ (পূর্বেই) মত ব্যক্ত করেছি। মাকামে ইবরাহীম (এ সালাত আদায়) সম্পর্কে, মহিলাদের পর্দা এবং বদরের যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে।

৫৯৯০ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَمَّا تَوَفَّى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي ابْنِ سَلُولَ جَاءَ ابْنُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ قَمِيصَهُ أَنْ يَكْفَنَ فِيهِ أَبَاهُ فَأَعْطَاهُ ثُمَّ سَأَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَقَامَ عُمَرُ فَآخَذَ بِثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَقَدْ نَهَاكَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا خَيْرَنِي اللَّهُ فَقَالَ : اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً وَسَأَزِيدُ عَلَى سَبْعِينَ قَالَ إِنَّهُ مُنَافِقٌ فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَانْزَلَ اللَّهُ وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ الْآيَةَ -

৫৯৯০. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)..... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, যখন আবদুল্লাহ ইবন উবাই ইবন সালুল মারা যায়, তখন তার পুত্র আবদুল্লাহ ইবন আবদুল্লাহ (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট

এসে আবেদন করলেন, তিনি যেন তাঁর জামা তাঁর পিতার কাফনের জন্য দান করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে দান করলেন। তারপর আবদুল্লাহ (রা) তাকে তাঁর পিতার জানাযা পড়ার আবেদন জানালেন। তিনি তার জানাযা পড়ার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। তখন উমর (রা) দাঁড়িয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে পরিধেয় বস্ত্র ধরে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি কি তার জানাযা পড়বেন অথচ আল্লাহ আপনাকে তার জানাযা পড়তে নিষেধ করেছেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : আল্লাহ অবশ্য আমাকে ইখতিয়ার দিয়েছেন। বলেছেন : “আপনি তাদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করুন আর নাই করুন, যদি আপনি সত্তরবারও এদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করেন”..... (৯ : ৮০) সুতরাং আমি সত্তরবারের চেয়েও বেশি ক্ষমা চাইবো। উমর (রা) বললেন, সে তো মুনাফিক। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জানাযা পড়লেন। তখন আল্লাহ তাআলা আয়াত অবতীর্ণ করলেন : “মুনাফিকদের মধ্যে কেউ মরে গেলে কখনো তার জানাযা পড়বেন না; আর তার কবরের পাশেও দাঁড়াবেন না” (৯ : ৮৪)।

৫৭৭১- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ فِي مَعْنَى حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ وَزَادَ قَالَ فَتَرَكَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِمْ-

৫৯৯১. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও উবায়দুল্লাহ ইব্ন সাঈদ (রা)..... উবায়দুল্লাহ (রা) থেকে এ সনদে আবু উসামার হাদীসের সমর্থক হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং অধিক বলেছেন, “এরপর তিনি তাদের জানাযা পড়া ছেড়ে দেন।”

২- بَابُ مِنْ فَضَائِلِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-

৩. পরিচ্ছেদ : হযরত উসমান ইব্ন আফ্ফান (রা)-এর ফযীলত

৫৭৭২- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَرْمَلَةَ عَنْ عَطَاءٍ وَسَلَيْمَانَ ابْنَيْ يَسَارٍ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُضْطَجِعًا فِي بَيْتِي كَاشِفًا عَنْ فَخْذَيْهِ أَوْ سَاقِيهِ فَاسْتَأْذَنَ أَبُو بَكْرٍ فَأُذِنَ لَهُ وَهُوَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ فَتَحَدَّثَ ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُمَرُ فَأُذِنَ لَهُ وَهُوَ كَذَلِكَ فَتَحَدَّثَ ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُثْمَانُ فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَسَوَّى ثِيَابَهُ قَالَ مُحَمَّدٌ وَلَا أَقُولُ ذَلِكَ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فَدَخَلَ فَتَحَدَّثَ فَلَمَّا خَرَجَ قَالَتْ عَائِشَةُ دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَلَمْ تَهْتَشْ لَهُ وَلَمْ تُبَالِهْ ثُمَّ دَخَلَ عُمَرُ فَلَمْ تَهْتَشْ لَهُ وَلَمْ تُبَالِهْ ثُمَّ دَخَلَ عُثْمَانُ فَجَلَسْتُ وَسَوَّيْتُ ثِيَابَكَ فَقَالَ إِلَّا اسْتَحْيَى مِنْ رَجُلٍ تَسْتَحْيِي مِنْهُ الْمَلَائِكَةُ-

৫৯৯২. ইয়াহুইয়া ইব্ন ইয়াহুইয়া, ইয়াহুইয়া ইব্ন আইউব, কুতায়বা ও ইব্ন হুজর (রা)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ঘরে শোয়া ছিলেন তাঁর উরু অথবা পায়ের গোছা খোলা ছিল। আবু বকর (রা) এসে অনুমতি চাইলে তিনি এ অবস্থাতেই অনুমতি দিলেন এবং কথাবার্তা বললেন। এরপর উমর (রা) অনুমতি চাইলে এ অবস্থায়ই অনুমতি দিলেন এবং কথাবার্তা বললেন। উসমান (রা) অনুমতি চাইলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠে বসলেন এবং তাঁর কাপড়-চোপড় ঠিক করলেন। রাবী মুহাম্মদ বলেন, এ ব্যাপারটি একই

দিনে ঘটেছে বলে আমি বলতে পারি না। এরপর উসমান (রা) এসে কথা বলে চলে যাওয়ার পর আয়েশা (রা) বললেন, আবু বকর (রা) এলেন, আপনি পরিবর্তীত হলেন না এবং বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করলেন না। উমর (রা) এলেন, আপনি পরিবর্তীত হলেন এবং বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করলেন না। উসমান (রা) আসতেই আপনি উঠে বসলেন এবং কাপড় ঠিক করে নিলেন। রাসূলুল্লাহ সাহাবী
আপাহারি
ওয়াসাল্লামু
আলাইহিমু
ওয়াসাল্লাম বললেন : আমি কি সে ব্যক্তিকে লজ্জা করবো না, ফেরেশতারা যাকে লজ্জা করে থাকেন।

৫৯৭২- حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ الْعَاصِ بْنَ الْعَاصِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ وَعُثْمَانَ حَدَّثَاهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ اسْتَأْذَنَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ عَلَى فِرَاشِهِ لَا بَسْرَ مِرْطَ عَائِشَةَ فَأَذِنَ لِأَبِي بَكْرٍ وَهُوَ كَذَلِكَ فَقَضَى إِلَيْهِ حَاجَتَهُ ثُمَّ انْصَرَفَ ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُمَرُ فَأَذِنَ لَهُ وَهُوَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ فَقَضَى إِلَيْهِ حَاجَتَهُ ثُمَّ انْصَرَفَ قَالَ عُثْمَانُ ثُمَّ اسْتَأْذَنْتُ عَلَيْهِ فَجَلَسَ وَقَالَ لِعَائِشَةَ اجْمَعِي عَلَيْكَ ثِيَابَكَ فَقَضَيْتُ إِلَيْهِ حَاجَتِي ثُمَّ انْصَرَفْتُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لِي لَمْ أَرَكَ فَزِعْتَ لِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ كَمَا فَزَعْتَ لِعُثْمَانَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ عُثْمَانَ رَجُلٌ حَيٌّ وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ أَذِنْتُ لَهُ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ أَنْ لَا يَبْلُغَ إِلَيَّ فِي حَاجَتِهِ-

৫৯৯৩. আবদুল মালিক ইবন শুআয়ব ইবন লাইস ইবন সা'দ (র).....সাইদ ইবনুল 'আস (র) নবী সাহাবী
আপাহারি
ওয়াসাল্লামু
আলাইহিমু
ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রী আয়েশা ও উসমান (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, আবু বকর (রা) রাসূলুল্লাহ সাহাবী
আপাহারি
ওয়াসাল্লামু
আলাইহিমু
ওয়াসাল্লাম-এর কাছে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন, রাসূলুল্লাহ সাহাবী
আপাহারি
ওয়াসাল্লামু
আলাইহিমু
ওয়াসাল্লাম তখন তার বিছানায় আয়েশার চাদর গায়ে দিয়ে শুয়ে ছিলেন। তিনি আবু বকরকে অনুমতি দিলেন। এবং তিনি সে অবস্থায়ই রইলেন। আবু বকর (রা) তাঁর প্রয়োজন শেষ করে চলে গেলেন। এরপর উমর (রা) অনুমতি চাইলে তাঁকে অনুমতি দিলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাহাবী
আপাহারি
ওয়াসাল্লামু
আলাইহিমু
ওয়াসাল্লাম অবস্থায়ই রইলেন। উমর (রা) তাঁর কাজ সেরে চলে গেলেন। উসমান (রা) বলেন, এরপর আমি অনুমতি চাইলাম, তিনি উঠে বসে পড়লেন এবং আয়েশাকে বললেন, ভালোমতো তোমার গায়ে কাপড় ঠিকঠাক করে নাও। আমি আমার কাজ শেষ করে চলে গেলে আয়েশা (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কি ব্যাপার, আবু বকর ও উমর (রা) এলে আপনাকে এমন ব্যতিব্যস্ত হতে দেখলাম না, যেমন উসমান আসতেই আপনি ব্যতিব্যস্ত হলেন! রাসূলুল্লাহ সাহাবী
আপাহারি
ওয়াসাল্লামু
আলাইহিমু
ওয়াসাল্লাম বললেন : উসমান (রা) বড়ই লাজুক মানুষ। তাই আমি ভাবলাম, এ অবস্থায় তাকে আসতে বললে হয়ত সে তার প্রয়োজন (অসংকোচে) আমার কাছে পেশ করতে পারবে না।

৫৯৭৬- حَدَّثَنَا هُ عَمْرُو النَّاقِدُ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلَوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ كُلُّهُمَا عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ أَنَّ الْعَاصِ بْنَ الْعَاصِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُثْمَانَ وَعَائِشَةَ حَدَّثَاهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ اسْتَأْذَنَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ-

৫৯৯৪. আমর আন-নাকিদ, হাসান ইবন আলী হুলওয়ানী ও আব্দ ইবন হুমায়দ (র).....সাইদ ইবনুল 'আস (র) উসমান ও আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, আবু বকর সিদ্দীক (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন..... (পরবর্তী অংশ) যুহরী (র) থেকে উকায়ল (র) বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

৫৯৯৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنْزِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَائِطٍ مِنْ حَوَائِطِ الْمَدِينَةِ وَهُوَ مُتَّكِيٌ يَرْتَكِزُ بِعُودٍ مَعَهُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ إِذَا اسْتَفْتَحَ رَجُلٌ فَقَالَ افْتَحْ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ قَالَ فَإِذَا أَبُو بَكْرٍ فَفَتَحَتْ لَهُ وَبَشَّرَتْهُ بِالْجَنَّةِ قَالَ ثُمَّ اسْتَفْتَحَ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ افْتَحْ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ قَالَ فَذَهَبَتْ فَإِذَا هُوَ عُمَرُ فَفَتَحَتْ لَهُ وَبَشَّرَتْهُ بِالْجَنَّةِ ثُمَّ اسْتَفْتَحَ رَجُلٌ آخَرُ قَالَ فَجَلَسَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ افْتَحْ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلْوَى تَكُونُ قَالَ فَذَهَبَتْ فَإِذَا هُوَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ قَالَ فَفَتَحَتْ وَبَشَّرَتْهُ بِالْجَنَّةِ قَالَ وَقُلْتُ الَّذِي قَالَ فَقَالَ اللَّهُمَّ صَبْرًا وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ-

৫৯৯৫. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না আনাযী (র)..... আবু মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনার একটি বাগানে হেলান দিয়ে বসা অবস্থায় ছিলেন একটি লাকড়ি কাদামাটিতে গাড়ছিলেন। এমন সময় কেউ দরজা খোলার অনুমতি চাইলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : খুলে দাও এবং তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দাও। তখন আমি দেখি তিনি আবু বকর (রা)। আমি দরজা খুললাম এবং তাঁকে জান্নাতের সুসংবাদ দিলাম। এরপর আরেক ব্যক্তি দরজা খোলার অনুমতি চাইলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : খুলে দাও এবং তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দাও। তখন আমি গিয়ে দেখলাম তিনি উমর (রা)। (দরজা) খুলে দিলাম এবং তাঁকে জান্নাতের সুসংবাদ দিলাম। এরপর আরেক ব্যক্তি দরজা খোলার অনুমতি চাইলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ সোজা হয়ে বসে পড়লেন এবং বললেন : (দরজা) খুলে দাও এবং তাঁকে আসন্ন বিপদসহ জান্নাতের সুসংবাদ দাও। আমি গিয়ে দেখি তিনি উসমান ইবন আফ্ফান (রা)। আমি (দরজা) খুলে দিয়ে তাঁকে জান্নাতের সুসংবাদ দিলাম এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ যা বলেছেন (বিপদের কথা) তা উল্লেখ করলাম। উসমান (রা) বললেন : “হে আল্লাহ! আমাকে ধৈর্য দান করুন। আল্লাহর কাছে (আমি) সাহায্য প্রার্থনা (করছি)।

৫৯৯৬- حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ حَائِطًا وَأَمَرَنِي أَنْ أَحْفَظَ الْبَابَ بِمَعْنَى حَدِيثِ عُثْمَانَ بْنِ غِيَاثٍ-

৫৯৯৬. আবু রাবী' আতাকী (র)..... আবু মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি বাগানে গেলেন এবং আমাকে দরজায় পাহারা দিতে বললেন..... (এরপর) উসমান ইবন গিয়াস (র) বর্ণিত হাদীসের সমার্থক হাদীস বর্ণনা করেন।

৫৭৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينٍ الْيَمَامِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ وَهُوَ ابْنُ بِلَالٍ عَنْ شَرِيكَ ابْنِ أَبِي نَمِرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ أَنَّهُ تَوَضَّأَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ لَا لَزَمَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَا كُونَنَّ مَعَهُ يَوْمِي هَذَا قَالَ فَجَاءَ الْمَسْجِدَ فَسَأَلَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوا خَرَجَ وَجَهَ هَاهُنَا قَالَ فَخَرَجْتُ عَلَى اثَرِهِ أَسْأَلُ عَنْهُ حَتَّى دَخَلَ بَيْتُ أَرِيْسٍ قَالَ فَجَلَسْتُ عِنْدَ الْبَابِ وَبَابُهَا مِنْ جَرِيدٍ حَتَّى قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَاجَتَهُ وَتَوَضَّأَ فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ قَدْ جَلَسَ عَلَى بَيْتِ أَرِيْسٍ وَتَوَسَّطَ قَفَّهَا وَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ وَدَلَّاهُمَا فِي الْبَيْتِ قَالَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ أَنْصَرَفْتُ فَجَلَسْتُ عِنْدَ الْبَابِ فَقُلْتُ لَا كُونَنَّ بِوَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْيَوْمَ فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ فَدَفَعَ الْبَابَ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ فَقُلْتُ عَلَى رِسْلِكَ قَالَ ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا أَبُو بَكْرٍ يَسْتَأْذِنُ فَقَالَ ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ قَالَ فَأَقْبَلْتُ حَتَّى قُلْتُ لِأَبِي بَكْرٍ ادْخُلْ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُبَشِّرُكَ بِالْجَنَّةِ قَالَ فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَجَلَسَ عَنْ يَمِينِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَعَهُ فِي الْقَفِّ وَدَلَّى رِجْلَيْهِ فِي الْبَيْتِ كَمَا صَنَعَ النَّبِيُّ ﷺ وَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ ثُمَّ رَجَعْتُ فَجَلَسْتُ وَقَدْ تَرَكْتُ أَخِي يَتَوَضَّأُ وَيَلْحَقُنِي فَقُلْتُ إِنْ يَرِدِ اللَّهُ بِفُلَانٍ يُرِيدُ أَخَاهُ خَيْرًا يَأْتِ بِهِ فَإِذَا إِنْسَانٌ يُحَرِّكُ الْبَابَ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقُلْتُ عَلَى رِسْلِكَ ثُمَّ جِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَقُلْتُ هَذَا عُمَرُ يَسْتَأْذِنُ فَقَالَ ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ فَجِئْتُ عُمَرَ فَقُلْتُ ائْذَنْ وَيُبَشِّرُكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْجَنَّةِ قَالَ فَدَخَلَ فَجَلَسَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْقَفِّ عَنْ يَسَارِهِ وَدَلَّى رِجْلَيْهِ فِي الْبَيْتِ ثُمَّ رَجَعْتُ فَجَلَسْتُ فَقُلْتُ إِنْ يَرِدِ اللَّهُ بِفُلَانٍ خَيْرًا يَعْنِي أَخَاهُ يَأْتِ بِهِ فَجَاءَ إِنْسَانٌ فَحَرَّكَ الْبَابَ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا فَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانٍ فَقُلْتُ عَلَى رِسْلِكَ قَالَ وَجِئْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ مَعَ بَلْوَى تُصِيبُهُ قَالَ فَجِئْتُ فَقُلْتُ ادْخُلْ وَيُبَشِّرُكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْجَنَّةِ مَعَ بَلْوَى تُصِيبُكَ قَالَ فَدَخَلَ فَوَجَدَ الْقَفَّ قَدْ مَلَأَ فَجَلَسَ وَجَاهَهُمْ مِنَ الشَّقِّ الْأَخْرِ قَالَ شَرِيكَ فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ فَأَوَلَتْهَا قُبُورُهُمْ-

وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو بَكْرٍ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَفِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنِي شَرِيكَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ حَدَّثَنِي أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ هَاهُنَا وَأَشَارَ لِي سُلَيْمَانُ إِلَى مَجْلِسِ سَعِيدِ نَاحِيَةِ الْمَقْصُورَةِ قَالَ أَبُو مُوسَى

خَرَجْتُ أُرِيدُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَوَجَدْتُهُ قَدْ سَلَكَ فِي الْأَمْوَالِ فَتَبِعْتُهُ فَوَجَدْتُهُ قَدْ دَخَلَ مَالًا فَجَلَسَ فِي الْقُفِّ وَكَشَفَ عَنْ سَاقِيهِ وَدَلَّهُمَا فِي الْبُئْرِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ حَسَّانٍ وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ سَعِيدٍ فَأَوَّلَتْهَا قُبُورُهُمْ-

৫৯৯৭. মুহাম্মদ ইব্ন মিসকীন ইয়ামামী (র)..... আবু মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি তাঁর বাড়ি থেকে উঠে করে বের হয়ে এসে বলেন, আজকের দিন আমি অবশ্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একান্তভাবে সাথে থাকব। তিনি মসজিদে আসলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। লোকেরা বললো, বের হয়ে এ দিকে গিয়েছেন। আবু মূসা (রা) লোকদের কাছে জিজ্ঞাসা করে করে তাঁর পায়ের চিহ্ন দেখে দেখে আরীস কূপে (-র বাগানে) গিয়ে পৌঁছলেন। আবু মূসা (রা) বলেন, আমি দরজায় বসলাম। এর দরজাটি ছিল কাঠের। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর প্রাকৃতিক কাজ সেরে উঠে করলে আমি তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। তিনি আরীস কূপের কাছে বসা ছিলেন অর্থাৎ তার কিনারে মাঝ বরাবরে তাঁর দুপা নলা পর্যন্ত খুলে রেখেছিলেন এবং তা দুপা কূপের ভেতর ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন। আমি তাঁকে সালাম দিলাম এবং দরজার কাছে গিয়ে বসলাম। মনে মনে বললাম, আমি আজ অবশ্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দারোয়ান হবো। আবু বকর (রা) এসে দরজায় ধাক্কা দিলে আমি বললাম কে? তিনি বললেন, আবু বকর। আমি বললাম, একটু অপেক্ষা করুন! এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গিয়ে বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আবু বকর (রা) এসেছেন এবং অনুমতি চাচ্ছেন। তিনি বললেন : তাকে আসার অনুমতি দাও এবং জান্নাতের সুসংবাদ দাও। আমি এগিয়ে গিয়ে আবু বকরকে বললাম, প্রবেশ করুন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আপনাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিচ্ছেন। আবু বকর (রা) প্রবেশ করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে তার ডানদিকে কূপের কিনারায় কূপে পা ঝুলিয়ে বসলেন যেমনটি রাসূলুল্লাহ ﷺ করেছেন আর পা দুটো নলা পর্যন্ত খোলা রাখলেন। এরপর আমি ফিরে এসে বসে পড়লাম। আমি আমার ভাইকে রেখে এসেছিলাম, তিনি উঠে করছিল এবং আমার সাথে মিলিত হবে (কথা ছিল)। আমি মনে মনে বললাম, আল্লাহ তা'আলা যদি অমুকের ভাইয়ের কল্যাণ চান তাহলে তাঁকে এখনই এনে দেবেন। এমন সময় একজন মানুষ দরজা নাড়লো। বললাম, কে? তিনি বললেন, উমর (রা) ইবনুল খাত্তাব। বললাম, একটু অপেক্ষা করুন! পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে তাঁকে সালাম করে বললাম, উমর (রা) (এসেছেন, তিনি) প্রবেশের অনুমতি চাইছেন। তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) বলেন : তাকে অনুমতি দাও এবং জান্নাতের সুসংবাদ দাও। আমি উমরের কাছে এসে বললাম, অনুমতি দিয়েছেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ আপনাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিচ্ছেন। উমর (রা) প্রবেশ করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে তার বামপাশের কূপের কিনারায় বসলেন এবং কূপের ভিতরে পা ঝুলিয়ে দিলেন। আমি ফিরে এসে বসে পড়লাম, বললাম, আল্লাহ যদি অমুক ভাইয়ের কল্যাণ চান তাহলে তাঁকে এনে দেবেন। একজন লোক এসে দরজা নাড়লো। আমি বললাম, কে? তিনি বললেন, উসমান ইব্ন আফ্ফান। বললাম, একটু অপেক্ষা করুন! আমি নবী ﷺ-এর কাছে এসে তাকে অবহিত করলাম। তিনি বললেন : তাকে অনুমতি দাও এবং আসন্ন বিপদসহ জান্নাতের সুসংবাদ দাও। আমি এসে বললাম, প্রবেশ করুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ আপনাকে আসন্ন বিপদসহ জান্নাতের সুসংবাদ দিচ্ছেন। রাবী বলেন, তিনি [উসমান (রা)] প্রবেশ করে দেখলেন কূপের প্রান্ত ভরে গেছে। তিনি তাঁদের মুখোমুখি হয়ে (কূপের) অন্যপাশে বসলেন। শারীক (র) বলেন, সাঈদ ইব্ন মুসায়্যিব (র) বলেন, আমি এর (বসার অবস্থার) ব্যাখ্যা করলাম যে, এ হচ্ছে তাঁদের কবর-এর অবস্থান।

আবু বকর ইবন ইসহাক (র)..... আবু মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ^{পাঠায়াহ আলহাদিথ ওয়াসাহাব}-কে খুঁজতে বের হয়ে দেখলাম, তিনি মালসমূহের (বাগানের) দিকে গিয়েছেন। আমি তাঁর পিছনে গিয়ে দেখি তিনি একটি মালে (বাগান) ঢুকে কূপের চাকের ভিতর পা দু'টো ঝুলিয়ে বসে আছেন, তাঁর পা দুটো নলা পর্যন্ত খোলা। এরপর রাবী পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করলেন। এখানে সাঈদ ইবন মুসাইয়্যিব (র)-এর কথা “আমি এটিকে, তাঁদের কবররূপে” কথাটি নেই।

৫৭৭৮- حَدَّثَنِي حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلَوَانِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي شَرِيكَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا إِلَى حَائِطٍ بِالْمَدِينَةِ لِحَاجَتِهِ فَخَرَجْتُ فِي أَثَرِهِ وَأَقْتَصَّ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ وَذَكَرَ فِي الْحَدِيثِ قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ فَتَأَوَّلْتُ ذَلِكَ قُبُورَهُمْ اجْتَمَعَتْ هَهُنَا وَانْفَرَدَ عُثْمَانُ-

৫৯৯৮. হাসান ইবন আলী হুলওয়ানী ও আবু বকর ইবন ইসহাক (র)..... আবু মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ^{পাঠায়াহ আলহাদিথ ওয়াসাহাব} তাঁর (প্রাকৃতিক) প্রয়োজনে মদীনার এক বাগানে গেলেন। আমি তাঁর পায়ের চিহ্ন অনুসরণ করলাম।..... অতঃপর সুলায়মান ইবন বিলাল-এর হাদীসের অনুরূপ অর্থে রাবী এ হাদীস বর্ণনা করেন। এ হাদীসে এও উল্লেখ আছে যে, ইবন মুসায়্যিব (র) বলেন, আমি এটিকে ব্যাখ্যা করলাম যে, তা হচ্ছে তাঁদের কবর (নমুনা) এরা এখানে একত্রে, আর পৃথকভাবে আছেন উসমান (রা)।

৪- بَابُ مِنْ فَضَائِلِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

৪. পরিচ্ছেদ : হযরত আলী ইবন আবু তালিব (রা)-এর ফযীলত

৫৭৭৭- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَعَبِيدُ اللَّهِ الْقَوَارِيرِيُّ وَسُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ كُلُّهُمْ عَنْ يُونُسَ الْمَاجِشُونِ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الصَّبَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ أَبُو سَلَمَةَ الْمَاجِشُونِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِعَلِيٍّ أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي قَالَ سَعِيدٌ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَشَافَهُ بِهَا سَعْدًا فَلَقِيتُ سَعْدًا فَحَدَّثْتُهُ بِمَا حَدَّثَنِي بِهِ عَامِرٌ فَقَالَ أَنَا سَمِعْتُهُ قُلْتُ أَنْتَ سَمِعْتَهُ قَالَ فَوَضَعَ اصْبَغِيهِ عَلَى أُذُنِيهِ فَقَالَ نَعَمْ وَالْأُفَسْتُكَتَا-

৫৯৯৯. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া তামীমী, আবু জা'ফর মুহাম্মদ ইবনুস সাব্বাহ, উবায়দুল্লাহ কাওয়ারীরী ও সুরায়জ ইবন ইউনুস (র)..... আমির ইবন সা'দ সূত্রে সা'দ ইবন আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ^{পাঠায়াহ আলহাদিথ ওয়াসাহাব} আলী (রা)-কে বলেছেন : তুমি আমার জন্য মূসা (আ)-এর জন্য হারুন-এর মতো। তবে আমার পর কোন নবী নেই। সাঈদ (র) বলেন, (আমিরের কাছে শোনার পরে) আমি ভাল মনে করলাম যে, হাদীসটি প্রত্যক্ষভাবে সা'দ

(রা) থেকে শুনে নিই। অতএব আমি সা'দ (রা)-এর সাথে মিলিত হলাম এবং 'আমির আমাকে যে হাদীস বলেছেন, আমি তাঁকে তা বললাম। তিনি বললেন, আমি এ কথা শুনেছি। আমি বললাম, আপনিই এ কথা শুনেছেন? তিনি দু'কানে দুটো আংগুল দিয়ে বললেন, হ্যাঁ শুনেছি, অন্যথা এ কান দুটো বধির হয়ে যাবে।

৬০০০- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ خَلَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى بْنِ أَبِي طَالِبٍ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَخَلَّفَنِي فِي النِّسَاءِ وَالصَّبِّانِ فَقَالَ أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى غَيْرَ أَنَّهُ لَأَنْبَى بَعْدِي-

৬০০০. আবু বকর ইবন আবু শায়বা, মুহাম্মদ ইবন মুসান্না ও ইবন বাশ্শার (র)..... সা'দ ইবন আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, তাবুকের যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ আলী (রা)-কে মদীনায় তাঁর প্রতিনিধি বানিয়ে রেখে গেলেন। আলী (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে কি মহিলা ও শিশুদের সাথে রেখে যাচ্ছেন? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তুমি কি এতে সন্তুষ্ট হবে না যে, আমার তোমার মর্যাদা তুলনায় মূসা (আ)-এর তুলনায় হারুন (আ)-এর মতো হবে। তবে (পার্থক্য এই যে) আমার পর আর কোন নবী নেই।

৬০০১- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ-

৬০০১. উবায়দুল্লাহ ইবন মুআয (রা) শুবা থেকে এ সনদে হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

৬০০২- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَتَقَارِبًا فِي اللَّفْظِ قَالَا حَدَّثَنَا حَاتِمٌ وَهُوَ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ مِسْمَارٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَمَرَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ سَعْدًا فَقَالَ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسُبَّ أَبَا التُّرَابِ فَقَالَ أَمَّا مَا ذَكَرْتُ ثَلَاثًا قَالَهُنَّ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَنْ أَسُبَّهُ لَأَنْ تَكُونَ لِي وَاحِدَةً مِنْهُنَّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَهُ وَخَلَفَهُ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ فَقَالَ لَهُ عَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ خَلَفْتَنِي مَعَ النِّسَاءِ وَالصَّبِّانِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَأَنْبَى بَعْدِي وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ يَوْمَ خَيْبَرَ لَأُعْطِينَ الرَّأْيَةَ رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ قَالَ فَتَطَاوَلْنَا لَهَا فَقَالَ ادْعُوا لِي عَلِيًّا فَأَتَى بِهِ أَرْمَدَ فَبَصَقَ فِي عَيْنَيْهِ وَدَفَعَ الرَّأْيَةَ إِلَيْهِ فَفَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ (فَقُلْ تَعَالَوْا) نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلِيًّا وَفَاطِمَةَ وَحَسَنًا وَحُسَيْنًا فَقَالَ اللَّهُمَّ هَؤُلَاءِ أَهْلِي-

৬০০২. কুতায়বা ইবন সাঈদ ও মুহাম্মদ ইবন আব্বাদ (র).....আমির ইবন সা'দ (র) সূত্রে সা'দ ইবন আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, মুআবিয়া ইবন আবু সুফিয়ান (রা) সা'দ (রা)-কে আমীর বানালেন এবং বললেন,

আপনি আলী (রা)-কে কেন মন্দ বলেন না ? সা'দ বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সম্পর্কে যে তিনটি কথা বলেছেন, তা যতক্ষণ আমার স্মরণে আছে, আমি কখনও তাঁকে মন্দ বলবো না। সেগুলোর মধ্য হতে যদি একটিও আমি লাভ করতে পারতাম, তাহলে তা আমার জন্য লাল কাল উটের চেয়েও বেশি পসন্দনীয় হতো। রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আলী (রা)-এর উদ্দেশ্যে বলতে শুনেছি, আলী (রা)-কে কোন যুদ্ধের সময় প্রতিনিধি বানিয়ে রেখে গেলে তিনি বললেন, মহিলা ও শিশুদের সাথে আমাকে রেখে যাচ্ছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, আমার তুলনায় তোমার মর্যাদা মূসা (আ)-এর তুলনায় হারুন (আ)-এর মতো। তবে মনে রাখতে হবে যে, আমার পর আর কোন নবী নেই। খায়বারের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আমি বলতে শুনেছি, আমি এমন এক ব্যক্তিকে পতাকা দেবো যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-কে ভালবাসে আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলও তাকে ভালবাসেন। এ কথা শুনে আমরা মাথা উঁচু করলাম (আশায় আশায় অপেক্ষা করতে থাকলাম)। তখন তিনি বললেন, আলীকে ডাকো। আলী আসলেন, তাঁর চোখ উঠেছিলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর চোখে লাল দিলেন এবং তাঁর হাতে পতাকা অর্পণ করলেন। পরিশেষে তাঁর হাতেই বিজয় তুলে দিলেন আল্লাহ। আর যখন (মুবাহালা সংক্রান্ত) আয়াত : “আমরা আমাদের এবং তোমাদের সন্তান-সন্ততিকে ডাকি” (৩ : ৬১) অবতীর্ণ হলো, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আলী, ফাতিমা, হাসান ও হুসায়ন (রা)-কে ডাকলেন। অতঃপর বললেন হে আল্লাহ! এরাই আমার পরিবার।

৬.০৩- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدٍ عَنْ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لِعَلِيٍّ أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى-

৬০০৩. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র)..... সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আলী (রা)-কে বলেছেন : তুমি কি সন্তুষ্ট নও যে, তুমি আমার তুলনায় হবে মূসা (আ)-এর তুলনায় হারুন (আ)-এর অবস্থানে।

৬.০৪- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيَّ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَوْمَ خَيْبَرَ لَأُعْطِينَ هَذِهِ الرَّأْيَةَ رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مَا أَحْبَبْتُ الْإِمَارَةَ إِلَّا يَوْمَئِذٍ قَالَ فَتَسَاوَرْتُ لَهَا رَجَاءً أَنْ أُدْعَى لَهَا قَالَ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهَا وَقَالَ امْشِ وَلَا تَلْتَفِتْ حَتَّى يَفْتَحَ اللَّهُ عَلَيْكَ قَالَ فَسَارَ عَلَى شَيْئًا ثُمَّ وَقَفَ وَلَمْ يَلْتَفِتْ فَصَرَخَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى مَاذَا أُقَاتِلُ النَّاسَ قَالَ قَاتِلُهُمْ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَقَدْ مَنَعُوا مِنْكَ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ-

৬০০৪. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ খায়বরের যুদ্ধের সময় বললেন, অবশ্যই আমি ঐ ব্যক্তির কাছে পতাকা অর্পণ করবো, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসে। তাঁর হাতেই আল্লাহ তা'আলা বিজয় দেবেন। উমর (রা) বলেন, শুধু ঐ দিনটি ছাড়া আমি কখনো নেতৃত্বের বাসনা করি নি। এ আশা নিয়ে আমি মাথা উঁচু করলাম যে, হয়ত এ কাজের জন্য আমাকে ডাকা হতে পারে। রাবী বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আলী ইব্ন আবু তালিবকে ডেকে তার হাতে পতাকা দিলেন এবং বললেন : এগিয়ে চলো, এদিক ওদিক তাকিও না, তোমার হাতেই আল্লাহ বিজয় তুলে দেয়া পর্যন্ত। রাবী বলেন : এরপর আলী (রা) কিছু দূরে চললেন, পরে থামলেন, এদিক সেদিক দেখলেন না এ অবস্থায় চিৎকার করে বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! কোন্ কথার উপর আমি লোকদের সাথে লড়াই করবো? রাসূলুল্লাহ বললেন : তাদের সাথে লড়াই চালিয়ে যাও যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য প্রদান করে যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই আর নিঃসন্দেহে মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল। যখনই তারা এ সাক্ষ্য প্রদান করবে, তখনই তারা তাদের প্রাণসমূহ (জানমাল) তোমার হাত থেকে রক্ষা করে ফেলবে। তবে কোন আইনগত কারণে (হলে ভিন্ন কথা) আর তাদের (আন্তরিকতার) হিসাব আল্লাহর কাছে।

৬.০৫- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَاللَّفْظُ هَذَا حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَوْمَ خَيْبَرَ لَأُعْطِينَ هَذِهِ الرَّايَةَ رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ قَالَ فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوكُونَ لَيْلَتَهُمْ أَيُّهُمْ يُعْطَاهَا قَالَ فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ غَدَوْا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كُلُّهُمْ يَرْجُونَ أَنْ يُعْطَاهَا فَقَالَ أَيْنَ عَلَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالُوا هُوَ يَارَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ قَالَ فَأَرْسَلُوا إِلَيْهِ فَأَتَى بِهِ فَبَصَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي عَيْنَيْهِ وَدَعَا لَهُ فَبَرَأَ حَتَّى كَأَنَّ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعٌ فَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ فَقَالَ عَلَى يَارَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَقَاتِلْهُمْ حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَنَا قَالَ أَنْفِذْ عَلَى رَسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللَّهِ فِيهِ فَوَاللَّهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ-

৬০০৫. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)..... সাহল ইব্ন সাদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ খায়বারের যুদ্ধের দিন বললেন : আমি (আগামীকাল) অবশ্যই এমন এক ব্যক্তির হাতে পতাকা অর্পণ করবো যার হাতে আল্লাহর তা'আলা বিজয় দান করবেন। সে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসে আর আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলও তাকে ভালবাসেন। রাবী বলেন, অতঃপর লোকেরা রাতভর এ আলোচনাই করতে থাকলো যে, কাকে এ পতাকা অর্পণ করা হয়। তিনি বলেন : তারপর সকাল হলে সবাই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এলো। প্রত্যেকের এটাই আশা যে, আমাকেই হয়ত তা (পতাকা) দেয়া হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আলী ইব্ন আবু তালিব কোথায়? লোকেরা বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তাঁর চোখে অসুখ। তিনি বলেন : তোমরা তাকে ডেকে পাঠাও, পরে তাকে আনা হলো। তিনি তার চোখে থুথু লাগালেন এবং তার জন্য দু'আ করলেন। তিনি সম্পূর্ণ ভালো হয়ে

গেলেন, এমনভাবে, যেন তাঁর কোন রোগই ছিল না। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে পতাকা দিলেন। আলী (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি তাদের সাথে লড়াই করবো যতক্ষণ না তারা আমাদের মতো হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তুমি তোমার উদ্দেশ্যে চলে যাও ব্যস্ত না হয়ে এবং ওদের মাঠে অবতীর্ণ হয়ে তাদের ইসলামের দিকে দাওয়াত দাও। আর তাদের অবশ্য করণীয় আল্লাহর হুকুমলো সম্পর্কে অবহিত করা। কেননা আল্লাহর শপথ! তোমার মাধ্যমে যদি আল্লাহ একটা মানুষকেও হিদায়াত করেন, তবে তা তোমার জন্য লাল লাল উট থেকেও উত্তম।

৬.৬- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ عَنْ يَزِيدَ ابْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ كَانَ عَلَى قَدْ تَخَلَّفَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ خَيْبَرٌ وَكَانَ رَمِدًا فَقَالَ أَنَا أَتَخَلَّفُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَخَرَجَ عَلَى فُلْحِقَ بِالنَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا كَانَ مَسَاءَ اللَّيْلَةِ الَّتِي فَتَحَهَا اللَّهُ فِي صَبَاحِهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَأُعْطِينَ الرَّأْيَةَ أَوْ لَيَأْخُذَنَّ بِالرَّأْيَةِ غَدًا رَجُلٌ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَوْ قَالَ يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَإِذَا نَحْنُ بِعَلِيِّ وَمَا نَرْجُوهُ فَقَالُوا هَذَا عَلَى نَطَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرَّأْيَةَ فَفَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ-

৬০০৬. তায়বা ইবন সাঈদ (র) সালামা ইবন আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খায়বারের যুদ্ধে আলী (র) পেছনে রয়ে গেলেন। তাঁর চোখ উঠেছিলো। তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ছেড়ে পিছনে পড়ে থাকবো? তিনি বের হলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে মিলিত হলেন। বিজয় প্রভাতের আগের দিন সন্ধ্যায় রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আগামীকাল এমন এক ব্যক্তিকে পতাকা প্রদান করবো, অথবা (বললেন) পতাকা এমন এক ব্যক্তি গ্রহণ করবে যাকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ভালবাসেন। অথবা (বললেন) যিনি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসেন। তাঁর হাতেই আল্লাহ বিজয় দেবেন। হঠাৎ আমরা আলী (রা)-কে দেখলাম। আমরা তাঁকে আশা করি নি। লোকেরা বললো, ইনি তো আলী। আর তাঁকেই রাসূলুল্লাহ ﷺ পতাকা দিলেন এবং তাঁর হাতে আল্লাহ বিজয় দান করলেন!

৬.৭- حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَشُجَاعُ بْنُ مَخْلَدٍ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُيَيْتَةَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنِي أَبُو حَيَّانٍ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ حَيَّانٍ قَالَ انْطَلَقْتُ أَنَا وَحُصَيْنُ بْنُ سَبْرَةَ وَعُمَرُ بْنُ مُسْلِمٍ إِلَى زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ فَلَمَّا جَلَسْنَا إِلَيْهِ قَالَ لَهُ حُصَيْنٌ لَقِيتُ يَزِيدَ خَيْرًا كَثِيرًا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَسَمِعْتُ حَدِيثَهُ وَغَزَوْتُ مَعَهُ وَصَلَّيْتُ خَلْفَهُ لَقِيتُ يَزِيدَ خَيْرًا كَثِيرًا حَدَّثَنَا يَزِيدُ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَا ابْنَ أَخِي وَاللَّهِ لَقَدْ كَبِرْتَ سِنِّي وَقَدُمَ عَهْدِي وَنَسِيتُ بَعْضَ الَّذِي كُنْتُ أَعْيُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَمَا حَدَّثْتُكُمْ فَأَقْبَلُوا وَمَا لَافَلَا تَكَلَّفُونِيهِ ثُمَّ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا فِينَا خَطِيبًا بِمَاءٍ يُدْعَى خُمًّا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَوَعِظَ وَذَكَرَ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ أَلَا أَيُّهَا النَّاسُ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ يُوشِكُ أَنْ

يَأْتِي رَسُولُ رَبِّي فَأَجِيبَ وَأَنَا تَارِكُ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ أَوَّلُهُمَا كِتَابُ اللَّهِ فِيهِ الْهُدَى وَالنُّورُ فَخُذُوا بِكِتَابِ اللَّهِ وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ فَحَثَّ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَرَغَّبَ فِيهِ ثُمَّ قَالَ وَأَهْلُ بَيْتِي أَذْكُرْكُمْ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي أَذْكُرْكُمْ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي فَقَالَ لَهُ حُصَيْنٌ وَمَنْ أَهْلُ بَيْتِهِ يَزِيدُ أَلَيْسَ نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ قَالَ نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَلَكِنْ أَهْلُ بَيْتِهِ مَنْ حُرِمَ الصَّدَقَةُ بَعْدَهُ قَالَ وَمَنْ هُمْ قَالَ هُمْ آلُ عَلِيٍّ وَآلُ جَعْفَرٍ وَآلُ عَبَّاسٍ قَالَ كُلُّ هَؤُلَاءِ حُرِمَ الصَّدَقَةُ قَالَ نَعَمْ-

৬০০৭ যুহায়র ইব্ন হার্ব ও শুজা' ইব্ন মাখলাদ (র)..... ইয়াযীদ ইব্ন হায়ান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি, হুসায়ন ইব্ন সাবুরা এবং উমর ইব্ন মুসলিম— আমরা যায়দ ইব্ন আরকাম (রা)-এর নিকট গেলাম। আমরা যখন তাঁর কাছে বসি, তখন হুসায়ন (রা) বললেন, হে যায়দ! আপনি তো বহু কল্যাণ প্রত্যক্ষ করেছেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে দেখেছেন, তাঁর হাদীস শুনেছেন, তাঁর সাথে থেকে যুদ্ধ করেছেন এবং তাঁর পেছনে সালাত আদায় করেছেন। আপনি বহু কল্যাণ লাভ করেছেন, হে যায়দ! আপনি রাসূলুল্লাহ থেকে যা শুনেছেন, তা (হাদীস) আমাদের বলুন না। যায়দ (রা) বললেন, ভ্রাতুষ্পুত্র! আমার বয়সে হয়েছে, আমি পুরানো যুগের মানুষ। সুতরাং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছ থেকে যা আমি সংরক্ষণ করেছিলাম, এর কিছু ভুলে গিয়েছি। তাই আমি যা বলি, তা কবুল কর আর আমি যা না বলি, সে ব্যাপারে আমাকে বাধ্য কর না। তারপর তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী 'খুম' নামক স্থানে দাঁড়িয়ে আমাদের সামনে ভাষণ দিলেন। আল্লাহর প্রশংসা ও ছানা বর্ণনা শেষে ওয়ায-নসীহত করলেন। তারপর বললেন, সাবধান, হে লোক সকল! আমিও একজন মানুষই আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত দূত আসবেন, আর আমিও তাঁর ডাকে সাড়া দেব। আমি তোমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ দু'টো জিনিস রেখে যাচ্ছি। এর প্রথমটি হলো আল্লাহর কিতাব। এতে হিদায়াত এবং নূর রয়েছে। সুতরাং তোমরা আল্লাহর কিতাবকে অবলম্বন কর, একে শক্ত করে ধরে রাখো। এরপর তিনি কুরআনের প্রতি উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দিলেন। তারপর বললেন, আর হলো আমার 'আহলে বায়ত'। আর আমি আহলে বায়তের ব্যাপারে তোমাদের আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, আহলে বায়তের ব্যাপারে তোমাদের আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, আহলে বায়তের ব্যাপারে তোমাদের আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। হুসায়ন (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর 'আহলে বায়ত' কারা, হে যায়দ? রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিবিগণ কি আহলে বায়তের অন্তর্ভুক্ত নন? যায়দ (রা) বললেন, বিবিগণও আহলে বায়তের অন্তর্ভুক্ত; তবে আহলে বায়ত তাঁরাই, যাদের জন্য যাকাত গ্রহণ হারাম। হুসায়ন (রা) বললেন, এ সব লোক কারা? যায়দ (রা) বললেন, এঁরা আলী, আকীল, জা'ফর ও আব্বাস (রা)-এর পরিবার-পরিজন। হুসায়ন (রা) বললেন, এঁদের সবার জন্য যাকাত হারাম? যায়দ (রা) বললেন, হ্যাঁ।

৬০০৮. মুহাম্মদ ইব্ন বাক্বার ইব্ন রাইয়ান (র)..... যায়দ ইব্ন আরকাম (রা) সূত্রে নবী ﷺ হতে যুহায়র (র)-এর অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৬.০৯- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي حَيَّانَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ اسْمَاعِيلَ وَزَادَ فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ كِتَابُ اللَّهِ فِيهِ الْهُدَى وَالنُّورُ مَنْ اسْتَمْسَكَ بِهِ وَآخَذَ بِهِ كَانَ عَلَى الْهُدَى وَمَنْ أَخْطَأَهُ ضَلَّ-

৬০০৯. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র)..... ইবন হায়্যান (র) থেকে এ সনদেই ইসমাইলের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। জারীরের হাদীসে “আল্লাহর কিতাব, তাতে রয়েছে হিদায়াত ও আলো, যে এটাকে ধরে রাখবে, হিদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। আর যে এটা ছেড়ে দেবে, সে পথ হারিয়ে ফেলবে”, বাক্যটি অধিক উল্লেখ আছে।

৬.১০- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ بْنُ الرِّيَّانِ حَدَّثَنَا حَسَّانُ يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ عَنْ سَعِيدٍ وَهُوَ ابْنُ مَسْرُوقٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ حَيَّانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ قَالَ دَخَلْنَا عَلَيْهِ فَقُلْنَا لَهُ لَقَدْ رَأَيْتَ خَيْرًا لَقَدْ صَاحَبْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَصَلَّيْتَ خَلْفَهُ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ أَبِي حَيَّانَ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ إِلَّا وَإِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ الثَّقَلَيْنِ أَحَدُهُمَا كِتَابُ اللَّهِ هُوَ حَبْلُ اللَّهِ مَنْ اتَّبَعَهُ كَانَ عَلَى الْهُدَى وَمَنْ تَرَكَهُ كَانَ عَلَى ضَلَالَةٍ وَفِيهِ فَقُلْنَا مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ نِسَاؤُهُ قَالَ لَا أَيْمُ اللَّهُ إِنْ الْمَرْأَةَ تَكُونُ مَعَ الرَّجُلِ الْعَصْرَ مِنَ الدَّهْرِ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا فَتَرْجِعُ إِلَى أَبِيهَا وَقَوْمِهَا أَهْلُ بَيْتِهِ أَصْلُهُ وَعَصَبَتُهُ الَّذِينَ حُرِّمُوا الصَّدَقَةُ بَعْدَهُ-

৬০১০. মুহাম্মদ ইবন বাক্কার ইবন রায়্যান (র).....ইয়াযীদ ইবন হায়্যান (র) সূত্রে যায়দ ইবন আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি (ইয়াযীদ) বলেন, আমরা তাঁর কাছে গিয়ে বললাম, আপনি তো বহু কল্যাণ প্রত্যক্ষ করেছেন, আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহচর্যে রয়েছেন, তাঁর পেছনে সালাত আদায় করেছেন। এরপর আবু হায়্যানের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে এ হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি তোমাদের মাঝে দু'টো ‘ভারী’ (গুরুত্বপূর্ণ) জিনিস রেখে যাচ্ছি। আল্লাহর কিতাব, যেটি আল্লাহর রশি, যে এর অনুসরণ করবে, হিদায়াতের উপর থাকবে; আর যে একে ছেড়ে দেবে, সে পথভ্রষ্টতায় পতিত হবে। এ বর্ণনায় আরো আছে যে, আমরা বললাম, রাসূলের আহলে বায়তের মধ্যে কি তাঁর বিবির অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন? যায়দ (রা) বললেন, আল্লাহর শপথ! স্ত্রীরা একটা সময় পুরুষদের সাথে থাকে, এরপর তাকে স্বামী তালাক দিলে সে তার পিতা এবং গোষ্ঠীর কাছে ফিরে যায়। আহলে বায়ত হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মূল (রক্তধারার) বংশ এবং তাঁর স্বগোষ্ঠীয়রা, যাঁদের জন্য (নবীর তিরোধানের) পর যাকাত হারাম।

৬.১১- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ اسْتُعْمِلَ عَلَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ مِنْ آلِ مَرْوَانَ قَالَ فَدَعَا سَهْلٌ بْنُ سَعْدٍ فَأَمَرَهُ أَنْ يَشْتِمَ عَلَيْهِ قَالَ فَأَبَى سَهْلٌ فَقَالَ لَهُ أَمَّا إِذَا أَبَيْتَ فَقُلْ لَعَنَ اللَّهُ أَبَا التُّرَابِ فَقَالَ سَهْلٌ مَا كَانَ لِعَلِيٍّ اسْمٌ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَبِي التُّرَابِ وَإِنْ كَانَ لَيَفْرَحُ إِذَا دُعِيَ بِهَا فَقَالَ لَهُ أَخْبَرْنَا عَنْ قِصَّتِهِ لِمَ سُمِّيَ أَبَا

تُرَابٍ قَالَ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْتَ فَاطِمَةَ فَلَمْ يَجِدْ عَلَيْهَا فِي الْبَيْتِ فَقَالَ أَيْنَ ابْنُ عَمِّكَ فَقَالَتْ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ شَيْءٌ فَغَاضَبَنِي فَخَرَجَ فَلَمْ يَقُلْ عِنْدِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِإِنْسَانٍ انْظُرْ أَيْنَ هُوَ فَجَاءَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هُوَ فِي الْمَسْجِدِ رَاقِدٌ فَجَاءَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ قَدْ سَقَطَ رِدَاءُهُ عَنْ شِقِّهِ فَأَصَابَهُ تُرَابٌ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمْسَحُهُ عَنْهُ وَيَقُولُ قُمْ أَبَا التُّرَابِ قُمْ أَبَا التُّرَابِ -

৬০১১. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)..... সাহল ইবন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত যে, মারওয়ানের বংশের এক ব্যক্তি মদীনার শাসনকর্তা নিযুক্ত হলো, সে সাহলকে ডেকে এনে আলী (রা)-কে গালি দিতে বলল। সাহল (রা) অস্বীকার করলেন। সে (শাসক ব্যক্তিটি) বললো, তুমি যদি গালি নাই দাও তবে অন্তত বল যে, আবু তুরাবের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত। সাহল (রা) বললেন, আলী (রা)-এর কাছে কোন নামই এর চেয়ে বেশি পসন্দনীয় ছিল না। এ নামে ডাকলে তিনি খুশি হতেন। সে ব্যক্তি বললো, তা হলে আবু তুরাব নাম হওয়ার ঘটনা বর্ণনা কর। তিনি বললেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফাতিমা (রা)-এর ঘরে পদার্পণ করলেন; কিন্তু আলী (রা)-কে ঘরে পেলেন না। তখন বললেন, তোমার চাচাত ভাই কোথায়? ফাতিমা (রা) বললেন, তাঁর আর আমার মাঝে একটা (বাক-বিতণ্ডা) ঘটেছিল, যার ফলে তিনি রাগ করে চলে গেছেন, আর তিনি আমার কাছে দিবা বিশ্রাম করেন নি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে বললেন, দেখ তো, আলী কোথায়। লোকটি এসে বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি মসজিদে গুয়ে আছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কাছে এলেন। আলী (রা) গুয়েছিলেন। তাঁর এক পাশের চাদর সরে গিয়েছিল, ফলে শরীরে মাটি লেগে গিয়েছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তা ঝাড়তে শুরু করলেন এবং বললেন, হে আবু তুরাব, উঠ! হে আবু তুরাব, উঠ! (হে মাটি মাখা!)

৫- بَابُ فِي فَضْلِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

৫. পরিচ্ছেদ : হযরত সা'দ ইবন আবু ওয়াক্কাস (রা)-এর ফযীলত

৬. ১২- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنُ قُعْنَبٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى ابْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَرَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقَالَ لَيْتَ رَجُلًا صَالِحًا مِنْ أَصْحَابِي يَحْرُسُنِي اللَّيْلَةَ قَالَتْ وَسَمِعْنَا صَوْتَ السَّلَاحِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ هَذَا قَالَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ أَحْرُسُكَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى سَمِعْتُ غَطِيطَهُ -

৬০১২. আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা ইবন কানাব (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বিন্দ্র রইলেন, আর তিনি বললেন, যদি আমার কোন পুণ্যবান সাহাবী (ভাল মানুষ) এ রাতটিতে আমাকে প্রহরা দিতো! এমন সময় আমরা অস্ত্রের ঝন্ঝনানি শুনতে পেলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এ কে? উত্তর এলো, (আমি) সা'দ ইবন আবু ওয়াক্কাস। আপনাকে পাহারা দিতে এসেছি ইয়া রাসূলুল্লাহ! আয়েশা (রা) বললেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘুমিয়ে পড়লেন। এমনকি আমি তাঁর নাক ডাকার শব্দও শুনতে পেলাম।

৬.১৩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ سَهَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَقْدَمَهُ الْمَدِينَةَ لَيْلَةً فَقَالَ لَيْتَ رَجُلًا صَالِحًا مِنْ أَصْحَابِي يَحْرُسُنِي اللَّيْلَةَ قَالَتْ فَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ سَمِعْنَا خَشْخَشَةَ سِلَاحٍ فَقَالَ مَنْ هَذَا قَالَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا جَاءَكَ قَالَ وَقَعَ فِي نَفْسِي خَوْفٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَجِئْتُ أَحْرُسُهُ فَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ نَامَ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ رُمْحٍ فَقُلْنَا مَنْ هَذَا-

৬০১৩. কুতায়বা ইবন সাঈদ ও মুহাম্মদ ইবন রুমহ (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মদীনা আগমনের প্রথম সময়ে এক রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বিন্দি রইলেন। আর তিনি বললেন : আমার সাহাবীদের মধ্য হতে কোন নেক ব্যক্তি আমাকে এ রাতে পাহারা দিলে কতই না ভালো হতো! আয়েশা (রা) বলেন যে, এমতাবস্থায়ই আমরা অস্ত্রের বন্ধান শব্দ শুনতে পেলাম। তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) বললেন : এ কে? তিনি বললেন, সা'দ ইবন আবু ওয়াক্কাস। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এসেছো? তোমার আসার কারণ? তিনি [সা'দ (রা)] বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ব্যাপারে আমার মনে ভয় জেগেছে, তাই তাঁকে পাহারা দিতে এলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর জন্যে দু'আ করলেন, তারপর তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। ইবন রুমহ (র)-এর বর্ণনায় আছে, “আমরা বললাম, ইনি কে?”

৬.১৪- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ سَمِعْتُ عَيْدَ اللَّهِ ابْنَ عَامِرٍ بْنِ رَبِيعَةَ يَقُولُ قَالَتْ عَائِشَةُ أَرِقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ بِمِثْلِ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ-

৬০১৪. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ জাগ্রত রইলেন।..... (পরবর্তী অংশ) সুলায়মান ইবন বিলালের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে।

৬.১৫- حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ حَدَّثَنَا ابْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ مَا جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبَوِيهِ لِأَحَدٍ غَيْرَ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ فَإِنَّهُ جَعَلَ يَقُولُ لَهُ يَوْمَ أُحُدٍ أَرَمَ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي-

৬০১৫. মানসূর ইবন আবু মুযাহিম (র)..... আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সা'দ ইবন মালিক (রা) ছাড়া আর কারো জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের মাতাপিতা উভয়ের (উৎসর্গকরণের) উল্লেখ এক সাথে করেন নি। উহুদ যুদ্ধের দিন তিনি সা'দকে বলেছিলেন, তীর নিক্ষেপ কর, সা'দ! আমার মা-বাবা তোমার জন্য উৎসর্গ হোন।

৬.১৬- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِثْنَى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَأَسْحَاقُ الْحَنْظَلِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَشْرِ

عَنْ مِسْعَرٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مِسْعَرٍ كُلُّهُمْ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ-

৬০১৬. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না, ইব্ন বাশ্শার, আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা, আবু কুরায়ব, ইসহাক হানযালী ও ইব্ন আবু উমর (রা)..... আলী (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে।

৬.১৭- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنُ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ لَقَدْ جَمَعَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبَوَيْهِ يَوْمَ أُحُدٍ-

৬০১৭. আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা ইব্ন কানাব (র)..... সা'দ ইব্ন আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উহুদ দিবসে আমার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর পিতা ও মাতাকে একত্রে উৎসর্গিত করেছেন।

৬.১৮- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ رُمَحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ كِلَاهُمَا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ-

৬০১৮. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ, ইব্ন রুমহ ও ইব্ন মুসান্না (রা)..... ইয়াহুইয়া ইব্ন সাঈদ (রা) সূত্রে এ সনদেই বর্ণনা করেছেন।

৬.১৯- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ يَعْنِي ابْنَ اسْمَاعِيلَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ مِسْمَارٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَمَعَ لَهُ أَبَوَيْهِ يَوْمَ أُحُدٍ قَالَ كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَدْ أَحْرَقَ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ اِرْمِ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي قَالَ فَنَزَعْتُ لَهُ بِسَهْمٍ لَيْسَ فِيهِ نَصْلٌ فَأَصَابَتْ جَنْبَهُ فَسَقَطَ وَأَنْكَشَفَتْ عَوْرَتَهُ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى نَوَاجِذِهِ-

৬০১৯. মুহাম্মদ ইব্ন আব্বাদ (র)..... সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ উহুদ যুদ্ধের দিন তার জন্য তার পিতা ও মাতাকে একত্রে উল্লেখ করেছিলেন। সা'দ (রা) বলেন, মুশরিকদের একটা লোক মুসলমানদের জ্বালিয়ে মারছিলো। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হে সা'দ, তীর মারো। আমার পিতামাতা তোমার জন্য উৎসর্গ। আমি তার উদ্দেশ্যে একটা তীর বের করলাম, যাতে ফলা (ধারালো অংশটি) ছিলো না, ওটা তার পাঁজরে লাগলে সে পড়ে গেলো, এতে তার লজ্জাস্থান প্রকাশিত হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ ﷺ এমনভাবে হাসলেন : আমি তাঁর মাড়ির দাঁত পর্যন্ত দেখতে পেলাম।

৬.২০- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنِي مُصْعَبُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ نَزَلَتْ فِيهِ آيَاتٌ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ حَلَفْتُ أَمْ سَعْدٌ أَنْ لَا تَكَلِّمَهُ أَبَدًا حَتَّى يَكْفُرَ بِدِينِهِ وَلَا تَأْكُلَ وَلَا تَشْرَبَ قَالَتْ زَعَمْتُ أَنَّ اللَّهَ

وَصَّاكَ بِوَالِدَيْكَ فَأَنَا أُمُّكَ وَأَنَا أُمُّكَ بِهَذَا قَالَ مَكَثَتْ ثَلَاثًا حَتَّى غُشِيَ عَلَيْهَا مِنَ الْجُهِدِ فَقَامَ ابْنُ
لَهَا يُقَالُ لَهُ عُمَارَةٌ فَسَقَاهَا فَجَعَلَتْ تَدْعُوهُ عَلَى سَعْدٍ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْقُرْآنِ هَذِهِ الْآيَةَ :
وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا
وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا قَالَ وَأَصَابَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ غَنِيمَةً عَظِيمَةً فَإِذَا فِيهَا سَيْفٌ
فَأَخَذَتْهُ فَاتَّيْتُ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ نَفِّلْنِي هَذَا السَّيْفَ فَأَنَا مَنْ قَدْ عَلِمْتُ حَالَهُ فَقَالَ رُدَّهُ
مِنْ حَيْثُ أَخَذْتَهُ فَانْطَلَقْتُ حَتَّى أَرَدْتُ أَنْ أُلْقِيَهُ فِي الْقَبْضِ لَا مَتْنِي نَفْسِي فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ
أَعْطِنِيهِ قَالَ فَشَدَلِي صَوْتَهُ رُدَّهُ مِنْ حَيْثُ أَخَذْتَهُ قَالَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ
قَالَ وَمَرَضْتُ فَأَرْسَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَاتَانِي فَقُلْتُ دَعْنِي أَقْسِمُ مَالِي حَيْثُ شِئْتُ قَالَ فَابْي
قُلْتُ فَالْنِّصْفَ قَالَ فَابْي قُلْتُ فَالْثُلُثَ قَالَ فَسَكَتَ فَكَانَ بَعْدُ الثُّلُثُ جَائِزًا قَالَ وَآتَيْتُ عَلَى نَفَرٍ
مِنَ الْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرِينَ فَقَالُوا تَعَالِ نَطْعِمُكَ وَنَسْقِيكَ خَمْرًا وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تُحَرَّمَ الْخَمْرُ قَالَ
فَاتَيْتُهُمْ فِي حَشْرٍ وَالْحَشْرُ الْبُسْتَانُ فَإِذَا رَأْسُ جَزُورٍ مَشْوِيٌّ عِنْدَهُمْ وَزِقٌ مِنْ خَمْرٍ قَالَ فَأَكَلْتُ
وَشَرِبْتُ مَعَهُمْ قَالَ الْأَنْصَارُ فَذُكِرَتْ الْأَنْصَارُ وَالْمُهَاجِرِينَ عِنْدَهُمْ فَقُلْتُ الْمُهَاجِرُونَ خَيْرٌ مِنْ
الْأَنْصَارِ قَالَ فَأَخَذَ رَجُلٌ أَحَدَ لَحْيِي الرَّأْسِ فَضْرَبَنِي بِهِ فَجَرَحَ بِيَأْنَفِي فَاتَّيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
فَأَخْبَرْتُهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي يَعْنِي نَفْسَهُ شَأْنُ الْخَمْرِ : إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ
وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ -

৬০২০. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও যুহায়র ইবন হারব (র)..... মুসআব ইবন সা'দ (রা) সূত্রে তাঁর পিতা থেকে বর্ণিত যে, তাঁর সম্পর্কে কুরআনের কিছু আয়াত অবতীর্ণ হলো। তিনি বলেন, তাঁর মা শপথ করল যে, যতক্ষণ তিনি তাঁর দীন (ইসলাম)-কে অস্বীকার না করবেন ততক্ষণ তাঁর সাথে কথা বলবে না, খাবেও না, পানও করবে না। সে বললো, আল্লাহ তা'আলা তোকে আদেশ করেছেন, পিতামাতার কথা মানতে। আর আমি তোরা মা। আমি তোকে এ আদেশ করছি। মা তিন দিন পর্যন্ত কিছু খেলো না। কষ্টে সে বেহুঁশ হয়ে গেলে উমরাহ নামে তার এক ছেলে তাকে পানি পান করালো। মা সা'দের উপর বদু'আ করতে লাগলো। তখন মহিয়ান গরিয়ান আল্লাহ তা'আলা কুরআন শরীফে এ আয়াত অবতীর্ণ করলেন : “আমি মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি তার পিতামাতার প্রতি সদয়বহার করতে। তবে তারা যদি তোমার উপর বল প্রয়োগ করে, আমার সাথে এমন কিছু শরীক করতে যার সম্পর্কে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তবে তুমি তাদের মেনো না।” (২৯ : ৮) “আর পৃথিবীতে তাদের সাথে বসবাস করবে সত্তাবে।” (৩১ : ১৫) সা'দ বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাতে বিপুল পরিমাণ যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আসলো। এতে একটি তলোয়ারও ছিল। আমি সেটা নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এলাম, বললাম এ তলোয়ারটি আমায় নফল (বিশেষ দান রূপে) দান করুন। আর আমার অবস্থা তো আপনি জানেনই। তিনি

বললেন, এটা যেখান থেকে নিয়েছ সেখানেই রেখে দাও। আমি গেলাম এবং ইচ্ছে করলাম যে, এটাকে ভাঙারে রেখে দেই; কিন্তু আমার মন আমাকে ধিক্কার দিল। তখনই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে ফিরে এলাম। বললাম, আমায় এটা দান করুন। তিনি কড়া আওয়াযে বললেন, এটা যেখানে থেকে এনেছ সেখানে রেখে দাও। তখন আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করলেন : “তারা আপনাকে যুদ্ধলব্ধ মাল সম্পর্কে প্রশ্ন করে।” (৮ : ১)। তিনি বলেন, অসুস্থ হয়ে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আসার জন্য লোক পাঠালাম, তিনি আসলেন। আমি বললাম, আমাকে অনুমতি দান করুন, আমি যাকে ইচ্ছা তাকে আমার ধন-মাল বণ্টন করে দিয়ে দিই। তিনি অস্বীকৃতি জানালেন। আমি বললাম, আচ্ছা অর্ধেক (ধন সম্পদ বণ্টন করি)। তিনি তাও অস্বীকৃতি জানালেন। আমি বললাম আচ্ছা তবে এক-তৃতীয়াংশ (মালই দিয়ে দিই)। তিনি চুপ হয়ে রইলেন। পরবর্তীতে এক-তৃতীয়াংশ ধন-সম্পদ দান করাই অনুমোদিত হলো। সা'দ বলেন একবার আমি আনসার ও মুহাজিরদের কিছু লোকের কাছে গেলাম। তারা আমাকে বললো, এসো, তোমায় আমরা আহার করাবো এবং মদ পান করাবো। এ ঘটনা মদ হারাম হওয়ার পূর্বের। আমি তাদের কাছে একটি বাগানে গেলাম। সেখানে উটের মাথার গোশত ভুনা হয়েছিল আর মদের একটা মটক ছিল। আমি তাদের সাথে গোশত খেলাম এবং মদ পান করলাম। সেখানে মুহাজির ও আনসারদের আলোচনা উঠলে আমি বললাম, মুহাজিররা আনসারদের চেয়ে উত্তম। এক লোক মাথার একটি চোয়াল (এর হাড়) দিয়ে আমাকে আঘাত করলো। আমার নাকে যখম হয়ে গেলো। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে তাকে তা অবহিত করলাম। তখন আল্লাহ তা'আলা আমার সম্পর্কে মদ প্রসঙ্গে আয়াত নাযিল করলেন : “মদ, জুয়া, মূর্তি (পূজার বেদী) ও ভাগ্য নির্ণায়ক শর ঘৃণ্য বস্তু শয়তানের কাজ (৫ : ৯০)।”

৬.২১- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِثْنَى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ أُنْزِلَتْ فِي أَرْبَعِ آيَاتٍ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ زُهَيْرٍ عَنْ سِمَاكِ وَزَادَ فِي حَدِيثِ شُعْبَةَ قَالَ فَكَانُوا إِذَا أَرَادُوا أَنْ يُطْعِمُوهَا شَجَرُوا فَاهَا بِعَصَا ثُمَّ أَوْ جَرَوْهَا وَفِي حَدِيثِهِ أَيْضًا فَضْرَبَ بِهِ أَنْفَ سَعْدٍ فَفَزَرَهُ وَكَانَ أَنْفُ سَعْدٍ مَفْزُورًا-

৬০২১. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র)..... মুসআব ইব্ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমার পিতার প্রসঙ্গে চারটি আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। অতঃপর পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করলেন। শু'বা শুধু এটুকু কথা অধিক বলেছেন- “সা'দ (রা) বলেন, লোকেরা আমার মাকে খানা খাওয়ানোর সময় একটি বড় কাঠি দিয়ে তার মুখ ফাঁকা করত, পরে তার মুখে খাদ্য দিতো।” এ বর্ণনায় এরূপ আছে, “সা'দের নাকে আঘাত করলো, এতে তাঁর নাক ভেঙ্গে ফেটে গেলো। এরপর সব সময়ই তাঁর নাক ভাংগাই ছিল।”

৬.২২- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ الْمُقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ فِي وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ قَالَ نَزَلَتْ فِي سِتَّةِ آيَاتٍ وَأَبْنُ مَسْعُودٍ مِنْهُمْ وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ قَالُوا لَهُ تُدْنِي هَؤُلَاءِ-

৬০২২. যুহায়র ইব্ন হার্ব (র)..... সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত, “যারা তাদের প্রতিপালককে প্রাতে ও সন্ধ্যায় তাঁর সন্তুষ্টি লাভার্থে ডাকে, তাদের আপনি বিতাড়িত করবেন না।” (৬ : ৫২)-এ আয়াতটি ছয় ব্যক্তি প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়। তাদের মধ্যে আমিও একজন ছিলাম এবং আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদও ছিলেন। মুশরিকরা বলতো, এ সব (ছোট) লোককে আপনি সাথে রাখবেন না।

৬.২৩- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَسَدِيُّ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ سِتَّةَ نَفَرٍ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَطْرُدُ هَؤُلَاءِ لَا يَجْتَرُونَ عَلَيْنَا قَالَ وَكُنْتُ أَنَا وَأَبْنُ مَسْعُودٍ وَرَجُلٌ مِنْ هَذِيلٍ وَبِلَالٌ وَرَجُلَانِ لَسْتُ أُسَمِّيهِمَا فَوَقَعَ فِي نَفْسِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقَعَ فَحَدَّثَ نَفْسَهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ-

৬০২৩. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা (র)..... সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত, আমরা ছয় ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ছিলাম। মুশরিকরা বললো, আপনি এসব লোককে আপনার কাছে থেকে তাড়িয়ে দিন। যারা তারা আমাদের মাঝে আসার সাহস না করে। সা'দ (রা) বলেন, তাঁদের মধ্যে আমি, ইব্ন মাসউদ, বনু হুযায়লের এক ব্যক্তি, বিলাল এবং আর দু'জন ব্যক্তি ছিলাম, যাদের নাম আমি নিচ্ছি না। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মনে আল্লাহ তা'আলার অবতীর্ণ করলেন : “যারা তাদের প্রতিপালককে প্রাতে ও সন্ধ্যায় তাঁর সন্তুষ্টি লাভার্থে ডাকে, তাদের আপনি বিতাড়িত করবেন না (৬ : ৫২)।”

৬- بَابُ مِنْ فَضَائِلِ طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا

৬. পরিচ্ছেদ : হযরত তালহা ও যুহায়র (রা)-এর ফযীলত

৬.২৪- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ وَحَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالُوا حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ وَهُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي عَنْ أَبِي عَثْمَانَ قَالَ لَمْ يَبْقَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْضِ تِلْكَ الْأَيَّامِ الَّتِي قَاتَلَ فِيهِنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ غَيْرُ طَلْحَةَ وَسَعْدٍ عَنْ حَدِيثِهِمَا-

৬০২৪. মুহাম্মদ ইব্ন আবু বকর মুকাদ্দামী, হামিদ ইব্ন উমর বকরাবী ও মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল আ'লা (র)..... আবু উসমান (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ (কাফিরদের সাথে) যুদ্ধাভিযানসমূহের কোন কোন ক্ষেত্রে এমন অবস্থাও হয়েছে যে, দিন তালহা এবং সা'দ (রা) ব্যতীত আর কেউই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পাশে থাকে নি। এটা তাদের দু'জনের বর্ণিত হাদীস অনুসারে।

৬.২৫- حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ نَدَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ النَّاسَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فَأَنْتَدَبَ الزُّبَيْرُ

ثُمَّ نَدَبَهُمْ فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ ثُمَّ نَدَبَهُمْ فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيٌّ وَحَوَارِيُّ الزُّبَيْرِ-

৬০২৫. আমর আন-নাকিদ (র)..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খন্দকের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লোকদের জিহাদের প্রেরণা দিলেন। (শত্রু শিবিরে গোয়েন্দাগিরি করার জন্য বিশেষ আহ্বান জানালেন।) যুবায়র (রা) ডাকে সাড়া দিলেন। আবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আহ্বান করলেন। তখনও যুবায়র (রা)-ই সাড়া দিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবার আহ্বান করলেন। যুবায়র (রা)-ই সাড়া দিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন : প্রত্যেক নবীরই একজন একান্ত সাহায্যকারী থাকে, আর আমার একান্ত সাহায্যকারী হলো হযরত যুবায়র।

৬.২৬- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَاسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ وَكِيعٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كِلَاهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ-

৬০২৬. আবু কুরায়ব ও ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র)..... জাবির (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, হাদীসটি তিনি ইব্ন উয়ায়নার হাদীসের সমর্থক বর্ণনা করেছেন।

৬.২৭- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْخَلِيلِ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ كِلَاهُمَا عَنْ ابْنِ مُسْهَرٍ قَالَ إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهَرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ كُنْتُ أَنَا وَعُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ مَعَ النِّسْوَةِ فِي أَطْمٍ حَسَّانٍ فَكَانَ يُطَاطِئُ لِي مَرَّةً فَأَنْطَرُ وَأَطَاطِئُ لَهُ مَرَّةً فَيَنْظُرُ فَكُنْتُ أَعْرِفُ أَبِي إِذَا مَرَّ عَلَى فَرَسِهِ فِي السَّلَاحِ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ قَالَ وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي فَقَالَ وَرَأَيْتَنِي يَا بُنَى قُلْتُ نَعَمْ قَالَ أَمَا وَاللَّهِ لَقَدْ جَمَعَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ أَبَوَيْهِ فَقَالَ فَذَاكَ أَبِي وَأُمِّي-

৬০২৭. ইসমাইল ইব্ন খলীল ও সুয়ায়দ ইব্ন সাঈদ (র)..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খন্দকের দিন আমি এবং উমর ইব্ন আবু সালামা, হাস্‌সান (ইব্ন সাবিত)-এর কিল্লায় মহিলাদের সাথে ছিলাম। কখনো সে আমার জন্য ঝুঁকে পড়ত (পিঠ নিচু করে দিত) তখন আমি দেখতাম, আর কোন সময় আমি তার জন্য নিচু হতাম, তখন সে দেখত। আমার পিতাকে আমি চিনে ফেলতাম, যখন তিনি সমস্ত অবস্থায় ঘোড়ায় চড়ে বনু কুরায়যার দিকে যেতেন। অন্য সূত্রে আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র (রা) বলেন, আমি পিতার কাছে এ কথার উল্লেখ করলাম। তিনি বললেন, বাছা, তুমি আমায় দেখেছিলে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ! সেদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার জন্য তাঁর পিতামাতা উভয়কে একত্রে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন : তোমার জন্য আমার মা-বাবা উৎসর্গ হোন।

৬.২৮- وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْخَنْدَقِ كُنْتُ أَنَا وَعُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ فِي الْأُطَمِ الَّذِي فِيهِ النَّسْوَةُ يَعْنِي نِسْوَةَ النَّبِيِّ ﷺ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ مُسْهَرٍ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ عَبْدَ اللَّهِ بْنُ عُرْوَةَ فِي الْحَدِيثِ وَلَكِنْ أَدْرَجَ الْقِصَّةَ فِي حَدِيثِ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ-

৬০২৮. আবু কুরায়ব (রা)..... আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খন্দকের দিন আমি এবং উমর ইবন আবু সালামা (রা) ঐ কিল্লায় ছিলাম, যেখানে মহিলারা ছিলেন অর্থাৎ নবী ﷺ-এর (পরিবারের) নারীগণ। এ সনদেই ইবন মুসহিরের হাদীসের সমর্থক হাদীস বর্ণনা করেন। তবে তিনি হাদীসে আবদুল্লাহ ইবন উরওয়ার উল্লেখ করেননি। কিন্তু হিশাম তাঁর পিতা সূত্রে ইবন যুবায়র থেকে বর্ণিত হাদীসে এ ঘটনাটি হাদীসের মাঝে প্রবিষ্ট করে বিবৃত করেছেন।

৬.২৯- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ عَلَى حِرَاءَ هُوَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ وَطَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ فَتَحَرَّكَتِ الصَّخْرَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِهْدَأْ فَمَا عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيٌّ أَوْ صَدِيقٌ أَوْ شَهِيدٌ-

৬০২৯. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ হেরা পর্বতের উপর ছিলেন। তাঁর সাথে ছিলেন আবু বকর, উমর, উসমান আলী, তালহা ও যুবায়র (রা)। তখন পাথরটি কেঁপে উঠল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : স্থির হও। তোমার উপর নবী, সিদ্দীক বা শহীদ ছাড়া আর কেউ নয়।

৬.৩০- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ يَزِيدَ بْنِ خُنَيْسٍ وَأَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ الْأَزْدِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ عَلَى جَبَلٍ حِرَاءَ فَتَحَرَّكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَسْكُنْ حِرَاءَ فَمَا عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيٌّ أَوْ صَدِيقٌ أَوْ شَهِيدٌ وَعَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ وَطَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ-

৬০৩০. উবায়দুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ ইবন ইয়াযীদ ইবন খুনায়স ও আহমাদ ইবন ইউসুফ আযদী (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ হেরা পর্বতের উপর ছিলেন, পর্বত নড়ে উঠলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : শান্ত হও, হেরা! তোমার উপর নবী, সিদ্দীক বা শহীদ ছাড়া আর কেউ নয়। (তখন) তার উপর নবী, আবু বকর, উমর, উসমান, আলী, তালহা, যুবায়র ও সা'দ ইবন আবু ওয়াক্কাস (রা) ছিলেন।

৬.২১- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَعَبْدَةُ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَتْ لِي عَائِشَةُ أَبَوَاكَ وَاللَّهِ مِنَ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ -

৬০৩১. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (রা)..... হিশাম (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা (রা) আমাকে বললেন, আল্লাহর শপথ! তোমার দুই পূর্ব পুরুষ [পিতা যুবায়র (রা) ও নানা আবু বকর (রা)] এঁ সব লোকের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যাদের কথা এ আয়াতে রয়েছে- “ক্ষতবিক্ষত হওয়ার পরও যারা আল্লাহ ও রাসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছে (৩ : ১৭২)।”

৬.২২- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ يَعْنِي أَبَا بَكْرٍ وَالزُّبَيْرَ -

৬০৩২. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (রা)..... হিশাম (রা) থেকে একই সনদে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি “অর্থাৎ আবু বকর এবং যুবায়র” কথাটি বর্ধিত করেছেন।

৬.২৩- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ الْبَهِيِّ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ قَالَتْ لِي عَائِشَةُ كَانَ أَبَوَاكَ مِنَ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ -

৬০৩৩. আবু কুরায়ব মুহাম্মদ ইবনুল আলা (রা)..... উরওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা (রা) আমাকে বলেছেন, “যারা আল্লাহ ও রাসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছেন ক্ষতবিক্ষত হওয়া সত্ত্বেও” তোমার দুই পূর্ব পুরুষ তাঁদের অন্তর্ভুক্ত।

৭- بَابُ مِنْ فَضَائِلِ أَبِي عُبَيْدَةَ ابْنِ الْجَرَّاحِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ

৭. পরিচ্ছেদ : হযরত আবু উবায়দা ইবন জাররাহ (রা)-এর ফযীলত

৬.২৪- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ خَالِدِ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ قَالَ أَنَسٌ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينًا وَإِنَّ أَمِينَنَا آيَتُهَا الْأُمَّةُ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ -

৬০৩৪. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও যুবায়র ইবন হার্ব (রা)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন : প্রত্যেক উম্মাতের একজন আমীন থাকে। আর হে বিশিষ্ট উম্মাত! আমাদের ‘আমীন’ হলেন, আবু উবায়দা ইবন জাররাহ (রা)।

৬.২৫- حَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَهْلَ الْيَمَنِ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا ابْعَثْ مَعَنَا رَجُلًا يَعْلَمُنَا السُّنَّةَ وَالْإِسْلَامَ قَالَ فَاخَذَ بِيَدِ أَبِي عُبَيْدَةَ فَقَالَ هَذَا أَمِينٌ هَذِهِ الْأُمَّةُ-

৬০৩৫. আমার আন-নাকিদ (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়ামান থেকে কিছু লোক এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বললো, আমাদের সঙ্গে একজন লোক প্রেরণ করুন, যিনি আমাদের ইসলাম ও সুন্নাত শিখাবেন। আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন আবু উবায়দার হাত ধরে বললেন, এ হল এ উম্মাতের আমীন।

৬.২৬ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ يُحَدِّثُ عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ جَاءَ أَهْلُ نَجْرَانَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْعَثْ إِلَيْنَا رَجُلًا أَمِينًا فَقَالَ لَا بَعَثَنَّ إِلَيْكُمْ رَجُلًا أَمِينًا حَقٌّ أَمِينٌ حَقٌّ أَمِينٌ قَالَ فَاسْتَشْرَفَ لَهَا النَّاسُ قَالَ فَبَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ-

৬০৩৬. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না ও ইবন বাশ্শার (র)..... হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নাজরান থেকে লোকেরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদের জন্য একজন আমীন (বিশ্বস্ত) লোক নিয়োগ করুন। তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) বললেন : আমি অবশ্যই তোমাদের জন্য একজন আমীন (বিশ্বস্ত) লোক নিয়োগ করব, যিনি সত্যই আমীন, সত্যই আমীন। রাবী বললেন, লোকেরা উপগ্রীব অপেক্ষায় আশান্বিত ছিল যে, (তিনি কাকে পাঠান)। রাবী বলেন, অবশেষে তিনি আবু উবায়দা ইবন জাররাহ (রা)-কে পাঠালেন।

৬.২৭ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ-

৬০৩৭. ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র)..... আবু ইসহাক (রা) থেকে একই সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৮- بَابُ مِنْ فَضَائِلِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

৮. পরিচ্ছেদ : হযরত হাসান এবং হুসায়ন (রা)-এর ফযীলত

৬.২৮- حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لِحَسَنِ اللَّهِمَّ إِنِّي أَحِبُّهُ فَأَحِبُّهُ وَأَحِبُّ مَنْ يُحِبُّهُ-

৬০৩৮. আহমাদ ইবন হাম্বল (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ হাসান (রা) সম্পর্কে বললেন, হে আল্লাহ! আমি একে ভালবাসি, আপনিও তাকে ভালবাসুন, আর যে তাকে ভালবাসে, তাকেও ভালবাসুন।

৬.৩৯. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي طَائِفَةٍ مِنَ النَّهَارِ لَا يَكْلَمُنِي وَلَا أَكْلِمُهُ حَتَّى جَاءَ سُوقَ بَنِي قَيْنُقَاعَ ثُمَّ أَنْصَرَفَ حَتَّى أَتَى خِبَاءَ فَاطِمَةَ فَقَالَ أَتَمَّ لَكُمْ أَتَمَّ لَكُمْ يَعْنِي حَسَنًا فَظَنَنَّا أَنَّهُ إِنَّمَا تَحْبِسُهُ أُمُّهُ لِأَن تَغْسِلَهُ وَتَلْبِسَهُ سَخَابًا فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ جَاءَ يَسْعَى حَتَّى اعْتَنَقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اللَّهُمَّ إِنِّي أَحِبُّهُ فَاحْبِبْهُ وَأَحِبِّبْ مَنْ يُحِبُّهُ-

৬০৩৯. ইব্ন আবু উমর (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, দিনের এক প্রহরে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে বের হলাম। তিনি আমার সাথে কথা বলছিলেন না, আমিও তাঁর সাথে কথা বলছিলাম না। অবশেষে বনু কায়নুকা-এর বাজারে পৌঁছলেন, এরপর তিনি ফিরে চললেন এবং ফাতিমা (রা)-এর তাঁবুতে (ঘরে) গেলেন। বললেন, এখানে দুটোটা (খোকা) আছে, দুটোটা (খোকা) আছে, অর্থাৎ হাসান। আমরা ধারণা করলাম যে, তাঁর মা তাকে আটকিয়ে রাখছেন তাকে ধুয়ে মুছে দেয়ার জন্য এবং সুবাসিত মালা পরানোর জন্য। কিছুক্ষণের মধ্যেই হাসান দৌড়ে চলে এলেন এবং তাঁরা একে অপকে গলায় জড়িয়ে ধরলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : ইয়া আল্লাহ! আমি তাকে ভালবাসি, আপনিও তাকে ভালবাসুন, আর তাকেও ভালবাসুন, যে তাকে ভালবাসে।

৬.৪০. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ وَهُوَ ابْنُ ثَابِتٍ حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ قَالَ رَأَيْتُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ عَلَى عَاتِقِ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَحِبُّهُ فَاحْبِبْهُ-

৬০৪০. উবায়দুল্লাহ ইব্ন মুআয (র)..... বারা ইব্ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হাসান ইব্ন আলী (রা)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাঁধের উপর দেখেছি। তিনি বলছেন, হে আল্লাহ! আমি একে ভালবাসি, আপনিও তাকে ভালবাসুন।

৬.৪১. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ قَالَ ابْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ وَهُوَ ابْنُ ثَابِتٍ عَنْ الْبَرَاءِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَأَضِعَا الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ عَلَى عَاتِقِهِ وَهُوَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَحِبُّهُ فَاحْبِبْهُ-

৬০৪১. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার ও আবু বকর ইব্ন নাফি' (র)..... বারা' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখলাম, হাসান ইব্ন আলীকে তাঁর কাঁধে বসিয়ে রেখেছেন। তিনি বলছেন : হে আল্লাহ! আমি একে ভালবাসি, আপনিও তাকে ভালবাসুন।

৬.৪২. حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الرَّؤُمِيِّ الْيَمَامِيُّ وَعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ وَهُوَ ابْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِيَّاسٌ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَقَدْ قُدْتُ

بِنَبِيِّ اللَّهِ ﷺ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ بَغْلَتَهُ الشَّهْبَاءَ حَتَّى ادْخَلْتُهُمْ حُجْرَةَ النَّبِيِّ ﷺ هَذَا قُدَّامَهُ وَهَذَا خَلْفَهُ-

৬০৪২. আবদুল্লাহ ইব্ন রুমী ইয়ামামী ও আব্বাস ইব্ন আবদুল আযীম আযারী (র)..... ইয়াস (র) তাঁর পিতা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর 'শাহবা' (সাদা) খচ্চরটিকে চালিয়ে নবী ﷺ-এর হুজরা পর্যন্ত নিয়ে গেলাম। এর উপর আরোহী ছিলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হাসান ও হুসায়ন। একজন সামনে, একজন পেছনে।

৯- بَابُ فَضَائِلِ أَهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ ﷺ

৯. পরিচ্ছেদ : নবী ﷺ-এর আহলে বায়তের ফযীলত

৬.৪২- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ عَنْ زَكَرِيَّاءَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ قَالَتْ عَائِشَةُ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ غَدَاةً وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مُرَحَّلٌ مِنْ شَعْرِ أَسْوَدَ فَجَاءَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ فَادْخَلَهُ ثُمَّ جَاءَ الْحُسَيْنُ فَدَخَلَ مَعَهُ ثُمَّ جَاءَتْ فَاطِمَةُ فَادْخَلَهَا ثُمَّ جَاءَ عَلِيٌّ فَادْخَلَهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا-

৬০৪৩ আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা ও মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন নুমায়র (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সকালে বের হলেন। তাঁর গায়ে ছিলো কাল পশম দ্বারা জাওদার চিত্র দ্বারা খচিত একটি পশমী চাদর। হাসান ইব্ন আলী (রা) এলেন, তিনি তাঁকে চাদরের ভেতর ঢুকিয়ে নিলেন। হুসায়ন ইব্ন আলী (রা) এলেন, তিনিও তার সঙ্গে (চাদরে) ঢুকে পড়লেন। ফাতিমা (রা) এলেন, তাঁকেও ঢুকিয়ে ফেললেন। অতঃপর আলী (রা) এলেন, তাঁকেও ভেতরে ঢুকিয়ে নিলেন। পরে বললেন : হে আহলে বায়ত! আল্লাহ তা'আলা তোমাদের থেকে অপবিত্রতাকে বিদূরিত করে তোমাদের অতিশয় পবিত্রময় করতে চান।

১০- بَابُ فَضَائِلِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَابْنِهِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا

১০. পরিচ্ছেদ : হযরত যায়দ ইব্ন হারিসা ও তাঁর পুত্র উসামা (রা)-এর ফযীলত

৬.৪৪- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيَّ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَا كُنَّا نَدْعُو زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ إِلَّا زَيْدَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَتَّى نَزَلَ فِي الْقُرْآنِ : ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ -

৬০৪৪ কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)..... সালিম ইব্ন আবদুল্লাহ তাঁর পিতা (রা) থেকে বর্ণিত যে, আমরা যায়দ ইব্ন হারিসা (র)-কে যায়দ ইব্ন মুহাম্মদ বলেই ডাকতাম, যতক্ষণ না কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ হলো : “তোমরা তাদেরকে তাদের পিতৃ পরিচয়ে ডাক, আল্লাহর দৃষ্টিতে এটাই অধিক ন্যায়সংগত (৩৩ : ৫)।”

৬.৪৫- حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا وَهَيْبُ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي سَالِمٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِمِثْلِهِ-

৬০৪৫. আহমদ ইবন সাঈদ দারিমী (র)..... আবদুল্লাহ (রা) থেকে এর অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৬.৪৬- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْثًا وَأَمَرَ عَلَيْهِمْ أُسَامَةَ بْنُ زَيْدٍ فَطَعَنَ النَّاسُ فِي أَمْرَتِهِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنْ تَطَعْنُوا فِي أَمْرَتِهِ فَقَدْ كُنْتُمْ تَطَعْنُونَ فِي أَمْرَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلُ وَأَيُّمُ اللَّهِ إِنْ كَانَ لَخَلِيقًا لِلْأَمْرِ وَإِنْ كَانَ لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ وَإِنْ هَذَا لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ بَعْدَهُ-

৬০৪৬ ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া, ইয়াহইয়া ইবন আইউব, কুতায়বা ও ইবন হুজর (র) ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একটা সৈন্যদল প্রেরণ করলেন, এতে উসামা ইবন যায়দকে আমীর (সেনাপতি) নিয়োগ করলেন। লোকেরা তাঁর নেতৃত্ব নিয়ে সমালোচনা করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়িয়ে (ভাষণে) বললেন : এর নেতৃত্বের যদি তোমরা সমালোচনা কর, তোমরা এর পিতার নেতৃত্ব নিয়েও পূর্বে সমালোচনা করেছিলে। আল্লাহর শপথ! তার পিতা নেতৃত্বের যোগ্য ছিল। সে আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় মানুষ ছিল। আর তারপর এখন আমার কাছে সবচেয়ে বেশি প্রিয় মানুষ হলেন [উসামা (রা)]।

৬.৪৭- وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُمَرَ يَعْنِي ابْنَ حَمْزَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمَنْبَرِ إِنْ تَطَعْنُوا فِي أَمَارَتِهِ يُرِيدُ أُسَامَةَ بْنُ زَيْدٍ فَقَدْ طَعَنْتُمْ فِي أَمَارَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلِهِ وَأَيُّمُ اللَّهِ إِنْ كَانَ لَخَلِيقًا لَهَا وَأَيُّمُ اللَّهِ إِنْ كَانَ لَأَحَبَّ النَّاسِ إِلَيَّ وَأَيُّمُ اللَّهِ إِنْ هَذَا لَخَلِيقٌ يُرِيدُ أُسَامَةَ بْنُ زَيْدٍ وَأَيُّمُ اللَّهِ إِنْ كَانَ لَأَحَبَّهُمْ إِلَيَّ مِنْ بَعْدِهِ فَأَوْصِيكُمْ بِهِ فَإِنَّهُ مِنْ صَالِحِيكُمْ-

৬০৪৭ আবু কুরায়ব মুহাম্মদ ইবন আ'লা (র)..... সালিম (র) সূত্রে তাঁর পিতা থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মিসরের উপর দাঁড়িয়ে বললেন : তোমরা যদি তাঁর নেতৃত্বের ব্যাপারে সমালোচনা কর— এখানে উসামা ইবন যায়দ (রা)-কে বুঝাতে চেয়েছেন, তবে তোমরা তো ইতিপূর্বে এর পিতার নেতৃত্ব নিয়েও সমালোচনা করেছিলে। আল্লাহর শপথ! সে অবশ্যই নেতৃত্বের যোগ্য ছিল। সে আমার কাছে সর্বাধিক প্রিয় মানুষ ছিল। এও খুব যোগ্য—তিনি উসামা (রা)-কেই বুঝাতে চেয়েছেন; তার পরে এ-ই আমার সর্বাধিক প্রিয়। সুতরাং আমি তোমাদের উপদেশ দিচ্ছি, (উসামার সাথে সুন্দর ব্যবহার কর)। সে তোমাদের মধ্যে সৎকর্মশীলদের অন্যতম।

১১ - بَابُ مِنْ فَضَائِلِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ جَعْفَرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا

১১. পরিচ্ছেদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবন জা'ফর (রা)-এর ফযীলত

৬০৪৮ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عَلِيَّةَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ لِابْنِ الزُّبَيْرِ أَتَذْكُرُ إِذْ تَلَقَّيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنَا وَأَنْتَ وَابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ نَعَمْ فَحَمَلْنَا وَتَرَكَكَ -

৬০৪৮. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আবদুল্লাহ ইবন আবু মুলায়কা (র) থেকে বর্ণিত যে, আবদুল্লাহ ইবন জা'ফর (রা) (আবদুল্লাহ) ইবন যুবায়র (রা)-কে বললেন, তোমার মনে আছে কি যখন আমি, তুমি এবং ইবন আব্বাস রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে মিলিত হয়েছিলাম? তখন তিনি বললেন, হ্যাঁ মনে আছে তিনি আমাদের আরোহণ করালেন, আর তোমাকে রেখে দিলেন। তিনি (ইবন জা'ফর) বললেন।

৬০৪৯ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عَلِيَّةَ وَاسْنَادِهِ -

৬০৪৯. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র)..... হাবীব ইবন শাহীদ (র) থেকে ইবন উলাইয়ার সনদ ও হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৬০৫০ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا وَقَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ عَنْ مُورِقِ الْعَجَلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ تَلَقَّى بِصَبِيَّانِ أَهْلَ بَيْتِهِ قَالَ وَأَنَّهُ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَسَبَقَ بِي إِلَيْهِ فَحَمَلَنِي بَيْنَ يَدَيْهِ ثُمَّ جِئْتُ بِأَحَدِ ابْنَيْ فَاطِمَةَ فَأَرَدَفَهُ خَلْفَهُ قَالَ فَأَدْخَلْنَا الْمَدِينَةَ ثَلَاثَةَ عَلَى دَابَّةٍ وَاحِدَةٍ -

৬০৫০. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া ও আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আবদুল্লাহ ইবন জা'ফর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সফর থেকে ফিরে আসতেন তখন বাড়ির শিশুদের সাথে তিনি মিলিত হতেন। রাবী বলেন, একবার তিনি সফর থেকে এলেন, প্রথমে আমার সাথে সাক্ষাত হয়, তখন তিনি আমাকে তাঁর সামনে বসিয়ে দিলেন, এরপর ফাতিমা-এর (রা) এক ছেলেকে নিয়ে আসা হলে তাকে তিনি পেছনে বসালেন। আমরা তিনজন একই বাহনে চড়ে মদীনায়ে প্রবেশ করলাম।

৬০৫১ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَاصِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مُورِقٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ تَلَقَّى بِنَا قَالَ فَتَلَقَّى بِي وَبِالْحُسَيْنِ أَوْ بِالْحُسَيْنِ قَالَ فَحَمَلَ أَحَدَنَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَالْآخَرَ خَلْفَهُ حَتَّى دَخَلْنَا الْمَدِينَةَ -

৬০৫১. আবু বকর ইবন শায়বা (র)..... আবদুল্লাহ ইবন জা'ফর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সফর থেকে আসতেন, তখন আমাদের তাঁর কাছে নিয়ে যাওয়া হত।। তিনি বলেন, একবার আমাকে এবং হাসান অথবা হুসায়নকে তাঁর কাছে নিয়ে যাওয়া হল। তিনি আমাদের একজনকে বসালেন তাঁর সামনে, অন্যজনকে পেছনে। এভাবে আমরা মদীনায় প্রবেশ করলাম।

৬.৫২- حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ قَالَ حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ مَوْلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ أَرْدَفَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ خَلْفَهُ فَأَسْرَأَ إِلَيَّ حَدِيثًا لَا أُحَدِّثُ بِهِ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ-

৬০৫২. শায়বান ইবন ফাররুখ (র)..... আবদুল্লাহ ইবন জা'ফর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে তাঁর পিছনে সওয়ারীতে বসালেন এবং চুপি চুপি আমাকে একটা কথা বললেন, এটা আমি কোন লোককেই বলবো না।

১২- بَابُ مِنْ فَصَائِلِ خَدِيجَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا-

১২. পরিচ্ছেদ : উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদীজা (রা)-এর ফযীলত

৬.৫৩- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَوَكَيْعٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ وَاللَّفْظُ حَدِيثُ أَبِي أُسَامَةَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ عَلِيًّا بِالْكُوفَةِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ خَيْرُ نِسَائِهَا مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَخَيْرُ نِسَائِهَا خَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ وَأَشَارَ وَكَيْعٌ إِلَى السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ-

৬০৫৩. আবু বকর ইবন শায়বা, আবু কুরায়ব ও ইসহাক ইবন ইবরাহীম..... আবদুল্লাহ ইবন জা'ফর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আলীকে কূফায় বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : পৃথিবীর নারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন (সে যুগে) মারয়াম বিন্ত ইমরান। পৃথিবীর নারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ (এ যুগে) খাদীজা বিন্ত খুওয়াইলিদ। রাবী আবু কুরায়ব (র) বলেন, ওয়াকী' ইংগিত করলেন আসমান ও যমীনের প্রতি।

৬.৫৪- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ مُرَّةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَمُلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيرٌ وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ غَيْرُ مَرْيَمَ بِنْتُ عِمْرَانَ وَأَسِيَّةَ امْرَأَةِ فِرْعَوْنَ وَإِنَّ فَضْلَ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ-

৬০৫৪. আবু শায়বা, আবু কুয়ায়ব, মুহাম্মদ ইবন মুসান্না, ইবন বাশ্শার ও উবায়দুল্লাহ ইবন মুআয আশ্বারী (র)..... আবু মুসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : পুরুষদের মধ্যে অনেকেই পূর্ণতালাভ করেছেন, কিন্তু মহিলাদের মধ্যে মারয়াম বিন্ত ইমরান ও ফিরআউনের স্ত্রী আসিয়া (রা) ছাড়া আর কেউ পূর্ণতা লাভ করেন নি। আর অন্যান্য মহিলাদের উপর আয়েশার ফযীলত অন্যান্য খাদ্যের উপর 'সারীদের' ফযীলতের মত।

৬.৫৫- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ فَضَيْلٍ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ أَتَى جِبْرِئِيلُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ خَدِيجَةُ قَدْ أَتَتْكَ مَعَهَا إِنَاءٌ فِيهِ إِدَامٌ أَوْ طَعَامٌ أَوْ شَرَابٌ فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ فَاقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنْ رَبِّهَا وَمَنِّي وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لَا صَخَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبَ-

قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَمْ يَقُلْ سَمِعْتُ وَلَمْ يَقُلْ فِي الْحَدِيثِ وَمَنِّي-

৬০৫৫. আবু বকর ইবন আবু শায়বা, আবু কুরায়ব ও ইবন নুমায়র (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে জিবরাঈল (আ) এসে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এই তো খাদীজা (রা) আপনার কাছে একটা পাত্র নিয়ে আসছেন, যার মধ্যে কিছু কাঞ্চন (তরকারি), খাদ্য ও পানীয় রয়েছে। তিনি যখন আপনার কাছে আসবেন তখন তাঁকে তার পালনকর্তার এবং আমার পক্ষ হতে সালাম বলবেন। আর তাঁকে জান্নাতের একটি ঘরের সুসংবাদ দিবেন, যা এমন একটি মুক্তা দিয়ে তৈরি, যার ভিতর খোলা। যেখানে কোন হৈ চৈ আর দুঃখ-কষ্ট নেই।

আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে তার বর্ণনায় বলেছেন এবং তিনি سَمِعْتُ (আমি শুনেছি) বলেন নি এবং আমরা হাদীসে وَمَنِّي অর্থাৎ 'আমার পক্ষ হতে' বলেন নি।

৬.৫৬- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَشَرَ خَدِيجَةَ بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ قَالَ نَعَمْ بَشَرَهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لَا صَخَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبَ-

৬০৫৬. মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র (র)..... ইসমাইল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবন আবু আওফা (র)-কে বললাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি খাদীজা (রা)-কে জান্নাতের মধ্যে কোন ঘরের সুসংবাদ দিয়েছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তাঁকে জান্নাতের মধ্যে একটি মুক্তা দ্বারা নির্মিত ঘরের সুসংবাদ দিয়েছেন। যেখানে কোন হৈ চৈ আর দুঃখ-কষ্ট নেই।

৬.৫৭- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَجَرِيرٌ ح قَالَ

وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كُلُّهُمْ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ ابْنِ أَبِي أَوْفَى عَنْ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ-

৬০৫৭. ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া, আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা, ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম ও ইব্ন আবু উমর (র)..... ইব্ন আবু আওফা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৬.৫৮- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ بَشَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَدِيجَةَ بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ-

৬০৫৮. উসমান ইব্ন আবু শায়বা (র).....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ খাদীজা (রা)-কে জান্নাতের একটা ঘরের সুসংবাদ দিয়েছেন।

৬.৫৯- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا غَرَّتْ عَلَى امْرَأَةٍ مَا غَرَّتْ عَلَى خَدِيجَةَ وَلَقَدْ هَلَكْتُ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَنِي بِثَلَاثِ سِنِينَ لِمَا كُنْتُ أَسْمَعُهُ يَذْكُرُهَا وَلَقَدْ أَمَرَهُ رَبُّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُبَشِّرَهَا بِبَيْتٍ مِنْ قَصَبٍ فِي الْجَنَّةِ وَإِنْ كَانَ لِيَذْبَحَ الشَّاةَ ثُمَّ يَهْدِيهَا إِلَى خَلَائِلِهَا-

৬০৫৯. আবু কুরায়ব মুহাম্মদ ইব্ন আ'লা (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন মহিলার প্রতিই আমি এত ঈর্ষা পোষণ করি নি যতটুকু খাদীজার প্রতি করেছি; অথচ তিনি (নবী ﷺ) আমাকে বিয়ে করার তিন বছর আগেই মারা গিয়েছিলেন। কারণ আমি শুনতাম যে, তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) তাঁর কথা আলোচনা করতেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে আদেশ করেছিলেন যে, তিনি যেন খাদীজা (রা)-কে জান্নাতে একটি মুক্তা দ্বারা নির্মিত ঘরের সুসংবাদ দেন এবং তিনি বকরী যবাহ করলে তার (খাদীজা)-র বান্ধবীদের গোশত হাদিয়া দিতেন।

৬.৬- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا غَرَّتْ عَلَى نِسَاءِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا عَلَى خَدِيجَةَ وَإِنِّي لَمْ أُدْرِكْهَا قَالَتْ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا ذَبَحَ الشَّاةَ فَيَقُولُ أَرْسِلُوا بِهَا إِلَى أَصْدِقَاءِ خَدِيجَةَ قَالَتْ فَأَغْضَبَتْهُ يَوْمًا فَقُلْتُ خَدِيجَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنِّي قَدْ رَزَقْتُ حُبَّهَا-

৬০৬০. সাহল ইব্ন উসমান (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি খাদীজা (রা) ছাড়া নবী ﷺ-এর স্ত্রীদের মধ্যে আর কাউকে ঈর্ষা করি নি, যদিও আমি তাঁকে পাই নি। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন বকরী যবাহ করতেন তখন বলতেন, এর গোশত খাদীজার বান্ধবীদের পাঠিয়ে দাও। একদিন আমি তাঁকে রাগান্বিত করার জন্য বললাম, শুধু খাদীজা খাদীজা (খাদীজাকে এতই ভালবাসেন?) রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন বললেন, তাঁর ভালোবাসা আমার অন্তরে গেঁথে দেয়া হয়েছে।

৬.৬১- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ إِلَى قِصَّةِ الشَّاةِ وَلَمْ يَذْكُرِ الزِّيَادَةَ بَعْدَهَا-

৬০৬১. যুহায়র ইব্ন হার্ব ও আবু কুরায়ব (র)..... হিশাম (রা) থেকে একই সনদে আবু উসামার হাদীসের বকরীর ঘটনা পর্যন্ত অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এর পরবর্তী কথাগুলো তিনি উল্লেখ করেন নি।

৬.৬২- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا غَرَّتْ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا غَرَّتْ عَلَى خَدِيجَةَ لِكَثْرَةِ ذِكْرِهِ إِيَّاهَا وَمَا رَأَيْتُهَا قَطُّ--

৬০৬২. আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর স্ত্রীদের কারো উপর আমি এত ঈর্ষা করি নি যতটুকু ঈর্ষা খাদীজাকে করেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর তাঁকে অধিক স্মরণ করার কারণে। অথচ আমি তাঁকে কখনো দেখি নি।

৬.৬৩- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمْ يَتَزَوَّجِ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى خَدِيجَةَ حَتَّى مَاتَتْ-

৬০৬৩. আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ খাদীজা থাকা অবস্থায় আর কোন বিবাহ করেন নি, যতদিন না তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

৬.৬৪- حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اسْتَأْذَنْتُ هَالَةَ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ أُخْتُ خَدِيجَةَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَعَرَفَ اسْتِئْذَانَ خَدِيجَةَ فَارْتَحَ لِذَلِكَ فَقَالَ اللَّهُمَّ هَالَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ فَغَرَّتْ فَقُلْتُ وَمَا تَذْكُرُ مِنْ عَجُوزٍ مِنْ عَجَائِزِ قُرَيْشٍ حَمْرَاءَ الشُّدُقَيْنِ خَمْشَاءَ السَّاقَيْنِ هَلَكْتُ فِي الدَّهْرِ فَأَبْدَ لَكَ اللَّهُ خَيْرًا مِنْهَا-

৬০৬৪. সুয়ায়দ ইব্ন সাঈদ (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খাদীজা (রা)-এর বোন হালা বিন্ত খুওয়াইলিদ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ খাদীজার অনুমতি চাওয়ার কথা স্মরণ করে (আনন্দ মিশ্রিত শিহরণে) শিহরিত হয়ে বললেন, ইয়া আল্লাহ! এতো খুওয়াইলিদের কন্যা হালা। এতে আমি ঈর্ষান্বিত হয়ে বললাম, আপনি কি স্মরণ করছেন কুরায়শের এক লাল মাড়ি এবং সরু পায়ের গোছাওয়ালা বৃদ্ধাকে, যিনি যুগের আবর্তনে বিলীন হয়ে গেছেন! এরপর আল্লাহ তা'আলা আপনাকে তাঁর পরিবর্তে উত্তম সহধর্মিণী দান করেছেন।

১৩- بَابُ فَضَائِلِ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا

১৩. পরিচ্ছেদ : হযরত আয়েশা (রা)-এর ফযীলত

৬.৬৫- حَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ هِشَامٍ وَأَبُو الرَّبِيعِ جَمِيعًا عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ وَاللَّفْظُ لِأَبِي الرَّبِيعِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُرَيْتُكَ فِي

الْمَنَامِ ثَلَاثَ لَيَالٍ جَاءَنِي بِكَ الْمَلَكُ فِي سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيرٍ يَقُولُ هَذِهِ امْرَأَتُكَ فَاكْشِفْ عَنْ وَجْهِكَ فَإِذَا أَنْتَ هِيَ فَاقُولْ إِنَّ يَكُ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يَمْضِيهِ-

৬০৬৫. খালাফ ইব্ন হিশাম ও আবু রাবী' (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমাকে স্বপ্নযোগে তিনদিন তোমায় দেখানো হয়েছে। একজন ফেরেশতা তোমাকে একটি শ্বেত রেশমখণ্ডে আবৃত করে নিয়ে এসে বললো, এটা আপনার স্ত্রী। আমি তোমার মুখের কাপড় সরিয়ে দেখি সেটি তুমিই। আমি বললাম, যদি এ স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ হতে হয়, তবে তা তিনি বাস্তবায়িত করবেন।

৬.৬৬- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ جَمِيعًا عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ-

৬০৬৬. ইব্ন নুমায়র ও আবু কুরায়ব (র)..... হিশাম (র) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৬.৬৭- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ وَجَدْتُ فِي كِتَابِي عَنْ أَبِي أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ ابْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنِّي لَأَعْلَمُ إِذَا كُنْتُ عَنِّي رَاضِيَةً وَإِذَا كُنْتُ عَلَى غَضَبِي قَالَتْ فَقُلْتُ وَمِنْ أَيْنَ تَعْرِفُ ذَلِكَ قَالَ أَمَّا إِذَا كُنْتُ عَنِّي رَاضِيَةً فَإِنَّكَ تَقُولِينَ لَأُورِبَ مُحَمَّدٍ وَإِذَا كُنْتُ غَضَبِي قُلْتُ لَأُورِبَ إِبْرَاهِيمَ قَالَتْ قُلْتُ أَجَلُ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَهْجُرُ إِلَّا اسْمَكَ-

৬০৬৭. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা ও আবু কুরায়ব মুহাম্মদ ইব্ন আ'লা (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেছেন : আমি বুঝতে পারি তুমি কখন আমার উপর খুশি থাকো, আর কখন আমার উপর রাগ করো। আমি বললাম, এটা কিসের দ্বারা বুঝতে পারেন? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : যখন তুমি আমার উপর খুশি থাকো তখন তুমি বলে থাকো, 'না, মুহাম্মদের রবের কসম!' আর যখন তুমি রেগে যাও তখন বল, না, ইব্রাহীমের রবের কসম! আমি বললাম, হ্যাঁ আল্লাহর কসম! হে আল্লাহর রাসূল! আপনার নামটা শুধু বাদ দেই।

৬.৬৮- وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ إِلَى قَوْلِهِ لَأُورِبَ إِبْرَاهِيمَ وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ-

৬০৬৮. ইব্ন নুমায়র (র)..... হিশাম (র) সূত্রে উক্ত সনদে “না, ইব্রাহীমের রবের কসম” পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন, পরবর্তী অংশ উল্লেখ করেন নি।

৬.৬৯- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ وَكَانَتْ تَأْتِينِي صَوَاحِبِي فَكُنَّ يَنْقِمْنَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُسَوِّبُهُنَّ إِلَى-

৬০৬৯. ইয়াহুইয়া ইব্ন ইয়াহুইয়া (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে মেয়ে (পুতুল) নিয়ে খেলতেন। তিনি বলেন, আমার কাছে আমার বান্ধবীরা আসতো। তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখে লজ্জায় সংকুচিত হয়ে সরে পড়তো। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে (ডেকে) আমার কাছে পাঠিয়ে দিতেন।

৬.৭. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ فِي بَيْتِهِ وَهُنَّ اللَّعَبُ-

৬০৭০. আবু কুরায়ব, যুহায়র ইব্ন হার্ব ও ইব্ন নুমায়র (র)..... হিশাম (র) থেকে উক্ত সনদে বর্ণনা করেছেন। জারীর-এর হাদীসে আছে, “আমি মেয়ে নিয়ে তাঁর ঘরে খেলা করতাম, সেগুলো হলো খেলনা পুতুল।”

৬.৭১. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ يَبْتَغُونَ بِذَلِكَ مَرْضَاةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ -

৬০৭১. আবু কুরায়ব (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। লোকেরা তাদের হাদিয়া পাঠাবার জন্য আয়েশা (রা)-এর পালার অপেক্ষা করতো। এর দ্বারা তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে খুশি করার চেষ্টা করত।

৬.৭২. حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلَوَانِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ النَّضْرِ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدٌ حَدَّثَنِي وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ أَرْسَلَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَاسْتَأْذَنْتْ عَلَيْهِ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ مَعِيَ فِي مِرْطِي فَأَذِنَ لَهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَزْوَاجَكَ أَرْسَلَنَنِي إِلَيْكَ يَسْأَلُنَكَ الْعَدْلَ فِي ابْنَةِ أَبِي قُحَافَةَ وَأَنَا سَاكِتَةٌ قَالَتْ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيْ بِنِيَّةُ أَلَسْتَ تُحِبِّينَ مَا أُحِبُّ فَقَالَتْ بَلَى قَالَ فَاجِبِي هَذِهِ قَالَتْ فَقَامَتْ فَاطِمَةُ حِينَ سَمِعَتْ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَارْجَعْتُ إِلَى أَزْوَاجِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُنَّ بِالَّذِي قَالَتْ وَبِالَّذِي قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقُلْنَ لَهَا مَا نُرَاكَ أَغْنَيْتِ عَنَّا مِنْ شَيْءٍ فَارْجِعِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُولِي لَهُ إِنَّ أَزْوَاجَكَ يَنْشُدُنَكَ الْعَدْلَ فِي ابْنَةِ أَبِي قُحَافَةَ فَقَالَتْ فَاطِمَةُ وَاللَّهِ لَا أَكَلِمُهُ فِيهَا أَبَدًا قَالَتْ عَائِشَةُ فَأَرْسَلَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ وَهِيَ الَّتِي كَانَتْ تُسَامِينِي مِنْهُنَّ فِي الْمَنْزِلَةِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَمْ أَرِ امْرَأَةً قَطُّ خَيْرًا فِي الدِّينِ مِنْ زَيْنَبَ وَاتَّقَى لِلَّهِ وَأَصْدَقَ حَدِيثًا وَأَوْصَلَ لِلرَّحِمِ وَأَعْظَمَ صَدَقَةً وَأَشَدَّ ابْتِدَالًا لِنَفْسِهَا فِي الْعَمَلِ الَّذِي تَصَدَّقُ بِهِ وَتَقَرَّبُ بِهِ

إِلَى اللَّهِ مَاعَدًا سُورَةً مِنْ حِدَّةٍ كَانَتْ فِيهَا تُسْرِعُ مِنْهَا الْفَيْئَةُ قَالَتْ فَاسْتَأْذَنْتِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَعَ عَائِشَةَ فِي مِرْطِهَا عَلَى الْحَالِ الَّتِي دَخَلَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا وَهُوَ بِهَا فَاذِنْ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ أَرْوَاكَ أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ يَسْأَلُكَ الْعَدْلُ فِي ابْنَةِ أَبِي قُحَافَةَ قَالَتْ ثُمَّ وَقَعْتُ بِي فَاسْتَطَالَتْ عَلَيَّ وَأَنَا أَرْقُبُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَأَرْقُبُ طَرْفَهُ هَلْ يَأْذَنُ لِي فِيهَا قَالَتْ فَلَمْ تَبْرَحْ زَيْنَبُ حَتَّى عَرَفْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَا يَكْرَهُ أَنْ أَنْتَصِرَ قَالَتْ فَلَمَّا وَقَعْتُ بِهَا لَمْ أَنْشَبْهَا حَتَّى أَنْحَيْتُ عَلَيْهَا قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَتَبَسَّمَ إِنَّهَا ابْنَةُ أَبِي بَكْرٍ-

حَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَهْزَادٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ الْمَعْنَى غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَلَمَّا وَقَعْتُ بِهَا لَمْ أَنْشَبْهَا أَنْ أَتَخَنَّتْهَا غَلَبَةً-

৬০৭২. হাসান ইব্ন আলী আল-হুলওয়ানী, আবু বকর ইব্ন নযর ও আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র)..... নবী ﷺ-এর স্ত্রী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর স্ত্রীগণ রাসূল তনয়া ফাতিমাকে তাঁর কাছে পাঠালেন। তিনি এসে অনুমতি চাইলেন। তিনি (নবী ﷺ) তখন আমার চাদর গায়ে, আমার সাথে শোয়া ছিলেন। তিনি তাঁকে অনুমতি দিলেন। ফাতিমা (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার বিবিগণ আমাকে পাঠিয়েছেন, আবু কুহাফার কন্যার (আয়েশা) ব্যাপারে তাঁরা আপনার সুবিচার চান। আমি চুপ করে রইলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেন : হে স্নেহের মেয়ে! আমি যা ভালবাসি, তা কি তুমি ভালবাস না? সে বলল, হ্যাঁ, অবশ্যই। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তবে একে ভালবাসো। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এ কথা শুনে ফাতিমা (রা) নবী ﷺ-এর স্ত্রীদের কাছে ফিরে গেলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তিনি যা বলেছেন, আর তিনি তাঁকে যা উত্তর দিয়েছেন, তা তাঁদেরকে বললেন। তারা বললেন, তুমি আমাদের কোন উপকার করতে পারলে না। তুমি আবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গিয়ে তাঁকে বল, আপনার বিবিগণ আবু কুহাফার মেয়ের ব্যাপারে আপনার কাছে সুবিচার চাচ্ছেন। ফাতিমা (রা) বললেন, আল্লাহর কসম! তাঁর ব্যাপারে আমি কোনদিন তার সাথে কথা বলতে যাবো না। আয়েশা বলেন, এরপর নবী ﷺ-এর স্ত্রীগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর (অন্যতম) স্ত্রী যয়নাব বিন্ত জাহাল (রা)-কে তাঁর কাছে পাঠালেন। তাঁদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে মর্যাদার অবস্থানের মানদণ্ডে তিনিই ছিলেন আমার সম পর্যায়ের। যয়নাবের চেয়ে দীনদার, আল্লাহ্‌ভীরু, সত্যভাষিনী, মায়াময়ী, দানশীলা এবং আল্লাহর নৈকট্যলাভের পথে ও দান-খয়রাতের জন্যে নিজেকে অনমনীয় রূপে নিমগ্ন রাখার মত কোন মহিলা আমি দেখি নি। তবে তাঁর মাঝে শুধু একটা হঠাৎ ক্ষিপ্ততা ছিল, এটা থেকেও তিনি খুব দ্রুত ঠাণ্ডা হয়ে যেতেন। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে অনুমতি চাইলেন। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার চাদরে আবৃত থাকা অবস্থায়ই অনুমতি দিলেন, যে অবস্থায় ফাতিমা (রা) তাঁর কাছে এসেছিল। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার বিবিগণ আমাকে পাঠিয়েছেন। আবু কুহাফার মেয়ের ব্যাপারে তাঁরা আপনার সুবিচার চান। আয়েশা (রা) বলেন, অতঃপর তিনি আমাকে নিয়ে এলেন এবং কিছু বড় বড় কথা বললেন। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চোখের দিকে দেখছিলাম, তিনি আমায় কিছু বলার

অনুমতি দেবেন কিনা? যয়নাব (তার বকাঝকা) চালিয়ে চাচ্ছিলেন। আমি বুঝতে পারলাম যে, যয়নাবের কথা উত্তর দিলে তিনি কিছু মনে করবেন না। তিনি বলেন, তখন আমিও তাঁর উপর কথা বলতে লাগলাম এবং কিছুক্ষণের মধ্যে তাঁকে চুপ করিয়ে দিলাম। তিনি বলেন, পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ মৃদু হেসে বললেন : সে তো আবু বকরের মেয়ে (না)।

মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন কুহযায (র)..... যুহরী (র) থেকে উক্ত সনদে এর সমার্থবোধক হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি “যখন আমিও তাঁর সাথে কথা বলা শুরু করলাম তখন অল্প সময়েই তাকে পরাভূত করে দিলাম” বলেছেন।

৬০৭৩- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ وَجَدْتُ فِي كِتَابِي عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيَتَفَقَّدُ يَقُولُ آيْنَ أَنَا الْيَوْمَ آيْنَ أَنَا غَدًا اسْتَبْطَاءً لِيَوْمٍ عَائِشَةَ قَالَتْ فَلَمَّا كَانَ يَوْمِي قَبِضَهُ اللَّهُ بَيْنَ سَحْرِي وَنَحْرِي-

৬০৭৩. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, (শেষ অসুস্থতাকালে) রাসূলুল্লাহ ﷺ খোঁজ নিতে থাকতো, আজ আমি কোথায় থাকব, কাল আমি কোথায় থাকব? আয়েশা (রা)-এর পালা বহু দেরী মনে করে। আয়েশা (রা) বলেন, যখন আমার কাছে তাঁর অবস্থানের দিন এলো, তখন আল্লাহ তা‘আলা তাঁকে আমার বুক এ গলার মাঝে থেকে (হেলান দেয়া অবস্থায়) তুলে নিলেন।

৬০৭৪- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ وَهُوَ مُسْنَدٌ إِلَى صَدْرِهَا وَأَصْغَتْ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَالْحَقْنِي بِالرَّفِيقِ-

৬০৭৪. কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, তিনি তাঁর বুক হেলান দেওয়া অবস্থায় ছিলেন এবং তাঁর প্রতি কান লাগিয়ে রেখেছিলেন। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা কর, রহম কর এবং আমাকে (উর্ধ্ব জগতের) বন্ধুর সাথে মিলিত কর।

৬০৭৫- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي ح قَالَ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ كُلُّهُمُ عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ-

৬০৭৫. আবু বকর ইবন আবু শায়বা, আবু কুরায়ব ইবন নুমায়র ও ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র)..... হিশাম (র) থেকে এ সনদেই অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

৬০৭৬- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ مُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَسْمَعُ أَنَّهُ لَنْ يَمُوتَ نَبِيٌّ

حَتَّى يُخَيَّرَ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ قَالَتْ فَسَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ وَأَخَذَتْهُ
بُحَّةٌ يَقُولُ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ
أُولَئِكَ رَفِيقًا قَالَتْ فَظَنَنْتُهُ خَيْرَ حِينٍ ذِي -

৬০৭৬. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না ও ইবন বাশ্শার (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি শুনতাম যে, কোন নবীই মৃত্যুবরণ করবেন না, যতক্ষণ না তাঁকে দুনিয়া ও আখিরাতের মধ্য থেকে একটি বেছে নেয়ার স্বাধীনতা (ইখতিয়ার) দেওয়া হবে। মৃত্যু শয্যায় শায়িতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তখন তাঁর আওয়াজ ভারী হয়ে গিয়েছিল, “ওদের সাথে, যাদের উপর আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন, সিদ্দীক, শহীদ ও সৎকর্মশীল (লোকদের সাথে), তাঁরা কতই না ভালো বন্ধু।” আয়েশা (রা) বলেন, আমার ধারণা তখনই তাঁকে ইখতিয়ার দেওয়া হয়েছিল।

৬.৭৭- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا
أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ -

৬০৭৭. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও উবায়দুল্লাহ ইবন মুআয (রা)..... সা’দ (রা) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন।

৬.৭৮- حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ
خَالِدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ فِي رَجَالٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ
أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ وَهُوَ صَحِيحٌ إِنَّهُ لَمْ يَقْبِضْ نَبِيٌّ قَطُّ
حَتَّى يَرَى مَقْعَدَهُ فِي الْجَنَّةِ ثُمَّ يُخَيَّرُ قَالَتْ عَائِشَةُ فَلَمَّا نَزَلَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَرَأْسُهُ عَلَى
فَخِذِّي غُشِيَ عَلَيْهِ سَاعَةٌ ثُمَّ أَفَاقَ فَاشْخَصَ بَصَرَهُ إِلَى السَّقْفِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الْأَعْلَى قَالَتْ
عَائِشَةُ قُلْتُ إِذَا لَايَخْتَارُنَا قَالَتْ عَائِشَةُ وَعَرَفْتُ الْحَدِيثَ الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُنَا بِهِ وَهُوَ صَحِيحٌ فِي
قَوْلِهِ إِنَّهُ لَمْ يَقْبِضْ نَبِيٌّ قَطُّ حَتَّى يَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ ثُمَّ يُخَيَّرُ قَالَتْ عَائِشَةُ فَكَانَتْ تِلْكَ أُخْرُ
كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَوْلَهُ اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الْأَعْلَى -

৬০৭৮. আবদুল মালিক ইবন শুআয়র ইবন লায়স (র)..... নবী ﷺ-এর স্ত্রী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সুস্থাবস্থায় বলেছিলেন : কোন নবীই মৃত্যুবরণ করেন নি যতক্ষণ না তিনি জান্নাতে তাঁর স্থানটি দেখে নিয়েছেন। আর তাঁকে ইখতিয়ার দেওয়া হয়েছে। আয়েশা (রা) বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ অসুস্থতায় আক্রান্ত হলেন, তখন তাঁর মাথা আমার রানের উপর কিছুক্ষণ তিনি বেহুঁশ হয়ে রইলেন। হুঁশ ফিরে এলে তিনি ছাদের দিকে চেয়ে রইলেন। অতঃপর বললেন, আল্লাহ, সুউচ্চ (জগতের) বন্ধুদের সাথে মিলিত কর। আয়েশা (রা) বলেন, আমি বললাম, এখন তিনি আর আমাদের গ্রহণ করবেন না। আয়েশা (রা)

বলেন, তখন আমার ঐ হাদীসটি মনে পড়লো যেটি তিনি সুস্থ থাকাকালে বলেছিলেন যে, কোন নবী মৃত্যুবরণ করেন না, যতক্ষণ না তিনি জান্নাতে তাঁর স্থানটি দেখে নেন। এরপর তাঁকে ইখতিয়ার দেওয়া হয়। আয়েশা (রা) বলেন, এটাই ছিল শেষ কথা যা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : অর্থাৎ তার উক্তি “হে আল্লাহ! উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন বন্ধুদের সাথে”।

৬.৭৭- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ قَالَ عَبْدُ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ الْقَاسِمِ ابْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا خَرَجَ أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَطَارَتْ الْقُرْعَةُ عَلَى عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ فَخَرَجَتَا مَعَهُ جَمِيعًا وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَانَ بِاللَّيْلِ سَارَ مَعَ عَائِشَةَ يَتَحَدَّثُ مَعَهَا فَقَالَتْ حَفْصَةُ لِعَائِشَةَ أَلَا تَرَ كَيْبِنَ اللَّيْلَةِ بَعِيرِي وَأَرْكَبُ بَعِيرَكَ فَتَنْظُرِينَ وَانْظُرِي قَالَتْ بَلَى فَرَكِبْتُ عَائِشَةَ عَلَى بَعِيرٍ حَفْصَةَ وَرَكِبْتُ حَفْصَةَ عَلَى بَعِيرٍ عَائِشَةَ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى جَمَلٍ عَائِشَةَ وَعَلَيْهِ حَفْصَةُ فَسَلَّمَ ثُمَّ سَارَ مَعَهَا حَتَّى نَزَلُوا فَافْتَقَدَتْهُ عَائِشَةُ فَغَارَتْ فَلَمَّا نَزَلُوا جَعَلَتْ تَجْعَلُ رِجْلَهَا بَيْنَ الْأَذْخِرِ وَتَقُولُ يَا رَبِّ سَلِّطْ عَلَى عُقْرَبَاءٍ أَوْ حِيَةً تَلْدَغُنِي رَسُولُكَ وَلَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقُولَ لَهُ شَيْئًا

৬০৭৯. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম হান্‌যালী ও আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র).....আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সফরে বের হতেন, তখন তার বিবিদের ব্যাপারে লটারি করতেন। একবার লটারিতে আয়েশা (রা) ও হাফসা (রা)-র নাম উঠলো। উভয়েই তাঁর সাথে বের হলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন রাতে সফর করতেন তখন তিনি আয়েশার সাথে আলাপ করে করে চলতেন। একদিন হাফসা (রা) আয়েশা (রা)-কে বললেন, আজ রাতে তুমি আমার উটে চড় আর আমি তোমার উটে চড়ি। এরপর তুমি দেখবে আমিও দেখব (কী ঘটে)। অতঃপর আয়েশা (রা) হাফসা (রা)-র উটে আর হাফসা (রা) আয়েশা (রা)-র উটে আরোহণ করলেন। যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আয়েশা (রা)-র উটের কাছে এলেন অথচ এতে সওয়ার ছিলেন হাফসা (রা)। তখন তিনি সালাম দিলেন এবং তাঁর সাথে চললেন। অবশেষে মনযিলে গিয়ে অবতরণ করলেন। আয়েশা (রা) তাঁকে না পেয়ে ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়লেন। যখন সবাই মনযিলে গিয়ে নামলেন, আয়েশা তাঁর পা ‘ইযখির’ ঘাসের ভেতরে রেখে বলতে লাগলেন, হে রব্ব! একটা সাপ বা বিছু আমার দিকে ধাবিত করে দিন যেন আমাকে দংশন করে। তিনি তো আপনার রাসূল, আমি তাঁকে কিছু বলতেও পারি না।

৬.৮০- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنُ قَعْنَبٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فَضِّلْ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ-

৬০৮০. আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা ইবন কা'নাব (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, অন্যান্য মহিলাদের উপর আয়েশার শ্রেষ্ঠত্ব সমস্ত খাদ্যের উপর 'সারীদের' শ্রেষ্ঠত্বের মতো।

৬.৮১- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَفِي حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ-

৬০৮১. ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া, কুতায়বা ও ইবন হুজর (র)..... আনাস (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন। তাদের দু'জনের হাদীসে “রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুনেছি” নেই। ইসমাইলের হাদীসে “আনাস (রা) থেকে শুনেছেন” রয়েছে।

৬.৮২- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ وَيَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ زَكَرِيَّا عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا حَدَّثَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا إِنَّ جِبْرَائِيلَ يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ قَالَتْ فَقُلْتُ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ-

৬০৮২. আবু বকর ইবন আবু শায়বা (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বলেছেন, জিব্রাইল (আ) তোমাকে সালাম দিচ্ছেন। আমি বললাম, তাঁর প্রতি সালাম এবং আল্লাহর রহমত।

৬.৮৩- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا الْمَلَائِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَامِرًا يَقُولُ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهَا بِمِثْلِ حَدِيثِهِمَا-

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا سَبَّاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ زَكَرِيَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ-

৬০৮৩. ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র).....আয়েশা (রা) থেকে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন..... তাঁদের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন। ইসহাক (র)..... যাকারিয়া (র) থেকে উক্ত সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

৬.৮৪- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا عَائِشَةُ هَذَا جِبْرَائِيلُ يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ قَالَتْ فَقُلْتُ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ قَالَتْ رَأَى يَرَى - لَا أَرَى-

৬০৮৪. আবদুল্লাহ ইবন আবদুর রহমান দারিমী (র)..... নবী ﷺ-এর স্ত্রী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : হে আয়েশা! এই যে জিবরাঈল (আ) তোমাকে সালাম বলছেন। আয়েশা (রা) বললেন, وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ (তাঁর উপরও সালাম এবং আল্লাহর রহমত)। এরপর আয়েশা (রা) বললেন, তিনি তো এমন কিছু দেখেন যা আমি দেখতে পাই না।

১৬- بَابُ ذِكْرِ حَدِيثِ أُمِّ زَرْعٍ-

১৪. পরিচ্ছেদ : উম্মে যারা-এর হাদীস

৬.৮৫- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ كِلَاهُمَا عَنْ عِيسَى وَاللَّفْظُ لِابْنِ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ جَلَسَ أَحَدِي عَشْرَةَ امْرَأَةً فَتَعَاهَدَنَ وَتَعَاقَدَنَ أَنْ لَا يَكْتُمَنَّ مِنْ أَخْبَارِ أَزْوَاجِهِنَّ شَيْئًا قَالَتْ الْأُولَى زَوْجِي لَحْمٌ جَمَلٌ غَثٌّ عَلَى رَأْسِ جَبَلٍ وَعَرٍ لَا سَهْلٌ فَيُرْتَقَى وَلَا سَمِينٌ فَيُنْتَقَى (فَيُنْتَقَلُ) قَالَتْ الثَّانِيَةُ زَوْجِي لَا أَبْتُ خَبْرَهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ لَا أَدْرَهُ إِنْ أَذْكَرَهُ أَذْكَرُ عَجْرَهُ وَبُجْرَهُ قَالَتْ الثَّالِثَةُ زَوْجِي الْعَشَنُّقُ إِنْ أَنْطِقَ أَطْلُقُ وَإِنْ أَسْكُتُ أُعَلِّقُ قَالَتْ الرَّابِعَةُ زَوْجِي كَلِيلُ تِهَامَةٍ لَا حَرٍّ وَلَا قَرٍّ وَلَا مَخَافَةَ وَلَا سَامَةَ قَالَتْ الْخَامِسَةُ زَوْجِي إِنْ دَخَلَ فَهَدَ وَإِنْ خَرَجَ أَسَدَ وَلَا يَسْأَلُ عَمَّا عَهْدَ قَالَتْ السَّادِسَةُ زَوْجِي إِنْ أَكَلَ لَفَّ وَإِنْ شَرِبَ اشْتَفَّ وَإِنْ اضْطَجَعَ التَّفَّ وَلَا يُوَلِّجُ الْكَفَّ لِيَعْلَمَ الْبَيْتُ قَالَتْ السَّابِعَةُ زَوْجِي غَيَايَاءُ أَوْ عَيَايَاءُ طَبَاقَاءُ كُلُّ دَاءٍ لَهُ دَاءٌ شَجَّكَ أَوْ فَلَكَ أَوْ جَمَعَ كُلًّا لَكَ قَالَتْ الثَّامِنَةُ زَوْجِي الرِّيحُ رِيحُ زَرْبٍ وَالْمَسُّ مَسُّ أَرْنَبٍ قَالَتْ التَّاسِعَةُ زَوْجِي رَفِيعُ الْعِمَادِ طَوِيلُ النَّجَادِ عَظِيمُ الرَّمَادِ قَرِيبُ الْبَيْتِ مِنَ النَّادِ قَالَتْ الْعَاشِرَةُ زَوْجِي مَالِكٌ وَمَا مَالِكُ مَالِكٌ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ لَهُ إِبِلٌ كَثِيرَاتُ الْمُبَارِكِ قَلِيلَاتُ الْمَسَارِحِ إِذَا سَمِعْنَ صَوْتَ الْمَرْهَرِ أَيْقَنَ أَنَّهُنَّ هَوَالِكُ قَالَتْ الْحَادِيَةُ عَشْرَةَ زَوْجِي أَبُو زَرْعٍ وَمَا أَبُو زَرْعٍ أَنَسٌ مِنْ حُلِيِّ أُنْثَى وَمَلَأَ مِنْ شَحْمٍ عَضْدِيَّ وَبَجَّحَنِي فَبَجَّحَتِ إِلَى نَفْسِي وَجَدَنِي فِي أَهْلِ غُنَيْمَةٍ بِشِقِّ فَجَعَلَنِي فِي أَهْلِ صَهِيلٍ وَأَطِيطٍ وَدَائِسٍ وَمُنَقٍّ فَعِنْدَهُ أَقْوَلُ فَلَا أَقْبَحُ وَأَرْقُدُ فَاتَّصَبَّحُ وَأَشْرَبُ فَاتَّقَنِّحُ- أُمُّ أَبِي زَرْعٍ فَمَا أُمُّ أَبِي زَرْعٍ عَكُومُهَا رَدَاحٌ وَبَيْتُهَا فَسَاحٌ- ابْنُ أَبِي زَرْعٍ فَمَا ابْنُ أَبِي زَرْعٍ مَضْجَعُهُ كَمَسَلٌ شَطْبَةٌ وَتَشْبِيعُهُ ذِرَاعُ الْجَفْرَةِ- بِنْتُ أَبِي زَرْعٍ فَمَا بِنْتُ أَبِي زَرْعٍ طَوْعُ أَبِيهَا وَطَوْعُ أُمِّهَا وَمِلَّةٌ كِسَائِهَا وَغَيْظُ جَارَتِهَا- جَارِيَةُ أَبِي زَرْعٍ فَمَا جَارِيَةُ أَبِي زَرْعٍ لَا تَبُثُّ حَدِيثَنَا

تَبَثِّثْنَا وَلَا تَنْقُثُ مِيرَتَنَا تَنْقِثًا وَلَا تَمْلَأُ بَيْتَنَا تَغْشِيثًا- قَالَتْ خَرَجَ أَبُو زَرْعٍ وَالْأَوْطَابُ
تُمُخَضُ فَلَقِيَ امْرَأَةً مَعَهَا وَلَدَانِ لَهَا كَالْفَهْدَيْنِ يَلْعَبَانِ مِنْ تَحْتِ خَصْرِهَا بَرُمًا نَتَيْنِ فَطَلَقْنِي
وَنَكَحَهَا فَنَكَحْتُ بَعْدَهُ رَجُلًا سَرِيًّا رَكِبَ شَرِيًّا وَأَخَذَ خَطِيًّا وَأَرَا حَ عَلَى نَعْمًا ثَرِيًّا وَأَعْطَانِي مِنْ
كُلِّ رَائِحَةٍ زَوْجًا قَالَ كُلِّي أُمَّ زَرْعٍ وَمِيرَى أَهْلِكَ فَلَوْ جَمَعْتُ كُلَّ شَيْءٍ أَعْطَانِي مَا بَلَغَ أَصْغَرَ انِيَّةِ
أَبِي زَرْعٍ- قَالَتْ عَائِشَةُ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُنْتُ لَكَ كَأَبِي زَرْعٍ لَأُمَّ زَرْعٍ-

وَحَدَّثَنِيهِ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلَوَانِيُّ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ
هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ عَيَّيَاءُ طَبَاقَاءُ وَلَمْ يَشْكُ وَقَالَ قَلِيلَاتُ الْمَسَارِحِ وَقَالَ
وَصِفْرُ رِدَائِهَا وَخَيْرُ نِسَائِهَا وَعَقْرُ جَارَتِهَا وَقَالَ وَلَا تَنْقُثُ مِيرَتَنَا تَنْقِثًا وَقَالَ وَأَعْطَانِي مِنْ كُلِّ
ذَابِحَةٍ زَوْجًا-

৬০৮৫- আলী ইব্ন হুজর সা'দী ও আহমদ ইব্ন জানাব (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এগারজন মহিলা বসে অঙ্গীকার করল ও চুক্তিবদ্ধ হলো যে, তারা নিজ নিজ স্বামীর ব্যাপারে কিছুই গোপন করবে না। প্রথম মহিলা বললো, আমার স্বামী কৃষ্ণ উটের গোশতের মতো, যা দুর্গম এক পাহাড়ের চূড়ায় রক্ষিত। না ওখানে আরোহণ করা সম্ভব, আর না এমন মোটা তাজা যা থেকে মগজ আহরণ করা যাবে (অথবা স্থানান্তর করা যাবে)। দ্বিতীয় মহিলা বললো, আমি আমার স্বামীর খবর ছড়াতে পারবো না। আমার ভয় হয়, আমি তাকে ছেড়ে দেব না। আমি যদি তার বিবরণ দিতে যাই তবে তার (সব হিবিজিবি) গোপনীয় ও প্রকাশ্য সব দোষই বর্ণনা করে ফেলব। তৃতীয় মহিলা বললো, আমার স্বামী অতি লম্বু। ওর দোষ বললে আমি পরিত্যক্ত হবো, আর চুপ থাকলে ঝুলে থাকবো। চতুর্থ মহিলা বললো, আমার স্বামী 'তিহামা' (নির্জন মরু আরব)-এর রজনীর মতো (নিখর)। নাতিশীতোষ্ণ (গরমও নয় আর ঠাণ্ডাও নয়) ভয়ও নেই, বিরক্তিও নেই। পঞ্চম মহিলা বললো, আমার স্বামী যখন ঘরে আসে তখন চিতা বাঘ, আর যখন বাইরে যায় তখন সিংহ। রক্ষিত মাল-সম্পদ নিয়ে সে কোন প্রশ্ন করে না। ষষ্ঠ মহিলা বললো, আমার স্বামী খেতে বসলে সব খেয়ে ফেলে, পান করলে একেবারে নিঃশেষ করে ফেলে। আর শুতে গেলে একদম হাত পা গুটিয়ে রয় (লেপ কাঁতা একাই গায় দেয়)। আমার প্রতি (প্রেমের) হাত বাড়ায় না, যাতে আমার (মনের) অবস্থা বুঝতে পারে। সপ্তম মহিলা বললো, আমার স্বামী নির্বোধ, অক্ষম ও বোবার মত। সব রোগ (দোষই) তার মধ্যে বিদ্যমান। চাইলে তোমার মাথায় আঘাত করবে অথবা অঙ্গে প্রহার করবে অথবা উভয়টিই একত্রে সংঘটিত করবে। অষ্টম মহিলা বললো, আমার স্বামীর ঘ্রাণ 'যারনাব' সুগন্ধির মতো, তার শরীর খরগোশের মতো। নবম মহিলা বললো, আমার স্বামী এমন যার প্রাসাদের খাম্বাগুলো সুউচ্চ, তরবারির খাপগুলো দীর্ঘ, বাড়ির আগিনায় অধিক ছাই। (পঞ্চায়েতের) কাচারী ঘরের পার্শ্বেই তার বাড়ি। দশম মহিলা বললো, আমার স্বামী 'মালিক'। আর মালিক-এর কথা কি বলব, আমার এ প্রশংসার চেয়ে আরো শ্রেষ্ঠ সে। তার আছে অনেক উঁট, তাদের বেশি পরিমাণই (বাড়ির) উটশালায় থাকে এবং কম পরিমাণ থাকে চারণ ভূমিতে। উটেরা যখন বাদ্য-বাজনার শব্দ শোনে, তখন (মেহমানের আগমনে) নিজেদের যবাহের ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে পড়ে। একাদশ

মহিলা বললো, আমার স্বামীর নাম আবু যার'। কী চমৎকার আবু যার'। অলংকার দিয়ে সে আমার দু'কান ঝুলিয়ে দিয়েছে, বাহুদ্বয় ভরপুর করেছে চর্বিতে। আমাকে আদর-সোহাগ দিয়েছে, আমিও নিজেকে আদরনীয়া-সোহাগিনী বোধ করছি। সে আমাকে পাহাড়ের পাদদেশে অল্প ভেড়া ও বকরীওয়ালাদের মাঝে (গরীব পরিবারে) পেয়েছিল। এরপর সে আমাকে উট, ঘোড়া, মাড়াইযন্ত্র ও ঝাড়নের (জমি-জমা ও ফসলাদির) অধিকারী বানিয়েছে। তার কাছে আমি কথা বললে সে তা ফেলে না। আমি ঘুমালে ভোর পর্যন্ত শুয়ে থাকি আর পান করলে তৃপ্তি অর্জন করি। আবু যার'-এর মা, কতই না ভালো আবু যার-এর মা। তার পাত্র বিরাট আকারের। তার কুঠুরী প্রস্থস্ত। আবু যার-এর ছেলে, কত ভালো আবু যার-এর ছেলে, তার শয্যা যেন তরবারির খাপ। বকরির একটি বান (দুধ) খেয়েই সে তৃপ্তিবোধ করে। আবু যার'-এর মেয়ে, কতই না ভালো আবু যার-এর মেয়ে। মা-বাবার অনুগত, পোশাকভরা দেহ, প্রতিবেশীর ঈর্ষার পাত্রী। আবু যার'-এর বাঁদী, কত ভালো আবু যার-এর বাঁদী। আমাদের (ঘরের) কথা প্রচার করে বেড়ায় না। আমাদের খাদ্য নষ্ট করে না, ঘর-বাড়ি আবর্জনাপূর্ণ রাখে না। উম্মু যার' বলেন, একদা আবু যার' বাইরে বের হলেন। তখন আমাদের অবস্থা ছিল, বড় বড় দুধের পাত্র থেকে মাখন তোলা হতো। তখন এক মেয়ে লোকের সাথে তার সাক্ষাত ঘটে। তার সাথে ছিলো দু'টো শিশু (শিশু দু'টো ছিল) দুটি চিতার মত। তারা তার কোকের নীচে দুটি ডালিম নিয়ে খেলা করছিল। তখন আবু যার' আমাকে তালুক দেয় এবং সে মেয়ে লোককে বিয়ে করে। তারপর আমি এক ব্যক্তিকে বিবাহ করলাম। সে ছিল সরদার, খুব ভালো ঘোড়া সওয়ার ও বর্শা ধারণকারী (অভিজ্ঞ যোদ্ধা)। সে আমার আস্তাবলে বহু চতুষ্পদ জন্তু সমবেত করে। প্রত্যেক প্রকার থেকে সে আমাকে একেক জোড়া দান করে এবং সে আমাকে বলে, হে উম্মু যার'! তুমি খাও এবং তোমার আপনজনকে দান কর। তবে দ্বিতীয় স্বামী আমায় যা কিছু দিয়েছে তার সব যদি জমা করি, তবু আবু যার'-এর ছোট্ট একটি পাত্রের সমান হবে না। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন : তোমার জন্য আমি উম্মু যার'-এর জন্য আবু যার'-এর মতো। (তবে আমি তোমাকে তালুক দিব না।)

হাসান ইব্ন আলী হুলওয়ানী (র)..... হিশাম ইব্ন উরওয়া (রা) থেকে উক্ত সনদে বর্ণনা করেছেন। তবে এতে বর্ণনা সন্দেহ ছাড়া صفر ردائها এবং রয়েছে আরো রয়েছে عيايا طبقاء (অর্থাৎ তার কটিদেশ ছিল কৃশ, অন্যান্য মহিলার তুলনায় ছিল শ্রেষ্ঠ, সতীনের ঈর্ষার পাত্রী) এবং বলেছেন- اعطاني من كل ذي رابي زوجا - لاتنقث ميرتنا تنقيثا

১৫- بَابُ مَنْ فَضَّائِلِ فَاطِمَةَ رَفَى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِنْتُ النَّبِيِّ ﷺ -

১৫. পরিচ্ছেদ : নবী ﷺ-এর কন্যা ফাতিমা (রা)-এর ফযীলত

৬.৮৬- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ وَقَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ كِلَاهُمَا عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ ابْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ الْقُرَشِيُّ التَّيْمِيُّ أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمَنْبَرِ وَهُوَ يَقُولُ إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُونِي أَنْ يَنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ عَلَى بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَلَا أَذْنَ لَهُمْ ثُمَّ لَا أَذْنَ لَهُمْ ثُمَّ لَا أَذْنَ لَهُمْ إِلَّا أَنْ يُحِبَّ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطْلَقَ ابْنَتِي وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ فَإِنَّمَا ابْنَتِي بَضْعَةٌ مِنِّي يَرِيبُنِي مَا رَأَيْتُهَا وَيُؤْذِنُنِي مَا أَذَاهَا-

৬০৮৬. আহমাদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন ইউনুস ও কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র)..... মিসওয়ার ইব্ন মাখরামা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে মিস্বরের উপর থেকে বলতে শুনেছেন, হিশাম ইব্ন মুগীরার সন্তানরা আমার কাছে অনুমতি চেয়েছে যে, তারা তাদের কন্যাকে আলী ইব্ন আবু তালিবের কাছে তারা বিয়ে দিতে চায়। আমি তাদের অনুমতি দিচ্ছি না, আবার (বলছি) আমি তাদের অনুমতি দিচ্ছি না, আবার আমি তাদের অনুমতি দিচ্ছি না। তবে যদি আলী ইব্ন আবু তালিব আমার মেয়েকে তালাক দিয়ে তাদের মেয়েকে বিয়ে করতে চায়, তা ভিন্ন কথা। কেননা আমার মেয়ে আমারই একটা অংশ। যা তাকে বিঘ্ন করে, তা আমাকেও বিঘ্ন করে, তাকে যা কষ্ট দেয়, আমাকেও তা কষ্ট দেয়।

৬.৮৭- وَحَدَّثَنِي أَبُو مَعْمَرٍ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْهَذَلِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي يُؤْذِينِي مَا أَذَاهَا-

৬০৮৭. আবু মা'মার ইসমাইল ইব্ন ইবরাহীম হযালী (র)..... মিসওয়ার ইব্ন মাখরামা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ফাতিমা আমারই অঙ্গ, তাকে যা কষ্ট দেয়, তা আমাকেও কষ্ট দেয়।

৬.৮৮- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ الدُّؤَلِيُّ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ حَدَّثَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ حَدَّثَهُ أَنَّهُمْ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ مِنْ عِنْدِ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ مَقْتَلِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لَقِيَهِ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ فَقَالَ لَهُ هَلْ لَكَ إِلَى مِنْ حَاجَةٍ تَأْمُرُنِي بِهَا قَالَ فَقُلْتُ لَهُ لَا قَالَ لَهُ هَلْ أَنْتَ مُعْطَى سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَغْلِبَكَ الْقَوْمُ عَلَيْهِ وَآيُمُ اللَّهِ لَنْ أَعْطِيَتْنِيهِ لَا يَخْلَصُ إِلَيْهِ أَبَدًا حَتَّى تَبْلُغَ نَفْسِي إِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ خَطَبَ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ عَلَى فَاطِمَةَ فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ فِي ذَلِكَ عَلَى مَنْبَرِهِ هَذَا وَأَنَا يَوْمَئِذٍ مُحْتَلِمٌ فَقَالَ إِنَّ فَاطِمَةَ مِنِّي وَإِنِّي أَتَخَوَّفُ أَنْ تُفْتَنَ فِي دِينِهَا قَالَ ثُمَّ ذَكَرَ صِهْرًا لَهُ مِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ فَأَتْنِي عَلَيْهِ فِي مُصَاهَرَتِهِ إِيَّاهُ فَأَحْسَنَ قَالَ حَدَّثَنِي فَصَدَقَنِي وَوَعَدَنِي فَأَوْفَى لِي وَإِنِّي لَسْتُ أَحَرِّمُ حَلًّا وَلَا أَحِلُّ حَرَامًا وَلَكِنَّ وَاللَّهِ لَا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَبِنْتُ عَدُوِّ اللَّهِ مَكَانًا وَاحِدًا أَبَدًا-

৬০৮৮. আহমদ ইব্ন হাম্বল (র)..... আলী ইব্ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, হুসায়ন ইব্ন আলী (রা)-এর শাহাদতের পর ইয়াযীদ ইব্ন মুআবিয়া (রা)-এর কাছ থেকে তারা যখন মদীনায় এলেন, মিসওয়ার ইব্ন মাখরামা (রা) তখন তাঁর সাথে দেখা করলেন এবং তাঁকে বললেন, আপনার কোন প্রয়োজন থাকলে আমাকে বলবেন। আমি বললাম, না। মিসওয়ার বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তরবারিখানা কি আপনি আমাকে দান

করবেন? কারণ আমার ভয় হয় যে, লোকেরা এটি আপনার কাছ থেকে কবজা করে নিবে। আল্লাহর কসম, আপনি যদি সে তরবারিটি আমাকে দিয়ে দেন তাহলে যতক্ষণ আমার প্রাণ থাকে, এটি কেউ স্পর্শ করতে পারবে না। (মিসওয়্যার আরো বললেন) ফাতিমা (রা)-এর জীবিত থাকাকালে আলী (রা) আবু জাহলের কন্যাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তখন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ বিষয় নিয়ে লোকদের সামনে এ মিস্বরে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিতে শুনেছি। আমি সে সময় সদ্য বালিগ বয়সের। তখন তিনি বললেন, ফাতিমা আমারই অঙ্গ। আমার ভয় হচ্ছে, সে তার দীনের ব্যাপারে ফিতনায় না পতিত হয়। অতঃপর তিনি আব্দ ই-শামস গোত্রীয় তাঁর জামাতার আলোচনা করলেন তার আত্মীয়তার সুন্দর প্রশংসা করলেন, এবং বললেন, সে আমায় যা বলেছে সত্য সাব্যস্ত করেছে যে, অঙ্গীকার করেছে, তা প্রতিপালন করেছে, আর আমি কোন হালালকে হারাম করি না বা হারামকে হালাল করি না। তবে আল্লাহর কসম, আল্লাহর রাসূলের মেয়ে এবং আল্লাহর দুশমনের মেয়ে কখনো এক জায়গায় একত্রিত হবে না।

৬.৮৯- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ خَطَبَ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ وَعِنْدَهُ فَاطِمَةُ بِنْتُ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِذَلِكَ فَاطِمَةُ أَتَتْ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ لَهُ إِنَّ قَوْمَكَ يَتَحَدَّثُونَ أَنَّكَ لَا تَغْضَبُ لِبَنَاتِكَ وَهَذَا عَلِيٌّ نَاكِحًا ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ قَالَ الْمِسْوَرُ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَسَمِعْتُهُ حِينَ تَشْهَدُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أَنْكَحْتُ أَبَا الْعَاصِ بْنَ الرَّبِيعِ فَحَدَّثَنِي فَصَدَّقَنِي وَأَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ مُضْغَةٌ مِنِّي وَإِنَّمَا أَكْرَهُ أَنْ يَفْتِنُوهَا وَإِنَّهَا وَاللَّهِ لَا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَبِنْتُ عَدُوِّ اللَّهِ عِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ أَبَدًا قَالَ فَتَرَكَ عَلِيٌّ الْخُطْبَةَ -

وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو مَعْنٍ الرَّقَّاشِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبٌ يَعْنِي ابْنَ جَرِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ يَعْنِي ابْنَ رَاشِدٍ يُحَدِّثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ تَحْوَهُ -

৬০৮৯. আবদুল্লাহ ইবন আবদুর রাহমান দারিমী (র)..... মিসওয়্যার ইবন মাখরামা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, আলী ইবন আবু তালিব (রা) আবু জাহলের কন্যাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তখন নবী তনয়া ফাতিমা (রা) তার ঘরের ছিলেন। ফাতিমা (রা) যখন এ খবর শুনলেন তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, লোকেরা বলাবলি করে যে, আপনি আপনার মেয়েদের ব্যাপারে রাগান্বিত হন না। অথচ এই যে আলী (রা) আবু জাহলের মেয়েকে বিয়ে করতে যাচ্ছেন। মিসওয়্যার (রা) বললেন, তখন নবী ﷺ দাঁড়ালেন। এ সময় আমি শুনলাম তিনি তাশাহুদ (হামদা-সালাত) পড়লেন এবং বললেন : আমি আবুল আস ইবনুর রাবীর কাছে বিয়ে দিয়েছি, সে আমাকে যা বলেছে, তা সত্যে পরিণত করেছে। আর মুহাম্মদ তনয়া ফাতিমা আমারই একটা টুকরা, আমি পসন্দ করি না যে, লোকে তাকে ফিতনায় ফেলুক। আল্লাহর কসম! আল্লাহর রাসূলের মেয়ে ও আল্লাহর

দুশমনের মেয়ে কোন ব্যক্তির কাছে কখনো একত্রিত হবে না। মিসওয়্যার (রা) বলেন, এরপর আলী (রা) প্রস্তাব ছেড়ে দেন।

আবু মান'ন রাকাসী (রা)..... যুহরী (র) থেকে এ সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

৬.৯. - حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاهِمٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَعَا فَاطِمَةَ ابْنَتَهُ فَسَارَّهَا فَبَكَتْ ثُمَّ سَارَّهَا فَضَحِكَتْ فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ لِفَاطِمَةَ مَا هَذَا الَّذِي سَارَّكَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَبَكَيْتَ ثُمَّ سَارَّكَ فَضَحِكَتْ قَالَتْ سَارَّنِي فَأَخْبَرَنِي بِمَوْتِهِ فَبَكَيْتُ ثُمَّ سَارَّنِي فَأَخْبَرَنِي أَنِّي أَوَّلُ مَنْ يَتَّبَعُهُ مِنْ أَهْلِهِ فَضَحِكَتْ -

৬০৯০. মানসূর ইবন আবু মুযাহিম ও যুহায়র ইবন হার্ব (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্হাম তাঁর মেয়ে ফাতিমা (রা)-কে ডেকে আনলেন এবং তাকে চুপি চুপি কিছু বললেন। তখন তিনি কাঁদলেন। আবার চুপে চুপে তিনি কিছু বললেন। তখন তিনি হেসে ফেললেন। আয়েশা (রা) বলেন, আমি ফাতিমা (রা)-কে বললাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্হাম তোমাকে চুপে চুপে কি বললেন যে, তুমি কেঁদে ফেললে এবং তারপর কি বললেন যে, তুমি হেসে ফেললে? ফাতিমা বললেন চুপে চুপে তিনি আমাকে তাঁর মৃত্যু সংবাদ দিলেন, তাই আমি কাঁদলাম। এরপর চুপি চুপি তিনি বললেন, তাঁর পরিজনদের মধ্যে তাঁর পরে আমি সর্বপ্রথম (মিলিত হব) যাবো তাই হাসলাম।

৬.৯১ - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ فَضِيلُ بْنُ حُسَيْنٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ فِرَاسٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنَّ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ عِنْدَهُ لَمْ يُغَادِرْ مِنْهُنَّ وَاحِدَةً فَأَقْبَلَتْ فَاطِمَةُ تَمْشِي مَا تُخْطِي مِشْيَتُهَا مِنْ مِشْيَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَيْئًا فَلَمَّا رَأَاهَا رَحَّبَ بِهَا فَقَالَ مَرْحَبًا بِابْنَتِي ثُمَّ اجْلَسَهَا عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ سَارَّهَا فَبَكَتْ بُكَاءً شَدِيدًا فَلَمَّا رَأَى جَزَعَهَا سَارَّهَا الثَّانِيَةَ فَضَحِكَتْ فَقُلْتُ لَهَا خَصَّكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ بَيْنِ نِسَائِهِ بِالسِّرَارِ ثُمَّ أَنْتِ تَبْكِينَ فَلَمَّا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَأَلْتُهَا مَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ مَا كُنْتُ أَفْشِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سِرَّهُ قَالَتْ فَلَمَّا تَوَفَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قُلْتُ عَزَمْتُ عَلَيْكَ بِمَالِي عَلَيْكَ مِنَ الْحَقِّ لَمَّا حَدَّثْتَنِي مَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ أَمَّا الْآنَ فَنَعَمْ أَمَّا حِينَ سَارَّنِي فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى فَأَخْبَرَنِي أَنَّ جِبْرَائِيلَ كَانَ يُعَارِضُهُ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً (أَوْ مَرَّتَيْنِ) وَأَنَّهُ عَارِضُهُ الْآنَ مَرَّتَيْنِ وَأَنِّي لَا أَرَى إِلَّا قَدْ اقْتَرَبَ فَاتَّقَى اللَّهُ وَأَصْبِرِي فَإِنَّهُ نِعْمَ

২৫- بَابُ مِنْ فَضَائِلِ أَبِي دُجَانَةَ سِمَاكِ بْنِ خُرْشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ

২৫. পরিচ্ছেদ : হযরত আবু দুজানাহ্ সিমাক ইব্ন খারশাহ্ (রা)-এর ফযীলত

৬১২৯- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخَذَ سَيْفًا يَوْمَ أُحُدٍ فَقَالَ مَنْ يَأْخُذُ مِنِّي هَذَا فَبَسَطُوا أَيْدِيَهُمْ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ يَقُولُ أَنَا أَنَا قَالَ فَمَنْ يَأْخُذُهُ بِحَقِّهِ قَالَ فَأَحْجَمَ الْقَوْمُ فَقَالَ سِمَاكِ بْنُ خُرْشَةَ أَبُو دُجَانَةَ أَنَا أَخْذُهُ بِحَقِّهِ قَالَ فَأَخَذَهُ فَفَلَقَ بِهِ هَامَ الْمُشْرِكِينَ-

৬১২৯. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উহুদ যুদ্ধের দিন একটি তরবারি হাতে নিয়ে বললেন, এটা আমার কাছ থেকে কে গ্রহণ করবে? তখন তাঁদের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তিই হাত বাড়িয়ে বলতে লাগল, আমি, আমি। তিনি বললেন, এর হক আদায় করে কে গ্রহণ করবে? এ কথা শুনেই লোকজন দমে গেল। তখন সিমাক ইব্ন খারশাহ্ আবু দুজানাহ্ (রা) বললেন, আমি এটির হক আদায় করার অঙ্গীকারে গ্রহণ করব। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি এটি নিয়ে নিলেন আর এ দ্বারা মুশরিকদের মাথার খুলি বিদীর্ণ করলেন।

ইফা (উন্নয়ন) ২০০৯-২০১০/অঃসঃ/৪৩৮৫/৩২৫০

السَّلَفُ أَنَا لَكَ قَالَتْ فَبَكَيْتُ بُكَائِي الَّذِي رَأَيْتُ فَلَمَّا رَأَى جَزَعِي سَارَنِي الثَّانِيَةَ فَقَالَ يَا فَاطِمَةُ أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ تَكُونِي سَيِّدَةَ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ أَوْ سَيِّدَةَ نِسَاءِ هَذِهِ الْأُمَّةِ قَالَتْ فَضَحِكْتُ ضِحْكَی الَّذِي رَأَيْتُ-

৬০৯১. আবু কামিল জাহ্দারী ফুযায়ল ইব্ন হুসায়ন (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিবির সাক্ষরিত তাঁর কাছে ছিলেন, তাঁদের মধ্যে কেউ বাদ ছিলেন না। এমন সময় ফাতিমা (রা) এলেন। তাঁর চলার ভঙ্গি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চলার ভঙ্গি থেকে একটুও পৃথক ছিল না। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন তাঁকে দেখলেন, তখন তিনি এ বলে খোশ আমদেদ জানালেন— মারহাবা, হে আমার স্নেহের কন্যা! এরপর তাঁকে তাঁর ডানপাশে অথবা বামপাশে বসালেন এবং তাঁর সাথে চুপে চুপে কিছু বললেন। এতে তিনি খুব কাঁদলেন। যখন তিনি তাঁর অস্তিত্ব দেখলেন, তিনি পুনরায় তাঁর সাথে চুপে চুপে কিছু বললেন, তখন তিনি হেসে দিলেন। আমি তাঁকে বললাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর (পরিবারের) নারীদের মধ্যে (কাউকে না বলে) তোমার সঙ্গে বিশেষভাবে কোন গোপন কথা বলেছেন। আবার তুমি কাঁদছো? অতঃপর যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ উঠে গেলেন, আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ তোমার কাছে কি বলেছেন? তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর গোপন কথা প্রকাশ করবো না। আয়েশা (রা) বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওফাত হয়ে গেলো, তখন আমি বললাম, তোমার উপর আমার (মাতৃত্বের) অধিকারের শপথ দিয়ে বলছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ তোমাকে কী বলেছেন, অবশ্যই আমাকে বলতে হবে। তিনি বললেন, আচ্ছা, এখন তবে, হ্যাঁ। প্রথমবার তিনি আমাকে কানে কানে বললেন জিবরাঈল (আ) প্রতি বছর একবার (কি দু'বার) আমাকে কুরআন পুনরাবৃত্তি (দাওর) করান। এ বছর তিনি দু'বার পুনরাবৃত্তি করালেন। আমার মনে হয় আমার সময় কাছে এসে গেছে। তুমি আল্লাহকে ভয় করে চলবে এবং ধৈর্যধারণ করবে আমি তোমার জন্য কত উত্তম পূর্বসূরী। তখন আমি কাঁদলাম যা আপনি দেখেছেন। এরপর আমার অস্তিত্ব দেখে তিনি দ্বিতীয়বার চুপি চুপি বললেন, হে ফাতিমা! মু'মিনা নারীদের প্রধান ও এ উম্মাতের সকল মহিলাদের সরদার হওয়া কি তুমি পসন্দ কর না? ফাতিমা (রা) বললেন, তখন আমি হাসলাম। আমার যে হাসি আপনি দেখেছেন।

৬.৯২- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ زَكَرِيَّاءَ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنْ فِرَاسٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اجْتَمَعَ نِسَاءُ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يُغَادِرْ مِنْهُنَّ امْرَأَةً فَجَاءَتْ فَاطِمَةُ تَمْشِي كَأَنَّ مِشْيَتَهَا مِشْيَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ مَرْحَبًا بِابْنَتِي فَاجْلَسْهَا عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ إِنَّهُ أَسَرَ إِلَيْهَا حَدِيثًا فَبَكَتْ فَاطِمَةُ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهَا ثُمَّ إِنَّهُ سَارَهَا فَضَحِكَتْ أَيضًا فَقُلْتُ لَهَا مَا يُبْكِيكَ فَقَالَتْ مَا كُنْتُ لِأُفْشِيَ سِرَّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ فَرَحًا أَقْرَبَ مِنْ حُزْنٍ فَقُلْتُ لَهَا حِينَ بَكَتْ أَخْصَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِحَدِيثِهِ دُونَنَا ثُمَّ تَبَكَّيْنِ وَسَأَلْتُهَا عَمَّا قَالَ فَقَالَتْ مَا كُنْتُ لِأُفْشِيَ سِرَّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى إِذَا قُبِضَ سَأَلْتُهَا فَقَالَتْ إِنَّهُ كَانَ حَدَّثَنِي أَنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضُهُ

بِالْقُرْآنِ كُلِّ عَامٍ مَرَّةً وَإِنَّهُ عَارِضُهُ بِهِ فِي الْعَامِ مَرَّتَيْنِ وَلَا أُرَانِي إِلَّا قَدْ حَضَرَ أَجْلِي وَأَنْتَ أَوَّلُ أَهْلِي لِحُوقَابِي وَنِعْمَ السَّلَفُ أَنْتَ الْفَبَكَيْتُ لِدَلِكْ ثُمَّ إِنَّهُ سَارَنِي فَقَالَ إِلَّا تَرْضَيْنَ أَنْ تَكُونِي سَيِّدَةَ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ أَوْ سَيِّدَةَ نِسَاءِ هَذِهِ الْأُمَّةِ فَضَحِكْتُ لِدَلِكْ-

৬০৯২. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও ইবন নুমায়র (র)..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সকল বিবি একত্রিত হলেন। তাঁদের মধ্যে একজনও বাদ রইলেন না। তখন ফাতিমা (রা) হেঁটে আসলেন। তার হাঁটার ভঙ্গী যেন একেবারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাঁটার মত। তিনি বললেন, খোশ আমদেদ স্নেহের মেয়ে আমার! অতঃপর তাঁকে তাঁর ডানদিকে কিংবা তাঁর বামদিকে বসালেন এবং চুপি চুপি কিছু কথা বললেন। এতে ফাতিমা (রা) কেঁদে ফেললেন। তারপর তিনি তাঁকে চুপি চুপি আবার কিছু বললেন, এতে তিনি হাসলেন। আমি তাঁকে বললাম, কিসে তোমাকে কাঁদালো? তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গোপন কথা ফাঁস করতে পারি না। আমি বললাম, আমি আজকের মতো কোন আনন্দকে বেদনার এতো নিকটবর্তী দেখি নি। আমি বললাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের ছেড়ে তোমাকে তাঁর কথা বলার জন্য বিশেষত্ব দান করলেন। আর তুমি কাঁদছো? আবার তাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী বলেছেন : তা জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গোপন কথা প্রকাশ করতে পারি না। অবশেষে যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাত হল, তখন আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন তিনি বললেন, তিনি আমাকে বলেছিলেন জিবরাঈল (আ) প্রতি বছর একবার তাঁর সঙ্গে কুরআন আবৃত্তি (দাওর) করতেন। আর এ বছর তিনি তাঁর সঙ্গে দু'বার আবৃত্তি করেছেন। এতে আমার মনে হয় নিশ্চয়ই মৃত্যু আমার নিকটবর্তী। আর তুমিই আমার পরিজনদের মাঝে সর্বপ্রথম আমার সঙ্গে মিলিত হবে। তোমার জন্য আমি কতই না উত্তম অগ্রগামী। তখন আমি কেঁদেছি। এরপর তিনি আমাকে চুপি চুপি বললেন, তুমি ঈমানদার মহিলাদের প্রধান অথবা এ উম্মাতের মহিলাদের সরদার হওয়া কি পসন্দ কর না? একথা শুনে আমি হেসেছি।

১৬- بَابُ مِنْ فَضَائِلِ أُمِّ سَلَمَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا

১৬. পরিচ্ছেদ : উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মু সালামা (রা)-এর ফযীলত

৬.৯২- حَدَّثَنِي عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الْقَيْسِيُّ كِلَاهُمَا عَنْ الْمُعْتَمِرِ قَالَ ابْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ لَا تَكُونَنَّ إِنْ اسْتَطَعْتَ أَوَّلَ مَنْ يَدْخُلُ السُّوقَ وَلَا آخِرَ مَنْ يَخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّهَا مَعْرَكَةُ الشَّيْطَانِ وَبِهَا يَنْصِبُ رَأْيَتَهُ قَالَ وَأُنْبِئْتُ أَنَّ جِبْرِئِيلَ أَتَى نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ وَعِنْدَهُ أُمُّ سَلَمَةَ قَالَ فَجَعَلَ يَتَحَدَّثُ ثُمَّ قَامَ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ لَأُمِّ سَلَمَةَ مَنْ هَذَا أَوْ كَمَا قَالَ قَالَتْ هَذَا دُحْيَةُ الْكَلْبِيِّ قَالَ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ أَيْمُ اللَّهِ مَا حَسِبْتُهُ إِلَّا إِيَّاهُ حَتَّى سَمِعْتُ خُطْبَةَ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ يُخْبِرُ خَبَرَنَا أَوْ كَمَا قَالَ قَالَ فَقُلْتُ لِأَبِي عُثْمَانَ مِمَّنْ سَمِعْتَ هَذَا قَالَ مِنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ-

৬০৯৩. আবদুল আ'লা ইব্ন হাম্মাদ ও মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল আ'লা কায়সী (র)..... সালমান (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, যদি তোমার পক্ষে সম্ভব হয় তবে বাজারে প্রবেশকারীদের মধ্যে তুমি প্রথম হয়ো না এবং সেখানে হতে বহির্গমনকারীদের মধ্যে তুমি শেষ ব্যক্তি হয়ো না। বাজার হলো শয়তানের কুরুক্ষেত্র (আড্ডাখানা)। আর সেখানেই সে তার ঝাণ্ডা উত্তোলন করে রাখে। সালমান (রা) বলেন, আমাকে এ খবরও দেওয়া হয়েছে যে, জিবরাঈল (আ) নবী ﷺ-এর কাছে এলেন। তখন তাঁর কাছে উম্মু সালামা (রা) ছিলেন। রাবী বলেন : অতঃপর জিবরাঈল (আ) কথা বলতে লাগলেন এবং পরে চলে গেলেন। অতঃপর নবী ﷺ উম্মু সালামাকে বললেন, ইনি কে ছিলেন? বা এরূপ কোন কথা বললেন। উম্মু সালামা (রা) বললেন, দাহুইয়া কালবী। তিনি বলেন, উম্মু সালামা (রা) বলেন, আল্লাহর কসম! আমি তো তাকে দাহুইয়া কালবী বলেই ধারণা করেছিলাম। যতক্ষণ না রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ভাষণ শুনলাম। তিনি আমাদের কথা (জিবরীলের কথা) বলছিলেন অথবা এরূপ কিছু বলেছিলেন। (অর্থাৎ জিবরাঈলের আগমনের বর্ণনা দিচ্ছিলেন)। বর্ণনাকারী বলেন, আমি রাবী আবু উসমানকে জিজ্ঞাসা করলাম যে, আপনি এ হাদীস কার কাছে শুনেছেন? তিনি বললেন, উসামা ইব্ন যায়দ (রা) থেকে।

১৭- بَابُ مِنْ فَضَائِلِ زَيْنَبَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا

১৭. পরিচ্ছেদ : উম্মুল মু'মিন হযরত যয়নব (রা)-এর ফযীলত

৬.৯৪- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى الشَّيْنَانِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو طَلْحَةَ بْنُ يَحْيَى بْنُ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَسْرَعُكُمْ لِحَاقًا بِي أَطْوَلُكُمْ يَدًا قَالَتْ فَكُنَّ يَتَطَاوَلْنَ أَيَّتُهُنَّ أَطْوَلُ يَدًا قَالَتْ فَكَانَتْ أَطْوَلَنَا يَدًا زَيْنَبُ لِأَنَّهَا كَانَتْ تَعْمَلُ بِيَدِهَا وَتَصَدَّقُ-

৬০৯৪. মাহমুদ ইব্ন গায়লান আবু আহমদ (র)..... উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের মধ্যে সর্বপ্রথম সে-ই আমার সাথে মিলিত হবে যার হাত সর্বাধিক লম্বা। সুতরাং তারা (সব বিবির) তাদের হাত মেপে দেখতে লাগলেন কার হাত বেশি লম্বা। আয়েশা (রা) বলেন, অবশেষে আমাদের মধ্যে যয়নবের হাতই সবচেয়ে লম্বা বলে স্থির হল। কারণ তিনি হাত দিয়ে কাজ করতেন এবং দান-খয়রাত করতেন।

১৮- بَابُ مِنْ فَضَائِلِ أَيْمَنَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا

১৮. পরিচ্ছেদ : উম্মু আয়মান (রা)-এর ফযীলত

৬.৯৫- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ انْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى أَيْمَنَ فَاِنْطَلَقَتْ مَعَهُ فَتَنَاوَلَتْهُ إِنْاءٌ فِيهِ شَرَابٌ قَالَ فَلَا أَدْرِي أَصَادَفْتُهُ صَائِمًا أَوْ لَمْ يُرِدْهُ فَجَعَلَتْ تَصْخَبُ عَلَيْهِ وَتَذْمُرُ عَلَيْهِ-

৬০৯৫. আবু কুরায়ব মুহাম্মদ ইবন আ'লা (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ উম্মু আয়মান (রা)-এর কাছে গেলেন। আমিও তাঁর সংগে গেলাম। তিনি তাঁর দিকে কোন পানীয়-এর শরবতের পাত্র এগিয়ে দিলেন। তিনি বলেন : আমি জানি না যে, নবী ﷺ সিয়াম পালন করছিলেন, না তা (পান করার) ইচ্ছা করলেন না। উম্মু আয়মান (রা) এতে চীৎকার করে উঠলেন এবং তাঁর উপর রাগ প্রকাশ করতে লাগলেন।

৬.৯৬- حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ الْكِلَابِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَ وَفَاتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِعُمَرَ انْطَلِقْ بِنَا إِلَى أُمِّ أَيْمَنَ نَزُورُهَا كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَزُورُهَا فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَيْهَا بَكَتُ فَقَالَا لَهَا مَا يُبْكِيكِ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِرَسُولِهِ ﷺ فَقَالَتْ مَا أَبْكِي أَنْ لَا أَكُونَ أَعْلَمُ أَنَّ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِرَسُولِهِ ﷺ وَلَكِنْ أَبْكِي أَنَّ الْوَحْيَ قَدْ انْقَطَعَ مِنَ السَّمَاءِ فَهَيَّجَتْهُمَا عَلَى الْبُكَاءِ فَجَعَلَا يَبْكِيَانِ مَعَهَا-

৬০৯৬. যুহায়র ইবন হার্ব (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওফাতের পর আবু বকর (রা) উমর (রা)-কে বললেন, চলো উম্মু আয়মানের কাছে যাই এবং তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করি যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাক্ষাতে যেতেন। যখন আমরা তাঁর কাছে গেলাম, তখন তিনি কাঁদতে লাগলেন। তাঁরা দু'জন বললেন, তুমি কাঁদছ কেন? আল্লাহ তা'লার কাছে যা কিছু রয়েছে তা তাঁর রাসূল ﷺ-এর জন্য বেশি উত্তম। উম্মু আয়মান (রা) বললেন, এজন্য আমি কাঁদছি না যে, আমি জানি না আল্লাহর কাছে যা কিছু আছে তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য উত্তম; বরং এ জন্য আমি কাঁদছি যে, আসমান থেকে ওহী আসা বন্ধ হয়ে গেলো। উম্মু আয়মানের এ কথা তাঁদের মধ্যেও কান্নার আবেগ সৃষ্টি করল। সুতরাং তাঁরাও তাঁর সাথে কাঁদতে লাগলেন।

১৯- بَابُ مِنْ فَضَائِلِ أُمِّ سُلَيْمٍ أُمِّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَبِلَالٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ

১৯. পরিচ্ছেদ : উম্মু আনাস ইবন মালিকের মাতা উম্মু সুলায়ম এবং বিলাল (রা)-এর ফযীলত

৬.৯৭- حَدَّثَنَا حَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَدْخُلُ عَلَى أَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا عَلَى أَرْوَاجِهِ إِلَّا أُمُّ سُلَيْمٍ فَإِنَّهُ كَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ إِنِّي أَرْحَمُهَا قَتَلَ أَخُوها مَعِيَ-

৬০৯৭. হাসান হুলায়নী (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তার স্ত্রীদের ছাড়া অন্য কোন মহিলার বাড়িতে প্রবেশ করতেন না। কিন্তু উম্মু সুলায়মের কাছে যেতেন। লোকেরা এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, এর উপর আমার বড় করুণা হয়। আমার সংগে থেকে তার ভাই নিহত হয়েছে।

৬০৯৮- وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا بِشْرُ يَعْنِي ابْنَ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَسَمِعْتُ خَشْفَةً فَقُلْتُ مَنْ هَذَا قَالُوا هَذِهِ الْغُمَيْصَاءُ بَنَاتُ مِلْحَانَ أُمِّ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ-

৬০৯৮. ইবন আবু উমর (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমি জান্নাতে গেলাম, সেখানে আমি কারও চলার (পায়ের) শব্দ পেলাম। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কে? লোকেরা বললো, ইনি গুমায়সা বিন্ত মিলহান (রা), আনাস ইবন মালিকের মা।

৬০৯৯- حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَرَجِ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أُرِيتُ الْجَنَّةَ فَرَأَيْتُ امْرَأَةً أَبِي طَلْحَةَ ثُمَّ سَمِعْتُ خَشْخَشَةً أَمَامِي فَاذَا بِلَالٌ-

৬০৯৯. আবু জা'ফর মুহাম্মদ ইবন ফারাজ (র)..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমাকে জান্নাত দেখানো হয়েছে যে, আমি আবু তালহার স্ত্রীকে দেখলাম। অতঃপর আমার সামনে পায়ের আওয়াজ শুনতে পেলাম, তাকিয়ে দেখি বিলাল।

২- بَابُ مِنْ فَضَائِلِ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ

২০. পরিচ্ছেদ : হযরত আবু তালহা আনসারী (রা)-এর ফযীলত

৬১০- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ بْنُ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا بِهِزُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ مَاتَ ابْنُ أَبِي طَلْحَةَ مِنْ أُمِّ سُلَيْمٍ فَقَالَتْ لِأَهْلِهَا لَا تُحَدِّثُوا أَبَا طَلْحَةَ بِابْنِهِ حَتَّى أَكُونَ أَنَا أُحَدِّثُهُ قَالَ فَجَاءَ فَقَرَّبَتْ إِلَيْهِ عَشَاءً فَآكَلَ وَشَرِبَ قَالَ ثُمَّ تَصَنَّعْتُ لَهُ أَحْسَنَ مَا كَانَ تَصْنَعُ قَبْلَ ذَلِكَ فَوَقَعَ بِهَا فَلَمَّا رَأَتْ أَنَّهُ قَدْ شَبِعَ وَأَصَابَ مِنْهَا قَالَتْ يَا أَبَا طَلْحَةَ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ قَوْمًا أَعَارُوا عَارِيَتَهُمْ أَهْلَ بَيْتٍ فَطَلَبُوا عَارِيَتَهُمُ اللَّهُمَّ أَنْ يَمْنَعُوهُمْ قَالَ لَا قَالَتْ فَاحْتَسِبِ ابْنَكَ قَالَ فَغَضِبَ فَقَالَ تَرَكَتَنِي حَتَّى تَلَطَّخْتُ ثُمَّ أَخْبَرْتَنِي بِابْنِي فَاَنْطَلَقَ حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرَهُ بِمَا كَانَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَارَكَ اللَّهُ لَكُمْ فِي غَابِرٍ لَيْلَتِكُمَا قَالَ فَحَمَلْتُ قَالَ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ وَهِيَ مَعَهُ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَتَى الْمَدِينَةَ مِنْ سَفَرٍ لَا يَطْرُقُهَا طَرُوقًا فَدَنَوْا مِنَ الْمَدِينَةِ فَضَرَبَهَا الْمَخَاضُ فَاحْتَبَسَ عَلَيْهَا أَبُو طَلْحَةَ وَأَنْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَقُولُ أَبُو طَلْحَةَ إِنَّكَ لَتَعْلَمُ يَا رَبُّ أَنَّهُ يُعْجِبُنِي أَنْ أَخْرُجَ مَعَ رَسُولِكَ إِذَا خَرَجَ وَأَدْخَلَ مَعَهُ إِذَا دَخَلَ وَقَدْ احْتَبَسْتُ بِمَا تَرَى قَالَ تَقُولُ أُمُّ سُلَيْمٍ يَا أَبَا طَلْحَةَ مَا أَجِدُ الَّذِي كُنْتُ أَجِدُ أَنْطَلِقُ

فَانْطَقْنَا قَالَ وَضَرَبَهَا الْمَخَاضُ حِينَ قَدِمَا فَوَلَدَتْ غُلَامًا فَقَالَتْ لِي أُمِّي يَا أَنْسُ لَا يُرْضِعُهُ أَحَدٌ حَتَّى تَغْدُو بِهِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا أَصْبَحَ احْتَمَلَتْهُ فَانْطَلَقْتُ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَصَادَفْتُهُ وَمَعَهُ مَيْسَمٌ فَلَمَّا رَأَى قَالَ لَعَلَّ أُمَّ سُلَيْمٍ وَلَدَتْ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَوَضَعَ الْمَيْسَمَ قَالَ وَجِئْتُ بِهِ فَوَضَعْتُهُ فِي حَجْرِهِ وَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِعَجْوَةٍ مِنْ عَجْوَةِ الْمَدِينَةِ فَلَاكَهَا فِي فِيهِ حَتَّى ذَابَتْ ثُمَّ قَذَفَهَا فِي الصَّبِيِّ فَجَعَلَ الصَّبِيُّ يَتَلَمَّظُهَا قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْظَرُوا إِلَى حُبِّ الْأَنْصَارِ التَّمَرِ قَالَ فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللَّهِ-

৬১০০. মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম ইব্ন মায়মুন (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন আবু তালহা (রা) তার পরিবারে লোকদের বললো, আবু তালহা (রা)-কে তাঁর ছেলের খবর দিও না, যতক্ষণ আমি না বলি। তিনি বলেন, অতঃপর আবু তালহা (রা) এলেন। উম্মু সুলায়ম (রা) রাতের খানা উপস্থিত করলে তিনি পানাহার করলেন। তারপর উম্মু সুলায়ম (রা) তা সাধ্যমতো সাজগোজ করলেন। আবু তালহা (রা) তাঁর সাথে মিলিত হলেন। যখন উম্মু সুলায়ম (রা) দেখলেন যে, তিনি মিলনে পরিতৃপ্ত, তখন তাঁকে বললেন, হে আবু তালহা! কেউ যদি কাউকে কোন জিনিস রাখতে দেয়, এরপর তা নিয়ে নেয়, তবে কি সে তা ফিরাতে পারে? আবু তালহা (রা) বললেন, না। উম্মু সুলায়ম (রা) বললেন, তবে তোমার পুত্রকে সাওয়াবের সূত্র রূপে গ্রহণ কর। আবু তালহা (রা) রেগে গিয়ে বললেন, তুমি আমাকে আগে বল নি, আর এখন আমি (পংকীলতা মিশ্রিত) অপবিত্র, এখন খবরটা দিলে? তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গিয়ে খবরটা দিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমাদের বিগত রাতটিতে আল্লাহ তা'আলা বরকত দিন। রাবী বলেন, উম্মু সুলায়ম অন্তঃসত্ত্বা হলেন। পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ এক সফরে ছিলেন। উম্মু সুলায়মও এ সফরে ছিলেন। তিনি (নবী ﷺ) যখন সফর থেকে ফিরতেন, তখন রাতের বেলা মদীনা প্রবেশ করতেন না। লোকেরা যখন মদীনার কাছে পৌঁছলো, তখন উম্মু সুলায়মের প্রসব বেদনা শুরু হলো। আবু তালহা (রা) তাঁর কাছে রয়ে গেলেন। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ চলে গেলেন। আবু তালহা (রা) বললেন, হে পরোয়ারদিগার! তুমি তো জানো যে, তোমার রাসূলের সাথে বের হতে আমার ভাল লাগে যখন তিনি বের হন, আর তাঁর সাথে প্রবেশ করতে আমার ভালো লাগে যখন তিনি যান। কিন্তু তুমি জানো কেন আমি থেকে গিয়েছি। রাবী বলেন : উম্মু সুলায়ম (রা) বললেন, হে আবু তালহা! আগের মতো বেদনা আমার নেই। চলুন আমরা চলে যাই। স্বামী-স্ত্রী মদীনা পৌঁছলে উম্মু সুলায়মের বেদনা পুনরায় শুরু হলো। আর তিনি একটি শিশু পুত্র প্রসব করলেন। আমার মা বললেন, হে আনাস! শিশুটিকে যেন কেউ দুধপান না করায় যতক্ষণ না তুমি তাকে ভোরবেলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে নিয়ে যাও। সকাল হলে আমি শিশুটিকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গেলাম। আমি দেখলাম তাঁর হাতে উট দাগানোর যন্ত্র। আমাকে যখন তিনি দেখলেন, বললেন, সম্ভবত উম্মু সুলায়ম (এ ছেলেটি) প্রসব করেছে। আমি বললাম, হ্যাঁ। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি দাগ যন্ত্রটি হাত থেকে রেখে দিলেন। আমি শিশুটিকে নিয়ে তাঁর কোলে রাখলাম। তিনি মদীনার আজওয়া খেজুর আনালেন এবং নিজের মুখে দিয়ে চিবুলেন। যখন খেজুর গলে গেল, তখন শিশুটির মুখে দিলেন। শিশুটি তা চুষতে লাগলো। তিনি বললেন, দেখো আনসারদের খেজুর প্রীতি! পরে তিনি শিশুর মুখে হাত বুলালেন এবং এর নাম রাখলেন আবদুল্লাহ।

৬১.১ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خِرَاشٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ مَاتَ ابْنُ أَبِي طَلْحَةَ وَأَقْتَصَّ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ -

৬১০১. আহমদ ইবন হাসান ইবন খারাম (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু তালহার একটি ছেলে মারা গেল..... এর পরের অংশ উল্লেখিত হাদীসের অনুরূপ।

২১ - بَابُ مِنْ فَضَائِلِ بِلَالٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ

২১. পরিচ্ছেদ : হযরত বিলাল (রা)-এর ফযীলত

৬১.২ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ يَعِيشَ وَمَحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ قَالَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ أَبِي حَيَّانَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِبِلَالٍ عِنْدَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ يَا بِلَالُ حَدَّثَنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ عِنْدَكَ فِي الْإِسْلَامِ مَنْفَعَةٌ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّيْلَةَ خَشَفَ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجَنَّةِ قَالَ قَالَ بِلَالٌ مَا عَمِلْتُ عَمَلًا فِي الْإِسْلَامِ أَرْجَى عِنْدِي مَنْفَعَةٌ مِنْ أَنِّي لَا أَتَطَهَّرُ طَهُورًا تَامًا فِي سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ وَلَا نَهَارٍ إِلَّا صَلَّيْتُ بِذَلِكَ الطَّهُورِ مَا كَتَبَ اللَّهُ لِي أَنْ أُصَلِّيَ -

৬১০২. উবায়দ ইবন ইয়াঈশ, মুহাম্মদ ইবন আলা হামদানী ও মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র (র)..... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ভোরের জিজ্ঞাসা সালাতের সময় বিলাল (রা)-কে বলেন, হে বিলাল! তুমি আমাকে বল, ইসলামের পর তুমি এমন কোন্ আমল করেছ যার উপকারের ব্যাপারে তুমি বেশি আশাবাদী। কেননা আজ রাতে আমি জান্নাতে আমার সামনে তোমার জুতার আওয়াজ শুনেছি। বর্ণনাকারী বলেন, বিলাল বলেন, ইসলামের মধ্যে এর চেয়ে বেশি লাভের আশা আমি অন্য কোন আমলে করতে পারি না যে, আমি দিনে বা রাতে যখনই পূর্ণ উযু করি, তখনই আল্লাহ তা'আলা আমার ভাগ্যে যতক্ষণ লিখেছেন, ততক্ষণ ঐ উযু দিয়ে সালাত আদায় করে থাকি।

২২ - بَابُ مِنْ فَضَائِلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَأُمِّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا

২২. পরিচ্ছেদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) ও তাঁর মায়ের ফযীলত

৬১.৩ - حَدَّثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّيْمِيُّ وَسَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ بْنِ زُرَّارَةَ الْحَضْرَمِيُّ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ وَالْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ قَالَ سَهْلٌ وَمِنْجَابٌ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ :

لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا..... إِلَى آخِرِ
الْآيَةِ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قِيلَ لِي أَنْتَ مِنْهُمْ-

৬১০৩. মিনজাব ইবন হারিস তায়মী, সাহল ইবন উসমান, আবদুল্লাহ ইবন আমির ইবন যুরারাহ হাজরামী, সুয়ায়দ ইবন সাঈদ ও ওয়ালীদ ইবন শুজা' (র)..... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হলো : “যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে তারা এতো পূর্বে যা আশ্বাদন করেছে তাতে কোন অসুবিধা নেই যখন তারা (আল্লাহকে) ভয় করে এবং ঈমানদার হয়”..... শেষ পর্যন্ত (৫ : ৯৩), রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন আমাকে বললেন, “আমাকে বলা হয়েছে যে, তুমিও এদের অন্তর্ভুক্ত।”

৬১.৪ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَدِمْتُ أَنَا وَآخِي مِنَ الْيَمَنِ فَكُنَّا حِينًا وَمَا نُرَى ابْنُ مَسْعُودٍ وَأُمُّهُ إِلَّا مِنْ أَهْلِ بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ كَثْرَةِ دُخُولِهِمْ وَلَزُومِهِمْ لَهُ -

حَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُونُسَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ أَنَّهُ سَمِعَ الْأَسْوَدَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا مُوسَى يَقُولُ لَقَدْ قَدِمْتُ أَنَا وَآخِي مِنَ الْيَمَنِ فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ-

৬১০৪. ইসহাক ইবন ইবরাহীম হানযালী ও মুহাম্মদ ইবন রাফি' (র)..... আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং আমার ভাই ইয়ামান থেকে এলাম। আমরা দীর্ঘদিন পর্যন্ত ইবন মাসউদ (রা) ও তাঁর মাকে রাসূল পরিবারেরই লোক বলে মনে করেছি, তাদের রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে অধিক হারে যাওয়া-আসা এবং সব সময় এক সঙ্গে থাকার কারণে।

মুহাম্মদ ইবন হাতিম (র)..... আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং আমার ভাই ইয়ামান থেকে এলাম..... পরবর্তী অংশ পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

৬১.৫ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالُوا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا أُرَى أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ أَوْ مَا ذَكَرَ مِنْ نَحْوِ هَذَا

৬১০৫. যুহায়র ইবন হার্ব, মুহাম্মদ ইবন মুসান্না ও ইবন বাশ্শার (র)..... আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে এলাম, আমার ধারণা ছিল যে, আবদুল্লাহ তাঁরই পরিবারের অন্তর্ভুক্ত, অথবা..... তিনি অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৬১.৬- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْأَحْوَصِ قَالَ شَهِدْتُ أَبَا مُوسَى وَأَبَا مَسْعُودٍ حِينَ مَاتَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ أَتَرَاهُ تَرَكَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ فَقَالَ إِنْ قُلْتَ ذَلِكَ إِنْ كَانَ لَيُؤْذَنُ لَهُ إِذَا حُجِبْنَا وَيَشْهَدُ إِذَا غِبْنَا-

৬১০৬. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র)..... আবুল আহওয়্যাস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্ন মাসউদ (রা)-এর ইনতিকালের সময় আমি আবু মাসউদ ও আবু মূসার পাশে ছিলাম। তাঁরা একজন আরেকজনকে বললেন, আপনার কি মনে হয়, তাঁর পর তাঁর মতো আর কাউকে কি তিনি রেখে গেছেন? অন্যজন বললেন, আপনি যদি এ কথা বলছেন, (তবে আমার মনে পড়ছে যে) তার অবস্থাই ছিল এ রকম যে, (রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে প্রবেশের ব্যাপারে) আমাদের বাধা দেওয়া হতো, আর তাকে অনুমতি দেওয়া হতো; আমরা অনুপস্থিত থাকতাম, আর সে উপস্থিত থাকতো।

৬১.৭- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ حَدَّثَنَا قُطَيْبَةُ هُوَ ابْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ قَالَ كُنَّا فِي دَارِ أَبِي مُوسَى مَعَ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللَّهِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ فِي مَصْحَفٍ فَقَامَ عَبْدُ اللَّهِ فَقَالَ أَبُو مَسْعُودٍ مَا أَعْلَمُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَرَكَ بَعْدَهُ أَعْلَمَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ هَذَا الْقَائِمِ فَقَالَ أَبُو مُوسَى أَمَا لَنْ قُلْتَ ذَاكَ لَقَدْ كَانَ يَشْهَدُ إِذَا غِبْنَا وَيُؤْذَنُ لَهُ إِذَا حُجِبْنَا-

৬১০৭. আবু কুরায়ব মুহাম্মদ ইব্নুল 'আলা' (র)..... আবুল আহওয়্যাস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আবদুল্লাহ (র) কতিপয় ছাত্রের সংগে আবু মূসা (রা)-এর বাড়িতে ছিলাম। তাঁরা একখানি কুরআন শরীফ দেখছিলেন। আবদুল্লাহ উঠে দাঁড়ালেন (চলে গেলেন)। তখন আবু মাসউদ বললেন, আল্লাহর অবতীর্ণ কিতাব সম্পর্কে এ উঠে যাওয়া ব্যক্তির চেয়ে বেশি জ্ঞানবান কোন মানুষ রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর পরে রেখে গেছেন বলে আমি জানি না। আবু মূসা (রা) বললেন, আপনি যদি এ কথা বলেন, তবে তার কারণ, তাঁর অবস্থা এ ছিল যে, যখন আমরা অনুপস্থিত থাকতাম, তখন তিনি উপস্থিত থাকতেন; আর আমাদের যখন বাধা দেওয়া হতো, তখন তাঁকে প্রবেশাধিকার দেওয়া হতো।

৬১.৮- وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ شَيْبَانَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ قَالَ أَتَيْتُ أَبَا مُوسَى فَوَجَدْتُ عَبْدَ اللَّهِ وَأَبَا مُوسَى حَ وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدَةَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ حُذَيْفَةَ وَأَبِي مُوسَى وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَحَدِيثُ قُطَيْبَةَ أَتَمُّ وَأَكْثَرُ-

৬১০৮. কাসিম ইব্ন যাকারিয়া (র)..... আবুল আহওয়াস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমি আবু মূসা (রা)-এর কাছে এলাম। তখন আবদুল্লাহ (রা) ও আবু মূসাকে পেলাম..... অন্য সনদে আবু কুরায়ব..... যায়দ ইব্ন ওয়াহব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হুযায়ফা (রা) ও আবু মূসা (রা)-এর সংগে বসা ছিলাম।..... এরপর হাদীসের বাকী অংশ বর্ণনা করেছেন তবে কুত্বা (র) বর্ণিত হাদীস পূর্ণ ও অধিক প্রচলিত।

٦١٠٩- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ قَالَ عَلَى قِرَاءَةٍ مَنْ تَأْمُرُونِي أَنْ
أَقْرَأَ فَلَقَدْ قَرَأْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَضْعًا وَسَبْعِينَ سُورَةً وَلَقَدْ عَلِمَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
أَنِّي أَعْلَمُهُمْ بَكِتَابِ اللَّهِ وَلَوْ أَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا أَعْلَمُ مِنِّي لَرَحَلْتُ إِلَيْهِ قَالَ شَقِيقٌ فَجَلَسْتُ فِي حَلْقِ
أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ فَمَا سَمِعْتُ أَحَدًا يَرُدُّ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَلَا يَعْيبُهُ-

৬১০৯. ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম হানযালী (র)..... শাকীক (র) সূত্রে আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, “আর যে ব্যক্তি কোন কিছু আত্মসাত করবে, কিয়ামতের দিন সে যা আত্মসাত করেছে তা নিয়ে উঠবে।” অতঃপর বললেন, তোমরা আমাকে কার কিরাআত অনুসরণে পড়ার কথা বল? আমি তো রাসূলুল্লাহ্ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম}-এর সামনে সত্তরের উর্ধ্বে সূরা পড়েছি। আর রাসূলুল্লাহ্ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম}-এর সাহাবিগণ জানেন যে, আমি তাঁদের মধ্যে (কুরআন) সম্পর্কে সর্বাধিক বিদ্বান। আমি যদি জানতাম যে, আর কেউ আমার চেয়ে বেশি কুরআন জানে, তবে আমি তা কাছে সফর করে যেতাম। শাকীক (র) বলেন, আমি মুহাম্মদ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম}-এর সাহাবীদের বিভিন্ন মজলিসে বসেছি। তার (আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদের) এ বক্তব্যকে রদ করতে কাউকে শুনি নি এবং তাঁকে দোষাবোপ করতেও শুনি নি।

٦١١- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ حَدَّثَنَا قُطَيْبَةُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ
مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ مَا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ سُورَةٌ إِلَّا أَنَا أَعْلَمُ حَيْثُ نَزَلَتْ
وَمَا مِنْ آيَةٍ إِلَّا أَنَا أَعْلَمُ فِيمَا أُنْزِلَتْ وَلَوْ أَعْلَمَ أَحَدًا هُوَ أَعْلَمُ بِكِتَابِ اللَّهِ مِنِّي تَبْلُغُهُ الْأَيْلُ
لَرَكِبْتُ إِلَيْهِ-

৬১১০. আবু কুরায়ব (র)..... আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, তাঁর শপথ! আল্লাহর কিতাবে এমন কোন সূরা নেই যার অবতীর্ণ হওয়ার স্থান সম্পর্কে আমি না জানি, এমন কোন আয়াত নেই যার অবতীর্ণ হওয়ার কারণ সম্পর্কে আমি না জানি। আমি যদি এমন কোন ব্যক্তিকে জানতাম যিনি আল্লাহর কিতাব (কুরআন) আমার চেয়েও বেশি জানেন, আর তাঁর কাছে উট যেতে পারে, তবে আমি সওয়ার হয়ে তাঁর কাছে অবশ্যই যেতাম।

٦١١١- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ كُنَّا نَأْتِي عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو فَتَحَدَّثَ إِلَيْهِ وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ

عِنْدَهُ فَذَكَرْنَا يَوْمًا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ فَقَالَ لَقَدْ ذَكَرْتُمْ رَجُلًا لَا أَزَالُ أَحِبُّهُ بَعْدَ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ خُذُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ مِنْ ابْنِ أُمِّ عَبْدِ فَبَدَأَ بِهِ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَأَبِي بَنٍ كَعْبٍ وَسَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ-

৬১১১. আবু বকর ইবন আবু শায়বা ও মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমায়র (র)..... মাসরুক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা)-এর কাছে গিয়ে তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলতাম। একদিন আমরা আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা)-এর উল্লেখ করলাম, তিনি বললেন তোমরা এমন এক ব্যক্তির উল্লেখ করেছ, যাকে এ হাদীস শোনার পর থেকে আমি ভালোবেসে আসছি। রাসূলুল্লাহ সাহাবাহু আশরাফি ওয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে আমি বলতে শুনেছি, তোমরা চারজনের কাছে কুরআন শিখ। ইবন উম্মু আবদ (আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ), থেকে এখানে (রাসূলুল্লাহ সাহাবাহু আশরাফি ওয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সর্বপ্রথম তার (আবদুল্লাহর) নাম উল্লেখ করেন; মুআয ইবন জাবাল, উবাই ইবন কা'ব ও আবু হুযায়ফার আযাদকৃত গোলাম সালিমের কাছ থেকে।

৬১১২ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فَذَكَرْنَا حَدِيثًا عَنْ بَنٍ مَسْعُودٍ فَقَالَ إِنَّ ذَلِكَ الرَّجُلَ لَا أَزَالُ أَحِبُّهُ بَعْدَ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُهُ سَمِعْتُهُ يَقُولُ اقْرَأُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ نَفَرٍ مِنْ ابْنِ أُمِّ عَبْدِ فَبَدَأَ بِهِ وَمِنْ أَبِي بَنٍ كَعْبٍ وَمِنْ سَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ وَمِنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَحَرْفٍ لَمْ يَذْكُرْهُ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَوْلُهُ يَقُولُهُ-

৬১১২. কুতায়বা ইবন সাঈদ, যুহায়র ইবন হার্ব ও উসমান ইবন আবু শায়বা (র)..... মাসরুক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা)-এর কাছে ছিলাম। তখন আমরা ইবন মাসউদ (রা)-এর একটি হাদীসের উল্লেখ করি। এ সময় আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) বললেন, ইনি ঐ ব্যক্তি যাকে রাসূলুল্লাহ সাহাবাহু আশরাফি ওয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর একটি কথা-যা তিনি বলতেন- শোনার পর থেকে ভালোবেসে আসছি। আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, তোমরা চার ব্যক্তির কাছে কুরআন পড়। ইবন উম্মু আবদ এর কাছে (আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ) তাঁর নামই প্রথমে বললেন এবং উবাই ইবন কা'ব, সালিম -আবু হুযায়ফার মাওলা (আযাদকৃত গোলাম) ও মুআয ইবন জাবাল (রা)। আর একটি শব্দ যা যুহায়র ইবন হার্ব উল্লেখ করেননি। ওটা যে, হলো, (যা তিনি বলতেন) يَقُولُهُ শব্দটি।

৬১১২ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ بِإِسْنَادٍ جَرِيرٍ وَوَكَيْعٍ فِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ قَدَّمَ مُعَاذًا قَبْلَ أَبِي وَفِي رِوَايَةِ أَبِي كُرَيْبٍ أَبِي قَبْلَ مُعَاذٍ-

৬১১৩. আবু বকর ইবন শায়বা ও আবু কুরায়ব (র)..... আমাশ (র) থেকে জারীর ও ওয়াকী'র সনদে। আবু মুআবিয়া থেকে আবু বকর (র) বর্ণিত রিওয়াযাতে মুআয (রা)-ক উবাইয়ের পূর্বে রাখছেন। আর আবু কুরায়বের বর্ণনায় উবাই-এর নাম মুআয (রা)-এর আগে।

৬১১৪ - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ح وَحَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ بِإِسْنَادِهِمْ وَاخْتَلَفَا عَنْ شُعْبَةَ فِي تَنْسِيقِ الْأَرْبَعَةِ -

৬১১৪. ইবন মুসান্না, ইবন বাশ্শার ও বিশ্র ইবন খালিদ (র)..... আমাশ (র) থেকে তাঁদের সনদে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু শু'বার সূত্রে বর্ণনায় চারজনের ক্রমবিন্যাস এ দু'জনের মধ্যে বিরোধ রয়েছে।

৬১১৫ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ ذَكَرُوا ابْنَ مَسْعُودٍ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فَقَالَ ذَاكَ رَجُلٌ لَا أَزَالُ أَحِبُّهُ بَعْدَ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ اسْتَقْرُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ مِنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَسَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ وَأَبِي بَنْ كَعْبٍ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ -

৬১১৫. মুহাম্মদ ইবন মুসান্না ও ইবন বাশ্শার (র)..... মাসরুক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, তাঁরা আবদুল্লাহ ইবন আমর (র)-এর সামনে আবদুল্লাহ ইবন মাসউদের আলোচনা করলে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এ কথা শোনার পর থেকে আমি ঐ লোকটিকে ভালোবেসে আসছি : চারজনের কাছ থেকে তোমরা কুরআন শিখবে, ইবন মাসউদ, আবু হুযায়ফার আযাদকৃত গোলাম সালিম, উবাই ইবন কাব ও মুআয ইবন জাবাল (রা)।

৬১১৬ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ابْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ قَالَ شُعْبَةُ بَدَأَ بِهِذَيْنِ لَا أَدْرِي بِأَيِّهِمَا بَدَأَ -

৬১১৬. উবায়দুল্লাহ ইবন মুআয তাঁর পিতা মুআয (রা) থেকে শু'বা সূত্রে উক্ত সনদে বর্ণনা করেন। তিনি অধিক বলেছেন “এ দু'জনকে দিয়ে শুরু করা হয়েছে, কিন্তু কার নাম প্রথমে, তা আমি জানি না।”

২২ - بَابُ مِنْ فَضَائِلِ أَبِي بَنْ كَعْبٍ وَجَمَاعَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ

২৩. পরিচ্ছেদ : হযরত উবাই ইবন কা'ব (রা) ও আনসারদের এক দলের ফযীলত

৬১১৭ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ جَمَعَ الْقُرْآنَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَرْبَعَةٌ كُلُّهُمْ مِنَ الْأَنْصَارِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَأَبِي بَنْ كَعْبٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَأَبُو زَيْدٍ قَالَ قَتَادَةُ فَقُلْتُ لَأَنْسَ مَنْ ابْنُ زَيْدٍ قَالَ أَحَدُ عُمُومَتِي -

৬১১৭. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে চারজন কুরআন সংকলন করেছেন। এঁদের সবাই আনসারী। মু'আয ইব্ন জাবাল, উবাই ইব্ন কা'ব, যায়দ ইব্ন সাবিত ও আবু যায়দ (রা)। কাতাদা (র) বলেন, আমি আনাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, আবু যায়দ কে? তিনি বললেন, আমার চাচাদের মধ্যে একজন।

৬১১৮. حَدَّثَنِي أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ مَعْبُدٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ قَالَ قَالَ هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ قُلْتُ لَأَنْسِرَ بَنَ مَالِكٍ مَنْ جَمَعَ الْقُرْآنَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَرْبَعَةٌ كُلُّهُمْ مِنَ الْأَنْصَارِ أَبِي بَنُ كَعْبٍ وَمَعَاذُ بَنُ جَبَلٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَرَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُكْنَى أَبَا زَيْدٍ -

৬১১৮. আবু দাউদ সুলায়মান ইব্ন মা'বাদ (র)..... কাতাদা (র) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি আনাস ইব্ন মালিক (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে কে কে কুরআন একত্রিত (সংশ্লিষ্ট) করেছিলেন? তিনি বললেন, চারজন, এঁদের সবাই আনসারী। উবাই ইব্ন কা'ব, মু'আয ইব্ন জাবাল, যায়দ ইব্ন সাবিত ও আনসারীদের মধ্যে অন্য একজন তাঁর কুনিয়াত আবু যায়দ (রা)।

৬১১৯. حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِأَبِي إِنْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ قَالَ اللَّهُ سَمَّانِي لَكَ قَالَ اللَّهُ سَمَّاكَ لِي قَالَ فَجَعَلَ أَبِي يَبْكِي -

৬১১৯. হাদ্দাব ইব্ন খালিদ (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ উবাই (রা)-কে বললেন, তোমাকে কুরআন পড়ে শোনানোর জন্যে আল্লাহ তা'আলা আমাকে আদেশ করেছেন। উবাই (রা) বললেন, আল্লাহ তা'আলা কি আপনার কাছে আমার নাম নিয়ে বলেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আল্লাহই আমার কাছে তোমার নাম নিয়েছেন। এতে উবাই (রা) (আনন্দে) কাঁদতে আরম্ভ করলেন।

৬১২. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَبِي بَنُ كَعْبٍ إِنْ اللَّهُ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا قَالَ وَسَمَّانِي قَالَ نَعَمْ قَالَ فَبَكَى -

حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَبِي بِمِثْلِهِ -

৬১২০. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ উবাই ইব্ন কা'ব (রা)-কে বললেন : আল্লাহ তা'আলা আমাকে আদেশ করেছেন, তোমাকে পড়ে শোনাবার জন্য। উবাই (রা) বললেন, আল্লাহ তা'আলা কি আমার নাম নিয়েছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আনাস (রা) বলেন, উবাই (রা) তখন কেঁদে ফেললেন।

ইয়াহইয়া ইব্ন হাবীব (র)..... কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ উবাই (রা)-কে অনুরূপ হাদীস বলেছেন।

২৪- **بَابُ مِنْ فَضَائِلِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ**

২৪. পরিচ্ছেদ : হযরত সা'দ ইব্ন মু'আয (রা)-এর ফযীলত

৬১২১- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَجَنَازَةُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ اهْتَزَّ لَهَا عَرْشُ الرَّحْمَنِ-

৬১২১. আব্দ ইব্ন হুমায়দ (র)..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন সা'দ ইব্ন মুআয (রা)-এর জানাযা তাদের (সাহাবীদের) সামনে রাখা হয়েছিলো, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তার জানাযার জন্যে রাহমান (দয়ালু আল্লাহর)-এর আরশ কেঁপে উঠেছে।

৬১২২- حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَوْدِيُّ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي سَفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اهْتَزَّ عَرْشُ الرَّحْمَنِ لِمَوْتِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ-

৬১২২. আমর আন-নাকিদ (র)..... জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সা'দ ইব্ন মুআযের মৃত্যুতে রাহমান (দয়ালু আল্লাহর)-এর আরশ কেঁপে ওঠে।

৬১২৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّزِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ الْخَفَّافُ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَجَنَازَتُهُ مَوْضُوعَةٌ يَعْنِي سَعْدًا اهْتَزَّ لَهَا عَرْشُ الرَّحْمَنِ-

৬১২৩. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ রুযযী (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, যখন মুআয (রা)-এর জানাযা রাখা ছিল, তখন নবী ﷺ বললেন : তাঁর জন্য রাহমান (দয়ালু আল্লাহর)-এর আরশ কেঁপে উঠেছে।

৬১২৪- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ أَهْدَيْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ حُلَّةً حَرِيرٍ فَجَعَلَ أَصْحَابُهُ يَلْمِسُونَهَا وَيَعْجَبُونَ مِنْ لِينِهَا فَقَالَ أَتَعْجَبُونَ مِنْ لِينِ هَذِهِ لِمَنَادِيلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنْهَا وَاللَّيْنُ-

৬১২৪. মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও ইব্ন বাশ্শার (র).....বারা' (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে এক জোড়া রেশমী পোশাক হাদিয়া দেওয়া হল। তার সাহাবীরা তখন তা স্পর্শ করে এর কোমলতায় আশ্চর্যবোধ করতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমরা এ কোমলতায় আশ্চর্যান্বিত হচ্ছে? জান্নাতের মধ্যে সা'দ ইব্ন মুআয-এর রুমালগুলো এর চেয়েও উত্তম ও মোলায়েম।

৬১২৫- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الضَّبِّي حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَنْبَأَنِي أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يَقُولُ أَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِثَوْبٍ حَرِيرٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ثُمَّ قَالَ ابْنُ عَبْدِ أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنِي قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِ هَذَا أَوْ بِمِثْلِهِ-

৬১২৫. আহমদ ইবন আব্দাহ দাব্বী (র).....বারা' ইবন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে রেশমী বস্ত্র নিয়ে আনা হলো..... তারপর তিনি পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। ইবন আবদাহ..... আনাস ইবন মালিক (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকেও অনুরূপ অর্থযুক্ত বা অনুরূপ শব্দের হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৬১২৬- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ابْنِ جَبَلَةَ حَدَّثَنَا أُمِّيَّةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ هَذَا الْحَدِيثَ بِالسَّنَادَيْنِ جَمِيعًا كَرِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ

৬১২৬. মুহাম্মদ ইবন আমর ইবন জাবলা (র)..... শু'বা (র) থেকে এ দুটো সনদেই আবু দাউদের রিওয়ায়াতের মতো বর্ণনা করেন।

৬১২৭- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ جُبَّةً مِنْ سُنْدُسٍ وَكَانَ يَنْهَى عَنِ الْحَرِيرِ فَعَجِبَ النَّاسُ مِنْهَا فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنَّ مَنَادِيلَ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِي الْجَنَّةِ أَحْسَنُ مِنْ هَذَا-

৬১২৭. যুহায়র ইবন হার্ব (র)..... আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মিহি রেশমের একটি জোকা হাদিয়া দেওয়া হলো। অবশ্য নবী ﷺ রেশম পরতে নিষেধ করতেন। লোকেরা এতে (এর কোমলতায়) আশ্চর্যান্বিত হলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : যাঁর কব্জায় মুহাম্মদের জীবন, তাঁর কসম! জান্নাতে সা'দ ইবন মুআযের রুমালগুলো এর চেয়েও উৎকৃষ্ট।

৬১২৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَامِرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَكْبَدَ دُومَةِ الْجَنْدَلِ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ حُلَّةً فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ وَكَانَ يَنْهَى عَنِ الْحَرِيرِ-

৬১২৮. মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, দাওমাতুল জান্দালের (বাদশাহ) উকায়দির রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে একজোড়া পোশাক উপহার পাঠালো..... তারপর তিনি অনুরূপ বর্ণনা করলেন। তবে এতে “তিনি রেশম পরতে নিষেধ করতেন” কথাটি উল্লেখ করেন নি।

২৫- بَابُ مِنْ فَضَائِلِ أَبِي دُجَانَةَ سِمَاكِ بْنِ خَرْشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ

২৫. পরিচ্ছেদ : হযরত আবু দুজানাহ্ সিমাক ইব্ন খারশাহ্ (রা)-এর ফযীলত

৬১২৯- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخَذَ سَيْفًا يَوْمَ أُحُدٍ فَقَالَ مَنْ يَأْخُذُ مِنِّي هَذَا فَبَسَطُوا أَيْدِيَهُمْ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ يَقُولُ أَنَا أَنَا قَالَ فَمَنْ يَأْخُذُهُ بِحَقِّهِ قَالَ فَأَحْجَمَ الْقَوْمُ فَقَالَ سِمَاكِ بْنُ خَرْشَةَ أَبُو دُجَانَةَ أَنَا أَخْذُهُ بِحَقِّهِ قَالَ فَأَخْذَهُ فَفَلَقَ بِهِ هَامَ الْمُشْرِكِينَ-

৬১২৯. আবু বকর ইব্ন আবু শায়বা (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উহুদ যুদ্ধের দিন একটি তরবারি হাতে নিয়ে বললেন, এটা আমার কাছ থেকে কে গ্রহণ করবে? তখন তাঁদের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তিই হাত বাড়িয়ে বলতে লাগল, আমি, আমি। তিনি বললেন, এর হক আদায় করে কে গ্রহণ করবে? এ কথা শুনেই লোকজন দমে গেল। তখন সিমাক ইব্ন খারশাহ্ আবু দুজানাহ্ (রা) বললেন, আমি এটির হক আদায় করার অঙ্গীকারে গ্রহণ করব। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি এটি নিয়ে নিলেন আর এ দ্বারা মুশরিকদের মাথার খুলি বিদীর্ণ করলেন।

ইফা (উন্নয়ন) ২০০৯-২০১০/অঃসঃ/৪৩৮৫/৩২৫০